

গরিভাষা কোষ

পরিভাষা কোষ

সুপ্রকাশ রায়



বিশ্বোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী (ছারিসন) রোড : কলিকাতা ৯ ॥

॥ প্রথম সংস্করণ ॥
॥ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ ॥

॥ প্রচ্ছদ ॥
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য : দশ টাকা

বিশ্বোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীমনোমোহন
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক
জ্ঞানোদয় প্রেস, ১২ মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ॥

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন

শ্রীগোপাল হালদার

মহাশয়ের করকমলে

ভূমিকা

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে জ্ঞানের পরিধি যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি সাধারণ পাঠকদের জিজ্ঞাসাও বাড়ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। কিন্তু জ্ঞানার সমস্তা বড় জটিল।

একটি, এমন কি কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও শেষ পর্যন্ত সামান্যই জানা হয়েছে বলতে হয়। এমন কি বিশেষজ্ঞদেরও তাঁদের নিজস্ব বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে বহুতর বিষয়ের শরণাপন্ন হতে হয়। পশ্চিমী দেশগুলির পাঠকদের কাছে হয়ত সমস্তাটা খুব বেশী কঠিন না-ও হতে পারে : কারণ, তাঁদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই তাঁরা প্রায় সব বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বইগুলি পেতে পারেন। কিন্তু নানা কারণে বাঙ্গালী পাঠকসম্প্রদায় ঐ সুযোগ থেকে সাধারণতঃ বঞ্চিত। আজকাল কিছু সংখ্যক বই বাংলা ভাষায় অনূদিত হলেও, তাদের সংখ্যা যেমন কম, অল্পবাদের ক্রটিও প্রচুর। একই বিষয়ের অল্পবাদ করতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন—যার ফলে পাঠক দিশেহারা হয়ে যান, যারা সোজাসৃজি ইংরাজী বই পড়েন তাঁদের পক্ষেও অস্ববিধা খুব কম নয়। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ এমন পাঠক কমই আছেন যারা ভাষার গোলমালে বেসামাল হন না। তাই অনেক সময়েই তাঁদের জ্ঞান হয় ভাসা ভাসা। তাই বহু ইংরাজী শব্দের প্রাঞ্জল পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন ধরে বিশেষভাবে অনুভূত। কিন্তু এই সমস্তার সমাধান যেমন কষ্টসাধ্য, প্রচেষ্টা সে তুলনায় আরও নগণ্য। এদিক থেকে শুধু সাধারণ পাঠকদেরই নয়, যারা ‘অসাধারণত্বের’ দাবি করেন, তাঁদের পক্ষেও এই বই যথেষ্ট উপযোগী হবে মনে হয়। তাছাড়া, এই বইয়ের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়েই হোক বা প্রলুব্ধ হয়েই হোক, আরও অনেকেই যে অল্পরূপ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হবেন তা আশা করা, অসম্ভব নয়। মোটের উপর বাঙ্গালী পাঠকসমাজের পক্ষে এই বইয়ের মূল্য যথেষ্ট।

এই বইয়ে বহু কঠিন বিষয়ের দুর্লভ শব্দগুলির বেশ সহজবোধ্য টীকা দেওয়া হয়েছে। এর জ্ঞান লেখককে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে তা নিশ্চয়ই নিরর্থক হবে না।

প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক পঞ্চশীল-দুনিয়া পর্যন্ত যেসব মতবাদ ও আদর্শ বারবার সমাজে আলোড়ন এনেছে, তাদের সংক্ষিপ্তসার লেখক খুব সহজবোধ্য করেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষতঃ, গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যেসব দার্শনিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে এরকম সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পুস্তক শুধু বাংলা ভাষায় কেন, অথবা বহু ভাষাতেই হয়ত খুব কমই আছে।

অবশ্য একথা সত্য যে, একাধিক ক্ষেত্রে লেখকের ব্যাখ্যা ও টীকার সঙ্গে অনেকের মত-পার্থক্য দেখা দিতে পারে। সে ত খুবই স্বাভাবিক। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই রকম একখানা বই কাছে থাকলে যে কোন পাঠক অন্ততঃ তিন হাজার বছরের বিভিন্ন মনীষীর সঙ্গে বেশ সহজ আলাপ জমিয়ে তুলতে পারবেন।

আশা করি, বাঙ্গালী পাঠকসমাজে এই বইখানি সমাদৃত হবে; এবং লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সৃজনশীল প্রতিযোগিতার পথ খুলে দিতে সাহায্য করবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৮।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন

লেখকের কথা

বাংলা ভাষায় পারিভাষিক অভিধানের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেহই এই দুর্লভ কার্যে ত্রুটি হন নাই। যাহারা অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধীয় রচনায় প্রবৃত্ত হন বা গ্রন্থাদি পাঠ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বিষয়ের ইংরেজী পরিভাষার (term) বাংলা সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, এবং ঐ বিষয় বিশেষজ্ঞগণের মত প্রভৃতি অপরিহার্য। কিন্তু এই পরিভাষাগুলি সাধারণ ইংরেজী অভিধানের বিষয়ভুক্ত নহে বলিয়া খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সেই প্রয়োজন যাহাতে অন্ততঃ আংশিকভাবেও মিটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই পরিভাষা কোষ সংকলিত হইয়াছে। ইহা যাহাতে সহজে ব্যবহার করা যায়, এবং যাহাতে মোটামুটিভাবে কাজ চলে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

॥ পরিভাষা নির্বাচন সম্বন্ধে ॥ ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন — এই পাঁচটি বিষয়ের যে সকল পরিভাষা আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হয়, কেবল সেইগুলিই এই অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র (Natural Science) উপরোক্ত বিষয়গুলির সহিত সাধারণভাবে সম্পর্কহীন বলিয়া তাহা এই অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

পরিভাষা নির্বাচন সম্পর্কে একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। বর্তমান কালে মানবসমাজের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে দৃষ্টিকোণ ও ব্যাখ্যার দিক হইতে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা, প্রচলিত (ভাষান্তরে—বুর্জোয়া) ও মার্ক্সীয়। মার্ক্সবাদ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দনতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থা ও উহার মূল্যবাদের মৌলিক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রত্যেকটি বিষয়ের নূতন ব্যাখ্যা ও অসংখ্য নূতন পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সকল মার্ক্সীয় পরিভাষা ও ব্যাখ্যা মানবসমাজের সমগ্র জ্ঞান ও পরিভাষা-ভাণ্ডারকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজী পারিভাষিক অভিধানগুলিতেও এখন পর্যন্ত উক্ত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা ও পরিভাষা-সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হইয়া থাকে। এমন কি “Fount of All Knowledge and Final

Arbiter of Man's Wisdom” বলিয়া প্রচারিত *Encyclopaedia Britannica*-তেও ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আলোচ্য অভিধানে প্রচলিত ও মার্ক্সীয় এই উভয় প্রকার পরিভাষা ও ব্যাখ্যাকেই যথাসম্ভব সমান মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

॥ **রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে** ॥ রচনাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও উক্ত নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যেকটি ইংরেজী পরিভাষার সহিত একটি বাংলা পরিভাষা এবং উহার সহিত প্রচলিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর সকল ক্ষেত্রে না হইলেও, যেখানে সম্ভব সেখানেই মার্ক্সীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে মার্ক্সীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার তুলনা করা সম্ভব হইবে। সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের মত হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সম্ভবমত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সহিত প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত ও বিশেষজ্ঞগণের উক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষেত্রেও ইংরেজী পারিভাষিক অভিধানসমূহের রীতি বর্জন করা হইয়াছে। প্রায় সকল ইংরেজী পারিভাষিক অভিধানেই মার্ক্সীয় পরিভাষাগুলির ব্যাখ্যা মার্ক্সবাদ-বিরোধীদের দ্বারা লিখিত। আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন কি *Encyclopaedia Britannica*-র চতুর্দশ সংস্করণে *Atheism* (নিরীশ্বরবাদ)-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন একজন ঘোরতর ঈশ্বরবাদী পাদরী, আর *Bolshevism* (বোলশেভিকবাদ) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন বোলশেভিকবাদ-বিরোধী অধ্যাপক হ্যারল্ড লান্সি।

॥ **মার্ক্সীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে** ॥ ইংরেজী পারিভাষিক অভিধানের রীতি বর্জন করিয়া মার্ক্সীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করা কাহারও কাহারও মনঃপূত নাও হইতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, বর্তমান কালে বিশ্বের একশত কোটিরও অধিক মানুষের জীবনযাত্রা মার্ক্সীয় মতবাদ অনুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাধারাও সেই মতবাদ অনুসারেই গঠিত হইতেছে। সুতরাং মার্ক্সবাদ বর্জন করার অর্থ একশত কোটিরও অধিক মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও চিন্তাধারাকে বর্জন করা। এই অর্ধপৃথিবী-জয়ী মতবাদের প্রতি চোখ বৃজিয়া থাকা, বিশেষতঃ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও ইহাকে এড়াইয়া চলা আত্মপ্রতারণা ভিন্ন অণ্ড কিছু নহে। পৃথিবীর বাকি অর্ধাংশের জনসাধারণের মধ্যেও মার্ক্সবাদের প্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক। এই

মতবাদের ব্যাপকতা ও দুর্বার প্রভাবের জ্ঞানই এখন এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও প্রধান মার্কসীয় গ্রন্থগুলিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছে। এই সকল কারণেই এই অভিধানেও মার্কসবাদকে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

॥ বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে ॥ যে সকল ইংরেজী পরিভাষা নির্বাচন করা হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশেরই কোন বাংলা পরিভাষা নাই। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই নূতন বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করা হইয়াছে ইংরেজী পরিভাষার অর্থ অনুযায়ী; অর্থাৎ ইংরেজী পরিভাষার অর্থ যাহাতে বাংলা পরিভাষার মধ্যে প্রকাশ পায়, সেই ভাবেই বাংলা পরিভাষা গঠন করা হইয়াছে। সেইজন্মই কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যাখ্যামূলক হইয়াছে। এইভাবে নূতন তৈয়ারী-করা বাংলা পরিভাষাগুলি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। কারণ, বাংলায় কোন সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষা নাই বলিয়াই প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছামত পরিভাষা সৃষ্টি ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্তরাত্তর সকলেই যে এই অভিধানের বাংলা পরিভাষা গ্রহণ করিবেন, তাহা আশা করা যায় না।

একথা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য গ্রন্থে বহুল ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা-গুলিকে সম্ভবমত গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু যেগুলি অর্থহীন বা ভুল অর্থযুক্ত সেইগুলি প্রচলিত হইলেও গ্রহণ করা হয় নাই।

অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রভৃতি অসম্পূর্ণ বা অপরিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এত সামান্য পরিসরের মধ্যে এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংযত না হইয়া উপায় নাই। সেই হেতু পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য উদ্ধৃতিগুলির সহিত প্রামাণ্য গ্রন্থাদির নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অভিধান সঙ্কলন করিবার জন্য ইহা ব্যতীত যে সকল গ্রন্থাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে, সেইগুলির তালিকা দেওয়া হয় নাই। কারণ, দীর্ঘ পাঁচ বৎসরাধিক কালব্যাপী ইহা সঙ্কলন করিতে অস্বাভাবিক যে সকল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে, সেইগুলির দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইলে, তাহা অনাবশ্যকরূপে এই অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করিত। সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, এই ধরনের প্রচেষ্টা ইহাই প্রথম বলিয়া পরিভাষা নির্বাচন, রচনাপদ্ধতি, বাংলা পরিভাষা গঠন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই হয়ত বহু ত্রুটি-বিদ্রুতি থাকিয়া গিয়াছে। আশা করি, সহৃদয় ও সহায়ত্বভূতিশীল পাঠকবর্গের সহযোগিতায় তাহা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা সম্ভব হইবে। বিদ্যোৎসাহী

পাঠক ও সমালোচক মহাশয়গণের নিকট হইতে ইহার সমালোচনা ও এই সম্বন্ধে নূতন পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি।

এই অভিধান সঙ্কলনে অনেকের নিকট হইতেই বহু মূল্যবান সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই অভিধান সঙ্কলনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বহু মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য পাইয়াছি শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীব্রজবিহারী বর্ষণ মহাশয় বিভিন্নভাবে এবং কয়েকটি নূতন ইংরেজী পরিভাষা সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। হেয়ার স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহার ‘পরিভাষা কোষ’ নামটি স্থির করিয়া দিয়াছেন এবং আরও বহুভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেবল প্রকাশক হিসাবেই নহে, প্রধানতঃ একজন বিজ্ঞানসাহী হিসাবেই বিশেষ উৎসাহ ও বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্রফদেখা ও অগ্নাত্য বহু বিষয়ে সাহায্য এবং বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছি আমার স্ত্রী শ্রীমতি চিন্নয়ী দেবী ও পুত্র শ্রীমান চিন্নয়ের নিকট হইতে। বন্ধুবর শ্রীসত্য চক্রবর্তীর আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে এই পুস্তকের মুদ্রণ যথাসম্ভব শীঘ্র ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করিতেছি।

কলিকাতা

সুপ্রকাশ রায়

সূচীপত্র

ভূমিকা		Analysis	6
লেখকের কথা		Anarchy	6
A		Anarchism	6-9
Absolute	1	Anarcho-Syndicalism	9
Absolutism	1	Ancient History	9
Absolute Idealism	1	Animism	9
„ Rent	1	Annexation	9
„ Surplus-value	1	Antagonism	9
„ Truth	1	Anti-climax	9
„ Value	1-2	Antiquity	9
Abstract Labour	2	Anti-Semitism	10
Accumulation	2	Anthropology	10-11
Activism	2	Anti-thesis	11
Actualism	2	Appeasement-Policy	11
Aesthetics	2	Appropriation	11
Agent-provocateur	2-3	Apriori	11-12
Aggression	3	Arab League	12
Agitation	3-4	Arbitration	12
Agnosticism	4	Aristotelian Philosophy	13
Agrarians	4	Armistice	13
Agrarianism	4	Aryans	13
Agriculture	4	Asian-African Conference, or Bandung Conference	14-15
Ahimsa	5	Asian Relations Conference	15
Alliance	5	Atheism	15
American Civil War	5	Atlantic Charter	15-16
American Federation of Labour (A.F.L.)	5-6	Atomic Philosophy	16
American Revolution, or American War of Independence	6	Autarky	16
Amnesty	6	Authoritarianism	16
		Autocracy	16
		Autonomy	16
		Axis-Powers	17

B		British Empire	24-25
Baconian Philosophy	17	Bronze-Age	25
Bagdad Treaty	127-28	Budget	26
Balance of Power	17-18	Buffer-State	26
Balance-sheet	18	Bull and Bear	26
Bandung Conference	18	Bullion	26
Bank	18-20	Bureaucracy	26
Bank-discount	20	Bureaucratic Capital	26
Bankrupt	20	Byzantine Empire	26
Barbarism	20		
Barter	20-21	C	
Base	21	Cadre	26-27
Basic Structure	21	Campaign	27
Basic Wage	21	Capital	27-29
Bastille	21	Capitalism	29-33
Belligerent	21	Capitalist	34
Bengal Renaissance	21	Capitalist Production	34
Benthamism	21	Capitalist State	34
Berkeleyian Philosophy	21	Capitulation	34
Bi-lateral Agreement	21	Cartel	34
Bill of Exchange	21	Category	34
Bi-metalism	21-22	Categorical Imperative	34
Blanquism	22	Centralisation (of Capital)	34
Blockade	22	Centralism	34
Body Politic	22	Chartism, or Chartist	
Boer Wars	22	Movement	34-35
Bolsheviks	22	Chauvinism	35
Bolshevism	22-23	Christian Socialism	35
Bourgeoisie	23-24	Circulating Capital	35
Bourgeois Democracy	24	Circulating Medium	35
Bourgeois Democratic		Circulation Capital	35
Revolution	24	Citizen of the World	35
Bourgeois Economy	24	Civilization	35-37
Boxer Rebellion	24	Civil War	37
Boycott	24	Class	37
British Commonwealth	24	Class-Collaboration	37

Classical Economy	37	Confederation	46
Class-Struggle	37-38	Confiscation	46
Clearing House	38	Congress, Indian National	46-49
Clericalism	38	Conservative Party	49
Client State	38	Constant Capital	49
Close-door Policy	38	Constitution, Political	49
Co-existence, Policy of	38-40	Constituent Assembly or	
Cognition	40	National Assembly	49
Cold War	40	Constitutional Government	49
Collective Bargaining	40	Contraband	50
Collectivisation	40-41	Contradiction	50
Collective Security	41	Controlled Economy	50-52
Colombo-Plan	41	Mixed Economy	
Colonial Self-Government	41	Welfare Economy	
Colony	41-42	Convention	52
Combine	42	Co-operatives	52
Comintern	42	Consumers' Co-operatives	52
Commercial Bourgeois	42	Copernican Theory	52-53
Committee for Industrial		Corporation	53
Organisation (C. I. O.)	42	Corporate, or	
Commodity	43	Corporative State	53
Commonwealth	43	Correspondence, Doctrine of	53
Commonwealth of		Cosmism	53
Nations	43-44	Cosmogony	53
Commune of Paris	44	Cosmopolitanism, or	
Communism	44-45	World Citizenship	53-54
Communist League	45	Council of Europe	54
Communist Party	45	Coup D'etat	54
Compradore Bourgeois	46	Credit	54
Comtism	46	Crisis (of Production)	54-59
Concentration, Theory of		Culture	59
or		Cumulative Voting	59
Concentration of Capital	46	Customs Union	59-60
Concept	46	Cyclical Crisis	60
Conciliationism	46	Cynicism	60
Concordat	46		

D		Doctrinaires	72
Dark Age	60	Doctrine	72
Darwinism	60-61	Doctrine of Monroe	
Dead Labour	61	(Monroe Doctrine)	72
Debenture	61	Dogma	72
Decades	61	Dollar Diplomacy	72
Decentralisation	61	Domicile	72
Declaration of the Rights of		Dominion	72
Man (UNO)	62	Dualism	72
De facto Recognition	62	Dynamic Theory	72-73
Deferred Shares	62	Dynamism	73
Deflation	62		
De jure Recognition	62	E	
Demagogue	62	Eclecticism	73
Democracy	62-65	Economics	73
Democratic Party	65-66	Economic Determinism	73
De-Marche	66	Economic Penetration	73
Determinism	66	Economic Structure	73
Devaluation	66-67	Economism	73
Diabolism (or Devilism)	67	Egoism	73
Dialectics	67-70	Egoistic Hedonism	74
Dialectical Materialism	70	Elan Vital	74
Dictatorship	70	Elementary Form of Value	74
Dictatorship of the		Elements	74
Bourgeoisie	70	Emanation	74
Dictatorship of the People, or		Embargo	74
People's Democratic		Empiricism	74
Dictatorship	70	Empirio-Criticism	74
Dictatorship of the		Encyclopaedists	74-75
Proletariat	70-71	English Revolution	75
Differential Rent	71	Entrepreneur	75
Diplomacy	71	Epicurism (or Epicureanism)	75
Discount	71	Epistemology	75
Dividend	71	Equalitarianism	75-76
Division of Labour	71	Equilibrium	76
Division of the World	72	Ethics	76

Ethnic Groups	76	Five Years Plan	82
Ethnology	76	Five-Year Plan of Indias	82
Evolution	76-77	Fixed Capital	82
Exchange	77	Foreign Market	82
Exchange Control	77	Formalism	82
Exchange Value	77	Forms of Value	82-83
Exploitation	77	Four Freedoms	83
Export of Capital	77	Fourierism	83-84
Expropriation	77	Fourteen Points	84
Extended Form of Value	77	Free Port or, Free	
External Sovereignty	77	Harbour	84-85
		Free Trade	85
		Free Will	85
		French Revolution	85
Fabian Society	78	Front	85-87
Fabian Socialism	78	Futurism	87
Faction	78		
Falangist	78		
Fascism	78-79		
Fatalism	79	Gandhism	87-89
Federal Government	79	General Crisis of	
Federal Reserve System	79-80	Capitalism	90
Feminism	80	General Form of Value	90
Fetishism	80	Genesis of Capital	90
Fetishism of Commodity		Geneva Convention	90
Feudalism (Feudal		Genocide Convention	90
System)	80-81	Gentleman's Agreement	90
Feudal State	81	Gerry Mander	90
Fideism	81	Gold Standard	90-91
Fifth Column	81	Government	91-92
Filibustering	81	Great Powers	92-93
Finance Capital	81-82	Green Book	93
Financial Oligarchy	82	Gresham's Law	93
First International	82	Guerilla War	93
Five Principles of Co-Exis-		Guilds	93
tence (Panchasheel)	82	Guild Socialism	93

H		Insurrection	102
Habeas Corpus	93	Instruments of Production	102
Handicraftsman	93-94	Intellectualism	102
Hedonism	94	Intelligentsia	102
Hellenism	94	Interest	102
Historic	94	Internal Sovereignty	102
Historical Materialism	94	International Law or, Law	102
History	94-96	of Nations	
Hoard or Hoarding	96	"Internationale, L"	102
Holy Roman Empire	96	Internationals	102-3
Home Market	96	International Confederation	
Home Rule	97	of Free Trade Unions	
House of Commons	97	(ICFTU)	103-4
House of Lords	97	Internationalism	104
Humanism	97	International Labour	
Humanist Culture	97	Organisation	104
Humanity, Religion of	97	Intuition	104
Hypothesis	97	Iron-Age	104
		Iron-Curtain	104-5
		Isolationism	105
Idea		J	
Idealism	98	Jacobinism	105
Ideology	98-99	Jingo	105
Imperialism	99-100	John Bull	105
Inalienable Rights of Man	100	Joint-Stock Company	106
Indian National Congress	100	Jurisprudence	106
Indian Parliament	100-1	Jury	106
Indian Renaissance	101	Just War	106
Individualism	101		
Industrial Bourgeois	101	K	
Industrial Capital	101	Kantism (Philosophy	
Industrialisation	101	of Kant)	106
Industrial Reserve Army	101	Ku Klux Klan	106
Industrial Revolution	101	Kuomintang	106-7
Inflation	101		

L		M	
Labour	107	Machiavellian Policy	115
Labour Aristocracy	107	Magna Charta	115
Labour Imperialist	107	Malthusianism	116
Labour Party	107	Mandate	116
Labour-Power		Marginal Utility	116
and Labour	107-10	Margin of Cultivation	116
Labour Rent	110	Market	116-17
Laissez-Faire	110-11	Marshall Plan	117-18
Landless Peasant	111	Marxism (Marxism-	
Land-Proletariat	111	Leninism)	118-20
Law	111-12	Marxian Theory of Rent	120
League of Nations	112	Marxian Theory of Value	120
Left	112	Masses	120
Left Wing Parties	112-13	Materialism	120-21
Legalism	113	Materialism, Historical	
Legal Tender	113	(Materialistic Conception	
Legion of Honour	113	of History)	121-22
Leninism	113	Materialism, History of	122-25
Levellers	113	Means of Consumption	125
Liberalism	113	Means of Exchange	125
Liberal Party	113	Means of Life	125
Life Process of		Means of Production	125
Capital	113-14	Measure of Value	125
Limited Liability		Mechanistic Materialism	
(Limited Company)	114	(Mechanism)	125-26
Liquidation, To go into	114	Mediaeval History	126
Liquid Asset	114	Medium	126
Little Assembly	114	Medium of Circulation	126
Living Wage	114	Menshevik	126
Localism	114	Metaphysics	126
Love, Platonic	114	Middle Age	126
Ludite Movement	114	Middle Class	126-27
Lumpen Proletariat	114-115	Middle Classes	127
Lynch Law	115	Middle East Treaty	
		Organisation (METO) or,	
		Middle East Defence	
		Organisation (MEDO)	127-28

Optimism	145	Philistine	153
Organic Composition of Capital	145	Philosophical Idealism	153
Organisation	145	Philosophy	153
Ostracism	145	Philosophy of Common Sense	153
Over Production	145	Philosophy, The Indian	154-55
Owenism	145-46	Philosophy (Materialist), The History of	155
		Philosophy, The Western	155-56
P		Physiocracy	156
Pacifism	146-47	Piece-Wages	156
Paid Labour	147	Planned Economy	156-63
Pan-Americanism	147-48	Platonism	163-64
Pan-Arabic Movement	148	Plebeians	164
Pancha Sheel	148	Plebiscite	164
Pan-Germanism	148-49	Plutocracy	164
Pan-Islamism	149	Polit Bureau	164
Pan-Psychism	149	Politics	164
Pan-Theism	149	Political Economy or Economics	164-67
Parallelism	149-50	Political Liberty	167
Parliament	150	Political Strike	167
Parliament, The Indian	150	Political General Strike	167
Passive Resistance	150	Popular Front	167
Patriarchal Society	150	Positivism	167
Patriotism	150-51	Power Politics	167
Peace Movement (World)	151-52	Practical Idealism	167
Peasant	125	Practical Reason	167
People's Capitalism ('ପରିଶିଷ୍ଟ' ଶ୍ରେଣୀ)	273-77	Pragmatism	167
People's Democracy	152	Preference Shares	167
People's Democratic Dictatorship	152	Preferential Tariff	167
People's Front	152	Press, Liberty of	167-68
Permanent Revolution	152	Preventive Tariff or, Protective Tariff)	168
Pessimism	152	Price	168-69
Petty Bourgeoisie	152	Primitive Communism	169

S			
Sacred Books of the East	214	Socialist Democracy	228
Salvation Army	214-15	Socialistic Pattern of Society	228-29
Sanctions	215	Socialist Revolution	229
Saracens	215	Sociology	229-30
Saracenic Civilisation	215-17	Socratic Method	230
Satyagraha	217	Solipsism	230
Scepticism	217	Sophists	230-31
Scholasticism or, Scholastic Philosophy	217	Soul	231
Science	217-18	South-East Asia Treaty Organisation (SEATO)	231-32
Second International	218	Sovereignty	232-33
Sectarianism	218	Soviet	233-34
Secularism	218	Soviet State	234
Select Committee	218	Spanish Civil War	234
Self Determination (of Nations)	218	Spartacist	234-35
Semi-colony	218	Speculation	235
Sensation	218	Speculative Reason	235
Sensationalism	219	Spencerism (or Philosophy of Spencer)	235-36
Sense	219	Sphere of Influence	236
Shares	219	Spinozism or Philosophy of Spinoza	236
Simple Form of Value	219	Spiritualism	236-37
Sinking Fund	219	Spoil System	237
Sit-Down Strike	219-20	St. Simonism	237
Skilled Labour	220	Standard Capital	237
Slave-System	220	State	237-41
Slavery	220-21	State-Capitalism	241
Slave-owning State	221	State-Socialism	241
Sliding Scale	221	Statute-Book	241
Social Contract	221	Sterling Area	241
Social Chauvinist	221-22	Stoicism	241-42
Social Democracy	222	Stone-Age	242
Socialisation	222	Structure (Social)	242
Socialism	222-28		
Social Division of Labour	228		

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা স্তম্ভ লাইন অশুদ্ধ

শুদ্ধ

২১	১ম	২৭	যুদ্ধমান	যুধামান
ঐ	১ম	৩২	'রেশোঁস'	'রিনাসান্স্'
১২৪	২য়	২১	তাহার	উহার
১৩৪	২য়	১৯	সমূলের	সমূহের
ঐ	ঐ	২২	আর	আয়
১৪২	১ম	৩৩	Noble—নোব্ল	Nobel—নোবেল
১৪৩	১ম	৩২	গ্রট বৃটেন	গ্রেট বৃটেন
১৫৪	২য়	৩৭	চর্চাক	চার্চাক
১৬০	১ম	২৮	পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	সোবিয়ৎ ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৮০	১ম	১৩	Religion	Religion of
ঐ	ঐ	৩১	পরিবাপ্ত হইয়া সভ্যতার	পরিবাপ্ত হইয়া সমাজকে সভ্যতার
১৮২	ঐ	৫	মিকিয়াভেলি	মাকিয়াভেলি
১৮৩	ঐ	৪-৫	এইভাবে হইতেই	এইভাবে ইহা হইতেই
ঐ	২য়	৩৭	সামন্তপ্রথা অধঃপতিত	সামন্তপ্রথা ও অধঃপতিত
১৮৯	১ম	১৮	মানবতাবাদী'-এর	মানবতাবাদ-এর
১৯৩	২য়	১০	প্রথম প্রদর্শক	প্রথম পথপ্রদর্শক
২১১	২য়	৩৬	Recardian	Ricardian
২১৬	১ম	৮	কথাশিল্প	কলাশিল্প
২২৩	২য়	১	সমাজবাদ	সমাজতত্ত্ব
২৪২	১ম	৬	লৌহযুগ	প্রস্তরযুগ
২৪৫	২য়	২৪	মূলের প্রতীক	মূল্যের প্রতীক

Absolute

Absolute : পরম ; স্বয়ংসম্পূর্ণ ; একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; অন্তরনিরপেক্ষ ; চূড়ান্ত ।

দার্শনিক (ভাববাদী) অর্থে যাহা আত্মা (চৈতন্য) ও বিশ্ব-প্রকৃতির (বস্তুজগতের) মূল উৎস, মূল কারণ ও অন্তর্নিহিত সত্তা, এবং সেই আত্মা ও বিশ্ব-প্রকৃতি যাহার ক্রমবিকাশমাত্র তাহাই 'পরম' বা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' (Absolute) ।

ভাববাদী দার্শনিক শেলিং (Schelling) ও স্পিনোজার (Spinoza) মতে এই 'পরম' হইতেই পদার্থের (আত্মা ও বিশ্ব-প্রকৃতির) সৃষ্টি ; আর অন্ততম ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের (Hegel) মতে পদার্থের সৃষ্টি-প্রবাহ বা অভিব্যক্তিই সেই 'পরম' স্বয়ং । কিন্তু হব্‌স্‌ (Thomas Hobbes) প্রভৃতি বস্তুবাদী দার্শনিকদের মতে সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক, 'পরম', 'স্বয়ংসম্পূর্ণ', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি বলিয়া কিছুই নাই ; ইহার ধর্মশাস্ত্রের কাল্পনিক সিদ্ধান্তমাত্র ।

Absolutism : (রাজনৈতিক অর্থে) স্বৈর শাসন ; স্বৈচ্ছাচারী শাসন ; একনায়কত্ব ।

রাজনৈতিক অর্থে, অসীম (অনির্দিষ্ট) ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনপ্রথা । ইহাতে শাসিত জনসাধারণ দেশের শাসন-ব্যবস্থায় কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না । ঘোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে স্বৈর শাসন (Absolutism) প্রচলিত ছিল, তাহা বর্তমান কালের স্বৈর শাসন-মূলক একনায়কত্ব (Dictatorship) হইতে

Absolute Value

ভিন্ন । তৎকালে রাজারাই ছিল এই স্বৈর শাসক । তাহারা অভিজাতবর্গের ক্ষমতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিয়া নিজেদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিত এবং অনেক সময় অভিজাতবর্গের উৎপীড়ন হইতে প্রজাদের রক্ষা করিত । পরবর্তী কালে যখন এই স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে প্রজাদের, বিশেষ করিয়া ভূমিদাস-কৃষক (Serf) ও ব্যবসায়ীদের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠে তখন হইতেই এই স্বৈর শাসন বর্তমান কালের নূতন অর্থ (স্বৈচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক) গ্রহণ করে । বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে একনায়কত্বমূলক (ডিক্টেটরী) শাসনই স্বৈর শাসন ।

(দার্শনিক অর্থে) ঈশ্বরই সর্বনিয়ন্তা ও সকল শক্তির মূলাধার—এই ধারণা ।

Absolute Idealism : পরম বা নিবিশেষ ভাববাদ । [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Absolute Rent : উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা । [Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Absolute Surplus-value : অন্ত-নিরপেক্ষ বা চূড়ান্ত উৎপত্ত-মূল্য । একটি মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক পরিভাষা । [Labour ও Surplus-value দ্রষ্টব্য]

Absolute Truth : পরম সত্য । [Truth শব্দ দ্রষ্টব্য]

Absolute Value : নিরপেক্ষ মূল্য । মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক পরিভাষা ।

একটি পণ্যের সহিত যতক্ষণ পর্যন্ত অণু কোন পণ্যের বিনিময় না হয় (অর্থাৎ ঐ পণ্যটি যতক্ষণ অণু কোন পণ্যের সম্পর্ক ব্যতীত এককভাবে থাকে), ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের জন্মই উহার মূল্যকে বলা হয় 'নিরপেক্ষ মূল্য'।

[Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Abstract Labour : নির্বিশেষ শ্রম ; বিমূর্ত শ্রম। একটি মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক পরিভাষা।

যে কোন শিল্পেই হউক না কেন, সাধারণভাবে শিল্পে যে শ্রম ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই বলা হয় 'নির্বিশেষ শ্রম'।

Accumulation : সংকলন ; সংগ্রহ ; স্তূপীকরণ।

দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চিত হওয়া, যেমন, মানবজাতির অগ্রগতির পথে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে এই শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন, বংশপরম্পরায় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম-নৈপুণ্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে ; শ্রমিকের শ্রমফল ধন-দৌলতরূপে মূলধনী (Capitalist) শ্রেণীর হাতে সঞ্চিত হয় ; উদ্ধৃত-মূল্য (Surplus-value) পুনঃ-পুনঃ ও ক্রমশঃ বেশী মাত্রায় নূতন মূলধনে পরিণত হইয়া বিপুল পরিমাণ মূলধন (Capital) গড়িয়া উঠে।

Activism : সক্রিয়তা ; ক্রিয়ামূলকতা ; কর্মপরায়ণতা।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক উহাদের কর্মপন্থার নিজস্ব সমর্থকগণ হইতে সক্রিয় সমর্থকগণকে পৃথকভাবে বুঝাইবার জন্ত এই কথাটি ব্যবহৃত হয়। প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকে যাহারা কেবল দলের কর্মপন্থা মানিয়া চলে, কিন্তু উহা কার্যকরী করিবার চেষ্টা করে না ; আর অণু সকলে দলের কর্মপন্থা মানিয়া চলে এবং উহা কার্যকরী করিবার চেষ্টাও

করে। 'সক্রিয়তা' কথাটি দ্বারা এই দুই প্রকারের লোকদের মধ্যে পার্থক্য বুঝায়।

Actualism : সক্রিয়তাবাদ।

বস্তু বা ভাবগত সকল সম্ভাব্যই সক্রিয়, কোনটিই নিষ্ক্রিয় বা মৃত নহে—এই প্রকার দার্শনিক মতবাদ।

Aesthetics : সৌন্দর্যতত্ত্বশাস্ত্র ; রুচি-বিজ্ঞান।

রুচি অথবা প্রাকৃতিক ও কলাশিল্পগত (Artistic) সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কিত দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্র।

Agent-provocateur : (ফরাসী ভাষা) উস্কানিদাতা দালাল ; প্ররোচনাদাতা ; প্ররোচক।

সামাজিক বা রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময় এক পক্ষ (বিশেষ করিয়া যে পক্ষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে) প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে উস্কানি দিয়া বিপথে পরিচালিত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার জন্ত যে সকল লোককে প্রেরণ করে তাহাদের বলা হয় 'উস্কানিদাতা দালাল' বা প্ররোচক (এজেন্ট-প্রোভোকেচার)। ইহারা প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে বন্ধু বা মীমাংসাকারীরূপে প্রবেশ করিয়া মিথ্যা রটনা প্রভৃতি দ্বারা উদ্বেগ সৃষ্টি করে। রুশ-বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়ার শাসকগণ বিশেষভাবে এই পন্থা অবলম্বন করিতেন। তখন শাসকগণের প্রেরিত উস্কানিদাতা দালালগণ এমন সব প্রচার করিত যাহার ফলে বিপ্লবীরা ও জনসাধারণ বিচার-বিবেচনা বা পূর্ণ আয়োজন না করিয়াই আইনভঙ্গ বা সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করিত এবং শাসকগণও প্রচণ্ড দমননীতির সাহায্যে বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ করিবার স্বেচ্ছা পাইত। রুশিয়ার রাজপুর্নোহিত ক্ষাদার গাপন ও আংশিক ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত 'উস্কানিদাতা দালাল' বা 'প্ররোচক'। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এক রবিবার গাপন শ্রমিকদের মিথ্যা-প্রচারে ভুলাইয়া তাহাদের একটি শোভাযাত্রা রুশ-সম্রাট জারের প্রাসাদের

দিকে পরিচালিত করে এবং এই স্বযোগে জারের সৈন্তবাহিনী বেরোরোয়াভাবে শ্রমিকদের শোভাযাত্রার উপর গুলিবর্ষণ করে। তাহার ফলে শত শত শ্রমিক নিহত ও আহত হয় এবং এই ঘটনা হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ব্যর্থ বিপ্লবের সূচনা হয়। আংসেক রুশিয়ার 'সোশ্যাল রেভলিউশনারী' দলে প্রবেশ করিয়া একদিকে দলের সভ্যদের দ্বারা জারকে হত্যা করিবার আয়োজন করে এবং অপরদিকে জারকে এই সংবাদ জানাইয়া দেয়।

পরবর্তীকালেও বহু দেশের শাসকগণ বিপ্লবীদের দমনের জন্ত 'উস্কানিদাতা দালাল' নিয়োগ করিতেন। শ্রমিক-আন্দোলন দমনের জন্তও বহু দেশে এই উপায় অবলম্বন করা হইত। বহু দেশে মালিক ও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দালালগণ ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের দলে মিশিয়া গিয়া তাহাদের বেআইনী ক্রিয়াকলাপে প্ররোচিত করিয়া দমননীতি চালনার জন্ত সরকারকে স্বযোগ দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উস্কানিদাতা দালালের ভূমিকা দেখা যায়। দালালগণ অগ্র দেশে গিয়া উস্কানি সৃষ্টি দ্বারা আক্রমণকারীকে দুর্বল প্রতিবেশী দেশের উপর আক্রমণের স্বযোগ করিয়া দেয়। হিটলার ও মুসোলিনি এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা এই উদ্দেশ্যে বহু দেশে 'উস্কানিদাতা দালাল' নিয়োগ করিয়া দুর্বল পররাজ্য গ্রাসের অজুহাত সৃষ্টি করিত।

[Provocation শব্দ দ্রষ্টব্য]

Aggression : পররাজ্য আক্রমণ ; আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্থিতি ভেসাই-সন্ধির সন্ধিপত্রে এই কথাটি প্রথম আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সেই সন্ধিপত্রে জার্মানীকে 'পররাজ্য আক্রমণকারী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পর প্রথম জাতিসংঘের সনদেও এই কথাটি

স্থান লাভ করে। জাতিসংঘের মধ্যে সম্মিলিত জাতিসমূহ "বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত" প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুকাল পরেই বৃহৎ শক্তিগুলির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার ফলে 'পররাজ্য আক্রমণ'-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, প্রত্যেক আক্রমণকারীই পররাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্য গোপন করিবার জন্ত আত্মরক্ষা এবং শাস্তি, শৃঙ্খলা ও সভ্যতা রক্ষার অজুহাত তুলিতে থাকে। এইভাবে জাতিসংঘের প্রায় সকল প্রধান শক্তিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব জড়িত থাকিবার ফলে পররাজ্য আক্রমণের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আক্রমণকারী শক্তি সালিশ মানিতে অস্বীকার করিলে উহাকে 'আক্রমণকারী' বলিয়া অভিহিত করিবার জন্ত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের 'পারম্পরিক সাহায্যচুক্তি' ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের 'জেনেভা-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হইলেও এই সকল প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রতম কারণ। যাহা হউক, 'পররাজ্য আক্রমণ'-এর আইনগত সংজ্ঞা নির্দেশ সম্ভব না হইলেও প্রায় সমগ্র পৃথিবীর জনমত এই সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হয়।

Agitation : বিক্ষোভ সৃষ্টিকরণ।

কোন একটা বিশেষ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক অগ্রাঘের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্ত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। বিক্ষোভ সৃষ্টিকরণের কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীরা তাহাদের শ্রোতাদের বুঝিবার সুবিধার জন্ত এমন একটা বা কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেয় যাহা জনসাধারণের জানা ঘটনা এবং যাহার গুরুত্ব জনসাধারণের নিকট অসাধারণ। বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীরা সকলের জানা ও ছাড়াছাড়া তথ্যসমূহ ব্যবহার করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে

আলোচ্য অত্মায়ের পরিণতি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা উপস্থিত করে এবং উক্ত অত্মায়ের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্রোধ জাগাইয়া তোলে। আলোচ্য অত্মায়ের মূল কারণ ও উহার পূর্ণ ব্যাখ্যাই হইল প্রচারকের কাজ।

[Propaganda শব্দ দ্রষ্টব্য]

Agnosticism : অজ্ঞেয়তাবাদ।

দর্শনশাস্ত্রে এক ধরনের বস্তুবাদ। ইহা ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের কার্যকারিতা অস্বীকার করে। এই মতবাদ অনুসারে মানুষ কোন বস্তুর কেবল গুণসমূহ অথবা বাহিরের দিকটাই জানিতে পারে, বস্তুটিকে সমগ্রভাবে, উহার ভিতরটাকে, প্রকৃত বস্তুটিকে জানিতে পারে না। মার্ক্সবাদের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন :

“বস্তুর যে সকল দিক মানুষ জানিতে পারে না বলিয়া এই বস্তুবাদ (অজ্ঞেয়তাবাদ) প্রচার করে, তাহার একটা দিক মানুষ বুঝিয়া ফেলিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছে, এমন কি সেইগুলিকে বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতির দ্বারা আবার তৈরি করিয়া ফেলাও সম্ভব হইতেছে। স্বতরাং আমরা যে সকল জিনিস তৈরি করিতে পারি সেইগুলিকে আমরা নিশ্চয়ই ‘অজ্ঞেয়’ বলিয়া মনে করি না।”... “এই অজ্ঞেয়তাবাদকে ল্যাক্সাশায়ারের বিশেষ অর্থহুচক ভাষায় ‘কলঙ্ক-কালিমাময় বস্তুবাদ’ ব্যতীত আর কি বলা যায়?” (F. Engels : ‘Anti-Duhring’)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের ক্রমবৃদ্ধির সময় ‘অজ্ঞেয়তাবাদ’ নামক বস্তুবাদটি দর্শন-শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন এই বস্তুবাদের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। কারণ, তখন মূলধনীশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত-প্রথা বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিল এবং সেই সংগ্রামের দর্শনরূপেই ‘অজ্ঞেয়তাবাদ’-এর

সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রগতিশীল সংগ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ‘অজ্ঞেয়তাবাদ’-এর প্রগতিশীল ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। তখন হইতে ‘অজ্ঞেয়তাবাদ’ ভাববাদেরই (Idealism) নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়।

Agrarians (Party) : ভূস্বামিদল ; ভূম্যধিকারীদের দল।

পৃথিবীর প্রায় সকল কৃষিপ্রধান দেশেই ভূস্বামীরা নিজেদের ভূমিস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে রাজনৈতিক দল গঠন করে সেই দলকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই দল আমাদের দেশের জমিদার-সমিতির অনুরূপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপের প্রায় সকল দেশে এই দল বিশেষ শক্তিশালী ছিল এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করিত। স্বভাবতই এই দলগুলি ছিল দক্ষিণপন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল। সাধারণ কৃষকদের সংগঠন, অর্থাৎ কৃষক-সমিতির সহিত এই দলের কোনও সম্পর্ক নাই।

Agrarianism : ভূমি-সাম্যবাদ।

সমাজের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমানভাবে ভূমি বন্টনের মতবাদ। এই মতবাদকে কার্যকরী করিবার আন্দোলনকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Agriculture : কৃষি।

শস্ত্রোৎপাদন-প্রণালী, অর্থাৎ জমি-চাষ, শস্ত্র-রোপণ, শস্ত্র-কর্তন, বাড়াই প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি প্রত্যেক দেশের জাতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কিন্তু প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশে শিল্প যে অনুপাতে অগ্রসর হইয়াছে, কৃষির উন্নতি তাহার তুলনায় নগণ্য। ইহাই প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য। ইহাই হইল ঐ সকল দেশের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের বিকাশে অসমতা, ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকট ও বিপদ এবং জীবিকা-নির্বাহের বিপুল খরচ বৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

Ahimsa : অহিংসা।

অহিংসার নীতি বা ‘অহিংসাবাদ’ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেন।

[Gandhism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Alliance : মৈত্রী ; চুক্তি ; ঐক্য।

যখন প্রয়োজনবোধে কোন রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তি অন্য কোন রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তির সহিত বিশেষ উদ্দেশ্যে নিদিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন এই সাময়িক ঐক্যকে বলা হয় চুক্তি বা মৈত্রী। এই ধরনের সাময়িক চুক্তি বা মৈত্রী ব্যতীত কোন রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তি টিকিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এই মৈত্রী বা চুক্তি কখনই শর্তহীন নয়, শর্তহীন চুক্তি বা মৈত্রী আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। এই ধরনের মৈত্রী বা চুক্তিতে সাধারণতঃ যে সকল শর্ত রাখা হয় তাহাদের মধ্যে একটি হইল চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলির পরস্পরের কার্যের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার।

American Civil War : আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ; নাকিন অস্ত্রবিদ্রোহ।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ বা অস্ত্রবিদ্রোহ। দাসপ্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব লইয়াই এই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশের রাজ্যগুলিতে বহু পূর্বেই দাস-প্রথা উঠিয়া যায়। তখন দক্ষিণাংশের দাসপ্রথা রহিত করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান দলের মধ্যে ‘রিপাবলিকান দল’ ছিল দাসপ্রথা রহিত করিবার পক্ষে, আর ‘ডেমোক্রাটিক দল’ ছিল ইহার বিপক্ষে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের ‘প্রেসিডেন্ট’ (রাষ্ট্রনায়ক) নির্বাচিত হইলে বিরোধী পক্ষ

ডেমোক্রাটিক দক্ষিণাংশে দাসপ্রথা অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। দীর্ঘ আট বৎসর কাল এই গৃহযুদ্ধ চলে। এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন পুনরায় প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইবার পর দাসপ্রথার সমর্থক এক ব্যক্তি দ্বারা তিনি নিহত হন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জনসন গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাংশের বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। ইহার পর দাসপ্রথা রহিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়।

American Federation of Labour (A. F. L.) : আমেরিকার সংযুক্ত শ্রমিক-সংস্থা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার একটি সর্ববৃহৎ ট্রেড যুনিয়ন সংগঠন। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিগারেট-শ্রমিক সেমুয়েল গম্পার্স কর্তৃক ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কেন্দ্র ওয়াশিংটন নগরীতে অবস্থিত। ইহা কেবলমাত্র নিপুণ শ্রমিক-দেরই সংগঠন। ‘একটি শিল্পে একটি সংগঠন’—ইহাই এই সংগঠনের মূলনীতি। ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিক ইহাতে যোগদান করিতে পারে না, শ্রমিকগণ কারখানার ভিত্তিতে ইহার সভ্য হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকগণ নিজ নিজ শিল্পে ট্রেড যুনিয়ন গঠন করে এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ট্রেড যুনিয়ন পরিচালনা করে। এই ট্রেড যুনিয়নগুলিই ‘আমেরিকার শ্রমিক-সংস্থার’ (A. F. L.) মধ্যে যোগদান করে। এইভাবে প্রায় একশত ট্রেড যুনিয়ন ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল তেরিশ লক্ষ।

এই শ্রমিক-সংস্থা 'আমস্তার্দম ট্রেড যুনিয়ন আন্তর্জাতিক'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইহা সমাজ-বাদের (Socialism) ঘোরতর বিরোধী এবং ইহার নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই দক্ষিণ-পশ্চিম মনোভাবসম্পন্ন। এই নেতৃবৃন্দের মূল উদ্দেশ্য "ধনতন্ত্রের পরিবর্তন নহে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন"। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ধর্মঘটের পথ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলেন এবং আলাপ-আলোচনার উপরেই গুরুত্ব দেন। শ্রেণী-বিরোধ বা শ্রেণী-সংগ্রাম নহে, শ্রেণী-সহযোগিতাই তাঁহাদের অমূল্য নীতি।

(The) American Revolution (or American War of Independence): আমেরিকার বিপ্লব।

১৭৭৫-৮৪ খ্রিষ্টাব্দ ব্যাপী আমেরিকার জাতীয়-বিপ্লব। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণ ইংলণ্ডের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে।

[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Amnesty: রাষ্ট্র-মার্জনা বা রাজ-ক্ষমা ঘোষণা।

গ্রীকভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি। গ্রীক-ভাষায় ইহার অর্থ হইল 'ভুলিয়া যাওয়া' বা 'বিস্মৃতি'। ইহার প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থ হইল রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তির দ্বারা শাস্তি-প্রাপ্ত অপরাধীদের, বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধীদের অপরাধ মার্জনা। রাষ্ট্রপতি একটি ঘোষণা দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের শাস্তি নাকচ করিয়া দেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা-প্রাপ্ত দল সাধারণতঃ এইভাবে শাস্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায়। সাধারণতঃ নূতন রাজা বা নূতন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে অথবা নূতন সরকার গঠিত হইলে ইহা করা হয়।

Analysis: বিশ্লেষণ।

কোন জিনিসকে উহার মৌলিক অংশ-সমূহে ভাগ করা; কোন ঘটনার উৎপত্তি,

মৌলিক ও আনুষঙ্গিক কারণ, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য পরিণতি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান।

Anarchy: নিয়ন্ত্রণাভাব; অরাজকতা; পরিকল্পনাহীনতা।

সচেতন ও সুগঠিত গভর্নমেন্ট, সুপরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা, সচেতন ও সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রভৃতির অভাব। যেমন পরিকল্পনাহীন উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনীদের (Capitalist) মধ্যে উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা; সেখানে প্রত্যেক মূলধনী একাই তাহার পণ্যের দ্বারা বাজারের চাহিদা পূরণের জগ্ন যথেষ্টভাবে পণ্যোৎপাদন করে। তাহার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর অরাজকতা এবং সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থাই মাঝে মাঝে বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হয়।

[Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anarchism: নৈরাষ্ট্রবাদ।

গ্রীকভাষার 'এনার্কিয়া' (Anarkia) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। গ্রীকভাষায় ইহার অর্থ 'শাসনহীনতা' বা 'শাসনের অভাব'; একটি রাজনৈতিক-সামাজিক মতবাদ। সকল প্রকারের কর্তৃত্ব বা সংগঠিত নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রতন্ত্রের অবসান ঘটান এবং তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতে রাজ-তন্ত্রই হউক বা সাধারণতন্ত্রই হউক, কিংবা এমন কি সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রই হউক, সকল প্রকারের শাসন-ব্যবস্থাই সমান খারাপ, সমান উৎপীড়ক, অত্যাচারী সকল শাসন-ব্যবস্থাই অবসান ঘটাইতে হইবে। ইহার পরিবর্তে তাঁহারা স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের স্বাধীন সজ্জের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠিত করিতে চান। তাঁহাদের সেই পুনর্গঠিত সমাজে কোন বলপ্রয়োগকারী সংগঠন, সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, কারাগার, আইন-কাহন কিছুই থাকিবে না; কেবল স্বাধীন

ব্যক্তিদের স্বাধীন সমাজগুলি নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা সম্পাদিত একটা পারস্পরিক চুক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে এবং সকল সমাজ সেই চুক্তি নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিবে। নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যেও বহু দল আছে। তাহাদের কোনটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার সমর্থক, আবার কোনটা সমাজবাদী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। উক্ত দলগুলির কোনটা শাস্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বাসী, আবার কোনটা বৈপ্লবিক উপায়, গুপ্তহত্যা প্রভৃতির সমর্থক।

নৈরাষ্ট্রবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রচারকদের মত সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হইল :

উইলিয়াম গডুইন (ইংলণ্ড, ১৭৫৬-১৮৩৬) : ইনি সকল প্রকার শাসন-ব্যবস্থা ও বৃহৎ সম্পত্তির বিরোধী ছিলেন। ইনি “সং উপায়ে” লব্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিকদের রাষ্ট্রহীন সমাজের আদর্শ প্রচার করিতেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে ত্রায়ের আদর্শ প্রচারের দ্বারাই বর্তমান সমাজের পরিবর্তন করিয়া উপরোক্ত আদর্শে নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

পিয়ের-বোশেফ প্রগুধঁ (ফ্রান্স, ১৮০২-১৮৬৫) : ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত শ্রমিক-নেতা। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ‘সম্পত্তি কি?’ এই নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহাতে বলেন যে, “সম্পত্তির অর্থ চুরি”, অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকগণ চুরি করিয়াই তাহাদের সম্পত্তি গড়িয়া তোলে। পরে তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল সম্পত্তির পরিবর্তে কেবলমাত্র বৃহৎ সম্পত্তির উপরই তাঁহার আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখেন এবং মালিকদের নিজেদের শ্রমের দ্বারা লব্ধ ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিকদের সমর্থক হইয়া দাঁড়ান। তিনি মুদ্রার প্রচলন ও হুদ প্রথা অবসান, ছোট সম্পত্তির মালিকদের সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সেই সমাজে দ্রব্য-

বিনিময়ের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার মতে এই প্রকার সমাজে গভর্নমেন্ট ও উহার আইন প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন থাকিবে না; এই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন নাই, সমবায় (Co-operatives) ও বিনিময়-ব্যাক্স প্রতিষ্ঠা দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতির সমর্থক হন।

মাইকেল বাকুনি (রুশিয়া, ১৮১৪-১৮৭৬) : ইনি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ‘স্বাধীন’ অথবা বিকেন্দ্রিত সমাজবাদী ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার প্রবর্তিত আদর্শ অনুসারে সাধারণ সম্পত্তিসমূহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া রাষ্ট্র বা অন্য কোন সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠনহীন সমাজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তি দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া উচিত। তাঁহার মতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা সূক্ষ্মাল সামরিক বাহিনীর সহিত বিপ্লবের কোনও সম্পর্ক নাই, জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লব আরম্ভ করিবে। তিনি ছিলেন পার্লামেন্ট-পদ্ধতির বিরোধী এবং সহিংস বিপ্লব ও গুপ্তহত্যার সমর্থক। তাঁহার মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্তদলের দ্বারা পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন অভ্যুত্থানই নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পথ। তাঁহার ধ্বনি ছিল : “নৈরাষ্ট্রবাদ, সমষ্টিবাদ ও নিরীশ্বরবাদ”। তিনি ‘সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের আন্তর্জাতিক মৈত্রী’ (International Alliance of Social Democracy) নামে একটি সম্ভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইতালী, স্পেন ও রুশিয়ার কয়েক সহস্র লোক ইহার সভ্য হইয়াছিল। এই সমাজ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ‘প্রথম আন্তর্জাতিক’-এ যোগদান করে। এই সম্ভার মধ্যে কার্ল মার্ক্স ও তাঁহার সমর্থকদের সহিত বাকুনিদের দলের

ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ‘প্রথম আন্তর্জাতিক’ ভাঙিয়া যায়। অবশু ইহার পর বাকুনিনের নৈরাষ্ট্রবাদী আন্তর্জাতিক সংঘেরও অবসান ঘটে। সম্ভবতঃ অবসানের পর ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দেশে গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যা চালাইতে থাকে। নেটচায়েফ নামক বাকুনিনের প্রধান সহকারী “কর্মের দ্বারা প্রচার”-এর মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদের অর্থ এই যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা ও তাঁহাদের উপর বোমা নিক্ষেপই বৈপ্লবিক আদর্শের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এই মতবাদ অনুসরণ করিয়া নৈরাষ্ট্রবাদীরা রুশিয়ার জার আলেকজান্দার, ইতালীর রাজা হুবার্ট, ফরাসী দেশের প্রেসিডেন্ট কার্নট, অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ম্যাক-কিনলিকে গুপ্তভাবে হত্যা করে।

প্রিন্স পিটার ক্রোপোটকিন (রুশিয়া, ১৮৪২-১৯২১) : ইনি “কমিউনের ভিত্তিতে গঠিত নৈরাষ্ট্রবাদ” (Communist Anarchism) প্রচার করেন। ইনি বৃহৎ শিল্পগুলিকে নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অন্তরায় মনে করিয়া এইগুলির অবসান ও হস্তশিল্পের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠনের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার মতে সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা কমিউন-সমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে এবং উক্ত গোষ্ঠী বা কমিউনগুলি উহাদের সভ্যদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিবে। ইনি শ্রম-বিভাগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে শ্রমিকের কাজের সময় হইবে দৈনিক চারি বা পাঁচ ঘণ্টা, শ্রমিকের কোন নির্দিষ্ট মজুরি থাকিবে না, সে তাহার প্রয়োজনমত সকল দ্রব্য পাইবে। তিনি শেষ জীবনে নরমপন্থী মনোভাব পোষণ করিতেন, প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের সমর্থক

হন এবং রুশ-বিপ্লবের সময় প্রতিক্রিয়াশীল করেনস্কি-সরকারের পক্ষ অবলম্বন করেন।

কাউন্ট লিও টলস্টয় (রুশিয়া, ১৮২৮-১৯১০) : বিখ্যাত রুশ-লেখক। ইনি ধর্মীয় নৈরাষ্ট্রবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে—রাষ্ট্র ও আইন খৃষ্টানধর্মের সহিত সামঞ্জস্যহীন, আইনের শাসনের পরিবর্তে প্রেমের শাসনই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া উচিত; সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইবে সৈন্তদলে ভর্তি হইতে ও ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করা এবং আলোচনা দ্বারা সকল সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি স্বীকার করা; তাহা হইলেই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া যাইবে। অনেকের মতে মহাত্মা গান্ধী টলস্টয়ের নিকট হইতেই এই অহিংসা ও অসহযোগের নীতি গ্রহণ করিয়া ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর নৈরাষ্ট্রবাদীদের দুইটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হয়। প্রথমটি হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্রসেল্‌স্‌ শহরে এবং দ্বিতীয়টি হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেগ্‌ শহরে। কিন্তু উক্ত নৈরাষ্ট্রবাদ আজ পর্যন্ত কোন আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপন করিতে বা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কেবলমাত্র স্পেনে ও দক্ষিণ-ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহার সামান্য প্রভাব দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, নৈরাষ্ট্রবাদ শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক কেন্দ্রীভূত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন, শ্রমিকশ্রেণীকে উহার রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিচালিত করিবার জগ্ন সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রভৃতি অস্বীকার করে এবং জনগণের সংগঠিত বিপ্লবের পরিবর্তে গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও ব্যক্তিগত সম্বাসবাদ সমর্থন করে। ইহারা শ্রেণী-সংগ্রাম এবং বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জগ্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করে। সংক্ষেপে, নৈরাষ্ট্রবাদ মার্ক্সবাদী নীতি ও

শিক্ষা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। ইহা ব্যতীত, রুশিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রামে, রুশ-বৈপ্লবের সময় এবং ফাসিস্তদের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেনের গণতন্ত্রী সরকার ও জনগণের সংগ্রামে নৈরাষ্ট্রবাদীরা প্রধানতঃ বিভেদসৃষ্টি-কারীর ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল। এই জন্যই কার্ল মার্ক্স স্বয়ং ও তাঁহার পরবর্তীকালের সকল মার্ক্সবাদী নেতা এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা ও কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

[Gandhism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anarcho-Syndicalism : ট্রেড যুনিয়নের ভিত্তিতে সমাজ গঠনমূলক নৈরাষ্ট্রবাদ ; ট্রেড যুনিয়ন ভিত্তিক নৈরাষ্ট্রবাদ।

সাধারণভাবে এই মতবাদ অমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মপন্থা অস্বীকার করে এবং ট্রেড যুনিয়নকেই অমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগঠন বলিয়া প্রচার করে। এই মতবাদ আরও প্রচার করে যে, অর্থনৈতিক ধর্মঘটই অমিকশ্রেণীর পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় সংগ্রাম। প্রধানতঃ ফরাসী নৈরাষ্ট্রবাদী নায়ক প্রধোঁর শিক্ষার ভিত্তিতেই এই মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মতবাদ স্পেন দেশেই সর্বাপেক্ষা প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল। ইতালী এবং ফরাসীদেশেও ইহার প্রভাব এক সময়ে যথেষ্ট ছিল। এই মতবাদ সর্বত্রই অমিক-আন্দোলনে বিভেদ ও বিপণ্ডয় সৃষ্টি করিয়াছে।

Ancient History : প্রাচীন ইতিহাস।

[History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Animism : সর্বজীবন্তত্ববাদ।

এক প্রকারের অধ্যাত্মবাদ। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস্ (Pythagoras) ও প্লাতো (Plato) কর্তৃক প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সর্বভূতের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত একটি চৈতন্যশক্তি (আত্মা) বিশ্বের জীবসমূহকে রূপ, প্রাণ ও গতি প্রদান করিতেছে। দার্শনিক স্তাল্ (Stahl) বলিয়াছেন যে, এই চৈতন্য-শক্তি

ও আত্মা অভিন্ন। ই. বি. টিলর (E. B. Tylor) তাঁহার 'প্রিমিটিভ কালচার' নামক গ্রন্থে উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে ধর্মের প্রাথমিক সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

Annexation : পররাজ্য গ্রাস ; পরদেশ

কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক অপরা একটা দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ দেশ বা উহার কোন অংশ বলপূর্বক দখল করা। দখলীকৃত দেশের জনগণ দখলকারী দেশের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয়। জাতিসংঘের সম্মতি লইয়া সাময়িক-ভাবে কোন দেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করা 'পররাজ্য গ্রাস' নহে। সকল প্রকারের পররাজ্য দখল অথবা সকল রকমের সামরিক দখলকেই পররাজ্য গ্রাস বলা চলে না ; যেমন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ স্তরে মিত্র-শক্তির সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক জার্মানী ও অস্ট্রিয়া এবং সোবিয়ৎ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দখল পররাজ্য গ্রাস নহে।

Antagonism : বিরোধ।

পরস্পর-বিরোধী দুই শক্তির মৌলিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। দার্শনিক ও সামাজিক অর্থে সমাজ অথবা কোন বস্তুর আভ্যন্তরিক মূলগত দ্বন্দ্বের (Contradiction) ফল হিসাবেই এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। স্বতরাং দ্বন্দ্ব (Contradiction) ও বিরোধ (Antagonism) এক নহে, প্রথমটা মূল কারণ, আর দ্বিতীয়টা উহার ফল।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anti-climax : উন্নতির অবস্থা হইতে অধঃপতন।

যে বাক্যের ভাবসকল বা যে বিষয়ের অবস্থা প্রথমতঃ ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া তৎপরে ক্রমশঃ অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

Antiquity : পুরাকাল। [Ancient History—History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anti-Semitism : ইহুদী-বিদ্বেষ ; ইহুদী-নির্ধাতন ।

ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা এবং ইহুদীদের উপর নির্ধাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

প্রথমে ইহুদী-বিদ্বেষ দেখা দেয় ধর্মীয় বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া । তখন ইহা গুরু হয় ইহুদীধর্মের সহিত খৃষ্টধর্মের বিরোধ হইতে । পরে এই ধর্মীয় বিরোধ ও অর্থনৈতিক বিরোধ একত্রিত হইয়া জাতিগত (Racial) বিরোধে পরিণত হয় । বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়াতেও ইহুদী-বিদ্বেষ চরম আকারে দেখা দিয়াছিল ; কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শ্রমিক-বিপ্লবের পর রুশিয়াতে ইহুদী-বিদ্বেষের অবসান ঘটয়াছে । জাতিগত ইহুদী-বিদ্বেষ প্রথম দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে । তখন এই জাতিগত ইহুদী-বিদ্বেষের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও সৃষ্টি হয় । এই তত্ত্বের নাম ‘আর্থ’ বা ‘নডিক’ জাতিতত্ত্ব ও ‘অনার্থ’ জাতিতত্ত্ব । ইহুদীদের ‘অনার্থ’ বলিয়া অভিহিত করা হয় । এই নূতন জাতিগত ইহুদী-বিদ্বেষ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন অত্র কিছু নহে । তখন ইহুদীরা ইউরোপের, বিশেষতঃ জার্মানীর বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় দখল করিয়া বসিয়াছিল । সেই ব্যবসায় হইতে ইহুদীদের হটাইবার জন্মই প্রধানতঃ জাতিগত ইহুদী-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় । প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্যাপকভাবে ইহুদী-বিদ্বেষ প্রচারের জন্ম একখানি জাল দলিল রচিত হয় । এই জাল দলিলখানির নাম ‘বিজ্ঞ ইহুদী-প্রধানদের চুক্তি’ (The Protocols of the Learned Elders of Zion) । ইহুদীরা সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপনের ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া এই দলিলে উল্লেখ করা হয় । ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ‘টাইমস্’ পত্রিকা ফাঁস করিয়া দেয় যে, রুশিয়ার সম্রাট জারের

গুপ্ত পুলিশ-বিভাগের কতিপয় কর্মচারী দ্বারা এই জাল দলিলখানি রচিত হইয়াছিল । নাৎসি-জার্মানীতেই ইহুদী-বিদ্বেষ চরম আকারে দেখা দিয়াছিল । নাৎসী লেখকগণ ‘জাতি’, ‘আর্থ’ ও ‘অনার্থ’ সম্বন্ধে যতগুলি তত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সকল তত্ত্বই হিটলার ইহুদী-বিদ্বেষ বাড়াইয়া তুলিবার জন্ম প্রয়োগ করেন । হিটলার-গভর্নমেন্ট ইহুদীদের ‘পরদেশী’ এবং ‘দূষিত রক্ত’ ও ‘স্বভাব-দুর্বৃত্ত’ বলিয়া ঘোষণা করে । কুখ্যাত ‘হুইমবার্গ-আইন’-এর দ্বারা ইহুদীদের সহিত জার্মান ‘আর্থ’দের বিবাহ, প্রেম প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয় । ইহুদী বলিয়া জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ও ডাক্তার ফ্রয়েড প্রভৃতি মনীষীদের জার্মানী হইতে নির্বাসিত করা হয়, ইহুদীদের সকল নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাদের সকল ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ; প্রায় তিন লক্ষ ইহুদীকে বিতাড়িত ও বহু সহস্র ইহুদীকে বন্দীশালায় আবদ্ধ এবং বহু সহস্রকে হত্যা করা হয় । [Chauvinism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anthropology : নৃতত্ত্ব ; নৃ-বিজ্ঞান ; নৃবিজ্ঞা ।

মানব-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞা বা বিজ্ঞান । মানব-জাতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞার দুইটি দিক আছে : (১) দৈহিক দিক ও (২) সাংস্কৃতিক দিক । মানুষের প্রাকৃতিক ইতিহাস, অর্থাৎ দেহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রথমোক্ত দৈহিক দিকের বিষয়বস্তু ; এবং আদি মানুষের প্রস্তরীভূত দেহাঙ্কি (Fossil), বর্তমান মানুষের দৈহিক গঠন (Physiology) প্রভৃতি এই সম্বন্ধীয় আলোচনার ভিত্তি ।

দ্বিতীয়োক্ত সাংস্কৃতিক দিকের অপর নাম ‘সমাজ-তত্ত্ব’ (Sociology) । এই নাম-করণ করিয়াছেন বৃটিশ দার্শনিক হাবার্ট স্পেন্সার । মানব-সভ্যতার বিকাশদ্বারা এই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞার বিষয়বস্তু । মানব-

পরিবারের মধ্যে কিভাবে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, জাতি প্রভৃতির উৎপত্তি হইল সেই সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্ত মানবজাতির মূল বিভাগ ও পরস্পর-সম্বন্ধ-বিষয়ক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের (Ethnology) সাহায্য অপরিহার্য। আবার বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার আদি বাসভূমি ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন সম্পর্কীয় আলোচনা নৃতাত্ত্বিক-ভূগোল (Anthropo-Geography) বিষয়বস্তু। প্রথম যখন মানুষের মস্তিষ্ক ও হস্ত একযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করে তখনই মানব-প্রকৃতির মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়, অর্থাৎ মানুষ তখন হইতেই যন্ত্র (হাতিয়ার) নির্মাণকারী জীবে পরিণত হয় এবং এই পরিবর্তনের ফলেই মানুষ বর্বর মানুষের এক স্তর উর্ধ্বে আরোহণ করে। এই যন্ত্র-নির্মাণকারী মানুষ-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্ত ‘যান্ত্রিক বিদ্যা’ (Technology) প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিক উদ্ভাবনসমূহ মানুষের সাধারণ জীবনধারণ-প্রণালীর মধ্য হইতেই এবং জীবনধারণের প্রয়োজনেই সম্ভব হইয়াছে। সেই সকল উদ্ভাবনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল অগ্নি প্রজ্জ্বালনের উপায়, বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যবহার, বস্ত্রের ব্যবহার, গৃহ নির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, মৃৎপাত্র নির্মাণ, পশু-পালন, কৃষি, ধাতুর ব্যবহার প্রভৃতি। কার্যপ্রণালীর মধ্য হইতেই একদিন মানুষের মুখে কথা ফুটিয়াছিল এবং সেই কথা হইতেই দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ভাষা ও লেখার সৃষ্টি

Anti-thesis : প্রতিবাদ ; প্রতিপক্ষ।

বস্তু অথবা সমাজের কোন অবস্থা বা ব্যবস্থার মধ্যে, সাধারণভাবে সমগ্র বাস্তব জগতে আবির্ভূত একটা বিরুদ্ধ শক্তি ; যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সাধারণ-সম্পত্তি-প্রণালীর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মূলধনীশ্রেণী বা

ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব, ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব, ইত্যাদি।

[Dialectics শব্দ ব্রষ্টব্য]

Appeasement Policy : সুবিধা দিয়া বা দাবি মিটাইয়া শান্ত করিবার নীতি ; তোষণ-নীতি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল পর্ষন্ত গ্রেট ব্রুটেন ও ফ্রান্সের সরকার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই নীতি আঁকড়াইয়া থাকায় ইহা তখন হইতে কথ্যাতি লাভ করিয়াছে। হিটলার ও মুসোলিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সম্মত হইবে—এই আশায় গ্রেট ব্রুটেন ও ফ্রান্স ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত ফাসিস্ত ডিক্টেটরদের অগ্রায় দাবি পূরণ করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে গ্রেট ব্রুটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক ইতালীর আবিসিনিয়া জয়, জার্মানীর অস্ট্রিয়া দখল, হিটলার-মুসোলিনির সাহায্যপুষ্ট ফ্রান্সের হস্তে স্পেন সাধারণতন্ত্রকে তুলিয়া দেওয়া, মিউনিক-চুক্তি ও সর্বশেষে জার্মানী কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া দখল স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ব্লুঁ ও দালাদিয়ের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই তোষণ-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

Appropriation : প্রয়োগ ; আত্মসাৎ-করণ।

মার্কসীয় অর্থনীতিতে এই শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন, উৎপাদনের জন্ত প্রাকৃতিক ও দৈহিক শক্তির প্রয়োগ ; আবার সুদখোর মহাজন ঋণের দায়ে কৃষকের জমি আত্মসাৎ করে ; বর্জ্যোৎপাদী শ্রমিকশ্রেণীর তৈরী উর্ধ্ব-মূল্য (Surplus-value) আত্মসাৎ করিয়া ধনদৌলত সৃষ্টি করে, আবার সেই ধনদৌলত মূলধন হিসাবে লগ্নি করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে আরও বেশী শোষণ করিবার ব্যবস্থা করে।

Apriori : বুদ্ধিগত ; কারণ হইতে কার্য অনুমানপূর্বক ; স্বতঃসিদ্ধ ; পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী।

দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয়-লব্ধ ভাবসমূহ অবলম্বনে যে যুক্তি উপস্থাপিত হয়, তাহা জার্মান দার্শনিক কান্ট *Apriori* বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

Arab League : আরব-লীগ।

আরব জাতিসমূহের 'লীগ' বা সঙ্ঘ। মিশর, ইরাক, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্স-জর্ডান, ইয়েমেন—এই সাতটি দেশ লইয়া প্রথম ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিশরের রাজধানী কাইরো নগরীতে 'আরব-লীগ' গঠিত হয়। পরে লিবিয়া ও তুর্কান স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই লীগে যোগদান করে। এই সকল দেশ আরবজাতীয় লোকের বাসভূমি এবং এই সকল দেশের অধিবাসীদের ধর্ম, ঐতিহ্য, ভাষা প্রভৃতি সকলই এক। আরব জাতি মধ্যযুগে 'সারাসেন-সভ্যতা' নামে যে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা লইয়া উক্ত দেশগুলির অধিবাসীরা বিশেষ গর্ব বোধ করে। সেই ঐতিহ্যই এই দেশগুলিকে আরব-লীগের মধ্যে সম্মিলিত হইতে অনুপ্রাণিত করে। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধির জন্ত আরব-লীগ গঠিত হয় :—সারাসেন-সভ্যতার ঐতিহ্য, একভাষা ও একধর্মের ভিত্তিতে উক্ত নয়টি দেশ-জোড়া এক জাতীয় এক্য গঠন; এই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে এই সকল দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও রাজনৈতিক কর্মপন্থার এক্য সাধন; বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব হইতে এই সকল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা; এই সকল দেশের বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কিত সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে কাইরো নগরীতে প্রথমোক্ত সাতটি দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তিই আরব-লীগের ভিত্তি রচনা করে।

Arbitration : সালিশী ; সরকারী সালিশী।

মালিক ও শ্রমিকদের বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা গঠিত বিশেষ আদালত ও শিল্প-সংক্রান্ত কমিশন দ্বারা বিচারের জন্ত রাষ্ট্রীয় বা সরকারী ব্যবস্থা। এই বিশেষ আদালতে আইনতঃ মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই সমান অধিকার আছে।

মার্কসবাদীরা এই বিচার-ব্যবস্থার নিম্নরূপ সমালোচনা করিয়া থাকে :

“প্রকৃতপক্ষে এই আদালতের প্রধান কাজ হইল—(১) শ্রমিক-ধর্মঘটে বাধা দেওয়া ও ধর্মঘট আরম্ভ হইলে তাহা চলিতে না দেওয়া; (২) আইনের দ্বারা কম মজুরি ও জীবন ধারণের নীচু মান মানিয়া লইতে শ্রমিকদের বাধ্য করা (Basic Wage শব্দ দ্রষ্টব্য); (৩) এই আদালতের বিচারের দ্বারা এমনভাবে তৈরী হয় যাহার ফলে শ্রমিকদের এক্য ভাঙিয়া যায় ও তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়; ইত্যাদি।

“ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই সালিশী-ব্যবস্থার মারফত শ্রমিকদের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি করে যে, রাষ্ট্র মালিক ও শ্রমিকদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ এবং উভয়েরই স্বার্থ সমানভাবে দেখিয়া থাকে। যে সকল ট্রেড যুনিয়ন শক্তিশালী তাহারা এই বিশেষ রাষ্ট্রীয় আদালতের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে কিছু স্ববিধা আদায় করিয়া লইতে পারিলেও দুর্বল যুনিয়নগুলি কিছুই পায় না।

“এই সালিশী-ব্যবস্থার পরম ভক্ত হইল সংস্কারবাদীরা (Reformists); কারণ এই সালিশী-ব্যবস্থা তাহাদের শ্রেণী-সহযোগিতার নীতি কার্যকরী করিয়া তোলার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।” (L. Harry Gould: *Marxist Glossary*)

[Bureaucracy এবং Wage-Labour শব্দ দ্রষ্টব্য]

Aristotelian Philosophy : আরিস্তো-
তলের দর্শন ।

গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতলের (খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) দার্শনিক মত । সংক্ষেপে, এই মত অনুসারে বস্তু শাস্ত্র ; সকল পদার্থের অস্তিত্ব উহাদের বস্তুগত, রূপগত, অবস্থা-গত ও গতিসম্বন্ধীয় কারণসমূহের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় । আরিস্তোতলের দার্শনিক মতের ভিত্তি বাস্তবধর্মী, কিন্তু তাঁহার যুক্তির শেষ পরিণতি অধ্যাত্মবাদে ।

আরিস্তোতল খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে এথেন্সের স্তাগিরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । খৃষ্টপূর্ব ৩৪৩ অব্দে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ-এর আমন্ত্রণে তাঁহার পুত্র আলেকজান্ডারের (পরবর্তীকালের দ্বিবিজয়ী আলেকজান্ডার) শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং খৃঃ পূঃ ৩৩৫ অব্দ পর্যন্ত এই কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরে এথেন্সে ফিরিয়া যান । সেখানে তিনি তাঁহার শিক্ষক ও গুরু প্রাতোর (Plato) অনুকরণে ‘পেরিপাতোস্’ (Peripatos) নামে একটি দার্শনিক স্কুল স্থাপন করেন । খৃষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় ।

তিনি বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-দের অগ্রতম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন । তাঁহাকে “বিজ্ঞব্যক্তির শিক্ষক”—এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে । ‘অর্গানন’ (*Organon*) নামক সংকলন-গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা পাওয়া যায় । এই সকল রচনায় তিনি তর্কশাস্ত্র (Logic), নীতিশাস্ত্র (Ethics), রাজনীতি (Politics) ও দর্শন (Philosophy) সম্বন্ধে তাঁহার মত আলোচনা করিয়াছেন । আরিস্তোতল প্রাতোর শিষ্য হইলেও প্রাতোর সকল মত স্বীকার করিতেন না । প্রাতোর মতে ভাবই (Idea) সব কিছু, বস্তু উহার ছায়া মাত্র । আরিস্তোতল প্রাতোর এই মত অগ্রাহ্য করিয়া নূতন দার্শনিক মত প্রচার করেন । তাঁহার এই নূতন দার্শনিক

মত অনুসারে বস্তু ও ভাব—এই উভয়ের সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সব-কিছুর সৃষ্টি । সংকলন-গ্রন্থ ‘অর্গানন’-এর অষ্ট অংশের মধ্যে ‘রাজনীতি’ (Politico) নামক অংশটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা প্রায় সকল আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ । অপর অংশ ‘নীতিশাস্ত্র’-এ (Ethics) জ্ঞান-অজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রীক-চিন্তাধারার আলোচনা রহিয়াছে । উক্ত গ্রন্থের ‘পোয়েটিক্স’ (Poetics) নামক অপর অংশে সৌন্দর্য বা রুচিবোধ (Aesthetics) সম্বন্ধীয় আলোচনা রহিয়াছে এবং তাহাই বর্তমান রুচিবোধের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে ।

Armistice : সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি ।

সাধারণতঃ স্থায়ী শান্তি-চুক্তির উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভের জন্ত সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি হইয়া থাকে ।

Aryans : আর্য জাতি ।

ইহা একটি সংস্কৃত শব্দ । সংস্কৃত ভাষায় ইহার মূল অর্থ ‘প্রভু’ । পরে ভারতের আদিম ও অসভ্য জাতিগুলি হইতে পৃথক করিবার জন্ত পরবর্তীকালে আগত উত্তর-ভারতে বসতিস্থাপনকারী উন্নত মানুষগণ এই নাম গ্রহণ করে । তখন তাহারা ‘আর্য’ নামে পরিচিত হয় । ইহা বীণ্ড খৃষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বের কথা । জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমুলারের মতে আর্যগণ যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিত সেই সংস্কৃত ভাষা হইতেই সকল ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই আর্যগণ ইউরোপের আদিম অধিবাসী ‘উরফোক্’ (*Urvolk*) জাতিরই একটি শাখাবিশেষ । কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদ আছে । ভারতের হিন্দুগণ নিজেদের উক্ত আর্যজাতির বংশধর বলিয়া মনে করে ।

হিটলার-জার্মানীতে এই ‘আর্য’ শব্দটি ইহুদী-বিদ্বেষ প্রচারের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল । হিটলারের মতে জার্মানগণ আর্য, আর ইহুদীরা অনার্য ।

Asian-African Conference (Bandung-Conference) :

এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন (বান্দুং-সম্মেলন)।

ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এই সম্মেলন বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে ‘বান্দুং-সম্মেলন’ নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বোগর শহরে ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীগণ মিলিত হইয়া এই ‘আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলন’ আহ্বানের সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এই সম্মেলন হইবে এবং ইহাতে আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রত্যেক দেশের কেবল প্রধান মন্ত্রী অথবা বৈদেশিক মন্ত্রীই নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে আফ্রিকা ও এশিয়ার নিম্নোক্ত ২৯টি দেশ আমন্ত্রিত হইয়া নিজ নিজ প্রধান মন্ত্রী বা বৈদেশিক মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্মেলনে নিম্নোক্ত দেশগুলির মোট ৩৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন :—

- (১) চীন, (২) ভারত, (৩) ইন্দোনেশিয়া, (৪) ব্রহ্মদেশ, (৫) পাকিস্তান, (৬) জনগণ-তান্ত্রিক ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম, (৭) মিশর, (৮) সিংহল, (৯) জাপান, (১০) আফগানিস্তান, (১১) সিরিয়া, (১২) কম্বোডিয়া, (১৩) এথিওপিয়া, (১৪) উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া (১৫) ইরান, (১৬) ইরাক, (১৭) জর্ডন, (১৮) লাওস, (১৯) লেবানন, (২০) লাইবেরিয়া, (২১) গোল্ড কোস্ট (বর্তমানে Ghana), (২২) নেপাল, (২৩) ফিলিপাইনস্, (২৪) সৌদী আরব,

- (২৫) থাইল্যান্ড, (২৬) তুরস্ক, (২৭) সুলদান, (২৮) ইয়েমেন, ও (২৯) লিবিয়া।

সম্মেলনে বিভিন্ন প্রতিনিধির বক্তৃতা হইতে সম্মেলনের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে :—বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখা, আফ্রিকা ও এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতালাভে সাহায্য করা; সমগ্র আফ্রিকা ও এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন, এই দুই মহাদেশের সকল মানুষের জীবিকার মান ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি সাধন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি। ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, “এই সম্মেলন আফ্রিকা ও এশিয়াবাসীদের জীবনে এবং বিশ্বমানবের প্রতি আফ্রিকা ও এশিয়াবাসীদের এক মহান কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করিয়াছে।”—Speech by Lebanese Representative.

সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয় :—(১) সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত—সকল দেশ কতৃক পরস্পরকে যান্ত্রিক ও বৈষয়িক সাহায্য দান; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) পরিচালনায় একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক তহবিল গঠনের পরামর্শ; বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তার ও অধিকতর আর্থিক সাহায্য দান। (২) বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-মুখ্য জাতি ও বর্ণ-বৈষম্যের অবসান ঘটাইয়া পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক সহযোগিতা স্থাপন; বিভিন্ন দেশের মধ্যে ছাত্র-বিনিময় ও সাংস্কৃতিক বিনিময়, ইত্যাদি। (৩) আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবীয় অধিকার—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে গৃহীত মানবীয় অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এশিয়া ও আফ্রিকা এবং পৃথিবীর সর্বত্র প্রয়োগের এবং বর্ণ-বৈষম্য লোপের দাবি। (৪) পরাধীন জাতিসমূহের সমগ্র —সকল পরাধীন দেশের পরাধীনতা ও

শোষণের অবসান দাবি এবং সকল পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন। (৫) বিশ্বের শান্তি রক্ষা ও সহযোগিতা—সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার এবং পরাধীন জাতিসমূহকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দানের দাবি; বিভিন্ন জাতির পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, মতিছাড়া ও সম্ভাব্য পোষণ এবং পরস্পরের সহিত শান্তিতে বসবাসের পরামর্শ। (পঞ্চম প্রস্তাবটি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানমূলক ‘পঞ্চশীল’-এর ভিত্তিতে রচিত।)

এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে বিশ্বের অত্যন্ত প্রধান মার্ক্সবাদী পণ্ডিত ত্রীরজনী পাম দত্ত বলিয়াছেন:—“এই সম্মেলনে সর্বপ্রথম এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলির সরকারী মুখপাত্রগণ সাম্রাজ্যবাদকে বাদ দিয়া ইতিহাসের নিষ্ক্রিয় কর্ম হিসাবে নহে, সক্রিয় কর্তা হিসাবেই নিজেদের সম্মিলিত কর্তৃত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার প্রতি সমর্থন এবং ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। মানব-সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের সরকারী মুখপাত্রগণের এত ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই।” (R. P. Dutt : *Labour Monthly*, January, 1956.)

Asian Relations Conference :

এশিয়ার সংযোগ সম্মেলন।

এশিয়ার দেশসমূহের বে-সরকারী ও অরাজনৈতিক সম্মেলন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতভেদ ঘটিতে পারে সেই সকল বিষয় বাদ দিয়া কেবল এশিয়ার দেশসমূহের সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক

ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় বিষয়ের মধ্যে এই সম্মেলনের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই সম্মেলনে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল:—(১) এশিয়া মহাদেশে স্বাধীনতার জন্ম জাতীয় আন্দোলন; (২) জাতিগত সমস্যা ও দ্বন্দ্ব; (৩) এশিয়ার মধ্যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে লোক চলাচল; (৪) কৃষি ও শিল্পের বিকাশ; (৫) শ্রম-সমস্যা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ; (৬) নারীর অধিকার, ইত্যাদি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষার নিমিত্ত একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নতুন দিল্লীতে ইহার কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপিত হয়।

Atheism : অনীশ্বরবাদ; নিরীশ্বরবাদ।

ভাষাগত অর্থ ‘Without God’ বা ‘ঈশ্বর নাই’; একটি বস্তুবাদী দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই; স্তব্ধতা; পরলোক বলিয়াও কিছু নাই; এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সব কিছু শেষ হইয়া যায়।

Atlantic Charter : আতলান্টিক-সনদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর গোপন বৈঠকে গৃহীত মিত্রপক্ষের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ঘোষণা। এই ঘোষণায় উভয় দেশের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর উন্নততর রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সাধারণ নীতি বিবৃত হইয়াছিল। এই সনদে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়:—

(১) এই দুই দেশের সাম্রাজ্যবৃত্তির কোনও অভিপ্রায় নাই। (২) কোনও দেশের জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ দেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন করা হইবে না। (৩) এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে, প্রত্যেকটি দেশের জনসাধারণ তাহাদের পছন্দমত গভর্নমেন্ট গঠন করিতে পারিবে;

এবং যে সকল দেশ এই যুদ্ধে স্বাধীনতা হারাইয়াছে তাহারা আবার সার্বভৌম অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়া পাইবে।

(৪) এই উভয় দেশ চেষ্টা করিবে যাহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং বিজয়ী ও বিজিত সকল দেশ উহাদের আর্থিক সমৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা সমান শর্তে লাভ করিতে পারে।

(৫) যাহাতে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শ্রমের উন্নতি, আর্থিক অগ্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ণতম সহযোগিতা সম্ভব হয় তাহার জন্ত এই উভয় দেশ (ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) চেষ্টা করিবে।

(৬) এই উভয় দেশ আশা করে যে, নাৎসী-উৎপীড়নের চূড়ান্ত অবসানের পর সকল জাতি তাহাদের নিজ নিজ দেশের সীমানার মধ্যে নিরাপদে বসবাস করিতে পারিবে এবং সকল দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে ভয় ও অভাব হইতে মুক্ত হইয়া জীবনযাপন করিতে পারিবে। (৭) শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে সকল দেশ অবাধে সমুদ্রে ও মহাসাগরের বৃকে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। (৮) যদি অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস করা না হয়, যদি কোন জাতি অস্ত্র-শক্তির জোরে অপর কোন জাতিকে আক্রমণের ভয় দেখায় তাহা হইলে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং সকল জাতিবিশেষের ভার লাঘব করিবার জন্ত এই উভয় দেশ সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে।

আতলাস্তিক-সনদ তৈরী হইবার কিছুদিন পরে একদিকে চার্চিল ঘোষণা করেন যে, ইহা কেবল ইউরোপের জন্ত; আর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন যে, ইহা সমগ্র পৃথিবীর জন্ত।

Atomic Philosophy : আণবিক দর্শন বা পরমাণবিক দর্শন।

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ অণু বা পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত (হিন্দুদের 'বৈশেষিক দর্শন'-এর অল্পরূপ)। গ্রীসের ডেমোক্রিটাস দ্বারা

প্রবর্তিত উক্তরূপ দার্শনিক মতবাদ— পরমাণুবাদ।

Autarky : স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

গ্রীকভাষার '*Autarkeia*' শব্দটির উচ্চারণ Autarky। ইহার ভাষাগত অর্থ 'আত্মশাসন', ব্যবহারিক অর্থ 'স্বয়ং-সম্পূর্ণতা'। ইহার অর্থনৈতিক তাৎপৰ্য এই যে, কোনও দেশ উহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই নিজে তৈরি করিবে এবং এইভাবে পরনির্ভরতা বা বাহির হইতে দ্রব্য আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করিবে। যুদ্ধের সময় যাহাতে চারিদিক হইতে শত্রু-বেষ্টিত হইয়াও কোন দ্রব্যের অভাব না হয় এই উদ্দেশ্যে নাৎসিরা জার্মানীতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল।

Authoritarianism : স্বৈরশাসনবাদ ; অনিয়ন্ত্রিত শাসনবাদ।

গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া এক বা মুষ্টিমেয় নায়কের স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার মতবাদ। এই মতবাদের সমর্থকদের মতে গণতন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যে অটনৈক্য সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়ে ; সুতরাং রাষ্ট্রকে সংহত ও শক্তিশালী করিবার জন্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা কতিপয় লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

Autocracy : স্বেচ্ছাতন্ত্র ; অনিয়ন্ত্রিত শাসন ; স্বেচ্ছাচার।

গ্রীকভাষায় *Autokratia* হইতে ; ইহার অর্থ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র'।

[Authoritarianism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Autonomy : স্বায়ত্তশাসন।

গ্রীকভাষার *Autonomia* হইতে গৃহীত। গ্রীকভাষায় ইহার অর্থ 'আত্মবিধি' (Self Law)। প্রচলিত অর্থ 'স্বায়ত্তশাসন', অর্থাৎ কোন দেশের জনগণের নিজেদের শাসনাধিকার।

Axis Powers : অক্ষশক্তি ।

বার্লিন (জার্মানীর রাজধানী)—রোম (ইতালীর রাজধানী)—টোকিও (জাপানের রাজধানী) অক্ষশক্তি ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং ঐ মহাযুদ্ধের সময় উক্ত তিন শক্তির রাজনৈতিক ঐক্য ও সহযোগিতা । ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের সময় স্পেন ও জার্মানী ব্যতীত

ইউরোপের অগ্রাগ্র রাষ্ট্র ইতালীর বিরোধিতা করে এবং কেবলমাত্র জার্মানী ইতালীকে সমর্থন করে। এই সময় হইতেই ইতালী ও জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য ও সহযোগিতা আরম্ভ হয়। উক্ত দুই দেশের এই রাজনৈতিক ঐক্য ও সহযোগিতাই ‘রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি’ নামে অভিহিত হয়। পরে জাপান ইহাদের সহিত যোগদান করে।

B**Baconian Philosophy :** বেকনের দর্শন ; বেকনের দার্শনিক পদ্ধতি ।

ব্রিটিশ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন-এর (১৫৬১-১৬২৬) দার্শনিক মত ও পদ্ধতি। তাঁহার দার্শনিক মত ছিল নিম্নরূপ : দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হইল মানবসমাজের কল্যাণ সাধন ; প্রকৃতির নিয়ম-রহস্যকে আবিষ্কার করিয়া তাহা মানবসমাজের সমৃদ্ধির জন্ত ব্যবহার করিতে হইবে ; এই জন্ত অল্পমানের উপর নির্ভর না করিয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে ; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাচাই না করিয়া কোন বস্তুকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না ; বিজ্ঞানই দর্শনের ভিত্তি ; মনের সহজাত সংস্কার, ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থ, গতানুগতিকতা প্রভৃতি পরিহার করিয়া এবং সর্বপ্রকারের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পূর্ববেক্ষণই হইল বেকনের দার্শনিক পদ্ধতির মূলকথা। এই পদ্ধতি অনুসারে সকল পূর্ববেক্ষিত তথ্য একত্র করিয়া পরে ইহাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং তাহার মারফত একটি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ; বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলি হইতে একটি সার্বভৌমিক বা সর্বব্যাপক

তত্ত্ব বাহির করিয়া তাহার আলোচনা করাই দর্শনের কর্তব্য।

Balance of Power : শক্তিসাম্য ।

ইউরোপীয় মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দীর্ঘকালের প্রচলিত ধারণা যে, এক রাষ্ট্র-জোটের শক্তি অপর রাষ্ট্রজোটের শক্তির সমান হওয়া চাই, তাহা হইলেই কোন এক রাষ্ট্রজোট সমগ্র ইউরোপ, তথা পৃথিবীর উপর আর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে না এবং তাহার ফলে শান্তি অব্যাহত থাকিবে। গত পাঁচ শতাব্দীকাল ধরিয়া বৃটেন এই ভাবে শক্তিসাম্য রক্ষার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ শান্তির সময়ে দুইটি রাষ্ট্র-জোটের দ্বারা এই শক্তিসাম্য রক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত দুইটি জোটের একটি ছিল জার্মানী-অস্ট্রিয়া-ইতালীর জোট (The Triple Alliance) এবং অপরটি ছিল বৃটেন-ফরাসী-রুশিয়ার জোট (The Triple Entente)। সকল সময় বৃটেন চাহিত যে, মধ্যস্থ হিসাবে থাকিয়া সে-ই ইউরোপ, তথা সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করিবে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে বৃটেন ভীত হইয়া ফরাসীদেশ ও রুশিয়ার জোটে যোগদান করে এবং এই তিন শক্তি একত্রে মিলিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীকে

পরাজিত ও শক্তিসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একদিকে ফরাসীদেশের প্রাধাণ্য ও অপরদিকে রুশিয়ার সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্রুত অগ্রগতির ভয়ে ভীত হইয়া শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য বুটেন আবার জার্মানীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করে। জার্মানী বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে তাহাকে প্রধানতঃ রুশিয়ার উপর লেলাইয়া দিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং জার্মানীর পরাজয়ের মধ্য দিয়া আবার শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

Balance-sheet : উদ্বৃত্তপত্র।

যে হিসাব-পত্রে সংক্ষেপে মোট আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখান হয় তাহাকে ‘উদ্বৃত্তপত্র’ বলে। ইহা হইল কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার আর্থিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণপত্র।

Bandung Conference : বান্দুং সম্মেলন। [Asian-African Conference দ্রষ্টব্য]

Bank : ‘ব্যাঙ্ক’; অধিকাংশ; আর্থিক লেন-দেন প্রতিষ্ঠান; মুদ্রার কারবারী প্রতিষ্ঠান।

যেখানে টাকা গচ্ছিত রাখা হয় এবং যেখান হইতে টাকার আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের কাজ হইল টাকা গচ্ছিত রাখা ও ঋণ দেওয়া। সাধারণ মানুষ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে গচ্ছিত রাখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনমত সহজেই আবার তুলিয়া লইতে পারিবে, আর ব্যাঙ্কও অপরকে ঋণ দিয়া সুদবাবদ কিছু আয় করিতে পারিবে—এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্তই আধুনিক ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। অবশ্য যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখে তাহারাও কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সুদ পাইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিলে, ব্যাঙ্ক অল্প সুদে টাকা ঋণ নেয় এবং বেশী সুদে টাকা ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক উহার এই মূল কাজের সহিত পরে ব্যবসায়-বাণিজ্যের লেন-দেনের সুবিধার জন্ত ‘ছত্তি’

বা ‘বিল’ (Bill of Exchange) ক্রয়-বিক্রয়ের কাজও আরম্ভ করিয়াছে।

ব্যাঙ্কে দুইভাবে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়; যেমন চলতি হিসাব (Current Account) ও স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit)। চলতি হিসাবে টাকা গচ্ছিত রাখিলে তাহা যে-কোন সময় চেক কাটিয়া তুলিয়া লওয়া যায় এবং সাধারণতঃ সেক্ষেত্রে কোন সুদ দেওয়া হয় না। কিন্তু স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিলে উহা তুলিবার জন্ত পূর্বে নোটিস দিতে হয়। ব্যাঙ্কের সকল টাকা সকল সময় ব্যাঙ্কেই মজুদ থাকে না, ব্যাঙ্কের সকল টাকার কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশ প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত ব্যাঙ্কে রাখা হয়, একটা অংশ (সাধারণতঃ শতকরা ২৫ ভাগ) গচ্ছিত থাকে সরকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং বেশীর ভাগ টাকা উপযুক্ত জামিন রাখিয়া অপরকে (সাধারণতঃ কোন ব্যবসায়ী বা শিল্প-সংস্থাকে) ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্তমানকালে নানা প্রকারের ব্যাঙ্ক দেখা দেওয়া যায়; যেমন (১) ‘আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক’ (International Bank)—এই ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক লেন-দেন সম্পন্ন করে; (২) ‘রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক’ (State Bank)—এই ব্যাঙ্কের মারফত কোন রাষ্ট্র নিজ দেশের আর্থিক ও মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; (৩) অংশীদারী ব্যাঙ্ক (Joint Stock Company)—অনেক লোক শেয়ার কিনিয়া এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে; (৪) ‘সেভিংস ব্যাঙ্ক’ (Savings Bank)—সাধারণতঃ পোস্ট অফিসেই ‘সেভিংস ব্যাঙ্ক’ থাকে, কিন্তু এই ব্যাঙ্কে কেবল টাকা গচ্ছিত রাখা হয়, সাধারণ ব্যাঙ্কের অত্যাগ্র কাজ এখানে হয় না। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরিক হিসাব মিটাইবার জন্ত ‘ক্লিয়ারিং হাউস’ থাকে। অংশীদারী ব্যাঙ্কেই সাধারণ লোক তাহাদের টাকা গচ্ছিত রাখে এবং কেহ ইচ্ছা করিলে এই ব্যাঙ্কে মূল্যবান

অলঙ্কার, মণিমুক্তা প্রভৃতি নিরাপত্তার জন্ত গচ্ছিত রাখিতে পারে।

ব্যাঙ্কের ইতিহাস :

বর্তমানকালে আমরা যে ধরনের ব্যাঙ্ক দেখিতে পাই তাহা প্রথম ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে হল্যান্ডের আমস্টার্দাম নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের নাম ‘আমস্টার্দাম ব্যাঙ্ক’ (Bank of Amstardam)। ‘ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে। ইহার পূর্বে ইংলণ্ডে (এবং অত্যাশ্চর্য্য স্থানেও) ব্যাঙ্কের কয়েকটি কাজ স্বর্ণকারদের দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রথমে দেশের লোকেরা নিরাপত্তার জন্ত তাহাদের মূল্যবান অলঙ্কারাদি স্বর্ণকারের দোকানে গচ্ছিত রাখিত এবং এইজন্ত স্বর্ণকারগণ স্বেচ্ছা পাইত। পরে টাকা লগ্নি করা যখন লাভজনক ব্যবসায় হিসাবে দেখা দিল তখন স্বর্ণকারগণই লোকের নিকট হইতে টাকা ও অলঙ্কারাদি রাখিয়া ঐ টাকা অপরকে ঋণ দিয়া স্বেচ্ছা লইত। স্বর্ণকারগণ যাহাদের নিকট হইতে টাকা গচ্ছিত রাখিত তাহাদের ঐ গচ্ছিত টাকার জন্ত রসিদ দিত। সেই রসিদই আবার ব্যবসায়ের লেন-দেনের ‘মাধ্যম’ (Medium) হিসাবে ব্যবহৃত হইত। অনেকের ধারণা যে, স্বর্ণকারদের দ্বারা এই প্রকার রসিদ দিবার নিয়ম হইতেই পরে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ‘নোট’ বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

পৃথিবীর প্রথম ব্যাঙ্ক হল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ইংলণ্ডেই ঘটিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেব সর্বত্র বহু ছোট-বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই সকল ব্যাঙ্ক শৃঙ্খলাহীন ও অসংগঠিত-ভাবে টাকার লেন-দেন পরিচালনা করে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট একটি আইন করিয়া ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার কিছুদিন পরেই কারবারের অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব

(Limited Liability) বিধিবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ ব্যাঙ্কগুলি এই আইনের ভিত্তিতে ‘সীমাবদ্ধ দায়িত্বসম্পন্ন কোম্পানী’রূপে (Limited Liability Company) ঐক্যবদ্ধ হইতে থাকে। ইহার ফলে সাধারণ লোকেরও সুবিধা হয়; কারণ ছোট ছোট ব্যাঙ্ক আকস্মিকভাবে ‘ফেল’ পড়িত বা কারবার গুটাইয়া লইত, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি ঐক্যবদ্ধ হইবার পর সেই ভয় বহুলাংশে হ্রাস পাইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্যাঙ্কগুলি আরও ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল এবং মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডের দুই-একটি ব্যতীত সকল ব্যাঙ্ক ঐক্যবদ্ধ হইয়া ‘মিডল্যান্ড’, ‘লয়েডস্’, ‘বার্ক্লেস্’, ‘ওয়েস্টমিনস্টার’ ও ‘গ্রাশনাল প্রোভিন্সিয়াল’ এই পাঁচটি মাত্র সুবৃহৎ ব্যাঙ্কে পরিণত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কের কাজের আর একটি বিশেষ উন্নতি ঘটে। ইহা হইল চেক-এর (Cheque) প্রচলন। চেক প্রকৃতপক্ষে ‘হণ্ডি’ বা ‘বিল অফ এক্সচেঞ্জ’ এরই নামান্তর। ইহা আজকাল সর্বত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা অথবা ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হইয়া থাকে।

মার্ক সীম দৃষ্টিতে ব্যাঙ্ক :

মার্ক সীম অর্থনীতি অনুসারে, ব্যাঙ্ক হইল মুদ্রা-মূলধনের (Money-capital) কারবারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্কের কারবার একটা বিশেষ ধরনের পণ্য লইয়া। মুদ্রাই সেই বিশেষ ধরনের পণ্য। ব্যাঙ্কের মূল কাজ হইল টাকার লেন-দেনের ব্যাপারে একজন মধ্যবর্তী লোকের কাজের মত। সেই মধ্যবর্তী লোকের কাজ করিতে গিয়া ব্যাঙ্ক নিষ্ক্রিয় মূলধনকে সক্রিয় করিয়া তোলে, অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থকে মূলধনে পরিণত করে। কারণ, ব্যাঙ্ক হইতে কাহাকেও ঋণ দিবার পরেই সেই টাকা মূলধন হিসাবে সক্রিয় হয়। ব্যাঙ্কগুলি সেই ঋণের বাবদ স্বেচ্ছা পায়।

সাধারণতঃ এই স্তরই ব্যাঙ্কের আয়। ব্যাঙ্কের কাজ যতই বাড়িয়া যায়, ততই সেই কাজ মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্কের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, এবং ততই ব্যাঙ্কগুলি শক্তিশালী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করে। ব্যাঙ্কগুলি ক্রমশঃ ঋণ দিয়া দেশের মূল-ধনীদেব (Capitalists) ও ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু এখানেই উহারা ক্ষান্ত হয় না, উহারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়া অল্পদেশের উৎপাদনের উপকরণ এবং কাঁচা মালের সরবরাহ-ব্যবস্থার উপরেও উহাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। অল্প দিকে ব্যাঙ্কগুলি যখন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন ছোট ছোট ব্যাঙ্ক উঠিয়া যায় অথবা বড় ব্যাঙ্কের সহিত মিশিয়া যায়।

[Finance Capital দ্রষ্টব্য]

Bank-discount : ব্যাঙ্কের বাট্টা।

[Discount শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bankrupt : দেউলিয়া।

যে ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা তাহার নিজের ইচ্ছায় অথবা ঋণদাতাদের দ্বারা আদালতের মারফত করা হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে তাহার উদ্দেশ্য হইল ঋণী ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষা করা এবং তাহা ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণের অল্পপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া। এইভাবে ঋণী ব্যক্তির সম্পত্তি ঋণদাতাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার পর ঋণী ব্যক্তিকে ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোন সঙ্গত কারণ থাকিলে সম্পত্তি বন্টনের পরেও ঋণী ব্যক্তিকে আদালত ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি নাও দিতে পারে। আর ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত সে নিজের নামে ব্যবসায় বা লেন-দেন করিতে পারে না। অধিকন্তু কোন জালিয়াতি করিলে অথবা যথাযথ হিসাব না রাখিলে সেই ব্যক্তি শাস্তিও পাইতে পারে।

Barbarism : বর্বরযুগ ; বর্বরতা।

বর্বরযুগ সমাজের ক্রমবিকাশের একটি স্তর। অসভ্য যুগ ও সভ্য যুগ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়কে বর্বরযুগ বলা হয়। অসভ্য যুগের শেষভাগে যখন মাটির বাসন তৈরী হয় তখন হইতেই এই যুগের আরম্ভ। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পশুপালন ও কৃষিকার্যের আরম্ভ। এই যুগের শেষভাগে খনিজ লৌহ ও প্রস্তর গলান, পশুজুখের ব্যবহার, মাংসের জন্ত বিশেষ ধরনের পশুপালন ও পাখরের টুকরার উপর লেখার জন্ত অক্ষরের আবিষ্কার হয়। এই সকল আবিষ্কারের সময় হইতেই এই বর্বরযুগের শেষ ও পরবর্তী মধ্যযুগের আরম্ভ হয়।

(ফ্রেড্রিখ্ এঙ্গেলস্-এর *Origin of Family* হইতে গৃহীত ।)

Barter : (মুদ্রাহীন) পণ্য-বিনিময়।

একটি পণ্যের পরিবর্তে আর একটি পণ্য গ্রহণ করা। ইহাই ছিল পণ্যোৎপাদনের প্রথম স্তরের বিনিময়-ব্যবস্থা। ইহাতে মুদ্রার প্রয়োজন হইত না। সমাজে মুদ্রা বা অল্প কোন সাধারণ তুল্য দ্রব্যের প্রচলনের পূর্বে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সরাসরি বিনিময় হইত ; যেমন, এক ব্যক্তি একখানা কাপড় তৈরি করিয়া উহার পরিবর্তে চাউল পাইবার জন্ত বাজারে গেল, অল্প ব্যক্তি চাউল লইয়া কাপড়ের জন্ত বাজারে গেল এবং এই দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে তাহারা নিজ নিজ দ্রব্য বদল করিয়া প্রয়োজন মিটাইল। মার্কসীয় অর্থনীতিতে এই পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থাকে বলা হয় ‘নিয়মিত পণ্য-বিনিময়ের প্রথমতম রূপ’ (*Earliest Form of Regular Commodity Exchange*)। পরে যে প্রকারে পণ্যের প্রচলন শুরু হয় তাহা হইতে এই প্রথমতম বিনিময়-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক ; কারণ, পরে পণ্যের প্রচলনের সময় প্রথমে একটা সাধারণ তুল্য পণ্যের (*General Equivalent*) মাধ্যমে পণ্য-বিনিময় আরম্ভ হয়, তারপর

সাধারণ তুল্য পণ্য হিসাবে মুদ্রার (Money) সৃষ্টি হয়।

Base : ভিত্তি ; মূল ; বনিয়াদ।

কোন বস্তু, গঠন বা কাঠামো, অথবা ব্যাপক সংগঠন যে ভিত্তি বা মূলের উপর দাঁড়াইয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়া যায়। কোন ব্যাপক সংগঠনের (রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনের) নিম্নতম কমিটি বা অংশগুলিই উহার ভিত্তি বা মূল। সেই প্রকারের সংগঠন এই ভিত্তি বা মূল হইতে উপরের দিকে উচ্চতম বা কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত বিস্তৃত।

Basic Structure : মূল গঠন ; মূল কাঠামো। [Structure শব্দ দ্রষ্টব্য]

Basic Wage : মূল মজুরি।

[Wage শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bastille : বাস্তিল দুর্গ।

ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে অবস্থিত ইতিহাস-বিখ্যাত দুর্গ। ইহাতে রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখা হইত। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রারম্ভে বিপ্লবী জনতা বাস্তিলদুর্গ অবরোধ করে। তাহারা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই উক্ত দুর্গ-কারাগার অধিকার করিয়া উহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। বাস্তিলদুর্গের পতনই যুগান্ত-কারী ফরাসী বিপ্লবের আরম্ভ সূচনা করে।

Belligerent : যুদ্ধমান বা যুদ্ধরত (জাতি)।

যে জাতি, রাষ্ট্র বা দল যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহাদের এই নামে অভিহিত করা হয়।

Bengal Renaissance : বঙ্গের নব-যুগারম্ভ ; বাংলার নবজাগৃতি ; বঙ্গীয় 'রেনেশাঁস'।

[Renaissance শব্দ দ্রষ্টব্য]

Benthamism : বেঙ্হামের দার্শনিক মতবাদ—'হিতবাদ' বা 'উপযোগিতাবাদ'।

জেরিমি বেঙ্হাম-এর (১৭৪৮-১৮৩২) দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে সমাজের অধিকতম মানুষের অধিকতম সুখ বিধানই নীতিশাস্ত্রের মূল অনুশাসন। বেঙ্হামের

এই দার্শনিক মতের নাম 'হিতবাদ' বা 'উপযোগিতাবাদ' (Utilitarianism)।

[Utilitarianism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Berkeleyan Philosophy : বার্কলের দার্শনিক মত।

আয়ারল্যান্ডের জর্জ বার্কলে-এর (George Berkeley, 1684-1752) দার্শনিক মত। ইনি ভাববাদী (Idealist) দার্শনিক। ইহার দার্শনিক মত বাস্তব জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ইহার মতে, আমরা যে বিশ্ব দেখিতে পাই এবং স্পর্শ দ্বারা অনুভব করি তাহার কোন অন্ত-নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব নাই ; যে বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের গোচরীভূত হয় তাহার অস্তিত্ব কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরেই নির্ভর করে, অর্থাৎ আমরা অনুভব না করিলে ইহার অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই উঠিত না। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bi-lateral Agreement : দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।

দুই দেশ, দুই পার্টি বা দলের মধ্যে যে চুক্তি হয়।

Bill of Exchange : ছত্তি ; বিল।

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বাবদ প্রাপ্য টাকা দিবার বরাতী পত্র। পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বাবদ অপরের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি পত্র। দৃষ্টান্ত : ক খ-এর নিকট টাকা পায়। ক গ-এর নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া গ-কে ঐ পণ্যের দাম নির্দিষ্ট তারিখে মিটাইয়া দিবার জন্ত খ-এর নিকট লিখিত নির্দেশ দেয়। ক কর্তৃক খ-এর নিকট লিখিত নির্দেশ-পত্রকেই 'ছত্তি' বলা হয়। ইহা ব্যাঙ্কের মারফত দুই ব্যক্তির লেন-দেনের অনুরূপ। এই ছত্তির মারফত বিভিন্ন দেশের মধ্যেও কারবার চলে। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের ইছদীরা প্রথম ইহার ব্যবহার আরম্ভ করে।

Bi-metalism : দ্বি-ধাতুমান ; দুই ধাতুর মুদ্রা-পদ্ধতি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুনির্মিত মুদ্রার ব্যবহার-পদ্ধতি। যে মুদ্রা-ব্যবহারের পদ্ধতিতে পরস্পরের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারিত দুইটি ধাতু (সাধারণতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য) ব্যবহৃত হয়।

Blanquism : ব্লাঁকুইবাদ।

ফরাসী বিপ্লবী লুই অগাস্ট ব্লাঁকুই-এর (১৮০৫—৮১) মতবাদ। ইনি ছিলেন বিপ্লববাদী। কিন্তু ইনি সমাজবাদের প্রতি অস্বস্তিকর থাকিলেও শ্রেণী-সংগ্রাম অস্বীকার করিতেন এবং মনে করিতেন যে, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ইহা ধনতান্ত্রিক শোষণ হইতে মানবের মুক্তি সম্ভব হইবে এবং ইহার জগৎ শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রামের কোন প্রয়োজন হইবে না। এই মতবাদের জগৎ মার্ক্সবাদীরা তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিলেও তাঁহারা তাঁহাকে একজন বিপ্লবী যোদ্ধা হিসাবে শ্রদ্ধা করেন।

Blockade : সমুদ্রাবরোধ।

সমুদ্রপথে শত্রু-দেশের জাহাজ চলাচল ও সরবরাহ-ব্যবস্থা অচল করিবার জগৎ শত্রু-দেশের সমুদ্রপথে অবরোধ স্থাপন। যে সকল দেশকে বৈদেশিক সরবরাহের উপর নির্ভর করিতে হয় কেবল তাহাদের বিরুদ্ধেই এই অবরোধ-ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কেবলমাত্র শত্রু-দেশের বিরুদ্ধেই ইহা প্রয়োগ করা চলে, কোন নিরপেক্ষ দেশের বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করা বে-আইনি।

Body Politic : রাষ্ট্র; রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজ বা সম্প্রদায়।

Boer Wars : বুয়র-যুদ্ধ; প্রথম ও দ্বিতীয় বুয়র-যুদ্ধ।

১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৯৯-১৯০২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-আফ্রিকার ট্রান্সভালের বুয়রদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালের অধিবাসী বুয়রগণ ট্রান্সভালকে একটি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা

করিলে ইংরেজরা এই দেশ আক্রমণ করে। এই প্রথম যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধিপত্রে ইংরেজগণ ট্রান্সভালের স্বাধীনতা স্বীকার করে। দ্বিতীয় বুয়র-যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজগণ পূর্বসন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া ট্রান্সভাল আক্রমণ করে। অরেন্স ফ্রি স্টেট ট্রান্সভালের পক্ষে যোগদান করে। প্রথমে ইংরেজগণ হারিয়া যায়, কিন্তু পরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ঐ দুইটি স্থান দখল করে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আবার সন্ধি হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভাল ও অরেন্স ফ্রি স্টেট সংযুক্ত করিয়া 'দক্ষিণ-আফ্রিকা যুনিয়ন' গঠিত হয় এবং এই যুনিয়নকে স্বায়ত্তশাসন দান করা হয়।

Bolsheviks (Bolsheviki) : বোলশেভিকদল।

'বোলশেভিক্স' শব্দটির উৎপত্তি রুশ ভাষার *Bolshinstvo* শব্দ হইতে। ইহার অর্থ হইল 'সংখ্যাধিক'।

'রুশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) লেনিনের মতের সমর্থনকারী সংখ্যাধিক দল। এই দল সেই কংগ্রেস হইতে লেনিনের নেতৃত্বে 'রুশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (বোলশেভিক্স)' নামে পরিচিত হয়। তারপর লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই দলটিই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে 'রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বোলশেভিক্স)' এই নাম গ্রহণ করে এবং সর্বশেষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 'সোবিয়ৎ যুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বোলশেভিক্স)' নাম গ্রহণ করে।

Bolshevism : বোলশেভিকবাদ।

রুশিয়ার বোলশেভিক্স পার্টির ইতিহাস, মতবাদ, কর্মপন্থা ও ঐতিহাসিক সাফল্যকে সমগ্রভাবে 'বোলশেভিকবাদ' বলা হয়। 'বোলশেভিকবাদ' শব্দটির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য এই যে, ইহা অস্ত্রাত্মক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মুখে কর্ম-

কৌশলের আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। এই ভাবে ‘বোলশেভিক্’ ও ‘বোলশেভিকবাদ’ শব্দ দুইটি পৃথিবীর কমিউনিস্টদের নিকট একটা বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে; যেমন, যখন বলা হয়, ‘কমিউনিস্ট পার্টির বোলশেভিকীকরণ’, তখন উহার অর্থ এই যে, কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোবিয়ৎ যুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বোলশেভিক্) সেই সকল গুণসমূহ ও নেতৃত্ব, সাহস, যোগ্যতার আদর্শ এবং সংগ্রামে এই পার্টির দ্বারা ব্যবহৃত সকল নীতি ও কৌশলের উপর পূর্ণ অধিকার ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে।

Bourgeoisie : বুর্জোয়াশ্রেণী; মূলধনীশ্রেণী।

ফরাসী ভাষার একটি শব্দ, ফরাসী ভাষায় ইহার অর্থ ‘নাগরিক শ্রেণী’ (Citizen Class), মূল অর্থে ‘সম্পত্তির মালিক’। মার্কসবাদীরা এই শব্দটি ভূমির মালিক ব্যতীত অপর সকল সম্পত্তির মালিকদের বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করেন; যেমন, মূলধনী, কারখানার মালিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। বুর্জোয়াদের দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় : বড় বুর্জোয়া ও ছোট বা ‘পেটি বুর্জোয়া’ (Petty Bourgeoisie)। বড় বড় শিল্প, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের মালিকদের বলা হয় বড় বুর্জোয়া, আর স্বাধীন হস্তশিল্পী, দোকানদার প্রভৃতিদের বলা হয় ছোট বুর্জোয়া।

মার্কসীয় ভাষায় “বুর্জোয়া বলিতে সম্পত্তির মালিককে বুঝায়। সমস্ত সম্পত্তি একত্রে ধরিলে উহার মালিকদের সমগ্রভাবে বলা হয় বুর্জোয়াশ্রেণী। একজন বড় বুর্জোয়া হইল বড় সম্পত্তির মালিক ও একজন ছোট বুর্জোয়া ছোট সম্পত্তির মালিক।”

(V. I. Lenin : *To the Rural Poor.*)

বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

“বুর্জোয়াশ্রেণী সকল সময়ে ও সর্বত্র

তৎকালীন সামাজিক অবস্থার অবলম্বন ঘটাইবার জন্য সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে।...বুর্জোয়াশ্রেণী সকল সময়ে ও সর্বত্র ‘জনসাধারণ’-এর নামে সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তি ও অজ্ঞান মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানের যুগেধরা কাঠামোর বিরোধিতা করিয়াছে। সেই সময়ে জনগণের মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করে নাই। ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চল ও রুশিয়া এই উভয় ক্ষেত্রেই তাহাদের এই বিরোধিতা ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গত। কারণ, যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করা হইত সেই সব প্রতিষ্ঠান সকল মাহুষের পক্ষেই বাধাস্বরূপ হইয়া

(V. I. Lenin : *Materialist Conception of History.*)

(সাধারণতঃ বড় বুর্জোয়ারাই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ও নীতির উপর প্রভাব খাটাইয়া থাকে; আর ছোট বা ক্ষুদ্র-বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অপ্রধান, তাহারা বড় বুর্জোয়াদের অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়।)

সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় :

Industrial Bourgeois : শিল্পপতি বুর্জোয়া; শিল্পীয় বুর্জোয়া।

যে মূলধনী মূল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পে মূলধন নিয়োগের দ্বারা বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন করে তাহাদের শিল্পপতি বুর্জোয়া বা শিল্পীয় বুর্জোয়া বলে।

Commercial Bourgeois : ব্যবসায়ী

যে মূলধনী প্রধানতঃ পণ্য বন্টন বা প্রচলনের (Circulation) কাজে মূলধন নিয়োগ করে তাহারা হইল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া। শিল্পের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না থাকিলেও ইহার বুর্জোয়া-শ্রেণীরই একটা অচ্ছেদ্য অংশ।

Compradore Bourgeois : দালাল বর্জোয়া ; মুৎসুদ্দি বর্জোয়া ।

বড় বর্জোয়াদের যে অংশটা বিদেশী ব্যবসায়ীদের দালাল বা গোমস্তা হিসাবে কাজ করে তাহাদের এই নাম দেওয়া হয় । উপনিবেশ, অর্ধ-উপনিবেশ ও যে সকল স্বাধীন দেশ আর্থিক দিক হইতে দুর্বল, সেই সকল দেশে বড় বর্জোয়াদের একটা অংশ নিজেদের দেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রয় ও তাহাদের কলকারখানার জন্ত কাঁচামাল সরবরাহের এজেন্ট বা গোমস্তা হিসাবে কাজ করে এবং এই কাজের মারফত একটা মোটা টাকা মুনাফা করে । ইহারা সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া থাকে । ইহাদের সহযোগিতার ফলে ইহাদের নিজ দেশে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের শোষণ দৃঢ় হয় ; ইহারা ইহাদের বৈদেশিক প্রভুদের স্বার্থরক্ষার জন্ত তাহাদের নির্দেশে নিজ দেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, আর স্বদেশের শিল্প-প্রসারে বাধা দেয় । এইজন্যই ইহাদের বর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বলা হয় । এই কথাটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নায়ক ও চীন-সাধারণতন্ত্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাও সে-তুঙ প্রাক-চীনবিপ্লব যুগের চীনের অর্থ-নৈতিক বিশ্লেষণ গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ।

Bourgeois Democracy : বর্জোয়া গণতন্ত্র । [Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bourgeois Democratic Revolution : বর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব । [Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bourgeois Economy : বর্জোয়া অর্থনীতি । [Political Economy দ্রষ্টব্য]

Boxer Rebellion : বক্সার-বিদ্রোহ ।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চীনের কৃষকদের বিদ্রোহ । এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে । মুষ্টিবদ্ধ

কজি (Boxing-এর মত) ছিল বিদ্রোহীদের প্রতীক-চিহ্ন । এই প্রতীক-চিহ্ন হইতেই বিদ্রোহীদের ‘বক্সার’ (Boxer) ও তাহাদের বিদ্রোহকে ‘বক্সার বিদ্রোহ’ বলা হয় । বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা সমবেত হইয়া একটি বিপুল সৈন্তবাহিনী লইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করে ।

Boycott : বর্জন ; বয়কট ।

এই শব্দটি দ্বারা সমাজচ্যুতি, সম্পর্কচ্ছেদ, পরিবর্জন, বহিষ্কার, বিদেশী পণ্য বর্জন, ব্যবসায়-সম্পর্কিত সম্বন্ধ ছেদ প্রভৃতি বুঝায় । ক্যাপ্টেন বয়কট নামক আয়ারল্যান্ডের একজন অত্যাচারী ভূস্বামীর বিরুদ্ধে তাহার প্রতিবেশিগণ এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল । সেই হইতে ক্যাপ্টেন বয়কটের নাম অনুসারে উপরোক্ত অর্থে ‘বয়কট’ কথাটি প্রচলিত হইয়াছে । পরে বয়কট শব্দটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক অর্থ গ্রহণ করে । সর্বপ্রথম চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বিদেশী পণ্য বর্জন (বয়কট) করা হয় । ভারতবর্ষে প্রথম বয়কট-আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় । শোনা যায়, ভারতের তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্ব চীনের দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা গ্রহণ করেন ।

British Commonwealth : ব্রিটিশ কমনওয়েলথ । [British Empire ও Commonwealth of Nations দ্রষ্টব্য ।]

British Empire : ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর-আয়ারল্যান্ডের রাজ্যের অধীনস্থ দেশ ও অঞ্চলসমূহ । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল । সেই সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ ২০ হাজার বর্গমাইল, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ ; আর এই সাম্রাজ্যের লোক-সংখ্যা ছিল ৪৮ কোটি ৭০ লক্ষ,

সমগ্র পৃথিবীর লোক-সংখ্যায় এক-পঞ্চমাংশ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি দেশ (যেমন, ভারতযুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি) পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করায় ইহার আয়তন ও লোক-সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হইত : (১) বৃটিশ যুক্তরাজ্য, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর-আয়ারল্যাণ্ড ; (২) স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশসমূহ (Dominions), যথা—কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন, আইরিশ ফ্রী স্টেট (দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড), নিউ ফাউন্ডল্যান্ড (১৯৩৩ সালে ইহার স্বায়ত্তশাসনাধিকার হরণ করা হয়) ; (৩) ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ; (৪) বিভিন্ন প্রকারের উপনিবেশ, যেমন—বৃটিশ-রাজের সাক্ষাৎ শাসনাধীন দেশ (Crown Colony), আশ্রিত দেশ (Protectorates), জাতি-সংঘ হইতে শাসনাধিকার-প্রাপ্ত দেশ (Mandated Territories)।

পূর্বে এই সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ‘বৃটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস্’ নামেও অভিহিত করা হইত। কিন্তু পরে এই কথাটি একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। [Commonwealth of Nations শব্দ দ্রষ্টব্য।]

স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ বা ‘ডোমিনিয়ন’ গুলিও প্রথমে বৃটিশ-রাজেরই অধীনস্থ উপনিবেশ ছিল। কিন্তু পরে সেইগুলি প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্ববস্থা লাভ করে। ১৯২৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেন্টের উপরেই সমগ্র সাম্রাজ্যের জ্ঞাত আইন প্রণয়নের ভার ছিল এবং সেখান হইতেই ‘ডোমিনিয়ন’গুলির শাসনতন্ত্র ও অধিকার প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই ‘ডোমিনিয়ন’গুলি এই অবস্থার পরিবর্তনের জ্ঞাত দাবি তুলিতে-ছিল। অবশেষে ১৯২৬ সালে অমুষ্ঠিত

সাম্রাজ্য-সম্মেলনে (Imperial Conference) বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও ‘ডোমিনিয়ন’-গুলিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত দেশ বলিয়া এবং উক্ত দেশগুলিকে আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক—এই উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৩১ সালের সাম্রাজ্য-সম্মেলনে ‘ডোমিনিয়ন’গুলি বৃটিশ পার্লামেন্টের সকল কর্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। এই সময় হইতে এই সকল ‘ডোমিনিয়ন’ সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন তৈরি করিবার সকল অধিকার লোপ পায়। এই সম্পর্কিত আইন ‘১৯৩১ সালের ওয়েস্টমিনস্টার আইন’ (Statute of Westminster, 1931) নামে খ্যাত। ‘ওয়েস্টমিনস্টার আইন’-এ ‘ডোমিনিয়ন’গুলিকে ‘বৃটিশ কমনওয়েলথ’-এর মধ্যে ‘স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র’ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে ‘ডোমিনিয়ন’-গুলি বৃটিশ যুক্তরাজ্যের রাজাকেই নিজেদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে নিজস্ব পার্লামেন্ট ও সরকার কর্তৃক শাসিত হইয়া থাকে। যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারেও ইহার সম্পূর্ণ স্বাধীন।

পূর্বে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান—এই দুই অংশে ভাগ হইয়া ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিলেও বৃটিশ-রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ‘কমনওয়েলথ’-এর সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছে। [Commonwealth of Nations ও Commonwealth শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bronze-Age : ব্রোঞ্জ-যুগ।

[Civilization শব্দ দ্রষ্টব্য]

Budget : বাজেট।

আইনসভায় অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব আইনসভার অনুমোদনের জন্ত পেশ করেন তাহাকে বাজেট বলা হয়। আধা-সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও এই প্রকার 'বাজেট' তৈরি করিতে পারে।

Buffer-State : মধ্যবর্তী রাষ্ট্র।

দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকিলে একই সীমানায় অবস্থিত বলিয়া উহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে এই আশঙ্কায় উভয়ে চুক্তি করিয়া উহাদের মধ্যবর্তী স্থলে যে নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্থাপন করে বা থাকিতে দেয় তাহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

Bull and Bear : পণ্য-মূল্যের উঠা-নামা।

Bullion : অমূল্যিত স্বর্ণ বা রৌপ্যপিণ্ড।

স্বর্ণ বা রৌপ্যের তাল, ইট, বাট, প্রভৃতি। ইহার ব্যবহার অনেকটা মুদ্রার মত।

Bureaucracy : আমলাতন্ত্র।

ফরাসী শব্দ 'বুরো' (Bureau) ও গ্রীক শব্দ 'ক্রাটাইন' (Kratein)—উহাদের বিক্রমপূর্ণ সংযোজনায় ফলে এই ইংরাজী শব্দটির উৎপত্তি। উচ্চপদস্থ বুনা কর্মচারীগোষ্ঠী দ্বারা শাসন-কার্য পরিচালনার প্রতি বিক্রম করিবার জন্তই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার ফলে উক্ত উচ্চপদস্থ বুনা কর্মচারীরা একটি বিশেষ শ্রেণী হইয়া উঠে। সাধারণ অর্থে—এক একজন প্রধান

কর্মচারীর অধীনে বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন দ্বারা দেশের শাসন-কার্য পরিচালনার পদ্ধতি। সাধারণতঃ এই সকল কর্মচারীর প্রতি ঘণ্টা প্রকাশের জন্ত এই শব্দটির ব্যবহার হয়। কারণ এই কর্মচারীরা সর্বত্রই দুর্নীতিপরায়াণ হইয়া থাকে এবং ইহারা সর্বত্র জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করে।

Bureaucratic Capital : আমলা-তান্ত্রিক মূলধন।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Byzantine Empire : বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য।

৩৯৫ খৃষ্টাব্দে থিওডোসিউস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ। সম্রাট থিওডোসিউস তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে বিশাল রোম-সাম্রাজ্য তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। ইহার ফলে রোম-সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত হয়। পূর্ব অংশে পড়ে ইউফ্রেতিস নদী হইতে কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত এশিয়ার অংশ, এশিয়া-মাইনর, মিশর এবং দানিউব নদী হইতে এড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত ভূভাগ। এই পূর্ব-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপল-এর প্রাচীন নাম ছিল 'বাইজান্টিয়াম'। এই নাম হইতেই এই পূর্ব-সাম্রাজ্যের নাম হয় 'বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য'। এই সাম্রাজ্য ১২৬১-১৪৫৩ পর্যন্ত টিকিয়াছিল। ইহার পর তুর্কীদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণের ফলে এই সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

C

Cadre : মূল কর্মী; ক্যাডার।

ইহার ভাষাগত অর্থ 'কাঠামো'। যে কোন রাজনৈতিক পার্টির কাঠামো উহার মূল কর্মীদের লইয়াই গঠিত। রাজনৈতিক পার্টিগুলির কর্মপন্থা সফল করিয়া তোলার

জন্ত এই মূলকর্মীদের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। মূল কর্মীরা পার্টির জীবন্ত কাঠামো, ইহারাই হইল কার্যক্ষেত্রে পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই পার্টির সকল সাধারণ সভা

সংগঠিত হয়। ইহাদের কার্যের ফলেই পার্টি জনসাধারণের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে ও বৃদ্ধিলাভ করে। ইহাই ‘কাডার’ শব্দটির ভাষাগত অর্থ ‘কাঠামো’র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

Campaign : প্রণালীবদ্ধ সামরিক কার্য-কলাপ; প্রণালীবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক অর্থে, কোন শাসন-নীতির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুকাল ধরিয়া প্রণালী-বদ্ধভাবে জনমত উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা।

Capital : মূলধন।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে, যে সঞ্চিত অর্থ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পণ্যোৎপাদন ও পণ্য-বন্টনের কার্যে নিয়োগ করা হয় তাহাকেই বলা হয় ‘মূলধন’। ইহা পণ্যোৎপাদনের চারিটি উপকরণের অত্যন্তম, —অপর তিনটি হইল জমি, শ্রম ও সংগঠন। সাধারণতঃ মূলধনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়; যথা—(১) স্থির (Fixed) মূলধন (যেমন কারখানা) ও চলতি (Floating) মূলধন (যেমন চলতি খরচপত্রের জমা ব্যাংক জমান অর্থ); (২) উৎপাদনক্ষম (Productive) মূলধন (যেমন তাঁত) ও উৎপাদন-ক্ষমতাহীন মূলধন (যেমন একখানা ছবি)। ‘লাভ’ বা ‘মুনাফা’ হইল মূলধনের আয়।

মার্কসীয় অর্থনীতিতে মূলধনের এক বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য আছে। এই অর্থনীতি অনুসারে মূলধন হইল একটা বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক। এই সামাজিক সম্পর্কের মারফত বৃজোয়া বা মূলধনী-শ্রেণীর কবলিত উৎপাদনের উপকরণসমূহ ও অগ্নাত্ত সকল ধরনের পণ্য শ্রমিক-শ্রেণীকে শোষণ করিবার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর বলা যায় যে, এই সামাজিক সম্পর্কের মারফত মূলধনীশ্রেণীর কবলিত মূল্য উৎসৃষ্ট-মূল্য (Surplus-value) সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় [Wage-labour ও Production শব্দ দ্রষ্টব্য]। কার্ল মার্কসের কথায়, “মূলধন কোনও জিনিস নহে, মূলধন হইল একটা

সামাজিক সম্পর্ক। বৃজোয়াশ্রেণীর হাতে যে সকল জিনিস রহিয়াছে, উৎপাদনের উপকরণ ও অগ্নাত্ত পণ্য রহিয়াছে, সেইগুলি নিজেরা মূলধন নহে। কেবল একটা বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাই উক্ত জিনিসগুলিকে শোষণের উপকরণে পরিণত করিয়াছে, উক্ত জিনিসগুলিকে সেই বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের বাহনে পরিণত করিয়াছে। সেই বিশেষ সামাজিক সম্পর্কেই আমরা বলি ‘মূলধন’।” (K. Marx : *A Contribution to the Critique of Political Economy.*)

লেনিনের কথায় : “মূলধন হইল একটা ইতিহাস-নির্দিষ্ট বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক” (Marx-Engels Marxism)। মার্কসের কথায়, “একটা সূতা কাটার যন্ত্র কেবল সূতা কাটারই যন্ত্র। কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এই যন্ত্রটা মূলধন হইয়া দাঁড়ায়। সেই সকল বিশেষ অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, সোনার নিজের যেমন টাকা হিসাবে কোন মূল্য থাকে না, চিনি দিয়া যেমন চিনি কেনা যায় না, ঠিক সেইরূপ উক্ত সূতা কাটার যন্ত্রটারও মূলধন হিসাবে কোন মূল্য থাকে না।” (K. Marx : *Wage Labour and Capital*) মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে মূলধন হইল এমন একটা মূল্যের সমষ্টি যেটা কেবল অকৃত্রিম শ্রম (অর্থাৎ শ্রমিক যে শ্রমের দাম পায় না—Unpaid Labour) গ্রাস করিয়াই বাড়িয়া চলে; এই অকৃত্রিম শ্রম গ্রাস করাই মূলধনের একমাত্র উদ্দেশ্য; আদর্শ মূলধন, অর্থাৎ শিল্পে নিযুক্ত মূলধন কারখানার শ্রমিকের শ্রমশক্তি গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করে। মার্কসের কথায়, “মূলধন হইল এমন একটা মূল্যের সমষ্টি যেটার কাজই হইল মূল্য সৃষ্টিকারী শক্তিকে (অর্থাৎ শ্রমিককে) শোষণ করা। শিল্পে নিযুক্ত মূলধনের দ্বারা অকৃত্রিম শ্রমের গ্রাস

হয় সরাসরি, আর পরোক্ষ মূলধন—যথা, ব্যবসায়ীর মূলধন, জমিদারের মূলধন, কুসীদজীবীর মূলধন ইত্যাদি—যে অক্রীত শ্রম গ্রাস করে সেই গ্রাস সরাসরি নয়, পরোক্ষ। প্রকৃতপক্ষে শিল্পে নিযুক্ত মূলধনই অক্রীত শ্রম সাক্ষাৎভাবে গ্রাস করিয়া উদ্ভূত-মূল্য (Surplus-value) তৈরি করে এবং তারপর সেই উদ্ভূত-মূল্যকে মুনাফা, খাজনা, হুদ প্রভৃতি হিসাবে ভাগ করা হয়।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে নিম্নোক্তরূপে মূলধনের বিশ্লেষণ করা হয় :

Genesis of Capital : মূলধনের উদ্ভব বা জন্ম।

মূলধনের উদ্ভব সম্বন্ধে :

লেনিনের কথায়, “যে ঐতিহাসিক অবস্থায় মূলধনের জন্ম হইয়াছে সেই ঐতিহাসিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ : প্রথমতঃ, মূলধন সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের অবস্থা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া একটা উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, এমন শ্রমিক দেখা দিয়াছিল যাহারা ছিল দুই অর্থে স্বাধীন, একদিকে শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে তাহাদের পূর্বের মত কোনও বাধা ছিল না, এবং অন্যদিকে তাহারা ছিল জমির সম্পর্ক ও সাধারণভাবে উৎপাদনের সকল উপকরণের সম্পর্ক হইতে মুক্ত; এই শ্রমিক হইল সম্পত্তিহীন শ্রমিক, ‘প্রোলেতারিয়াত’; শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ব্যতীত তাহাদের জীবন ধারণের আর কোন উপায় ছিল না।”—(V. I. Lenin : *Materialism and Empirio-Criticism*.)

Organic Composition of Capital : মূলধনের দেহ গঠন।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে মূলধনের দেহ গঠন হয় স্থির মূলধন (Constant Capital) ও পরিবর্তনশীল মূলধন (Variable Capital)

—এই দুইভাগে লগ্নি-করা মূলধনের সম্পর্ক বা অল্পপাতের দ্বারা। স্থির মূলধন হইল—কারখানা-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল, কয়লা প্রভৃতি; আর পরিবর্তনশীল মূলধন হইল—শ্রমিকের শ্রমশক্তি (অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি বাবদ ব্যয়িত মূলধন)। পণ্যোৎপাদন আরম্ভ করিতে হইলে এই দুইভাগে মূলধন ব্যয় করিতে হয় এবং এই দুই ভাগের ব্যয়ের অল্পপাতের দ্বারাই মূলধনের দেহ গঠিত হয়। যেমন, শতকরা ৮০ ভাগ স্থির মূলধন আর বাকি ২০ ভাগ পরিবর্তনশীল মূলধন—এই হইল মূলধনের দেহ, অর্থাৎ এই দুইটি অংশ লইয়া একটা শিল্পে লগ্নি-করা সমগ্র মূলধন গঠিত হয়। যখন উৎপাদনের উপকরণের জন্ম মূলধন লগ্নির হার বেশী হয় এবং শ্রমিকের শ্রমশক্তির জন্ম মূলধন লগ্নির (মজুরি বাবদ ব্যয়িত মূলধনের) হার কম হয় তখন তাহাকে বলা হয় মূলধনের উচ্চতম দেহ গঠন (Highest Organic Composition of Capital)।

Constant Capital : স্থির মূলধন।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে ইহা মূলধনের দেহ গঠনের একটি উপকরণ। মূলধনের স্থির বা অপরিবর্তনশীল অংশ (Constant Part of Capital)—এই কথাটিকে সংক্ষেপে বলা হয় ‘স্থির মূলধন’। পণ্যোৎপাদনের জন্ম মূলধনের যে অংশ কারখানা-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জালানি প্রভৃতিতে ব্যয় করা হয় তাহাকেই বলা হয় ‘স্থির মূলধন’। ইহাকে ‘স্থির মূলধন’ বলার কারণ এই যে, পণ্যোৎপাদনের এই সকল উপকরণের মূল্য নূতন তৈরি-করা পণ্যের মধ্যে অপরিবর্তিত অবস্থাতেই প্রবেশ করে, অর্থাৎ পণ্যের মূল্যের মধ্যে এইগুলির গড়পড়তা খরচ ধার্য করা হয়। এই সকল উপকরণের মূল্য যখন নূতন তৈরী পণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেই মূল্যের কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই জন্মই

পণ্যোৎপাদনের উপকরণের জন্ম ব্যয়িত মূলধনকে 'স্থির মূলধন' বলা হয়।

Variable Capital : পরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনক্ষম মূলধন।

মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে ইহা মূলধনের দেহ-গঠনের আর একটি উপকরণ। পরিবর্তনশীল মূলধন হইল মূলধনের পরিবর্তনশীল অংশ। মূলধনের যে অংশ শ্রমশক্তি ক্রয় করার জন্ম, অর্থাৎ মজুরি বাবদ ব্যয় করা হয় তাহাকেই বলা হয় 'পরিবর্তনশীল মূলধন'। মূলধনের এই অংশকে 'পরিবর্তনশীল' বলার কারণ এই যে, মূলধনী (Capitalist) তাহার মূলধনের একটা অংশ দিয়া (অর্থাৎ মজুরি দিয়া) শ্রমিকের যে শ্রমশক্তি ক্রয় করে সেই শ্রমশক্তি শ্রমিকের দেহের মধ্যে নিহিত থাকে, তারপর সেই শ্রমশক্তি কারখানার কাজের মারফত পণ্যের মধ্যে পরিবর্তিত আকারে, অর্থাৎ আরও বেশী পরিমাণে প্রবেশ করে। এই কথাটা সরলভাবে বলিলে এই দাঁড়ায় যে, শ্রমিকের দেহের শক্তির মধ্যে যে শ্রম নিহিত থাকে (অর্থাৎ শ্রমিকের দেহের শক্তি সৃষ্টির জন্ম তাহার খাণ্ড, বস্ত্র প্রভৃতি যে সকল জিনিসপত্রের আবশ্যক হয় সেই জিনিসপত্র উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগিয়াছে) তাহা, ধরা যাউক, ঐ শ্রমিকের একদিনের শ্রমের অর্ধেক। আর মূলধনী শ্রমিকটির নিকট হইতে আদায় করে একটি পূর্ণ শ্রম-দিবসে শ্রমিকটি যে সকল পণ্য তৈরি করে তাহার ভিতর নিহিত একদিনের শ্রম। অথচ মূলধনী মজুরি দিয়া শ্রমিকটির অর্ধেক দিনের শ্রম ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং মূলধনীর মূলধনের একটা অংশ মজুরি হিসাবে ব্যয় করিয়া অপর অর্ধেক দিনের শ্রম লাভ করে। এই অর্ধেক দিনের শ্রমই মূলধনীর উৎকৃত-মূল্য (Surplus-value) সৃষ্টি করে। আর এই উৎকৃত-মূল্যের একটা অংশ হইতেই নতুন মূলধন সৃষ্টি হয়।

কাজেই মূলধনী তাহার মূলধনের যে অংশ মজুরি হিসাবে দিয়া শ্রমশক্তি ক্রয় করে মূলধনের সেই অংশটাই শিল্প-প্রক্রিয়ার মারফত বৃদ্ধি পায়। সেই জন্মই মূলধনের এই অংশটাকে বলা হয় 'পরিবর্তনশীল মূলধন'।

Concentration (or Accumulation) of Capital : মূলধনের একত্রীকরণ বা সঞ্চয়।

মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে উৎকৃত-মূল্যের (Surplus-value) একটা অংশ মূলধনে পরিবর্তিত হইয়া মূলধনের বিস্তার সাধন করে (অর্থাৎ মূলধন বৃদ্ধি করে)। মূলধনের এই বিস্তার সাধন কোন মূলধনীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা খেয়ালের জন্ম করা হয় না, করা হয় নতুন ও বৃহত্তর উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্ম। মূলধনের এই বিস্তার সাধন বা একত্রীকরণের (অথবা বৃদ্ধির) পরেই আরম্ভ হয় মূলধনের কেন্দ্রীকরণ (Centralisation)।

Centralisation of Capital : মূলধনের কেন্দ্রীকরণ।

কতকগুলি শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইবার ফলে ঐ সকল শিল্পের মূলধনের মিলন, বা কেন্দ্রবদ্ধ হওয়া। মূলধনের কেন্দ্রীকরণ আপসেও হইতে পারে, আবার উহার জন্ম অশান্তিপূর্ণ উপায়েরও (অবাস্তিত প্রতিযোগিতারও) প্রয়োজন হইতে পারে। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে আপস করিয়া মিলিয়া যায় বা একত্রিত হয়, তখন মূলধনের কেন্দ্রীকরণ আপসেই সম্ভব হয়। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখনই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গোলযোগ, অর্থাৎ আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই প্রতিযোগিতায় দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলি হারিয়া গিয়া কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উদরস্থ হয়।

Capitalism : ধনতন্ত্র; ধনতান্ত্রিক সমাজ-পদ্ধতি বা ব্যবস্থা; মূলধনবাদ।

যে সমাজ-পদ্ধতিতে পণ্যোৎপাদনের সকল উপকরণ ও পণ্য-বন্টনের সকল ব্যবস্থা, অর্থাৎ দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের উপর মূলধনী মালিকদের ব্যক্তিগত দখল সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই মূলধনী মালিকগণই মুনাফা (Profit) অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ইচ্ছামত সেই অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত করিয়া থাকে, সেই সমাজ-পদ্ধতিকেই বলা হয় ‘ধনতন্ত্র’ বা ‘ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা’। ধনতন্ত্র মানবসমাজের বিকাশধারার একটি উন্নত স্তর এবং ইহা পূর্ববর্তী যে-কোন সমাজ হইতে উন্নততর। ধনতন্ত্রের প্রধানতঃ দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় : (১) ধনতন্ত্র ইহার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ‘শ্রমিক’ নামক এমন একটি শ্রেণীর জন্ম দিয়াছে যাহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইল মূলধনীদেবের নিকট ‘শ্রমশক্তি’ (Labour-Power) বিক্রয় করা; (২) বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাহীনভাবে পণ্য উৎপাদন করা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় পণ্যোৎপাদন উহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়াছে এবং শ্রমশক্তি নিজেই একটা পণ্য, অর্থাৎ বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে।

ধনতন্ত্র সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস করিয়া নিজের বিকাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। সামন্তপ্রথাকে (Feudalism) ধ্বংস করিয়া ধনতন্ত্র মানব-ইতিহাসে এক বিশেষ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ধনতন্ত্রের সেই প্রগতিশীল ভূমিকা নিম্নরূপ :

“ধনতন্ত্র মানব-সমাজের পুরাতন (অর্থাৎ সামন্তপ্রথা দ্বারা সৃষ্ট) স্থবির অবস্থাটা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে। সেই স্থবির অবস্থার জন্তু সেই সময়ে উৎপাদকদের মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই স্থবির অবস্থাই সেই সময়ে উৎপাদকদের

(Capitalist Producers) নিজেদের হাতে নিজ ভাগ্য গ্রহণ করিবার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যবসায় ও বিনিময়-সম্পর্কের (Exchange-relations) বিপুল বিকাশ এবং বিরাটসংখ্যক জনতার দেশান্তর গমনের ফলে কুল, পরিবার ও আঞ্চলিক সমাজের পুরাতন বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, আর উহার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল বিভিন্ন দিকে বিকাশ ধারার সর্বপ্রাচীণ স্রোত, ‘বিভিন্ন প্রকারের প্রতিভা ও উন্নত সামাজিক সম্পর্কের অমূল্য সম্পদ,’ আর সেই সম্পদই আজ পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।”

—(V. I. Lenin : *Questions of the Materialist Conception of History.*)

ধনতন্ত্রের বিপক্ষ ও সপক্ষ মত :

ধনতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী হইল সমাজবাদ (Socialism)। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজবাদের প্রধান সমালোচনা এই যে, ইহা ব্যক্তিগত মুনাফার জন্তু মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে পরিচালিত হয়, সমাজের স্ববৃহৎ অংশ উৎপাদনের উপকরণসমূহ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা নিজেদের শ্রমের দ্বারা কেবল তৈরি করিয়াই দেয় এবং উহাদের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া চির-দারিদ্র্যে জীবন কাটায়; ধনতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত হয় বলিয়া উহা চলে পরিকল্পনাহীন ভাবে এবং পরিকল্পনার অভাব হেতু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় বারংবার মহাসঙ্কট (Crisis) দেখা দেয়, আর সেই ভয়ঙ্করসঙ্কটের ফলে উৎপাদন ও সমাজের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়; স্বতরাং যতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকিবে ততদিন সমাজের ধনসম্পদ সমগ্র জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হইবে না, উপরন্তু বারংবার আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং তাহার ফলে জনসাধারণের দুঃখ-হর্দশা ক্রমশঃ তীব্র হইতে

তীব্রতর হইবে। ধনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনার ভিত্তিতেই সমাজবাদী মত গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সমাজবাদের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রভৃতি মূলধনীদেব কবল হইতে মুক্ত করিয়া ঐগুলি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা। মূলধনীরা সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক যন্ত্রটাকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্ত তাহাদের ইচ্ছামত চালাইয়া থাকে, আর সমাজবাদ অনুসারে সেইগুলি একটি সুগঠিত পরিকল্পনা দ্বারা সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্ত একটি কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইবে।

ধনতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে, ব্যক্তিগত মালিকানার জন্তই ধনতন্ত্র ব্যক্তির উত্তোগে পরিচালিত হয় বলিয়া সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, উৎপাদনের উপকরণসমূহ ও উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের দখল প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যক্তির উত্তোগ নষ্ট হইয়া যাইত বলিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার এত উন্নতি সম্ভব হইত না। মূলধনীদেব ব্যক্তিগত উত্তোগ ও আভ্যন্তরিক সূস্থ প্রতিযোগিতার ফলেই সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, আর সেই ব্যক্তিগত উত্তোগ ও আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা কোন আমলাতান্ত্রিক ধরনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কখনই সম্ভব হইত না। ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও পরিণতি সমাজের জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী নহে, কারণ ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীও বহুগুণ উন্নত হইয়াছে। সুতরাং ধনতন্ত্র সমাজের মঙ্গলবিধান করিয়াছে এবং ইহা আজ জনসাধারণের ধনতন্ত্র (People's Capitalism) রূপে দেখা দিয়াছে।

উপরোক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে নিম্নোক্তরূপ সমাজবাদী তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে :

ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রবণতাই এই যে,

ইহা পৃথিবীর কয়েকটি মাত্র স্থানে এবং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন-সম্পদ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করিয়া তোলে। ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া অথবা সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া স্বেচ্ছা ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলি জাঁকিয়া বসে এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত মুষ্টিমেয় ব্যাক, যৌথ ব্যবসায়-সম্ম (Trust) ও যৌথ শিল্প-সম্ম (Combine) সমস্ত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া এবং পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এইভাবে প্রথম যুগের অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্র আধুনিক একচেটিয়া (Monopolist) ধনতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাই ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি এবং এখন আর 'ব্যক্তিগত উত্তোগ', 'সূস্থ প্রতিযোগিতা' প্রভৃতি কথা ধনতন্ত্রের সমর্থকগণ সমর্থন করিতে পারে না। কারণ, এইগুলির অবসান ঘটাইয়া ধনতন্ত্র এখন কয়েকটিমাত্র স্বেচ্ছা যৌথ-শিল্প ও কারবারী-সম্মের মুষ্টিমেয় পরিচালকগণের দ্বারা কেন্দ্রবদ্ধ-ভাবে এবং আমলাতান্ত্রিক ধরনে পরিচালিত হইতেছে। মুষ্টিমেয় যৌথ-শিল্প ও কারবারী-সম্মগুলি (Big Banks, Cartels, Trusts and Combines) এখন নিজেদের আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা সুপরিকল্পিত ভাবে (Planfully) তাহাদের একচেটিয়া বাজার ভোগ করে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ধনতন্ত্রের বর্তমান একচেটিয়া অবস্থা ও কেন্দ্রীয় পরিচালনা-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রেরই আভাস দেয় এবং সমাজতন্ত্র যে অনিবার্হ তাহাই প্রমাণ করে। রেল, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্যক্তিগত মালিকানাহীন দেশজোড়া সরকারী শিল্প-সংস্থাগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারী

পরিচালনায় সামাজিক আকার ধারণ করি-
য়াছে। ইহা হইতেও সমাজতন্ত্রের আভাস
পাওয়া যায়। বর্তমানকালের একচেটিয়া
ধনতন্ত্রের সহিত শিল্পের সামাজিক রূপ-
প্রাপ্তি এবং কেন্দ্রীয় পরিচালনার দিক
হইতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—এই দুইয়ের
মধ্যে কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও এই
দুই সমাজ-পদ্ধতি মূলতঃ ভিন্ন। কারণ,
সকল অবস্থায়ই ধনতন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য
হইল সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে সকল
সম্পদ পরিচালনা করা, আর সমাজতন্ত্রের
মূল উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের স্বার্থে
সমাজের সকল সম্পদ নিয়োজিত করা।

ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ : ধনতান্ত্রিক সমাজের
বিভিন্ন দিকে সঙ্কট তীব্রতর হইয়া উঠিবার
সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভবিষ্যৎ সন্দেহ ও নানারূপ
মত দেখা দিতেছে। ধনতন্ত্রের আধুনিক
সমর্থকগণ ইহাকে বর্তমান কালের সাধারণ
সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আন্ত-
জাতিক প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া
এবং সমগ্র বিশ্বজোড়া একটামাত্র পরিকল্পনার
ভিত্তিতে পুনর্গঠন ও পরিচালনা করিয়া
ইহাকে এক বিশ্ব-সংস্থায় পরিণত করা
সম্ভব ও প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ
করিয়াছেন। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট
দলের বিশিষ্ট নায়ক হিলফার্ডিং ও কার্ল
কাউটস্কি পৰ্যন্ত ইহা সম্ভব বলিয়া মনে
করিতেন। কিন্তু কমিউনিস্ট চিন্তানায়ক
লেনিন সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন।
তাহার মতে : ধনতন্ত্র এক সাংঘাতিক
দুর্বলতা লইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। অসমান
বিকাশই ধনতন্ত্রের সেই দুর্বলতা। “অসমান
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ
ধনতন্ত্রের অনিবার্হ নিয়ম। সুতরাং প্রথমে
কয়েকটি দেশে, এমন কি একটা
দেশেও ধনতন্ত্রের ধ্বংস ও সমাজতন্ত্রের
জয় সম্ভব

(V. I. Lenin : *On United
States of Europe Slogan*)

State Capitalism : রাষ্ট্র-পরিচালিত
ধনতন্ত্র ; রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র।

সমগ্র মূলধনী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে
রাষ্ট্রদ্বারা পরিচালিত পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা।
এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই হয় শিল্পসমূহে লগ্নি-করা
সমগ্র মূলধনের অথবা উহার একাংশের
মালিক। রাষ্ট্র-পরিচালিত ধনতান্ত্রিক
ব্যবস্থায় মূলধনীরাও শিল্পে লগ্নি-করা সমগ্র
মূলধনের মালিক থাকিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে
রাষ্ট্র কেবল মূলধনীদেব পক্ষে শিল্প পরিচালনা
করে। [অনেকের মতে রাষ্ট্র-পরিচালিত
ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অভিন্ন ; কারণ,
উভয়ই রাষ্ট্রদ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত
হয়। এই মতের বিরুদ্ধে সমাজবাদীদের
জবাব এই যে, এই দুই সমাজব্যবস্থা
পরস্পরের বিপরীত। কারণ, রাষ্ট্র-
পরিচালিত ধনতন্ত্রে রাষ্ট্র মূলধনী মালিকদেরই
প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের স্বার্থ রক্ষা
করে, আর সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণী
দ্বারা পরিচালিত জনগণের করায়ত্ত, সুতরাং
উহা ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিয়া জনগণের
প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের স্বার্থে কেন্দ্রীয়-
ভাবে সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালিত করে।]

Change in Capitalism : ধনতন্ত্রের
পরিবর্তন।

বর্তমান যুগের প্রত্যেকটি যুদ্ধের মধ্যে
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নূতন নূতন পরিবর্তন
দেখা দেয় এবং তাহার ফলে ধনতন্ত্র নূতন
নূতন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ধনতান্ত্রিক
ব্যবস্থায় এই সকল পরিবর্তনের কতকগুলি
সাময়িক, যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই
ইহারা লোপ পায় ; আবার কতকগুলি
পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়প্রসারী
প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার ফলে
ধনতন্ত্রের চেহারাটাই বদলাইয়া যায়।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধনতান্ত্রিক
ব্যবস্থায় যে সকল স্থায়ী পরিবর্তন দেখা
দিতেছে তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি
বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) **ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট—** প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধনতন্ত্র কিছু সময়ের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ধনতন্ত্রের আর শাস্তিকালের উপযোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এখনও একদিকে বৃহৎ শক্তিগুলি অল্পসজ্জার প্রতিযোগিতায় এবং সমরায়োজনে মত্ত; আর একদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এক অস্বাভাবিক ও অস্থির অবস্থা অব্যাহত-ভাবে চলিতেছে। এই অস্বাভাবিক ও অস্থির অবস্থাই এখন স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। [General Crisis of Capitalism দ্রষ্টব্য]

(২) **রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র—**ধনতন্ত্র অতি দ্রুত রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিতেছে। ইহার ফলে রাষ্ট্র এখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উন্নত অংশের প্রধান সংগঠক ও পরিচালকরূপে দেখা দিতেছে এবং ইহার সহিত শিল্পের ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ গড়িয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই এই পরিবর্তনের ভিত্তি রচিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের প্রয়োজনে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রায় সকল অংশই স্বাভাবিকভাবে সাধারণ বাজারের জন্য মূলধনীদেব দ্বারা পরিচালিত না হইয়া সরকারী সরবরাহ বিভাগ, নৌ-বিভাগ, সামরিক বিভাগ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত অথবা বিভিন্ন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হইত। অবশ্য তখনও পূর্বের মতই মূলধনীরাই ছিল ব্যক্তিগত শিল্পসমূহের মালিক এবং বড় মূলধনীদেব সাহায্যেই রাষ্ট্র এই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-ব্যবস্থা কার্যকরী করিত। এই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-ব্যবস্থার মারফত রাষ্ট্রই এখন একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বৃহত্তম সংগঠনে পরিণত হইল। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পরেও ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট ক্রমশঃ তীব্রতর হওয়ায় এই ব্যবস্থার অবসান না হইয়া তাহা অব্যাহতভাবে চলিতেছে এবং ইহার ফলে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র

দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অনগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পরিকল্পিত অর্থনীতি (পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রভৃতি) দ্বারা নূতন ধরনের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল দেশে সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় না, কেবল উৎপাদন-ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অংশেই ইহা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। তাহার ফলে এই সকল স্থানেও ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র এই উভয়ই পাশাপাশি চলে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রই মুদ্রা ও কাঁচামাল সরবরাহের নিয়ন্ত্রণের মারফত প্রাধান্য লাভ করে। [Planned Economy দ্রষ্টব্য]

এই সকল ব্যবস্থার ফলস্বরূপ উন্নত ও অহুন্নত এই উভয় প্রকার দেশেই ধনতন্ত্র ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রে (State-Capitalism) রূপান্তরিত হইতেছে। এই উভয় স্থানেই একচেটিয়া ধনতন্ত্রকে এবং ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থাগুলিকে নানাভাবে বৃহদায়তন একচেটিয়া শিল্পসংস্থাগুলির ও রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া এই রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্বতরাং রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র একচেটিয়া ধনতন্ত্রেরই এক উন্নত রূপ হিসাবে দেখা দিতেছে।

(৩) **শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি—**দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই ভূমিকা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় সকল দেশেই ট্রেড যুনিয়নের সভ্য-সংখ্যা এবং ইহাদের সংগঠনের শক্তি ও প্রভাব পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ট্রেড যুনিয়নের প্রতিনিধিগণকে আঞ্চলিক উৎপাদন-বোর্ড, ওয়ার্কস্-কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-সংস্থার মধ্যে গ্রহণ করা হইতেছে। [Trade Union Movement দ্রষ্টব্য]

Capitalist : মূলধনী ; ধনিক (প্রচলিত) ।

যে ব্যক্তির মূলধন আছে, অথবা মার্কসীয় মতে যে ব্যক্তি উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-value) গ্রাস করে, কিংবা মুনাফা, খাজনা, সুদ প্রভৃতির আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের কোন একটা অংশ পায় তাহাকে বলা হয় 'মূলধনী'। মার্কসীয় মতে, সাধারণভাবে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ব্যক্তি উৎপাদনকারী শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হইয়া, অথবা নিজে কোন পণ্য উৎপাদন না করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে তার উৎপন্ন ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাকেই বলা হয় 'মূলধনী'।

Capitalist Production : ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ।

মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের (Surplus-value) জন্ম মূলধনীদেয় দ্বারা পণ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা ।

Capitalist State : ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ।

[State শব্দ দ্রষ্টব্য]

Capitulation : বিশেষ শর্তে আত্মসমর্পণ ।

মূল অর্থে, বিদেশীদের বিশেষ স্ববিধা দিবার শর্তে চুক্তি করা । প্রচলিত অর্থে, যুদ্ধ পরাজিত হইয়া বা রাজনৈতিক চাপে পড়িয়া কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ স্ববিধাজনক শর্তে চুক্তি করা । ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুর্কীরা প্রথম পরাজিত দেশের সহিত এই ধরনের চুক্তি করিতে আরম্ভ করে । এই ধরনের চুক্তির প্রধান শর্ত এই যে, পরাজিত দেশগুলিতে বিজয়ী দেশের লোকদের অপরাধের বিচার কেবল বিজয়ী দেশের কর্তৃপক্ষই করিবে । ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনে বিদেশীরা ও ভারতে ইংরেজরা এই ধরনের স্ববিধা ভোগ করিত । পৃথিবীর সকল দেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষের পর এই ধরনের চুক্তিকে অত্যন্ত হীনতাসূচক বলিয়া মনে করা হয় । এখন প্রায় সর্বত্র ইহার অবসান ঘটিয়াছে ।

Cartel : মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধ ।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Category : জ্ঞানের বিষয়-বিভাগ (দার্শনিক অর্থে) ।

দর্শনশাস্ত্র অনুসারে জ্ঞানের বিষয়সমূহ যে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় ; যথা (দার্শনিক কান্ট-এর মতে) : সংখ্যা, গুণ, সম্বন্ধ, বাস্তবতা ।

Categorical Imperative : পরম বিধি ।

দার্শনিক কান্ট-প্রবর্তিত নীতি-বিজ্ঞান । কান্টের মতে, নৈতিক বিধির আদেশ বা অনুশাসন সর্বপ্রকার অবস্থা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের অতীত । এই পরমবিধিসমূহ স্বতঃসিদ্ধ, ইহাদের প্রামাণিকতা সার্বভৌমিক । [Kantism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Centralisation (of Capital) :

(মূলধনের) কেন্দ্রীভূতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ ।

[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Centralism : কেন্দ্রিকতা ; কেন্দ্রবদ্ধতা ;

কেন্দ্রিত অবস্থা ।

এক প্রকারের রাজনৈতিক শাসন-পদ্ধতি । এই শাসন-পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশের শাসনকার্য একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় । এই শাসন-পদ্ধতি বিকেন্দ্রিত শাসন-পদ্ধতির বিপরীত । 'যুক্তরাষ্ট্রীয়তা' (Federalism), 'আঞ্চলিকতা' (Regionalism) প্রভৃতি বিকেন্দ্রিত শাসন-পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার-গুলি যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে । [Democratic Centralism দ্রষ্টব্য]

Chartism (or Chartist Movement) : চার্টবাদ ; 'চার্টিস্ট' আন্দোলন ।

ইংলণ্ডের ১৮৩৬-৪৮ খৃষ্টাব্দের 'চার্টিস্ট' আন্দোলন । এই আন্দোলনই ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন । এই আন্দোলনে শ্রমিকগণ লণ্ডনের শ্রমিক-সংগঠন 'লণ্ডন ওয়ার্কিং মেন্স এসোসিয়ে-

শন'-এর 'চাটার' বা দাবি-পত্রে তাহাদের নিজস্ব শ্রেণী-দাবি সরকারের নিকট পেশ করিয়াছিল। উক্ত চাটারে নিম্নোক্ত ৬টি রাজনৈতিক দাবি উপস্থিত করা হয় : (১) একই প্রকার নির্বাচনী এলাকা (জিলা) ভাগ, (২) পার্লামেন্টের নির্বাচন-প্রার্থীদের সম্পত্তির বাধা দূরীকরণ, (৩) সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকার, (৪) প্রতি বৎসর নূতন পার্লামেন্ট নির্বাচন, (৫) গোপন ব্যালট-ভোটের ব্যবস্থা এবং (৬) পার্লামেন্ট-সভ্যদের বেতন দিবার ব্যবস্থা।

দীর্ঘ ১৩ বৎসর কাল এই আন্দোলন চলিবার পর অবশেষে ইহা বার্থ হইলেও ইহার ফলে শ্রমিকগণ কিছু কিছু রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করিয়াছিল।

Chauvinism : উগ্র জাতীয়তাবাদ ; নিজ্দের শ্রেষ্ঠতম জাতি বলিয়া গর্ব।

উগ্র ফরাসী জাত্যাভিমানী ও সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতির অতি উৎসাহী সমর্থক N. Chauvin নামক একজন লোকের নাম হইতে এই শব্দটির উৎপত্তি।

বর্তমান কালে উগ্র জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের অল্পতম রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা এখন সাম্রাজ্যবাদের পররাজ্যগ্রাসের মতবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল অপর দেশ, জাতি ও বর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজ্দের দেশের মানুষের মনে তীব্র ঘৃণা জাগাইয়া তোলা। এই মতবাদের প্রধান কৌশল হইল সরকারী প্রচার, সিনেমা, সাহিত্য প্রভৃতির মারফত জাতি-বৈষম্য ও জাতি-বিদ্বেষের উগ্র মতবাদ প্রচার করা। পূর্ব হইতে যে দেশ পরাধীন আছে, অথবা অদূর ভবিষ্যতে যে দেশের উপর আক্রমণ চলিবে সেই সকল দেশের বিরুদ্ধেই এই প্রচার পরিচালিত হয়। হিটলার-শাসিত জার্মানীতে, মুসোলিনি-শাসিত ইতালীতে

এবং জাপানে এই ধরনের প্রচার করা হইত। তাহাদের যুক্তি ছিল নিম্নরূপ : কৃষ্ণকায় মানুষ অপেক্ষা শ্বেতকায় মানুষ শ্রেষ্ঠতর। ইহুদী-বিদ্বেষ, তথাকথিত 'আর্থ জাতি' ও 'নৈতিক জাতি'র শ্রেষ্ঠত্ব স্বত্বকে নাৎসি-মতবাদ, জাপানের 'দৈবশক্তিসম্পন্ন জাপানী জাতি'র মতবাদ প্রভৃতি উগ্র জাতীয়তাবাদের দৃষ্টান্ত। [Anti-Semitism ও Nationalism দ্রষ্টব্য]

Christian Socialism : খৃষ্টীয় সমাজ-বাদ। [Socialism দ্রষ্টব্য]

Circulating Capital : ঘুরতি মূলধন ; চলন্ত মূলধন।

ইহা প্রধানতঃ মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। মূলধনের যে অংশটা কাঁচামালরূপে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটা পাক দ্রুত ঘুরিয়া আসে তাহাকেই বলা হয় 'ঘুরতি মূলধন' বা 'চলন্ত মূলধন'।

Circulating Medium : বিনিময়ের মাধ্যম।

মুদ্রার একটি কাজ। পণ্য-বিনিময়ের সময় মুদ্রা দুইটি পণ্যের মধ্যস্থলে থাকিয়া উহাদের বিনিময়ের কাজ সম্ভব করিয়া তোলে। এইজন্য মুদ্রাকে 'বিনিময়ের মাধ্যম' বলা হয়।

Circulation Capital : (বাজারে) চলিত বা প্রচলিত মূলধন।

কোন একটা সময়ে বাজারে যে পরিমাণ মূলধন পণ্য-বিনিময়ের জন্ত চালু থাকে তাহাকেই 'চলিত' বা 'প্রচলিত মূলধন' বলা হয়। মজুরি, বেতন প্রভৃতির আকারে ইহা সাধারণ লোকের হাতে আসে।

Citizen of the World : বিশ্ব-নাগরিক।

যিনি সকল দেশকেই স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করেন। [Cosmopolitanism দ্রষ্টব্য]

Civilization : সভ্যতা ; সভ্যতার স্তর ; সভ্যতার যুগ।

প্রচলিত সাধারণ অর্থে, পৃথিবীর কোন স্থানের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, শিল্প, কলা-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত সামাজিক জীবনযাত্রা-প্রণালীকে সমগ্রভাবে 'সভ্যতা' নামে অভিহিত করা হয়। সমাজ-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology) অর্থে, সমাজ-বিকাশের উচ্চতম স্তরকে বলা হয় 'সভ্যতা' বা 'সভ্যতার স্তর'। 'সভ্যতা' শব্দটি দ্বারা এই উন্নততম সামাজিক স্তরকে মানব-সমাজের আদিম ও বর্বর-যুগ (Savagery and Barbarism) হইতে পৃথক করা হয়। সভ্যতার স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার এবং বিভিন্ন নাগরিক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক জীবনের বিকাশ। লুই মর্গান (Lewis Morgan) তাঁহার *Ancient Society* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে লেখার আরম্ভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস সভ্যতার স্তরের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন : সভ্যতার স্তর হইল এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা "যেখানে শ্রম-বিভাগ দেখা দিয়াছে, সেই শ্রম-বিভাগ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে, এবং এই উভয়ের সমন্বয়ে পণ্যোৎপাদন চলিতেছে। আর এই তিনটিই একত্রে পূর্ববর্তী সমাজের সর্বাদীন পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে পূর্ণ বিকাশের পথে লইয়া যাইতেছে।"—(F. Engels : *The Origin of the Family, Private Property & the State*) মানব-সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাপক ও মৌলিক অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে সমগ্র মানব-সভ্যতার স্তরকে সাধারণভাবে প্রস্তর-যুগ (Stone-Age), ব্রোঞ্জ-যুগ (Bronze-Age) ও লৌহ-যুগ (Iron-Age) এই তিনটি যুগে ভাগ করা হয়।

Stone-Age : প্রস্তর-যুগ।

প্রস্তর-যুগ মানব-সভ্যতার সর্বপ্রথম যুগ। ইহা ব্রোঞ্জ-যুগ ও লৌহ-যুগের পূর্ববর্তী যুগ। প্রস্তর-যুগের মানুষ প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্র ও ছোটখাট যন্ত্র (Tool) ব্যবহার করিত। এই প্রস্তর-যুগকে আবার পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা : (১) *Eolithic Age or Earliest Stone-Age* (প্রথমতম প্রস্তর-যুগ)—প্রস্তর-যুগের আরম্ভ। এই যুগের স্থায়িকাল প্রায় পাঁচলক্ষ বৎসর ; (২) *Paleolithic Age or Old Stone-Age* (শেষ প্রস্তর-যুগ)—প্রস্তর-যুগের শেষ সময়। এই সময়ে কঠিন প্রস্তর কাটিয়া নানাবিধ অস্ত্র ও ছোট ছোট শ্রমের যন্ত্র (Tool) নির্মাণ করা হইত। এই যুগের স্থায়িকাল প্রায় তিনলক্ষ পঁচাত্তর হাজার বৎসর বলিয়া অনুমিত হয় ; (৩) *Mesolithic Age or The Middle Stone-Age* (মধ্যবর্তী প্রস্তর-যুগ)—প্রস্তর-যুগের শেষ ও নব প্রস্তর-যুগের মধ্যবর্তী সময়। এই সময়ে তীর ও বঙ্গম-ফলকের সৃষ্টি হয় ; (৪) *Neolithic Age or The New Stone-Age* (নব প্রস্তর-যুগ)—এই সময়ে প্রস্তর ঘষিয়া ও পালিশ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও ছোট ছোট যন্ত্রগুলি উন্নত করা হইত। অনেকের অনুমান যে, ইউরোপে এই 'নব প্রস্তর-যুগ' পাঁচ হাজার বৎসর চলিয়াছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় 'নব প্রস্তর-যুগ' আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই 'নব প্রস্তর-যুগে'ই, যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ষাট হাজার বৎসর পূর্বে, অগ্নি আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; (৫) *Chalcolithic or The Copper-Stone Age* (তাম্র-প্রস্তর-যুগ)—এই 'যুগে' তাম্র ও প্রস্তর এই উভয় দ্রব্যই একসঙ্গে ব্যবহৃত হইত। এই যুগ পশ্চিম-এশিয়ায় প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মহেশ্বোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা এই যুগেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

Ref: Gordon Childe: What Happened in History & The Stone-Age.

Bronze-Age : ব্রোঞ্জ-যুগ।

এই যুগে ব্রোঞ্জধাতু আবিষ্কৃত হয় এবং তাহা পরে প্রস্তরের স্থান গ্রহণ করে। ব্রোঞ্জধাতুর অস্ত্র ও ছোট ছোট যন্ত্র (Tool) এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এই যুগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় আরম্ভ হয়। প্রাচ্য জগতে এই যুগ আরম্ভ হয় যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, আর পশ্চিমে এই যুগ সম্ভবতঃ খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়া খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল।

Iron-Age : লৌহ-যুগ।

মানব-সভ্যতার সংস্কৃতির যুগের বৈশিষ্ট্য হইল লৌহের ব্যবহার। এই সময়ে ব্রোঞ্জের পরিবর্তে লৌহ-নির্মিত অস্ত্র ও যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় তাম্র-যুগ বা ব্রোঞ্জ-যুগের পরেই আসে লৌহ-যুগ। কিন্তু আফ্রিকায় লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয় প্রস্তর-যুগের ঠিক পরেই। ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ব হইতে সর্বত্র লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল।

Civil War : অন্তর্যুদ্ধ ; অন্তর্বিদ্বেহ ; গৃহযুদ্ধ।

ইংলেণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে পার্লামেন্টের সহিত রাজা প্রথম চার্লস-এর যে যুদ্ধ হয় তাহাকে 'Civil War' বা 'অন্তর্যুদ্ধ' বা 'গৃহযুদ্ধ' বলা হইত। সেই সময় হইতে কোন দেশের শাসকগোষ্ঠীর সহিত বিদ্রোহী জনগণের যুদ্ধকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

Class : শ্রেণী।

সমাজের জনসাধারণের এক-একটা অংশ। এই অংশগুলি সমাজের পণ্যোৎপাদন ও

পণ্য-বণ্টনের ব্যবস্থার কোন না কোন সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যেমন, কারখানা, খনি প্রভৃতির মালিক মূলধনীরা হইল মূলধনীশ্রেণী, জমির মালিকেরা জমিদারশ্রেণী, যাহারা শ্রমশক্তি দেয় তাহারা শ্রমিকশ্রেণী, ইত্যাদি।

এই সকল ব্যতীত কয়েকটি মধ্যবর্তী শ্রেণী (Middle Classes) আছে ; যেমন, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, ছোট জোতদার, ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী, ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক ভূমিকা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভাগ হইয়া থাকে।

Class-Collaboration : শ্রেণী-সহ-যোগিতা।

এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর, অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত বিভিন্ন শ্রেণীর সহযোগিতার মতবাদ। মতান্তরে, পরস্পর-বিরোধী দুই শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা। এই কথাটি মূলধনী-শ্রেণীর সহিত শ্রমিক-শ্রেণীর সহযোগিতা সম্পর্কেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

মার্ক্সীয় মত অনুসারে, ইহা হইল সংস্কার-বাদের (Reformism) নীতি ও কর্মপন্থা। শ্রেণী-সহযোগিতার মতবাদের উদ্দেশ্য হইল মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী—এই দুই পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর স্বার্থের সমন্বয় সাধন। মার্ক্সীয় মতে, এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ কোন কোন বিশেষ অবস্থায় এক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা খুবই সাময়িক ; যেমন জাতীয় বিপদের সময় : যখন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন বা ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ইত্যাদি।

Classical Economy : বনিয়াদী অর্থ-নীতি। [Political Economy or Economics শব্দব্য]

Class-Struggle : শ্রেণী-সংগ্রাম।

প্রধানতঃ, মার্ক্সবাদীরাই এই কথাটি বেশী

ব্যবহার করিয়া থাকেন। মার্ক্সীয় মতে, শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম চলে তাহাকেই বলা হয় ‘শ্রেণী-সংগ্রাম’। অতীতে এই সংগ্রাম চলিত দাসদের (Slaves) মালিক ও দাসদের মধ্যে, তারপর সংগ্রাম চলিত একদিকে সামন্ত-প্রভু এবং অপর দিকে ভূমিদাস ও জাগরণোন্মুখ ‘বুর্জোয়াদের’ মধ্যে, আর বর্তমানে শ্রেণী-সংগ্রাম চলে মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। কার্ল মার্ক্স-এর কথায়, শ্রেণী-সংগ্রাম হইল “শ্রেণী-বিভক্ত মানব-সমাজের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ চালক-শক্তি, বিশেষতঃ বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের মধ্যের শ্রেণী-সংগ্রাম হইল আধুনিক সামাজিক পরিবর্তনের মহাশক্তিশালী চালক-দণ্ড স্বরূপ।”—(Karl Marx ও F. Engels : *Communist Manifesto*)

Clearing House : হিসাব-নিকাশের গৃহ বা স্থান।

এখানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেনা-পাওনার হিসাব পরিকার করা হয়।

Clericalism : পুরোহিত-আধিপত্যবাদ ; পাদরী-আধিপত্যবাদ।

ক্লার্ক (Clerk) অর্থাৎ পুরোহিত বা পাদরী শব্দ হইতে ‘Clericalism’ শব্দটির উৎপত্তি। ইহা হইল প্রভুত্ব-স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের গির্জার (প্রোটেষ্ট্যান্ট, গ্রীক, অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের) রাজ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপ। ইহার উদ্দেশ্য হইল, এই সকল সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই মতবাদ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমর্থন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করে। এই মতবাদ প্রথম দেখা দিয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের সময় (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে)। তখন ফরাসী দেশে বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রান্তির রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, ও তৎসহ গির্জার আধিপত্যের

উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল। উনিশ শতকে যখন সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল তখন গির্জার পাদরীরা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্ত সেই বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল। তাহার পরেও যেখানেই কোন বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে সেইখানেই তাহারা উহার বিরোধিতা করিয়াছে।

Client State : খাতক রাষ্ট্র; ঋণী রাষ্ট্র।
[Colony শব্দ দ্রষ্টব্য]

Close-door Policy : (বাণিজ্যে) বন্ধদ্বার-নীতি।

কোন একটি বা কয়েকটি দেশকে বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা দান করিয়া অগ্নাগ্র সকল দেশের সহিত বাণিজ্যে বিশেষ শর্ত আরোপ করিবার এবং এইভাবে এই সকল দেশের সহিত বাণিজ্য কার্যতঃ অসম্ভব করিয়া তুলিবার নীতি।

Co-existence, (Peaceful) Policy of : (শান্তিপূর্ণ) সহ-অবস্থান নীতি।

ভিন্ন ধরনের বা পরস্পর-বিরোধী সমাজ-ব্যবস্থা পাশাপাশি থাকিয়া শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করিতে পারে—এই প্রকার মত। এই মতের প্রথম প্রচারক হইলেন ভি. আই. লেনিন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সোবিয়ৎ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতেই ইহা শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ইহার ধ্বংসের চেষ্টা করিতে, আরম্ভ করিলে লেনিন সোবিয়ৎ-রাষ্ট্রের এই নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ নিম্নরূপ : সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজ ও বিপরীত অর্থনীতি হইলেও ইহারা পাশাপাশি থাকিয়া শান্তিতে অবস্থান করিতে পারে এবং করাই উচিত ; বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে, কেহ কাহারও আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না ;

কোন দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি কিরূপ হইবে তাহা উক্ত দেশের জন-সাধারণই নির্ধারণ করিবে ; সকল জাতি পরস্পরের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্ব-ভৌমিকতা স্বীকার করিবে এবং এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা মানিয়া চলিবে ; এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রই সমান ।

ভারত-ভ্রমণকালে পঞ্জাবের এক সভায় সোবিয়েৎ-কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ লেনিনের এই শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন : “বন্ধু বিভিন্ন রকমের। যাহারা ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করে তাহাদের বন্ধুত্ব এক প্রকার, আবার এমন অনেক লোক আছে যাহারা প্রতিবেশী হইয়াও কেহ কাহারও বাড়ি যায় না, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব থাকে। বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রেও ইহা সম্ভব হইতে পারে। এমন অনেক দেশ আছে যাহাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক নাই, কিন্তু তাহাদের এই একই পৃথিবীতে বাস করিতে হয়, তাহারা পছন্দ করুক বা না করুক, তাহাদের এই পৃথিবীতেই বাস করিতে হইবে। আমাদের মহান লেনিন এই প্রকার সম্পর্কেরই নাম দিয়াছেন ‘সহ-অবস্থান’। ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করেন : সহ-অবস্থান কি সম্ভব ? ”

“আমাদের শত্রুরা পছন্দ করুক বা না করুক, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আছে ; আর কেবল যে আছে তাহাই নহে, ইহা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবেই ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থা খুবই অপছন্দ করি। আমি ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সহ-অবস্থানের কথা বলি না, আমি ইহা বলি এই জন্য যে, ধনতন্ত্র যে আছে তাহা আমি স্বীকার না করিয়া পারি না। কিন্তু যদিও কেবল আমরাই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া

তুলি নাই, আরও বহু রাষ্ট্র এই একই পথ অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি অপর পক্ষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। সহ-অবস্থান মানিয়া লইতেই হইবে। ইহা আমাদের দাবিও নহে, অমরোধও নহে ; আমরা আছি— ঠিক যেমন ধনতাত্ত্বিক রাষ্ট্রগুলি রহিয়াছে। কেহই আমাদের মজলগ্রহে পাঠাইতে পারে না, তেমনি আবার সমাজবাদীরাও অপর পক্ষকে মজলগ্রহে পাঠাইবার কোন উপায় আবিষ্কার করে নাই। ধনতাত্ত্বিক রাষ্ট্রগুলিও নিশ্চয়ই মজলগ্রহে বাইয়া বাস করিবার কথা ভাবে না। সুতরাং আমাদের সকলকেই এই এক পৃথিবীতেই বাস করিতে হইবে। আর এই একই পৃথিবীতে একসঙ্গে সকলে বাস করিবার নামই সহ-অবস্থান।” (*Speech in the Punjab, delivered on Nov. 22, 1956*)

“ভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন দুইটি দেশ যদি সন্নিহিত দ্বারা চালিত হয় এবং উহাদের যদি পরস্পরের প্রতি কোন আক্রমণাত্মক বা বিরোধী মনোভাব না থাকে, তাহা হইলে উক্ত দুই দেশ বহুদিকে সহযোগিতা করিতে এবং সেই সহযোগিতা হইতে যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত, শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের যে বাস্তব মূল্য আছে তাহা উক্ত দুইটি সহযোগিতাকারী দেশের নিজ নিজ স্বার্থ অপেক্ষা বহুগুণ ব্যাপক। বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের উপশমের পক্ষে শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।”

—N. S. Khrushchev : *Speech in Indian Parliament*

Five Principles of Co-existence (or Pancha Sheela) : সহ-অবস্থানের পঞ্চনীতি (বা ‘পঞ্চশীল’)।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারত ও চীনের মধ্যে

পারস্পরিক সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও শান্তি-মূলক পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহাই শান্তিপূর্ণ 'সহ-অবস্থানের পঞ্চনীতি' বা 'পঞ্চশীল' নামে খ্যাত। ঐ বৎসর চীনের প্রধান মন্ত্রী চাও এন-লাই যখন ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন তখন চীনের পক্ষ হইতে তিনি ও ভারতের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরে ইহা উভয় দেশের পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। এই চুক্তির বিভিন্ন শর্তাবলী নিম্নরূপ : (১) উভয় দেশ পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা মানিয়া চলিবে; (২) কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে এক দেশ অপরকে আক্রমণ না করিয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে সেই বিরোধের সমাধান করিবে; (৩) এক দেশ অন্য দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না; (৪) উভয় দেশ পরস্পরের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সমান অধিকার মানিয়া চলিবে; (৫) উভয় দেশ নিজ নিজ উন্নতি সাধনের জন্য পরস্পরের সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিবে।

সহ-অবস্থানের এই পঞ্চনীতি বা 'পঞ্চশীল' লেনিন-প্রবর্তিত সহ-অবস্থান নীতিরই নামান্তর মাত্র। ইহা বর্তমানকালে বিশ্ব-শান্তি ও পরাধীন জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্বাধীনতা রক্ষা, এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা স্থাপনের ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই 'পঞ্চশীল' পৃথিবীর সকল শান্তিকামী রাষ্ট্র ও বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রত্যাশা করিয়াছে। ভারত ও চীন কর্তৃক 'পঞ্চশীল' গৃহীত হইবার পর সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, মিশর, আরব প্রভৃতি বহু দেশ এই 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিয়া ভারত ও চীনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

Cognition : পদার্থের জ্ঞান ; প্রজ্ঞান।

অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান বা ধারণা।

Cold War : ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই ; শ্রায়-যুদ্ধ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও বিভিন্ন পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং অপর দিকে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন জন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (People's Democratic States)—ইহাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাকেই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ', 'ঠাণ্ডা লড়াই' বা 'শ্রায়যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। এই দ্বন্দ্ব সশস্ত্র যুদ্ধে পর্যবসিত না হইয়া কেবল কূটনৈতিকভাবে ও দল গঠনের মারফত রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাকে 'ঠাণ্ডা লড়াই' বলা হয় এবং এই দ্বন্দ্বের মারফত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বক্ষণ একটা চাপ, অস্থিরতা ও অশান্তির অবস্থা বজায় রাখা হয় বলিয়া এই দ্বন্দ্বকে 'শ্রায়যুদ্ধ' বলা হয়।

Collective Bargaining : যৌথভাবে দরকষাকষি ; যৌথ চুক্তি।

শ্রমিকের মজুরি ও অন্যান্য অভিযোগ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মালিক বা সরকারের সহিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সরাসরি আলোচনা। এই আলোচনার মারফত আপসের যে সকল শর্ত স্থির হয় তাহা উভয় পক্ষকে বিনাশর্তে মানিয়া লইতে হয়।

Collectivisation : (সম্পত্তির বা জমির) যৌথকরণ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে (যথা, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে) কোন জাতীয় সম্পদ, বিশেষতঃ জমি সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করণ। "যৌথকরণের মারফত উৎপাদনের প্রধান উপকরণ—জমি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, আবার সেই উপকরণ রাষ্ট্রেরও সম্পত্তি হইয়া যায়" (Stalin : *Leninism*)। এই ব্যবস্থায় কৃষকগণ

তাহাদের ব্যক্তিগত স্বত্বভোগ করিয়া নিজ নিজ জমি খামারের সহিত যুক্ত করে। তখন জমি হয় সমাজের সম্পত্তি। কৃষকগণ তাহাদের কাজের বা শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী খামারের নিকট হইতে মূদ্রা ও শস্তের আকারে মজুরি পায়। যৌথকরণ সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল বিষয়সমূহের অন্যতম। “যৌথ খামার হইল একটা অর্থ-নৈতিক ব্যাপার হিসাবে প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের নূতন পথ, সমাজ-তন্ত্রের পথ।”—(Stalin : *Leninism*)

Collective Security : যৌথনিরাপত্তা-ব্যবস্থা।

প্রথম জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে এই কথাটির উদ্ভব হয় এবং তখন হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই কথাটির তাৎপর্য এই যে, সকল প্রধান রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া প্রত্যেকটি দেশের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিবে। পরে ইহা জাতিসঙ্ঘের মূল সনদে গৃহীত হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রান্ত হইলে জাতিসঙ্ঘ ইতালীর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পস্থা গ্রহণ ও আবিসিনিয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হয়। এইভাবে যৌথ নিরাপত্তা-নীতির অবসান ঘটে।

Colombo-Plan : কলোম্বো-পরিকল্পনা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণের জীবিকার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ‘ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ’-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি দ্বারা রচিত পরিকল্পনা। সিংহলের রাজধানী কলোম্বো নগরীতে বসিয়া এই পরিকল্পনা রচিত হয় বলিয়া ইহা ‘কলোম্বো-পরিকল্পনা’ নামে অভিহিত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ছয় বৎসরের জন্য, অর্থাৎ ১৯৫১-৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের মূল

ভিত্তির উন্নয়নই এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে কৃষি, সেচ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, রেলপথ, রাস্তা প্রভৃতি যোগাযোগ-ব্যবস্থা, বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণের কর্মপস্থা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি সামাজিক কর্মপন্থাও স্থান লাভ করে। ইহাও স্থির হয় যে, এই পরিকল্পনা প্রয়োগের ক্ষেত্র হইবে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয় ও ব্রিটিশ-অধিকৃত বোর্নিও। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য মোট ২৪৪২ কোটি টাকা ধার্য হয় এবং ভারতের জন্য ধার্য হয় ১৮০০ কোটি টাকা, পাকিস্তানের জন্য ৩৭০ কোটি টাকা, মালয় ও ব্রিটিশ-বোর্নিওর জন্য ১৪৩ কোটি টাকা এবং সিংহলের জন্য ১৩৬ কোটি টাকা। ভারতসম্বন্ধীয় পরিকল্পনার মধ্যে কেবল জনসাধারণের জীবিকার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়ন এবং মুদ্রাস্ফীতি বোধ করিবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট মূলধন ও জনসাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহের সিদ্ধান্ত স্থান লাভ করে।

Colonial Self-Government : ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।

কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ উহার উপনিবেশে আভ্যন্তরিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় ‘ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন’। এই শাসন-ব্যবস্থায় উপনিবেশটি সাধারণতঃ উহার আভ্যন্তরিক ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু পররাষ্ট্রীয় বা দেশরক্ষা বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপর।

Colony : উপনিবেশ।

অর্থনৈতিক দিক হইতে পশ্চাৎপদ যে দেশ অথবা একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশের দ্বারা অধিকৃত, শাসিত ও শোষিত হয় সেই পশ্চাৎপদ দেশটিকে বলা হয় ‘উপনিবেশ’। উক্ত দখলকারী দেশটি সেই

পশ্চাৎপদ দেশের মধ্যে নানাভাবে শোষণের ব্যবস্থা করিয়া এবং সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া বিপুল পরিমাণ সাম্রাজ্যবাদী 'অতিরিক্ত মুনাফা' (Super Profit) অর্জন করে। বিভিন্ন প্রকার উপনিবেশ দেখা যায় ; যেমন : Semi-Colony, Client State প্রভৃতি।

Semi-colony : আধা বা অর্ধ-উপনিবেশ।

যে পশ্চাৎপদ দেশ কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের আংশিক প্রভুত্বের অধীন,—যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে অধীন,—সেই দেশকে 'আধা-উপনিবেশ' বা 'অর্ধ-উপনিবেশ' বলা হয় ; দৃষ্টান্ত : ফিলিপাইন, পূর্বের মিশর, বিপ্লবের পূর্বে চীন প্রভৃতি। প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক প্রভুত্ব এবং পরোক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্ব থাকিলেও তাহাকে 'অর্ধ-উপনিবেশ' বলা হয়।

Client State : খাতক দেশ ; ঋণী রাষ্ট্র।

যে দেশ বা রাষ্ট্র নামেমাাত্র স্বাধীন, কিন্তু কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মহাজনী মূলধনের (Finance-Capital) হস্তক্ষেপের (ঋণ-দান হিসাবে) ফলে অল্প-বিস্তর সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অধীন হয় তাহাকে বলা হয় 'খাতক দেশ' বা 'ঋণী রাষ্ট্র'। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দুর্বল দেশগুলিকে ঋণ দিয়া তাহাদের মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়া তীব্র শোষণ চালায় এবং তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল খাতক দেশ বা ঋণী রাষ্ট্রও অর্ধ-উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এমন কি, কোন কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশও অপর কোন রাষ্ট্রের ঋণ গ্রহণ করিয়া উহার রাজনৈতিক প্রভুত্ব মানিতে বাধ্য হয় ; দৃষ্টান্ত : বর্তমান বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ ; ইহার সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাতক দেশ।

Combine : শিল্প-সভ্য।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Comintern : তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ; (সংক্ষেপে) 'কমিটার্ণ'। পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সমূহের আন্তর্জাতিক সভ্য।

[Internationals শব্দ দ্রষ্টব্য]

Commercial Bourgeois : ব্যবসায়ী বৃজোয়া। [Bourgeoisie শব্দ দ্রষ্টব্য]

Committee for Industrial Organisation (C. I. O.) : শিল্প-সংগঠনের কমিটি, সংক্ষেপে 'সি-আই-ও'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি স্ববৃহৎ শ্রমিক-সংগঠনের অগ্রতম। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার' (এ ফ. অফ এল.)-এর অন্তর্ভুক্ত আটটি স্ববৃহৎ যুনিয়ন নীতিগত ও সাংগঠনিক মতভেদের ফলে উক্ত ফেডারেশনের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া 'সি-আই-ও' গঠন করে। পরে আরও কয়েকটি বৃহৎ যুনিয়ন ইহাদের সহিত যোগ দেয়। 'ফেডারেশন'-এর মত 'সি-আই-ও'র সভ্যপদ কেবলমাত্র নিপুণ কারিগরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, সকল প্রকারের শ্রমিকই ইহার মধ্যে সংগঠিত। 'ফেডারেশন'-এর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া হয় ৪০ লক্ষ। ইহার শাখা কানাডাতেও বিস্তৃত। 'ফেডারেশন'-এর মত 'সি-আই-ও' সংগ্রাম-বিমুখ নহে ; ইহা বহু বৃহৎ ধর্মঘট পরিচালনা করিয়াছে এবং ইহাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপবেশন-ধর্মঘটের (সিট্-ডাউন স্ট্রাইক) পথ দেখায়। বর্তমানে বত্রিশটি স্ববৃহৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (কানাডার) শ্রমিক-যুনিয়ন ইহার অন্তর্ভুক্ত। বৈদেশিক নীতির দিক হইতে 'সি-আই-ও' রিচ্ছিন্নতাবাদী (Isolationist), অর্থাৎ আমেরিকার বাহিরে অন্য কোন দেশের ব্যাপারে জড়িত হওয়ার বিরোধী।

Commodity : পণ্য ।

শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন ও মানুষের প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য। বাজারে বিক্রয় করিবার জন্ত ইহা উৎপাদন করা হয়। প্রত্যেক পণ্যের মধ্যেই আছে মূল্য (Value) ও ব্যবহারিক মূল্য (Use-value)।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। মার্ক্স-এর ভাষায়, “বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে ‘পণ্য’ বলা হয়। ব্যবহারের উপযুক্ত না হইলে কোন দ্রব্যেরই মূল্য থাকিতে পারে না। যদি দ্রব্যটি ব্যবহারের উপযুক্ত না হয় তবে উহার ভিতরের শ্রমও বুখাই হইবে, সেই শ্রম ‘শ্রম’ বলিয়া গণ্যই হইবে না; কাজেই সেই শ্রম কোন মূল্য সৃষ্টি করিবে না (Value, Price & Profit)।” পণ্যের উৎপাদন উৎপাদকের নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত করা হয় না, উহা উৎপাদন করা হয় যাহারা উহার উৎপাদক নহে তাহাদের জন্ত। পণ্যের উৎপাদক উহা উৎপাদন করে বাজারে লইয়া গিয়া বিনিময়ের (বিক্রয়ের) মারফত উহার ভিতরের শ্রমটুকু টাকায় পরিবর্তিত করিয়া মুনাফা লাভের জন্ত। “পণ্য হিসাবে জিনিসপত্রের উৎপাদনই ধনতাত্ত্বিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য”। পণ্যই ধনতাত্ত্বিক সমাজের সম্পদ সৃষ্টি করে। মার্ক্সের কথায়, “যে সমাজে ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-পদ্ধতি প্রচলিত সেই সমাজের ধনসম্পদ হইল সঞ্চিত পণ্যের বিরাট সমষ্টি, এক-একটি পণ্য হইল সেই বিরাট পণ্য-সমষ্টির এক-একটি ক্ষুদ্রতম অংশ (একক, Unit)।—মার্ক্স: *A Contribution to the Critique of Political Economy*। পণ্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া এক্কেলস বলিয়াছেন: “অক্ষুট পুস্পকোরকের মত উৎপন্ন জিনিস-পত্রের মূল্যের রূপের (পণ্যের) মধ্যেই

লুকায়িত থাকে ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনের সমগ্র রূপ, মূলধন ও মজুরি-শ্রমের বিরোধ (Antagonism), শিল্পীয় সংরক্ষিত বাহিনী (বেকার শ্রমিক-বাহিনী) ও শিল্প-সংকটের মূল।”—F. Engels: *On Capital*.

Commonwealth : প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র।

যে শাসনতন্ত্রে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা দেশের জনসাধারণের আয়ত্তাধীন থাকে তাহাকে সাধারণভাবে ‘প্রজাতন্ত্র’ বা ‘সাধারণতন্ত্র’ বলা হয়; ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ডের পর ১৬৪২ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

Commonwealth of Nations : জাতিসমূহের সাধারণতন্ত্র; ‘কমনওয়েল্‌থ অফ নেশন্স’।

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন, পাকিস্তান ও সিংহল—এই স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশগুলি লইয়া বর্তমানে ‘জাতিসমূহের সাধারণতন্ত্র’ বা ‘কমনওয়েল্‌থ অফ নেশন্স’ গঠিত।

‘কমনওয়েল্‌থ অফ নেশন্স’ বা ‘জাতি-সমূহের সাধারণতন্ত্র’ এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে স্বদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস। পূর্বে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে প্রায়ই এই নামে অভিহিত করা হইত। [British Empire দ্রষ্টব্য] ‘১৯৩১ সালের ওয়েস্টমিনস্টার আইন’ (Statute of Westminster Act, 1931) দ্বারা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন ও নিউফাউন্ডল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status) আইনগতভাবে স্বীকৃত হইবার পর ইহাদের সহিত পরাধীন ভারতবর্ষ ও সিংহলকে একত্র করিয়া ‘বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ অফ নেশন্স’ গঠিত হইয়াছিল। ১৯৬৩ সালে নিউফাউন্ডল্যান্ড-এর স্বায়ত্তশাসনাদিকার

বাতিল করা হয়। স্বায়ত্তশাসনাধিকার-প্রাপ্ত দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেও ইহার সকলেই ‘ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ্’-এর মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিত।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে সার্বভৌম ভারত-রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় ‘ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ্’-এ যোগদানের পর ইহার কোন চরিত্রগত পরিবর্তন না হইলেও ‘ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ্’ হইতে ‘ব্রিটিশ’ শব্দটি বর্জন করিয়া ইহার নামের পরিবর্তন করা হইয়াছে। এখন ইহা কেবল ‘কমনওয়েল্‌থ্ অফ নেশন্স্’ নামে অভিহিত হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ভারত-রাষ্ট্রই ‘স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র’ (Sovereign Democratic Republic), অল্পগুলি আইনগতভাবে স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশ মাত্র। বর্তমানে পাকিস্তানও সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবার পর ‘কমনওয়েল্‌থ্ অফ নেশন্স্’-এর মধ্যে রহিয়াছে।

সম্ভবতঃ ভারত-সাধারণতন্ত্রের আপত্তিতেই ‘ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ্’ কথাটি হইতে ‘ব্রিটিশ’ শব্দ বর্জন করা হইয়াছে। কিন্তু ‘ব্রিটিশ’ শব্দটি বর্জন করা হইলেও ভারত-সাধারণতন্ত্র সহ কমনওয়েল্‌থ্-এর অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ পূর্বের মতই ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ব্রিটিশরাজকেই কমনওয়েল্‌থ্-এর প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ‘জাতিসমূহের সাধারণতন্ত্র’ বা ‘কমনওয়েল্‌থ্ অফ নেশন্স্’-কে “স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন মিলন” বলিয়া, ভারত-রাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিনিধি শ্রীরামস্বামী ব্রিটিশরাজের প্রতি ‘কমনওয়েল্‌থ্-এর আনুগত্য প্রকাশকে ‘গঠনতান্ত্রিক তাৎপর্যহীন সৌজন্য প্রকাশ-মাত্র’ বলিয়া এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ‘কমনওয়েল্‌থ্’ সম্পর্কে ব্রিটিশরাজকে ‘কতিপয়

সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন মিলনের প্রতীকমাত্র’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

Commune of Paris : প্যারী-কমিউন।

পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-গভর্নমেন্ট। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীর শ্রমিকগণ এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারকত ‘বুর্জোয়া’ শাসকদের হস্ত হইতে প্যারী নগরী দখল করিয়া ‘প্যারী-কমিউন’-এর প্রতিষ্ঠা করে। ফরাসী দেশের সরকারী বাহিনী ও প্রসীয বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের ফলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে ইহার পতন ঘটে।

Communism : কমিউনিজ্‌ম্ ; ‘সাম্যবাদ’ শব্দটিও প্রচলিত।

বহুলপ্রচলিত ও আলোচিত মার্ক্সীয় শব্দ। শ্রমিক-রাষ্ট্রদ্বারা পরিচালিত সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ আরও উন্নতি লাভ করিয়া উহার পরবর্তী যে উন্নত স্তরে প্রবেশ করিবে সেই উন্নত স্তরের সমাজ-ব্যবস্থাকে ও ঐ সমাজ-প্রতিষ্ঠার মতবাদকে বলা হয় ‘কমিউনিজ্‌ম্’ বা ‘সাম্যবাদ’। সেই সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও ‘কমিউনিজ্‌ম্’ বা ‘সাম্যবাদ’-এর অন্তর্ভুক্ত। কার্ল মার্ক্স-এর কথায়, “‘কমিউনিজ্‌ম্’ বলিতে আমরা বুঝি এমন একটা আন্দোলন, যে আন্দোলন চলতি সমাজ-ব্যবস্থাটাকে (ধনতন্ত্রকে) ঝাঁটাইয়া দূর করিবে। সেই আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি চলতি সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য হইতেই দেখা দেয়” (V. Adoratsky-রচিত *Dialectical Materialism* নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ (Socialism) ও কমিউনিষ্ট সমাজ (Communism) এক নহে। এই দুইয়ের পার্থক্য ব্যাখ্যা করিয়া লেনিন বলিয়াছেন :

“যদি আমরা নিজেদের কাছেই প্রশ্ন করি, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজ্‌ম্-এ তফাৎ কি—

তাহা হইলে আমরা এই জবাব দিব যে, সমাজতন্ত্র এমন একটা সমাজ যেটা সরাসরি ধনতন্ত্র হইতে বাড়িয়া উঠে। এই সমাজতন্ত্রই নূতন সমাজের প্রথম স্তর। আর কমিউনিজ্‌ম্ হইল এমন একটা উন্নত-তর সমাজ যেটা কেবল তখনই বাড়িয়া উঠিবে যখন সমাজতন্ত্র হৃদ্য ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।” (Lenin : *On Sabotniks*)

The First Phase of Communism (or Socialism) : কমিউনিজ্‌ম্-এর প্রথম স্তর (বা সমাজতন্ত্র)। [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

The Higher Phase of Communism : কমিউনিজ্‌ম্-এর উচ্চতর স্তর।

কার্ল মার্ক্‌স্ নিম্নোক্তরূপে ‘কমিউনিজ্‌ম্-এর উচ্চতর স্তর’ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

“কমিউনিষ্ট সমাজের উচ্চতর স্তরে যখন শ্রম-বিভাগের নিকট ব্যক্তির দাসত্বমূলক অধীনতা এবং উহার ফলস্বরূপ মানসিক ও শারীরিক শ্রমের অসঙ্গতি লোপ পাইবে, যখন শ্রম কেবল জীবিকানির্বাহের উপায় হিসাবে আর না থাকিয়া নিজেই জীবনের প্রধান আবশ্যকতা হিসাবে দেখা দিবে, যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইবে এবং সমবায়মূলক উৎপাদন আরও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে,—কেবল তখনই বুর্জোয়া-সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়া আসা সম্ভব হইবে, কেবল তখনই সমাজ উহার বিজয়-পতাকায় এই কথাটি অঙ্কিত করিবে : ‘প্রত্যেকের নিকট হইতে (লও) তাহার শক্তি অল্পসারে, আর প্রত্যেককে (দাও) তাহার প্রয়োজনমত!’ (K. Marx : *Critique of Gotha Programme.*)

Primitive Communism : আদিম কমিউনিজ্‌ম্; আদিম সাম্যবাদ।

ইতিহাসের প্রথম স্তরে, অর্থাৎ সমাজ-বিকাশের প্রথম স্তরে যখন মানুষ ছোট

ছোট দলে ভাগ হইয়া সাধারণ অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত ছোট ছোট সমাজে বাস করিত, যখন শ্রম ছিল সাধারণ (Common), তখন সেই সামাজিক ব্যবস্থার অনিবার্হ ফল হিসাবেই তখনকার “উৎপাদন-পদ্ধতির পরিণতিস্বরূপ দেখা দেয় উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনের ফলের উপর সমাজের সর্বসাধারণের মালিকানা। — *History of the C. P. S. U. (B)* উৎপাদনের আদিম অবস্থার জন্মই উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা (ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা) ছিল এই সমাজে অসম্ভব, ঠিক সেই কারণেই শ্রেণী-বিভাগ এবং শ্রেণীদ্বারা শ্রেণী-শোষণও ছিল অসম্ভব।

Communist League : ‘কমিউনিষ্ট লীগ’; কমিউনিষ্ট সম্মেলন।

বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে কার্ল মার্ক্‌স্ ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেল্‌স্ কতৃক ইহা সংগঠিত হয়। তাঁহারা ইহা পরিচালক। এই ‘কমিউনিষ্ট লীগ’-এর নির্দেশেই মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ জগদ্বিখ্যাত ‘কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো’ রচনা করিয়াছিলেন। ‘কমিউনিষ্ট লীগ’ ১৮৫২ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

Communist Party : কমিউনিষ্ট পার্টি।

শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি, এই পার্টির চরম উদ্দেশ্য কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা, তাই পার্টির নাম ‘কমিউনিষ্ট পার্টি’।

কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ লাভের উপায় :

- (১) পার্টির কর্মসূচী মানিয়া লইতে হয়;
- (২) পার্টির সভ্যপদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয় এবং পার্টি-তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে হয়;
- (৩) পার্টির কোন-না-কোন সংগঠনের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে হয়।

Compradore Bourgeois : দালাল
বুর্জোয়া ; মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ।

[*Bourgeoisie* শব্দ দ্রষ্টব্য]

Comtism : কৌং-এর (Auguste
Comte) দার্শনিক মতবাদ ; কৌংবাদ ।

ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কৌং
(১৭৯৮—১৮৫৭) কর্তৃক প্রবর্তিত
দার্শনিক মতবাদ—প্রত্যক্ষবাদ (Positive
Philosophy) ।

এই দর্শনে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বিষয়
উপলব্ধি করা যায় কেবল সেই সকল বিষয়ই
স্বীকৃত, এবং সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয়-
সমূহের সত্তা অস্বীকৃত হয় । কৌং-এর
মতে, “প্রেম আমাদের মূলতত্ত্ব, শৃঙ্খলা
আমাদের ভিত্তি এবং উন্নতি আমাদের
লক্ষ্য ।” তাঁহার মতে, বিশ্ব-মানবই একমাত্র
উপাস্য দেবতা ।

অগাস্ট কৌং-এর মতে, বিশ্বের ব্যাখ্যা
করিতে গিয়া মানুষের মন ক্রমে ক্রমে
নিম্নোক্ত তিনটি স্তরে অতিক্রম করিয়াছে :
(১) ধর্মশাস্ত্রের যুগ, ইহাই মানুষের
চিন্তাধারার প্রথম যুগ এবং এই যুগেই
শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদের জন্ম হইয়াছিল ।
(২) দ্বিতীয় স্তরে মানুষ ভাবিতে শিখিয়াছিল
যে, বিশ্ব-প্রকৃতি একটা বিশেষ শক্তি বা
নিয়মের দ্বারা চালিত হয়, ইহাই দর্শনের
ভাববাদী (Metaphysical) স্তর ; এই
স্তরে ‘আত্মা’, ‘সত্তা’, ‘শক্তি’ বা ‘নিয়ম’
ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল । (৩) ক্রমে
মানুষের মন ইহাকেও অগ্রাহ্য করিয়া
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছে এবং
তখনই আরম্ভ হইয়াছে তৃতীয় স্তর
বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্তর । কৌং-এর
প্রত্যক্ষবাদ (Positive Philosophy)
বিজ্ঞানের কোন শাখা নহে, ইহা মানুষের
সকল জ্ঞানের সমন্বয় । সংক্ষেপে কৌং-
এর এই মতবাদ হইল বাস্তবতাবাদ
(Realism) ও অভিজ্ঞতাবাদ (Empiri-
cism)—এই দুইয়ের সমন্বয় ।

**Concentration, Theory of (or
Concentration of Capital :**
মূলধনের একত্রীকরণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব (অথবা
মূলধনের একত্রীকরণ) ।

[*Capital* শব্দ দ্রষ্টব্য]

Concept : ধারণা ।

বস্তুবাদী দার্শনিক মতে, মনের উপর কোন
বস্তু বা বাস্তব অবস্থার ছায়াপাত ; কোন
বস্তু বা বাস্তব অবস্থার মানসিক ছবি ।

Conciliationism : আপসবাদ ।

কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যাহারা
দলের নীতির বিরোধিতা করে তাহাদের
সেই বিরোধিতা চাপা দিয়া একসঙ্গে
চলিবার মনোভাবকে বলা হয় ‘আপসবাদ’ ।

Concordat : ধর্মীয় চুক্তি ।

কোন দেশের গভর্নমেন্ট ও রোমান
ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু
পোপের মধ্যে অহুষ্ঠিত ধর্মসংক্রান্ত চুক্তি ।
এই চুক্তিতে পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য,
ক্যাথলিক পাদ্রী সম্প্রদায়ের অধিকার, গীর্জার
জ্ঞা উক্ত গভর্নমেন্টের দান বা সাহায্য,
গীর্জার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়
নির্দিষ্ট করা হয় । এই চুক্তি অত্যন্ত
আন্তর্জাতিক চুক্তির মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ ।

Confederation : সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ,
রাষ্ট্র-সম্মিলন ।

নিজ নিজ রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায়
রাখিয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে একাধিক রাষ্ট্রের
মিলন ।

Confiscation : বাজেয়াপ্তকরণ ।

সরকার কর্তৃক বা সরকারের অনুমোদনে
বিশ্বাসিক (আইনসম্মত) লুণ্ঠন । সরকার-
বিরোধী কার্য-কলাপের অপরাধে কোন
ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা ।

Congress, Indian National :
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় রাজনৈতিক
সংগঠন । এই সংগঠনের প্রধান ঘটনাবলী
নিম্নে বিবৃত হইল :

ইহা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এলান অক্টোভিয়াস হিউম নামক একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান (আই. সি. এস.) ও কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় নায়কের উদ্যোগে প্রথম গঠিত হয়। দেশের তৎকালীন জাতীয় রাজ-নৈতিক বিক্ষোভ ও বৈপ্লবিক গণ-জাগরণকে সংস্কারপন্থী আন্দোলনে রূপান্তরিতকরণ ও বিদেশী ব্রিটিশ শাসকদের সহিত আপস স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া প্রথমে স্থাপিত হইলেও ইহা ক্রমশঃ স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন ও পরবর্তী কয়েকটি অধিবেশনের গৃহীত নীতি ছিল : জাতীয় চেতনার বিকাশ সাধন, ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্পর্ক স্থাপন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা-সুযোগ লাভ করিয়া দেশের অগ্রগতির পথ তৈরি করা। তৎকালীন আপসপন্থী নেতৃবৃন্দ এমনকি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথাও ভাবিতেন না। শীঘ্রই কংগ্রেসের মধ্যে মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলাদেশের বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে একটি চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। এই চরমপন্থী দল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি লইয়া আপসপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট-কংগ্রেসে আপসপন্থী নেতৃত্ব ও চরমপন্থী দলের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং শেষোক্ত দল কংগ্রেস ত্যাগ করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চরমপন্থীরা কংগ্রেস বর্জন করে এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লখনৌ-কংগ্রেসে চরমপন্থীরা 'হোমরুল' বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি লইয়া পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করে। এই পর্যন্ত কংগ্রেসের সহিত কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি জনসাধারণের সংযোগ ঘটে নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা

গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী এক গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া কংগ্রেসকে কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি প্রকৃত জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত করেন। এই গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়াই প্রথম কংগ্রেসের সহিত জনসাধারণের সংযোগ স্থাপিত হয়, কংগ্রেস প্রকৃত জনসাধারণের রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ আরম্ভ হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র দেওয়া হয়। এই চরম পত্রের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহীত হয় এবং উক্ত দাবি লইয়া গান্ধীজী আইন-অমাত্রা আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলন চলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইহার পর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের অচল অবস্থা চলে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লখনৌ-কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে শ্রমিক-কৃষকের দাবির ভিত্তিতে কংগ্রেসকে প্রকৃত জাতীয় যুক্তফ্রন্টের রূপ দানের চেষ্টা চলে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত হইলে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা ছয় লক্ষ হইতে বাড়িয়া ষাট লক্ষে পরিণত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি-পদে পুনর্নির্বাচন-প্রার্থী হইলে কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী ডাঃ সীতারামিয়াকে পরাজিত করিয়া সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বিতীয়বারের জন্ম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু নেতৃত্বের মধ্যে

মতভেদের ফলে স্বভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর উভয় দলের বিরোধের পরিণতি হিসাবে স্বভাষচন্দ্রের উপর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অতঃপর স্বভাষচন্দ্র ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ নামে একটি পাণ্টা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া অগ্রান্ত বামপন্থীদের সহযোগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩৮-৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহিত কয়েকবার আপসের চেষ্টা করে, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কংগ্রেস ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতার শর্ত হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার প্রস্তাব দেয়। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রামগড়-কংগ্রেসের প্রস্তাবে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার সহিত কোন প্রকারের সহযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেস ‘প্রতীক সত্যগ্রহ’ আরম্ভ করে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে যোগদানের শর্ত হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা দাবি করে, কিন্তু সেই দাবিও অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত আপস করিয়া ভারতীয় সমস্তার সমাধানের উদ্দেশ্যে ‘ক্রিপ্‌স-মিশন’ প্রেরণ করে। কিন্তু ‘ক্রিপ্‌স-প্রস্তাব’ গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কংগ্রেস উহা অগ্রাহ্য করে। ঐ বৎসর জুলাই মাসে কংগ্রেস-ওয়ার্মিং কমিটির অধিবেশনে ‘ভারত ছাড়’ (Quit India) প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রস্তাবে ব্যাপক অহিংস সত্যগ্রহ আরম্ভ করিবার কথাও উল্লেখ করা হয়। ৮ই আগস্ট

নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির বোম্বাই-অধিবেশনে ওয়ার্মিং কমিটির উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সত্যগ্রহ আরম্ভ করিবার পূর্বে শেষ চেষ্টা হিসাবে ব্রিটিশ সরকার ও বড়লাটের সহিত আলোচনা চালাইবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শাসকগণ নেতৃত্বদ্বন্দ্বকে সেই আলোচনার কোন সুযোগ না দিয়া ৯ই আগস্ট ভোরে মহাত্মা গান্ধী ও অগ্রান্ত নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কংগ্রেস-সংগঠনকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে জুদ্ধ হইয়া সমগ্র ভারতের জনসাধারণ সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করে। এই সংগ্রামই ‘আগস্ট আন্দোলন’ নামে খ্যাত। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী মুক্তিলাভ করেন। পর বৎসর গ্রীষ্মকালে ভূলাভাই দেশাই-এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সহিত আলোচনায় কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের ভিত্তিতে একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিলে ব্রিটিশ সরকার সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কংগ্রেসের অগ্রান্ত নেতৃত্ব মুক্তিলাভ করেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেওয়ায় কোন যুক্ত সমাধান সম্ভব হইল না। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে কংগ্রেস প্রায় সকল সাধারণ আসন ও মুসলিম লীগ প্রায় সকল মুসলিম আসন দখল করে। ঐ বৎসরের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার ‘ক্যাবিনেট মিশন’ প্রেরণ করে। এই মিশনের সহিত আলোচনায় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে ও মুসলিম লীগ দেশ ভাগের ভিত্তিতে ‘পাকিস্তান’-এর দাবিতে অটল থাকে। কিন্তু আপাত ব্যবস্থা হিসাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের লইয়া কেব্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার (বড়লাটের কাউন্সিল) গঠনের আয়োজন চলে এবং

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে দেশ ভাগের ভিত্তিতে কংগ্রেস ভারতের ও মুসলিম লীগ পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতা লাভ করে। এখনও ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসই স্বাধীন ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে।

Conservative Party : রক্ষণশীল দল।

গ্রেট ব্রিটেনের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে যে ‘টোরি’ দল ছিল রক্ষণশীল দল তাহারই পরবর্তী বা আধুনিক নাম। ব্রিটেনের আভ্যন্তরিক ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির দিক হইতে ব্রিটেনের অপর প্রধান দলের (শ্রমিক দলের) সহিত রক্ষণশীল দলের কোন মূলগত পার্থক্য নাই।

Constant Capital : স্থির মূলধন ; অপরিবর্তনশীল মূলধন।

[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Constitution, Political : রাষ্ট্রশাসন-বিধি ; রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র।

যে বিধি অনুসারে কোন দেশের রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য-বিভাগ গঠিত ও পরিচালিত হয় তাহাকে ‘রাষ্ট্রশাসন-বিধি’ বা ‘রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র’ বলা হয়।

Constituent Assembly (or National Assembly) : রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় পরিষদ ; ‘কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’।

এই ‘অ্যাসেম্বলি’ বা পরিষদ সর্বপ্রথম গঠিত হয় ফরাসী দেশে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন। • তৎকালীন ফরাসীদেশের স্বেচ্ছাচারী রাজা বোড়শ লুইয়ের স্বেচ্ছা-তন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নিয়মতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইয়াছিল। বোড়শ লুই এই ‘অ্যাসেম্বলি’ বা পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র মানিয়া লইলে উক্ত

পরিষদ ভাঙিয়া যায়। কিন্তু অল্প পর হইতেই রাজা বোড়শ লুই পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র অমান্য করিতে থাকিলে এই ‘অ্যাসেম্বলি’ বা পরিষদ দ্বিতীয়-বার মিলিত হয় এবং ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর ১৭৮৯ হইতে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অধিবেশন চলে। এই কয়েক বৎসর এই ‘কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’ই প্রকৃতপক্ষে ফরাসী দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিল। ‘অ্যাসেম্বলি’র এই অধিবেশন ‘দ্বিতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’ নামে খ্যাত। ‘অ্যাসেম্বলি’র এই ঐতিহাসিক অধিবেশনেই ঐতিহাস-বিখ্যাত ‘মানবাধিকার ঘোষণা’ (Declaration of Rights of Man) রচিত হয়। ইহাতে রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া ফ্রান্সের জনগণের বা ফরাসী জাতির ‘সার্বভৌমত্ব’ এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার “পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়” বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহার পরই ‘দ্বিতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’ আত্মবিলোপ করে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নূতন ‘কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’ (Convention) নির্বাচিত হয় এবং ইহা বোড়শ লুইকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্সের এই ‘কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’ ‘এস্টেট জেনারেল’ (Estate General) নামেও অভিহিত হইত।

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে, চেকোস্লোভাকিয়ায় ও ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে এবং ১৯৩৯-৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফরাসী দেশে অল্পরূপ ‘কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’ গঠিত হইয়া এই সকল দেশে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছিল।

Constitutional Govt. (Monarchy) : নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী।

যে শাসনতন্ত্রে রাজা কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকে।

Consumers' Co-op. : ক্রেতাদের সমবায়-সঙ্ঘ। [Co-operatives শব্দ দ্রষ্টব্য]

Contraband : আইন দ্বারা নিষিদ্ধ পণ্য। সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় কোন যুদ্ধরত দেশ উহার শত্রুদেশে প্রেরিত যে সকল পণ্য আটক করে।

Contradiction : দ্বন্দ্ব (দার্শনিক অর্থে)। কোন বস্তু, অবস্থা ও সমাজ-বিকাশের অগ্রগতির মূলে উক্ত বস্তু, অবস্থা ও সমাজের বিভিন্ন আভ্যন্তরিক শক্তির মধ্যে যে মৌলিক সংগ্রাম চলে সেই মৌলিক সংগ্রামকেই বলা হয় 'দ্বন্দ্ব'।

মার্ক্সীয় দার্শনিক মতে, দ্বন্দ্ব হইল, "কোন বস্তুর মধ্যে, কোন বাস্তব অবস্থার মধ্যে, অথবা কোন সমাজের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিভিন্ন শক্তি ও বোঁকের সংগ্রাম"; এই দ্বন্দ্ব কোন কিছু পরিবর্তনের জন্ম ও উহার বিকাশের জন্ম 'আভ্যন্তরিক গতি' (প্রেরণা বা আবেগ) সৃষ্টি করে। "প্রত্যেকটি নূতন বিকাশ বা পরিবর্তন হইল পরস্পর-বিরোধী (বা বিপরীত) শক্তির সংগ্রামের ফল।"

—Lenin: *Materialism & Empirio-Criticism.*

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, Contradiction (দ্বন্দ্ব) ও Antagonism (বিরোধ)—এই দুইটি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রায় সম অর্থবোধক হইলেও মূল অর্থে এই শব্দ দুইটি ভিন্ন। কারণ, Contradiction (দ্বন্দ্ব) হইতেই Antagonism (বিরোধ) এর সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্ব হইল মূল কারণ, আর বিরোধ হইল সেই মৌলিক দ্বন্দ্বের পরিণতি। [Unity ও Struggle of Opposites দ্রষ্টব্য]

Controlled Economy : নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ;

Mixed Economy : মিশ্র অর্থনীতি ;

Welfare Economy : কল্যাণকর

ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি ও ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতির সংমিশ্রণে যে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহাকে 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' বা 'মিশ্র অর্থনীতি' অথবা 'কল্যাণকর অর্থনীতি' নামে অভিহিত করা হয়। অধিকতর মূনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনামূলকভাবে চালিত হইয়া ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতি মাঝে মাঝে সমাজে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে [Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য] সেই বিপর্যয় রোধের উদ্দেশ্যে লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকট প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অচল করিয়া ফেলিয়াছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রুজভেল্ট (Franklin Delano Roosevelt, 1882-1944) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া পরিকল্পনামূলক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতিকে পরিকল্পনামূলক রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া আর্থিক সংকটের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি গড়িয়া তোলেন। রুজভেল্টের এই প্রচেষ্টা 'নিউ ডিল' নামে খ্যাত [New Deal দ্রষ্টব্য]। রুজভেল্টের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' বা 'মিশ্র অর্থনীতি' অথবা 'কল্যাণকর অর্থনীতি' নামেও অভিহিত করা হয়।

এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' বলার কারণ এই যে, ইহাতে ধন-তান্ত্রিক সমাজের অর্থনীতি, অর্থাৎ অধিকতর মূনাফালাভের উদ্দেশ্যে চালিত ব্যক্তিভিত্তিক

অর্থনীতিকে রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাকে ‘মিশ্র অর্থনীতি’ বলার কারণ এই যে, ইহাতে ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি গড়িয়া তোলা হয়। আর ইহাকে ‘কল্যাণকর অর্থনীতি’ বলার কারণ এই যে, ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে কেবল ব্যক্তিবিশেষের (মূলধনীদের) স্বার্থে অর্থাৎ তাহাদের অধিকতর মুনাফালাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে।

এই অর্থনৈতিক মতের স্রষ্টা হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ এ. পি. লার্নার (A. P. Lerner)। তিনি তাঁহার *Economics of Control* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই অর্থনীতির নিয়ন্ত্রিতরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :

“নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু এই যে, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (সমাজতন্ত্রের) যৌথ সম্পত্তি-প্রথা এবং (ধনতন্ত্রের) ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তি-প্রথাকে সমাজ গঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করিলেও ইহা এই উভয় প্রথাকে সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত সমাজ-পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করে। নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি এই যে, অবস্থা বিশেষে যে ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী বা ফলপ্রসূ, সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা কর্তব্য। এই জন্তই সম্ভবতঃ এই অর্থনীতির নাম হওয়া উচিত ‘কার্যকরী অর্থনীতি’।.....” —৫ পৃষ্ঠা।

কিছুপন্ন সরকার এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে পারে?—

নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রবর্তন করিতে হইলে “এমন একটা গভর্নমেন্ট প্রয়োজন, যে-

গভর্নমেন্ট সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে সমাজকে পরিচালিত করিতে বন্ধপরিষদ এবং কোন সম্প্রদায়বিশেষের আংশিক স্বার্থের বিরোধিতা দমন করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। এইভাবে আমরা সেই গভর্নমেন্টের দ্বারা সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক কাজগুলি করাইয়া লইতে পারিব এবং ইহার ফলে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে যে প্রতিষ্ঠানগুলি সাফল্যের সহিত সমাজের ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা চালিত সভ্যদিগকে (ব্যক্তিগত স্বার্থাশ্রয়ী মূলধনীদিগকে) সমগ্র সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কার্যাবলী সম্পন্ন করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে।” —২ পৃষ্ঠা।

এই অর্থনীতির নাম সম্বন্ধে :

“এই অর্থনীতির জন্য ‘নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি’ নামটি বিশেষ উপযুক্ত নহে। কিন্তু যুক্তিসম্মতভাবে গঠিত যে-গণতান্ত্রিক সমাজ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই উভয় প্রকার সমাজ-ব্যবস্থা হইতেই মঙ্গলজনক ফলাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই গণতান্ত্রিক সমাজের কোন একটিমাত্র ভাল নাম দেওয়া যায় না। আর ‘মিশ্র অর্থনীতি’ নামটি মোটেই উপযুক্ত নহে।” —৮ পৃষ্ঠা।

সমাজবাদী সমালোচনা :

উপরে গ্রন্থকার লার্নার সাহেব সমাজতন্ত্রের কথা তুলিয়াছেন এবং নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংমিশ্রণ বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সমাজবাদ অনুসারে, যে-কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা চলে না। নিয়ন্ত্রিত বা মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তিত হয় ধনতান্ত্রিক সমাজে, আর ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র মূলধনীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া উহা সর্বতোভাবে মূলধনীদের স্বার্থেই চালিত হয় এবং

তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্তই কোন কোন সময় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে বাধ্য হয়; যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে আর্থিক সংকট হইতে মূলধনীদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ত ইম্পীত্য-শিল্পকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা 'রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র' (State Capitalism) ব্যতীত অল্প কিছু নহে [State Capitalism দ্রষ্টব্য]। অল্প দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি জনগণের আয়তাদান এবং সেখানে রাষ্ট্র মূলধনীশ্রেণী ও তাহাদের মূনাফাভিত্তিক ব্যক্তিগত অর্থনীতির উচ্ছেদ সাধন করে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ধনতান্ত্রিক সমাজের মত মিশ্র অর্থনীতি প্রচলিত থাকিতে পারে না, সেখানে রাষ্ট্রের উপরেই সমগ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও কর্তৃত্ব গুস্ত থাকে।

বর্তমান সময়ে বহু ধনতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় হিসাবে নিয়ন্ত্রিত বা মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন করা হইতেছে। সেই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির ভার কেবল মাত্র ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতির (অর্থাৎ মূলধনীদের) উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া না দিয়া রাষ্ট্র স্বয়ং বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে। এইভাবে সেই সকল দেশে নিয়ন্ত্রিত বা মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তিত হইতেছে। ভারতেও মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা হইতেছে। এইভাবে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি' (Planned Economy) বর্তমান অর্থনৈতিক জগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজে মিশ্র

গতির মধ্যে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি' কি সম্ভব?

[Planned Economy দ্রষ্টব্য]

Convention : বিশেষ সম্মেলন।

বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে, বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে আহৃত কোন রাষ্ট্রীয় আইন-সভা অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সম্মেলন।

Co-operatives : সমবায়-সম্মত।

শ্রমিকদের বা দরিদ্র জনসাধারণের নিজেদের জন্ত তাহাদের পরস্পরের সহযোগিতামূলক মিলনের দ্বারা গঠিত বিশেষ অর্থনৈতিক সংগঠন।

Consumers' Co-operatives :

ক্রেতাদের সমবায়-সম্মত।

শ্রমিক ও অস্বাস্থ্যগরীব লোক নিজেদের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় কমাইবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি নিন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে তাহাকেই বলা হয় 'ক্রেতাদের সমবায়-সম্মত'। তাহারা এই সকল প্রতিষ্ঠান ব্যতীত জীবন-বীমা, মৃতের কবরের জন্ত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও গঠন করে।

Copernican Theory : কোপারনিকাসের তত্ত্ব, অর্থাৎ সৌরকেন্দ্রিক জগতের মতবাদ।

বিখ্যাত প্রাচীন জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) পূর্ব পর্যন্ত খৃষ্টান-ধর্ম এই মত প্রচার করিয়া আসিতেছিল যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য এবং অল্প সকল গ্রহ আকাশে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিন্তু কোপারনিকাস প্রমাণ করেন যে, গ্রহগণ পৃথিবীকে নহে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণ করিতেছে। কোপারনিকাসের এই নূতন মত মাঝষের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার সহিত তাহার ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দেয়। ইহাতে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের

পরাজয় ঘটে এবং এই বৈজ্ঞানিক মত প্রাধান্য লাভ করে। পরে এই বিজয়ী মানব-অভিজ্ঞতা আরও বিকাশ লাভ করে এবং তাহা হইতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়।

Corporation : শিল্প ও সমবায়-সভ্য ; কর্পোরেশন।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Corporate (or Corporative) State : ‘কর্পোরেশন’-এর (বা সমবায়ের) ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ; শ্রেণী-সহযোগিতা-মূলক রাষ্ট্র।

শিল্প, ব্যবসায় ও চাকরির ভিত্তিতে গঠিত সমবায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। ব্যাখ্যামূলক অর্থে, শিল্পের মালিক, শ্রমিক-কর্মচারী ও গভর্নমেন্টের মিলনের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র।

ইহা ছিল ইতালীর ফাসিস্তদের পরিকল্পিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। মুসোলিনির শাসনকালে ইতালীতে এই ধরনের রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূল বিষয়বস্তু হইল : শিল্পের মালিকদের প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত বহু ‘কর্পোরেশন’-এর ভিত্তিতে (শ্রেণী-সহযোগিতার ভিত্তিতে) দেশের অর্থনীতি সংগঠিত করা।

Correspondence, Doctrine of : প্রতিরূপবাদ।

দার্শনিক হুইডেন বেগ-প্রবর্তিত মত-বিশেষ। এই দার্শনিক মত অনুসারে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তু কোন আধ্যাত্মিক সত্য বা ভাবের প্রতিরূপ মাত্র।

Cosmism : অথও বিশ্ব-ব্যবস্থা বা বিশ্ব-শৃঙ্খলা ; বিশ্বতত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র।

এই বিশ্ব অথও ও এক নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন এবং তাহা ক্রমবিবর্তনেরই পরিণতি এই প্রকার মতবাদ। বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝাইবার জন্য সর্বপ্রথম হোমর ‘Cosmos’ শব্দটি ব্যবহার করেন। তৎপরে গ্রীক

দার্শনিক হিরাক্লিটাস ও আনাক্সাগোরাস ইহা দ্বারা ঐশ্বরিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তৎপরে দার্শনিক প্লাতো (Plato) এই শব্দটি দ্বারা স্বর্গীয় ও জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝাইয়াছেন ; এবং তৎপরে আরও অনেক দার্শনিক ইহা দ্বারা জাগতিক নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

Cosmogony : বিশ্বের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মতবাদ।

Cosmos বা বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু প্রকারের ধারণা বা মত প্রচলিত আছে। আদিম কালের মানুষের ধারণা ছিল যে, কোন জন্তু বা দানবের মেদ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের কেহ কেহ মনে করিতেন যে, কোন একটি মাত্র উপাদান বা বস্তু হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, যেমন প্রাচীনতম গ্রীক দার্শনিক থালেস্-এর (Thales) মতে জল হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাকাবি হোমর মনে করিতেন যে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে সমুদ্র হইতে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ধারণা এই যে, ক্রমবিবর্তনের ফলেই এই বিশ্ব-ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে।

Cosmopolitanism or World-Citizenship : এক-বিশ্বপরিবারবাদ ; বিশ্ব-নাগরিকতাবাদ।

এই মতবাদের প্রচারকদের নিজেদের কথায়, “এক-বিশ্বপরিবারবাদী কাহাকে বলে ? ইহা দ্বারা ভাষাগত অর্থে, এমন কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যে ব্যক্তি বিশ্বের একজন অধিবাসী (কোন বিশেষ দেশের নহে), সমগ্র বিশ্বই তাহার আপন দেশ। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের একজন নাগরিক, তাহার চিন্তা ও অহুভূতি বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি নিবদ্ধ। অল্প কথায় সে হইল এমন এক ব্যক্তি আন্তর্জাতিকতাই

যাহার আকাজিকত আদর্শ।" এই উক্তিটি অস্ট্রীয় 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট' দলের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়।

এই মতবাদ অল্পসারে, স্বদেশ-ভক্তি ও স্বদেশের মঙ্গল-চিন্তা, জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি সাধন—এই সকল হইল সংকীর্ণতার পরিচয়, সুতরাং বর্জনীয়; আর 'বিশ্ব-নাগরিকতাবাদ'ই (World-Citizenship) সকল দেশের মানুষের 'আদর্শ' হওয়া উচিত। মার্কসবাদীরা এই মতবাদের ঘোরতর বিরোধী। তাঁহারা ইহার কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন :

"এই উক্তিটির মধ্যে এমন এক ছনিয়ার চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ও উপনিবেশের জনগণ—এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, এই দুইয়ের ভিতরকার সংগ্রামের কোন অস্তিত্ব নাই, সবল ও দুর্বলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—যেন এই ছনিয়ায় কোন শোষণ নাই, অত্যাচার-উৎপীড়ন নাই, সকলেই যেন এক স্বাধীন-শোষণমুক্ত জগতের সমান অংশীদার, সকলেই যেন এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। ইহাতে আন্তর্জাতিকতার বুলিও বাদ পড়ে নাই।"—Titarenko : *Patriotism and Internationalism*.

Council of Europe : ইউরোপীয় পরিষদ ; ইউরোপীয় 'কাউন্সিল'।

ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র (United States of Europe) গঠনের প্রাথমিক পরীক্ষা হিসাবে পশ্চিমী শক্তিবৃন্দ কর্তৃক ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই 'ইউরোপীয় পরিষদ' গঠিত হয়। নিম্নোক্ত দেশগুলি এই পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করে :—
বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, ইতালী, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ড, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং গ্রেট ব্রিটেন। এই পরিষদ দুইটি কক্ষে (Chambers) বিভক্ত : (১) নিম্নতর কক্ষ—উপরোক্ত দশটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণকে লইয়া

গঠিত ; এবং (২) উচ্চতর কক্ষ—ইহার নাম 'পরামর্শ-সভা' এবং ৮৭ জন প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত। 'ইউরোপীয় পরিষদের' গঠনতন্ত্রে ইহার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "ইউরোপের সাধারণ ঐতিহ্য এবং ইউরোপের দেশসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এই সকল দেশের মধ্যে দৃঢ়তর ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য।" পরিষদের অধিবেশনের আলোচনায় দেশ-রক্ষা ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি স্থান লাভ না করিলেও ইহার পশ্চাতে একটি সামরিক জোট গঠনের যে উদ্দেশ্য প্রথমে গোপন ছিল তাহা পরে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

Coup D'etat : আকস্মিক রাজনৈতিক কৌশল ; আকস্মিকভাবে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল।

ইহা ফরাসীভাষা হইতে গৃহীত। জন-সাধারণের মতের বিরুদ্ধে বা তাহাদের মত গ্রহণ না করিয়া বলপূর্বক কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য আকস্মিক ভাবে চূড়ান্ত আঘাত দেওয়ার কৌশল। সাধারণতঃ কোন দেশের সামরিক বাহিনীর নেতৃবৃন্দই ইহা করিয়া থাকে। কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত : ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম নেপোলিয়ন (বোনাপার্ট) ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনি কর্তৃক ইতালীতে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পিলসুড্‌স্কি কর্তৃক পোল্যাণ্ডে বলপূর্বক আকস্মিকভাবে ক্ষমতা দখল হয়। এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে দক্ষিণ-আমেরিকায়। এই মহাদেশে ইহা একটি চিরায়তরাজনৈতিক ঘটনা।

Credit : বাকী ক্রয় বা বিক্রয় ; জমা ; ঋণ ; 'ক্রেডিট'।

পণ্য ক্রয় করিয়া উহার নাম ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট তারিখে শোধ করা।

Crisis (of Production) : (উৎপাদন) সংকট।

ধনতাত্ত্বিক দেশগুলিতে কয়েক বৎসর অন্তর (সাধারণতঃ দশ-এগার বৎসর অন্তর) উৎপাদন-ধারার গতি ভঙ্গ হয়, দেশের সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'সংকট'। এই সংকটের কারণ সম্পর্কে বহু প্রকারের মত প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত বিভিন্নভাবে এই 'সংকটের' কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বে একদল পণ্ডিত বলিতেন যে, প্রতি দশ বৎসর অন্তর সূর্য-বলয়ের মধ্যে একটি দাগ পড়ে, এই দাগেরই প্রতিক্রিয়া হইল আর্থিক সংকট (Sun-spot Theory)। আমেরিকার মেজর ডগ্লাস প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতদের মতে, বাজারে মুদ্রার (ক্রয়-ক্ষমতার) ঘাটতির ফলেই সংকট দেখা দেয় (Not Enough Money Theory)। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইনস (Keynes) ও তাঁহার মতাবলম্বীদের মতও প্রায় অতুল্য। কেহ কেহ এই সংকটের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহবা ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ধনতত্ত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ এই সংকটকে 'অত্যধিক সঞ্চয়' অথবা 'অত্যধিক ব্যয়বাহুল্য'-এর ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাম্প্রতিককালেও বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন; কোন পণ্ডিত বলেন যে, অত্যধিক মজুরি বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ে মুনাফা কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই সংকট দেখা দেয়, সুতরাং তাঁহারা শ্রমিকের মজুরি কমাইবার পরামর্শ দিয়াছেন; আবার কেহ-বা বলেন যে, সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই সংকট দেখা দেয়, সুতরাং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করিয়া সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা ঠিক রাখ। এই সকল অবৈজ্ঞানিক, সামঞ্জস্যহীন ও পরস্পর-বিরোধী মতামত

হইতে সংকটের প্রকৃত কারণ স্থির করা

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে সংকটের মূল কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই সংকটের মূল কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কার্ল মার্ক্সই প্রথম দেখাইয়াছেন যে, ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পূর্ববর্তী কোন সমাজে এই ধরনের উৎপাদন-সংকট দেখা দিত না। ইহা ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। মার্ক্স উৎপাদন-সংকটকে ধনতত্ত্বের সকল আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই সংকট হইল ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনের সংকট—শিল্প সংকট বা 'অতি-উৎপাদন'-এর (Over Production) সংকট। মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে যেভাবে সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় বিবৃত হইল :

মুনাফাই ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য। এই মুনাফা শুধু পীকৃত হইয়া অধিকতর মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মূলধন-রূপে পুনরায় শিল্পে নিযুক্ত হয়। সুতরাং মূলধন শুধু পীকৃত হইয়া উৎপাদন-শক্তিকে (Productive Forces) নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বাড়াইয়া তোলে; শিল্প-কৌশলের (মেশিনের) দ্রুত ক্রমোন্নতির ফলে কল-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের (Labour-Power) সংখ্যা হ্রাস পায়, তাহার ফলে মোট মজুরির পরিমাণও কমিয়া যায়; মোট মজুরির পরিমাণ হইল সমাজের ক্রয়-ক্ষমতার (Purchasing Power) প্রধান অংশ, আর ইহা যখন কমিয়া যায় তখনই উন্নত মেশিন প্রভৃতির ফলে মোট উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ দ্রুত বাড়িতে থাকে। অত্যাধিক চড়তি বাজারের সময় (Boom Period) অধিকতর মুনাফালাভের আশায় মূলধনীরা পণ্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া চলে। কিন্তু যে হারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় সেই হারে

মজুরি বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং এইভাবেও বাজারের পণ্যের মোট মূল্যের অল্পপাতে মোট ক্রয়-ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায় এবং মোট মূল্য ও মোট ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে অসমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস ও উৎপাদনের বৃদ্ধি—এই দুই বিপরীত অবস্থার ফলে শেষ পর্যন্ত এক সময়ে বাজারে পণ্য-বিক্রয়ে অচল অবস্থা দেখা দেয় এবং তাহার ফলে মুনাফা ও পুনরুৎপাদন দুই-ই বন্ধ হয়। এইভাবে সংকট স্তব্ধ হইয়া যায়।

[Over Production দ্রষ্টব্য]

উপরোক্ত বিষয়টি আরও সহজভাবে বলিতে গেলে : শ্রমিকগণ নিজেদের শ্রম দ্বারা যে পণ্য উৎপাদন করে সেই পণ্য তাহারা ক্রয় করিতে পারে না। মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দেয় তাহার কারণ হইল ধন-তন্ত্রের আভ্যন্তরিক মৌলিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ ধনতন্ত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক রূপ গ্রহণ করিলেও সেই উৎপাদনের ফল সমাজ ভোগ করে না, ভোগ করে ব্যক্তিবিশেষ, —মুষ্টিময় মূলধনী। ইহাই হইল দ্বন্দ্বের প্রকৃত রূপ। সংক্ষেপে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বন্দ্বই সেই মৌলিক দ্বন্দ্ব যাহার ফলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উৎপাদন-সংকট দেখা দেয়। মার্কস-এর কথায়,—

“ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান ঝোঁক উৎপাদন-শক্তিসমূহকে এমনভাবে বাড়াইয়া তোলে যে, সমাজের চরম ক্রয়-ক্ষমতাও সেই উৎপাদন-শক্তিসমূহের বৃদ্ধির শেষ সীমা হইয়া দাঁড়ায় ; সেই ঝোঁকের তুলনায় জন-সাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও সীমাবদ্ধ ক্রয়-ক্ষমতাই হইল সকল সংকটের মূল কারণ।”

‘কমিউনিষ্ট-ম্যানিফেস্টো’তে মার্কস ও এঙ্গেলস এইভাবে সংকটের কারণ ও রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

“উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও

সম্পত্তিগত সম্পর্কসহ আধুনিক বূর্জোয়া-সমাজটা যেন যাহুমন্ত্রবলে উৎপাদন ও বিনিময়ের বর্তমান বৃহদায়তন উপকরণ-সমূহ (Means) সৃষ্টি করিয়াছে, এই আধুনিক বূর্জোয়া-সমাজটা ঠিক একজন যাদুকরের মত —এই যাদুকর যেন তাহার যাদুমন্ত্রবলে নরক জাগাইয়া তুলিয়া এখন আর সেই নরকটাকে বাগ মানাইতে পারিতেছে না। গত দশক পর্যন্ত (১৮৪০) শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হইল উৎপাদনের বর্তমান অবস্থাগুলির বিরুদ্ধে, বূর্জোয়াশ্রেণী ও তাহাদের অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ সম্পত্তিগত সম্পর্কের (ব্যক্তিগত সম্পর্কের) বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিচোহের ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ের বাণিজ্য সংকটের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেই বাণিজ্য-সংকট প্রতিবার পূর্বা-পেক্ষা বেনী ভয়ঙ্কররূপে বার বার ঘুরিয়া আসিয়া সমগ্র বূর্জোয়া-সমাজের অস্তিত্বকে ভীষণ পরীক্ষায় ফেলিয়াছে। এই সকল সংকটের সময় কেবল বর্তমান উৎপাদনের একটা বিরাট অংশই নহে, পূর্ব-সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির একটা বড় অংশও ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়। এই সকল সংকটের সময় এমন একটা মহামারী দেখা দেয় যে-মহামারী অস্ত্র যে-কোন সামাজিক যুগে অসম্ভব বলিয়া মনে হইত—সেই মহামারী হইল অত্যধিক উৎপাদনের (অতি-উৎপাদনের—Over Production-এর) মহামারী। তখন মনে হয়, সমগ্র সমাজটাকে কেহ যেন একটা অল্পকালস্থায়ী বর্বর যুগে আনিয়া ফেলিয়াছে ; মনে হয় যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ, একটা সর্বব্যাপী ধ্বংসযুদ্ধ জীবিকা-নির্বাহের প্রত্যেকটি উপকরণের সরবরাহ অকস্মাৎ বন্ধ করিয়া দিয়াছে ; সকল শিল্প-বাণিজ্যই যেন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ! কেন এমন হয় ? কারণ, সভ্যতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে, জীবিকা-নির্বাহের উপকরণের আধিক্য,

ব্যবসায়-বাণিজ্যের আধিক্য অতিমাত্রায় দেখা দিয়াছে। সমাজের আয়ত্বাধীন উৎপাদন-শক্তিসমূহ এখন আর বুর্জোয়া-সম্পত্তির নিয়মাবলীর বিকাশসাধন করে না, বরং ইহার বিপরীত দিকে, বুর্জোয়া-সম্পত্তির এই নিয়মাবলী যে উৎপাদন-শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে সেই উৎপাদন-শক্তিসমূহ উক্ত নিয়মাবলীর তুলনায় এত বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, সেইগুলিকে এখন আর বাগ মানান যাইতেছে না। তাই যখনই সেই উৎপাদন-শক্তি ঐ শৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে তখনই সেই উৎপাদন-শক্তি সমগ্র বুর্জোয়া সমাজটাকে বিশৃঙ্খলা দিয়া ওলট-পালট করিয়া ফেলে, বুর্জোয়া-সমাজের অস্তিত্বের ভিত্তিটাকে পৰ্যন্ত বিপন্ন করিয়া তোলে। সেই উৎপাদন-শক্তি যে ধনসম্পদ সৃষ্টি করে তাহা ধরিয়া রাখিবার পক্ষে বুর্জোয়া-সমাজের নিয়মের গণ্ডি খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু বুর্জোয়ারা কি করিয়া এই সংকটের হাত হইতে অব্যাহতি পায়? একদিকে বাধ্য হইয়া উৎপাদন-শক্তির একটা বৃহৎ অংশ ধ্বংস করিয়া; অপর দিকে, নূতন বাজার জয় এবং পুরাতন বাজারগুলিকে আরও গভীরভাবে শোষণের ব্যবস্থা করিয়া;— অর্থাৎ আরও ব্যাপক, আরও গভীর ও ধ্বংসকারী সংকটের পথ তৈরি করিয়া এবং সংকট বন্ধ করার উপায়গুলি নষ্ট করিয়া এই সংকট হইতে বুর্জোয়ারা (সাময়িকভাবে) অব্যাহতি লাভ করে।”

Over Production : অতি-উৎপাদন ; অত্যধিক উৎপাদন।

যে পরিমাণে পণ্য সমাজের জনসাধারণ ক্রয় করিতে পারে এবং মূলধনীরা তাহা হইতে তাহাদের উপযুক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে সেই পরিমাণ পণ্য অপেক্ষা বেশী পণ্য উৎপাদন করাকেই অতি-উৎপাদন বলা হয়। অতি-উৎপাদনের অর্থ এই নহে যে, মূলধনীরা যে পরিমাণ

পণ্য উৎপাদন করে তাহা সমাজের সকল মানুষের মোট প্রয়োজন হইতে বেশী হয়, প্রয়োজন থাকিলেও তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য জনসাধারণের থাকে না। মার্কসীয় অর্থনীতিতে বাজারের এই অচল অবস্থাটাকেই বলা হয় ‘সংকট’।

“ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি শিল্প-সংকটই অতি-উৎপাদনের সংকট।”—
K. Marx : *Capital*, Vol. III.

মার্কসীয় মতে, এই ‘অতি-উৎপাদন’ নিম্নোক্তরূপে ঘটে : ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থায় কেবল সমাজের মানুষের ব্যবহারের জন্তই পণ্য উৎপাদন করা হয় না, মূলধনীরা মুনাফা অর্জনের জন্তই তাহাদের মূলধন নিয়োগ করিয়া পণ্য উৎপাদন করে। মুনাফা লাভই ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন পণ্যের দাম খুব চড়া থাকে এবং মূলধনীরা খুব উচ্চহারে মুনাফা পাইতে থাকে, তখন তাহারা অল্প মূলধনের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া আরও বেশী মুনাফা লাভের আশায় ক্রমশঃ বেশী করিয়া মূলধন নিয়োগ করে এবং তাহার ফলে আরও বেশী পণ্য উৎপাদন হইতে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার (মজুরি প্রভৃতির) বৃদ্ধি উৎপাদনের অল্পপাতে হয় না, তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা প্রায় পূর্বের মতই থাকে। এইবার বেশী মূলধন নিয়োগের বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ করে। ক্রমাগত উচ্চ মুনাফা গ্রাসের ফলে সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা পণ্যোৎপাদনের তুলনায় আরও সঙ্কুচিত হয়। এদিকে বেশী মূলধন নিয়োগের ফলে বেশী পণ্য উৎপাদনের দ্বারা মোট মুনাফা কিছুদিন বাড়িলেও মোট লগ্নি-করা মূলধনের অল্পপাতে সেই মুনাফার শতকরা হার ক্রমশঃ নীচে নামিতে থাকে। সেই শতকরা হার ঠিক রাখিবার জন্ত মূলধনীরা আরও বেশী মূলধন নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু নূতন মূলধন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে

মুনাফার শতকরা হার আরও নীচে নামে। এইভাবে উৎপাদন-সংকট গুরু হয় এবং উৎপাদন-সংকটের অনিবার্হ ফল হিসাবে মুদ্রার বাজারেও (ব্যাক. শেয়ার-বাজার, ঋণ-পত্র প্রভৃতিতেও) সংকট ঘনাইয়া আসে। তাহার ফলে এবার গুরু হয় ব্যবসায়-সংকট; আর “পণ্যের দামের আকস্মিক ও ব্যাপক হ্রাসই হইল ব্যবসায়-সংকটের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও স্পষ্টতম লক্ষণ।” —(K. Marx) তখন ব্যাক ও শেয়ার-বাজার, মুদ্রার লেন-দেন প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়, কল-কারখানার উৎপাদন শুরু হইয়া পড়ে, মূলধনীদের গুদামে পণ্য সঞ্চিত হইয়া স্তুপের সৃষ্টি হয়, সঞ্চিত (অবিক্রীত) পণ্য তখন মূলধনীদের নিকট অতি-উৎপাদনজনিত অনাবশ্যক পণ্য হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, তখন আর তাহারা সেই পণ্য বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত মুনাফা আদায় করিতে পারে না। তখন অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপ :—“একদিকে, পুনরুৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল অবস্থার প্রাচুর্য, আর বাজারে সকল প্রকারের অবিক্রীত পণ্যের ছড়াছড়ি; অপর দিকে, দেউলিয়া মূলধনীর দল, আর সবকিছু হইতে বঞ্চিত ও উপবাসী শ্রমিক-সাধারণ।” —(K. Marx)

এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত মূলধনীদের নিকট কেবল একটি ‘উপায়ই’ খোলা থাকে এবং তাহারা তখন সেই উপায়েই কাজ আরম্ভ করে। তাহারা তখন উন্নাদের মত পণ্য ও পণ্যোৎপাদনকারী কল-কারখানার একটা অংশ ধ্বংস করিয়া ফেলে; তাহারা তখন একদিকে অতি-উৎপাদন বন্ধ করিয়া ‘কম উৎপাদন’-এর দ্বারা পণ্যের হ্রাসাপ্যতা সৃষ্টি করিয়া দাম বৃদ্ধির মারফত, এবং অপর দিকে “নতুন বাজার জয় ও পুরাতন বাজারের বেশী শোষণের মারফত” বেশী মুনাফালাভের জন্ত ব্যস্ত হয়। তাহার ফলে কিছু সময়ের জন্ত (৫, ৭, ১০ বৎসরের জন্ত) তেজী

বাজার ও শিল্পক্ষীতি দেখা দিলেও ভবিষ্যতে আরও ভীষণ একটা সংকট ও অতি-উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

Cyclical Crisis : আবর্তমান সংকট; পর্যায়ক্রমিক সংকট।

যে অর্থনৈতিক সংকট একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর দেখা দেয় তাহাকেই বলা হয় ‘আবর্তমান’ বা ‘পর্যায়ক্রমিক সংকট’। মার্কসীয় মতে, এই সংকট ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। এই সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেকটি সংকট উহার পূর্ববর্তী সংকট অপেক্ষা বহুগুণ বেশী গভীর ও ব্যাপক, বহুগুণ বেশী ভয়ঙ্কররূপে দেখা দেয়।

ইতিহাসে এই ধরনের সংকট প্রথম দেখা দেয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে; তারপর ইহা পরপর দেখা দেয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে, ১৯২৯-৩২ খৃষ্টাব্দে। শেষদিকের সংকটগুলি কোন দিনই শেষ হয় নাই; অর্থাৎ ১৯২০-২১ ও ১৯২৯-৩২ খৃষ্টাব্দের সংকট একটানা চলিয়া আসিয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আবার নতুনভাবে আরম্ভ হইয়াছে। এই সংকটগুলি বিশ্বব্যাপী সাধারণ সংকটের (General Crisis) মধ্যেই একটা হইতে আর একটায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাই এই সংকটগুলির আরম্ভ ও সমাপ্তির সীমারেখা নির্দেশ করা অসম্ভব। ১৯২৯-৩২ খৃষ্টাব্দের সংকটের অবসান হইতে না হইতেই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আবার একটা ভীষণ সংকটের ঢেউ উঠিতে থাকে, কিন্তু তখন প্রত্যেকটি শিল্প-প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশে উহার ‘শিল্প-ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ রণসম্ভার উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করায় সেই শিল্প-সংকটের গতি ভিন্ন দিকে পরিবর্তিত হয়। তাহার পরেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং উহা তখন বিশ্ব-ব্যাপী মহাযুদ্ধের ঘনঘটাৎ চম্পা পড়িয়া

যায়। কিন্তু সেই সংকটকে তখন সাময়িকভাবে এড়ান সম্ভব হইলেও মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর আবার উহা আরও ভয়ঙ্কররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বর্তমান বিশ্বব্যাপী সাধারণ সংকটের আকারে অব্যাহত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে।

'General Crisis of Capitalism' :

‘ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট’।

এই কথাটি মার্কসীয় অর্থনীতিতে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই বিশেষ অর্থটি নিম্নরূপ :

বর্তমানকালে (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যুগে) ধনতন্ত্রের সকল আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব তীব্রতম আকারে সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়াব্যাপী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সাধারণ সংকট আরম্ভ হইয়াছিল ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইতে। এই সাধারণ সংকটের যুগই হইল পুরাতন শোষণ-মূলক ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য হইতে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মের যুগ। এই সাধারণ সংকটের মধ্যেই পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোবিয়ৎ ইউনিয়নের জন্ম হইয়াছিল।

মার্কসীয় মতে, এই নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন সংকট দেখা দেয় না। কারণ, যে সকল দ্বন্দ্বের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে সংকট দেখা দেয় সেই সকল দ্বন্দ্ব এই নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থা যেমন সামাজিক রূপ নেয়, সেইরূপ সেই উৎপাদনের ফল কোন ব্যক্তিবিশেষ (অর্থাৎ মুষ্টিমেয় মূলধনী) ভোগ করে না, ভোগ করে সমগ্র সমাজ। এই সমাজে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিকল্পনামুযায়ী (Planning) পরিচালিত হয়।

[Planned Economy দ্রষ্টব্য]

Culture : সংস্কৃতি।

মানুষ দীর্ঘকালের কষ্টার্জিত যে শিক্ষা ও দক্ষতা এবং দীর্ঘকালের উদ্ভাবিত যে কর্ম-

পদ্ধতি ও কৌশল দ্বারা নিজের বহুমুখী প্রয়োজন মিটায় এবং তাহার লক্ষ অভিজ্ঞতা ও আকাজক্ষা প্রকাশ করে, সেই সকল শিক্ষা, দক্ষতা, পদ্ধতি ও কৌশলকেই একত্রে বলা হয় ‘সংস্কৃতি’। অতীতে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে এবং বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছে তাহারই সামগ্রিক রূপ হইল ‘সংস্কৃতি’। এই সংস্কৃতিই মানুষের আরও সর্বাঙ্গীন বিকাশের একমাত্র ভিত্তি। যে-কোন যুগের সংস্কৃতির মধ্যে সমসাময়িক যুগের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করিয়া সেই সমসাময়িক সমাজের উৎপাদন ও জীবনধারণ-পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়। এই শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা-প্রণালীকে কোন প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ধারাবাহিক সংগ্রামকেও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নৃতাত্ত্বিক মতে, মানব-সভ্যতার নির্দিষ্ট স্তরকে বলা হয় ‘সংস্কৃতি’।

Humanism Culture (or Humanism) : মানবীয় সংস্কৃতি (মানবীয় ধর্ম বা মানবতাবাদ)।

Cumulative Voting : সংযুক্ত ভোট-প্রথা।

ভোটদানের প্রথা বিশেষ। এই প্রথা অনুসারে, যত সংখ্যক নির্বাচনপ্রার্থী থাকে ভোটদাতা ততসংখ্যক ভোট দিতে পারে এবং কোন ভোটপ্রার্থীকে ভোটদাতা তাহার প্রাপ্য সকল ভোট কিংবা তাহার প্রাপ্য ভোটের যতটা ইচ্ছা দিতে পারে।

Customs Union : শুল্ক-মৈত্রী ; শুল্ক-সম্মিলন।

বৈদেশিক শুল্ক সম্বন্ধে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মৈত্রী বা সম্মিলন। এই শুল্ক-মৈত্রীর বিশেষত্ব নিম্নরূপ :—দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র উহাদের স্বাধীনতা ও সাবধৌমত্ব বজায়

রাখিয়া পরম্পরের সহিত মিলিত হয় এবং একটি গুরু-অঞ্চল স্থাপন করে; এইভাবে মিলিত রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে কোন গুরুগত বাধা-নিষেধ থাকে না। তারপর উহারা মিলিতভাবে অগ্ন্যান্ত বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত গুরু-প্রতিযোগিতায় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে যোগদান করে। শক্তিশালী রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক আক্রমণ (অসমান প্রতিযোগিতা) হইতে আত্মরক্ষার জন্ত (অর্থাৎ অল্পমত শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্ত) সাধারণতঃ দুর্বল ও অল্পমত রাষ্ট্রগুলি এই প্রকার ‘গুরু-মৈত্রী’ স্থাপন করে এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি লইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির সম্মুখীন হয়।

Cyclical Crisis : আবর্তমান সংকট ; পর্যায়ক্রমিক সংকট।

[Crisis (of Production) দ্রষ্টব্য]

Cynicism : ব্যঙ্গাত্মক মতবাদ ; মানব-বিদ্বেষ।

প্রাচীন গ্রীসের (খৃষ্টপূর্ব ৩৯৬ অব্দের সমসাময়িক কালের) একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ শিল্প, বিজ্ঞান, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। কেবলমাত্র নৈতিক চরিত্র ব্যতীত অন্য সব কিছুকেই তাঁহার ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ডিওজেনিস (Diogenes) ছিলেন এই সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

D

Dark Age : অন্ধকার যুগ ; অজ্ঞানতার যুগ ; অজ্ঞান-তমসচ্ছন্ন কাল।

ইউরোপের ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সহস্র বৎসরকাল। এই সহস্র বৎসরকাল ইউরোপ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল বলিয়া এই সময়কে ‘অন্ধকার যুগ’ বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্ধকার যুগের পরেই ইউরোপে নবজাগরণ (Renaissance) আরম্ভ হয়।

Darwinism : ডারউইনের মতবাদ ; ডারউইন-তত্ত্ব।

জীব-সৃষ্টি সম্বন্ধে চার্লস্ ডারউইন (১৮০৯-৮২) কর্তৃক প্রবর্তিত মত। ডারউইনই প্রথম জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদ গড়িয়া তোলেন। এই মতবাদের মূল বিষয়বস্তু দুইটি : ‘ক্রমবিবর্তন বাদ’ (Theory of Evolution) ও তৎ-সংশ্লিষ্ট ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ (Natural Selection) অথবা ‘যোগ্যতমের উদ্ভব’ (Survival of the Fittest)।

Theory of Evolution : ক্রমবিকাশ-বাদ ; বিবর্তনবাদ ; অভিযান্ত্রিকবাদ।

এই মত অনুসারে, যাবতীয় জীব সরল আদিম অবস্থা (জীবকোষ) হইতে ক্রমশঃ জটিলতর ও উন্নততর অবস্থায় বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই মত সম্পর্কে ডারউইনের *The Origin of Species* সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

চার্লস্ ডারউইন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘বিউগল্’ নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্ত আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর ভ্রমণ করেন এবং এই সমুদ্র-যাত্রার ফলে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই গবেষণার ফল *The Origin of Species* নামে পুস্তিকাধারে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ *The Descent of Man* ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে

প্রকাশিত হয়। তাঁহার গবেষণার ফল প্রকৃতি-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করে। এই দুইখানি গ্রন্থ প্রকৃতি-বিজ্ঞানে মৌলিক ও চিরস্বরূপীয় অবদান।

Natural Selection : প্রাকৃতিক নির্বাচন ;

or

Survival of the Fittest : যোগ্যতমের উদ্ভবন।

উক্ত গবেষণা দ্বারা ডারউইন এই মত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, নিম্নতর প্রাণী হইতেই মাহুঘের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রাণী-জগতে নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত নিয়ত এক প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে ; আর প্রাকৃতিক অবস্থায় যাহারা বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য কেবল তাহারা এই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া টিকিয়া থাকে, অপর সকল জীব পরাজিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ; যাহারা এই সংগ্রামে জয়লাভ করে তাহারা উন্নততর জীবে পরিণত হয়। এইভাবে যাবতীয় জীব সরল আদিম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া জটিলতর ও উন্নততর অবস্থায় পরিণত হয়। ইহারাই হইল টিকিয়া থাকিবার জন্ত প্রকৃতি দ্বারা নির্বাচিত জীব। এই মতবাদকেই বলা হয় ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ (Natural Selection) বা ‘যোগ্যতমের উদ্ভবন’ (Survival of the Fittest)।

ডারউইন তাঁহার এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত প্রকৃতির নির্বাচন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ‘নিম্নতর প্রাণী হইতেই মাহুঘের উৎপত্তি’—ডারউইনের এই মত এখন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু তাঁহার প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। পরবর্তীকালের আবিষ্কৃত তথ্যাদি দ্বারা

এই সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধনের কারণ এই যে, ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণার ফলে এই প্রভাব প্রমাণিত হওয়ায় ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়।

Dead Labour : মৃত শ্রম ; অতীত শ্রম।

এই কথাটি মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় :—যে শ্রম উহার জীবন্ত কাজ, অর্থাৎ পণ্যোৎপাদনকারী ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া এবং এখন বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকেই বলা হয় ‘মৃত শ্রম’ বা ‘অতীত শ্রম’। সংক্ষেপে বলিলে, পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমকেই ‘মৃত শ্রম’ বলা হয়।

Debenture : ঋণ-পত্র ; ‘ডিবেঞ্চার’।

কোন কোম্পানি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ঐ ঋণের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ঐ ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়া দেয় তাহাকেই ‘ঋণ-পত্র’ বা ‘ডিবেঞ্চার’ বলে। এই ঋণ-পত্রে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, ঋণ পরিশোধের তারিখ ও অগ্রাণু শর্ত লিখিত থাকে।

Decades : দশক।

একটা শতাব্দীর প্রতি দশবৎসরকে এক ‘দশক’ বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ‘দশক’ বলিতে বুঝায় ১৯০১—১৯১০ পর্যন্ত, দ্বিতীয় ‘দশক’ বলিতে বুঝায় ১৯১১—১৯২০ পর্যন্ত, ইত্যাদি।

Decentralisation : বিকেন্দ্রীকরণ, কেন্দ্র-চ্যুতকরণ।

(রাজনৈতিক অর্থে) দেশের শাসন-কার্য একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে অপসারিত করিয়া প্রদেশ, বিভাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাসন-কেন্দ্রে গ্রাস্ত করা। ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা হইল বিকেন্দ্রিত শাসন-ব্যবস্থা।

'Declaration of the Rights of Democracy : গণতন্ত্র ।

Man' (UNO) : 'মানবীয় অধিকারের ঘোষণাপত্র'। ['Rights of Man, Declaration of' দ্রষ্টব্য]

De facto Recognition : কার্যতঃ স্বীকৃতি দান ।

যখন কোন নতুন গভর্নমেন্ট বা রাষ্ট্রকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বীকার না করিয়াও, অর্থাৎ নামে না হইলেও, বিভিন্ন কার্যের দ্বারা স্বীকার করা হয়, যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক রক্ষা করা হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় চুক্তি করা হয়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করা হয়, তখন তাহাকে বলা হয় 'De facto Recognition' বা 'কার্যতঃ স্বীকৃতি দান' ।

Deferred Shares : বিলম্বে বা অনির্দিষ্ট সময়ে দেয় অংশ । [Shares শব্দ দ্রষ্টব্য]

Deflation : মুদ্রা-সংকোচ ; মুদ্রার সংকোচ-সাধন ।

বাজারে যে পরিমাণ মুদ্রা চালু থাকে তাহার সংকোচ সাধন করিয়া মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করা । ইহা 'মুদ্রাস্ফীতি'র বিপরীত । 'মুদ্রা-সংকোচ'-এর ফলে জিনিসপত্রের দাম কমে, অর্থাৎ মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ে ।

De jure Recognition : রীতি অনুযায়ী স্বীকৃতিদান ।

কোন নতুন গভর্নমেন্ট বা রাষ্ট্রকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বীকার করিয়া উহার সহিত স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন ।

Demagogue : রাজনৈতিক চালিয়াত ; বাগাড়ম্বরপ্রিয় বক্তৃতাবাগীশ ।

এই শব্দটি গ্রীকভাষা হইতে গৃহীত । গ্রীকভাষার মূল অর্থে, যে জননায়ক নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিথ্যা আশা ও অর্ধসত্য কথা দ্বারা জনসাধারণকে উত্তেজিত করে এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কাজে লাগাইয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ।

গ্রীকভাষার Demos (জনসাধারণ বা গণ), Kratein (শাসন করা)—এই শব্দ দুইটি হইতে Democracy (গণতন্ত্র) শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে । মূল অর্থে, ইহার দ্বারা জনগণের শাসন বুঝায় । কিন্তু প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রে সকল শ্রেণীর জনগণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না, তৎকালীন সমাজে দাসদের (Slaves) কোন রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করা হইত না ।

ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রাচীনকাল হইতে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় । ইউরোপে আইসল্যান্ডের গণতন্ত্র এক হাজার বৎসরের পুরাতন । তারপর ইংলণ্ডে চতুর্দশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয় । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের 'আমেরিকার বিপ্লব' ও 'ফরাসী বিপ্লব' ইউরোপে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তখন হইতেই 'গণতন্ত্র' শব্দটি বর্তমান অর্থ গ্রহণ করে । পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই এখন গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে । প্রায় সর্বত্রই ইংলণ্ডে প্রচলিত গণতন্ত্র অনুসরণ করা হয় ।

গণতন্ত্র দুই প্রকারের—প্রত্যক্ষ (Direct) ও পরোক্ষ (Indirect) । প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ নিজেসাই সমবেত হইয়া আইন তৈরি ও শাসন-কার্য পরিচালনা করে । আর পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ তাহাদের প্রতিনিধিদের মারফত এই সকল কাজ করিয়া থাকে । কোন বৃহৎ দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অসম্ভব, তাই সর্বত্রই পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত । গণতন্ত্রে সাধারণতঃ রাষ্ট্র-ক্ষমতা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়—আইন-সভা, কার্যকরী বিভাগ (গভর্নমেন্ট) ও বিচার বিভাগ । কার্যকারী বিভাগ একটি দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের উপর হস্ত থাকে । আইন-সভার বিশ্বাস হারাইলে গভর্নমেন্টকে পদত্যাগ করিতে হয় । প্রচলিত গণতন্ত্রে কয়েকটি পরস্পর-বিরোধী দল থাকে এবং যে দল আইন-সভায় সংখ্যা-

গরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলই গভর্নমেন্ট গঠন করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণকে সর্বাধিক অধিকার ও ক্ষমতা দান করা হয়।

মার্ক্সীয় মতে নিম্নোক্তরূপে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয় :

যে রাজনৈতিক সংগঠন ও কর্মপন্থার মারফত (সংখ্যাধিক্যের শাসন প্রভৃতির মারফত) বিভিন্ন শ্রেণী তাহাদের অর্থ-নৈতিক স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম কম-বেশী শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে তাহাকেই বলা হয় 'গণতন্ত্র'। সুতরাং গণতন্ত্রে বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। গণতন্ত্র শব্দটি ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ অল্প-নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করা চলে না, এই শব্দটি সকল সময়ে আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন যুগে ও সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্র শব্দটি বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে; যেমন, পুরাতন গ্রীক গণতন্ত্রের যুগে কেবলমাত্র শাসক-শ্রেণীগুলি ও স্বাধীন নাগরিকদের একটা বিশেষ অংশ (ধনীরা) রাজনৈতিক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। তখনকার গণতন্ত্র ছিল বিভিন্ন শাসকশ্রেণী ও ধনীদের গণতন্ত্র। বুর্জোয়া-সমাজে গণতন্ত্র কেবল বুর্জোয়াদের জগতই, অর্থাৎ সেই গণতন্ত্র হইল 'বুর্জোয়া-গণতন্ত্র' (Bourgeois Democracy)। সেই বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের পার্শ্বে আর এক নূতন গণতন্ত্র নূতন অর্থ ও তাৎপর্য লইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা হইল 'জন-গণতন্ত্র' (People's Democracy)।

Bourgeois Democracy : বুর্জোয়া-গণতন্ত্র।

প্রচলিত গণতন্ত্রকেই মার্ক্সীয় ভাষায় 'বুর্জোয়া-গণতন্ত্র' বলা হয়। মার্ক্সীয় মতে প্রচলিত গণতন্ত্র হইল বুর্জোয়া-গণতন্ত্র। এই মতে গণতন্ত্রের নিম্নোক্ত রূপ ব্যাখ্যা করা হয় :—করাসী বিপ্লবের সময় সামন্ত-তন্ত্রের উচ্ছেদের জন্ত বুর্জোয়াশ্রেণী

তখনকার সমাজের শোষিত জনগণকে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিল। বুর্জোয়াশ্রেণী তখন শোষিত জনগণকে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবে উৎসাহ করিয়া তুলিবার জন্ত তাহাদের নিকট সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিল। তাহারা 'সাম্য' দ্বারা বুঝাইয়াছিল, সকলের সমান অধিকার; 'মৈত্রী' দ্বারা বুঝাইয়াছিল, সকলের ভিতর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক; আর 'স্বাধীনতা' দ্বারা বুঝাইয়াছিল সকল প্রকারের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচার হইতে মুক্তি। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী শোষিত জনগণের সাহায্যে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত ও সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু-ঘোষিত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শকে এক প্রহসনে পরিণত করিয়াছে। এইভাবে বুর্জোয়া-গণতন্ত্র মূলতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন, শোষণ ও তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

মার্ক্সবাদ এই গণতন্ত্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট-দিগকে নিম্নোক্তরূপ মনোভাব গ্রহণের নির্দেশ দেয় :

"শ্রেণী-চেতনাসম্পন্ন শ্রমিক কি কখনও সমাজবাদী সংগ্রামের অজুহাতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে অস্বীকার করিতে পারে? অথবা, প্রথমটার জন্ত (গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্ত) পরেরটাকে (সমাজবাদী সংগ্রামকে) অস্বীকার করিতে পারে? না, একজন শ্রেণী-চেতনাসম্পন্ন শ্রমিক নিজেকে 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' (অর্থাৎ কমিউনিস্ট) বলিয়া পরিচয় দেয় এই জন্ত যে, সে এই দুই সংগ্রামের পারস্পরিক সম্পর্কটা বুঝিতে পারে; সে জানে যে, গণতন্ত্রের ভিতর দিয়া, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিতর দিয়া, যে পথ চলিয়া গিয়াছে সেই পথ ব্যতীত সমাজতন্ত্রে পৌঁছিবার অন্য কোন পথ

নাই। কাজেই শেষ লক্ষ্যে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছাইবার উদ্দেশ্যে সেই শ্রেণী-চেতনাসম্পন্ন শ্রমিক পূর্ণ ও ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক সাফল্যলাভের জন্য চেষ্টা করে”—Lenin: *Peasant Question in 1905 Revolution*.

People's Democracy : জন-গণতন্ত্র ; লোকায়ত্ত গণতন্ত্র ।

সমাজের জনগণের জন্য গণতন্ত্র । অনগ্রসর দেশে (উপনিবেশ, অর্ধ-উপনিবেশ ও অল্পদূরত্ব ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে) সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল (সাম্রাজ্যবাদের দালাল) বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীসমূহের প্রভুত্ব লোপ করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজের জনগণের (অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী জনগণ, শোষিত ও নিপীড়িত মধ্যশ্রেণীসমূহ এবং জাতীয় বা প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-তন্ত্র-বিরোধী গণফ্রন্টের (বা ঐক্যবদ্ধ জনগণের) শাসন ও সেই শাসনের মারফত সমাজের সকল ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অধিকার প্রতিষ্ঠা । জন-গণতন্ত্র হইল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী ব্যবস্থা ।

[New Democracy প্রইব্য]

Proletarian Democracy : শ্রমিক-শ্রেণীর গণতন্ত্র ; শ্রমিক-গণতন্ত্র ;

Socialist Democracy : সমাজবাদী বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ।

এই দুইটি কথাই বিষয়বস্তু একই । কারণ, শ্রমিকশ্রেণীই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রই সমাজবাদী গণতন্ত্র । শ্রমিক-গণতন্ত্র বা সমাজবাদী গণতন্ত্র কেবল মাত্র শ্রমিক-রাষ্ট্রেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । আর সোবিয়ৎ রাষ্ট্রই শ্রমিক-রাষ্ট্রের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ । উক্ত দুইটি কথাই সমাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম ।

সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ, অর্থাৎ শ্রমিক, অর্ধ-শ্রমিক, মধ্যবর্তী কৃষক প্রভৃতি যে জনগণকে ধনতান্ত্রিক সমাজে শোষিত ও

সকল রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, তাহারাই শ্রমিক-গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রে (অর্থাৎ সোবিয়ৎ রাষ্ট্রে) প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিয়া থাকে । সমাজতন্ত্রে মুষ্টিমেয় ধনিক ও জমিদারশ্রেণীই কেবল কোন রাজ-নৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না । বিপ্লবে পরাজিত ধনিক ও জমিদারশ্রেণী আবার যাহাতে তাহাদের ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ না পায় তাহার জন্য সমাজ-তন্ত্রে তাহাদের সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয় এবং ক্রমশঃ তাহাদের শ্রেণী-অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করা হয় । সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার কেবল শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রেই অর্থাৎ সমাজতন্ত্রেই সম্ভব । কিন্তু তাহা ধনতন্ত্রে সম্ভব নহে । কারণ, ধনতন্ত্রে মূলধনীশ্রেণী (Capitalist Class) সমাজের সকল উৎপাদন-ব্যবস্থা অধিকার করিয়া এবং তাহাদের নিজ রাষ্ট্রের মারফত শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি বিরোধী শ্রেণীগুলির সকল অধিকার হরণ করিয়া শ্রমিক প্রভৃতি বিরোধী শ্রেণীগুলিকে মজুরি-দাস (Wage-Slave) হিসাবে দমন করিয়া রাখে । যখন শ্রমিকশ্রেণী অত্যাচার শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সহায়তায় বিপ্লবের মারফত ধনিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ও মূলধনীদেব কবল হইতে সকল উৎপাদন-ব্যবস্থা মুক্ত করিয়া সেই উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সমাজের সকল শোষিত মানুষের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, তখনই সেই শোষিত ও নিপীড়িত জনগণ মূলধনীদেব দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বাধীন মানুষে পরিণত হয় ; কেবল তখনই সকল মানুষ সমানভাবে সকল সামাজিক অধিকার ভোগ করিতে পারে এবং সমাজের নীতি-নির্ধারণ ও ক্রিয়া-কলাপে অবাধে ও পূর্ণমাত্রায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে । ইহাই হইল শ্রমিক-গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, এবং সমাজে মানুষের

এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হইল
শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা।

সুতরাং শ্রমিক-গণতন্ত্র (সোবিয়ৎ
গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র) হইল শ্রমজীবী
জনগণের গণতন্ত্র। শ্রমিক-গণতন্ত্র এক
দিকে যেমন সমাজের শ্রমজীবী জনগণের
রাজনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে,
তেমনি অপর দিকে ইহা শোষক শ্রেণীগুলির
সকল অধিকার হরণ ও তাহাদের শ্রেণী-
অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে। এই জন্যই শ্রমিক-
গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের অপর নাম হইল
'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' (Dictator-
ship of the Proletariat)। শ্রমিক-
শ্রেণীর একনায়কত্ব অনির্দিষ্ট কাল চলিবে
না। যখনই ইহার কর্তব্য সুসম্পন্ন হইবে
তখনই ইহার অবসান হইবে, অর্থাৎ শ্রমিক-
রাষ্ট্র লোপ পাইবে। শ্রমিকশ্রেণীর এক-
নায়কত্বের কর্তব্য হইল : (১) মূলধনী,
জমিদার প্রভৃতি শোষকদের শ্রেণী-অস্তিত্ব
নিশ্চিহ্ন করা; (২) সমাজের অর্থশ্রমিক,
কৃষি-শ্রমিক, মধ্যবর্তী কৃষক প্রভৃতি পশ্চাৎ-
পদ শ্রমজীবী জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর
নেতৃত্বে সংগঠিত করিয়া পরিকল্পনামূলক
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের
মারফত ধাপে ধাপে শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট
সমাজ গড়িয়া তোলা। শ্রমিকগণতন্ত্রে
শ্রমজীবী জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে
সমাজতন্ত্র গঠনের সংগ্রামের মধ্য দিয়া
তাহাদের সোবিয়ৎ সংগঠনের মারফত
সাক্ষাৎ ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ
করে। তাহারা নিয় ও ঊর্ধ্ব সোবিয়তে
তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন এবং প্রয়োজন
হইলে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নাকচ করিয়া
অন্য প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভ
করে; তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের
লইয়া গঠিত সোবিয়তের হস্তেই আইন
প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দ্রুত
ধাকে; নির্বাচকগণ ভোট দেয় কারখানার
. শ্রমিক বা কর্মচারী হিসাবে, বাসস্থানের

ভিত্তিতে নহে; জীবিকা-সংস্থানের জন্য
কর্ম প্রাপ্তির অধিকার থাকে নারী-পুরুষ
নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের; নারী-
পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক সমান
কাজের জন্য সমান মজুরি এবং কাজের
পরিমাণ অনুসারে মজুরি লাভের অধিকার
ভোগ করে। এই সকল ব্যবস্থার মারফত
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজের সকল অর্থ-
নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক
ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণের
পূর্ণ সুযোগ ও অধিকার লাভ করে।

সংক্ষেপে ইহাই শ্রমিক-গণতন্ত্র, সমাজ-
তান্ত্রিক গণতন্ত্র, বা সোবিয়ৎ গণতন্ত্রের
বৈশিষ্ট্য, এবং এই বৈশিষ্ট্যই এই গণতন্ত্রের
সহিত বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয়
করে। মানব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম সোবিয়ৎ
গণতন্ত্রই বিভিন্ন যুগের শোষক-
শ্রেণীগুলির দ্বারা সৃষ্ট নারী ও পুরুষের
মধ্যে পার্থক্য, বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য,
বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য ও বিভিন্ন
প্রকার অসাম্য লোপ করিয়া সমাজে পূর্ণ
সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।—১২২৮ খৃষ্টাব্দে
'ভূতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিকের
বর্ত্ত কংগ্রেসে' গৃহীত কর্মপন্থা ইহাতে—।

Democratic Party: গণতন্ত্রীদল;
'ডেমোক্রাটিক পার্টি'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দুইটি
দলের অন্তর্ভুক্ত। অপরটির নাম
'রিপাবলিকান পার্টি' (সাধারণতন্ত্রীদল)।
'ডেমোক্রাটিক পার্টি' প্রথম গঠিত হয়
১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে। তখন 'ফেডারালিস্ট
পার্টি' ছিল ইহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শেবোক্ত পার্টিটি ভাঙিয়া
যায়। ১৮১৭-১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রে 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'ই ছিল
একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি। ১৮২৫
খৃষ্টাব্দে এই পার্টির মধ্যে ত্ত্ব (Tariff)
সম্বন্ধে এক প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দিলে ইহার

একদল সভ্য 'ডেমোক্রেটিক পার্টি' ত্যাগ করিয়া 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে একটি নতুন পার্টি গঠন করে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দাসপ্রথা রহিতের প্রস্তাব লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন 'ডেমোক্রেটিক পার্টি' ছিল দাসপ্রথার সমর্থক। প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত রিপাবলিকান পার্টি 'ডেমোক্রেটিক পার্টি'কে পরাজিত করিয়া দাসপ্রথা রহিত করে। পরে 'ডেমোক্রেটিক পার্টি' উদারনৈতিক মতাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণদিকের রাষ্ট্রগুলিতে 'ডেমোক্রেটিক পার্টি'ই সর্বোচ্চ। বর্তমানে মত ও অমুসৃত নীতির দিক হইতে 'রিপাবলিকান পার্টি' ও 'ডেমোক্রেটিক পার্টি'র মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 'ডেমোক্রেটিক পার্টি'র কয়েকজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপতি) হইলেন : ক্লেভল্যান্ড (প্রথমবার ১৮৮৪ ও দ্বিতীয়বার ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন); উড্রো উইলসন (প্রথমবার ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়বার ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন); ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট (প্রথমবার ১৯৩২, দ্বিতীয়বার ১৯৩৬ ও তৃতীয়বার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন)।

De-Marche : রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদ।

ভাষাগত অর্থে 'ব্যবস্থা অবলম্বন'। প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে, একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অপর একটি রাষ্ট্রের নিকট উহার কোন কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

Determinism : নিয়তিবাদ; নির্ধারণবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক মতবাদটি নিম্নরূপ : মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন নহে, সেই ইচ্ছা বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা অলঙ্ঘনীয়রূপে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

Determinism, Economic : অর্থনৈতিক কার্যকারণবাদ।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা ফল নির্ধারণের মতবাদ। এই মতবাদ অমুসারে,

সকল সামাজিক, দার্শনিক, নৈতিক, ধর্ম-সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য বিষয়ের ক্রমবিকাশ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণ সমূহের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

এক সময়ে একদল পণ্ডিত এই মতবাদটিকে কার্ল মার্ক্স-এর মতবাদ বলিয়া প্রচার করিতেন। মার্ক্সের সহকর্মী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এই প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন : "কেবল বাস্তব সামাজিক জীবনে শেষপর্যন্ত উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের দ্বারা ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়। মার্ক্স বা আমি কেহই ইহার বেশী কিছুই বলি নাই।"—F. Engels : *Socialism : Utopian & Scientific* নামক পুস্তকের ভূমিকা। [Materialist Conception of History দ্রষ্টব্য]

Devaluation : মুদ্রার মূল্যমান হ্রাসকরণ; মুদ্রার দাম বা ক্রয়ক্ষমতা কমান।

কোন দেশের মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্যমূল্য হ্রাস করা এবং তাহার ফলস্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় ঐ দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা। মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্যমূল্য হ্রাস করিবার অর্থ হইল, ঐ মুদ্রা যে পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য ক্রয় করিতে পারে স্বর্ণ বা রৌপ্যের সেই পরিমাণ আইন দ্বারা হ্রাস করা; আর বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় ঐ মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিবার অর্থ হইল, ঐ মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা যে পরিমাণে পাওয়া যাইত সেই পরিমাণ হ্রাস পাওয়া অর্থাৎ মূল্য হ্রাস করিবার পর ঐ মুদ্রা দ্বারা এখন পূর্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। আইন করিয়া এবং স্বর্ণমান (Gold Standard) তুলিয়া দিয়া, অর্থাৎ স্বর্ণের সম্পর্ক হইতে মুদ্রাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইয়া থাকে। এই শেবোক্ত উপায়টি ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে করা হইয়াছিল। যে সকল উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয় তাহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটি উদ্দেশ্য

প্রধান :—(১) বিদেশে পণ্য-রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা—কারণ, মূত্রার মূল্য হ্রাস করা হইলে বৈদেশিক মূত্রায় পণ্যের মূল্য হ্রাস পায়, অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় অল্প পরিমাণ বৈদেশিক মূত্রা দিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা যায় ; সুতরাং বিদেশে পণ্য-রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ; (২) দেশের মধ্যে ব্যবসায় তেজী ভাব (Boom) সৃষ্টি করা—কারণ, মূত্রার মূল্য হ্রাস পাইলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে মূলধনীদের বেশী মুনাফা লাভ হয়। এই দুইটি কারণ ব্যতীত, কোন দেশের গভর্নমেন্ট উহার ঋণের প্রকৃত মূল্য হ্রাস করিবার চেষ্টা ও মূত্রার মূল্যমান হ্রাস করিয়া থাকে।

Diabolism (Devilism) : পিশাচ-পূজা ; পিশাচ-সিদ্ধি।

অসুর, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস ; উহাদের পূজা।

Dialectics : গতি-বিজ্ঞান ; দ্বন্দ্ববাদ ; ‘ডায়লেকটিক্স’।

এই শব্দটি দর্শনশাস্ত্রে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও জার্মান দার্শনিক হেগেলই একটি নূতন বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হিসাবে ইহার উৎকর্ষ সাধন করেন। কিন্তু হেগেল ইহা প্রয়োগ করেন ভাববাদের (Idealism) ক্ষেত্রে। হেগেলের শিষ্য কার্ল মার্কস ‘ডায়লেকটিক্স’-কে ভাববাদের ক্ষেত্রে হইতে মুক্ত করেন এবং বস্তুবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ইহাকে স্বাভাবিক ও ষথার্থ রূপদান করেন। [History of Materialism দ্রষ্টব্য] নিম্নে মার্কসীয় ‘ডায়লেকটিক্স’ আলোচিত হইল :

গতি-বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদ বা ‘ডায়লেকটিক্স’ হইল মার্কসীয় বিশ্লেষণ-পদ্ধতি। মার্কসীয় মতে ইহা হইল, “প্রাকৃতিক জগত ও মানুষের চিন্তার গতি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সাধারণ বিজ্ঞান,”—F. Engels : *Anti-Duhring*। অস্ত্র কথায়, গতি বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদ বা ‘ডায়লেকটিক্স’ হইল,

গতিশীল জগত এবং সাধারণভাবে সকল বস্তু ও সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তনের নিয়মাবলীর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি।

গতি-বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদের মূল নিয়ম তিনটি :—

(১) **Unity and Struggle of Opposites :** দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গতি ও সংগ্রাম।

(২) **Transition of Quantity into Quality :** পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন।

(৩) **Negation of Negation :** অসঙ্গতির অসঙ্গতি।

(১) **Unity and Struggle of Opposites :** দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গতি ও সংগ্রাম।

ইহার অর্থ নিম্নরূপ : প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ব্যাপারের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব এই বস্তু ও প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহজাত, অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে দ্বন্দ্ব সকল সময়েই থাকে, “কারণ উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই আছে একটা ঋণের দিক (Negative Side) ও একটা বৃদ্ধির দিক (Positive Side), একটা অতীত ও একটা ভবিষ্যৎ, একটা মরণশীল দিক (Dying Side) ও একটা বিকাশশীল দিক (Developing Side) ; আর এই সকল বিপরীত শক্তির সংগ্রামই হইল একটা বিকাশদ্বারার ভিতরের বিষয়বস্তু।”—*History of the C. P. S. U. (B)*. [Contradiction শব্দটি দ্রষ্টব্য]। “প্রকৃত অর্থে গতি-বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদ হইল বস্তুসমূহের মূলে অবস্থিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি।”—V. I. Lenin : *Dialectical Materialism*.

মার্কসীয় মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে মূল দ্বন্দ্ব হইল সমাজের উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে, এই সমাজে উৎপাদন

সামাজিক রূপ গ্রহণ করিলেও সেই সামাজিক উৎপাদনের ফল ভোগ করে ব্যক্তি-বিশেষ, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্-এর কথায়, ধনতান্ত্রিক সমাজে “সামাজিক উৎপাদনের ফল ভোগ করে ব্যক্তিগতভাবে মূলধনীর” *Socialism : Utopian and Scientific*। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই দ্বন্দ্ব আত্ম-প্রকাশ করে শ্রেণী-বিরোধের ভিতর দিয়া, যে শ্রেণী-সংগ্রাম (Class-struggle) সমাজের সাক্ষাৎ ও প্রধান চালক-শক্তি সেই শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়া। এই শ্রেণী-সংগ্রামই সমাজ-বিকাশের গতি নির্ধারণ করে। [এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মার্কসীয় মতে, সমাজের সকল দ্বন্দ্বই বিরোধ সৃষ্টি করে না, ধনতান্ত্রিক সমাজে মূল শ্রেণী-গুলির আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বই বিরোধ সৃষ্টি করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মূল শ্রেণী হইল দুইটি—মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী।]

‘দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গতি ও সংগ্রাম’-এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

(ক) পদার্থ বিজ্ঞানে : সকল পদার্থের মূল স্বরূপ প্রত্যেকটি অণুর (Atom) মধ্যে দুইটি বিপরীত শক্তির সঙ্গতি রহিয়াছে ; যেমন ধনাত্মক (Positive) বিদ্যুৎ ও ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎ-এর দ্বন্দ্ব-মূলক সঙ্গতি।

(খ) জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে : জীবদেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় পেশী সমূহের ভাঙা-গড়া—“জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংস, জোড়-বিজোড়...” পাশাপাশি একই সময়ে চলিয়াছে।

(গ) সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে : সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব সামন্তশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে, আর সেই দ্বন্দ্বের পরিণতি বুর্জোয়া-সমাজে ; আবার বুর্জোয়া-সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে, আর সেই দ্বন্দ্বের পরিণতি সমাজতান্ত্রিক সমাজে।

(২) Transition from Quantity into Quality : পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন।

ইহার অর্থ নিম্নরূপ : প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশধারা প্রতিনিয়ত “অতিক্রম ও অদৃশ্য পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে প্রকাশ ও মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ গুণগত পরিবর্তনের মধ্যে প্রবেশ করে ; এই বিকাশধারার মধ্যে পরিমাণের গুণগত পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটে না, সেই গুণগত পরিবর্তন ঘটে একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় লম্ব প্রদানের আকারে অতি দ্রুত ও আকস্মিক ভাবে (সামাজিক ক্ষেত্রে ইহাই ‘বিপ্লব’) ; কিন্তু এই দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তন কার্য-কারণহীন ভাবে ঘটে না, এই পরিবর্তন ঘটে পরিমাণের অদৃশ্য ও ক্রমিক পরিবর্তনের সঞ্চিত শক্তির স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে।”—*History of the C. P. S. U. (B)*

‘পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তনের’, অর্থাৎ একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় লম্ব প্রদানের (“বৈপ্লবিক লম্বের”) একটি দৃষ্টান্ত :—

পদার্থবিজ্ঞানে : “জলের উত্তাপ প্রথমে জলের তরল অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটায় না, কিন্তু জলের উত্তাপ বাড়িতে বাড়িতে বা কমিতে কমিতে এমন একটা মুহূর্ত দেখা দেয় যখন জলের তরল অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে এবং জল প্রথম ক্ষেত্রে (উত্তাপ বাড়িতে বাড়িতে) বাষ্পে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (তাপ কমিতে কমিতে) বরফে পরিণত হয়।”—F. Engels . *Anti-Duhring*.

[বিশেষ জটিল্য : এই দ্বিতীয় নিয়মটির সহিত গতি-বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির সম্পর্ক বিচার করা প্রয়োজন। প্রথম নিয়ম, অর্থাৎ ‘বিপরীত শক্তির সংগ্রাম’ হইল সকল বিকাশ ধারার ও এই দ্বিতীয় নিয়মের মূল বিষয়বস্তু। হুডরাস এই

নিয়মগুলির একটা অন্তর্গত। হইতে বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্কহীন নহে; উপরোক্ত ১নং ও ২নং এবং নিম্নোক্ত ৩নং নিয়ম একত্রে ‘প্রাকৃতিক জগৎ ও মানবের চিন্তাধারার গতির’ বিভিন্ন দিক ফুটাইয়া তোলে।]

(৩) Negation of Negation :
অসঙ্গতির অসঙ্গতি।

প্রাকৃতিক জগৎ ও সমাজের বিকাশধারার মধ্যে বিকাশের যে পর্যায়টি উহার পূর্ব পর্যায়ের স্বপ্নের অবসান ঘটায় এবং নিজেই আবার একটা নতুন স্বপ্নের আকারে দেখা দেয়, আর এইভাবে নিজেই নিজের অসঙ্গতি সৃষ্টি করে, বিকাশের সেই পর্যায়টিকে বলা হয় ‘অসঙ্গতির অসঙ্গতি’।

ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

(ক) প্রকৃতির ক্ষেত্রে : “একটি যবের দানা লইয়া আরম্ভ করিলে দেখা যায় যে, (মাঠে রোপণের পর) যবের দানাটি বিলুপ্ত হয়, উহার স্থলে দেখা দেয় একটি চারা গাছ। এই চারা গাছটি হইল যবের বীজটির অসঙ্গতি। কিন্তু এই চারা গাছটির স্বাভাবিক জীবনের ক্রমিক পরিণতি কি? চারা গাছটি বাড়িতে থাকে, ইহাতে ফুল হয়, সার দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই চারা গাছটিতে আবার শতরূপে যবের দানা ফলে; যবের দানা যখন পাকে তখন সেই চারা গাছটি শুকাইয়া যায়, কারণ এবার চারা গাছটির বিলুপ্তির সময় হইয়াছে। এই নতুন অসঙ্গতির ফল হিসাবে আমরা যবের দানা পাইলাম, সেই দানার সংখ্যা এখন একশতেরও বেশি।”—*F. Engels : Dialectics of Nature*. এই দৃষ্টান্তে চারা গাছ হইল যবের বীজটির অসঙ্গতি, আর বহু দানা হইল এই চারা গাছটির অসঙ্গতি। এইভাবে আমরা পাই ‘অসঙ্গতির অসঙ্গতি’।

(খ) সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে : সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের প্রধান অসঙ্গতি ছিল

বুর্জোয়াশ্রেণী, আবার সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর সমাজের, অর্থাৎ বুর্জোয়া-সমাজের অসঙ্গতি হইল শ্রমিকশ্রেণী।

[বিশেষ দৃষ্টব্য : প্রাকৃতিক জগৎ ও সমাজের স্বত্বমূলক (Dialectical) বিকাশধারা ক্রমশঃ নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে। “বিকাশধারা আগাইয়া চলে বক্র বা পেঁচালো গতিতে, চক্রাকারে নহে”,—অর্থাৎ নিম্ন হইতে উচ্চ এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে। উপরোক্ত দ্বিতীয় অসঙ্গতি, অর্থাৎ ‘অসঙ্গতির অসঙ্গতি’ বিকাশধারার প্রথম স্তরের কতকগুলি মৌলিক দিককেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এই মৌলিক দিকগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়াই ঐ স্তর উচ্চতর স্তরে পরিণত হয়। যেমন যবের দানার ক্ষেত্রে বিকাশধারা আরম্ভ হইয়াছিল একটি-মাত্র যবের দানা দিয়া, তাহার পর অসঙ্গতির অসঙ্গতি হইতে আমরা যবের দানা পাইলাম একটির স্থলে অনেকগুলি এবং যবের দানাগুলি গুণের দিক হইতেও পূর্ণাঙ্গ অনেক উন্নত ধরনের। “এই প্রক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ভিতর দিয়া প্রত্যেকটি নতুন অসঙ্গতির অসঙ্গতি যবের দানার এই গুণ আরও বাড়াইয়া তোলে।”—*F. Engels : Dialectics of Nature*. মার্ক্সীয় মতে, ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট-সমাজ ও অতীতের আদিম কমিউনিস্ট-সমাজ—এই উভয়েরই বৈশিষ্ট্য হইল সম্পত্তির উপর সাধারণের অধিকার, কিন্তু ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট-সমাজে সামাজিক জীবন হইবে আদিম কমিউনিস্ট-সমাজের সামাজিক জীবন অপেক্ষা শত শত, সহস্র সহস্র গুণ উন্নত। কারণ, উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-কৌশল আদিম কমিউনিস্ট-সমাজের পর বহু সামাজিক স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়া ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট-সমাজে বহুগুণ উন্নত হইয়া উঠিবে।]

“একটা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-মূলক অসঙ্গতি বিকাশধারার প্রত্যেকটি স্তরের অগ্রগতির বেগ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন বিপরীত শক্তির সৃষ্টি, তাহাদের সংগ্রাম ও বিলুপ্তি—এই সকলের মধ্যেই (ইতিহাসের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে) কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, বিকাশধারার নতুন পর্যায় দেখা দেয়। কিন্তু সেই পর্যায় হইল বিকাশধারার উচ্চতর স্তরের পর্যায়।”—F. Engels : *Dialectics of Nature*.

Dialectical Materialism :

বস্তুবাদ ; দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদ।

প্রাকৃতিক জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি ; দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও বস্তুবাদী দর্শন—এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত মার্ক্সীয় দর্শন। ইহাই মার্ক্সবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

“এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ‘দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ’ বলিবার কারণ এই যে, প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, সেই প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পর্কে ইহার পরীক্ষা-পদ্ধতি ও ধারণা-সৃষ্টির পদ্ধতি হইল দ্বন্দ্বমূলক, আর প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ও সেই সম্পর্কে ইহার ধারণা হইল বস্তুবাদী।”—*History of the C. P. S. U. (B)*. অত্র কথায়, এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, পরীক্ষা-পদ্ধতি ও শেষ সিদ্ধান্তে পৌছিবার পদ্ধতি দ্বন্দ্বমূলক বলিয়া এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত বস্তুবাদী বলিয়া এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় ‘দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ’। [*Dialectics & Materialism* শব্দ দুইটি দ্রষ্টব্য]

Dictatorship : একনায়কত্ব ; অবাধ প্রভুত্ব।

এই শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হইতে গৃহীত। মূল অর্থ, শাসিত জনসাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে এক বা কয়েক ব্যক্তির অবাধ বা স্বচ্ছ শাসন। প্রাচীন রোম সাধারণ-

তন্ত্রের সময় হইতে এই শব্দটির প্রচলন হয়। তখন জাতীয় বিপদের সময় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রোম-সাধারণতন্ত্রের ‘ডিক্টেটর’ বা একনায়ক নিযুক্ত করা হইত এবং বিপদ কাটিয়া গেলে পুনরায় সাধারণতান্ত্রিক শাসন কার্যকরী হইত।

কিন্তু বর্তমান একনায়কত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। বর্তমান কালে ইহা হইল কোন শ্রেণী বা জনসাধারণের উপর এক বা কয়েক ব্যক্তির অথবা অপর কোন শ্রেণীর অবাধ প্রভুত্ব।

মার্ক্সীয় রাজনৈতিক অর্থে, একটা বা কয়েকটা শ্রেণীর উপর অপর একটা শ্রেণীর জ্বরদন্ত শাসনকেই বলা হয় ‘একনায়কত্ব’। বর্তমান দ্বন্দ্বতান্ত্রিক সমাজে চলিয়াছে সমাজের বেশীর ভাগ জনগণের উপর মূলধনী শ্রেণীর ছদ্মবেশী একনায়কত্ব। ফাসিবাদ (Fascism) হইল বৃহৎ মূলধনীদেব প্রকাশ্য সম্ভ্রাসবাদী একনায়কত্ব। আর শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) হইল শ্রেণী-সংগ্রামে পরাজিত মূলধনী, জমিদার প্রভৃতি শোষক ও শাসকশ্রেণীগুলির উপর বিজয়ী শ্রমিক-শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের (সমাজের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের সহযোগে) প্রকাশ্য একনায়কত্ব—অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। [*Democracy* শব্দ দ্রষ্টব্য]

Dictatorship of the Bourgeoisie : বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব বা প্রভুত্ব ; বুর্জোয়া-একনায়কত্ব। [*Democracy* শব্দ দ্রষ্টব্য]

Dictatorship of the People (or People's Democratic Dictatorship) : জনগণের একনায়কত্ব (অথবা জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব) [*Democracy & New Democracy* দ্রষ্টব্য]।

Dictatorship of the Proletariat : শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ; শ্রমিক-একনায়কত্ব।

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ভিন্ন নাম।

“প্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হইল প্রমিক-শ্রেণীর একক শাসন। এই শাসন নতুন রাষ্ট্রের (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের) সমগ্র শাসন-যন্ত্রটি নিজের হাতে তুলিয়া লয়, বোর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করে, এবং সমগ্র পেতিবোর্জোয়া-সম্প্রদায়, সমগ্র কৃষক (ধনী কৃষকদের বাদে), মধ্যবর্তী শ্রেণী-গুলির নির্যাস ও বুদ্ধিজীবীদের নিরপেক্ষ করিয়া রাখে।”—Lenin: *Tasks of the Third International*.

“মূলধনের প্রভুত্বের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়লাভের জন্ত, প্রমিক-শ্রেণীকে চালক-শক্তিরূপে মানিয়া লইবার শর্তে, প্রমিকশ্রেণী ও প্রমজীবী কৃষকজনগণ—এই দুইয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী-মৈত্রীই হইল প্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।”—J. V. Stalin: *Leninism*.

সোবিয়ৎ ইউনিয়নে বর্তমানে প্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব চলিতেছে।

Differential Rent : প্রভেদমূলক খাজনা। [Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Diplomacy : কূটনীতি; কূটনৈতিক কৌশল।

দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি-মারফত যে সম্পর্ক রক্ষা করা বা আলোচনা চালানো হয়। এই বিশেষ প্রতিনিধিদের ‘রাষ্ট্রদূত’ বা ‘রাষ্ট্র-প্রতিনিধি’ বলা হয় এবং তাহাদের ক্ষমতা অস্থায়ী তাহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়।

Dollar Diplomacy : ডলার কূটনীতি; ডলারের কূটনীতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে এই নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর কালের বৈদেশিক নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল উহার আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের বিস্তার সাধন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত মার্কিন-সরকার ‘আন্তর্জাতিক মৈত্রী’, ‘শিল্প-

বাণিজ্যের পুনর্গঠন’, ‘কমিউনিজম্-এর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা’ প্রভৃতি বিভিন্ন অভ্যুদ্যেতে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে লক্ষ লক্ষ ডলার ঋণ দেয় এবং এই প্রকার ঋণের মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার উন্নত শিল্পের বিপুল পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের জন্ত বিদেশের বাজার একচেটিয়া করিয়া রাখে।

Discount : বাট্টা।

ছত্তি (Bill) প্রভৃতির টাকা নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দেওয়া হইলে যে হারে হ্রদ কাটিয়া রাখা হয়।

Bank-Discount : ব্যাঙ্কের বাট্টা।

ছত্তির (Bill) টাকা নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বে দিবার জন্ত টাকা দিবার তারিখ হইতে উক্ত নির্দিষ্ট দিবস পর্যন্ত সময়ের হ্রদ বাবদ শতকরা হারে যে টাকা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ছত্তির লিখিত টাকা হইতে কাটিয়া রাখা হয়।

Dividend : লভ্যাংশ; ‘ডিভিডেন্ড’।

‘জয়েন্ট স্টক কোম্পানি’র অংশীদারগণের মধ্যে লাভের যে অংশ ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

Division of Labour : শ্রম-বিভাগ; শ্রম-ভাগ।

কোন পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়ার এক একটিতে এক একদল শ্রমিক নিয়োগ করিবার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অল্পস্বারে একটি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত শ্রমিক অপর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে এবং নিজ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

Social Division of Labour : সামাজিক শ্রম-বিভাগ।

সমাজের এক একদল মানুষের দ্বারা সমাজের এক একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হওয়া। যেমন, কৃষকের দ্বারা কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়, শ্রমিক কলকারখানায় পণ্যোৎপাদন করে, কুস্তকার হাঁড়ি-কলসী তৈরি করে, ছুতার কার্টের আসবাবপত্র তৈরি করে, ইত্যাদি।

Division of the World : পৃথিবী-বন্টন ; পৃথিবীর ভাগ-বাটোয়ারা ।

একচেটিয়া মুনাফালাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন পশ্চাৎপদ ও শিল্পে অল্পমত দেশসমূহের বাটোয়ারা । সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে মূলধনীদেব সম্পূর্ণ একচেটিয়া অর্থনৈতিক প্রভুত্বের ফলে যখন নিজ দেশে মূলধন লয় করা বেশী লাভজনক হয় না, তখনই তাহারা অতিরিক্ত মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন পশ্চাৎপদ দেশ দখল বা প্রভাবাধীন করিয়া সেখানে মূলধন নিয়োগ করে, অথবা সেখানে নিজ দেশের পণ্যের একচেটিয়া বাজার তৈরি করে এবং ঐ পশ্চাৎপদ দেশের কাঁচামাল একচেটিয়া করিয়া রাখে । সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রত্যেকের মূলধন ও সামরিক শক্তির পরিমাণ অনুসারেই তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর অংশ ভাগ হইয়া থাকে । এই ভাগ-বাটোয়ারা কখনও বা যুদ্ধ দ্বারা, আবার কখনও বা আগসেই নিষ্পন্ন হয় ।

Doctrinaires : এই নামধারী রাজনৈতিক দল বিশেষ ; পাণ্ডিত্যাভিম্বানী ।

ফরাসীদেশের একটি রাজনৈতিক দল, ইহারা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে স্বৈচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির দাবি লইয়া দীর্ঘকাল আন্দোলন পরিচালনা করে । অল্প অর্থে, পাণ্ডিত্য প্রদর্শন সহকারে আত্মমত প্রকাশক, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘটনার বিশেষ অবস্থা বিচার না করিয়া মূলনীতি প্রয়োগ করিয়া থাকে ।

Doctrine : মত ; আদর্শ ; মতবাদ ।

Doctrine of Monroe (or Monroe Doctrine) : মনরোনীতি ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনরোর ঘোষণা । তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই ঘোষণা করেন :—উত্তর আমেরিকার কোন দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ইউরোপের কোন দেশের হস্তক্ষেপের অধিকার নাই ।

Dogma : যুক্তিহীন বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ; বিশ্বাসের গোঁড়ামি ।

যে সিদ্ধান্ত যুক্তি বা প্রমাণের পরিবর্তে কেবল অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত হয় এবং সেই অন্ধ বিশ্বাসকেই জাঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে ।

Dollar Diplomacy : ডলার কূটনীতি ; ডলারের কূটনীতি ।

[Diplomacy শব্দ দ্রষ্টব্য]

Domicile : স্থায়ী বাসস্থান ।

মূল ল্যাটিন অর্থে, ক্ষুদ্র গৃহ । প্রচলিত অর্থে, যে স্থানে অল্প কোন দেশ হইতে আগত কোন ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান আছে । অল্প দেশ হইতে আগত কোন ব্যক্তির স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার লাভ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার আইন আছে । বৃটিশ আইনে—(১) যদি স্থায়ী বাসস্থান থাকে, অথবা (২) যদি বৃটেনে জন্মগ্রহণ করে, অথবা (৩) যদি ঐ দেশে স্থায়ীভাবে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, অথবা (৪) যদি ঐ দেশের ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ করে, ইত্যাদি । এই আইন এক এক দেশে এক এক রূপ ।

Dominion : স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত উপ-নিবেশ ; ‘ডোমিনিয়ন’ ।

‘বৃটিশ কমনওয়েলথ’-এর অন্তর্ভুক্ত যে সকল রাষ্ট্র স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে তাহাদের ‘ডোমিনিয়ন’ বলা হয় । বর্তমানে ৪টি ‘ডোমিনিয়ন’ আছে, যথা—কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ।

Dualism : দ্বৈতবাদ ।

ফরাসী দার্শনিক রেণে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) দ্বারা প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদ । এই দার্শনিক মত অনুসারে—মন (Mind) ও বস্তু বা বাহ্য জগৎ এই দুইয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে । এই মত ভাববাদ ও বস্তুবাদ এই উভয়েরই বিরোধী ।

Dynamic Theory : শক্তিতত্ত্ব ; গতি-তত্ত্ব ।

জার্মান দার্শনিক ইম্মানুয়েল কান্ট (Emmanuel Kant—1724-1804) কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ— এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির

ক্রিয়ার ফলেই সকল পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে।

Dynamism : শক্তিবাদ ; গতিবাদ।

এই দার্শনিক মত অনুসারে, বিশ্ব মূলতঃ বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে।

E

Eclecticism : সর্বমতসম্বলম্বাদ।

গ্রীক ভাষার মূল অর্থে, বাছিয়া লওয়ার নীতি ; ইহা একটি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক মত। এই দার্শনিক মতের সমর্থকগণ কোন একটি বিশেষ মত গ্রহণ না করিয়া সকল মতের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতেন এবং সেই বিষয়গুলি দ্বারা একটি নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়া সেই অনুসারে জীবন যাপন করিতেন।

Economics : অর্থনীতিবিজ্ঞা ; অর্থনীতি-শাস্ত্র। [Political Economy দ্রষ্টব্য]

'Economic Determinism' : অর্থ-নৈতিক কার্য-কারণবাদ। [Determinism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Economic Penetration : অর্থ-নৈতিক অনুপ্রবেশ।

অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক অপর একটি রাষ্ট্রের (সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের) মধ্যে অর্থ-নৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করা, অর্থাৎ রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক মোড়লি কায়েম করা। এই অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল দেশের মধ্যে নিয়োক্ত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হয় : বিপুল পরিমাণ মূলধন নিয়োগ, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা বা ক্রয়, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ, শক্তিশালী রাষ্ট্রটির ব্যবসায়ীদের দ্বারা স্থাপন ও বিভিন্ন ব্যাকের শাখা প্রতিষ্ঠা, এবং উক্ত রাষ্ট্রের দ্বারা দুর্বল দেশটির বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি।

Economic Structure : অর্থনৈতিক গঠন ; অর্থনৈতিক কাঠামো।

[Structure শব্দ দ্রষ্টব্য]

Economism : অর্থবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রুশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকজন নেতা এই মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ অনুসারে, শ্রমিকশ্রেণীর কেবল আর্থিক দাবির জন্ত সংগ্রাম করা উচিত, আর রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের দায়িত্ব ; শ্রমিকশ্রেণীর কোন স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা নাই এবং রাজ-নৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

স্বভাবতই মার্ক্সবাদীরা এই মতের ঘোরতর বিরোধী। তাঁহারা এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহার প্রচারকদের 'মার্ক্সবাদের শত্রু' বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা এই মতকে 'লেজুডবাদ' (Tailism) নামেও অভিহিত করেন। কারণ, এই মতবাদের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কোন স্বাধীন ভূমিকা থাকে না।

Egoism : অহংবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ নিজের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করে না। [যে সকল মতবাদ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবে প্রেরণা যোগাইয়াছিল ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম, কারণ এই মতবাদ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, উৎপীড়ন ও যথেষ্টাচারের বিরোধিতা করিত।]

Egoistic Hedonism : আত্মস্বভাবাদ।

[Hedonism শব্দ ত্রুট্য]

Elan Vital : প্রাণশক্তি ; জীবনীশক্তি।

ভাববাদী দর্শনের 'পরম আত্মা', 'বিশ্বব্যাপী আত্মা' (Universal Spirit), 'পরম ভাব' (Absolute Idea), প্রভৃতির অপর নাম। [Idealism শব্দ ত্রুট্য]

Elementary Form of Value :

মূল্যের প্রাথমিক রূপ। [Form of Value ত্রুট্য]

Elements : মূল পদার্থসমূহ।

যে সকল পদার্থ দ্বারা বিশ্ব গঠিত হইয়াছে তাহাদিগকে মূল পদার্থ বলা হয়। হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে মূল পদার্থ পাঁচটি : ক্রিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক দর্শন অনুসারে মূল পদার্থ চারিটি : মাটি, বায়ু, জল ও অগ্নি। এই উভয় দার্শনিক মতে, এই সকল মূল পদার্থ হইতেই সব কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে।

Emanation : ক্রমবিকাশ ; বিবর্তন।

প্রাচীন কালের একটি দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে প্রত্যেক বস্তু পরম্পরাক্রমে ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

Embargo : বাণিজ্যসম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা।

এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের বাণিজ্য-জাহাজের বন্দর-ত্যাগ ও বন্দর-প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা। সাধারণতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এইরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

Empiricism : অভিজ্ঞতাবাদ ; প্রয়োগ-বাদ।

এই দার্শনিক মত অনুসারে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ব্যতীত জ্ঞানলাভের অন্য কোন পদ্ধতি স্বীকৃত হয় না।

Empirio-Criticism : ইন্ড্রিয়ানুভূতি-বাদ।

ইন্ড্রিয়ানুভূতি দ্বারা জ্ঞান অনুশীলনের মতবাদ। এই মতবাদের প্রবর্তক হইলেন অস্ট্রিয়ার ভাববাদী দার্শনিক এর্নেস্ট ম্যাক। ম্যাক-এর মতে, কোন বস্তু নয়, "শব্দ, স্বাদ, কাল, চাপ, প্রভৃতিই (অর্থাৎ সাধারণভাবে যাহাকে বলা হয় 'অনুভূতি' তাহাই) হইল বিশ্বের মূল উপাদান।"

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের 'রুশ-বিপ্লব'-এর ব্যর্থতার পর রুশিয়ার 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট' দলের একটি অংশ এই মত গ্রহণ করিয়া মার্কসীয় 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'-এর বিরুদ্ধে ইহাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে লেনিন এই মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহার '*Materialism & Empirio-Criticism*' নামক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। লেনিনের মতে, যে দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি "বস্তু ও বস্তুর প্রতিবিম্বকে মূলতঃ উহাদের আভ্যন্তরিক সম্পর্কের মধ্যে, উহাদের গতিশীল অবস্থার মধ্যে এবং উহাদের সৃষ্টি ও ক্ষয়ের মধ্যে রাখিয়া বিচার করে, সেই দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির তুলনায় এই ইন্ড্রিয়ানুভূতিবাদ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা-পদ্ধতিকে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ইন্ড্রিয়ানুভূতির সংকীর্ণ গতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে। ইন্ড্রিয়ানুভূতিবাদকে বলা যায় 'হাতুড়ে পদ্ধতি', আর এই মতবাদ যতই নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া দাবি করুক, ইহা খুবই সংকীর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট, অর্থাৎ ইহা ভাববাদের অসংখ্য রূপের একটি রূপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।" Lenin : *Materialism & Empirio-Criticism*.

Encyclopaedists : (ফরাসী) বিশ্বকোষ রচয়িতাগণ।

ফরাসীদেশের দিদেরো, দা' লেঁবের্ত, ভল্টেয়ার, হেল্‌ভেতিউস, রুশো প্রভৃতি যে সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণ একত্রে ফরাসী বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদিগকে বলা হয় 'এনসাইক্লোপেডিস্টস'। ১৭৫১

হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহাই পৃথিবীর প্রথম বিশ্ব-কোষ। *Encyclopaedia Britannica* রচিত হয় আরও পরে—১৭৭১ খৃষ্টাব্দে।

উক্ত ফরাসী বিশ্বকোষ-রচয়িতাগণ সকলেই ছিলেন ধর্ম সঙ্কে সন্দেহবাদী ও রাজনীতি সঙ্কে বিপ্লবপন্থী এবং তাঁহাদের এই বৈপ্লবিক মতবাদের দ্বারা তাঁহারা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

English Revolution : ইংলণ্ডের বিপ্লব।

[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Entrepreneur : মূনাফার জন্ত মূলধন নিয়োগকারী ; ‘এন্টারপ্রেনার’।

ফরাসী ভাষার একটি শব্দ। যে ব্যক্তি মূনাকালভের উদ্দেশ্য লইয়া পণ্যোৎপাদনের জন্ত জমি, যন্ত্রপাতি ও শ্রমশক্তিতে তাহার নিজের মূলধন নিয়োগ করে তাহাকেই বলা হয় ‘এন্টারপ্রেনার’।

Epicurism or Epicureanism :

এপিকিউরাস-এর দার্শনিক মত—ভোগ-পরায়ণতাবাদ।

গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস-এর (খৃষ্টপূর্ব ৩৪১—২৭০ অব্দ) দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে, স্বথ মানুষের প্রধান কাম্য, আর দুঃখ পরিহার্য ; দর্শনের প্রধান কাজ হইল মানুষের সর্বাধিক স্বথ লাভের ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় প্রদর্শন করা। এপিকিউরাসের মতে, স্বথ সঙ্কে মানুষের নিভুল ধারণা থাকা চাই, সকল প্রকারের স্বথ ভোগ্য নহে, ব্যক্তিগত (ইচ্ছাগত) স্বথ পরিহার করিয়া পূর্ণ মানসিক শান্তিলাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, আর এই মানসিক শান্তিলাভের জন্ত চাই বিভিন্ন সঙ্কলণ। এপিকিউরাসের কতিপয় শিষ্য এই দার্শনিক মতের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া নানারূপ দুর্নীতিমূলক পাপ-কার্যে নিমগ্ন হইলে এপিকিউরাস তাহাদের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

Epistemology : জ্ঞানশাস্ত্র।

জ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক মত ; বিশ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আহরণের ভিত্তি ও পদ্ধতির চর্চা। অজ্ঞেয়তাবাদীদের (Agnostics) মতে, এই বিশ্ব সঙ্কে সঠিক কিছু জানা যায় না, কিন্তু মার্ক্সীয় দার্শনিক বস্তুবাদ অনুসারে, “এই বিশ্ব ও উহার নিয়মাবলী জানা সম্পূর্ণ সম্ভব ; প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সম্পর্কে আমাদের পরীক্ষা ও লক্ষ্যজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা প্রমাণিত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানের পশ্চাতে রহিয়াছে বাস্তব সত্যের পূর্ণ সমর্থন। এই বিশ্বে এমন কোন বস্তু নাই যাহা জানা যায় না। যে সকল বস্তু সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায় নাই সেই সকল বস্তুর রহস্য আমাদের বিজ্ঞান ও পরীক্ষা দ্বারা একদিন উদ্ঘাটিত হইবেই, এবং তখন উহাদের সম্পর্কে সকল তথ্য জানা যাইবে।”—*History of the C. P. S. U. (B).*

Equalitarianism : সমতাবাদ।

এই মতবাদের মূল কথা নিম্নরূপ :

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজের সকল নাগরিকের মজুরি ও জীবিকা নির্বাহের সাধারণ মান ‘সম্পূর্ণ সমান’ হইবে।

মার্ক্সীয় মত অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অসম্ভব ও ভ্রান্ত ; কেহ বা অজ্ঞতাংশতঃ, আবার কেহ বা দুষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া ইহাকে মার্ক্সবাদসম্মত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে। মার্ক্সবাদ কখনও একথা বলে না যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল লোক সমান সমান পাইবে ; ইহা অসম্ভব—কারণ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ ভাণ্ডারে (উৎপাদনে) কাহারও অবদান হইবে বেশী, আবার কাহারও অবদান হইবে কম এবং যে যতখানি দিবে সে ততখানি পাইবে। মার্ক্সীয় মতে, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন যত বেশী উন্নত

হইবে ততই উৎপাদনের ভিতর নিপুণ শ্রম (Skilled Labour) ও অনিপুণ শ্রমের (Unskilled Labour) পার্থক্য কমিয়া আসিবে, আর তাহার ফলে সমাজের বিভিন্ন নাগরিকের আয়ও সমতার দিকে আগাইয়া যাইবে; কিন্তু উৎপাদনের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটিতে থাকিবে, সমাজ সমাজতাত্ত্বিক স্তর হইতে কমিউনিজ্‌ম্-এর স্তরে প্রবেশ করিবে; তখন বিভিন্ন পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক ধারণাসমূহ,—যেমন মজুরি, আয়, সমতা, প্রভৃতি—সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে; সমাজতন্ত্রের নীতি হইল, সমাজকে যে যতখানি দিবে, সমাজের নিকট হইতে সে ততখানি পাইবে; আর কমিউনিজ্‌ম্-এর নীতি হইল, সমাজকে সকলে সচেতনভাবে তাহাদের শক্তি অনুসারে দিবে এবং সমাজের নিকট হইতে সকলে তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে পাইবে; কমিউনিস্ট-সমাজে ‘আয়’ বলিয়া কোন কথাই থাকিবে না।

Equilibrium : ভারসাম্য; সমন্বয়।

দুইটি শক্তি বা স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ের

Ethics : নীতি-বিজ্ঞান; নীতিশাস্ত্র।

যে দর্শন মানবের চরিত্র ও আচরণের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাহাকে নীতিশাস্ত্র বা নীতি-বিজ্ঞান বলা হয়।

যাহারা নীতিশাস্ত্রকে একটি সুগঠিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সাইপ্রাসের বিখ্যাত দার্শনিক জেনো (Zeno) সর্বাগ্রগণ্য। তাহার নীতিশাস্ত্রের মূল কথা হইল:— একমাত্র শুদ্ধ চরিত্র বা সাধুতাই মঙ্গলময়, অসাধুতাই একমাত্র পাপ, ইহা ব্যতীত আর সকলই তুচ্ছ; কেবল প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা চরিত্র-শুদ্ধি বা সাধুতা সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা লাভ করা সম্ভব এবং জীবনের এক-

মাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত “প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া জীবন যাপন করা”; প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সকল বিষয়ে নির্ভুল ধারণা ও মত গঠন করিতে পারেন—সেই ব্যক্তি দারিদ্র্যের মধ্যেও মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও স্বাধীন অস্তিত্ব ও চিন্তা বজায় রাখিতে পারেন, আর রোগ-জর্জরিত হইয়াও, এমন কি মৃত্যুর সময়েও নিজেকে স্থখী বলিয়া মনে করিতে পারেন।

Ethnic Groups : মানব-পরিবারের মূল শাখাসমূহ; মানব-পরিবারের মৌলিক বা প্রাথমিক বিভাগসমূহ। [Race শব্দ দ্রষ্টব্য]

Ethnology : মানব-পরিবারের মূল শাখা বা বিভাগসম্বন্ধীয় জ্ঞান বা বিজ্ঞান বা শাস্ত্র। [Race শব্দ দ্রষ্টব্য]

Evolution : ক্রমবিকাশ; বিবর্তন; অভিব্যক্তি।

আদিমতম বা সরলতম জীবরূপ (এক কোষ বা ‘সেল’ বিশিষ্ট জীবন অর্থাৎ আমিবা) হইতে যে ধারায় ক্রমশ: উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে বিকাশলাভের মধ্য দিয়া বৃক্ষলতাাদি ও প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকেই বলা হয় ক্রমবিকাশ, বিবর্তন বা অভিব্যক্তি। দেহের বিভিন্ন স্থানের অস্থি ও জীবাশ্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য ও প্রস্তরীভূত কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধীয় গবেষণার মারফত এই প্রকার ক্রমবিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক-মাত্র ক্রমবিকাশতত্ত্বের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার গাছপালা ও প্রাণীদের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব। নিম্নস্তরের গাছপালার সহিত উচ্চস্তরের গাছপালার এবং নিম্নস্তরের প্রাণীদের সহিত উচ্চস্তরের প্রাণীদের তুলনা করিলে উহাদের বাহ্যিক আকৃতির ও দেহের গঠনের ক্রমবিকাশ স্পষ্ট হইয়া উঠে; যেমন, স্তন্যপায়ী জীবের আদিম স্তর

সম্বন্ধে গবেষণা করিলে প্রথমে মৎস্তের সহিত ও পরে সরীসৃপের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। অসম্পূর্ণ হইলেও প্রান্তরীকৃত কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ হইতে আদিম স্তর হইতে জটিলতর জীবনের ক্রমবিকাশের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এই ক্রমবিকাশের গতি উচ্চতর স্তরের দিকে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা পশ্চাৎগতিও হইতে পারে।

Theory of Evolution : ক্রম-বিকাশবাদ ; বিবর্তনবাদ ; অভিব্যক্তিবাদ।

[Darwinism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Exchange : বিনিময়।

মুদ্রার মাধ্যমে দুই পণ্যের বিনিময়, অর্থাৎ মুদ্রার সাহায্যে বাজারে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়।

Exchange Control : মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ।

মুদ্রার বিনিময়-হারের এবং মুদ্রার মূল্যের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রাসম্পত্তি সকল লেন-দেন নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা।

Exchange-Value : বিনিময়-মূল্য।

একটি পণ্যের মূল্যকে যখন অপর একটি পণ্যের মূল্যের সহিত তুলনা করা হয়, অর্থাৎ যখন একটি পণ্যের বিনিময়ে অপর পণ্য কতটি পাওয়া যায়—এই প্রকার একটা হিসাব করা হয়, তখনই আমরা পাই বিনিময়-মূল্য। মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে, বিনিময়-মূল্য হইল মূল্যের বাহিরের রূপ, এবং “ইহাই একমাত্ররূপ যাহার ভিতর দিয়া পণ্যের মূল্য নিজেকে প্রকাশ করিতে, অথবা নিজে প্রকাশিত হইতে পারে।” —Karl Marx : *Value, Price & Profit*.

Exploitation : শোষণ।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির, কোন শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর, অথবা কোন জাতি কর্তৃক অপর জাতির শ্রমফল বা ধনসম্পদ আত্মসাৎ করাকে ‘শোষণ’ বলা

হয়। মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকদের দ্বারা (অর্থাৎ মূলধনীদের দ্বারা) শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্ধৃত্তমূল্য (Surplus-Value) বা উদ্ধৃত্ত শ্রম (Surplus Labour) আত্মসাৎ করার নামই ‘শোষণ’; কারণ উদ্ধৃত্ত মূল্য বা উদ্ধৃত্ত শ্রম মূলধনীরা সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে শ্রমিকেরা। [Value ও Surplus-Value দ্রষ্টব্য]

Export of Capital : মূলধন-রপ্তানি।

ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া অবস্থার অবশুজ্ঞাবী পরিণতিস্বরূপ যে বিরাট পরিমাণ উদ্ধৃত্ত মূলধন একচেটিয়া মূলধনীদের হাতে জমা হয়, সেই উদ্ধৃত্ত মূলধনকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পমত দেশে লগ্নি করাকেই বলা হয় ‘মূলধন-রপ্তানি’। মার্ক্সীয় মতে, যে অবস্থার জন্ম মূলধন রপ্তানির আবশ্যকতা দেখা দেয় সেই অবস্থাটা এই যে, কতকগুলি দেশে ধনতন্ত্র খুবই ‘পাকিয়া’ উঠিয়াছে (অর্থাৎ, বিশেষ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে) বলিয়া উক্ত দেশগুলির একচেটিয়া মূলধনীরা নিজ নিজ দেশে আরও মূলধন লগ্নি করাকে বেশী ‘লাভজনক’ মনে করে না, সুতরাং তাহারা নিজ নিজ দেশের বাহিরে, অর্থাৎ অল্পমত দেশে মূলধন লগ্নির নূতন ক্ষেত্র খুঁজিয়া লয়।

Expropriation : বেদখল করণ ; বঞ্চিত করণ।

কোন সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সেই সম্পত্তির অধিকার হইতে বেদখল বা বঞ্চিত করা ; কোন কিছুর অধিকার কাড়িয়া লওয়া।

Extended Form of Value : মূল্যের বর্ধিত রূপ।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত।

[Form of Value দ্রষ্টব্য]

External Sovereignty : বহির্সার্বভৌমত্ব। [Sovereignty শব্দ দ্রষ্টব্য]

F

Fabian Society : ফেবিয়ান-সঙ্ঘ ; 'ফেবিয়ান সোসাইটি'।

ইংলণ্ডের সংস্কারপন্থী সমাজবাদী দল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সিড্‌নি ওয়েব, জর্জ বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি ইংলণ্ডের একদল উদারপন্থী পণ্ডিতের দ্বারা এই দলটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সেনাপতি ফেবিয়স কুস্টেটের-এর নাম অনুসারে এই দলের নাম রাখা হয় 'ফেবিয়ান-সঙ্ঘ'। সেনাপতি ফেবিয়স কুস্টেটের চূড়ান্ত যুদ্ধ এড়াইয়া যুদ্ধ বিলম্বিত করার রণকৌশলের জ্ঞান বিখ্যাত ছিলেন। 'ফেবিয়ান-সঙ্ঘ'-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক-বিপ্লব বিলম্বিত করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে সংস্কারবাদের পথে পরিচালিত করা। ইহাই হইল উক্ত সেনাপতির নামের সহিত মিল রাখিয়া সঙ্ঘের এই নাম গ্রহণের প্রকৃত তাৎপৰ্য। সঙ্ঘ উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথম হইতেই শ্রমিকশ্রেণীকে মার্ক্স-নির্দেশিত শ্রেণী-সংগ্রামের পথ হইতে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রচার করিতেন যে, সংস্কারের মারফত ধনতান্ত্রিক সমাজকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে। এই সঙ্ঘ মার্ক্সীয় বস্তুবাদের পরিবর্তে ভাববাদকে (Idealism) ইহার দর্শন হিসাবে, মার্ক্সীয় অর্থনীতির পরিবর্তে রিকার্ডো ও বেঙ্হামের অর্থনীতিকে ইহার অর্থনৈতিক আদর্শ হিসাবে, এবং মার্ক্স-নির্দেশিত শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে সংস্কারবাদকে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার উপায় বলিয়া গ্রহণ করে। এই সঙ্ঘ কোন দিন ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করিতে পারে নাই এবং প্রথম হইতেই ইহা মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বর্তমানে ইহা 'ব্রিটিশ লেবার-পার্টি'র অন্তর্ভুক্ত। সিড্‌নি ও বিয়েট্‌স ওয়েব, জর্জ বার্ণার্ড শ. 'জি. ডি.

এইচ. কোল প্রভৃতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবিদের নাম এই সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত।

Fabian Socialism : 'ফেবিয়ান' সমাজবাদ। [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Faction : উপদল।

কোন রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে পার্টিনীতির একটা বা কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে মতভেদের ভিত্তিতে গঠিত কতিপয় ভিন্নমত পোষণকারী পার্টি-সভ্যের একটা ক্ষুদ্র দল। পার্টির মধ্যে উপদলের অস্তিত্ব পার্টির আভ্যন্তরিক একেত্রের সহিত সামঞ্জস্যহীন।

Falangist : ফালান্স্‌ দল।

স্পেন দেশের ফাসিস্ত দলের নাম। এই ফাসিস্ত দল ইতালীর ফাসিস্ত দল ও জার্মানীর নাৎসি দলের 'সমগোত্রীয়'। এই তিনটি দলের কর্মপন্থাও প্রায় একরূপ। স্পেনের 'এন্টনিও প্রাইমো দি রিভেরা' নামক এক ব্যক্তি দ্বারা ইহা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পরে ফাসিস্ত সেনাপতি ফ্রান্সো এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৬-৩৯ খৃষ্টাব্দব্যাপী গৃহযুদ্ধে ফ্রান্সোর নেতৃত্বে এই দলটি ইতালীর ফাসিস্ত ও জার্মানীর নাৎসীদের সামরিক সাহায্যে সাধারণতন্ত্রী দলকে পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত করিয়া স্পেনের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও পূর্ণ ফাসিস্ত শাসনের প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান ফাসিস্ত আইন অনুসারে স্পেনে ফালান্স্‌ দলই একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দল।

Fascism : ফাসিবাদ।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বেনিটো মুসোলিনি কর্তৃক প্রবর্তিত ইতালীর উগ্র জাতিয়তাবাদী আন্দোলন। ইতালীয় ভাষার 'ফাসিও' (Fascio—ইহার অর্থ 'আঁটি') শব্দ হইতে 'ফাসিস্ত' শব্দের উৎপত্তি। এক আঁটি ডাণ্ডা বা শলাকার সহিত একটি কুঠার—ইহাই এই আন্দোলনের প্রতীক চিহ্ন বসিয়া

এই আন্দোলনের নাম ‘ফাসিবাদ’ এবং দলের নাম ‘ফাসিস্ত দল’ হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এক প্রচণ্ড শ্রমিক-অভ্যুত্থান দমন করিয়া মুসোলিনির নেতৃত্বে এই ফাসিস্ত দল ইতালীর রাষ্ট্র-কমতা দখল করে। এই দলের কর্মপন্থা ছিল অতি উগ্র জাতীয়তাবাদী, স্বেচ্ছাচারী, কমিউনিজম্-বিরোধী এবং পার্লামেন্ট ও গণতন্ত্র-বিরোধী। ‘কর্ণোয়েট স্টেট’ বা শ্রেণী-সহযোগিতামূলক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের দ্বারা ফাসিস্তরা শ্রেণী-সংগ্রাম এড়াইবার ও ধর্মঘট প্রভৃতি বে-আইনি করিয়া শ্রমিক-আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে।

কেবল মার্কসবাদীরাই ফাসিবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। মার্কসীয় মতে ফাসিবাদ হইল একচেটিয়া মূলধনীদেবের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল অংশের প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক সামরিক একনায়কত্ব। বুর্জোয়া-শ্রেণী যখন তাহাদের বহুমুখী আভ্যন্তরিক সংকটের ফলে এবং শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক আন্দোলনের মুখে তাহাদের গণতন্ত্রের মুখোমুখি আবৃত একনায়কত্ব আর চালাইতে পারে না, তখনই তাহারা তাহাদের আর্থিক ও অস্ত্রাস্ত্র সংকটের সকল বোঝা সামরিক শক্তির জোরে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের মাথায় চাপাইয়া সেই সংকটের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের গণতন্ত্রের মুখোমুখি ত্যাগ করিয়া ‘ফাসিবাদ’ বা এই ধরনের অস্ত্র কোন নামে প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক সামরিক একনায়কত্ব স্থাপন করে। এই ‘ফাসিবাদ’ই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত; যেমন, ইতালীতে ইহার নাম ছিল ‘ফাসিবাদ’, আর জার্মানীতে ইহার নাম ছিল ‘ন্যাৎসিবাদ’ বা ‘জাতীয় সমাজবাদ’। ইতালীতে ফাসিবাদের নায়ক ছিলেন মুসোলিনি, আর জার্মানীতে ছিলেন হিটলার।

ফাসিবাদের দুইটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
(১) দেশে—ব্যাপকভাবে শ্রমজীবী জন-

গণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিয়া তাহাদের ক্রীতদাসের অবস্থায় পরিণত করা, (২) বিদেশে—পরদেশ লুণ্ঠন ও পরদেশ দখলের যুদ্ধ, আর এই উদ্দেশ্যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র জাতি-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের লইয়া আক্রমণমূলক সামগ্রিক আয়োজন, সকল রকমের নীতি ও আদর্শ বর্জন, পরদেশের স্বাধীনতা হরণ, সামগ্রিক ধ্বংস ও ব্যাপক হত্যা।

[Fifth Column দ্রষ্টব্য]

Fatalism : অদৃষ্টবাদ ; নিয়তিবাদ।

প্রাচ্য জগতের একটি দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক মত অনুসারে, সকল ঘটনাই ভাগ্যনিয়ন্তা বা ভগবান কর্তৃক পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

Federal Government : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি।

এই শাসন-পদ্ধতি অনুসারে, কতিপয় রাষ্ট্র উহাদের আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া মিলিতভাবে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠন করে। এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কতিপয় সাধারণ বিষয় (যেমন, মুদ্রা, যানবাহন, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রভৃতি) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গ্ৰস্ত থাকে। সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র এই শাসন-পদ্ধতি অনুসারে গঠিত।

Federal Reserve System : যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মুদ্রানিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনসম্পন্ন রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সমগ্র দেশের জগ্ম কেন্দ্রীয়-ভাবে মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে সাধারণতঃ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জগ্ম একটি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ (বা সংরক্ষণ) ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই ব্যাঙ্কের মারফত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র মুদ্রার প্রচলন কেন্দ্রীভূত করিয়া শিল্প-ব্যবসায়ের লয়ি, ঋণ, সরবরাহ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই ‘রিজার্ভ ব্যাঙ্কের’ হাতে মুদ্রাসম্পর্কে

প্রভূত ক্ষমতা প্রদত্ত করা হয়, ইহা দেশের সকল ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ, লেন-দেন, লব্ধি প্রভৃতিও তদারক করিতে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে ইহার নির্দেশ পালনে বাধ্য করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতেও এই প্রকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূদ্রা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

Feminism : স্ত্রী (বা নারী) স্বাধীনতাবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীতে নারীদের জন্ম পুরুষের সমান সামাজিক ও আইনগত অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত উদারপন্থীদের একটি আন্দোলন। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের উদারপন্থীদের একটা অংশ সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনে আবদ্ধ নারীদের জন্মও পুরুষের সমান সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ম আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন সমাজের কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীগুলির নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ম পরিচালিত হইত।

Fetishism : অন্ধবিশ্বাস ; অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক মূল্য আরোপ ; 'কেটিসিজম'।

কোন কিছুর উপর যুক্তিহীনভাবে বেশী ভক্তি দেখানো বা অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করা ; একটা কুসংস্কার বিশেষ ; বস্তুর মধ্যে আত্মা বা কোন আধ্যাত্মিক শক্তি আছে— এই ধারণা পোষণ করা।

Fetishism of Commodity : পণ্যের উপর কাল্পনিক গুরুত্ব আরোপ।

এই কথাটি মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ নিম্নরূপ : পণ্যের এমন কতকগুলি সম্পর্ক কল্পনা করা যে-সকল সম্পর্ক আসলে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ; ইহা একটা অন্ধ ধারণা এবং এই অন্ধ ধারণাটা নিম্নরূপ :—পণ্যের মূল্য একটা জিনিষবিশেষ, ইহা একটা স্বাভাবিক ও বাস্তব ব্যাপার। মার্ক্স-এর কথায়, প্রকৃত-পক্ষে পণ্যের মূল্য 'মানুষের ভিতরের একটা

সামাজিক সম্পর্ক' ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। অস্ত্র কথায়, ইহা হ'ল উন্নত পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থায় মানুষের (শ্রমিকের) উপর তাহার নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের প্রভুত্ব। অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ তাহার নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের উপর প্রভুত্ব করে না, তাহার নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যই তাহার উপর প্রভুত্ব করে।

পণ্যের উপর এই প্রকার কাল্পনিক গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক বর্বরযুগের মত। বর্বর-যুগে মানুষের তৈরী গাছপালা, পাথরের টুকরা বা অস্ত্রাদি দ্রব্যের মধ্যে এক একটা যাদুশক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তি আরোপ করা হইত, আর এই ভাবে সেই গাছপালা, পাথর প্রভৃতিকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া পূজা করা হইত; অর্থাৎ ঠিক এই যুগের পণ্যের মতই মানুষের হৃদয় দ্রব্য মানুষের উপর প্রভুত্ব করিত। মার্ক্স-এর কথায়, "বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা দৈহিক সম্পর্ক আছে, কিন্তু পণ্যের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র।.....সে ক্ষেত্রে (পণ্যের ক্ষেত্রে), মানুষের মধ্যে যে একটা বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক আছে সেই বিশেষ সামাজিক সম্পর্কটাই তাহাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা কাল্পনিক সম্পর্কের রূপ ধারণ করে।"—K. Marx : *A Contribution to the Critique of Political Economy*.

Feudalism (or Feudal System) :

সামন্তপ্রথা ; সামন্ততন্ত্র।

ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গের শাসনমূলক সমাজ-ব্যবস্থা, কৃষিই ছিল এই সমাজের ধনসম্পদের একমাত্র উৎস, সমাজের সকল ভূসম্পত্তির মালিক ছিল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারগণ। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপীয়া, অর্থাৎ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত ইহাই ছিল ইউরোপের সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই সামন্তপ্রথা

বিভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করে। সামন্ত-তন্ত্রের শেষ স্তরে, বিশেষ করিয়া পূর্ব-ইউরোপে ভূমিদাসপ্রথা (Serf System) দেখা দেয়, ইহার পূর্বে ছিল দাসপ্রথা (Slave System)। ভূমিদাসপ্রথা দেখা দিবার কারণ হইল পণ্য-বিনিময়ের অগ্রগতি, অর্থাৎ ব্যবসায়ী বর্জ্যের সৃষ্টি। এই ভূমিদাস প্রথার মারফতই সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতবর্গের দ্বারা—জমিদারদের দ্বারা—কৃষকশোষণ চরম আকার ধারণ করে। আধুনিক শিল্প ও উহাদের মালিক বর্জ্যো-শ্রেণীর অভ্যুদয়ের ফলেই ইউরোপের সামন্ত-প্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রথার ধ্বংসাবশেষ এখনও পৃথিবীর বহু দেশে, বিশেষতঃ প্রাচ্যজগতে টিকিয়া রহিয়াছে।

Feudal State : সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র।

[State শব্দ দ্রষ্টব্য]

Fideism : বিশ্বাসবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ বিশ্বাস, অন্তদৃষ্টি (Intuition), অথবা 'সহজাত বুদ্ধি'কে (Instinct) বিজ্ঞানের উপরে স্থান দেয়। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Fifth Column : পঞ্চমবাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ও ঐ মহাযুদ্ধের সময় ফাসিস্ত শাসন-বহির্ভূত কোন দেশে হিটলার, মুসোলিনি ও জাপানী সমর-নায়কদের আজ্ঞাবহ অমুচরদের 'পঞ্চমবাহিনী' নামে অভিহিত করা হইত। ইহারাই ছিল 'ফাসিস্ত-আক্রমণের অগ্রগামী বাহিনী।' পঞ্চমবাহিনীর কর্মপদ্ধতি ছিল ফাসিস্ত-নায়কদের নির্দেশে বিদেশে গুপ্তচর বৃত্তি, জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিবৃদ্ধি, ধ্বংসকার্য, খুন এবং ফাসিস্ত-আক্রমণের সুবিধার জন্ত পথ করিয়া দেওয়া। বিভিন্ন দেশে ফাসিস্তদের পঞ্চমবাহিনীর নায়কদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত হইল নরওয়ের কুইসলিং (Quisling), ফ্রান্সের পেট্রা (Petain) ও লাভাল, বেলজিয়ামের ডেগ্রেলি,

হল্যান্ডের মুন্সট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাদার কাকলিন।

'পঞ্চমবাহিনী' নামটির সৃষ্টি স্পেন হইতে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফাসিস্ত বাহিনী দ্বারা মাদ্রিদ নগরীর অবরোধের সময় ফাসিস্ত-নেতা ফাঙ্কোর চারিটি সৈন্তবাহিনী মাদ্রিদ নগরীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। ফাসিস্তদের সেনাপতি মোলা তখন অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন : "আমরা চারিটি বাহিনী লইয়া মাদ্রিদ আক্রমণ করিয়াছি, আমাদের আর একটি বাহিনী, অর্থাৎ পঞ্চমবাহিনীটি রহিয়াছে মাদ্রিদ নগরীর মধ্যে"। সেনাপতি মোলা মাদ্রিদ নগরীর মধ্যে ছদ্মবেশী ফ্রাঙ্কো-সমর্থক ফাসিস্তদের উদ্দেশ্য করিয়াই ইহা বলিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই সকল দেশে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতাকারী বিশ্বাসঘাতকদের 'পঞ্চমবাহিনী' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

Filibustering : (আইনসভায়) আইন পাসে বাধাদানের কৌশল।

আইনসভায় সরকার পক্ষ কর্তৃক কোন খসড়া প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে উহা যাহাতে শীঘ্র পাস না হয় সেই উদ্দেশ্যে বিরোধীপক্ষ উহার বিভিন্ন সদস্যের দ্বারা পর পর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বাধা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার বিরোধীপক্ষের এই কৌশলকে 'ফিলিবাস্টারিং' বলা হয়।

Finance Capital : মহাজনী মূলধন ; 'ফিনান্স ক্যাপিট্যাল'।

বৃহদাকার ব্যাঙ্কের সহিত বৃহদাকার একচেটিয়া শিল্প-সম্প্রদায়ের পূর্ণ মিলন, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-মূলধন ও শিল্প-মূলধনের মিলন। ব্যাঙ্ক-মূলধনের সহিত একচেটিয়া শিল্প-সম্প্রদায়ের এই মিলনই হইল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদী যুগ হইল 'মহাজনী মূলধনের যুগ।'।

লেনিন উহার *Imperialism—The Highest Stage of Capitalism*

নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ‘মহাজনী মূলধন’ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন : “উৎপাদনের একত্বীকরণ, তাহা হইতে উদ্ভূত একচেটিয়া অবস্থা (Monopoly), ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মিলন—ইহাই হইল মহাজনী মূলধনের ইতিহাস, আর এই ইতিহাসই মহাজনী মূলধনের বিষয় বস্তু।” মহাজনী মূলধনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ইহার সৃষ্টির ফলে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া লেনিন বলিয়াছেন : “একচেটিয়া অবস্থা ও মহাজনী মূলধনের জন্মের ফলে সমগ্র ধন-তান্ত্রিক দুনিয়ার ভাগ্য বৃহত্তম মূলধনীদেব ক্ষুদ্র একটা দলের হাতে গুস্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক-মূলধন ও শিল্প-মূলধনের মিলনের ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে অবস্থায় ব্যাঙ্ক-মালিকরাই শিল্প পরিচালনা করিতেছে, আর বৃহত্তম শিল্পপতিদের রাখা হইয়াছে ব্যাঙ্কের পরিচালক-বোর্ডের মধ্যে। তাহার ফলে প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন ব্যাঙ্ক ও শিল্পের উপর একচেটিয়া প্রভুত্বকারীদের একটা ক্ষুদ্র দলের হস্তে গুস্ত হইয়াছে, আর যাহারা অর্থনৈতিক জীবনের হর্তা কর্তা তাহার সমগ্র দেশেরও হর্তা কর্তা হইয়া বসিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে ধরনের গড্ডনমেন্টই থাকুক না কেন, কার্যতঃ মহাজনী মূলধনের মালিক মুষ্টিমেয় মুকুটহীন রাজাই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া ফেলে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গড্ডনমেন্ট এই মূলধনী দানবদের আজাবহ ভূত্যা ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। তাহার ফলে সকল ধনতান্ত্রিক দেশের গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধান বৃহত্তম মূলধনীদেব একটা ক্ষুদ্র দলের উপরই নির্ভর করে।”

Financial Oligarchy : মুষ্টিমেয় মহাজনী মূলধনপতিদের প্রভুত্ব। [Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

First International : প্রথম আন্তর্জাতিক। [International শব্দ দ্রষ্টব্য]

Five Principles of Co-existence (Panchasheel) : সহঅবস্থানের পঞ্চনীতি বা ‘পঞ্চশীল’। [Co-existence শব্দ দ্রষ্টব্য]

Five Year Plans : পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (সোবিয়ৎ ইউনিয়নের)। [Planned Economy দ্রষ্টব্য]

Five Year Plans of India : ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। [Planned Economy দ্রষ্টব্য]

Fixed Capital : স্থির মূলধন ; অপরিবর্তনশীল মূলধন। [Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Foreign Market : বৈদেশিক বাজার। [Market শব্দ দ্রষ্টব্য]

Formalism : বাহ্যিক নিয়মনিষ্ঠা ; বাহ্যচারাহুষ্ঠান ; আকার বা রীতি প্রাধান্যবাদ।

সাহিত্য রচনা, কলাশিল্প, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রচলিত রীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করিবার, অথবা কোন বিষয়ের বাহ্যিক নিয়ম বা আকার যে কোন প্রকারে অব্যাহত রাখিবার মতবাদ ; বাহ্যিক নিয়ম বা আকারের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক।

Forms of Value : (বিনিময়) মূল্যের বিভিন্ন রূপ। [Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

সমাজে মূল্য সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিবার সময় হইতে এই মূল্য (বিনিময়-মূল্য) বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়-মূল্যের রূপেরও পরিবর্তন হইতে থাকে। কার্ল মার্কসই প্রথম বিভিন্ন বিনিময়-মূল্যের রূপ, অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের ক্রমবিকাশের ধারা খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁহার মতে, বিনিময়-মূল্যের বিভিন্ন রূপগুলি নিম্নরূপ :

(ক) Elementary Form of Value or Simple Form of Value :

(বিনিময়) মূল্যের প্রাথমিক রূপ।

একটি পণ্যের বদলে যে পণ্যটি এখনই পণ্যের মালিকের প্রয়োজন মিটাইতে পারে সেই পণ্যটি গ্রহণ। একটি দৃষ্টান্ত :—একজন লোক বাজারে একখানা কাপড় লইয়া আসিল, সে চায় একটি হাঁড়ি। আর একজন লোক আসিল একটি হাঁড়ি লইয়া, সে চায় একখানা কাপড়। ইহারা ইহাদের পণ্যের বিনিময়ে অল্প কোন পণ্য লইতে রাজি নহে, সুতরাং ইহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ ঘটিলে পরই ইহাদের পণ্যের বিনিময় সম্ভব হয়। ইহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে পর দুইজনের পরস্পরের সহিত নিজ নিজ পণ্য বিনিময় করিয়া ইহারা বাড়ি গেল। পণ্যের এই ধরনের বিনিময়ই হইল বিনিময়-মূল্যের প্রাথমিক রূপ।

কার্ল মার্কস্ মূল্যের এই প্রাথমিক রূপ হইতেই বিনিময়-মূল্যের বিকাশধারা খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া বিনিময়-মূল্যের সর্বশেষ রূপে, অর্থাৎ মুদ্রারূপে পৌঁছিয়াছেন।

(খ) Extended Form of Value :

(বিনিময়) মূল্যের বর্ধিত রূপ।

বিনিময়-মূল্যের প্রাথমিক রূপের দ্বিতীয়, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বর্ধিত পর্যায়। এই পর্যায়ের একটি পণ্যের বদলে বিভিন্ন রকমের পণ্য, অর্থাৎ যে পণ্যের এখনই প্রয়োজন নাই সেই পণ্যও গ্রহণ করা হইতে থাকে। এই পর্যায়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কোন একটা পণ্য ব্যতীত, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে—এই ধরনের পণ্যের সহিতও বিনিময়-ব্যবস্থা দেখা দেয়। •

(গ) General Form of Value :

বিনিময়-মূল্যের সাধারণ রূপ।

বিনিময়-মূল্যের বিকাশের তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ের বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ের জন্ত অল্প একটা পণ্য বা প্রাকৃতিক বস্তু (যেমন কাপড়, কড়ি) মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়।

এই পর্যায়ের এক এক দেশে এক এক সময়ে এক একটি বিশেষ পণ্য বা বস্তু বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ের মাধ্যম (Medium) হিসাবে ব্যবহৃত হইত; যেমন, কোন সময়ে কাপড়, কোন সময়ে কড়ি, কোন সময়ে বাসন ইত্যাদি।

(ঘ) Money Form of Value :

(বিনিময়) মূল্যের মুদ্রারূপ।

দুইটি পণ্যের বিনিময়ের জন্ত আধুনিক কালের সর্বজন-গৃহীত মাধ্যম, যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্য, স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুদ্রা ইত্যাদি। এই স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মুদ্রাও এক একটি পণ্য, কারণ সামাজিক শ্রমের দ্বারাই এই-গুলির উৎপাদন হইয়া থাকে।

Four Freedoms : চতুর্বিধ স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিশ্বের জন-সাধারণের মন হইতে হতাশা দূর করিয়া উৎসাহ সৃষ্টি করিবার জন্ত মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নিম্নোক্ত চতুর্বিধ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন :—

(১) বাক স্বাধীনতা : দল-মত নির্বিশেষে মত প্রকাশের স্বাধীনতা; (২) ধর্মীয় স্বাধীনতা : প্রত্যেকের ইচ্ছামুযায়ী ধর্ম-চরণের স্বাধীনতা; (৩) দারিদ্র্য হইতে মুক্তি : প্রত্যেকের কর্ম সংস্থানের নিশ্চয়তা; (৪) ভয় হইতে মুক্তি : রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার নিশ্চয়তা দান।

Fourierism : ফুরিয়েবাদ।

ফরাসী দার্শনিক ও কাল্পনিক সমাজবাদী (Utopian Socialist) চার্লস্ ফ্রান্সুয় ফুরিয়ে-এর মতবাদ। ফুরিয়ে-এর মতবাদ হইল :—বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ-হীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। তিনি সমাজের কেবল উৎপাদন ও বন্টনই নহে, এমন কি জনসাধারণের গার্হস্থ্য জীবন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিবার কথা প্রচার করিতেন। তাঁহার মতবাদ অনেকটা ইংলণ্ডের কাল্পনিক

সমাজবাদী রবার্ট ওয়েন-এর মতবাদের
অনুরূপ। [Owenism ও Utopian
Socialism দ্রষ্টব্য]

মার্কসীয় মতে, “ফ্রিয়েবাদ.....বিশ্ব-
শ্রেমিক বর্জ্যাদের একটা অংশের
সামাজিক চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।”

—F. Engels : *Feuerbach*.

Fourteen Points : চৌদ্দফা শর্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো
উইলসন কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৯১৪-১৮
খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের শান্তি-চুক্তির
চৌদ্দফা শর্ত। রাষ্ট্রপতি উইলসন
১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী এক বক্তৃতায়
এই সকল শর্ত ঘোষণা করেন। এই
চৌদ্দফা শর্ত নিম্নরূপ : (১) গোপন
আন্তর্জাতিক আলোচনা পরিহার করিয়া
প্রকাশ্য আলোচনার মারফত শান্তিচুক্তি ;
(২) সমুদ্রে সকল দেশের জাহাজ চলাচলের
অবাধ অধিকার ; (৩) সম্ভবমত সকল
প্রকার আর্থিক বাধানিষেধ দূরীকরণ ;
(৪) কোন রাষ্ট্রই উহার আভ্যন্তরিক
নিরাপত্তার পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা
অপেক্ষা অধিক অস্ত্রশস্ত্র রাখিবে না—
এইরূপ নিশ্চয়তা দান ; (৫) নিরপেক্ষ-
ভাবে সকল দেশের ঔপনিবেশিক দাবির
সামঞ্জস্য বিধান ; (৬) রুশিয়ার সকল
অঞ্চল হইতে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর
অপসারণ এবং রুশিয়াকে স্বাধীনভাবে
উহার রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করিতে
দেওয়া ; (৭) বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর
বেলজিয়াম ত্যাগ ও বেলজিয়ামকে
স্বাধীনতা দান ; (৮) ফরাসীদেশের অধিকৃত
অঞ্চলের মুক্তি সাধন এবং উহার হস্তে
এ্যালসেস-লোরেন প্রত্যর্পণ ; (৯) ইতালীর
সীমান্ত-অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার
স্বীকৃতির ভিত্তিতে ইতালীর সীমান্তের
পুনর্বিভাগ ; (১০) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর জন-
সাধারণ যাহাতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা
করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের অবাধ

স্বযোগ দান ; (১১) রুমানিয়া, সার্বিয়া
ও মন্টিনিগ্রো হইতে বৈদেশিক সৈন্য
অপসারণ, সার্বিয়ার জন্য সমুদ্র-পথের ব্যবস্থা,
পারম্পরিক আত্মগত্যা ও জাতীয় স্বাধীনতার
ঐতিহ্য অনুসারে মিত্রস্ফলভ মনোভাবের
দ্বারা বলকান রাষ্ট্রসমূহের পারম্পরিক
সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা এবং সেই সম্বন্ধে
আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা দান ; (১২) তুরস্কের
দ্বারা অধিকৃত বৈদেশিক অঞ্চলসমূহের
স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এবং
দার্দেনেল্‌স্ প্রণালীর মধ্য দিয়া সকল দেশের
জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা ;
(১৩) সকল পোলিশ জনগণ-অধ্যুষিত
অঞ্চলসহ পোলাণ্ডের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র
স্থাপন এবং উহার জন্য অবাধ সমুদ্রপথের
ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা উহার
নিশ্চয়তা বিধান ; (১৪) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-
সমূহের পারম্পরিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তার
ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা।

এই সকল শর্তের মধ্যে ১নং (গোপন
কূটনীতি সম্বন্ধীয়), ৩নং, ৪নং, ৫নং এবং
৯নং শর্ত কখনও কার্যে পরিণত করা হয়
নাই, কিন্তু বাকি সকল শর্ত নীচ বা বিলম্বে
কার্যে পরিণত হইয়াছে। ৬নং শর্তটি
নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইলেও ইংলণ্ড,
ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি
দশটি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
রুশিয়ার গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।
প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রস্তাব (১৪নং)
অনুসারেই সুইজারল্যান্ডের জেনিভা শহরে
কেন্দ্র করিয়া প্রথম জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত
হইয়াছিল।

Free Port (or Free Harbour) :

খোলা বা অবাধ বন্দর (অথবা পোতাশ্রয়)।
কোন দেশের যে বন্দর বা পোতাশ্রয়
বিনা বাধায় বা বিনা শুল্কে অপর কোন
রাষ্ট্র দ্বারা ব্যবহৃত হইতে পারে, অর্থাৎ
অপর রাষ্ট্রের জাহাজ ঐ বন্দরে মাল
নামাইতে ও উঠাইতে পারে এবং ঐ বন্দর

হইতে মাল লইয়া অন্তঃ্র বাইতে পারে সেই বন্দর বা পোতাশ্রয়কে ‘খোলা’ বা ‘অবাধ বন্দর’ (অথবা পোতাশ্রয়) বলা হয়।

Free Trade : অবাধ বাণিজ্য।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনা বাধায় ও বিনা শুকে যে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালান হয় তাহাকে ‘অবাধ বাণিজ্য’ বলা হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই ‘অবাধ বাণিজ্য-নীতি’র উৎপত্তি হয়। তখন পর্যন্ত ইউরোপের সকল দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতি প্রচলিত ছিল। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতি অনুসারে সকল ব্যবসায় দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাখা ও সকল দ্রব্য দেশের মধ্যেই তৈরি করা হইত। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতির বিরুদ্ধেই দেখা দেয় ‘অবাধ বাণিজ্যের নীতি’। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা বিশেষ উন্নতি লাভ করে সেই সকল দেশ হইতেই অবাধ বাণিজ্যের নীতি প্রচারিত হয়, কারণ ঐ সকল দেশে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ পণ্য তখন অন্তঃ্র দেশে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন হইতেই অবাধ বাণিজ্যনীতির উদ্ভব হয় এবং ইংলণ্ড এই অবাধ বাণিজ্য-নীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র এই অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি বহু দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। কিন্তু অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ইংলণ্ডের উন্নত কলকারখানার পণ্যের সহিত অসমান প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাওয়ায় দুর্বল দেশগুলির শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশ বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চহারে শুক (Tariff) বসাইয়া নিজ নিজ দেশের শিল্পোন্নয়ন অব্যাহত রাখিবার প্রয়াস পায়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের

পর হইতে প্রায় সকল দেশ উচ্চহারে শুক বসাইয়া নিজ নিজ শিল্পকে অসমান প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছে।

Free Will : স্বাধীন ইচ্ছা ; অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা ; ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য।

মানুষের ক্রিয়াকলাপ কেবল তাহার নিজের ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, বাহিরের কোন শক্তি দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় না—এইরূপ ধারণা। দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম এই উভয় ক্ষেত্রেই এই ধারণা প্রচলিত। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দার্শনিকদের মধ্যে এক দলের বিশ্বাস যে, মানুষের কোন ইচ্ছাই স্বাধীন বা অনিয়ন্ত্রিত নহে, তাহা পূর্বকৃত কোন কার্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়, সুতরাং তাহা শেষ পর্যন্ত বিশ্বনিয়ন্ত্রারই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দার্শনিক ধারণা ভাববাদের (Idealism) অন্তর্ভুক্ত। যে সকল দার্শনিক এই রূপ মত পোষণ করেন তাঁহাদের বলা হয় ‘নির্ধারণবাদী’ (Determinist)।

ধর্মের ক্ষেত্রে এই ধারণার সর্বাপেক্ষা বেশী বিরোধী ছিলেন জন ক্যালভিন (John Calvin), আর সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ছিলেন আর্মিনিয়াস (Arminius) এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত খৃষ্টানগণ, বিশেষতঃ প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানগণ এই দুই পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে ধর্মের ক্ষেত্রে এই মতভেদ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

French Revolution : ফরাসী বিপ্লব।

[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Front : সক্রিয় সহযোগিতা ; কার্যক্ষেত্রে ঐক্য ; মহড়া ; ‘ফ্রন্ট’।

রাজনৈতিক অর্থে, কোন বিশেষ শক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে একাধিক শক্তির মিলন বা ঐক্য।

National (United) Front : জাতীয় (যুক্ত) মহড়া ; জাতীয় (যুক্ত) ‘ফ্রন্ট’।

কোন পরাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে উক্ত পরাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টির সাময়িক মিলন। বিদেশী শত্রু দ্বারা কোন স্বাধীন দেশ আক্রান্ত হইলে, অথবা আক্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কা দেখা দিলে ঐ স্বাধীন দেশেরও বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টি ঐক্যবদ্ধ হইয়া 'জাতীয় যুক্তফ্রন্ট' গঠন করিতে পারে। এই যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ শর্ত হইল বিভিন্ন পার্টি ও শ্রেণীর পরস্পরের কাজের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার।

People's Front : গণ-ফ্রন্ট ; জনগণের মহড়া ; জনগণের মিলিত শক্তি।

কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্ম-পন্থা ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী, চাষী, সরকারী কর্মচারী, ছোট ব্যবসায়ী, সাধারণ বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিপীড়িত জনসাধারণের মিলন। এই ধরনের গণফ্রন্টের মূল ভিত্তি হইল শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট।

Popular Front : গণফ্রন্ট ; 'পপুলার ফ্রন্ট'।

ফাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট এবং অস্বাভাবিক গণতান্ত্রিক দলের ঐক্য বা 'ফ্রন্ট'। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ফাসিবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে বাধা দানের উদ্দেশ্যে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' (Communist International) কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে এই 'ফ্রন্ট' গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ অনুসারে ইউরোপের প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্টগণ এই 'ফ্রন্ট' গঠনের চেষ্টা করেন। প্রত্যেক দেশে সক্রিয়-ভাবে ফাসিবাদের অগ্রগতিতে বাধা দান এবং কেবল কয়েকটি মৌলিক গণতান্ত্রিক সংস্কারমূলক কাজই ছিল এই গণফ্রন্ট বা

'পপুলার ফ্রন্ট'-এর কর্মসূচীর প্রধান বিষয়। তৎকালীন অবস্থায় ফাসিবাদকে বাধা দেওয়াই প্রধান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্তব্য ছিল বলিয়া ব্যাপক ঐক্য বা 'ফ্রন্ট' গঠনের উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসটিকে এই প্রস্তাবে বাদ দেওয়া হইত। ফাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়া ফরাসী দেশে ও স্পেনে 'পপুলার ফ্রন্ট' গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু 'পপুলার ফ্রন্ট'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের আভ্যন্তরিক বিরোধ এবং বাহির হইতে সাম্রাজ্যবাদী এবং ফাসিস্ট শক্তিগুলির চাপ ও বড়দলের ফলে উভয় দেশেই 'পপুলার ফ্রন্ট' পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। স্পেন দেশে হিটলার-মুসোলিনির সামরিক সাহায্যে ফাসিস্টপন্থী সেনাপতি ফ্রান্সো 'পপুলার ফ্রন্ট' গভর্ন-মেন্টের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং উক্ত গভর্নমেন্টকে পরাজিত করিয়া ফাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

United Front : সংযুক্ত বা ঐক্যবদ্ধ মহড়া বা 'ফ্রন্ট'।

কোন সমস্যার উপর একটা নির্দিষ্ট কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সহিত বিভিন্ন সংস্কারপন্থী পার্টি এবং কমিউনিস্ট প্রভাব-বহির্ভূত শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের কাজের ঐক্য।

Proletarian United Front : শ্রমিক ও শ্রমজীবী (বা মেহনতী) জনগণের সংযুক্ত ফ্রন্ট (বা মহড়া)।

মার্ক্সীয় কর্মপদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে, সকল প্রকার সংযুক্ত (বা ঐক্যবদ্ধ) ফ্রন্টের (বা মহড়ার) ভিত্তি হইল শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের সংযুক্ত ফ্রন্ট। বিভিন্ন সংস্কারপন্থী পার্টির সহিত কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন করিবার প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য হইল ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। "এই উদ্দেশ্যে বাহা সকলের প্রথমই অবশ্য কর্তব্য, যে কাজটি দ্বারা প্রথম আরম্ভ

করিতে হইবে সেই কাজটি হইল ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক 'ফ্রন্ট' গঠন—প্রত্যেকটি কারখানার, প্রত্যেকটি জিলার, প্রত্যেকটি অঞ্চলের, প্রত্যেকটি দেশের, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা।”—G. Dimitroff : *United Front*.

Futurism : ব্যঙ্গনাবাদ।

কলাশিল্প বা চাক্ষুশিল্পের এক বিশেষ পদ্ধতি ; এই পদ্ধতি অমুসারে অঙ্কিত চিত্রে বিভিন্ন ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়।

পূর্বে শিল্পীরা যে সকল চিত্র অঙ্কন করিতেন তাহা হইত কোন দৃশ্য বা মানুষের ভাব-ব্যঙ্গনাহীন নকল মাত্র। সেই সকল চিত্রে শিল্পীরা তাহাদের নিজেদের মনের ভাব অথবা যে ব্যক্তির চিত্র অঙ্কন করা হইত সেই ব্যক্তির মনের ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন না। ইহাই ছিল তৎকালীন প্রচলিত রীতি। কিন্তু ইহার ফলে সেই

সকল চিত্র হইত নিষ্প্রাণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইতালীতে বিখ্যাত কবি এফ.টি. মারিনেন্তির প্রভাবে বালা (Balla), বোকিওনি (Boccioni), কারা (Carra), রসোলো (Rossolo), সেভেরিনা (Severina) প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীগণ এই প্রচলিত শিল্প-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উপরোক্ত ব্যঙ্গনামূলক নূতন পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কন আরম্ভ করেন। এই শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা কোন ব্যক্তির চিত্র বাহাই অঙ্কন করিতেন তাহাতেই তাঁহারা নূতন নূতন ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন। ইহার ফলে অঙ্কিত চিত্রাবলী সজীবতা ও নূতন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইত। এই পদ্ধতি ক্রমশঃ ইউরোপের সর্বত্র সমাদৃত হইতে থাকে এবং ১৯১১ সালে প্যারী নগরীতে ও ১৯১২ সালে লণ্ডন নগরীতে এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের দুইটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়।

G

Gandhism : গান্ধীবাদ।

বিভিন্ন বিষয়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) মতই 'গান্ধীবাদ' নামে খ্যাত। ইহা রাজনীতি ও সমাজনীতির সহিত ধর্মের সংমিশ্রণে গঠিত। মহাত্মা গান্ধীর সকল চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হইল অহিংসা ও নৈতিক শক্তি। এই দুইয়ের ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে, অহিংসা নিছক একটা কর্ম-কৌশল নহে, ইহা মানব-জীবনের মূল নীতি বা ভিত্তি স্বরূপ এবং ইহা মানবের 'জীবনী শক্তির মূল উৎস স্বরূপ', ইহা মানব-জীবনের 'সর্বকালের শাস্ত, অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি'। তিনি এই অহিংসা ও নৈতিক শক্তিকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ইতিহাসে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন

করেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইহা বৈদেশিক শাসক-শক্তির সহিত শাস্তিপূর্ণ অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আইন অমান্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর এই অসহযোগ ও সত্যগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বারম্বার (১৯২১, ১৯৩০-৩৪ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও তিনি এই সংগ্রাম-পদ্ধতি দ্বারা ভারতের কোটি কোটি মানুষকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সংগ্রাম-পদ্ধতির ব্যর্থতার অবশ্রুজবাবী ফল হিসাবে মহাত্মা গান্ধীকে বারম্বার সংগ্রাম প্রত্যাহার ও বৈদেশিক শাসক-শক্তির সহিত আপস করিতে হইলেও তিনি এই সংগ্রাম-পদ্ধতি ত্যাগ করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই অসহযোগ ও আইন-অমান্য বা সত্যগ্রহের পদ্ধতি

কৃষিয়ার কাউন্ট লিও টলস্টয়-এর (১৮২৮-১৯১০) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। টলস্টয় ছিলেন নৈরাষ্ট্রবাদী (Anarchist)। কিন্তু টলস্টয় ইহা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে, আর মহাত্মা গান্ধী ইহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন বৈদেশিক অধিকারের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে।

[এই প্রসঙ্গে টলস্টয়ের মতবাদ উল্লেখযোগ্য : টলস্টয়ের মতবাদকে ‘ধর্মীয় নৈরাষ্ট্রবাদ’ (Religious Anarchism) আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ, তিনি খৃষ্টধর্মের ভিত্তিতে নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্র ও উহার আইনকাবুলনের সহিত খৃষ্টধর্মের কোন সামঞ্জস্য নাই, আইনের শাসনের পরিবর্তে চাই প্রেমের শাসন; রাষ্ট্র যতদিন থাকিবে ততদিন উহার নিষ্ঠুর শাসনও অব্যাহত থাকিবে, স্বতরাং রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতেই হইবে; সেই উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রের সহিত অসহযোগ চালাইতে হইবে; প্রত্যেকের কর্তব্য হইবে রাষ্ট্রের সামরিক চাকরি গ্রহণ না করা, কর বন্ধ করা, আইন-আদালত অগ্রাহ্য করা, তাহা হইলেই রাষ্ট্র অচল হইয়া পড়িবে।] মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে টলস্টয়ের এই পদ্ধতিই প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সমাজগঠনের ক্ষেত্রেও মহাত্মা গান্ধী নৈরাষ্ট্রবাদকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপের উগ্র নৈরাষ্ট্রবাদের সহিত মহাত্মা গান্ধীর নৈরাষ্ট্রবাদের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি ইউরোপের উগ্র নৈরাষ্ট্রবাদের পরিবর্তে টলস্টয়ের ‘ধর্মীয় নৈরাষ্ট্রবাদ’-এর ভিত্তিতেই তাঁহার নূতন সমাজ-ব্যবস্থা কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই নূতন সমাজ গঠনের কল্পনা বিভিন্ন সময়ে ‘হরিজন’ (The Harijan) পত্রিকার মাধ্যমে ব্যক্ত

করিয়াছিলেন। ‘হরিজন’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই সকল প্রবন্ধ হইতে সমাজ, গণতন্ত্র ও সমাজে ব্যক্তির স্থান সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চলে।

সমাজ ও ব্যক্তি : মহাত্মা গান্ধীর মতে, শ্রেণীহীন সমাজই আদর্শ সমাজ। এই শ্রেণীহীন সমাজে ব্যক্তিদের সচেতন ও স্বৈচ্ছাকৃত সম্মতি দ্বারাই ইহার ঐক্য ও সামাজিক বন্ধন রচিত হইবে। কিন্তু এই প্রকার সমাজ-গঠন এখনই সম্ভব নহে বলিয়া আপাততঃ সকল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক গ্রাম্য সত্যগ্রহী সমাজের চুক্তিবদ্ধ সম্মত প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রকার চুক্তিবদ্ধ সম্মত সম্পূর্ণ অহিংস হইতে পারে না, কারণ ইহাও এক প্রকারের রাষ্ট্র, এবং রাষ্ট্র থাকিলেই উহার বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা (সৈন্য, পুলিশ, প্রভৃতি) এবং সেই ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রদ্বন্দ্ব দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই নূতন রাষ্ট্র প্রধানতঃ অহিংসই হইবে। “অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত সমাজ কেবল বহু গ্রাম্য সমাজ-সম্মতের একত্র মিলনের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বৈচ্ছামূলক সহযোগিতাই হইবে সেই মিলিত সমাজের সম্মানে ও শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের ভিত্তি।”—*The Harijan*, 13th Jan., 1940। প্রত্যেকটি গ্রাম হইবে এক একটি সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন সাধারণতন্ত্র বা ‘পঞ্চায়েৎ’। ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে এবং ইহার সকল কার্য নিজে করিতে পারিবে, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতেও সক্ষম হইবে। ইহা যাহাতে বহির্জগতের যেকোন আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হইলে ইহার জন্ত ধ্বংস বরণ করিতেও পারে সেই ভাবে ইহাকে শিক্ষা দিতে ও প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে গ্রামই হইবে সমাজের সর্বনিম্ন সংগঠন। অবশ্য একথা দ্বারা ইহা বুঝা যায় না যে,

পার্বর্তী কোন সাধারণতন্ত্র বা ‘পঞ্চায়েৎ’ এবং বহির্জগতের উপর এই গ্রাম কোন বিষয়ে নির্ভর করিবে না, কিংবা উহাদের স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্য গ্রহণ করিবে না। স্বভাবতই ইহা হইবে এক বিশেষ উন্নত স্তরের সমাজ, এবং এই সমাজের প্রত্যেকটি নরনারী হইবে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, আর সে এ সম্পর্কেও সচেতন থাকিবে যে, এখানে কেহ এমন কোন দ্রব্য লাভ করিতে চাহিবে না যে দ্রব্য অল্প সকলে সম পরিমাণ শ্রম ব্যতীত লাভ করিতে পারে না। পিরামিডের চূড়া যেমন উহার নিম্নাংশের উপর দাঁড়াইয়া থাকে, অসংখ্য গ্রাম লইয়া গঠিত এই সমাজ সেইরূপ হইবে না। এই সমাজ হইবে একটা সমুদ্র-বলয়ের মত, যাহার কেন্দ্র হইবে ব্যক্তি, এবং ব্যক্তি তাহার গ্রামের জন্ত ও গ্রাম গ্রাম-সমাজের জন্ত আত্মবলি দিতে প্রস্তুত থাকিবে, আর অবশেষে এইভাবে সকলের (ব্যক্তি-গ্রাম-গ্রামসমাজের) সমন্বয়ে স্বাধীন ব্যক্তিসমষ্টির এক ও অখণ্ড জীবন গড়িয়া উঠিবে। এই সমাজের প্রান্তীয় গ্রাম-সমাজসমূহ কখনও ভিতর দিকের সমাজ-সমূহকে ধ্বংস করিবার জন্ত শক্তি সঞ্চয় করিবে না, বরং উহাদিগকে শক্তি যোগাইবে এবং উহাদের নিকট হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবে।”—*The Harijan*, 28th July, 1946.

গণতন্ত্র ও অহিংসা : মহাত্মা গান্ধীর মতে, অহিংসাই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি। তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন, “অবিকৃত অহিংসার শাসন” এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে, “যত দিন পর্যন্ত অহিংসাকে একটা ‘জীবন্ত শক্তি’ বলিয়া স্বীকার করা না হইবে, যতদিন পর্যন্ত অহিংসাকে একটা মামূলি কর্মকৌশল হিসাবে গণ্য না করিয়া উহাকে একটা ‘অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি’ বলিয়া গ্রহণ করা না হইবে, ততদিন গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা একটা বহু দূরের

স্বপ্ন হইয়া থাকিবে। কারণ, প্রকৃত গণতন্ত্র সকলের জন্তই সমান সুযোগ-সুবিধা আনিয়া দেয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশী ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ যদি অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের মনোভাব পোষণ করে, তাহা হইলে অপরের পক্ষে সেই সুবিধা-সুযোগ ভোগ করিতে পারা অসম্ভব। ক্ষমতা বা প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষাই হিংসার উৎস।” “বর্তমান কালে অসাধুতা ও ভণ্ডামি বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাই গণতন্ত্রের অবশুস্বাবী ফল নহে। লোক-সংখ্যার আধিক্যও গণতন্ত্রের প্রকৃত পরিচয় নহে। লোকসংখ্যা অল্প হইলেও তাহার। যদি গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে সেই অল্প লোকসংখ্যা দ্বারাও প্রকৃত গণতন্ত্র চলিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বল প্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গণ-তন্ত্রের মনোভাব কখনও বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া যায় না, ইহা ভিতর হইতেই দেখা দেয়।”—*The Harijan*, 26th Aug., 1934।

রাষ্ট্র ও অহিংসা : “কোন সরকার (Government) কখনও সম্পূর্ণ অহিংস হইতে পারে না, কারণ ইহাকে সমাজের সকল লোকের প্রতিনিধিত্ব করিতে হয়।” কিন্তু মহাত্মা গান্ধী মনে করিতেন যে, সমাজের সকল লোক যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে অহিংসা প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টা করে তাহা হইলে ইহা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন সরকারই সম্পূর্ণ অহিংস হইতে না পারিলেও “যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সেই সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ।” তাহার মতে, স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হইল, “সরকার স্বদেশীয়ই হউক, কিংবা বিদেশীয়ই হউক, সেই সরকারের কর্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্ত অব্যাহত প্রচেষ্টা।”

General Crisis of Capitalism : ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কট। [Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য]

General Form of Value : মূল্যের (বা বিনিময়-মূল্যের) সাধারণ রূপ। [Form of Value দ্রষ্টব্য]

Genesis of Capital : মূলধনের জন্ম বা উদ্ভব। [Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Geneva Convention : জেনেভা-চুক্তি। যুদ্ধ-বন্দীদের সম্পর্কে প্রথম জেনেভা-চুক্তি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের প্রধান শক্তিসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি—ইহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও পীড়িত সৈন্যদের প্রতি সন্মতি ব্যবহার করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

Genocide Convention : ব্যাপক নরহত্যা-সম্বন্ধীয় চুক্তি।

‘জেনোসাইড’ কথাটি কোন ইংরেজী অভিধানে নাই। পোলাণ্ডের অধ্যাপক আর. লামকিন (Prof. R. Lamkin) কোন জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত কারণে পরিকল্পিত ব্যাপক নরহত্যা বুঝাইবার জন্য এই শব্দটি তৈরি করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই সম্বন্ধীয় চুক্তি জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) সদস্য-দেশসমূহের প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এই প্রকার নরহত্যায় বাধ্য দিবে এবং হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করিবে—ইহাই হইল এই চুক্তির প্রধান বিষয়বস্তু।

Gentleman's Agreement : ভদ্র-লোকের চুক্তি।

যথারীতি স্বাক্ষরিত চুক্তির পরিবর্তে কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা পত্রালাপের ভিত্তিতে কৃত অস্বাক্ষরিত বা মৌখিক চুক্তি।

Gerry Mander : অবৈধভাবে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করা; ‘জেরি ম্যাণ্ডার’।

ক্ষমতাবিকারী দল বা ব্যক্তি কর্তৃক

রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অথবা কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষকে (সাধারণতঃ ক্ষমতাবিকারী দলের নিজ প্রতিনিধিগণকে) সুবিধা দানের জন্য অবৈধ ও অস্বাভাবিকভাবে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করা।

এক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স রাজ্যে ক্ষমতাবিকারী দল কর্তৃক বিরোধী দলের বিরুদ্ধে উক্ত প্রকারে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করা হইয়াছিল। সেই সময় উক্ত রাজ্যের গভর্নর ছিলেন এলব্রিজ জেরি (Elebridge Gerry)। তাঁহারই নাম অনুসারে এই প্রকারে অবৈধ ও অস্বাভাবিকভাবে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করাকে ‘জেরি ম্যাণ্ডার’ (Gerry Mander) নামে অভিহিত করা হয়।

Gold Standard : স্বর্ণমান।

যে মুদ্রা-ব্যবস্থায় যে কোন সময় ব্যাঙ্ক-নোট নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিণত করা যায় তাহাকেই ‘স্বর্ণমান’ বলা হয়। স্বর্ণমান তিন প্রকার, যথা—(১) পূর্ণ স্বর্ণমান (Full Gold Standard) : এই মুদ্রা-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইহার নোটের (বা কাগজী মুদ্রার) পরিবর্তে উহাতে লিখিত স্বর্ণমুদ্রা দিতে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে; (২) স্বর্ণ পিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) : এই মুদ্রা-ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে কোন স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নোট ভাঙাইয়া স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে (গ্রেট ব্রিটেনে ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল); (৩) স্বর্ণ-বিনিময় মান (Gold Exchange Standard) : এই মুদ্রা-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার নোটের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা দিতে অথবা স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে না, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবল বৈদেশিক

মুদ্রার ছুটি ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। স্বর্ণের অবাধ আমদানি-রপ্তানি স্বভাবতই স্বর্ণমানের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে।

স্বর্ণের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে বলিয়া স্বর্ণমানমূলক মুদ্রা-ব্যবস্থা স্থায়ী হয়, অর্থাৎ স্বর্ণমূল্য যেমন প্রায় অপরিবর্তনশীল, উহার উপর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা-ব্যবস্থাও সেইরূপ প্রায় অপরিবর্তনশীল থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে যে নোট বা কাগজী মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় তাহাও মজুদ স্বর্ণের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে। স্বর্ণমান রহিত করা হইলে মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইতে পারে, অর্থাৎ কাগজী মুদ্রার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাহার ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিতেও পারে, কিন্তু তখনও নিয়মিত-ভাবে বাজারে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের মারফত পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত ও মুদ্রা-ব্যবস্থাকে কম-বেশী স্থায়ী রাখা সম্ভব হইতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ থাকে, আর যদি মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা হয় তাহা হইলেই মুদ্রা-ব্যবস্থা স্থায়ী লাভ করিতে পারে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে গ্রেট ব্রিটেনে এই-ভাবেই মুদ্রার স্থিতি সাধন করা হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডে স্বর্ণমানমূলক মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালের অর্থনীতি-বিদগণ স্বর্ণের সহিত সম্পর্কহীন মুদ্রা-ব্যবস্থাই পক্ষপাতী।

Government : শাসন-ব্যবস্থা ; সরকার ; গভর্নমেন্ট।

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত ও পরিচালিত হয় ; যে সকল ব্যক্তি কোন দেশের শাসন-সংক্রান্ত সংগঠনগুলি পরিচালনা করে সমবেতভাবে তাহাদেরও 'সরকার' বা 'গভর্নমেন্ট' নামে অভিহিত করা হয়। বহু প্রাচীন কালেও বিভিন্ন

স্থানে বিভিন্ন প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ; কোথাও এক ব্যক্তি, কোথাও কয়েক ব্যক্তি, আবার কোথাও বা বহু ব্যক্তি একত্রে শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত আরিস্তটল্ শাসনকার্যের পরিচালকদের সংখ্যা দ্বারা শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীভাগ করিয়াছেন। আরিস্তটল্-কৃত সেই শ্রেণীভাগ অনুসারে একব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় 'রাজতন্ত্র', (Monarchy), কয়েক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় 'অটোক্রেসি' (স্বৈরতন্ত্র) বা 'ওলিগার্কি' (কয়েক ব্যক্তির শাসন), আর বহু ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় 'ডেমোক্রেসি' (গণতন্ত্র)। ইহা ব্যতীত অল্প প্রকারের শাসন-ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল, যেমন ইহুদীদের প্রতিপত্তির সময় পুরোহিতগণ শাসন-কার্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত এবং এই শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হইত 'থিওক্রেসি' (পুরোহিততন্ত্র)। প্রাচীন কালেই গ্রীকরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে 'স্বৈরতন্ত্র' ও 'কয়েক ব্যক্তির শাসন' এবং 'রাজতন্ত্র', প্রচলিত ছিল। এই সকল শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না।

মধ্যযুগে গীর্জার প্রভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং ইংলণ্ডে এই বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করে। দীর্ঘকাল ধরে এই প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তখনও সেই শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করে নাই, কারণ তখনও সমাজের অভিজাতবর্গ ও বিস্তারিত বানদের মধ্যেই সেই প্রতিনিধিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেই শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের সম্মতি থাকিলেও জনসাধারণ ছিল চেতনাহীন ও নিষ্ক্রিয়। পরবর্তী যুগে দেখা

যায় যে, শাসকগণ প্রতিনিধিদের নিকট তাহাদের ক্রিয়াকলাপের জ্ঞাত জবাবদিহি করে। এইভাবে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং তাহাও প্রথমে দেখা দেয় ইংলণ্ডে।

প্রকৃত গণতন্ত্রের (অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার) উদ্ভব হয় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লব হইতে এবং সেই গণতন্ত্র ক্রমশঃ সভ্য জগতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু সেই গণতন্ত্রেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এক বিশেষ ক্রটি ছিল। প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রে যেমন দাস বা ক্রীতদাসদের কোন অধিকার ছিল না, তেমনি এই যুগের গণতন্ত্রেও নারীদের কোন অধিকার বহুদিন পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে নারীদের অধিকার স্বীকার করায় এই গণতন্ত্র বাহ্যিক দিক হইতে পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুইটি নূতন ধরনের শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। উহাদের একটি সোবিয়ৎতন্ত্র বা সোবিয়ৎ শাসন-ব্যবস্থা (অর্থাৎ সমাজতন্ত্র)। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় 'সোবিয়ৎ ইউনিয়ন'-এ, এই শাসন-ব্যবস্থায় মূলধনীশ্রেণী ও ভূস্বামীশ্রেণী ব্যতীত সমাজের জনসাধারণের পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; [Soviet State ও Socialism দ্রষ্টব্য] আর ইহার ঠিক বিপরীত 'ফাসিবাদ' বা 'নাৎসিবাদ' নামে একনায়কত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা (Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হয় ইতালী ও জার্মানীতে। এই শেষোক্ত শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার হরণ করিয়া তাহাদের অসংখ্য শোষণ-মূলক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি দেশে 'জনগণতন্ত্র' (People's Democracy) বা 'নূতন গণতন্ত্র' (New Democracy) নামে এক নূতন ধরনের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [People's

Democracy ও New Democracy দ্রষ্টব্য]

Great Powers: বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী; কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বা নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র।

পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বা নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রকে 'গ্রেট পাওয়ারস' বা 'বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী' নামে অভিহিত করা হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও ওরুশিয়া একত্রে ওয়াটারলু'র যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিবার পর ইউরোপের রাজনৈতিক সমস্তাবলীর সমাধানের উদ্দেশ্যে উক্ত চারিটি দেশ কর্তৃক যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্মেলনেই উক্ত চারিটি দেশকে বৃহাইবার জগৎ সর্বপ্রথম 'গ্রেট পাওয়ারস' কথাটি ব্যবহৃত হয়। তখন হইতেই পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলিকে বৃহাইবার জগৎ ঐ কথাটির প্রচলন আরম্ভ হয়। উক্ত বৃহৎ চতুষ্টয়ই দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণ করিত। কিন্তু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হইবার পর জার্মানী এবং কিছুকাল পরে ইতালীও 'বৃহৎ শক্তি' বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহারা সকলেই ইউরোপীয় শক্তি। পরে বিশ্বব্যাপী জাগরণ দেখা দিবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর জাপানও 'বৃহৎ শক্তি' বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান, অস্ট্রীয় ও রুশীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং যুদ্ধের অবসানে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই পাঁচটি রাষ্ট্রের উত্তোগে 'ভার্সাই সন্ধি' অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে এই পাঁচটি দেশই 'বৃহৎ পঞ্চশক্তি' নামে অভিহিত হইত এবং জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত এই 'বৃহৎ পঞ্চশক্তি'ই সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যাপারে নেতৃত্ব করিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 'অক্ষশক্তি'

অর্থাৎ জার্মানী, ইতালী ও জাপানের পরাজয়ের পর বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীরও পরিবর্তন ঘটে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও মহাচীন নতুন দুইটি ‘বৃহৎ শক্তি’ রূপে আবির্ভূত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মহাচীন—এই পাঁচটি দেশ ‘বৃহৎ পঞ্চশক্তি’ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। এই ‘বৃহৎ পঞ্চশক্তি’র উত্তোগেই নতুন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (U. N. O.) গঠিত হয় এবং জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সংগঠন ‘নিরাপত্তা পরিষদে’ (Security Council) ইহার হইল পাঁচটি স্থায়ী সদস্য, এই পরিষদে আর যে পাঁচটি সদস্য আছে তাহারা অস্থায়ী, অর্থাৎ প্রতি বৎসর ইহার নির্বাচিত হয়। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে গৃহীত যে কোন প্রস্তাব নাকচ করিবার ক্ষমতা (Veto Power) এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-দেশ বা ‘বৃহৎ পঞ্চশক্তি’কে দেওয়া হইয়াছে।

Green Book : নীল কেতাব।

সরকারী কার্যবিবরণী পুস্তক। পূর্বে এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট ‘সবুজ থাকিত বলিয়াই ইহার নাম ‘গ্রীন বুক’ রাখা হইত।

Gresham's Law : গ্রেসামের তত্ত্ব।

স্মার টমাস গ্রেসাম কর্তৃক আবিষ্কৃত অর্থনীতিশাস্ত্র সঙ্কলিত তত্ত্ব। তত্ত্বটি

নিম্নরূপ :—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা একই সময়ে প্রচলিত থাকিলে উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি বিদেশে রপ্তানি হয় এবং লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখে বলিয়া কেবলমাত্র নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলিই দেশে প্রচলিত থাকে।

Guerilla War : গেরিলা-যুদ্ধ।

ফরাসী ভাষার ‘Guerre’ শব্দ হইতে স্পেনীয় ভাষার ‘Guerilla’ শব্দের উৎপত্তি। মূল অর্থে ‘সামান্য যুদ্ধ’—কৃষকের যুদ্ধ। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় ফরাসী বাহিনী স্পেন অধিকার করিলে স্পেনের কৃষকগণ ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যে লুকোচুরির যুদ্ধ চালায় তাহাকে ‘গেরিলা-যুদ্ধ’ নামে অভিহিত করা হয়। তখন হইতে কৃষক জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত অনিয়মিত যুদ্ধকে ‘গেরিলা-যুদ্ধ’ বলা হয়।

Guilds : মধ্যযুগের কারিগর-সঙ্ঘ; ‘গিল্ড’।

মধ্যযুগে নগরে নগরে হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীরা সামন্ততান্ত্রিক বাধা ও বিরোধিতা হইতে নিজেদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্ত যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিত তাহাদের বলা হইত ‘গিল্ড’।

Guild Socialism : কারিগর-সঙ্ঘের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ, ‘গিল্ড’-সমাজবাদ। [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

H

Habeas Corpus : বিচারার্থ বন্দীকে আদালতে হাজির করিবার পরওয়ানা; ‘হেবিয়াস কর্পাস’।

কথাটি ল্যাটিন ভাষা হইতে গৃহীত, ইহার ভাষাগত অর্থ হইল ‘সশরীরে হাজির করিতে হইবে।’ প্রচলিত অর্থে—বন্দীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করার জন্ত এবং তাহাকে আটক রাখিবার কারণ প্রদর্শনের

জন্ত বিচারক বা আদালত কর্তৃক আরি-করা পরওয়ানা। সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ‘হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট’ বিধিবদ্ধ হয়।

Handicraftsman : কারিগর; হস্ত-শিল্পী।

ধনতন্ত্রের পূর্বের যুগের, অর্থাৎ সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের শ্রমিক। এই শ্রমিক নিজেই ছিল তাহার উৎপাদনের উপকরণের

মালিক এবং সে সেই উৎপাদনের উপকরণ দ্বারা নিজহস্তে কাজ করিত আর নিজের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন পণ্য নিজেই বাজারে নিয়া বিক্রয় করিত।

Hedonism : সুখবাদ।

এই দার্শনিক মতবাদ অনুসারে, সুখ বা আনন্দ লাভই হইল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

Egoistic Hedonism : আত্মসুখবাদ।

এই মত অনুসারে, আত্মসুখ অথবা স্বল্প-কালস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখই মানুষের একমাত্র কাম্য। ভারতবর্ষের চার্বাক, গ্রীসের এপিকিউরাস প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই মতবাদ প্রচার করেন।

Universal Hedonism : বিশ্বসুখবাদ।

এই মতে, সমাজের অথবা অধিকতম মানুষের অধিকতম সুখ সাধনের চেষ্টাই পরমানন্দদায়ক। ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬), জেরিমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) প্রভৃতি নীতিবিজ্ঞানবিদগণ এই দার্শনিক মত প্রচার করেন।

Hellenism : হেলেনবাদ; হেলেনীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতি।

প্রাচীন কালে 'হেলাস' বা গ্রীকদেশের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল সমগ্রভাবে তাহাকে বলা হয় 'হেলেনবাদ' বা 'হেলেনীয় সভ্যতা'।

প্রাচীন কালে গ্রীস ও গ্রীকদের দ্বারা অধিকৃত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহকে সমগ্রভাবে 'হেলাস' বলা হইত। প্রাচীন গ্রীকগণ নিজেদের গ্রীক পুরানোক্ত আদি-মানব ডিউকালিয়ন-এর পুত্র হেলেন-এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত। হেলেনের নাম হইতেই তাহার বংশধর গ্রীকদের 'হেলেনীয় জাতি' এবং গ্রীক-সভ্যতাকে 'হেলেনীয় সভ্যতা' বলা হইত। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মতে, প্রাচীন গ্রীক-সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানব-মনের চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেয় এবং এই সকল গ্রীক-আদর্শ সর্বকালের সকল মানুষের অনুকরণীয়।

বর্তমানকালে 'হেলেনবাদ' শব্দটি দ্বারা প্রাচীন গ্রীসের অতি উন্নত সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, স্থাপত্যশিল্প, নানাবিধ কলাশিল্প প্রভৃতির চর্চা এবং উহাদের অনুকরণে এ যুগেও এরূপ উন্নত সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি রচনার প্রয়াস বুঝায়। এই উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'হেলেনবাদ' বা প্রাচীন গ্রীক-সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে লণ্ডনের 'হেলেনীয় চর্চাসমিতি' ও উহার মুখপত্র *The Journal of Hellenic Studies* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Historic : ঐতিহাসিক।

কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা কর্তব্যের চরিত্র ও গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য এই কথাটি বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়।

Historical Materialism : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। [Materialistic Conception of History দ্রষ্টব্য]

History : ইতিহাস।

পূর্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান। এই শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত। গ্রীক ভাষায় ইহার অর্থ হইল—মানবজাতির উৎপত্তির সময় হইতে তাহাদের সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপসম্বন্ধীয় জ্ঞান। প্রচলিত অর্থে, কোন জাতির প্রাচীনতম কাল হইতে উহার সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপের পূর্ণ বিবরণ; অথবা কোন জাতি বা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশসম্বন্ধীয় ধারাবাহিক বিবরণ। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা, প্রাচীন ইতিহাস (বা পুরাকাল), মধ্যযুগের ইতিহাস ও আধুনিক ইতিহাস।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus, 484-424 B. C.) 'ইতিহাসের জনক' বলিয়া কথিত হন। তাঁহার রচিত ইতিহাস নয়টি খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহা প্রাচীন গ্রীসের আইয়নীয় ভাষায়

লিখিত। এই ইতিহাসে প্রাচীন পারস্ত, লিডিয়া ও মিশরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হিরোডোটাসের ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হইল গ্রীকদের সহিত পারসিকদের যুদ্ধের বিবরণ। এই ইতিহাসে মারাত্মন, থার্মোপাইলি ও সালামিস্-এর যুদ্ধ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত্যান্ত প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন এথেন্স-এর থুসিডাইড্‌স্ (Thucydides, 460-399 B. C.), রোমের লিভি (Livy, 59 B. C.-17 A. D.) ও রোমের তাসিতুস্ (Tacitus, 58-120 A. D.)। থুসিডাইড্‌স্-এর বিখ্যাত গ্রন্থ হইল ‘পিলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস’। তিনি নিজ দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং উক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার রচিত ইতিহাস কেবল ঘটনা-পঞ্জী নহে, ইহা একখানি রাজনৈতিক গ্রন্থও বটে। নির্ভুল তথ্য ও তারিখ এবং সকল ঘটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লিভির পূর্ণ নাম তিতুস্ লিভিউস্ লিভি (Titus Livius Livy)। তাঁহার রচিত ‘রোম নগরীর ইতিহাস’ (History of Rome) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ইতিহাস ১৪২টি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যে মাত্র ৩৫টি খণ্ড এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। লিভির ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিশদ বর্ণনা। কর্ণেলিউস্ তাসিতুস্-এর (Cornelius Tacitus) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হইল *The Annales* ও *Historiac*। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি রোম-সম্রাট তিবেরিউস্ হইতে নেরো পর্যন্ত (১৪-৬৮ খৃষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয়খানি সম্রাট গালবা হইতে দোমিতিয়ান পর্যন্ত (৬৮-৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত *Germania*

নামে জার্মান-জাতির ইতিহাসও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

উপরোক্ত প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের প্রধান ক্রটি ছিল এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের ইতিহাসে ব্যবহৃত তথ্যাবলী যাচাই করিবার জন্ত কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই এবং ঘটনাবলী ও উহাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণই ছিল তাঁহাদের রচিত ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইতিহাস রচনার এই পদ্ধতিই অমূল্য হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে এড্‌ওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon, 1737-94) এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর লিওপোল্ড ফন্‌ রান্কে (Leopold von Ranke, 1795-1886) তাঁহাদের রচিত ইতিহাসে এক নূতন ও উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই তখন হইতে বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও অমূল্য হইতেছে এবং এই পদ্ধতিই ‘আধুনিক পদ্ধতি’ বলিয়া খ্যাত। গিবন ও রান্কে রচিত ইতিহাসের—প্রধান রৈশিষ্ট্য হইল : (১) নির্ভুল প্রমাণাদি দ্বারা ব্যবহৃত তথ্যসমূহের যাচাই; (২) ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ গ্রহণ, অর্থাৎ ইতিহাস এখন কেবল রাজাদের ক্রিয়াকলাপ বা রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও উহাদের বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া উহা এখন রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি প্রভৃতি জনজীবনের সকল বিষয়সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপের ইতিহাসে পরিণত হইল; (৩) ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক গুণ লাভ, অর্থাৎ ইতিহাস কেবল ঘটনা-পঞ্জী নহে, ইহা গতিশীল, ইহার আরম্ভ আছে, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি আছে; এবং এই গতি একটি বিশেষ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, আর ঘটনাবলী এই নিয়মের সূত্রে গ্রথিত—যেমন কোন সমাজে এমন কোন ঘটনা ঘটিতে পারে

না যাহা উক্ত সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন।

এডওয়ার্ড গিবন যে ইতিহাস রচনা করিয়া অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইল *The Decline and Fall of the Roman Empire*। ইহা চারিটি স্তব্ধে খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং ইহা লিখিতে ষোল বৎসরাধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ এই স্তব্ধে ইতিহাস চিরকাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থসমূহের অগ্রতম বলিয়া গণ্য হইবে। আধুনিক ইতিহাসের অগ্রতম প্রচেষ্টা লিওপোল্ড ফন রাঙ্কে মোট ৪৭ খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হইল *History of the Popes* এবং এই গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ভেনিস-এর ইতিহাসও রচনা করেন। মৃত্যুর সময় তিনি *History of the World* রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। অনেকের মতে ফন রাঙ্কেই আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

Ancient History (Antiquity) : প্রাচীন ইতিহাস (পুরাকাল)।

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ‘মধ্যযুগ’-এর পূর্ববর্তী সময়ের, অর্থাৎ রোম নগরীর পতন (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ের পৃথিবীর ইতিহাস। এই সময়কেই চলতি কথায় ‘পুরাকাল’ বলা হয়।

Mediaeval History : মধ্যযুগের ইতিহাস।

রোম নগরীর পতনের (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) পর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস।

Modern History : আধুনিক ইতিহাস ; আধুনিককালের ইতিহাস।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত জগতের ইতিহাস।

Natural History : প্রাকৃতিক ইতিহাস।

পূর্বে জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; বর্তমানে কেবল জীবজন্তুর বিবরণই প্রাকৃতিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অল্প বিষয়গুলিকে লইয়া এখন বিজ্ঞানের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন শাখা গঠিত হইয়াছে।

Profane History : সাংসারিক ব্যাপারের ইতিহাস।

Hoard (or Hoarding) : পুঁজি।

শিল্পে বা ব্যবসায়ে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে, অথবা রূপণের চরিত্র হিসাবে যে অর্থ জমান হয় তাহাকে পুঁজি বলা হয়। যে অর্থ নিয়োগ না করিয়া জমাইয়া রাখা হয় তাহাকেই বলা হয় পুঁজি। সেই জমানো অর্থ যখনই উৎপাদন বা ব্যবসায়ের কোন কাজে লগ্নি করা হয় তখনই জমানো অর্থ, অর্থাৎ পুঁজি (Hoarded Money) মূলধনে (Capital-এ) পরিণত হয়। পুঁজি হইল মৃত্তার মূলধনে পরিণত হইবার পূর্বাবস্থা।

Holy Roman Empire : পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য।

সম্রাট অগাস্টাস কর্তৃক খৃষ্টপূর্ব ২৭ অব্দে রোম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশাল রোম-সাম্রাজ্য ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে থিওডোসিউস কর্তৃক পশ্চিম অথবা ল্যাটিন এবং পূর্ব অথবা গ্রীক—এই দুইটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়। পূর্ব বা গ্রীক সাম্রাজ্য ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে এবং পশ্চিম বা ল্যাটিন সাম্রাজ্য ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বিলুপ্ত হওয়ার পর আবার ৮০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সার্লোমেন কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্য ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই পশ্চিম-সাম্রাজ্যই ‘হোলি রোমান এম্পায়ার’ নামে খ্যাত।

Home-Market : দেশীয় বাজার, আভ্যন্তরিক বাজার। [Market শব্দ দ্রষ্টব্য]

Home-Rule : স্বায়ত্তশাসন ; 'হোমরুল' ।

আয়ারল্যান্ডের জাতীয় আন্দোলনের ধ্বনি । 'হোমরুল'-এর ধ্বনি লইয়া আয়ারল্যান্ডের জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হয় । ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বালগাশ্বার তিলক ও অ্যানি বেষান্ত কতৃক ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনের দাবি লইয়া 'হোমরুল' আন্দোলন প্রবর্তিত হয় । পরে মহাত্মা গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে যোগদান করেন । [Indian National Congress দ্রষ্টব্য]

House of Commons : হাউস অফ কমন্স ।

গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ । প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটে ইহার ৬১৫ জন সদস্য পাঁচ বৎসরের জ্ঞান নির্বাচিত হয় । ইহার সভাপতিকে বলা হয় 'স্পীকার' । 'হাউস অফ কমন্স'-এর সদস্যগণ ছয়শত পাউণ্ড বাৎসরিক বেতন ও বিনা খরচে রেল-ভ্রমণের সুবিধা পাইয়া থাকেন ।

House of Lords : লর্ড-সভা ; 'হাউস অফ লর্ডস' ।

গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদ । আর্ক বিশপ ও বিশপ এবং লর্ড, ব্যারন, মার্কুইস, আল প্রভৃতি অভিজাতবর্গের ৭৪ জন সদস্য লইয়া 'হাউস অফ লর্ডস' গঠিত । লর্ড সভায় ইংলণ্ডের অভিজাতদের সদস্যপদ বংশাঙ্কমুক । 'হাউস অফ কমন্স' কতৃক গৃহীত কোন 'বিল' বা আইন নাকচ করিবার অধিকার লর্ড-সভার নাই । লর্ড-সভার সভাপতিকে বলা হয় 'দি লর্ড চ্যান্সেলর', ইনি মন্ত্রিসভার সদস্য ।

Idea : ভাব ; ধারণা ।

বাস্তব জগতের প্রতি বস্তু যে শাস্ত বা নিত্য আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ, সেই শাস্ত বা নিত্য আদর্শের নামই 'ভাব' ।

—প্লাতো

Humanism : মানবতাবাদ ।

যে দর্শনশাস্ত্রে কেবল মানবীয় ব্যাপার (ঐশ্বরিক বিষয় নহে) এবং সমগ্র মানব-জাতির স্বার্থ সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাহাকে 'মানবতাবাদ' বলে । 'ইউরোপের নব-জাগৃতি' বা 'রেনেসাঁস'-এর সময় প্রথম মানবতাবাদের উৎপত্তি হয় ।

Humanist Culture : মানবীয় সংস্কৃতি ।

চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় 'নবজাগৃতি'র সময় (Renaissance) হইতে যে ঐতিহ্য ও বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে সেই ঐতিহ্য ও বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা এবং উহার ফলস্বরূপ বহুমুখী অগ্রগতি ও উন্নতিকে সমষ্টিগত ভাবে বলা হয় 'মানবীয় সংস্কৃতি' ।

Humanity, Religion of : মানবত্ব ধর্ম ; মানবীয় ধর্ম ।

যে ধর্ম সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় ব্যাপার অগ্রাহ্য করিয়া প্রধানতঃ মানবজাতির কল্যাণ বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে তাহাকে বলা হয় 'মানবত্ব ধর্ম' বা 'মানবীয় ধর্ম' । ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোং এই দার্শনিক মতের প্রবর্তক ।

Hypothesis : প্রকল্প ।

কোন অবস্থা বা ঘটনার আভ্যন্তরিক সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার বা বিশ্লেষণের সুবিধার জন্ত ঐ বিচার বা বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসাবে যে প্রাথমিক অবস্থাটিকে কল্পনা করিয়া নেওয়া হয় তাহাকেই বলা হয় 'হাইপোথিসিস' বা 'প্রকল্প' ।

'ভাব' হইল, চিন্তা বা মানস প্রত্যক্ষের (Mental Perception) অব্যবহিত বিষয়

—দেকার্তে, লক প্রভৃতি দার্শনিকদের মত ।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অতীত প্রত্যয়-সমূহই হইল 'ভাব' । —কাণ্ট

“আমার মতে, ‘ভাব’ মানব-মনে প্রতিফলিত ও চিন্তায় রূপান্তরিত বস্তু ভিন্ন অস্ত্র কিছু নহে”। —কার্ল মার্ক্স

[History of Materialism দ্রষ্টব্য]

Idealism : ভাববাদ।

যে দার্শনিক মত অনুসারে বাহ্য বস্তুসমূহ প্রকৃত নহে, ভাবের প্রতিচ্ছবি মাত্র, সেই দার্শনিক মতকেই বলা হয় ‘ভাববাদ’। অত্র কথায়, যে দার্শনিক মত ‘ভাব’ বা আত্মাকে প্রকৃতি বা বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়, অর্থাৎ ‘ভাব’ বা ‘আত্মা’কেই প্রকৃতি বা বস্তুর উৎপত্তির মূল বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাকেই ‘ভাববাদ’ বলা হয়। ‘ভাববাদ’ হইল দর্শনশাস্ত্রের দুইটি প্রধান ভাগের অগ্রতম, অপরটি হইল ‘বস্তুবাদ’।

[Materialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

এই ‘ভাববাদ’ অনুসারে, (ক) এই বিশ্ব ‘পরমভাব’ (Absolute Idea), ‘পরমাত্মা’ বা ‘বিশ্বব্যাপী আত্মা’ (Universal Spirit), ‘প্রাণশক্তি’ (Elan Vital), ‘সৃজনী-শক্তি’ (Creative Force) প্রভৃতির প্রতিচ্ছবি (Reflection) ভিন্ন অস্ত্র কিছু নহে; (খ) মনই (Mind) হইল একমাত্র মূল বাস্তব সত্তা, আর বাস্তব জগৎ, সত্তা, প্রকৃতি—এই সকলের অস্তিত্ব কেবল মনে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে, ধারণায় ও ভাবে; (গ) প্রকৃতি ও উহার নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে, আর বিজ্ঞান কোন দিনই প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইবে না।

[Epistemology শব্দ দ্রষ্টব্য]

মার্ক্সীয় মতে, মূল উদ্দেশ্যের দিক হইতে দার্শনিক ভাববাদ হইল সমাজের শোষণকারী শাসকশ্রেণীগুলির নিজস্ব আদর্শ। “দার্শনিক ভাববাদ ধর্মযাজকদের সবকিছুকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়।”—

Lenin : Materialism and Empirio-Criticism.

Absolute Idealism : পরম ভাববাদ; নিবিশেষ ভাববাদ।

দার্শনিক হেগেলের মতে, আত্মা ও অনাত্মার (বাহ্য জগতের) পশ্চাতে এক মূল পরমতত্ত্ব (Absolute Idea) রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আত্মা-অনাত্মার বাহিরে তৃতীয় পদার্থরূপে নহে—ইহাদের অন্তর্নিহিত সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে। পরম বা নিবিশেষ ভাববাদ অনুসারে, চৈতন্য ও বস্তু পরমভাব বা পরমতত্ত্বেরই ক্রমবিকাশ।

Objective Idealism : বাস্তব ভাববাদ।

দার্শনিক শেলিং-এর (Schelling) মত, —বাহিরের বস্তু ও জীবাত্মা সমান পরিমাণে বাস্তব ও চিদাত্মক এবং ‘পরম-সত্তা’ (Absolute Idea) হইতেই সকল কিছুর সৃষ্টি। এই দার্শনিক মতকেই ‘বাস্তব ভাববাদ’ বলা হয়।

Subjective Idealism : আত্মমুখী ভাববাদ; আত্মগত ভাববাদ।

“বাহিরের বস্তুসমূহ আমার মনেরই রূপান্তর এবং আমি আমার অনুভূতি দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি বলিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব আছে”—এই প্রকার দার্শনিক মত।

Practical Idealism : নৈতিক আদর্শবাদ; বাস্তব বা ব্যবহারিক আদর্শবাদ।

কর্তব্যে অগ্রসর হইবার জন্ত একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি অবিচল অমুরক্তি; যেমন, যে লক্ষ্য মানবজাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্ত মানুষকে কর্মের দিকে টানিয়া লইয়া যায় সেই লক্ষ্যকে সকল সময়ে আঁকড়াইয়া থাকার মতবাদ। দার্শনিক ভাববাদের সহিত নৈতিক আদর্শবাদের কোন সম্পর্ক নাই।

Ideology : মতাদর্শ।

যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির মারকত শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ প্রকাশ পায় ও

তাহা রক্ষা হয় সেই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রে বলা হয় 'ইডিওলোজি' বা 'মতাদর্শ'।

মার্ক্সীয় মতে বর্তমান সমাজে মূলতঃ দুইটি মতাদর্শ আছে—একটি হইল মূলধনী বা বূর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শ এবং অপরটি হইল শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ; বূর্জোয়ারা তাহাদের মতাদর্শকে 'নিরপেক্ষ' বা 'সকল শ্রেণীর উদ্দেশ্য' বলিয়া জাহির করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মতাদর্শ বূর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থই সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলে।

Imperialism : সাম্রাজ্যবাদ।

['সাম্রাজ্যবাদ' সম্বন্ধে কেবলমাত্র মার্ক্সীয় সাহিত্যেই বিস্তৃত ও ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া যায়। এই জন্ত নিম্নে শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদীদের মত অনুসারে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।]

'সাম্রাজ্যবাদ' হইল ধনতন্ত্রের বিকাশ-ধারার "উচ্চতম স্তর"—শেষস্তর; "একচেটিয়া ধনতন্ত্রের স্তর" (Stage of Monopoly Capitalism); "মহাজনী মূলধন" (Finance Capital) ও "একচেটিয়া কারবারী সজ্জের যুগ"; "শ্রমিক-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব সময়।"—Lenin : *Imperialism—the Highest Stage of Capitalism.*

"সাম্রাজ্যবাদ" হইল এমন একটা যুগ যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা বাস্তব প্রয়োজন হিসাবে দেখা দেয়।"—Stalin : *Leninism.*

"সাম্রাজ্যবাদ অথবা মহাজনী মূলধনের (Finance Capital) যুগ বলিতে ব্যাঘ্র ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের একটা উচ্চ স্তরকে—সেই উচ্চ স্তরটা এমন একটা স্তর যে স্তরে মূলধনীদের একচেটিয়া কারবারী সজ্জসমূহ, যেমন বাণিজ্য-সজ্জ (Syndicate), মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সজ্জ (Cartel), ব্যবসায়-সজ্জ (Trust) চূড়ান্ত গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে; বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত

ব্যাক-মূলধন শিল্প-মূলধনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে; বিদেশে মূলধন-রপ্তানি বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে; সমগ্র পৃথিবীটা অপেক্ষাকৃত বৈশী ধনী দেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিকভাবে ভাগ হইয়া গিয়াছে, এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-সজ্জসমূহের মধ্যে পৃথিবীর অর্থ নৈতিক ভাগ-বাটোয়ারা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।"—Lenin : *Imperialism—the Highest Stage of Capitalism.*

সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন স্তর : (১)

১৮৬০-৭০ খৃষ্টাব্দ : ই হা অ বা ধ প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ স্তর; এই স্তরেই ধনতন্ত্রের একচেটিয়া অবস্থা ধীরে ধীরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়কে বলা যায় একচেটিয়া স্তরের (সাম্রাজ্যবাদের) জন্ম-অবস্থা (Embrionic Stage)।

(২) ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সংকটের পর : মূল্য নিয়ন্ত্রণ-সজ্জের জন্ম ও ব্যাপক বিস্তার, কিন্তু তখনও সেইগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে নাই, সেইগুলির অবস্থা তখনও বদলাইতেছে।

(৩) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিল্প ও ব্যবসায়ের তেজী অবস্থা এবং ১৯০০-০৩ খৃষ্টাব্দের সংকট; এই সময়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ-সজ্জই সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইল, আর ধনতন্ত্র প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদের স্তরে আরোহণ করিল।

সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য : (১)

মূলধন ও পণ্যোৎপাদনের কেন্দ্রীভূত অবস্থা ও বিভিন্ন প্রকারের একচেটিয়া সজ্জের জন্ম।

(২) শিল্প-মূলধনের সহিত ব্যাক-মূলধনের সংমিশ্রণ এবং এইভাবে সৃষ্ট 'মহাজনী মূলধন'-এর ভিত্তিতে মহাজনী মূলধনের সৃষ্টিময় মালিকের প্রভুত্বের সৃষ্টি।

(৩) পূর্বের পণ্য-রপ্তানি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মূলধন-রপ্তানির অসাধারণ গুরুত্ব লাভ। [রপ্তানি-করা মূলধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পশ্চাৎপদ দেশে বাইয়া সেখানে কল-কারখানা, রেলপথ, প্রভৃতি

গড়িয়া তোলে এবং তাহার মারফত সেই সকল দেশে একটি শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মারফত যে অতিরিক্ত মুনাফা (Super Profit) লাভ হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা সেই অতিরিক্ত মুনাফা হইতে ঘুষ দিয়া তাহাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকদের মধ্যে একটা ‘শ্রমিক-অভিজাতদল’ সৃষ্টি করে। সেই দলটা সকল সময়ে সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে।]

(৪) আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সজ্বসমূহের সৃষ্টি ও উহাদের নিজেদের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর ভাগ-বাটোয়ারা।

(৫) বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পৃথিবীর আঞ্চলিক ভাগ-বাটোয়ারা। [যখন পৃথিবীর ভাগ-বাটোয়ারা সম্পূর্ণ হয় তখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সম্মুখে তাহাদের দখল বিস্তৃত করার জন্ত যুদ্ধ ব্যতীত অণু কোন উপায় থাকে না। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের-যুগে শোষণের নূতন ক্ষেত্র দখলের জন্ত যুদ্ধ অনিবার্য।]

Labour-Imperialist : শ্রমিক-সাম্রাজ্যবাদী।

যে ব্যক্তি বাহিরে শ্রমিক, কিন্তু কাজে সাম্রাজ্যবাদী; যে ব্যক্তি শ্রমিকমূলভ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ কেবল মুখেই বলে, আর কাজে-উপনিবেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও উৎপীড়ন চালায় বা সমর্থন করে তাহাকেই বলা হয় ‘শ্রমিক-সাম্রাজ্যবাদী’।

Inalienable Rights of Man : মানবের শাশ্বত (বা জন্মগত) অধিকার।

সামন্তপ্রথা-বিরোধী বুর্জোয়া-বিপ্লব যে ঘোষিত ‘স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্য’-এর বাণী। এই কথা তিনটির অর্থ হইল :— সমাজের সকলের জন্ত স্বাধীনতা, সমাজের সকল মানুষের মধ্যে মৈত্রী বা সখ্যভাব, এবং সকলের সমান অধিকার। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রথম এই বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল।

Indian National Congress : ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। [Congress, Indian National প্রট্যব্য]

Indian Parliament : ভারতীয় পার্লামেন্ট।

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ভারতীয় পার্লামেন্ট বলা হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টের তিনটি অংশ : (১) প্রেসিডেন্ট; (২) লোকসভা (House of the People); ও (৩) রাজ্য-পরিষদ (Council of States)। লোকসভাকে ভারতীয় পার্লামেন্টের ‘নিম্ন পরিষদ’ (Lower House) এবং রাজ্য-সভাকে ‘উচ্চ পরিষদ’ (Upper House) বলা হয়।

লোকসভার মোট সদস্য-সংখ্যা পাঁচশতের অধিক হইবে না। সদস্যগণ বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। লোকসভার স্থায়িত্বকাল পাঁচ বৎসর। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করিলে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। আবার জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকিলে লোকসভার আয়ুষ্কাল পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার (সভাপতি) ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন।

রাজ্য-পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা দুইশত পঞ্চাশ জনের বেশী হইবে না। ইহাদের মধ্যে বারজন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য-আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। ‘রাজ্য-পরিষদ পার্লামেন্টের স্থায়ী পরিষদ, লোকসভার মত ইহা পাঁচ বৎসর অন্তর ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। প্রতি তিন বৎসর অন্তর রাজ্য-পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতের ভাইস-প্রেসিডেন্ট

পদাধিকার বলে রাজ্য-পরিষদের 'চেয়ারম্যান'রূপে কার্য করেন। সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে ডেপুটি 'চেয়ারম্যান' নির্বাচিত করেন।

Indian Renaissance : ভারতের নবজাগৃতি। [Renaissance দ্রষ্টব্য]

Individualism : ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতাবাদ ; ব্যক্তি-স্বাভাববাদ।

এই সমাজতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মতবাদ অনুসারে কোন ব্যক্তির নিজস্ব কার্যে রাষ্ট্রের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

Industrial Bourgeois : শিল্পপতি-বুর্জোয়া ; শিল্পীয় বুর্জোয়া।

[Bourgeoisie শব্দ দ্রষ্টব্য]

Industrial Capital : শিল্প-মূলধন ; শিল্পীয় মূলধন।

মার্কসীয় মতে, মূলধনের আদর্শ রূপ ; সমাজের সমগ্র মূলধনের যে অংশ উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ ও শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য লগ্নি করা হয়, মূলধনের সেই অংশকে বলা হয়, শিল্পীয় মূলধন'।

[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Industrialisation : শিল্পায়ন ; শিল্প-বিস্তার।

সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র দেশে শ্রম-শিল্পের বিস্তারসাধন ; নূতন নূতন কল-কারখানা গড়িয়া তুলিয়া কৃষি-প্রধান দেশকে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করণ।

Industrial Reserve Army : শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনী।

বেকার শ্রমিককে এই নামে অভিহিত করা হয়। সকল সময়েই একটা বিরাট সংখ্যক শ্রমিক স্থায়ীভাবে বেকার হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের দ্বারা কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের দাবাইয়া রাখা হয়। কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা যখনই বেতন-বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে তখনই মালিকেরা তাহাদের ছাঁটাই করিয়া

বেকার শ্রমিকদের দ্বারা কাজ চালাইবার চেষ্টা করে ; তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা আন্দোলনে নামিতে ভয় পায়। এই স্থায়ী বেকার শ্রমিকবাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর ভিতর ঐক্য স্থাপনের অন্তরায়। পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশেই মালিকেরা বেকার শ্রমিকদের দ্বারা কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের দাবাইয়া রাখিবার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে।

Industrial Revolution : শিল্প-বিপ্লব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্পের অবস্থার আমূল পরিবর্তন। এই আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় বিশেষভাবে শক্তি-চালিত (বাষ্প-চালিত) যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে। তখন হইতেই আরম্ভ হয় আধুনিক ধনতন্ত্রের যুগ। এই শিল্প-বিপ্লবের জন্মস্থান ইংলণ্ডে তখন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল অবস্থাই বর্তমান ছিল, যেমন—(১) মূলধনের বিপুল সঞ্চয় ; (২) সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-দাসত্ব হইতে মুক্ত যথেষ্ট সংখ্যক 'স্বাধীন' শ্রমিক ; (৩) একটা পৃথিবী-জোড়া বাজার ; (৪) লোহা ও কয়লার বিপুল সম্পদ ; (৫) প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক উদ্ভাবন ; (৬) যান-বাহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা (সমুদ্রপথের আবিষ্কার, উন্নত জাহাজ-ব্যবস্থা, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভৌগোলিক কেন্দ্র'-সমূহের প্রতিষ্ঠা এবং দেশের মধ্যে উন্নত রাস্তাঘাট ও নদী-খাল প্রভৃতি নির্মাণ)।

Inflation : মুদ্রাস্ফীতি।

সমাজের মোট পণ্যের প্রচলনের (ক্রয়-বিক্রয়ের) জন্য যে পরিমাণ ধাতু-মুদ্রা ও কাগজী-মুদ্রার (Paper Money) প্রয়োজন সেই পরিমাণ মুদ্রা অপেক্ষা বেশী কাগজী-মুদ্রা চালু করাকে বলা হয় 'মুদ্রাস্ফীতি'। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের মোট উৎপন্ন পণ্য ও মোট প্রচলিত মুদ্রাসমষ্টির সমতা নষ্ট হয় এবং তাহার অবশ্যজাবী পরিণতি হিসাবে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়।

Insurrection : সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান।

শাসকশ্রেণীর হাত হইতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বিপ্লবী নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত ও সংগঠিত জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

Instruments of Production : উৎপাদনের যন্ত্র। [Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Intellectualism : জ্ঞানপ্রাধান্যবাদ।

জ্ঞানের চর্চা। শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই জ্ঞান উদ্ভূত হয়—এইরূপ মতবাদ।

Intelligentsia : বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়।

সাধারণভাবে মধ্যবর্তী (Middle) শ্রেণী-গুলির ভিতরের শিক্ষিত অংশ, যেমন ডাক্তার, যন্ত্রবিদ (Engineer), কলাশিল্পী, উকিল-ব্যারিস্টার প্রভৃতি।

Interest : হুদ।

শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী তাহার শিল্পে বা ব্যবসায়ে নিয়োগ করিবার জন্ত ব্যাঙ্ক বা মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই ঋণের প্রতিদানে (বা ভাড়া-হিসাবে) ব্যাঙ্ক বা মহাজনকে যাহা দেয় তাহাকে 'হুদ' বলা হয়। যতদিন পর্যন্ত মূল ঋণ পরিশোধ করা না হয় ততদিন ঋণের শতকরা হারে মাসিক বা বাৎসরিক হিসাবে এই হুদ দিতে হয়। শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী তাহার মুনাফা হইতেই এই হুদ যোগাইয়া থাকে।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে, মূলধনীর উৎস-মূল্য (Surplus-Value) আত্মসাৎ করিবার পর সেই উৎস-মূল্যকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় সেই তিনটি ভাগের একটিকে বলা হয় 'হুদ'। অপর দুইটি ভাগকে বলা হয় 'মুনাফা' ও 'খাজনা'। শিল্পপতি মূল-মূলধনের (Money-Capital) মালিকের, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক বা মহাজনের নিকট হইতে যে টাকা ধার করে শিল্পপতি সেই টাকা মূলধন হিসাবে তাহার শিল্পে নিয়োগ করিয়া উৎস-মূল্য হস্তগত করার পর সেই উৎস-মূল্যের একটা অংশ মূল-মূলধনের মালিকের নিকট হইতে

ধারকরা টাকার প্রাপ্য বাবদ হুদ হিসাবে মূল-মূলধনের মালিককে দেয়। সুতরাং উৎস-মূল্য হইল মুনাফা ও খাজনার মত হুদেরও মূল উৎস।

Internal Sovereignty : আভ্যন্তরিক সার্বভৌমত্ব। [Sovereignty শব্দ দ্রষ্টব্য]

International Law (or Law of Nations) : আন্তর্জাতিক আইন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণায়ক লিখিত ও অলিখিত বিধি। তৎকালীন আইনের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেল্‌স্‌ নগরীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলন আহূত হয় এবং উক্ত সম্মেলনে 'আন্তর্জাতিক আইন-প্রতিষ্ঠান' নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরই ঘেন্ট শহরে 'ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হেগ শহরে আন্তর্জাতিক আইনের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় এবং 'লীগ অফ নেশন' (জাতিসমাজ) স্থাপিত হইবার পর জাতিসমাজই আন্তর্জাতিক আইন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

Internationale' L' : "লা" ইন্টার-ন্যাশনাল"—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সঙ্গীত।

পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্টদের ও সোবিয়েৎ ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। ইহা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের ইউজেন পটার নামক একজন কমিউনিস্ট শ্রমিক কর্তৃক রচিত হয় এবং বেলজিয়ামের পিঁরি গায়তের (Pierre Gayter) নামক একজন শ্রমিক-সুরকার ইহার সুর তৈরি করেন।

Internationals : আন্তর্জাতিক ; আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-সঙ্গীত।

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট বা সমাজ-বাদীদের নীতির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত প্রতিষ্ঠান।

First International : প্রথম আন্তর্জাতিক।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ কতৃক ‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘ’ নামে ‘প্রথম আন্তর্জাতিক’ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের যে সকল শ্রমিক-সংগঠন তাহাদের আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে সমাজবাদ গ্রহণ করিয়াছিল সেই সকল সংগঠনকে লইয়াই এই ‘প্রথম আন্তর্জাতিক’ গঠিত হয়। ইহার স্থায়িত্বকাল ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ‘প্যারী কমিউন’-এর পরাজয়ের দুই বৎসর পর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই ‘প্রথম আন্তর্জাতিক’ ভাঙিয়া যায়। “‘প্রথম আন্তর্জাতিক’ সমাজবাদের জ্ঞাত শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করে।”—Lenin : *The Third International, its Place in History*.

Second International : দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার স্থায়িত্বকাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইহার প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পর হইতে ইহার মধ্যে নানা প্রকারের স্ববিধাবাদ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। এই ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’ই ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধ-পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের সময় শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; তারপর আর্থিক সংকটের সময় শ্রমিক-স্বার্থের বিরোধিতা করে এবং আরও পরে ঠিক এইভাবেই ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইতে অস্বীকার করিয়া পরোক্ষভাবে ফাসিস্তদের সাহায্য করে। ইহা ব্যতীত ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’-এর প্রধান নেতৃবৃন্দের অনেকে কতকগুলি দেশে (যেমন, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম) প্রকাজে ফাসিস্তদের সহিত হাত মিলায়। এই সকল ক্রিয়া-

কলাপ সত্ত্বেও প্রথম দিকের কার্খাবলীর দ্বারা—

“দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এমন একটা যুগের সূচনা করিয়াছে যে-যুগে কতকগুলি দেশে ব্যাপক ও গভীর গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী হইয়াছে।”—Lenin : *The Third International*.

Third International (Communist International or ‘Comintern’): তৃতীয় আন্তর্জাতিক (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা ‘কমিটার্ন’)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লেনিনের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল দেশের কমিউনিস্টদের লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে ‘কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক’ অথবা সংক্ষেপে ‘কমিটার্ন’ও বলা হয়। পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য যে সকল শ্রমিক-পার্টি এই ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক’-এর সভাপদের শর্ত মানিয়া চলিতে সম্মত হইয়াছিল কেবল তাহাদের লইয়াই ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক’ গঠিত হইয়াছিল। ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক’-এর মূল ভিত্তি ছিল ‘শ্রেণী-সংগ্রাম’ (Class Struggle) ও শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) মার্ক্সবাদী নীতি। ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক’-এর শেষ কংগ্রেস (সপ্তম কংগ্রেস) অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। এই কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রফ, আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য স্থাপনের সংগ্রামের উপর তাহার বিখ্যাত রিপোর্ট পেশ করেন। বিভিন্ন দেশে গণ-কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও নীতি পূর্ণ হওয়ায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক’ ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) : ‘স্বাধীন ট্রেড যুনিয়নস’-এর আন্তর্জাতিক

কেডারেশন'। [The World Organisations of Labour—Labour Movement দ্রষ্টব্য]

Internationalism: আন্তর্জাতিকতাবাদ।

পৃথিবীর সকল দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ অভিন্ন, সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহাদের পৃথিবীব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালনার দায়িত্বও অভিন্ন—এই চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি।

মার্কসীয় মতে পৃথিবীর সকল শ্রমিক একটি মাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের স্বার্থ এবং সংগ্রাম চালনার দায়িত্বও অভিন্ন। ‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক-ঐক্য’ বা ‘শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতা’ (Proletarian Internationalism) কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ হইল, শ্রমিকশ্রেণীর সর্বজনীন মুক্তির জন্ত পৃথিবীর সকল শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নীতি ও কর্মপন্থা, পরাধীন জনগণের জাতীয় মুক্তি এবং “ছনিয়াব্যাপী একটিমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রমজীবী জনগণের ভবিষ্যৎ মিলন।”

মার্কসীয় মতে, স্বদেশ-ভক্তি ও আন্তর্জাতিকতা পরস্পর-বিরোধী নহে, এই দুইটি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। “শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা স্বদেশভক্তিকে কেবল যে স্বীকার করে তাহাই নহে, বরং একটি অস্ত্রটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যে ব্যক্তি তাহার নিজের দেশের মানুষকে ভালবাসে, এবং অপর দেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, যে ব্যক্তি স্বদেশভক্তির সহিত অপর দেশের জনগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাহার জলন্ত ঘৃণাকে সংযুক্ত করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী ও প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত।”—Titarenko: *Patriotism & Internationalism*.

International Labour Organisation: আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান।

ভের্সাই-সন্ধির শর্ত ও জাতিসংঘের গঠন-তন্ত্র অনুসারে জেনিভা শহরে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘের মধ্যে মিলিত সকল দেশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চারিটি বিভাগ আছে:—সাধারণ সম্মেলন (ভিন্ন নাম—আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলন), পরিচালক কমিটি, বিভিন্ন সহকারী সংগঠন ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-দপ্তর। সাধারণ সম্মেলন বৎসরে একবার আহূত হয়। প্রত্যেক দেশের সরকার এই সম্মেলনে চারিজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেই চারিজনদের মধ্যে দুইজন সরকারী, একজন মালিকদের ও অল্পজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রত্যেক দেশের আইনসভায় পাশ করাইতে হয়। আন্তর্জাতিক দপ্তরটি পরিচালক কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ইহা শ্রমিকসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন দেশে তথ্য সরবরাহ করে, ঐ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান-কার্য চালায় এবং একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে। ষাটটি রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য।

Intuition: অন্তরের অনুভূতি; সহজ প্রত্যক্ষ; সহজাত জ্ঞান।

দার্শনিকদের মতে, ইহা এমন একটি জ্ঞান যাহা দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয় একেবারে সত্যরূপে অন্তরে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞান মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, ইহা মানুষের মনের সম্পদ, মন এই গুণ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ এই গুণ সহজাত।

Iron-Age: লৌহ-যুগ।

[Civilization শব্দ দ্রষ্টব্য]

Iron-Curtain: লৌহ-ঘবনিকা।

এই কথাটি প্রথম উইনস্টন চার্চিল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে ব্যবহার করেন। এই কথাটি দ্বারা পূর্ব-ইউরোপের অন্তর্গত পূর্ব-জার্মানী, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া,

রুমানিয়া ও সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, অর্থাৎ ইউরোপের উত্তর প্রান্তস্থ স্টেটন হইতে দক্ষিণ প্রান্তস্থ এড্রিয়াটিক সাগরের তীরবর্তী জিগেন্ড বন্দর পর্যন্ত রেখার পূর্বদিককে বুঝান হইয়াছে। এই কথাটি দ্বারা চার্লিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন উহার স্বার্থসিদ্ধির জন্ত পূর্ব-ইউরোপের এই সমগ্র অঞ্চলকে অবশিষ্ট ইউরোপ ও সমগ্র পৃথিবী হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহে পশ্চিম-ইউরোপ বা বহির্বিশ্বের কোন লোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং সেই জন্তই এই সকল দেশের কোন সংবাদই বহির্বিশ্বের মানুষ জানিতে পারে না। কিন্তু এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইহা যে কুংসা-রটনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে তাহা পণ্ডিত জগৎরলাল নেহেরু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সকল দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট ঘোষণা করিয়াছেন।

Isolationism : বিচ্ছিন্নতাবাদ ; স্বতন্ত্রতাবাদ।

J

Jacobinism : জাকোবিনবাদ।

ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯-৯৪) একটি দৃঢ়তাপূর্ণ বিপ্লবী ঝাঁক। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিকে জাকোবিনবাদীরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিখ্যাত বিপ্লবী রবস্পেয়ার এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ‘জাকোবিনবাদ’-এর আদর্শ ছিল ‘অবাধ গণতন্ত্র’, সামন্ত-তান্ত্রিক শৃঙ্খলের ধ্বংস এবং ইউরোপের সম্মিলিত প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্ত জনগণের বৈপ্লবিক বৃদ্ধের সংগঠন গড়িয়া তোলা। প্রতি-বিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে পারিলেও জাকোবিনবাদীরা আর্থিক সংকট হইতে উদ্ধৃত সমস্তাসমূহের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক মত। ইউরোপের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এই রাজনৈতিক মতের মূল মর্ম। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই মতের প্রাধাণ্যের জন্তই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম হইতেই এই মতের সমর্থকগণ যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপের এই মহাযুদ্ধে জড়িত না করিবার জন্ত আন্দোলন করে এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশকে কোন প্রকারের সাহায্য দিবার বিরোধিতা করে। কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে যুদ্ধ প্রবল আকারে আরম্ভ হইলে যুক্তরাষ্ট্র এই মতের সমর্থকগণের প্রভাব খর্ব হয়। তখন হইতে এই মতবাদ প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি মিত্রশক্তি পরাজিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রও বিপন্ন হইবে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যাপার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না।

এবং বেকার সমস্তার ও মূল্য-বৃদ্ধির সমাধান করিতে ব্যর্থ হন। তাহার ফলেই ইহাদের সামাজিক সমর্থন হ্রাস পায় এবং ফরাসীদেশের ‘বুজোয়ারা’ (ধনিকশ্রেণী) তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সক্ষম হয়।

Jingo : যুদ্ধোন্মাদ।

যে ব্যক্তি যুদ্ধবিগ্রহের জন্ত বা বলপূর্বক পররাজ্য গ্রাসের জন্ত আন্দোলন করে।

John Bull : জনবুল—ইংরেজ জাতি।

‘জনবুল’ কথাটি দ্বারা সমগ্রভাবে ইংরেজ জাতিকে বুঝায়। ইংরেজ লেখক আর-বুথনট-এর *John Bull and His Island* নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনা হইতে এই কোতুক-পূর্ণ নামটির উৎপত্তি হইয়াছিল।

Joint-Stock Company : যৌথ কারবার ; যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ।

ছুই বা ততোধিক ব্যক্তির মূলধনে গঠিত কারবারী প্রতিষ্ঠান । প্রত্যেক দেশে নানা-বিধ রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা এই 'যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান' নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ।

Jurisprudence : আইনশাস্ত্র ; আইন-বিজ্ঞান ; ব্যবহার-বিজ্ঞান ।

যে শাস্ত্র মানুষের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং কিভাবে মানুষ সেই আইনগত অধিকার সর্বাধিক মাত্রায় ভোগ করিতে পারে তাহা দেখায় ।

Jury : বিচার-সভার সভ্যগণ ।

বিচারালয়ে বিচারকের সহিত যাহারা সমবেতভাবে সত্যাসত্য নির্ণয় করেন ।

Just War : ন্যায় যুদ্ধ । [War শব্দ দ্রষ্টব্য]

K

Kantism (Philosophy of Kant) : Ku Klux Klan : 'ক্লুক্স ক্লান' ।

কান্টবাদ ; কান্টের দর্শন

জার্মানীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর (১৭২৪-১৮০৪) দার্শনিক মত । কান্ট তাঁহার পূর্বের সকল দার্শনিক চিন্তা-ধারার বিশ্লেষণ করিয়া নিজের দার্শনিক মত গড়িয়া তোলেন । তাঁহার মতে, প্রকৃত দার্শনিক পদ্ধতি হইল বিচারপূর্বক বিশ্লেষণ (Criticism) । তাঁহার মতে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের উপাদান অন্তর্জাত, না বাহিরের প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ । ইহাই কান্টের দার্শনিক পদ্ধতি—'বিচারবাদ' (Criticism) ।

কান্ট পূর্ববর্তী সকল দার্শনিক চিন্তাধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নে'ক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন :

জ্ঞানের মূল বিষয় তিনটি, যথা—(১) আত্মা—ইহা একটি সচেতন পদার্থ ; (২) বিশ্ব—ইহা গোচরীভূত প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের সামগ্রিক রূপ ; (৩) ঈশ্বর—ইনি এক অত্ম-নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা । অবশ্য, এই সকল ধারণা কেবল মনেরই গোচরীভূত, অর্থাৎ ইহাদের অস্তিত্ব কেবল চিন্তা দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব । সংক্ষেপে, কান্টের দার্শনিক মত বস্তুবাদীও নহে, আবার সম্পূর্ণ ভাববাদীও নহে, তবে ভাববাদের দিকেই ইহার ঝোঁক বেশী ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের একটি গুপ্ত সমিতি । ইহা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় । হিটলারের নাৎসিবাদের জাতি-বিদ্বেষের মতই এই সমিতিরও মূলমন্ত্র জাতি-বিদ্বেষ । নিগ্রোদের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের রক্তের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার অজুহাতে ইহারা নিগ্রোদের ভৌতাদিকারের বিরোধিতা করে এবং নামমাত্র অপরাধে, অথবা অনেক সময় বিনা অপরাধেও নিগ্রোদের হত্যা করে ও হত্যার ভয় দেখায় । ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের কঠোর হস্তে দমন করা হয়, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহারা আবার প্রবল হইয়া উঠে । বর্তমানে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এই গুপ্ত সমিতির সভ্য-সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ ।

Kuomintang : 'কুয়ো মিন টাং' পার্টি

চীনের রাজনৈতিক পার্টি । ইহার অর্থ—'জনগণের জাতীয় দল' । এই পার্টি ডাঃ সুন ইয়াং-সেন কর্তৃক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের প্রথম জাতীয় বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে । এই পার্টিই ১৯১২ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিপ্লব পরিচালনা করে । উত্তর-চীনের সামরিক প্রভুদের বিরুদ্ধে এই দলের দ্বারাই ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের 'মহাবিপ্লব' এবং বৈপ্লবিক অভিযান সংগঠিত ও পরিচালিত

হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে চিয়াং কাই-সেকের নেতৃত্বে এই পার্টি বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে কমিউনিস্ট ও অগ্রান্ত বিপ্লবী দলগুলিকে দলিত করিয়া এককভাবে সমগ্র চীনের ক্ষমতা দখল করে। ১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুয়ো মিন টাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলে। অতঃপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে জাপানীদের আক্রমণ আরম্ভ

হইলে কমিউনিস্টদের সহিত একযোগে এই পার্টি জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। যুদ্ধশেষে পুনরায় কুয়ো মিন টাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কুয়ো-মিন টাং পার্টি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়া তাইওয়ান (ফরমোজা) দ্বীপে আশ্রয় লয়।

Labour : শ্রম। [Labour Power দ্রষ্টব্য]

Labour Aristocracy : শ্রমিক-আভিজাত্য। [Imperialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Labour-Imperialist : শ্রমিক-সাম্রাজ্যবাদী। [Imperialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Labour Party : শ্রমিক দল; লেবার পার্টি।

গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক-পার্টি, সমাজবাদী দল। ইহা 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্রিটেনের দুইটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের একটি, অপরটি হইল 'রক্ষণশীল দল' বা 'কনজারভেটিভ পার্টি'। ব্রিটেনের সকল ট্রেড যুনিয়ন, বিভিন্ন সমাজবাদী ও সমবায়-সঙ্ঘ লেবার পার্টির অন্তর্ভুক্ত। এই দল সমাজবাদী হইলেও বিপ্লবে বিশ্বাসী নহে। এই দল ধনতন্ত্র অব্যাহত রাখিয়া দেশের আর্থিক জীবনের উপর অধিক মাত্রায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং 'রক্ষণশীল দল' বা 'কনজারভেটিভ পার্টি'র মতই সমান সাম্রাজ্যবাদী। 'লেবার পার্টি' ও 'কনজারভেটিভ পার্টি'র মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই।

Labour Power & Labour : শ্রম-শক্তি ও শ্রম।

Labour Power : শ্রমশক্তি।

এই দুইটি কথা মার্কসীয় অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় :

যে ক্ষমতা বা শক্তি (মস্তিষ্ক, শ্রাব্য, পেশী, প্রভৃতির ভিতরের শক্তি) দ্বারা মানুষ শ্রম করিতে পারে তাহাকেই বলা হয় 'শ্রমশক্তি'। জীবিকানির্বাহের জন্য এই শ্রমশক্তি মূল-ধনীর নিকট বিক্রয় করা ব্যতীত শ্রমিকের বাঁচিবার অন্য কোন উপায় থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমশক্তির ক্রেতা মূলধনী শ্রমশক্তির বিক্রেতা শ্রমিককে কাজে না লাগায় ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমশক্তি শ্রমিকের দেহের মধ্যে স্থগত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। একজন বেকার শ্রমিকের শ্রমশক্তি আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা শ্রম হয় না, অর্থাৎ তাহার শ্রমশক্তি কোন শ্রম (দ্রব্য বা পণ্য অর্থাৎ শ্রমশক্তির বাস্তবরূপ) তৈরি করে না। কারণ, তাহার শ্রমশক্তির কোন ক্রেতা নাই, সুতরাং তাহাকে কেহ কাজে লাগায় না। মার্ক্সের কথায়—“যখন আমরা শ্রমশক্তির কথা বলি তখন তাহা দ্বারা শ্রম বুঝায় না, ঠিক যেমন আমরা যখন হজম-শক্তির কথা বলি তখন তাহা দ্বারা হজম করা বুঝায় না; হজম করা বলিতে ভাল পাকস্থলী ব্যতীত আরও কিছু বুঝায়।—K. Marx : *Wage-Labour & Capital*.”

Labour : শ্রম।

শ্রমশক্তি যখন কর্মরত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ শ্রমশক্তি যখন পণ্য উৎপাদন করে, তখনই শ্রমশক্তি শ্রমে (অর্থাৎ শ্রমশক্তির

বাস্তবরূপে) পরিণত হয়। “এ মূলধনী ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রমশক্তি ক্রয় করে, আর ব্যবহারের সময়েই শ্রমশক্তি শ্রমে পরিণত হয়। শ্রমশক্তির ক্রেতা (অর্থাৎ মূলধনী) শ্রমশক্তির বিক্রেতাকে (অর্থাৎ শ্রমিককে) কারখানা প্রভৃতিতে কাজে লাগাইয়াই শ্রমশক্তি ব্যবহার করে। ব্যবহারের পূর্বে যে শ্রমশক্তি ছিল একটা সম্ভাবনা মাত্র, ব্যবহারের সময় সেই সম্ভাবনাই বাস্তবে—কর্মরত শ্রমশক্তিতে—শ্রমকারী রূপে—পরিণত হয়।”—Karl Marx : *Wage-Labour & Capital*. [Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Wage Labour : মজুরি-শ্রম।

মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে, শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা মূলধনী ও শ্রমিকের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পায় তাহাকেই বলা হয় ‘মজুরি-শ্রম’। ধনতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তি নিজেই একটি পণ্যে পরিণত হইয়াছে। সমাজ-বিকাশের ভিতর দিয়া অর্থাৎ সামন্তপ্রথার ধ্বংসের ফলে “শ্রমিক দুই অর্থে ‘মুক্ত’ হইল—প্রথমতঃ, সে তাহার শ্রমশক্তি মূলধনীর নিকট বিক্রয় করিবার ব্যাপারে ‘বাস্তামুক্ত’ বা ‘স্বাধীন’ হইল; দ্বিতীয়তঃ, সে জমি অথবা সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণ-সমূহের মালিকানা হইতে ‘মুক্ত’ হইল, অর্থাৎ সে হইল একজন সম্পত্তিহীন শ্রমিক, ‘প্রোলেতারিয়ান’, সে এখন আর তাহার শ্রমশক্তি বিক্রয় না করিয়া জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারে না।”—Karl Marx : *A Contribution to the Critique of Political Economy*.

মার্কসীয় অর্থনীতিতে মজুরি-শ্রমের অপর নাম হইল **মজুরি-দাসত্ব (Wage Slavery)**। ধনতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকের এই মজুরি-দাসত্বের অবসান হইবে।

Labour Movement : শ্রমিক-আন্দোলন।

শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠনের (রাজনৈতিক পার্টি, ট্রেড যুনিয়ন, কো-অপারেটিভ প্রভৃতি) দ্বারা তাহাদের নিজ স্বার্থ রক্ষা ও সমাজতন্ত্রের জন্ম সংগ্রাম।

মার্কসীয় মতে, শ্রমিকশ্রেণী ও উহার আন্দোলন বৈপ্লবিক হইতে বাধ্য। শ্রমিক-আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি : (১) প্রথম হইতে সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সজ্জ বা ট্রেড যুনিয়ন গঠন ; (২) প্রত্যেকটি দেশের সকল স্তরের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং পৃথিবীর শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা প্রত্যেক দেশের ও পৃথিবীর শ্রমিকদের শক্তিবৃদ্ধি, সাম্রাজ্যবাদ ও সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সফলতার মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি ; (৩) শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি।

The World Organisations of Labour : বিভিন্ন বিশ্ব-শ্রমিক সংস্থা বা সংগঠন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে বিরাট শ্রমিক-জাগরণ দেখা দেয় তাহার ফলে কয়েকটি সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ‘বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন-ফেডারেশন’ (World Federation of Trade Unions) গঠিত হয়। পরে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ‘বিশ্ব ফেডারেশন’-এর একাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া ‘স্বাধীন ট্রেড যুনিয়ন-সমূহের স্বেচ্ছা মূলক আন্তর্জাতিক ফেডারেশন’ (International Confederation of Free Trade Unions) নামে একটি পৃথক সংগঠন স্থাপন করে। পরে ‘খৃষ্টীয় ট্রেড যুনিয়ন সমূহের বিশ্ব ফেডারেশন’ (International

Confederation of Christian Trade Unions) নামে একটি ধর্মীয় ট্রেড যুনিয়ন-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই তৃতীয় সংগঠনটির শক্তি কোনদিনই উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় সংগঠন দুইটিই সর্বমুহুৎ সংগঠন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

The World Federation of Trade Unions (WFTU): বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন-ফেডারেশন, বা বিশ্বের সংযুক্ত ট্রেড যুনিয়ন-সংস্থা।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ট্রেড যুনিয়ন আন্দোলনের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে এই 'বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন-ফেডারেশন' গঠিত হয়। এই সম্মেলনে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়ৎ ইউনিয়ন প্রভৃতি ৭৯টি দেশের ৮ কোটি ৮০ লক্ষ সংগঠিত শ্রমিকের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। ইতালীর লুই সেইল' ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখন হইতে তিনিই সম্পাদক হিসাবে কার্য পরিচালনা করিতেছেন। 'বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন-ফেডারেশন'-এর উদ্দেশ্য হইল :

“এ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তি-সংগ্রামে এবং শতকরা ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ ভাগ অস্ত্রহাস ও অ্যাটম বোমা নিষিদ্ধকরণের জন্ত নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের এক্যবদ্ধ করা।”—
Louis Saillant : Speech in the Meeting of the Council of the WFTU (Nov. 1951).

‘বিশ্ব-শ্রমিক’ ফেডারেশন'-এর প্রধান কর্মপন্থা হইল : (১) সোবিয়ৎ ইউনিয়নের শান্তিনীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্ব শান্তি-আন্দোলনের জন্ত প্রচার-কার্য চালনা ; (২) ইউরোপে ‘মার্শাল-প্ল্যান’ ও কোরিয়া, মালয়, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে সাম্রাজ্য-

বাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম ; (৩) বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার রক্ষার জন্ত, বিশেষতঃ বর্ধিত হারে মজুরি প্রভৃতির জন্ত, শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতি সক্রিয় পন্থা দ্বারা সংগ্রাম চালনা ; (৪) পূর্ব-ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও উদ্যোগে যে সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে সেইগুলির প্রতি সমর্থন ; (৫) বিশ্বের শান্তিরক্ষা এবং শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর জনগণের উন্নততর জীবনযাত্রার জন্ত এক্যবদ্ধ সংগ্রাম ; (৬) অর্থনৈতিক অবনতি ও একচেটিয়া ধনতন্ত্রের নূতন মহাসমর আরম্ভের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী গণ-প্রতিরোধ সৃষ্টি ; (৭) প্রত্যেক দেশের শ্রমিক-জনসাধারণ ও তাহাদের ট্রেড যুনিয়নসমূহের উদ্যোগে শাস্তিমূলক শিল্প বিস্তার ও সেই শিল্পে বর্ধিত হারে শ্রমিক নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে আভ্যন্তরিক বাজারের বিস্তার সাধন ; (৮) শ্রমিকদের ট্রেড যুনিয়ন-অধিকার ও জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত দৃঢ়ভাবে গণ-সংগ্রাম পরিচালনা ; (৯) প্রত্যেক দেশের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী গৃহীত দৃঢ় কর্মপন্থার দ্বারা সকল জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সংগ্রাম ; (১০) উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকরী করিবার পক্ষে শান্তি অপরিহার্য বলিয়া শান্তি রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধারম্ভে বাধা দান এবং সকল আন্তর্জাতিক সমস্তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ব্যবস্থার জন্ত দৃঢ়ভাবে গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করা।

‘বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন-ফেডারেশন'-এর প্রতিষ্ঠার পর ইহার উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করিয়া ওপনিবেশিক ও অর্ধ-ওপনিবেশিক দেশসমূহে শ্রমিক-আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে। ভারত, দক্ষিণ-আমেরিকার দেশসমূহ, মিশর, ইরান, আলজিরিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশে পূর্ব হইতে ট্রেড যুনিয়ন-আন্দোলন

ছিল সেই সকল দেশে ট্রেড যুনিয়ন-আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত নিম্নোক্ত পরাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন দেশসমূহে নিম্নোক্ত নূতন ট্রেড যুনিয়ন-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় :—‘নিখিল কোরিয়া লেবার ফেডারেশন’ (AKFL), ‘নিখিল ইন্দোনেশিয়া ট্রেড যুনিয়ন সন্ড’ (SOBSI), ‘ফিলিপাইনের ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেস’ (CLOP), ‘ভিয়েৎনাম ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেস’ (CGT), ‘নিখিল ব্রহ্ম ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেস’ (ABTUE), ‘ইরানের ঐক্যবদ্ধ ট্রেড যুনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় সমিতি’, ‘ঈজিপ্ট ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেস’ (ETUE), ‘তিউনিশিয়া শ্রমিক ট্রেড যুনিয়ন’ (USTT), ‘মরোক্কো ট্রেড যুনিয়ন-ফেডারেশন’ (GEFUM), ‘নাইজিরিয়া ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেস’ (NTUE), ‘দক্ষিণ-আফ্রিকা ট্রেড যুনিয়ন লেবার কাউন্সিল’ (SATLE), ইত্যাদি। এই সকল দেশে শিল্পীয় শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-শ্রমিকদের আন্দোলনও প্রবল হইয়া উঠে। ভারতের ‘নিখিল ভারত ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেস’ এই ‘বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন ফেডারেশন’-এর

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) : স্বাধীন ট্রেড যুনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উপরোক্ত ‘বিশ্ব শ্রমিক-ফেডারেশন’ (WFTU) হইতে ‘ব্রিটিশ ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেস’ (BTUE), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘কংগ্রেস অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন’ (CIO) ও হল্যান্ডের ‘ট্রেড যুনিয়ন-সংগঠন’ (NYY) বাহির হইয়া আসিয়া ‘স্বাধীন ট্রেড যুনিয়ন সমূহের আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন’ (ICFTU) গঠন করে। পরে ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যপন্থী ও

দক্ষিণপন্থী ট্রেড যুনিয়নসমূহ এবং ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’-এর অন্তর্ভুক্ত ‘সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক’ ট্রেড যুনিয়নসমূহ ‘বিশ্ব শ্রমিক-ফেডারেশন’ (WFTU) ত্যাগ করিয়া এই আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনে (ICFTU) যোগদান করে। ভারতের আই. এন. টি. উ. সি. এবং ‘হিন্দ মজদুর-সভা’ আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনের দাবি অনুসারে, পৃথিবীর তিয়াত্তরটি দেশের পাঁচ কোটি ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক ইহার সভ্য। বিভিন্ন মহাদেশে ইহার শাখা-অফিস প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এশিয়া মহাদেশের শাখা-অফিসটি কলিকাতায় অবস্থিত। ইহা ব্যতীত সমগ্র এশিয়ার ট্রেড যুনিয়ন-কর্মীদের শিক্ষা দানের জন্ত কলিকাতা, জাপান ও ফিলিপাইনে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ইহার কর্ম-সূচীর অন্তর্ভুক্ত :—(১) সোবিয়ৎ ইউনিয়ন ও ‘বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন ফেডারেশন’-এর সহিত আপসহীন বিরোধ; (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্ত ‘মার্শাল-প্ল্যান’-এর সহিত পূর্ণ সহযোগিতা; (৩) বিভিন্ন দেশের পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি, অতিরিক্ত মুনাফা ও অস্ত্রবৃদ্ধির প্রতিযোগিতার ‘তীব্র সমালোচনা’; (৪) শ্রমিকদের জন্ত মজুরি-বৃদ্ধির দাবি, কিন্তু জাতীয় সংকট দেখা দিলে ক্রমবর্ধমান হারে মজুরির পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে মজুরি দানের পরামর্শ দান; (৫) বেকারি দূর করিবার জন্ত আন্দোলন; (৬) সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা; ইত্যাদি।

Labour Rent : শ্রম-খাজনা।

জমির খাজনা হিসাবে যে শ্রম দেওয়া হয়। সামন্তপ্রথায অর্ধ-ভূমিদাসগণ ভূস্বামীদের জমিতে ‘বেগার’ খাটিয়া খাজনার বদলে শ্রম দান করিত। [Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Laissez-Faire : অবাধ নীতি।

এই কথাটি ফরাসী ভাষা হইতে গৃহীত এবং ইহার মূল অর্থ ‘বাধা দিও না’। ইহা

একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ। কাহারও ব্যক্তিগত কার্যে, বিশেষতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর সরকারের হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি। সম্ভবতঃ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল এবং সামন্তপ্রথার বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জাগরণশীল ব্যবসায়ী বৃক্ষোদ্যাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধ্বনিরূপে ইহা দেখা দিয়াছিল।

Landless Peasant : জমিহীন বা ভূমিহীন কৃষক। [Peasant শব্দ দ্রষ্টব্য]

Land-Proletariat : কৃষি-শ্রমিক ; ক্ষেত-মজুর।

যে শ্রমিক কৃষির সহিত যুক্ত, অর্থাৎ যে কৃষকের কোন জমি নাই অথবা এত কম জমি আছে যে, সেই জমি তাহার ও তাহার পরিবারের জীবিকানির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; সুতরাং সেই কৃষককে বাধ্য হইয়া অপরের জমিতে দিন-মজুর হিসাবে কাজ করিতে হয়, তাহাকেই বলা হয় 'কৃষি-শ্রমিক' বা 'ক্ষেত-মজুর'।

Law : নিয়ম ; শৃঙ্খলা ; আইন।

মূল অর্থে, নিয়ম বা শৃঙ্খলা। প্রধানতঃ দুইটি অর্থে এই কথাটির ব্যবহার হয় : (১) প্রাকৃতিক নিয়ম, অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতি যে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা, ইহাকে বলা হয় Natural Law ; (২) সামাজিক মানুষকে যে সকল রাষ্ট্র-কৃত নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া সমাজে বাস করিতে হয়, ইহাকে বলা হয় Jurisprudence (আইনশাস্ত্র)।

(১) Natural Law : প্রাকৃতিক নিয়ম।

যে নিয়মে বিশ্ব-প্রকৃতি চলিয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ঘটিয়া থাকে ; যেমন গতিসম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Motion)। ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, নির্দিষ্ট অবস্থায় একই প্রকারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রত্যেকটি নিয়মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভিত্তি হইল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় ও উহার ব্যাখ্যা।

(২) Law (Jurisprudence) : আইনশাস্ত্র।

যে নিয়ম-শৃঙ্খলা দ্বারা সামাজিক মানুষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বাহ্যিক ভঙ্গ করিলে সমাজের প্রত্যেক মানুষকেই কোন না কোন শাস্তি বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা বা আইন ব্যতীত মানুষ সমাজে একত্রে বাস করিতে পারে না। এই জগতই মানব-সমাজের গোড়া হইতে আইনের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল আইন-কানুন সৃষ্টির ব্যাপারে প্রথম দিকে ধর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং তখন আইন-কানুনকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলিয়া মনে করা হইত। এই ধারণা হইতে বর্তমান কালে নৈতিক নিয়মাবলীর (Moral Laws) সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনেকের অস্বাভাবিক। প্রথম দিকের আইনে আদিম মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথার প্রভাব ছিল অনেক বেশি। অনেক দেশে আদিম কালের বিভিন্ন প্রথার সংস্কার সাধন করিয়াই আইন তৈরী হইয়াছে। প্রাচীন কালে ঋষিরা আইন তৈরী করিয়াছিলেন, যেমন ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবি, ইছলী-নায়েক মুসা (Moses), তাঁহারা কেহই বর্তমান কালের ধারণামুযায়ী আইনজ্ঞ বা আইন-প্রণয়নকারী ছিলেন না। তাঁহারা কেবল তাঁহাদের পূর্বের ও সমকালীন প্রচলিত প্রথাগুলিকেই সাজাইয়া আইন তৈরী করিয়াছিলেন। অবশ্য গ্রীকগণ বিশেষ উন্নত আইন তৈরী করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের বর্তমান আইন মূলতঃ রোম-সাম্রাজ্যে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতেই রচিত।

বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছে। রোমানগণ আইনের নিম্নোক্ত রূপ শ্রেণীভাগ করিয়াছেন : (১) নাগরিক বা জাতীয় আইন ; (২) জাতিসমূহের আইন—ইহাই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি।

বর্তমান কালের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই উহার ইতিহাস, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির ভিত্তিতে নিজস্ব আইন রচনা করিয়াছে। প্রত্যেক দেশের আইন-সভাই উহার রচয়িতা।

League of Nations : জাতিসংঘ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভের্সাই-সন্ধি ও অত্যাশ্রয় শান্তি-চুক্তির ভিত্তিতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কর্মক্ষেত্র ছিল সুইজারল্যান্ডের জেনিভা শহরে।

জাতিসংঘের মূলনীতি ছিল নিম্নরূপ : জাতিসংঘের সভ্য-জাতিসমূহের প্রত্যেকের সমান মর্যাদা লাভ ; আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রত্যেক জাতির নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা দান ; দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে উহাদিগকে জাতিসংঘের সালিশ মানিয়া লইতে হইবে ; কোন দেশ জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্য করিয়া পররাষ্ট্র আক্রমণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিবিধান করা হইবে ; অস্ত্র-হ্রাসের ব্যবস্থা করা হইবে ; ইত্যাদি। প্রতি বৎসর একবার করিয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হইত। সংঘের অন্তর্ভুক্ত ৫৪টি সভ্য-দেশের প্রত্যেকে একটি করিয়া ভোট দিতে পারিত। সংঘের কাউন্সিলের অধিবেশন হইত বৎসরে তিনটি। গ্রেট ব্রিটেন, ফরাসী দেশ ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন—এই তিনটি রাষ্ট্র ছিল জাতিসংঘের স্থায়ী সভ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন জাতিসংঘের প্রধান উদ্যোক্তা হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাপান কতৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও জাতিসংঘ ত্যাগ, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিটলার-শাসিত জার্মানী কতৃক সঙ্ঘ ত্যাগ, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইতালী কতৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ ও ইতালীকে শাস্তি দিতে সংঘের ব্যর্থতা, জার্মানী কতৃক বিনা বাধায় অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া

গ্রাস এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যান্ড আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা জাতিসংঘের অসারতা প্রতিপন্ন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

Left : বাম ; বামপন্থী।

এই শব্দটি দ্বারা সাধারণ অর্থে প্রতিক্রিয়া-শীলদের বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টি এবং অত্যাশ্রয় সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক দলসমূহকে একত্রে বুঝায়। যখন এই শব্দটিকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়, যেমন 'Leftist' ('বামপন্থী' বা 'বামবাদী') তখন তাহা দ্বারা যুক্তহীন বিশৃঙ্খলামূলক উগ্র কর্মপন্থার সমর্থকদের বুঝায়, এই বিশৃঙ্খলামূলক কর্মপন্থা কোন ক্রমেই প্রগতিশীল আন্দোলনে সাহায্য করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে 'Leftism' ('বামবাদ' বা 'বামপন্থা') স্ববিধাবাদীদের একটি অপকোশলও হইতে পারে। স্ববিধাবাদীরা এই অপকোশলের সাহায্যে ভূয়া বৈপ্লবিক ও গালভরা বুলি দ্বারা তাহাদের স্ববিধাবাদের আসল চেহারাটাকে ঢাকিয়া রাখে। এই সকল স্ববিধাবাদীরা নিজেদের 'বামবাদী' অর্থাৎ 'অতিবৈপ্লবী' বলিয়া জাহির করে।

Left Wing Parties : বামপন্থী দলসমূহ।

এই কথাটি দ্বারা বিভিন্ন প্রগতিশীল দলকে বুঝায়। সকল প্রগতিশীল দলকে এই নামে অভিহিত করিবার কারণ এই যে, প্রায় সকল দেশের পার্লামেন্টে বা আইনসভায় এই সকল দলের প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ 'স্পীকার' বা সভাপতির বাম-দিকে আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের 'ফরাসী বিপ্লব'-এর সময় গঠিত 'ফরাসী জাতীয় পরিষদ'-এ (French National Assembly) ফরাসী দেশের তৎকালীন বামপন্থী প্রগতিশীল দলগুলি পরিষদে 'স্পীকার'-এর বাম দিকে, মধ্যপন্থীরা মধ্যস্থলে এবং রক্ষণশীলগণ 'স্পীকার'-এর

ভান দিকে আসন গ্রহণ করিতেন। তখন হইতেই সকল দেশের পার্লামেন্টে বা আইনসভায় এই রীতিটি প্রচলিত হয় এবং এইভাবে আসন গ্রহণের রীতি হইতে প্রগতিশীল প্রতিনিধিদের Left Wing এবং রক্ষণশীলদের Right Wing নামে অভিহিত করা হয়।

Legalism : আইনানুসঙ্গিক ; আইনের মোহ।

অস্ত্রাস্ত্র কর্মপন্থা বাদ দিয়া কেবল মাত্র আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে ঝোঁক।

Legal Tender : বিহিত অর্থ ; আইন অনুসারে গ্রহণীয় মুদ্রা।

আইন অনুসারে যে মুদ্রা দ্বারা লেন-দেন করা চলে। ভারতবর্ষে রূপার টাকা বা এক টাকার নোটের দ্বারা যে কোন পরিমাণ অর্থ লেন-দেন করা চলে, আর আধুলি দ্বারা দুই টাকার বেশী দেওয়া চলে না।

Legion of Honour : সম্মানিত বাহিনী।

সম্মানজনক উপাধি। ফরাসী দেশে সামরিক বা অস্ত্র বিভাগে প্রশংসাজনক কার্যের জন্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয়।

Leninism : লেনিনবাদ ; 'লেনিন-ইজম'।

“‘লেনিনবাদ’ হইল সাম্রাজ্যবাদের যুগের, অর্থাৎ শ্রমিক-বিপ্লবের যুগের মার্ক্সবাদ। অথবা আরও সঠিকভাবে বলিলে, ‘লেনিনবাদ’ হইল সাধারণভাবে শ্রমিক-বিপ্লবের তত্ত্ব (Theory) ও কর্ম-কৌশল, এবং বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্ব ও কর্ম-কৌশল।”—J.V. Stalin : *Leninism*.

[*Marxism* শব্দ দ্রষ্টব্য]

Levellers : সমতাস্থাপক দল ; সমতাবাদী দল।

যাহারা সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য স্থাপন করিতে চায়।

ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহ-যুদ্ধের সময় এইরূপ একটি দল গঠিত হইয়াছিল। এই দল ক্রমওয়ার্ডের একনায়কত্বমূলক শাসনের বিরুদ্ধে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ করে এবং পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়।

[*English Revolution* দ্রষ্টব্য]

Liberalism : উদারবাদ ; উদারনীতি।

রক্ষণশীলতা-বিরোধী সংস্কারপন্থী মতবাদ। এই মতবাদ বিপ্লব-বিরোধী এবং সংস্কারের দ্বারা সামাজিক উন্নয়নের পন্থা অবলম্বন করে।

Liberal Party : উদারনৈতিক পার্টি বা দল।

উদারবাদের সমর্থকগণ উদারনৈতিক পার্টি নামে অভিহিত হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে ‘হাইগ পার্টি’ ছিল তাহাই পরে ‘লিবারেল পার্টি’ নাম গ্রহণ করে। বর্তমান ‘লেবার পার্টি’র অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে ‘কন্জারভেটিভ পার্টি’র পরেই ছিল ‘লিবারেল পার্টি’র স্থান। কিন্তু ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ‘কন্জারভেটিভ পার্টি’ ও ‘লেবার পার্টি’র চাপে ‘লিবারেল পার্টি’ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। তাহার পর এই পার্টির কেবল নাম-মাত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই পার্টির সমৃদ্ধির সময় ইহা বহু ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষেও জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে এই দল বিশেষ শক্তিশালী ছিল এবং এই দলই তখন জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কংগ্রেস কর্তৃক সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিলে এই দলের প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়।

Life-Process of Capital : মূলধনের জীবনধারা।

কথাটি মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ, মূলধনের বিস্তার ও আত্মবৃদ্ধির

ধারা; এই ধারার মূল উৎস হইল শ্রমিকের তৈরী 'উদ্ধৃত শ্রম' (Surplus Labour), এই 'উদ্ধৃত শ্রম' গ্রাস করিয়াই মূলধনের পক্ষে নিজেকে বর্ধিত করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ 'উদ্ধৃত শ্রম' হইতেই মুনাফার সৃষ্টি হয় এবং মূলধনীরা সেই মুনাফা জমাईয়া ও পুনরায় উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মূলধনের কলেবর (পরিমাণ) বৃদ্ধি করে।

Limited Liability (Limited Company): সীমাবদ্ধ দায় বা দায়িত্ব।

কোন যৌথ কারবারের অংশীদারদের অংশের অল্পপাতে দেনার জ্ঞত দায়িত্ব। কোন 'লিমিটেড কোম্পানি'তে অংশীদারদের দায়িত্বের পরিমাণ তাহাদের অংশের অল্পপাতে স্থির হয়। যে যৌথ কারবারে অংশীদারদের দায়িত্ব তাহাদের অংশের অল্পপাতে সীমাবদ্ধ থাকে সেই কারবারকে 'লিমিটেড কোম্পানি' (Limited Company) বলা হয়।

Liquidation, To Go Into: কারবার গুটানো; দেউলিয়া হওয়া।

দেনা-পাওনা মিটাইয়া কারবার গুটাইয়া ফেলা।

Liquid Asset: চলতি সম্পত্তি।

যে সম্পত্তি কারবারে খাটিতেছে এবং যাহা সহজেই নগদ টাকায় পরিবর্তিত করা যায়।

Little Assembly: ক্ষুদ্র পরিষদ।

[United Nations Organisation (U. N. O.) দ্রষ্টব্য]

Living Wage: জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত মজুরি। [Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Localism: বিশেষ স্থানের প্রতি অচ্যুতাগ বা আসক্তি; স্থানীয় সংকীর্ণতা।

স্থানবিশেষের প্রতি আসক্তি হেতু চিন্তা বা মনোভাবের সংকীর্ণতা।

Love, Platonic: নিষ্কাম প্রেম।

[Platonism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Ludite Movement: লুডাইট-আন্দোলন।

ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করার আন্দোলন; কারখানায় নতুন যন্ত্রপাতি চালু করিবার ফলে রহ শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে বলিয়া ক্রোধের বশে সেই সকল নতুন যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া ফেলিয়া, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাহা চালাইতে বাধা দিবার আন্দোলন।

এই আন্দোলনের নেতা ছিল নেডলুড (Ned Lud) নামক একজন শ্রমিক। তাহারই নাম হইতে এই আন্দোলনের নাম হয় 'লুডাইট আন্দোলন'। লুড শ্রমিকদের একটি বড় দল গঠন করিয়া তাহাদের লইয়া যন্ত্র ভাঙা, যন্ত্র পোড়ানো, কারখানা জালানো প্রভৃতি কাজের দ্বারা নতুন যন্ত্র চালু করিবার কাজে বাধা দিতে আরম্ভ করে। এই আন্দোলন ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার ও নটিংহামশায়ারে বিস্তৃত হয় এবং ইহা ১৮১১-১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে। ইহার পর শ্রমিকরা বুঝিতে পারে যে, এই ধরনের আন্দোলনের দ্বারা যান্ত্রিক উন্নতিতে বাধা দেওয়া যায় না এবং শ্রমিকদের বেকারী ও অগ্রাগ্রত দুর্দশার জ্ঞত যন্ত্রপাতি দায়ী নহে—দায়ী যন্ত্রপাতি ও কারখানার মালিক মূলধনীশ্রেণী। ইহার পর এই আন্দোলনের অবসান হয়।

Lumpen Proletariat: অপরাধপ্রবণ গরীব লোক; 'লুম্পেন প্রোলেতারিয়াত'।

যে সকল গরীব লোক রাষ্ট্রের খরচে অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করে তাহাদেরই 'লুম্পেন প্রোলেতারিয়াত' বলা হয়। ইহারা চলতি সামাজিক অবস্থার চাপে কোন না কোন রকমে চারিত্রিক দিক হইতে অধঃপতিত হইয়া অপরাধপ্রবণ হইয়া ওঠে; যেমন চোর, ডাকাতি, খুনী, দস্য প্রভৃতি। ইহাদের সহিত বেকার শ্রমিকদের কোন সম্পর্ক নাই, ইহারা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন 'শ্রেণী'।

নৈরাশ্রবানীরা (Anarchists) ইহা-
দিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী বিপ্লবী বলিয়া মনে
করেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা ইহাদের কোন
বৈপ্লবিক শক্তি বলিয়াই স্বীকার করেন না।
কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাঁহাদের
রচিত ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’তে
ইহাদের সম্পর্কে নিম্নোক্তরূপ মত ব্যক্ত
করিয়াছেন : “ইহারা একটি ‘সাংঘাতিক
শ্রেণী’, সমাজের আবর্জনাধরূপ, পুরাতন
সমাজ-গহবরের নিম্নতম স্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত
অকর্মণ্য পুতিগন্ধময় এক বিরাট দল,
ঐমিক-বিপ্লবের স্রোত বাহিয়া ইহারা
এখানে-ওখানে আন্দোলনে ঢুকিয়া পড়িতে
পারে; ইহাদের জীবনধারণের অবস্থা এমনই
যে, ইহারা অতি সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল
ষড়যন্ত্রকারীদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত
হইতে পারে।”

Lynch Law : ‘লিঞ্চ’-আইন।

আইন-আদালতের আশ্রয় না লইয়া স্বয়ং

অপরাধীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রচলিত। মার্কিন যুক্ত-
রাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের জন লিঞ্চ
(১৭৩৬-২৬) নামক একজন ধনী কৃষকের
নাম হইতে এই তথাকথিত ‘আইন’টির
নামকরণ হইয়াছে। এই ব্যক্তি আইন-
আদালতের আশ্রয় না লইয়া পলাতক দাস
(নিগ্রো) ও নিগ্রো-অপরাধীদের হত্যা
করিয়া শাস্তি দিত। সেই হইতে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের, বিশেষতঃ দক্ষিণভাগের খেতকায়
সাহেবগণ মার্কিন-সভ্যতা রক্ষার অজুহাতে
আইন-আদালতের আশ্রয় না লইয়া এমনকি
সামান্য অপরাধেও অপরাধী নিগ্রোদের
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডই
‘লিঞ্চ-ল’ বলিয়া কথ্যাত। প্রকৃতপক্ষে
ইহা কোন আইন নহে, বর্তমান কালেও যে
পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে এইরূপ বর্বর
কাণ্ড ঘটিতে পারে তাহা অসম্ভব বলিয়া
মনে হয়।

M

Machiavellian Policy : মাকিয়া-
ভেলির নীতি।

ইতালীর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ নিকোলো মাকিয়া-
ভেলি (Niccolo Machiavelli, 1469-1527) দ্বারা প্রবর্তিত ধূর্ততামূলক
রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ ‘যেন তেন প্রকারেণ’
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার নীতি।
‘ধূর্ততা, অপকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতা—
এই গুলিই ছিল মাকিয়াভেলির কূট রাষ্ট্র-
নীতির ভিত্তি। মাকিয়াভেলি তাঁহার এই
কূট রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করিয়া *The Prince*
নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

[European Renaissance—
Renaissance শব্দ দ্রষ্টব্য]

Magna Charta : স্বাধীনতা-সনদ।

ইংলণ্ডের প্রজাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তি-
গত স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় সনদ। ১২১৫

খৃষ্টাব্দে ইহা রাজা জন-এর নিকট হইতে
গৃহীত হইয়াছিল। এই স্বাধীনতা-সনদের
প্রধান বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ :
(১) প্রজাদের নিকট হইতে রাজা তাঁহার
নিজের জন্ত কোন অর্থ আদায় করিতে
পারিবেন না; (২) রাজ্যের সর্বোচ্চ
পরিষদের (পার্লামেন্টের) মত না লইয়া রাজা
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত
করিতে অথবা প্রথমা কন্যার বিবাহ দিতে
পারিবেন না; (৩) রীতিমত বিচার ব্যতীত
কোন কারিগরকে কারাবদ্ধ করা, কোন
শাস্তি দেওয়া বা আইনের আশ্রয়-চ্যুত করা
হইবে না; (৪) কোন অধিকার বা বিচার,
বিক্রয় বা বিলম্বিত করা অথবা উহা হইতে
কাহাকেও বঞ্চিত করা হইবে না; (৫) স্থায়ী
দেওয়ানী আদালত (Civil Court)
প্রতিষ্ঠা করাইবে।

Malthusianism : ম্যালথাসের মতবাদ।

ইংলণ্ডের রেভারেন্ড টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৯৬-১৮৩৪) কর্তৃক প্রচারিত জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণসম্বন্ধীয় মতবাদ। ম্যালথাসের মতে, কোন দেশেই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির অল্পপাতে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে; যদি কোন দেশের অধিবাসীরা ইচ্ছিয় সংযম দ্বারা লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি রোধ না করে তবে দেশব্যাপী দারিদ্র্য অনিবার্য; এইরূপ স্থলে দারিদ্র্য, পাপাচার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ফলে নিজ হইতেই মাল্লুষ মরিয়া দেশের লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে। এই মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া যুক্তিবাদীরা এই মতবাদ অগ্রাহ করেন।

Mandate : অগ্রের হইয়া শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ কর্তৃক প্রবর্তিত এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী ও তুরস্কের কতিপয় উপনিবেশকে এই শাসন-ব্যবস্থার অধীনে রাখা হয়। 'লীগ অফ নেশনস' (বা জাতিসংঘ) গ্রেট ব্রিটেন ও ফরাসী দেশের উপর উক্ত উপনিবেশ-গুলির শাসন-কার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে। এই 'ম্যানডেট'-শাসিত দেশগুলিকে 'ক', 'খ', 'গ'-এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল। 'ক' শ্রেণীর মধ্যে ছিল ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন; এই দেশগুলিকে সাময়িকভাবে, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ইহারা স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত না হয় কেবল ততদিনই ইহাদের 'ম্যানডেট'-ব্যবস্থার অধীনে রাখা হইয়াছিল। 'খ' শ্রেণীর দেশ গুলিকে ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্ত 'ম্যানডেট'-এর অধীনে রাখা হয়। 'গ' শ্রেণীর অঞ্চল-গুলিকে শাসনভার প্রাপ্ত দেশের অংশ হিসাবে (অর্থাৎ উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রদান করিয়া) শাসন করা হইত।

Marginal Utility : প্রান্তিক উপযোগ, পার্শ্বিক উপযোগ। [Utility শব্দ ত্রুটি]

Margin of Cultivation : অলাভ-জনক চাষ, পার্শ্বিক চাষ।

যে চাষের দ্বারা (অর্থাৎ জমি-চাষের দ্বারা) অতি কষ্টে কেবলমাত্র মজুরের জীবিকা-নির্বাহের খরচ ও মূলধনের হ্রদ পাওয়া যায়, কিন্তু খাজনা দেওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ জমির চাষ।

Market : বাজার।

সাধারণভাবে যে স্থানে পণ্যের বিনিময় হয়, অর্থাৎ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয় সেই স্থানকে 'বাজার' বলে। কোন কোন সময় পণ্যের চাহিদা বুঝাইবার জন্ত 'বাজার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যেমন 'বস্ত্রের বাজার' নাই, অর্থাৎ বস্ত্রের চাহিদা নাই। গভীর অর্থে, বাজার হইল পণ্য বিনিময়ের জন্ত পণ্যের মালিকদের সহিত ক্রেতাদের যোগসম্পর্ক। [Price শব্দটি ত্রুটি]

Home Market : দেশের বাজার; দেশীয় বাজার; দেশের আভ্যন্তরিক বাজার। সমাজে পণ্যের উৎপাদন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে দেশের আভ্যন্তরিক-বাজারের সৃষ্টি হয়। পণ্যের উৎপাদনের বিকাশের দ্বারা এই বাজার সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শ্রম-বিভাগ যতখানি বাড়িয়া উঠে দেশের আভ্যন্তরিক বাজারও ততখানি বিকাশ লাভ করে। মূলতঃ দেশের আভ্যন্তরিক বাজারের উপরেই দেশের শিল্পের প্রসার নির্ভর করে।

Foreign Market : বৈদেশিক বাজার।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় অথবা বিনিময়কে সাধারণ ভাবে 'বৈদেশিক বাজার' বলা হয়।

"ধনতন্ত্রের পক্ষে যে একটা বৈদেশিক বাজারের প্রয়োজন হয়, তাহার প্রধান কারণ এই নহে যে ধনতন্ত্রের পক্ষে নিজের

দেশের বাজারে সকল পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব হয় না; তাহার কারণ এই যে, ধনতন্ত্রের পক্ষে অপরিবর্তিত অবস্থায় ঠিক একই উৎপাদন-ধারা ঠিক একই পরিমাণে চালাইয়া যাওয়া অসম্ভব (তাহা সম্ভব ছিল ধনতন্ত্রের গোড়ার দিকে), আর তাহারই ফলে দেখা দেয় উৎপাদনের সীমাহীন বৃদ্ধি এবং এই সীমা ছাড়াইয়া-যাওয়া উৎপাদনই ধনতন্ত্রের গোড়ার দিকের অর্থনৈতিক গণ্ডির সংকীর্ণ সীমা (অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তরিক বাজারের সীমা) ছাপাইয়া যায় ।” *Lenin : Development of Capitalism in Russia.*

[Imperialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Marshall Plan : মার্শাল-পরিকল্পনা ।

‘মার্শাল-পরিকল্পনার’ অর্থ নাম *Organisation for European Economic Co-operation* বা ‘ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার সংগঠন’ । ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্র-সচিব জন মার্শাল (John Marshall) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার এক ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করিয়া এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত অবিলম্বে ইউরোপকে যথেষ্ট পরিমাণে ডলার সরবরাহের আবশ্যকতা উল্লেখ করেন । তিনি এই সম্পর্কে বলেন যে, ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু এই সাহায্য পাইতে হইলে ইউরোপের দেশগুলিকে প্রথমেই উহাদের নিজ নিজ প্রয়োজন স্থির করিতে হইবে এবং তাহার কত অংশ নিজেরা সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহাও স্থির করিতে হইবে । ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে ‘মার্শাল-পরিকল্পনা’ অনুযায়ী সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছুক বোলটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র মিলিত হইয়া অর্থনৈতিক

পুনর্গঠনের জন্ত একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে । এই সম্মেলন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, এই কর্মসূচী দ্বারা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইবে । এই কর্মসূচীটি নিম্নরূপ : (১) ‘মার্শাল-পরিকল্পনা’ অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকটি দেশে দৃঢ় ও ব্যাপক-ভাবে উৎপাদন-পরিকল্পনা অনুসরণ করা হইবে ; (২) প্রত্যেক দেশে আভ্যন্তরিক মুদ্রা-মূল্য অবাহত রাখা হইবে ; (৩) পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে যত বেশী সম্ভব সাহায্য করিবে ; (৪) আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সহিত ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে ঘাটতি পড়িবে তাহা পূরণের জন্ত সকল রাষ্ট্র মিলিত ভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে । বোলটি দেশের এই ঘাটতির পরিমাণ হিসাব করা হয় ২২৪৪ কোটি ডলার ।

ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব-ইউরোপের কেবল সোবিয়ৎ ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া উক্ত প্যারী-সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল । কিন্তু ‘মার্শাল-পরিকল্পনা’র আনুসঙ্গিক আপত্তিকর শর্ত-সমূহের প্রতিবাদে ঐ দুইটি দেশ সম্মেলন ত্যাগ করে । উহাদের মতে, ‘মার্শাল-পরিকল্পনা’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন উদ্ভূত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের পরিকল্পনা ভিন্ন অর্থ কিছু নহে, এবং এই পরিকল্পনার ফলে ইহাতে অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিবর্তে অর্থনৈতিক বিপণ্য ঘটবে । এই পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর শর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যে, পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী কোন দেশের প্রয়োজন ঐ দেশ একাকী স্থির করিতে করিতে পারিবে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পরামর্শ করিয়াই তাহা স্থির করিতে হইবে । আর একটি শর্ত ছিল যে, মার্কিন পরিকল্পনা-কর্মচারীরাই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির শিল্প-কল-কারখানার

তত্ত্বাবধান করিবে। পরবর্তী কালে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার সম্ভেদ বহুলাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইউরোপের অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবনে ‘মার্শাল-পরিকল্পনার’ ব্যর্থতা উহাতে অংশ গ্রহণকারী বোলটি দেশের বর্তমান দুর্দশা ও ক্রমবর্ধমান সংকট হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

Marxism (Marxism-Leninism) :

মার্ক্সবাদ (মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ)।

শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের তত্ত্ব (Theory) ও কর্মপন্থা। শ্রমিকশ্রেণীর যে মূলতত্ত্ব বা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ কতৃক প্রথম প্রচারিত হয় এবং পরে লেনিন কতৃক আরও বর্ধিত হয়, সেই মূলতত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গিকেই বলা হয় মার্ক্সবাদ অথবা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ।

[Leninism শব্দটি দ্রষ্টব্য]

“মার্ক্সবাদ হইল কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি। মার্ক্স ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনটি মতাদর্শের আরও বিকাশ সাধন করিয়া উহাদের পূর্ণরূপ দান করেন। এই তিনটি মতাদর্শের এক একটি ছিল মানব-সমাজের তিনটি সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশের এক একটি বৈশিষ্ট্য—যথা : বনিয়াদী জার্মান দর্শন, বনিয়াদী ইংলিশ অর্থনীতি ও ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক নতবাদের সহিত সংযুক্ত ফরাসী সমাজবাদ (French Socialism)। মার্ক্স-এর শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হইল, তাঁহার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক ভূমিকার ব্যাখ্যা।”—Lenin: *Teachings of Karl Marx*.

মার্ক্সবাদ হইল মার্ক্সীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ। কার্ল মার্ক্স (Karl Marx—1818-83) ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ (1820-95) যে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ও

ব্যাখ্যা করেন তাহাই ‘মার্ক্সবাদ’ নামে খ্যাত। মার্ক্সবাদের মূল উৎস তিনটি : (১) জার্মান দর্শন, বিশেষতঃ হেগেল-এর দর্শন ; (২) ইংলণ্ডের বনিয়াদী অর্থনীতি, বিশেষতঃ রিকার্ডোর অর্থনীতি ; (৩) ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক মতবাদ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) মার্ক্সবাদের ভিত্তি। মার্ক্সবাদ অনুসারে, সমাজের ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Structure) বা উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসারেই সমাজ গড়িয়া উঠে ; আর রাজনৈতিক ব্যৱস্থা, আইনকানুন, ভাবধারা প্রভৃতি হইল বহির্গঠন (Super Structure) মাত্র ; যেমন, হস্ত-চালিত তাঁত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও উহার অনুরূপ ধর্ম, আইনকানুন, রীতিনীতি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল, আবার উন্নত বাষ্প-চালিত তাঁত সৃষ্টি করিয়াছিল উহার অনুরূপ রাজনীতি, ধর্ম, রীতিনীতি, আইনকানুন সহ উন্নত দন-তান্ত্রিক সমাজ। সংক্ষেপে, ইহাই মার্ক্সের ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদ’ (Historical Materialism)। ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিক বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া বূর্জোয়াশ্রেণী সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে ; সামন্ততান্ত্রিক সমাজের খোলসের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদন-শক্তি (Productive Forces) বাড়িয়া এমন একটা অবস্থায় আসিয়াছিল যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে উহার আরও বৃদ্ধি অসম্ভব হইয়াছিল, তাই এই উন্নত উৎপাদন-শক্তির মালিক বূর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস করিয়া এমন একটা উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যেখানে উৎপাদন-শক্তির আরও বহু গুণ বৃদ্ধি সম্ভব, সেই উন্নত সমাজই দনতান্ত্রিক সমাজ ; কিন্তু দনতত্ত্বের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যেই উহার

ধ্বংসকারীও (‘কবর-খননকারী’), অর্থাৎ
 শ্রমিকশ্রেণীও জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ধনতন্ত্রের
 বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীও প্রবল
 হইয়া উঠিতেছে এবং যখন উৎপাদন-
 শক্তি ধনতন্ত্রের মধ্যে আর বাড়িতে পারিবে
 না, অর্থাৎ ধনতন্ত্র উৎপাদন-শক্তির সহিত
 সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িবে, তখন এই
 শ্রমিকশ্রেণীই আবার ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ
 করিবে; ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বসমূহই
 উহার ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। ধনতন্ত্রে
 শ্রমিকগণই সমস্ত মূল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু
 মূলধনীরা শ্রমিকদিগকে ঐ মূল্যের একটা
 সামান্য অংশ (মজুরি) দিয়া বাকি সকল মূল্য
 ‘উদ্ধৃত মূল্য’ হিসাবে আত্মসাৎ করে এবং
 এইভাবে শ্রমিকগণ মূলধনীদেব দ্বারা
 শোষিত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকগণ
 এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। কারণ,
 একদল শ্রমিক এই ব্যবস্থাস্বীকার না করিলে
 বেকার শ্রমিকের দল তাহাদের স্থান গ্রহণ
 করিবে। শ্রমিকগণকে শোষণমূলক ব্যবস্থা
 মানিতে বাধ্য করিবার জগ্গই ধনতন্ত্র সর্বক্ষণ
 এক বেকার শ্রমিকবাহিনী সৃষ্টি করিয়া
 রাখে। অব্যাহত যান্ত্রিক উন্নতির ফলে
 এই বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া চলে এবং
 ইহার ফলে মজুরির গতি সকল সময়
 নিম্নদিকে থাকে। অব্যাহত যান্ত্রিক উন্নতির
 ফলে পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া
 চলে, কিন্তু মজুরির হার সেই অল্পপাতে
 বাড়ে না। সুতরাং মজুরি কোন সময়ই
 পণ্যোৎপাদনের সহিত সমান তালে চলে না,
 আর মোট পণ্যোৎপাদনের তুলনায় মোট
 মজুরি (অর্থাৎ মোট ক্রয়-ক্ষমতা) কম হইবার
 ফলেই শেষ পর্যন্ত দেখা দেয় আর্থিক সংকট।
 মূলধনীরা নূতন নূতন বাজার দখল করিয়া,
 যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিয়া বা উৎপন্ন পণ্য নষ্ট
 করিয়া এবং মজুরি হ্রাস করিয়া এই সংকট
 হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু
 কিছুকাল পর সেই সংকট আবার আরও
 বেশী ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেয়। এই অবস্থার

মধ্যেই একদল মূলধনীর মূলধন ক্রমশঃ
 বাড়িয়া চলে এবং সেই বৃহৎ মূলধনীরা ক্ষুদ্র
 মূলধনীদেব গ্রাস করে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মূলধনীরা
 হয় পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে হইতে বিদায় গ্রহণ
 করে, নতুবা তাহারা বৃহৎ মূলধনীদেব সহিত
 মিশিয়া যায়। এই ভাবে চলে মূলধনের
 একত্রীকরণ (Accumulation of Capital) ও
 মূলধনের কেন্দ্রীকরণ (Centralisation of Capital)।
 ইহার ফলে দেখা দেয় বিপুল পরিমাণ
 পণ্যোৎপাদনের উপযুক্ত বিশেষ উন্নত যন্ত্র-
 সজ্জিত স্ববৃহৎ শিল্পসম্ম। ইহাদের উন্নত
 যন্ত্রসজ্জার জগ্গ অপেক্ষাকৃত অনেক কম
 শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে স্থায়ী
 বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়,
 মজুরির হার পণ্যোৎপাদনের অল্পপাতে
 আরও হ্রাস পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে
 পূর্বাপেক্ষা বহু গুণ বেশী গভীর ও স্থায়ী
 সংকট দেখা দেয়। অভাবনীয় যান্ত্রিক উন্নতি
 এবং বিপুল পরিমাণ পণ্যোৎপাদন সত্ত্বেও
 শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বস্থা ক্রমশই চরম আকার
 ধারণ করে। এইভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের
 মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত
 হইতেছে, আর অপর দিকে শ্রমজীবী জন-
 সাধারণের দুঃখ-তৃদশা বাড়িয়াই চলিয়াছে।
 তাহার ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজের মুষ্টিমেয়
 মূলধনীরা অগণিত বৃত্তক্ষু শ্রমিক ও শ্রমজীবী
 জনসাধারণের মুখোমুখি দাঁড়াইতেছে। এই
 বিপুল সংখ্যক বৃত্তক্ষু জনগণের কর্ম ও
 আহাধের সংস্থান করা মূলধনীদেব সাধ্যাতীত।
 এখন এই বৃত্তক্ষু শ্রমিক ও শ্রমজীবী
 জনগণের বাঁচিবার কেবল একটি পথই খোলা
 থাকে। সেই পথ হইল বিপ্লবের পথ।
 শ্রমিকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দ্বারা
 শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সমগ্র উৎপাদন-
 ব্যবস্থা নিজেদের আয়ত্তাধীন করিতে হইবে।
 তখন উৎপাদন-ব্যবস্থা হইবে সাধারণের
 সম্পত্তি এবং ইহার ভিত্তিতে যে নূতন উন্নত
 সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা হইবে

কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম স্তর বা সমাজতন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে (Dictatorship of the Proletariat) পরিচালিত সকল শোষিত জনগণ সমাজের সকল উৎপাদন-ব্যবস্থাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিবে। এই সমাজে ব্যক্তিগত মুনাফার কোন প্রশ্ন থাকিবে না, কারণ সকল উৎপাদন-বস্তু হইবে সাধারণের সম্পত্তি। তখন সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা চলিবে পরিকল্পনা অনুসারে। তাহার ফলে সমাজের পণ্যোৎপাদন ও ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে পূর্ণ সমতা বজায় থাকিবে। সুতরাং সেই সমাজে কখনও সংকট দেখা দিবে না।

মার্ক্সবাদের উদ্ভবের পর হইতে আজ পর্যন্ত জগতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্র ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। এমন কি, ইহার বিরোধীরাও আর মার্ক্সবাদকে ব্যর্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে সাহস করে না। যতই দিন যাইতেছে ততই মার্ক্সবাদ যে নিভুল তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু সময়ের অগ্রগতি ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সবাদের নূতন ব্যাখ্যা এবং আরও বিকাশসাধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাতে অপারগ হইলে মাঝে মাঝে মার্ক্সবাদীদের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই বিভ্রান্তির ফলেই কেহ কেহ মার্ক্সবাদের ‘সংশোধন’ করিতে চাহেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর এডওয়ার্ড বার্গস্টিন প্রথম মার্ক্সবাদ সংশোধনের আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, মার্ক্সের মতবাদ অসুযোগী শ্রমিকের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে না, বরং ধনতন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের অবস্থাও উন্নতি লাভ করিতেছে; ইহা ব্যতীত, মার্ক্সের সময় শ্রমিকদের ট্রেড যুনিয়ন অথবা শ্রমিকদের রাজনৈতিক পার্টি ‘সোশালিস্ট পার্টি’ গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু এখন শক্তিশালী ট্রেড যুনিয়ন ও সোশালিস্ট পার্টিগুলি আন্দোলন করিয়া

শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে পারে এবং পার্লামেন্টে শ্রমিক-প্রতিনিধিদের দ্বারা নানাবিধ আইন পাস করাইয়া শ্রমিকদের মঙ্গল সাধন করিতে পারে। বার্গস্টিনের এই মত ‘সংশোধনবাদ’ (Revisionism) নামে কথ্যাত এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল মার্ক্সবাদের বৈপ্লবিক কর্ম-পন্থার পরিবর্তে মার্ক্সবাদকে সংস্কারবাদে (Reformism-এ) রূপান্তরিত করা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একদল সংস্কারপন্থী লোক প্রচার করেন যে, বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ অবশ্যসম্ভাবী নহে, ধনতন্ত্রকে রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিতভাবে পুনর্গঠিত ও পরিচালনা করা সম্ভব এবং তাহার ফলে আর শিল্প-সংকট দেখা দিবে না। লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টগণই কেবল এই প্রকার ‘সংশোধনবাদ’ ও ‘সংস্কারবাদ’-এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং তাঁহারাই ছিলেন খাটি মার্ক্সবাদী। লেনিন জগতের নূতন পরিস্থিতি অসুযোগী মার্ক্সবাদের আরও বিকাশ সাধন করেন। তাঁহার মতবাদ ‘লেনিনবাদ’ (Leninism) নামে খ্যাত এবং ইহা মার্ক্সবাদেরই আরও বিকাশপ্রাপ্ত বা বর্ধিত রূপ। এই জ্ঞান মার্ক্স ও লেনিনের শিক্ষা একত্রে ‘মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ’ অথবা কেবলমাত্র ‘মার্ক্সবাদ’ নামে অভিহিত হয়।

[Leninism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Marxian Theory of Rent : ভাঙ্গনা সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব। [Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Marxian Theory of Value : মূল্য সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব।

[Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Masses : জনগণ।

সমাজের নিম্নস্তরের শ্রেণীসমূহের সকল মানুষকে সমষ্টিগতভাবে এই নাম দেওয়া হয়।

Materialism : বস্তুবাদ।

যে দার্শনিক মত আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহকে অস্বীকার করে এবং কেবলমাত্র বস্তু ও উহার গতিশক্তিকেই বিশ্বের উৎস বলিয়া

স্বীকার করে। এই দার্শনিক মতবাদ অল্পসারে বিশ্বপ্রকৃতির বা বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের চেতনা, অহুভূতি বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ মানুষের চেতনা, অহুভূতি বা অভিজ্ঞতা যদি নাও থাকে তাহা হইলেও বিশ্বপ্রকৃতির বা বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্ব আছে এবং থাকিবে, মানুষের জন্মের পূর্বেও বিশ্বপ্রকৃতির বা বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। “...বস্তু হইল। বাস্তব সত্য, উহাকে আমরা পাই আমাদের অহুভূতির মধ্যে।...বস্তু, বিশ্বপ্রকৃতি প্রভৃতি দৈহিক দিক হইল মুখ্য (আদি); আর আত্মা, চেতনা, অহুভূতি প্রভৃতি মানসিক দিক হইল গৌণ।”

“চেতনা (অর্থাৎ অহুভূতি, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি)-নিরপেক্ষ বহির্বিষয়ের স্বাধীন অস্তিত্বের মতবাদই বস্তুবাদের মূলকথা।”
—Lenin : *Materialism & Empirio-Criticism*.

[Dialectics, Epistemology, Objective, Truth প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য]

সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী দার্শনিকগণের অন্ততম ক্রেডারিথ্ এঙ্গেলস্ বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য করিয়াছেন : “চিন্তার সহিত সত্তার সম্বন্ধের প্রশ্ন—আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের প্রশ্ন হইল সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রশ্ন।.....দার্শনিকগণ এই প্রশ্নটির যে উত্তর দেন সেই উত্তরটিই তাঁহাদের দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির উপর আত্মার প্রাধান্য দেন এবং সেই জন্তই শেষ পর্যন্ত কোন না কোন আকারে বিশ্বের সৃষ্টির মূলে কিছু একটাকে অহুমান করিয়া লন, তাঁহাদের লইয়া হইল ভাববাদীদের দল। আর অগ্রাগ্র যাহারা বিশ্বপ্রকৃতিকেই (বা বস্তুকেই) প্রাধান্য দেন তাঁহাদের লইয়াই বস্তুবাদীদের বিভিন্ন দল গঠিত।” “হেগেল ছিলেন একজন ভাববাদী—ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার মতে মনের চিন্তা কোন বস্তুর বিমূর্ত

(Abstract) প্রতিবিম্ব নহে, বস্তু ও বস্তুর বিকাশধারা হইল কেবল স্থিতিশীল (শাশ্বত) ‘ভাব’-এর প্রতিবিম্ব, সেই ‘ভাব’ই আসল, আর সেই ‘ভাব’ বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব হইতেই কোথাও না কোথাও ছিল।”—
F. Engels : *Anti-Duhring*.

এক ধরনের লোক আছে যাহারা বস্তুবাদকে নিজেদের চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষে একটা দার্শনিক যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে। “নীতিভ্রষ্ট লোকেরা ‘বস্তুবাদ’ শব্দটি দ্বারা বোঝে উদরসর্বস্বতা, মাতলামি, চোখের লিপ্সা, দৈহিক ভোগ-বিলাস, ঔদ্ধত্য, লোভ, মুনাকাখোরী ও শেয়ার-বাজারের ধান্নাবাজী—সংক্ষেপে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল নোংরা অনাচারে নিজেকে নিমজ্জিত করে তাহার সকল কিছুই।” F. Engels : *Anti-Duhring*.

Materialism, Historical (Materialistic Conception of History : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বা ব্যাখ্যা)।

ইহা মার্ক্সবাদের মূল বিষয়সমূহের অন্ততম ; ইহা হইল সামাজিক বিকাশ ও সমাজ-জীবনে মার্ক্সীয় বস্তুবাদের প্রয়োগ, অর্থাৎ মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সমাজের বিকাশের ও সমাজ-জীবনের বিশ্লেষণ। এই মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অল্পসারে, উৎপাদন-পদ্ধতিই হইল সমাজের বিকাশ, সমাজের ইতিহাস ও রাজনীতি, আইনকানুন, সামাজিক ভাবধারা প্রভৃতির উৎপত্তির নিয়ন্ত্রণকারী ভিত্তি। অন্ত কথায়, বিভিন্ন যুগে ইতিহাসের (সমাজের) অগ্রগতি কেবল বিভিন্ন যুগের সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের (কাঠামোর—Economic Structure-এর) দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব ; আবার এই অর্থনৈতিক কাঠামোর চরিত্র ও রূপ নির্ভর করে শিল্পের বিকাশের উপর, অর্থাৎ সমাজের

উৎপাদন-পদ্ধতির উপর। যেমন, মার্ক্সের কথায় :

“বায়ু-চালিত উৎপাদন যন্ত্র আমাদের দেয় সামন্তদের সমাজ (সামন্ততান্ত্রিক সমাজ), আর বাষ্প-চালিত উৎপাদন-যন্ত্র আমাদের দেয় মূলধনীদেব সমাজ (ধনতান্ত্রিক সমাজ)।”

—K. Marx : *Poverty of Philosophy*. [Economic Structure দ্রষ্টব্য]

Materialism, History of : বস্তুবাদের ইতিহাস।

ইউরোপে প্রথমে গ্রীক দার্শনিকগণই ভাবের (Idea) উপর বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভাব (Idea) নহে, বস্তুই বিশ্বপ্রকৃতির উৎস। ইউরোপীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত গ্রীক দার্শনিক থালেস্-এর (Thales) মতে জল, আনাক্সিমেনেস্-এর মতে বাতাস, আর হিরাক্লিতাস্-এর মতে আগুন হইতেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি। প্রথমতঃ, তাঁহাদের চিন্তাধারা বস্তুই আদিম স্তরের হউক না কেন, তাঁহারা এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, সকল পদার্থই এক অনন্ত পরিবর্তন-ধারার অবশুস্বাভাবিক পরিণতি। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীক দার্শনিকগণ এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, সকল পদার্থ ক্ষিতি, অপ, মল্লং, অগ্নি—এই চারিটি মূল উপাদান হইতে সৃষ্ট। তৃতীয়তঃ, এই গ্রীক দার্শনিকগণ ধারণা করিয়াছিলেন যে, উক্ত পরিবর্তন-ধারা স্বাভাবিক নিয়মেই, অর্থাৎ কোন ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব বা নির্দেশ ব্যতীতই চলিতেছে।

ইহার পর আসিলেন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস্ (Epicurus)। এপিকিউরাস্ তাঁহার দর্শনের দ্বারা মানব-জীবনকে দুঃখের পরিবর্তে আনন্দময় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদের নিকট দর্শন ছিল এমন একটি উপায় বাহা দ্বারা মানুষ তাহার মন হইতে অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্বন্ধীয় সকল ধারণা দূর করিয়া

জীবনকে যুক্তিসম্মত ও সুখময় করিয়া তুলিতে পারে। [Epicurism শব্দ দ্রষ্টব্য]

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে কয়েকজন দার্শনিক তাঁহাদের সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদের দার্শনিক মত গড়িয়া তোলেন এবং তাহা দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে সম্ভবমত বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন। তখন হইতে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা দ্বারা বলীয়ান হইয়া বস্তুবাদী দর্শন এক নূতন বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা এই অর্থে বৈপ্লবিক যে, ইহা তৎকালীন সামন্তপ্রথার উপর আক্রমণ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের দার্শনিক জন লক্ (John Locke) ছিলেন এই সকল দার্শনিকদের অগ্রতম এবং ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর ‘বুজোয়া-বিপ্লব’-এর একজন প্রধান তত্ত্বকার। লক্ মানব-জ্ঞানের মূল উৎস ও নিঃসন্দেহতা সম্বন্ধে এক পূর্ণাঙ্গ ও নূতন আলোচনা করেন। “মানব-মনের কতকগুলি ধারণা সহজাত এবং তাহা কোন অভিজ্ঞতা বা প্রমাণের দ্বারা ধারণা না।”—এই প্রকারের কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক ধারণা দূর করাই ছিল লকের দার্শনিক আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁহার দার্শনিক মতের দ্বারা রাজাদের ঐশ্বরিক শক্তি ও অধিকারসমূহ অগ্রাহ্য করেন এবং সাধারণভাবে সকল রাজনৈতিক সমস্যা যুক্তিসম্মত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিচার করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের বিপ্লব বিরাট সম্ভাবনা লইয়া দেখা দিলেও ইহা শেষ পর্যন্ত সামন্তপ্রথার সহিত আপস করে এবং তাহার ফলেই তৎকালীন বস্তুবাদী দর্শনেও ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ ভাববাদের প্রভাব দেখা দেয়।

ইহার পর আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের সময় বস্তুবাদী দর্শন নূতন প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকা লইয়া দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত রূপে দেখা

দেন একদল প্রগতিশীল দার্শনিক। তাঁহারা ছিলেন ফরাসী দেশের 'বুর্জোয়া'শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই 'বুর্জোয়া'শ্রেণী তখন সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন ও শোষণে অস্থির হইয়া ফরাসী দেশের রাজা ও পুরোহিত-গণের দ্বারা চাপানো অসংখ্য বাধানিষেধের জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তিরাজ্যের জন্ম সংগ্রাম করিতেছিল। এই সময় উক্ত প্রগতিশীল দার্শনিকগণ তাহাদের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা এই জন্ম জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের প্রগতিশীল দার্শনিক মতের দ্বারা দেখান যে, মানুষের জীবন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠিত হয়, সুতরাং মানুষের উন্নততর জীবনের জন্ম উন্নততর সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক অবস্থা প্রয়োজন। মানুষের জীবন সুখী ও শাস্তিময় করিয়া তোলাই ছিল এই দার্শনিকগণের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম তাঁহারা মানুষকে নিজের ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করিতে বলিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, কুসংস্কার, পুরোহিতগোষ্ঠী, ধর্মীয় অত্যাচার প্রভৃতি সহ ধর্ম ও সেই ধর্মের দূষিত প্রভাবই মানুষের সর্বজনীন উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এই সকল দার্শনিক ভাবধারাই ফরাসী বিপ্লবের 'মুক্তি, যৈত্রী ও সাম্য'—এই বিখ্যাত ধ্বনির মধ্যে সহজ ও স্পষ্ট রূপ লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বস্তুবাদী দার্শনিক ভাবধারার মধ্যে যতই ক্রটি থাকুক না কেন [Mechanism or Mechanistic Materialism দ্রষ্টব্য] তখন ইহার মধ্য দিয়াই ফরাসী দেশ ও ইউরোপের অত্যাচার দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসন-জর্জরিত কোটি কোটি মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তখন পর্যন্ত ইহাই ছিল জগতের সর্বাপেক্ষা যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত এবং মানুষের একমাত্র কল্যাণকামী দার্শনিক মত। আমেরিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একদল বুদ্ধিজীবী ফরাসী দেশের এই দার্শনিক মত গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) ছিলেন অগ্রতম। ইহারা তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের আলেকজান্ডার হামিল্টন-পরিচালিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (Isolationists) ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং 'আমেরিকান বিপ্লবের' গণতান্ত্রিক নীতিতে ফিরিয়া যাইবার জন্ম সংগ্রাম করেন।

বস্তুবাদী দর্শনের পরবর্তী ও উন্নততর স্তরের উদ্ভব হয় জার্মানী হইতে। এই দেশে যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড প্রভাবে সমগ্র দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকাল-ব্যাপী আলোড়ন চলিবার পর দার্শনিক হেগেল-এর রচনাবলী প্রকাশিত হয়। হেগেলের দর্শন ছিল পরম্পর-বিরোধী মত লইয়া গঠিত। হেগেল একটি পরিবর্তন-মূলক বৈশ্ববিক তত্ত্বের সহিত খৃষ্টধর্ম (প্রোটেষ্ট্যান্ট) ও সামন্ততান্ত্রিক প্রাচীন রাষ্ট্রের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উন্নততর 'বুর্জোয়া'-ব্যবস্থাকে সমর্থন করিবার সন্ধে সন্ধে পুরাতন সামন্তপ্রথা সহিত আপসের মনোভাব দেখান। তিনি প্রাতোর দার্শনিক মতবাদ হইতে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে প্রতিকলিত শাস্ত্র ভাবের (Eternal Idea) ধারণা গ্রহণ করিয়া উহার সহিত মানুষের চিন্তা ও কার্যের গতিশীল ব্যাখ্যা সংযুক্ত করেন এবং ইহার নাম দেন 'পরম ভাব' (Absolute Idea)। হেগেলের এই পরম্পর-বিরোধী দার্শনিক মতের প্রথম অংশকে (অর্থাৎ পরিবর্তন বা গতি সম্বন্ধীয় অংশকে) বলা হয় 'দ্বন্দ্ব-প্রগতি' (ডায়ালেকটিক্স) এবং অপর অংশকে বলা হয় 'ভাববাদ' (Idealism)। হেগেলের মতে, ভাব (Idea) দ্বন্দ্ব-প্রগতির মারফত চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া 'পরম ভাব'—

(Absolute Ideaতে) পরিণত হয় এবং তাঁহার মতে এই 'পরম ভাব' ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন। হেগেল এইভাবে তাঁহার দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক দার্শনিক মতবাদের দ্বারা মানুষের চিন্তার সক্রিয় সৃজনশীল দিকের ও সামাজিক পরিবর্তন-ধারাসম্বন্ধীয় ধারণার বিকাশ সাধন করিয়া ফরাসী যান্ত্রিক বস্তুবাদী (Mechanistic Materialist) দার্শনিকদিগের অপেক্ষা বহুদূর অগ্রসর হইয়া যান, কিন্তু আবার অন্যদিকে তাঁহার সমসাময়িক প্রকৃতি-সামন্তপ্রচার সহিত আপস স্থাপন এবং সেই আপসের অনিবার্হ ফলস্বরূপ চিন্তার ক্ষেত্রে 'পরম ভাব'-এর আদানি করিবার ফলে তাঁহার মতবাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

হেগেলের মৃত্যুর পর তাঁহার এই পরম্পর-বিরোধী মতের জটিল তাঁহার শিষ্যগণ দুইটি পরম্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এক দলের মুখপাত্র হইলেন কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ ও লুডভিগ্ ফয়ারবাক্। এঙ্গেলস্-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় মার্ক্স অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদী দর্শন ও ফরাসী কাল্পনিক সমাজবাদের (Utopian Socialism-এর) সহিত ইংলিশ অর্থনীতি-শাস্ত্র মিলিত করেন এবং হেগেলের পরিবর্তনসম্বন্ধীয় দর্শনকে রূপান্তরিত করিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন বৈপ্লবিক দর্শন গড়িয়া তোলেন। এই নূতন দর্শনই 'দ্বন্দ্ব-প্রগতি-মূলক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism) নামে খ্যাত।

মার্ক্স তাঁহার এই কাজে লুডভিগ্ ফয়ারবাকের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন। ফয়ারবাকও প্রথমে ছিলেন হেগেলের শিষ্য, কিন্তু পরে তিনি হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্পিনোজার (Spinoza) দার্শনিক মত ও ফরাসী বস্তুবাদ গ্রহণ করেন। ফরার-বাক্ই মার্ক্সকে বস্তুবাদ গ্রহণে সাহায্য করিলেও মার্ক্স শীঘ্রই তাঁহার দার্শনিক

মতের ক্রটি বুঝিতে পারেন এবং ফয়ার-বাক্সম্বন্ধীয় এগারটি মৌলিক প্রবন্ধে (Theses) তিনি ফয়ারবাকের দার্শনিক মতের সমালোচনা করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্স এঙ্গেলস্-এর সহযোগে কাল্পনিক সমাজবাদকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে পরিবর্তিত করেন। তাঁহাদের এই সকল কার্যের অর্থাৎ তাঁহাদের অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শনের মূল ভিত্তি হইল দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। এই দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদী দর্শন নিম্নোক্ত দুইটি মৌলিক ও অবচ্ছেদ্য উপাদানে গঠিত : (১) বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে একান্ত-ভাবে বস্তুবাদী ধারণা; (২) সর্বপ্রকারের গতি ও বিকাশ ধারার প্রকৃতি সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক ধারণা এবং তৎসহ ক্রমবিকাশ-শীল শক্তি ও অবস্থাসমূহের জটিল সমস্তা-বলীর বিশ্লেষণ-কৌশল। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর মতে, দর্শনের বিরাট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে এবং সেই ভূমিকা হইল তাহার নিজের, সমাজের ও প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে সাহায্য করা যে জ্ঞানের দ্বারা মানব-সমাজের পূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব হইতে পারে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি দর্শনশাস্ত্র গণমানবের উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজসম্বন্ধীয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিতে পারে কেবল তাহা হইলেই দর্শন সার্থকতা লাভ করিতে পারে, অন্যথা নহে। কিন্তু দর্শন যখন মানবজাতিকে সর্বপ্রকারের শোষণ হইতে মুক্তি দানের কার্যে নিযুক্ত হয় তখন দর্শন আর প্রচলিত অর্থে দর্শন থাকে না। তাই এঙ্গেলস্ দেখাইয়াছেন যে আধুনিক বস্তুবাদের, অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-প্রগতি-মূলক বস্তুবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের

দর্শনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল কেবল চিন্তার মূল উপাদান ও উহার নিয়মাবলী, ইহা ব্যতীত অন্য দিকগুলি প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়। অন্য কথায়, এই নূতন বস্তুবাদের (দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদের) পক্ষে এমন কোন দর্শনের প্রয়োজন নাই যাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতীত। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ দর্শনশাস্ত্রকে কেবল একটা তাত্ত্বিক আলোচনা হিসাবে দেখেন নাই, তাহারা দর্শনশাস্ত্রকে দেখিয়াছেন গণ-মানবের উন্নততর জীবনের দাবির স্পষ্ট অভিব্যক্তি রূপে এবং সেই জীবন আয়ত্ত করিবার পক্ষে অপরিহার্য জ্ঞানের উৎস হিসাবে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর মতে, ঠিক এখানেই পূর্বের দার্শনিকগণ ভুল করিয়াছেন। মার্ক্স-এর কথায়, “এপর্ষন্ত দার্শনিকগণ কেবল বিভিন্নভাবে জগতের ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, কিন্তু জগতের পরিবর্তন ঘটানোই হইল প্রকৃত কর্তব্য।”

Means of Consumption : ব্যবহারের উপকরণ; প্রয়োজন মিটাইবার উপকরণ; ব্যবহার-সামগ্রী।

যেমন শিল্পে ব্যবহারের উপকরণ হইল যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি। জীবনধারণের উপকরণ হইল খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি।

Means of Exchange : বিনিময়ের উপকরণ।

যে পণ্যের বিনিময় হয়; যে উৎপন্ন দ্রব্য উহার মালিকের বা উৎপাদনকারীর নিজের ব্যবহারে লাগে না, কিন্তু অন্য কোন লোকের ব্যবহারে লাগে।

Means of Life : জীবন ধারণের উপকরণ।

খাদ্য, বস্ত্র, জুতা, গৃহ, জ্বালানি, উৎপাদন-যন্ত্র প্রভৃতি এই সকল দ্রব্য সমাজের বিকাশ ও জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য।

Means of Production : উৎপাদনের উপকরণ। [Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Measure of Value : মূল্যের মান, মূল্যের মাপ।

মুদ্রার মূলকাজ, যে কাজের দ্বারা মুদ্রা সকল পণ্যের মূল্যের পরিমাপ করে। মুদ্রার এই মূল কাজটি হইতেই মুদ্রার অন্তান্ত কাজ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দেখা দেয়।

Mechanistic Materialism (Mechanism) : যান্ত্রিক বস্তুবাদ; যান্ত্রিকতাবাদ। একপ্রকারের দার্শনিক বস্তুবাদ। এই বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু, প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ-ধারা হইল কেবলমাত্র সংখ্যা, পরিমাণ অথবা অবস্থার সহজ-যোগিক বৃদ্ধি বা হ্রাস এবং ঘটনার সহজ পুনরাবৃত্তি; আর গতি বা পরিবর্তন হইল কেবলমাত্র বাহিরের বিভিন্ন শক্তির আভ্যন্তরিক সংঘর্ষের পরিণতি। সংক্ষেপে, এই বস্তুবাদ পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন ও অসঙ্গতির অসঙ্গতি স্বীকার করে না। সুতরাং এই ধরনের বস্তুবাদ দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদের (Dialectical Materialism-এর) বিরোধী।

দর্শনশাস্ত্রের এই ‘যান্ত্রিক বস্তুবাদ’ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের প্রতিফলিত রূপ হিসাবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—এই দুইয়ের ভিতর দিয়াই তখনকার দিনের বিভিন্ন সামন্ত-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার বিরুদ্ধে বিপ্লবী বুদ্ধোদ্যোগের সংগ্রাম প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই যান্ত্রিক বস্তুবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম স্তরের একটা বিরাট সাফল্য হিসাবে দেখা দিয়াছিল।

ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেলস্-এর মতে, “রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে বস্তুর দেহ গঠনের ধারা সম্বন্ধে যান্ত্রিক বস্তুবাদে নিয়মাবলীর স্বাধীন প্রয়োগ খুবই যুক্তিসম্মত, কিন্তু

উচ্চতর প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদের নিয়মাবলীর প্রয়োগ কার্যকরী নহে। কিন্তু উচ্চতর প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রেও যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রয়োগ—ইহা ছিল বনিয়াদী ফরাসী বস্তুবাদের একটি বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই যান্ত্রিক বস্তুবাদের নিয়মাবলীর যথেষ্ট প্রয়োগই আবার বনিয়াদী ফরাসী বস্তুবাদের একটা অনিবার্হ ক্রটিও বটে। বনিয়াদী ফরাসী বস্তুবাদের দ্বিতীয় বিশেষ ক্রটি এই যে, বনিয়াদী ফরাসী বস্তুবাদ সমগ্র বিশ্বকে একটি নিয়মের দ্বারা হিসাবে, একটি ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে একটি ক্রমবিকাশ-শীল বস্তু হিসাবে দেখিতে অক্ষম। এই অক্ষমতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের তৎকালীন স্তরের সহিত এবং সেই সময়ে প্রচলিত আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-বিরোধী দার্শনিক নিয়মাবলীর সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।”—F. Engels :

Anti-Duhring

Mediaeval History : মধ্যযুগের ইতিহাস। [History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Medium : মাধ্যম ; উপকরণ।

Medium of Circulation : পণ্য-প্রচলনের মাধ্যম ; পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যম।
যে জিনিসটিকে মধ্য স্থলে রাখিয়া বাজারে পণ্যসমূহের ক্রয়-বিক্রয় হয়, অর্থাৎ মুদ্রা।

Menshevik : মেনশেভিক দল বা উক্ত দলের সভ্য।

বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়ার 'সোশ্যাল ডেমো-ক্রাটিক লেবার পার্টি'র ভিতরের একটি উপদল। পার্টির ভিতরের সংখ্যাধিক দলটির নামছিল 'বলশেভিক দল'। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে মৌলিক নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে মতভেদের ফলে পার্টি 'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক'—এই দুইটি দলে ভাগ হইয়া যায়। লেনিনের নেতৃত্বে বৈশীরা ভাগ সভ্য যে দলে গিয়াছিল

সেই দলের নাম হইল 'বলশেভিক (সংখ্যা-ধিক) দল, আর প্রেখানভ, মার্টভ, এ্যাক্সেল-রড প্রভৃতির নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সভ্যরা একদিকে গেলেন বলিয়া তাঁহাদের নাম হইল 'মেনশেভিক' (বা সংখ্যালঘু) দল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই 'মেনশেভিক দল' পার্টি হইতে বিভাজিত হয়।

Metaphysics : অধ্যাত্মবিজ্ঞা ; অতি-বিজ্ঞান।

বস্তুবাদ-বিরোধী দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে "বস্তু ও বস্তুর সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ ভাব পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, ভাবকে ধরিতে হইবে আগে, আর বস্তুকে পরে এবং ভাবের সহিত বস্তু সম্পর্কহীন।"

'Metaphysics' শব্দটির ভাষাগত অর্থ হইল 'বাস্তব জগতের উদ্দেশ্য', অর্থাৎ "বাস্তব জগতের উদ্দেশ্য যে জগৎ সেই জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা।" Metaphysics (অধ্যাত্ম-বিজ্ঞা বা অতিবিজ্ঞান) কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা কাল্পনিক। এইজন্ত দার্শনিক বেকনের (Francis Bacon) মতে ইহা দর্শন পদবাচ্য নহে, ইহা 'অবাস্তব অভিমত' মাত্র।

খৃষ্টপূর্ব ৭০ অব্দে প্রথম এই শব্দটি আরিস্তটল-এর রচনায় "দেহাতীত (বা দেহের উদ্দেশ্য) বস্তু" অর্থাৎ যাহা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষ নহে, এই ধরনের কিছু বুঝাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল।

[Idealism ও Fideism দ্রষ্টব্য]

Middle Age : মধ্যযুগ।

রোম-সাম্রাজ্যের পতন ও সামন্তপ্রধার অবসান—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কাল। এই কাল প্রায় এক হাজার বৎসর, অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধরা হয়। [History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Middle Class : মধ্যবর্তী শ্রেণী।

'মধ্যবর্তী শ্রেণী' বলিতে প্রথমে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের 'বুর্জোয়া' অথবা শহরে শ্রেণীকে বুঝাইত। সামন্ততান্ত্রিক যুগে

একদিকে সামন্তপ্রভু (ভূস্বামী) ও অশ্বদিকে ভূমিদাস কৃষক প্রভৃতি শোষিত জনগণ— এই দুইয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত যে শ্রেণীটি তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠতর উৎপাদন-পদ্ধতির মালিক হিসাবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল সেই শ্রেণী, অর্থাৎ ‘বুর্জোয়া’শ্রেণী হইল সামন্ততান্ত্রিক যুগের ‘মধ্যবর্তী শ্রেণী’।

Middle Classes : মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহ।

বর্তমান কালে মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণী এই দুইয়ের মধ্যস্থলে কয়েকটি বিস্তারিত সম্প্রদায় দেখা যায়, যেমন ছোট ব্যবসাদার, দোকানদার, পেশাদার বুদ্ধিজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি। ভূমিহীন কৃষকবাদে সাধারণভাবে কৃষকদেরও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Middle East Treaty Organisation (METO) : মধ্যপ্রাচ্য-চুক্তিসংস্থা (মেটো)। **or Middle East Defence Organisation (MEDO) :** মধ্যপ্রাচ্যের আত্মরক্ষা-সংস্থা (মেডো)। **or Bagdad Treaty :** বাগদাদ-চুক্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতৃত্বে মধ্য-প্রাচ্যের (পশ্চিম-এশিয়ার) কয়েকটি দেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহা সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চুক্তি বলিয়া প্রচার করিয়া ইহাকে ‘মধ্যপ্রাচ্যের আত্মরক্ষা-চুক্তি’ও বলা হয় এবং এই চুক্তি ইরাকের রাজধানী বাগদাদ নগরীতে অস্থগিত হয় বলিয়া ইহাকে ‘বাগদাদ-চুক্তি’ নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর হইতে ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত বাগদাদ নগরীতে বৃটেন, ইরাক, পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক—এই পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মেলন হয় এবং এই সকল রাষ্ট্র এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির বেসামরিক প্রতিনিধিদের সহিত উহাদের প্রধান, সেনাপতিগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকায় এই চুক্তির সামরিক

উদ্দেশ্য ও বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমন্ত্রিত হইলেও বিশেষ কূটনৈতিক কারণে তাহারা ইহাতে সরকারীভাবে যোগদান করে নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান না করিলেও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামরিক সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে। অবশ্য এই সম্মেলনে ইরাকস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং একজন উচ্চপদস্থ মার্কিন নৌ-সেনাপতি ‘পর্যবেক্ষক’ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ইহার পূর্বে অস্থগিত নিম্নোক্ত দুইটি সামরিক চুক্তিকে ভিত্তি করিয়াই এই নূতন বাগদাদ-চুক্তি ও উহার বিভিন্ন সংগঠন তৈরী হইয়াছে : (১) এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে বাগদাদ নগরীতে অস্থগিত ‘তুরস্ক-ইরাক সামরিক চুক্তি’ এবং (২) মার্কিন-পাকিস্তান অস্ত্রসরবরাহ-চুক্তি। পরে এই দুইটি সামরিক চুক্তিকে সম্প্রসারিত করিয়াই এই নূতন ‘মধ্যপ্রাচ্য-চুক্তি’ বা ‘মধ্য-প্রাচ্য আত্মরক্ষা-চুক্তি’, অথবা ‘বাগদাদ-চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব হইতেই বিভিন্ন চুক্তির মারকত তুরস্ক, পাকিস্তান, ইরাক ও ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন সামরিক ষাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পরিচালনাধীন ও আজীবন হইয়াছিল। ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই বাগদাদ-চুক্তি ইউরোপের ‘উত্তর-আতলাস্তিক চুক্তি’ (NATO) এবং ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি’র (SEATO) মতই যে একটি আঞ্চলিক সামরিক জোট এবং এই দুইটি চুক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, তাহা বিভিন্ন কারণে স্পষ্টই বুঝা যায়; যেমন এই ‘বাগদাদ-চুক্তি’তে স্বাক্ষরকারী বৃটেন ও তুরস্ক হইল ‘উত্তর-আতলাস্তিক চুক্তিসংস্থা’র সভ্য, আবার বৃটেন ও পাকিস্তান ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তিসংস্থা’র সভ্য।

‘বাগদাদ-চুক্তি’র উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় যে, সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের আত্মরক্ষার জন্তই এই চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের রাষ্ট্র-নায়কগণের উক্তি ও চুক্তি-সংস্থার সংগঠন হইতে স্পষ্ট-রূপে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন তৈল-অঞ্চল ও স্নেহজখালের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রভুত্ব অব্যাহত রাখা, এবং সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি যুদ্ধবিরোধী ও স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহকে লইয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বৃহৎ রচনা প্রভৃতির উদ্দেশ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

বাগদাদ-চুক্তির প্রধান শর্ত এই যে, স্বাক্ষরকারী দেশগুলির কোন একটি আক্রান্ত হইলে উহাকে অগ্রাগ্র স্বাক্ষরকারী দেশগুলি সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিবে। এই সম্মেলনে বৃটেন, তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানের ইরাকস্থ রাষ্ট্রদূত ও ইরাকের প্রতিনিধিকে লইয়া একটি স্থায়ী পরিষদ (কাউন্সিল) গঠিত হয়। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ নগরীতে এই পরিষদের স্থায়ী দপ্তর স্থাপিত হয়। বাগদাদ-চুক্তিসংস্থার সর্বপ্রধান দুইটি কমিটি হইল—সামাজিক ও অর্থনৈতিক কমিটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি এই চুক্তি-সংস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বাগদাদচুক্তি-পরিষদকে প্রতিজ্ঞা দিয়াছে যে, তাহারা চুক্তি-স্বাক্ষরকারীদের সকল প্রকার অঙ্গসম্ভার ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিবে।

বাগদাদ-চুক্তি যে একটি আক্রমণমুখী চুক্তি এবং ইহা যে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক তাহা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, ভারতের পণ্ডিত জগদ্বলাল নেহরু ও কৃষ্ণ মেনন, সৌদি আরবের রাজা এবং মিশরের নেতৃবৃন্দ

স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন। অনেকের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠী সমগ্র পৃথিবীকে কতকগুলি আক্রমণমুখী আঞ্চলিক সামরিক জোটের দ্বারা ঘিরিয়া ফেলিবার যে নীতি অনুসরণ করিতেছে, বাগদাদ-চুক্তি সেই-প্রকার একটি আক্রমণমুখী জোট ব্যতীত অগ্র কিছু নহে। অপর দুটি আঞ্চলিক সামরিক জোট হইল ‘উত্তর-আতলান্টিক চুক্তি-সংস্থা’ (NATO) ও ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থা’ (SEATO)।

Middle Man : মধ্যবর্তী লোক ; দালাল।

অর্থনৈতিক অর্থে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্তী লোক। যে ব্যক্তি কোন পণ্যের উৎপাদক, নির্মাতা বা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কোন পণ্যক্রয় করিয়া অপর ব্যবসায়ী বা ব্যবহারকারীর নিকট বিক্রয় করে।

Middle Peasant : মধ্যবর্তী কৃষক ; মাঝারী কৃষক।

সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী অংশ ধনী কৃষক ও গরীব কৃষক (ক্ষেত-মজুর বা ভূমিহীন কৃষক) এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অংশ। ধনী কৃষকগণ তাহাদের জমিতে কাজ করিবার জন্ত মজুর নিয়োগ করিয়া তাহাদের শ্রম আত্মসাৎ করে। কিন্তু “মাঝারী কৃষকগণ অপরের শ্রম আত্মসাৎ করে না, অতঃপর শ্রমের উপর বাঁচিয়া থাকে না, তাহারা নিজেরাই নিজেদের জমিতে কাজ করে এবং নিজেদের শ্রমের দ্বারা জীবনধারণ করে।”—V.I. Lenin : *Development of Capitalism in Russia*.

Mixed Economy : মিশ্র বা মিশ্রিত অর্থনীতি। [Controlled Economy ব্রষ্টব্য]

Mode of Production : উৎপাদন-পদ্ধতি। [Production শব্দ ব্রষ্টব্য]

Modern History : আধুনিক ইতিহাস ; বর্তমান কালের ইতিহাস।

[History শব্দ ব্রষ্টব্য]

Monad, Theory of : সচেতন পরমাণুতত্ত্ব।

একটি দার্শনিক তত্ত্ব। জার্মান দার্শনিক গডফ্রিড ভিল্‌হেল্ম লাইব্‌নিজ্ (১৬৪৬-১৭১৬) ইহার উদ্ভাবক। লাইব্‌নিজ্-এর মতে, 'মোনাদ' বা সচেতন পরমাণু হইল সমস্ত পদার্থের অবিভাজ্য উপাদান—সমস্ত বস্তুর সর্বশেষ উপাদান, অর্থাৎ ইহাকে আর ভাগ করা চলে না। এই পরমাণু অবিমিশ্র এবং সকল পদার্থের পরমাণুর গঠনই একরূপ। ইহাদের মধ্যে কেবল পদার্থ ভেদে গুণগত বৈষম্য দেখা যায়। সচেতন পরমাণু আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এবং উহা আপন নিয়মে পরিণতি লাভ করে। এই পরমাণুর গুণ দুই প্রকার—অবুভূতি ও চেষ্টা। ইহা দর্পণের মত আপনার মধ্যে বিশ্বকে প্রতিবিম্বিত করে। মানব-দেহ বিভিন্ন প্রকার সচেতন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। কিন্তু মানবের আত্মা একটি মাত্র সচেতন পরমাণুর দ্বারা গঠিত এবং ইহা মানবের সমস্ত সত্তার কেন্দ্রস্বরূপ।

Money : মুদ্রা; অর্থ।

প্রচলিত অর্থে, মুদ্রা এমন একটি জিনিষ যাহা লোকে বিনা দ্বিধায় বিনিময়ের মাধ্যম-রূপে এবং ঋণ পরিশোধের উপায়রূপে গ্রহণ করিতে পারে।

মার্ক্সীয় অর্থে, মুদ্রা একটি বিশেষ ধরনের পণ্য, এই পণ্যটি মূল্যের মান (বা মাপ) এবং পণ্য-বিনিময় ও পণ্য-প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। মুদ্রা হইল “বাস্তব ধনসম্পদের সর্বজন-স্বীকৃত প্রতিনিধি”—কার্ল মার্ক্স। মার্ক্সীয় মতে, সমাজে মুদ্রার প্রচলন নিজে নিজেই হইয়াছিল, ইহার জন্ম কোন দিন কোন পরিকল্পনা বা কোন চুক্তি হয় নাই। প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পণ্য (যেমন পশুর লোম, পশু, তামাক, হাড়ি, কড়ি প্রভৃতি) সাময়িকভাবে মুদ্রাহিসাবে ব্যবহৃত হইত। “একটি বিশেষ পণ্যের সহিত যে এই বিশেষঘটা (মূল্যের মুদ্রারূপ)

যুক্ত হইল তাহা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র।”—K. Marx : *Value, Price & Profit*. বিনিময়ের আরও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ পণ্য মূল্যের একটি সর্বজনস্বীকৃত তুল্যদ্রব্য (Equivalent) বা মান হিসাবে কাজ করিবার জন্ম নিজে নিজেই অল্প সকল পণ্য হইতে পৃথক হইয়া গেল; বিনিময়-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশধারা মূল্যের বিভিন্ন রূপের স্তর অতিক্রম করিয়া মূল্যের মুদ্রারূপের (Money Form) স্তরে আসিয়া শেষ হইল। তখন স্বর্ণ হইল মূল্যের সেই মুদ্রারূপ এবং একটি বিশেষ ধরনের পণ্য। মুদ্রা হইল “বিনিময় ও সামাজিক উৎপাদনের বিকাশধারার সর্বশেষ পরিণতি।”

—V. I. Lenin : *Marx's Economic Doctrine*. স্বর্ণ, রৌপ্য বা যে কোন ধাতুই মুদ্রাহিসাবে ব্যবহৃত হউক না কেন তাহাই পণ্য; এই পণ্য ঠিক অল্প সকল পণ্যের মতই, অর্থাৎ তাহার ভিতরে শ্রম আছে, স্বতরাং তাহার মূল্য বা ব্যবহারিক মূল্যও আছে। মুদ্রার বিভিন্ন কাজ নিম্নরূপ :

- (১) মূল্যের মান ও দামের মাপকাঠি ;
- (২) পণ্য-প্রচলনের মাধ্যম (এই কাজে পূর্ণ মূল্যসম্পন্ন মুদ্রার অর্থাৎ স্বর্ণের পরিবর্তে উহার নিজের প্রতিনিধি অথবা নিদর্শন-হিসাবে ব্যাঙ্ক-নোট, কাগজী মুদ্রা, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে) ;
- (৩) লেন-দেনের উপকরণ ;
- (৪) সঞ্চয় ও পুঁজির (Hoarding) উপকরণ (ধনতত্ত্বের গোড়ার দিকে মূলধনীরা প্রায়ই তাহাদের মুদ্রা মূলধনরূপে তাড়াতাড়ি লগ্নি না করিয়া পুঁজি করিয়া রাখিত, কিন্তু এখন তাহারা মুদ্রা পুঁজি না করিয়া মূলধনরূপে নিয়োগ করে।) ;
- (৫) আন্তর্জাতিক লেন-দেন (বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্তও মুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়)।

Money Form of Value : মূল্যের মূদ্রারূপ। [Form of Value ও Money দ্রষ্টব্য]

Monism : অদ্বৈতবাদ।

একটিমাত্র মূল পদার্থ (Element) বা সচেতন মূল উৎস হইতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছে—এইরূপ মতবাদ।

Monopoly : একচেটিয়া; একচেটিয়া অবস্থা; একচেটিয়া সজ্জ; একচেটিয়া কারবার।

কতকগুলি পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনের উপর প্রভুত্বকারী মূলধনীদের সজ্জ। এই সজ্জবদ্ধ মূলধনীরা কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের অধিকাংশের উপর, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করে। একচেটিয়া ধনতন্ত্র হইল একচেটিয়া কারবারী সজ্জের প্রভুত্বের যুগ, এই যুগে বৃহদাকারের উৎপাদন এবং মূলধনের একত্বীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ অবধি চলিতেছে।

একচেটিয়া অবস্থার জন্ম হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে। ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা চরমে উঠে এবং তাহার ভিতর হইতেই একচেটিয়া সজ্জের জন্ম ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়। ১৮৬০-৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই “অবাধ প্রতিযোগিতার বিকাশের উচ্চতম স্তর, শেষ সীমা; তখন একচেটিয়া সজ্জের সন্ধান পাওয়াই কঠিন, কারণ একচেটিয়া সজ্জ তখন রহিয়াছে কেবল ভ্রূণ অবস্থায়।”—Lenin : *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*. কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই একচেটিয়া সজ্জই ধনতান্ত্রিক জগতের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

অবশ্য একচেটিয়া সজ্জের জন্ম ও বিকাশের ফলে মূলধনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ হইল না। কারণ, “যে একচেটিয়া সজ্জ

অবাধ প্রতিযোগিতার ভিতর হইতে বাড়িয়া উঠে, সেই একচেটিয়া সজ্জ অবাধ প্রতিযোগিতার বিলোপ সাধন করে না। উহা অবাধ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি অবস্থান করে, উহা যেন অবাধ প্রতিযোগিতার উপর উহার পক্ষপূট বিস্তার করিয়া উড়িতে থাকে এবং তাহার ফল হিসাবে কতকগুলি তীব্র বিরোধ, সংঘর্ষ ও সংঘাত সৃষ্টি করে।”

“অবাধ প্রতিযোগিতার বদলে একচেটিয়া সজ্জের প্রতিষ্ঠাই সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য, আসল বিষয়বস্তু।”—Lenin : *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*.

একচেটিয়া সজ্জের বিভিন্ন রূপ :

Cartel : মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সজ্জ; ‘কার্টেল’।

কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান একত্রে মিলিয়া প্রধানতঃ তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে চুক্তি করিয়া যে সজ্জ গঠন করে তাহাকেই বলা হয় ‘মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সজ্জ’। এই সজ্জের নিয়মামুসারে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা বজায় থাকে।

Syndicate : বাণিজ্য-সজ্জ; ‘সিণ্ডিকেট’।

‘মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সজ্জ’ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে চুক্তিবদ্ধ কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত সজ্জ। এই সজ্জের মধ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের স্বাধীনতা অনেক বেশী পরিমাণে হারাইয়া ফেলে। বাণিজ্য-সজ্জ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উহার অন্তর্ভুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য বিক্রয় ও কাঁচামাল ক্রয়ের ভার গ্রহণ করে।

Trust : ব্যবসায়-সজ্জ; ‘ট্রাস্ট’।

কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ মিলনের রূপ। ব্যবসায়-সজ্জের ভিতর সম্মিলিত মালিকেরা ব্যবসায়-সজ্জের অংশীদার হইয়া থাকে। ব্যবসায়-সজ্জ একটা একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে এক ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিচালিত হয়।

Combine : শিল্প-সঙ্ঘ ; পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের সঙ্ঘ ; ‘কম্বাইন’ ।

“যে সকল পৃথক শিল্প-প্রতিষ্ঠান পণ্যোৎপাদনের ধারার মধ্যে পরস্পরের সহিত কোন-না-কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত, সেই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মিলন,...যেমন, যে খনিশিল্প-প্রতিষ্ঠান একটি ধাতুশিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কয়লা ও পোড়া কয়লা সরবরাহ করে, সেই খনিশিল্প প্রতিষ্ঠানটির সহিত উক্ত ধাতুশিল্প-প্রতিষ্ঠানের মিলন।”

—Leontiev : *Outline of Political Economy*. এই দুইটি মিলিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত যদি আরও কতকগুলি সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠান—যেমন একটা যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান—আসিয়া মিলিত হয়, তবে এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মিলনকে বলা হয় **লম্বিত শিল্পসঙ্ঘ (Vertical Combine)** । আর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যদি একই শ্রেণীর হয়, অর্থাৎ উহার যদি একই পণ্য উৎপাদন করে, তবে উহাদের মিলনকে বলা হয় **সমান্তরাল শিল্পসঙ্ঘ (Horizontal Combine)** ।

Corporation : একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘ ; ‘কর্পোরেশন’ ।

বিভিন্ন একচেটিয়া সঙ্ঘ ও ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একত্রে মিলিত বিরাট আকারের সঙ্ঘ । এই সঙ্ঘের ভিতরে কেবল এক প্রকারের সংশ্লিষ্ট শিল্পই নেহে, বিভিন্ন প্রকারের, অর্থাৎ পরস্পরের সহিত যোগসম্পর্কহীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান (যেমন কয়লা-খনি, কাপড়ের কারখানা, জাহাজের ব্যবসায়, যানবাহন, সংবাদপত্র, ঔষধপত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান) একত্রে মিলিত হয় । উৎপাদন ও ব্যবসায়ের সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই এই ধরনের সঙ্ঘের উদ্দেশ্য । শেয়ার বাজারের বিকাশ ও সকল ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই এই ধরনের

দানবীয় আকারের একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে ।

[Finance Capital ব্রহ্মণ্য]

Bureaucratic Capital : আমলা-তান্ত্রিক মূলধন ।

এই কথাটি আসিয়াছে চীনের পুরাতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যাও সে-তুঙের বিশ্লেষণ হইতে । কথাটির অর্থ নিম্নরূপ : অতি অল্পসংখ্যক একচেটিয়া বড় বূর্জোয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রটাকে কুক্ষিগত করিয়া সেই যন্ত্রটাকে নিজেদের একচেটিয়া মুনাকা লাভের জন্ত ব্যবহার করে । তাহারা তাহাদের মূলধনের শোষণের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া এবং তাহাদের অধিকৃত রাষ্ট্রক্ষমতার বলে বলীয়ান হইয়া তাহাদের একচেটিয়া মূলধনের দ্বারা জনগণকে শোষণ করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে । এইভাবে তাহাদের মূলধন তাহাদের অধিকৃত রাষ্ট্রক্ষমতার সহিত মিশিয়া যায় এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান হইয়া উঠে । যাও সে-তুঙের কথায় :

“একচেটিয়া মূলধন রাষ্ট্র-ক্ষমতার সহিত মিশিয়া গিয়া রাষ্ট্র-পরিচালিত একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে । আবার এই একচেটিয়া ধনতন্ত্র অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, চীনের জমিদারশ্রেণী ও পুরাতন ধরনের ধনী কৃষকদের (সামন্ত-তান্ত্রিক ধনী কৃষকদের) সহিত মিলিত হইয়া পরগাছা (বা মুংহুদি) সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিচালিত একচেটিয়া ধনতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে । এই রাষ্ট্র-পরিচালিত একচেটিয়া মূলধনই চীনদেশে সাধারণভাবে ‘আমলা-তান্ত্রিক মূলধন’ নামে পরিচিত এবং এই আমলাতান্ত্রিক মূলধনের মালিক বূর্জোয়াদের বলা হয় ‘আমলাতান্ত্রিক বূর্জোয়া’, অর্থাৎ চীনের বড় বূর্জোয়া ।”—Mao Tse-tung : *Present Situation and Our Task (Report to the Central Committee, 1947)* .

Monotheism : একেশ্বরবাদ।

যে মতবাদ কেবল একজনমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করে।

Monroe Doctrine : মনরো-নীতি।

[Doctrine of Monroe দ্রষ্টব্য]

Multilateral Agreements : বহু-পক্ষীয় চুক্তি।

অনেকগুলি দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

Munic Agreement : মিউনিক-চুক্তি।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীর মিউনিক শহরে জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। এই চুক্তিতে চেকোস্লোভাকিয়ার স্বদেতানল্যাও নামক প্রদেশটি জার্মানীকে দেওয়া হয়। স্বদেতান প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জার্মান জাতীয় লোক ছিল শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী। এই অজুহাতে জার্মানীর নাসী ডিক্টেটর হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার এই প্রদেশটি জার্মানীর প্রাপ্য বলিয়া দাবি করেন। প্রথমে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর এই দাবি মানিতে অস্বীকার করে এবং উক্ত দুই রাষ্ট্র ও চেকোস্লোভাকিয়া জার্মানীকে বাধা দিবার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় ইতালীর ডিক্টেটর মুসোলিনির পরামর্শে হিটলার মিউনিক শহরে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানীর এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই মিউনিক-সম্মেলনে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স শাস্তি রক্ষার অজুহাতে স্বদেতানল্যাও সম্পর্কে জার্মানীর দাবি মানিয়া লইয়া জার্মানী ও ইতালীর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিই ‘মিউনিক-চুক্তি’ নামে কথ্যাত।

হিটলার মিউনিক-সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি স্বদেতানল্যাও ব্যতীত চেকোস্লোভাকিয়ার অন্য অংশ দাবি করিবেন না। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে

চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ ও করেন। ইহার পর হইতে হিটলারের দাবি মিটাইয়া তাঁহাকে শাস্ত করিবার নীতি (Appeasement Policy) বন্ধ হয়। ইহার পরিবর্তে হিটলারকে বাধা দানের নীতি গৃহীত হয়।

Muslim League : মুসলিম লীগ।

অথও ভারতের মুসলমানদের সর্বপ্রধান সংগঠন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ প্রথম গঠিত হয়। ইহার পর হিন্দুদের হইতে পৃথক সভা সম্বন্ধে মুসলমানদের চেতনা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ‘হোম-রুল’ দাবির ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সহযোগিতার জন্য ‘লখৌ-চুক্তি’ সম্পাদিত হয়। কিন্তু ‘হোম-রুল-আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সহযোগিতারও অবসান ঘটে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ-সরকার আইনসম্মত মুসলমানদের পৃথক বা সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের অধিকার (Communal Award) মানিয়া লওয়ার পর হইতে মুসলিম লীগের সংগঠন ও শক্তি বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লীগের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লখৌ শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে উহার মূল লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়: “যে সকল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজ্যে মুসলমান ও অত্যাশ সংখ্যালঘু জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থ গঠনতন্ত্রের দ্বারা যথাযথরূপে সুরক্ষিত করা হইবে সেই প্রকার স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজ্যের মিলনের (ফেডারেশনের) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই মুসলিম লীগের লক্ষ্য।”

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মুসলিম লীগের গঠনতান্ত্রিক সাব-কমিটি ‘পাকিস্তান’ প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা রচনা করে। এই পরিকল্পনাকে ভারতের

মুসলমান-অধিবাসীদের সংখ্যার ভিত্তিতে ভারতে এক-তৃতীয়াংশ স্থান (সিন্ধু, পঞ্জাব, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আদিবাসী অঞ্চল, দিল্লী প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি জিলা, সমগ্র বঙ্গদেশ, সমগ্র আসাম প্রদেশ ও নিজামের শাসনাধীন অঞ্চল) দাবি করা হয়।

মুসলিম লীগের দাবি ব্রিটিশ-সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় ব্রিটিশ-সরকারের 'জাতীয় দেশরক্ষা-পরিষদ' হইতে মুসলিম লীগের সদস্যগণকে পদত্যাগ করিতে বলা হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে দেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভুলাভাই দেশাই ও লীগের পক্ষ হইতে লিয়াকত আলি খাঁ যুক্তভাবে ইংরেজ সরকারের নিকট কংগ্রেস ও লীগের প্রত্যেকের শতকরা চল্লিশ এবং অগ্নাগ্র দলের একত্রে শতকরা কুড়িভাগ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রে একটি সাময়িক জাতীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ-সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লীগের সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ছয়টি মুসলমান

অঞ্চল লইয়া 'স্বাধীন পাকিস্তান' গঠনের দাবি তোলেন। এই দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে লীগ কর্তৃক ঘোষিত ১৬ই আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবস'-এ কলিকাতায় যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয় তাহা সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে।

'কেবিনেট মিশন'-এর পরিকল্পনা অল্পসারে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর প্রধান মন্ত্রিস্থে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় লীগ যোগদান করে। মুসলিম লীগের দাবি অল্পসারে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'মাউন্টব্যাটেন-পরিকল্পনা' অল্পসারে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়া 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হইলে মুসলিম লীগ পাকিস্তান-রাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট গঠন করে।

Mysticism : অতীন্দ্রিয়তাবাদ ; অপরোক্ষ জ্ঞানবাদ।

মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংযোগ সম্পর্কিত ধর্মীয় মতবাদ।

Mythology : পুরাণ ; দেবতাস্ব ; উপকথা।

পৌরাণিক বা দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রচলিত কাল্পনিক উপাখ্যান।

N

Nation : জাতি।

মার্কসীয় মতে জাতি হইল, "ঐতিহাসিক বিকাশদ্বারা ভিতর দিয়া উদ্ভূত এমন একটি স্থায়ী জনসমাজ যাহার ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক এবং সংস্কৃতিগত সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত মানসিক গড়নও এক।"—J. V. Stalin : *Marxism and National Question*.

আধুনিক জাতিগুলি আগরণশীল ধনতন্ত্রের যুগের (অর্থাৎ ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের) সৃষ্টি।

"ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয়রা জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে ধনতন্ত্রের অগ্রগতি ও সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের প্রাধান্যলাভের সময়।" অগ্নাগ্র ঐতিহাসিক ঘটনার মতই একটি জাতি "পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মের অধীন, ইহার একটা ইতিহাস আছে, আরম্ভও আছে এবং শেষও আছে।"—J. V. Stalin : *Marxism & National Question*.

Nationalism : জাতীয়তাবাদ।

সাধারণ অর্থে 'জাতীয়তাবাদ' হইল কোন

পরাদীন দেশের জনগণের আভ্যন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতালাভের সংকল্পের অভিব্যক্তি।

[Self-Determination দ্রষ্টব্য]

National Debt : জাতীয় ঋণ।

কোন দেশের গভর্নমেন্ট কর্তৃক উক্ত দেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহির হইতে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়।

[National Wealth দ্রষ্টব্য]

National (United) Front : জাতীয় (যুক্ত) ফ্রন্ট ; জাতীয় (যুক্ত) মহড়া।

[Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

National Income : জাতীয় আয়।

কোন দেশের বা জাতীয় সকল ব্যক্তির আয়ের সমষ্টি। নিম্নোক্ত উপায়গুলির যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া কোন দেশের জাতীয় আয় স্থির করা হয় :—

- (১) সকল ব্যক্তির আয় যোগ করিয়া ;
- (২) সকল ব্যক্তির উৎপাদন, অর্থাৎ তাহাদের উৎপাদন ও কাজের জন্ত তাহা-দিগকে যে পারিশ্রমিক বা বেতন দেওয়া হয় সেই পারিশ্রমিক বা বেতন যোগ করিয়া ;
- (৩) দেশের সকল ব্যক্তি যে সকল দ্রব্য ক্রয় করে সেইগুলির মোট দাম ও তাহাদের সঞ্চিত অর্থ যোগ করিয়া। কিন্তু যে সকল কাজ বিনা পারিশ্রমিকে বা বিনা বেতনে করান হয় তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। কারণ, যে উৎপাদন বা কাজকে টাকার অঙ্কে পরিণত করা যায় না তাহা হিসাব করা অসম্ভব। যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্র হইতে পেন্সন বা অন্ত কোন নিয়মিত সাহায্য লাভ করে তাহাদের আয়ও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না, কারণ এই পেন্সন বা সাহায্য দেওয়া হয় সাধারণতঃ উক্ত আয়ের উপর আয়কর (প্রত্যক্ষ কর) বসাইয়া এবং আয়কর ধার্য করিবার সময়ই সেই উক্ত আয় জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্র হইতে দেওয়া পেন্সন বা অন্ত কোন নিয়মিত সাহায্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে

গণনা করিলে একই অর্থ দুইবার গণনা করা হয়। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ধার্যকর অপ্রত্যক্ষ কর (Indirect Tax) সম্বন্ধেও এই জটিলতা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে সকলের ব্যক্তিগত আয়ের সমষ্টি হইতে অপ্রত্যক্ষ করের সমষ্টি বাদ দিয়া তাহা জীবিকা-নির্বাহের খরচ কমান্বয়ের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আর্থিক সাহায্যের সহিত যুক্ত করা হয়।

জাতীয় উৎপাদনের (National Output) সহিত জাতীয় আয়ের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। জাতীয় উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর জাতীয় আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। কারণ, প্রচলিত অর্থে, দেশের সমগ্র মূলধন, জমি ও শ্রমের সমন্বয়ে কৃত উৎপাদনের সমষ্টিকেই বলা হয় 'জাতীয় উৎপাদন'; আর জাতীয় আয় হইল জাতীয় সকল ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যের সমষ্টি, অর্থাৎ ব্যবহৃত দ্রব্য সমূলের মূল্যের সমষ্টি। (এখানে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, দেশের লোক কিছুই সঞ্চয় করে না, যাহাই আর করে তাহাই ব্যয় করে।) সুতরাং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলেই জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস উঠে। ইহার ভিন্ন অর্থ এই যে, ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইলেই জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

মোট জাতীয় আয়কে দেশের মোট লোক-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া জনপ্রতি গড় আয় (Average Per Capita Income) বাহির করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার জনপ্রতি গড় আয় নির্ধারণ অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অনগ্রসর ও শিল্পে অল্পবয়স্ক দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রকৃত আয় নগণ্য বা জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের আয় নাই বলিলেই চলে। অথচ জনপ্রতি গড় আয় নির্ধারণের এই প্রকার হিসাবে তাহাদের আয় আছে বলিয়া এবং শিল্পপতি প্রভৃতি ধনীদেবের আয়কে

দরিদ্রদের আয়ের সমান করিয়া দেখান হয়। জাতীয় আয় কি ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্টিত হয় তাহাই প্রকৃত সমস্যা। সুতরাং জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক স্তর বা শ্রেণীর মানুষের আয় কত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

হিসাবে জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই সকল ক্ষেত্রে উহাকে দেশের সমৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়া ধরা চলে না। জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয় যে হারে বৃদ্ধি পায় যদি সেই হারেই জিনিসপত্রের মূল্য ও সরকার কর্তৃক ধার্য অপ্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয়ের কোন প্রকৃত বৃদ্ধি হয় না। কারণ, তাহার ফলে সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায় না। এমন কি অত্যধিক মূল্য ও কর বৃদ্ধির ফলে ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় বলিয়া জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইতে পারে।

National Income of India :

ভারতের জাতীয় আয়।

ভারত-সরকারের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান (Statistic) সংস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করিয়া ১৯৪৮-৪৯ সন হইতে ১৯৫৪-৫৫ সন পর্যন্ত প্রতি বৎসরের মোট জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয় নির্ধারণ করিয়াছে। উক্ত সংস্থা দুইভাবে জাতীয় আয় নির্ধারণ করিয়াছে : (১) ১৯৪৮-৪৯ সনের দ্রব্য-মূল্যের ভিত্তিতে, এবং (২) বর্তমান সময়ের দ্রব্য-মূল্যের ভিত্তিতে।

(১) ১৯৪৮-৪৯ সনের দ্রব্য-মূল্যের ভিত্তিতে ১৯৪৮-৪৯ সন হইতে ১৯৫৪-৫৫ সন পর্যন্ত প্রতি বৎসরের মোট জাতীয় ও জনপ্রতি গড় আয় নিম্নরূপ :—

১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্য অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব

বৎসর	মোট জাতীয় আয় কোটি টাকা	জনপ্রতি গড় আয় টাকা
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০	২৪৬.৯
১৯৪৯-৫০	৮,৮২০	২৪৮.৬
১৯৫০-৫১	৮,৮৫০	২৪৬.৩
১৯৫১-৫২	৯,১০০	২৫০.১
১৯৫২-৫৩	৯,৪৬০	২৫৬.৬
১৯৫৩-৫৪	১০,০৪০	২৬৯.০
১৯৫৪-৫৫	১০,১৭০	২৬৯.০

১৯৫৫-৫৬ সনের মূল্য অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব

বৎসর	মোট জাতীয় আয় কোটি টাকা	জনপ্রতি গড় আয় টাকা
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০	২৪৬.৯
১৯৪৯-৫০	৯,০১০	২৫৩.৯
১৯৫০-৫১	৯,৫৩০	২৬৫.২
১৯৫১-৫২	৯,৯৭০	২৭৪.০
১৯৫২-৫৩	৯,৮২০	২৬৬.৪
১৯৫৩-৫৪	১০,৪৯০	২৮১.০
১৯৫৪-৫৫	৯,৯১০	২৬২.১

এই তালিকায় দেখা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ব বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সনে জনপ্রতি গড় আয় যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে (১৯৫৪-৫৫ সনে) জনপ্রতি গড় আয় তিন টাকা কমিয়া গিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভের সময় অনুমান করা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ১৮ টাকা বৃদ্ধি পাইবে, আর সেই হিসাবে ১৯৫৪-৫৫ সনে জনপ্রতি গড় আয় তিন শত টাকার বেশী হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই, বরং জনপ্রতি গড় আয় তিন টাকা কমিয়া গিয়াছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিই ইহার কারণ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৫৫-৫৬ সনে) জাতীয় আয় ছিল ১০,৮০০ কোটি টাকা এবং জনপ্রতি গড় আয় ছিল ২৮১ টাকা। এই আয়কে আরও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ১৯৫৫-৫৬ সনের মোট জাতীয় আয় ১০,৮০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩,৫৩৮ কোটি টাকা হইল ৩৮ কোটি ৩৭ লক্ষ সাধারণ লোকের আয় এবং ইহাতে তাহাদের জনপ্রতি গড় আয় হয় মাত্র ২৩ টাকার মত ; আর বাকি মূলধনী ও অবস্থাপন্ন ৩৬ লক্ষ লোকের আয় হইল ৭,২৬২ কোটি টাকা, এবং ইহাতে তাহাদের জনপ্রতি গড় আয় হয় ২০,১৭২ টাকা। হিসাব করা হইয়াছে যে, ১৯৫৬-৫৭ সন হইতে ১৯৬০-৬১ সন পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে মোট জাতীয় আয় দাঁড়াইবে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা। সুতরাং এই পাঁচ বৎসর পরে জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা ২৬৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই বর্ধিত আয়ের মধ্যে মূলধনী ও অবস্থাপন্ন ৩৬ লক্ষ লোক পাইবে ১২৩০ কোটি টাকা, আর ৪০ কোটি (বর্ধিত ২ কোটি) সাধারণ লোক পাইবে মাত্র ৭৫০ কোটি টাকা। ইহাতে মূলধনী ও অবস্থাপন্ন ৩৬ লক্ষ লোকের জনপ্রতি মোট গড় আয় হইবে ২৫,৫৩৩ টাকার মত এবং ৪০ কোটি সাধারণ লোকের জনপ্রতি মোট গড় আয় হইবে মাত্র ১০.৭৮ টাকার মত। ইহা ব্যতীত, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে তাহা ব্যয় করিলে ১৯৬০-৬১ সনে শতকরা ১৫ টাকা মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে এবং তাহা হইলে জাতীয় ঋণ, কর ও মূল্য-বৃদ্ধির ফলে প্রকৃত আয় যথেষ্ট হ্রাস পাইবে।

National Movement : জাতীয় আন্দোলন।

বাহিরের কোন শক্তির অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি লাভ ও স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার জন্ত পরাধীন দেশের সকল শ্রেণীর মিলিত আন্দোলন। এই আন্দোলন সাধারণতঃ পরাধীন দেশের শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে।

মার্ক্সীয় মতে, “সমগ্র বিশ্বব্যাপী সামন্ত-প্রথার বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়লাভের যুগ বহুমুখী জাতীয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিল। এই সকল আন্দোলনের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি হিসাবে পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিরঙ্কুশ করিবার জন্ত স্বদেশের বাজার বৃজ্জ্যাদের দখলে আনয়নের প্রয়োজন, এক ভাষা-ভাষী জনগণ সহ রাজনৈতিক দিক হইতে ঐক্যবদ্ধ বাসভূমির প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার বিকাশ ও সেই বিকাশকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া দৃঢ় ভাবে গড়িয়া তোলার পথে সকল বাধা দূরীভূত করিবার প্রয়োজন। ভাষা হইল মানুষের ভিতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ভাষার ঐক্য ও উহার বাধামুক্ত বিকাশ হইল আধুনিক ধনতন্ত্রের আনুগতিক অবাধ ও ব্যাপক বাণিজ্যের এবং জনগণের ব্যাপক ও স্বাধীনভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সর্বশেষে, ভাষার ঐক্য ও উহার বাধামুক্ত বিকাশই হইল বাজার এবং প্রত্যেকটি বড় মালিক ও ছোট মালিক আর বিক্রেতা ও ক্রেতার ভিতরের ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্পর্কের মূলভিত্তি।

“আধুনিক ধনতন্ত্রের এই সকল প্রয়োজন মিটাইবার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হইল বৃজ্জ্যাদের জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তাই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই হইল প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।”—Lenin : *On the Right of Nations to Self-determination.*

National Revolution : জাতীয় বিপ্লব। [Revolution শব্দ ত্রুটিব্য]

Nationalisation of Industry :

শিল্পের জাতীয়করণ।

কোন দেশের গভর্নমেন্ট কর্তৃক ঐ দেশের এক বা একাধিক শিল্পের পরিচালনাভার গ্রহণ।

‘জাতীয়করণ’ ও ‘সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করণ’—এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথমটি করা হয় ধনতান্ত্রিক সমাজে, আর দ্বিতীয়টি কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের শ্রমিক-গভর্নমেন্ট কর্তৃক লৌহ-শিল্পের ‘জাতীয়করণ’ করা হইয়াছিল, পরে রক্ষণ-শীল-গভর্নমেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সেই ‘জাতীয়করণ’ নাকচ করে। কিন্তু সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে কোন শিল্পকে একবার সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করিলে তাহা কিছুতেই নাকচ করা হইত না।

মার্কসীয় মতে, ‘জাতীয়করণ’ হইল,— ধনতান্ত্রিক সমাজে মূলধনীশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক এক বা একাধিক শিল্পের পরিচালনার ভার গ্রহণ। বিভিন্ন শিল্প যখন আর্থিক সংকটের চাপে প্রায় অচল হইয়া পড়ে এবং মূলধনীদের মূনাফা হ্রাস পায়, তখন গভর্নমেন্ট জাতীয়করণের নামে সেই সকল শিল্পের পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং যে সকল মূলধনী ঐ সকল শিল্পে মূলধন নিয়োগ করিয়াছে, সেই মূলধনীদের উচ্চ মূনাফা লাভের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইংলণ্ডে লৌহ-শিল্পের জাতীয়করণ ইহার একটি দৃষ্টান্ত। [যে সংকট হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইম্পাত-শিল্পের জাতীয়করণ করা হইয়াছিল, সেই সংকট দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই জাতীয়করণ নাকচ করিয়া শিল্পগুলি মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।]

Nationalisation of Land : জমির জাতীয়করণ; জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করণ।

রাষ্ট্রদ্বারা জমিদার প্রভৃতির দখল হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া প্রকৃত কৃষক, অর্থাৎ যাহারা নিজহস্তে জমি চাষ করে তাহাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হারে সেই জমি বিলি করা বা ইজারা দেওয়া।

জমির জাতীয়করণের সহিত সমাজবাদের (Socialism-এর) কোন সম্পর্ক নাই। কারণ, জমির জাতীয়করণ ধনতন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ। “জমির উপর হইতে ব্যক্তিগত অধিকার (বা মালিকানার) বিলোপ সাধনের দ্বারা কোনক্রমেই ব্যবসায়িক ও ধনতান্ত্রিক কৃষির বৃদ্ধি ভিত্তির কোন পরিবর্তন হয় না। জমির জাতীয়করণের সহিত সমাজতন্ত্রের, অথবা এমনকি জমির ব্যবহারের সমানাধিকারের কিছুমাত্র মিল আছে—ইহার চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। একথা সকলেই জানে যে, সমাজতন্ত্রের অর্থ হইল পণ্যোৎপাদনের অবসান।” —Lenin : *The Agrarian Question in Russia*.

National Socialism (Nazism) :

জাতীয় সমাজবাদ (নাৎসিবাদ)।

জার্মানিতে এ্যাডল্ফ হিটলার কর্তৃক পরিচালিত উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ইহার অপরাধ নাম ‘নাৎসিবাদ’। অতি উগ্র জাতীয়তাবাদ, ‘আর্য’ নীতির ভিত্তিতে উৎকট জাত্যাভিমান, উগ্র ইহুদী-বিশেষ এবং পররাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস প্রভৃতি আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদ এবং তৎসহ ব্যাপক ও তীব্র সমরবাদ—এইগুলিই ‘জাতীয় সমাজবাদ’ বা ‘নাৎসিবাদ’-এর মূল কথা। Nazi শব্দটি এই ‘National Socialism’ কথাটিরই সংক্ষিপ্ত আকার।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকটের ভিতর হইতে ‘জাতীয় সমাজবাদ’ বা ‘নাৎসিবাদ’-এর জন্ম হয়। এই সংকট জার্মানীর সকল শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ অচল করিয়া ফেলে, মূলধনীদের মূনাফা লাভ অসম্ভব হইয়া উঠে এবং

এইভাবে জার্মানীর ধনতন্ত্র অনিবার্ধ ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও শ্রমিক-বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠে। এই অবস্থা হইতে জার্মানীর ধনতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জগুই বড় বড় মূলধনীদেব প্রেরণায় ও সাহায্যে হিটলার কর্তৃক ‘জাতীয় সমাজবাদ’ বা ‘নাৎসিবাদ’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাৎসিরা চরম আর্থিক সংকটের চাপে ধ্বংসোন্মুখ মধ্যশ্রেণীকে উহাদের বেকারী ও দারিদ্র্য দূর করিবার প্রতিশ্রুতি এবং নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া দলে টানিয়া নেয়। এইভাবে নাৎসিরা ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর, ছাত্র এবং উচ্চ বেতনের ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিদের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের সমর্থন লাভ করিবার জগু প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী ‘ভার্সাই-সন্ধি’তে জার্মানীর প্রতি অবিচার ও জাতীয় অপমানের প্রশ্ন ও তুলিয়া ধরা হয়। এইভাবে এবং রাইখ্‌স্টাগে (জার্মান পার্লামেন্টে) অগ্নিদান প্রভৃতি নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা হিটলার ও তাঁহার নাৎসি দল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিয়া জার্মানীতে ‘জাতীয় সমাজবাদ’ বা ‘নাৎসিবাদ’-এর সন্ত্রাসমূলক শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর বুটেন ও আমেরিকার অর্থ-সাহায্যে নাৎসিগণ অতি দ্রুত জার্মানীকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তোলে এবং বৃহত্তর জার্মানীর ধূম্য তুলিয়া অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে। প্রথম হইতে বুটেন ও ফরাসীদেশ হিটলারকে তোষণ করিয়া আসিতেছিল [Appeasement Policy দ্রষ্টব্য]। কিন্তু হিটলার ডানজিগ্‌ নামক পোল্যান্ডের একটি স্থান দাবি করিয়া পোল্যান্ড আক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বুটেন ও ফরাসীদেশের হিটলার-তোষণনীতির অবসান হয় এবং তাহার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সোবিয়ৎ ইউনিয়নের

লাল ফৌজ জার্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরী দখল করিবার সময় হিটলার আত্মহত্যা করিলে তাঁহার সহিত জার্মানীর ‘জাতীয় সমাজবাদ’ বা ‘নাৎসিবাদ’-এরও অবসান ঘটে।

National Wealth : ‘জাতীয় সম্পদ’।

কোন জাতির সকল লোকের অধিকার-ভুক্ত সম্পদের সমষ্টি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন জাতির প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদের সমষ্টি নির্ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া ‘জাতীয় সম্পদ’ কথাটি কোন দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিবার জগু অতি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

মার্কসীয় মতে, ‘জাতীয় সম্পদ’ নামক সার্বজনীন সম্পদের কোন অস্তিত্ব নাই। ‘জাতীয় সম্পদ’ কথাটি শোষণশ্রেণীর তৈরী একটা “মনভুলানো কল্পনা” মাত্র। “প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত জাতীয় সম্পদের কেবল একটামাত্র অংশই একটা আধুনিক জাতির জনগণের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়, আর সেই সম্পত্তিটাই হইল জাতীয় ঋণ।”

—K. Marx : *Capital*, Vol III.

Nativism : সহজজ্ঞানবাদ।

মনের কতিপয় ইন্দ্রিয়জ সংবেদন (Sensation)-নিরপেক্ষ চিন্তার প্রকার বা জ্ঞানের একটি মূলতত্ত্ব আছে—এই প্রকার দার্শনিক মতবাদ।

Natural History : প্রাকৃতিক ইতিহাস।

[History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Natural Law : প্রাকৃতিক নিয়ম।

[Law শব্দ দ্রষ্টব্য]

Naturalism : প্রকৃতিবাদ; স্বাভাবিক নীতি।

বিশ্ব-জাগতিক ব্যাপারে কোন অপ্রাকৃত শক্তির (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রভৃতির) কোন হাত নাই—এই রূপ দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, আপন নিয়মেই বিশ্ব-জগৎ বা প্রকৃতির সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছে।

Natural Philosophy : প্রাকৃতিক দর্শন ; প্রকৃতিবিজ্ঞা ।

প্রাকৃতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সৃষ্ট দর্শন ।

Natural Religion : স্বাভাবিক ধর্ম ; সাধারণ ধর্ম ।

মাতৃঘের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং সকল প্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তির (ঈশ্বর প্রভৃতির) সহিত সম্পর্কহীন ধর্ম ।

Natural Selection (or The Survival of the Fittest : প্রাকৃতিক নির্বাচন (বা যোগ্যতমের উদ্ভবন ।)

[Darwinism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Nazi : নাৎসি ।

[National Socialism দ্রষ্টব্য]

Negation : অসঙ্গতি ; অস্বীকার ; প্রতিবাদ ।

Negation of Negation : অসঙ্গতির অসঙ্গতি । [Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Neo-Platonism : নব প্রাতোবাদ ।

দার্শনিক প্রাতোর (Plato) মৃত্যুর বহু বৎসর পরে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে (২৪৫ খৃষ্টাব্দে) আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে গ্রীক দার্শনিক প্রাতোর মতবাদের (Platonism শব্দ দ্রষ্টব্য) সহিত প্রধানতঃ ভারতবর্ষের যোগতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয়তাবাদের সংমিশ্রণের ফলে ‘নব প্রাতোবাদ’-এর সৃষ্টি হয় । পরে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ হইতেও ইহাতে কিছু কিছু মত গৃহীত হয় । আলেকজান্দ্রিয়া নগরী হইতে ইহার উদ্ভব হয় বলিয়া ‘নব প্রাতোবাদ’-এর অপর নাম ইহল ‘আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাতোবাদ’ । এই ‘নব প্রাতোবাদ’-এর প্রভাব ২৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । ইহার পর ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান এই মতবাদের উচ্ছেদ করেন । ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন দর্শনেরও অবসান ঘটে । গ্রীক দার্শনিক প্লোতিনাস (Plotinus) ছিলেন ইহার প্রধান প্রচারক ।

Neutrality : নিরপেক্ষতা ।

যুদ্ধমান কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা । আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকারেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে না এবং যুদ্ধমান কোন পক্ষকে সাহায্য করিতে বা কোন পক্ষের বিরোধিতা করিতে পারে না । যদি যুদ্ধের ফলে উহার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয় তবে উক্ত রাষ্ট্রকে নিজের সশস্ত্র শক্তি দ্বারা নিজের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে হয় । আইনতঃ ‘কম নিরপেক্ষ’ বা ‘বেশী নিরপেক্ষ’ বলিয়া কোন কথা নাই । নিরপেক্ষ অঞ্চলে (জলে বা স্থলে) কোন যুদ্ধমান পক্ষই শাস্তিভঙ্গ করিতে পারে না, যদি করে তবে সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নিজের অন্ত্রশক্তি দ্বারা শাস্তিরক্ষা করিতে আইনতঃ বাধ্য । নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন যুদ্ধমান রাষ্ট্রের সৈন্যদল নিজ অঞ্চলের মধ্য দিয়া চলাচল করিতে দেওয়া কিংবা নিজ অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধমান পক্ষের ষাটী স্থাপন করিতে দেওয়া বা যুদ্ধমান পক্ষের জন্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতে দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ । কোন যুদ্ধমান পক্ষের যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতি কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বন্দরে কয়লা, খাদ্য প্রভৃতি লইবার জন্ত এবং জাহাজ মেরামতের জন্ত কেবল মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্ত প্রবেশ করিতে পারে । অবশ্য প্রয়োজন বোধ করিলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সরকার এই সময় বৃদ্ধি করিতে পারে । কিন্তু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রটি এমন কিছু করিতে পারে না যাহাতে উক্ত যুদ্ধমান পক্ষের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । ঐ সকল যুদ্ধ-জাহাজে যুদ্ধ-বন্দী থাকিলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রটি ইচ্ছা করিলে সেই যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তি দিতে পারে । কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন যুদ্ধমান পক্ষের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে, এমনকি উহাকে সমর-সজ্জারও সরবরাহ করিতে পারে ; কিন্তু সেক্ষেত্রে অপর যুদ্ধমান পক্ষ ইচ্ছা

করিলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজ-চলাচল অবরোধ করিতে এবং সেই জাহাজ খানাতল্লাস করিয়া সময়-সম্ভার আটক করিতে পারে। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অবরোধ-আইন ও নিষিদ্ধ দ্রব্য-আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য।

New Deal : নব ব্যবস্থা ; 'নিউ ডিল' ; নববিধান।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও পরে সমগ্র জগতে যে বিরাট অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই সংকট হইতে ত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যেই এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ('নিউ ডিল') প্রবর্তিত হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও মার্কিন অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের বিপরীত। সেই দিক হইতে ইহা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নূতনত্ব আনয়ন করে।

পূর্বে অর্থনৈতিক সংকট হইতে ত্রাণ লাভের জগ্ন কেবল একটিমাত্র উপায়ই অবলম্বন করা হইত। তাহা হইল, মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস তথা মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধি। কিন্তু ইহা দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হইত না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New Deal) অবলম্বন করেন।

এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বা 'নিউ ডিল'-এর মূলকথা প্রধানতঃ দুইটি :—(১) সকল প্রধান শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ; (২) শিল্প ও ব্যবসায়সমূহের পুনরুজ্জীবনের জগ্ন রাষ্ট্র কর্তৃক রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি সরকারী পূর্ত কার্য (Public Works) আরম্ভ। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কম স্তরে ঋণ দেওয়া এবং জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইতে থাকে। এই দুইটি ব্যবস্থার আনুমানিক

কাজ হিসাবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলিও অবলম্বন করা হয় : ডলারের শতকরা ৪০ ভাগ মূল্যমান হ্রাস, সরকারী অর্থে ও অর্থ-সাহায্যে গৃহ তৈরীর ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকারের সরকারী পরিকল্পনায় অর্থ যোগাইবার জগ্ন 'ফিন্যান্স-কর্পোরেশন' গঠন, বেকারের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থার জগ্ন বিশেষ কমিটি গঠন, বেকার-ভাতার ব্যবস্থা, যুনিয়ন গঠনের জগ্ন শ্রমিকদের উৎসাহ দান, প্রত্যেকটি লোকের জগ্ন জীবনবীমার ব্যবস্থা, চাষের জোৎদারদের যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ সরবরাহ, আইন প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্রীয় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (Federal Reserve System) দ্বারা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন এবং মহাজনী মূলধনের (Finance-Capital-এর) যথেষ্টাচার দমন, প্রভৃতি। সংক্ষেপে, এই সকল ব্যবস্থা হইল ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা।

রুজভেল্টের 'নিউ ডিল' নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারী ও সর্বময় সংকট সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে না পারিলেও ইহা বহুলাংশে সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই নীতির ফলেই বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে হ্রাস পাইয়া ৬০-৭০ লক্ষে পরিণত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে অচল হইয়া পড়া শিল্পগুলির শতকরা ৭৫ ভাগ আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। 'নিউ ডিল' নীতির ব্যর্থতার প্রধান কারণ হইল বৃহৎ শিল্পের ও ব্যাঙ্কের মালিকগোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতা। ইহার ফলেই 'নিউ ডিল'-পরিকল্পনার এক বৃহৎশ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত নাকচ করিয়া দেয়।

New Democracy (or People's Democracy) : নূতন গণতন্ত্র (জন-গণতন্ত্র বা লোকায়ত্ত গণতন্ত্র)।

জনগণের গণতন্ত্র ; পুরাতন বা প্রচলিত গণতন্ত্র (অগ্ন্য কথায় 'বুর্জোয়া-গণতন্ত্র') হইতে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের নূতন গণতন্ত্র ; ইহার

মূল বিষয়বস্তু হইল—শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণ, কৃষক, মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহ, ও প্রগতিশীল বূর্জোয়াদের মিলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ‘নূতন গণতন্ত্র’ বা ‘জন-গণতন্ত্র’ অথবা ‘লোকায়ত্ত গণতন্ত্র’ বলিবার কারণ এই যে, পুরাতন বা প্রচলিত গণতন্ত্রের নেতৃত্ব থাকে বূর্জোয়া-শ্রেণীর হাতে, তাহাতে জনগণের কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার থাকে না, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী জনগণের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তপ্রথার উচ্ছেদের পর প্রতিষ্ঠিত এই ‘নূতন গণতন্ত্র’-এ জনগণ ব্যাপক গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে। পুরাতন, অর্থাৎ বূর্জোয়া গণতন্ত্রের সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জগুই এই গণতন্ত্রকে বলা হয় ‘নূতন গণতন্ত্র’। ‘নূতন গণতন্ত্র’ সমাজ-তন্ত্রে পূর্ব স্তর। ইহার সহিত কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার কোনই সম্পর্ক নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের পাঁচটি দেশে ও জার্মানীর পূর্বাংশে এবং সমগ্র চীনে ও উত্তর-কোরিয়ায় আর উত্তর-ভিয়েতনামে এই ‘নূতন গণতন্ত্র’ বা ‘জন-গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চীনের নূতন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহার প্রধান নায়ক মাও সে-তুও বলেন : ইহা হইল, “...বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টি ও দলের যুক্তফ্রন্ট ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন শাসন-পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেই আমরা বলি ‘নূতন গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি।’”

“নূতন গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হইবে, শাসনতান্ত্রিক নীতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-কারী ও গভর্নমেন্ট-নির্বাচনকারী বিভিন্ন স্তরের গণপরিষদ সহ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হইবে একই সময়ে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রবদ্ধ, অর্থাৎ ইহা হইল প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ক্ষমতার

কেন্দ্রিত রূপ এবং উহার সহিত কেন্দ্রিত ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত গণতন্ত্র। কেবল-মাত্র এই পদ্ধতিতেই বিভিন্ন স্তরের গণপরিষদের উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রকে স্পষ্ট রূপ দেওয়া যাইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের গণপরিষদের দ্বারা গ্রহণ কর্তব্য-সম্পাদনকারী বিভিন্ন স্তরের (যেমন গ্রাম, জিলা, প্রদেশ ও কেন্দ্রীয়) গভর্নমেন্ট লইয়া গঠিত রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইতে পারে, আর এইভাবে জনগণের প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার ও কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে।”—Mao Tse-tung : *Coalition Govt.*

[People's Democracy—

Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

New Economic Policy (N.E.P.) :

নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (‘নেপ’)

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোবিয়ৎ ইউনিয়নে প্রবর্তিত ‘নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা’। এই কর্মপন্থায় সাময়িকভাবে ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের আংশিক সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। লেনিন এই অর্থনীতিকে “সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণের নীতি” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও বিপ্লবের পর বিদেশী আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিবার জগু অবসর লাভই ছিল এই কর্মপন্থার উদ্দেশ্য। এই নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা চালু করা হইয়াছিল মাত্র অল্প সময়ের জগু, এবং সোবিয়ৎ গভর্নমেন্টের ভবিষ্যৎ সমাজ-তান্ত্রিক পুনর্গঠনের জগুই এই কর্মপন্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই কর্মপন্থা চালু হইবার অল্প কিছুদিন পরেই, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লোপ করিয়া সোবিয়ৎ ইউনিয়নের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা চালু হইবার একবৎসর

পর, ১৯২২ খ্রষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত একাদশ পার্টি-কংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করেন যে, পলায়ন, অর্থাৎ পশ্চাদপসরণ শেষ হইয়াছে, এবার অগ্রসর হইবার সময় উপস্থিত। তিনি ধ্বনি তুলিলেন : “ব্যক্তিগত মূলধনের উপর (অর্থাৎ ধনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর) আক্রমণের জন্ম প্রস্তুত হও।”—*History of the C. P. S. U. (B)*.

Nihilism : শূন্যতাবাদ ; ‘নিহিলিজ্‌ম্’।

ল্যাটিন ভাষার ‘নিহিল’ শব্দ হইতে ‘নিহিলিজ্‌ম্’ শব্দটির উৎপত্তি। ‘নিহিল’ শব্দটির অর্থ হইল শূন্যতা (Nothing)। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রুশিয়ার একটি বৈপ্লবিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে কৃষকই বিপ্লবের প্রধান শক্তি। রুশিয়ার ঔপন্যাসিক তুর্গেনিফ রচিত ‘ফাদাস্‌ এণ্ড সনস্‌’ নামক বিখ্যাত উপন্যাসের মারফত এই মতবাদ খ্যাতি লাভ করে। এই মতবাদের সমর্থকগণ কোন ক্ষমতা, নীতি, নিয়ম বা ধর্ম মানিতে অস্বীকার করিত এবং ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বৈচ্ছাধীন বলিয়া জাহির করিত। অনেকে শূন্যতাবাদকে (নিহিলিজ্‌ম্‌কে) নৈরাশ্রবাদ (‘এ্যানর্কিজ্‌ম্‌’) হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু নিহিলিজ্‌ম্‌ বা শূন্যতাবাদের সহিত নৈরাশ্রবাদের কোন সম্পর্ক নাই।

Nirvana : নির্বাণ।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের মূল কথা। নির্বাণের অর্থ—চরম সুখ, অর্থাৎ আত্মার পূর্ণ মুক্তি, বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত ব্যক্তির আত্মার লয় প্রাপ্তি এবং ব্যক্তির সকল সত্তার লোপ ও পুনর্জন্মের অবসান।

Noble Prizes : নোবল-পুরস্কার।

সুইডেনের বিখ্যাত রসায়নবিদ আলফ্রেড নোবল্‌ (১৮৩৩-৯৬) কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের স্তম্ভ হইতে প্রতি বৎসর প্রত্যেকটি ৮ হাজার পাউণ্ড করিয়া যে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে তাহাকেই আলফ্রেড নোবল্‌-এর নামানুসারে ‘নোবল্‌-পুরস্কার’ বলা হয়।

এই পুরস্কার জাতি-বর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই পাইবার অধিকারী। প্রতি বৎসর পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), শরীর-বিজ্ঞান (Physiology) ও চিকিৎসাশাস্ত্র (Medicine) সম্বন্ধে যাহাদের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহারা প্রত্যেকে এক একটি পুরস্কার পাইয়া থাকেন। চতুর্থ পুরস্কার দেওয়া হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবপ্রধান গ্রন্থের রচয়িতাকে (ঔপন্যাসিক প্রভৃতিকে)। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন-বিষয়ে যাহার কার্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাকে দেওয়া হয় পঞ্চম পুরস্কার। এপর্যন্ত ভারতবর্ষের দুইজন মনীষী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার কাব্যগ্রন্থের জন্ম এবং চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন নূতন রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্ম—এই পুরস্কার পাইয়াছেন।

Nominalism : নামবাদ।

জাতিবাচক শব্দসমূহের কোন বাস্তব সত্তা নাই, উহার নাম মাত্র—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ। একাদশ শতাব্দীতে দার্শনিক রোসেলিন ও তাহার শিষ্যগণ এই মতবাদ প্রচার করেন।

Nominal Wages : নামিক মজুরি।

[Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Non-Aggression Pact : অনাক্রমণ-চুক্তি।

একটি দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিবে না এবং উভয় দেশ তাহাদের বিরোধ আলাপ-আলোচনা দ্বারা নিষ্পত্তি করিবে—এই মর্মে দুইটি দেশের মধ্যে যে চুক্তি করা হয়। কিন্তু এই প্রকারের চুক্তি দ্বারা বর্তমান যুগে যুদ্ধ ও আক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই।

Non-Belligerency : অযুদ্ধমান অবস্থা।

ইহা এক ধরনের নিরপেক্ষতা। কোন রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত না হইয়াও যখন যুদ্ধমান এক পক্ষকে সক্রিয়ভাবে

সমর্থন করে তখন এই অবস্থা দেখা দেয় এবং প্রথমোক্ত রাষ্ট্রকে 'অযুদ্ধমান রাষ্ট্র' (Non-belligerent State) বলা হয়।

Non-Intervention : দুই পক্ষের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা।

স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের সময় (১৯৩৬-৩৯) ব্রুটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত নীতি। এই সময় হইতেই এই কথাটির প্রচলন হয়। এই গৃহ-যুদ্ধের সময় ব্রুটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্পেনের যুদ্ধমান দুই পক্ষের কোন পক্ষকেই অন্ত্র ও অস্ত্রাগ্র সমর-সম্ভার সরবরাহ করিবে না বলিয়া স্থির করে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্ত লণ্ডনে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বন্দরে, এমন কি স্পেনের নিকটবর্তী সমুদ্র-অঞ্চলেও পাহারা বসানো হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জার্মানী ও ইতালী হইতে স্থল ও জলপথে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-সম্ভার বিদ্রোহী ফাসিস্ত সেনাপতি ফ্রান্সিসের নিকট পৌছিতে থাকে। ইহার ফলে উক্ত নীতি একটি গ্রহসনে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের কমিটি উহার কার্যকলাপ বন্ধ করে।

North Atlantic Treaty : উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন নগরীতে বসিয়া বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালী, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ডস (হল্যান্ড), নরওয়ে, পোর্টুগাল, গ্রট ব্রুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি। এই সকল দেশ উত্তর-আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত বলিয়া এই চুক্তির নাম দেওয়া হইয়াছে 'উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি'। এই চুক্তির

প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় যে, এই সকল দেশে গণতন্ত্রের নীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ঐতিহ্য ও সভ্যতা রক্ষার জন্ত স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তাহারা সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদ ও মতবিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করিবে। যখনই স্বাক্ষরকারী দেশগুলির কোন একটির আঞ্চলিক অঞ্চল, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা নিরপত্তা বিঘ্নিত হইবে তখনই স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি একত্রে আলোচনা করিবে এবং ইউরোপ বা উত্তর-আমেরিকায় এই সকল রাষ্ট্রের কোন একটি বা কয়েকটি আক্রান্ত হইলে সেই আক্রমণকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসকল নিজেদের দেশের উপর আক্রমণ বলিয়া মনে করিবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকে দ্রুত সামরিক সাহায্য দানের জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। উত্তর-আটলান্টিক অঞ্চলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিবার জন্ত প্রয়োজন হইলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসকল অস্ত্রশক্তি ব্যবহার করিতেও ইতস্ততঃ করিবে না। অনেকের মতে, এই চুক্তি সোবিয়েৎ ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক চুক্তি ভিন্ন অর্থ কিছু নহে।

NATO : উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি-সংস্থা; 'নাটো'।

North Atlantic Treaty Organisation বা 'উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি-সংস্থা'র সংক্ষিপ্ত নাম। উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির যে স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকেই সংক্ষেপে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। 'নাটো'র সদর দপ্তর ওয়াশিংটন নগরীতে অবস্থিত।

November Socialist Revolution : নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

O

Objective : বাস্তবমুখ ; বাস্তবস্তগত ।

যাহার অস্তিত্ব মানুষের চেতনার অপেক্ষা রাখে না ; বস্তুজগৎ ও এমন সকল “ব্যাপার, যাহাদের সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু সেইগুলির অস্তিত্ব আমাদের ধারণা করা না-করার উপর নির্ভর করে না”—Lenin : *Materialism & Empirio-Criticism* ; অত্মকথায়, বস্তুজগৎ হইল মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ সত্তা ।

[Materialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Subjective : আত্মমুখ ; আত্মপক্ষ-সম্বন্ধীয় ; কর্তাসম্বন্ধীয় ।

মানুষের যে ধারণায়, চিন্তায়, জ্ঞানে বাহিরের বস্তুজগৎ প্রতিফলিত হয় সেই ধারণা, চিন্তা ও জ্ঞান সম্বন্ধে ; “আমাদের কার্যের সফলতার যে দিকটা বস্তুর উপলব্ধি-যোগ্য বাস্তব সত্যের সহিত আমাদের ধারণার এক্ষা প্রমাণিত করে সেই দিকটার সম্বন্ধে ।”—F. Engels : *Anti-Duhring*.
দৃষ্টান্ত : অক্সিজেন গ্যাস ও হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত করিলে জল তৈরী হয়—এই ধারণাটা হইল আত্মমুখ (অর্থাৎ আমাদের বা মানুষের ধারণা—Subjective) ; এই ধারণা অনুসারে সত্যই যখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস মিশ্রিত করিয়া জল পাওয়া যায় তখন এই মিশ্রণ ও মিশ্রণের ফল (অর্থাৎ জল) হয় বাস্তব (Objective) ।
অপর দৃষ্টান্ত : বর্তমান সমাজের বাস্তব অবস্থার জ্ঞান যুদ্ধ হয় না, যুদ্ধ হয় “মানুষের সহজাত যুদ্ধপ্রিয় চরিত্রের জ্ঞান”—এই ধারণার মূলে কোন বাস্তব সত্য বা যুক্তি নাই, এই ধারণাটা ধারণাকারীর উদ্ভট কল্পনামাত্র (Subjective) ।

Objective ও Subjective শব্দ দুইটি নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয় : এক ধরনের

মানুষ আছে যাহারা বাস্তব (Objective) দৃষ্টি লইয়া চিন্তা করে, তাহারা তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত খেয়াল ও সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া কোন সমস্তার সকল দিক বিশ্লেষণ করে এবং তাহার পরেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ; আর এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা আত্মমুখীভাবে অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছামত (Subjectively) চিন্তা করে, তাহারা আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব খেয়াল ও সংস্কারের বশবর্তী হইয়া এবং বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কোন সমস্তার উপর সিদ্ধান্ত করিয়া লয় । প্রথমোক্ত মানুষেরা হইল বাস্তবমুখী (Objective), আর শেষোক্ত মানুষেরা হইল আত্মমুখী (Subjective) ।

Objective Factor : বাস্তব কারণ ; বাস্তব উপাদান ; বাস্তব উপকরণ ।

বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন কোন জিনিস বা অবস্থা, যাহাদের সমষ্টির উপর নির্দিষ্ট কাজের দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায় ; যেমন, কোন উৎপাদনের বাস্তব উপাদান বা উপকরণ হইল কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কারখানা-বাড়ি ইত্যাদি ।

Subjective Factor : কর্তৃপক্ষ ; কর্তার বিষয় ; আত্মমুখী উপকরণ ।

কোন কাজের সচেতন কর্তা, যেমন কোন পণ্যের উৎপাদনে মালিক হইল কর্তৃপক্ষ ।

Objective Idealism : বাস্তব ভাববাদ ।

[Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Oligarchy : কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা ।

গ্রীক ভাষার Oligos(=কতিপয়) এবং Archy(=শাসন) শব্দ দুইটি যুক্ত করিয়া Oligarchy শব্দ গঠিত । এই শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় ; প্রাচীনকালে সমাজের উচ্চশ্রেণী-

সমূহের ভোটের দ্বারা এই শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইত, কিন্তু বর্তমানকালে কেবলমাত্র সাময়িক শক্তির দ্বারা এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

Open Door Policy : (বাণিজ্য) মুক্তদ্বার নীতি।

কোন দেশের একচেটিয়া কারবারী সত্ত্ব-সমূহের কতৃৎ বা বিশেষ অধিকার নাকচ করিয়া সকল দেশের সহিত সমান শর্তে বাণিজ্য করিবার নীতি।

Ontology : তত্ত্বদর্শন; তত্ত্ববিজ্ঞা; তত্ত্বশাস্ত্র।

পদার্থ ও সত্তার তত্ত্বসম্পর্কিত আধ্যাত্মিক (Metaphysical) দর্শন।

Opportunism : সুবিধাবাদ।

নীতি বিসর্জন দিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার নীতি। রাজনীতিতে মূলনীতি বিসর্জন দিয়া সাময়িক ঘটনাবলীর সুবিধা গ্রহণের নীতি।

মার্কসীয় মতে, “সুবিধাবাদের অর্থ হইল, সাময়িক ও আংশিক সুবিধা লাভের জন্ত মৌলিক স্বার্থ বলি দেওয়া।”—*Lenin : Speech at the Moscow Party Secretaries' Meeting, 1920.* “সুবিধাবাদ হইল, নগণ্য সংখ্যক শ্রমিকের সাময়িক স্বার্থের জন্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর নিকট বিপুল শ্রমিকসাধারণের মৌলিক স্বার্থ বলি দেওয়া; অথবা অন্য কথায়, বিপুল শ্রমিকসাধারণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-শ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর একটা ক্ষুদ্র অংশের মিলন (বা মৈত্রী)।”—*Lenin : Collapse of the Second International.*

Opposites : দুই বিপরীত শক্তি।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Optimism : আশাবাদ; জাগতিক শ্রেষ্ঠতাবাদ; মঙ্গলবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক মতবাদ নিম্নোক্ত ভাবসমূহ প্রকাশ করে :

১। সকল অবস্থাতেই মনে আশা পোষণ করা;

২। “ঈশ্বর-রচিত এই বিশ্ব-সংসার সর্বোৎকৃষ্ট, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জগৎ নাই।”—দার্শনিক লাইব্‌নিজ্‌।

৩। “বিশ্বে শেষ পর্যন্ত অমঙ্গলের উপর মঙ্গলের, অন্তঃভের উপর শুভের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই”—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।

Organic Composition of Capital : মূলধনের দেহ-গঠন।

মার্কসীয় অর্থনৈতিক বিষয়।

[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Organisation : সংগঠন।

বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত স্বেচ্ছা-মূলকভাবে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর ভিত্তিতে বহু ব্যক্তির মিলনের রূপ।

Ostracism : রাজনৈতিক কারাগার নির্বাসন।

প্রাচীন গ্রীসে নগরীর রীতি অনুসারে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিকে দশ বৎসরের জন্ত নির্বাসনের বিধি।

Over Production : অতি-উৎপাদন; অত্যধিক উৎপাদন। [Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য]

Owenism : রবার্ট ওয়েনের মতবাদ।

ইংলণ্ডের একজন মিল-মালিক ও বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) সমাজবাদী সমবায়ের ভিত্তিতে একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রচার করেন। তাঁহার এই নূতন সমাজবাদী পরিকল্পনা কার্যকরী করা তৎকালীন সামাজিক অবস্থায়, অর্থাৎ শিল্প-সমৃদ্ধির যুগে অসম্ভব ছিল বলিয়া তাঁহার সেই পরিকল্পনাকে ‘কাল্পনিক সমাজবাদ’ (Utopian Socialism) আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি যে এক নূতন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা হৃদয়গ্রাসী প্রভাব বিস্তার করিতে

সক্ষম হইয়াছিল। মাহুয়ের দুঃখকষ্টে বিচলিত হইয়া যে কয়েকজন মানব-দরদী সমাজের অপরিণত অবস্থাতেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাঁহারা ‘কাল্পনিক সমাজবাদী’ আখ্যা পাইয়াছিলেন। রবার্ট ওয়েন ছিলেন এই কাল্পনিক সমাজবাদীদের অগ্রতম ও সর্বাপেক্ষা সক্রিয়।

[Utopian Socialism দ্রষ্টব্য]

রবার্ট ওয়েন-এর ‘কাল্পনিক সমাজবাদ’ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও শ্রমিক-দরদী হিসাবে শ্রমিক-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি চিরস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথম শ্রমিক-শিশুদের জগৎ শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের জগৎ তাঁহার কল্পনামুখায় একটি আদর্শ ‘কমিউনিস্ট-কলোনি’ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ব্যর্থ ও সর্বস্বান্ত হন। ইংলণ্ডে কমিউনিস্ট-সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সর্বপ্রথম

তিনিই সমবায়-সমাজ স্থাপন করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই সর্বপ্রথম সমগ্র ইংলণ্ডের শ্রমিকদের একটি ট্রেড যুনিয়ন গড়িয়া উঠে। ইহা ব্যতীত তাঁহারই পাঁচ বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ফ্যাক্টরী-আইন তৈরী হয়। এই আইনে কারখানায় নারী ও শিশুদের কাজের সময় ১৪ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ১০ ঘণ্টা করা হয়। মানব-চরিত্র সম্পর্কে তিনি প্রচার করেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখান যে, মাহুয়ের চরিত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠিত হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপেই মাহুয় কখন কখনও অপরাধ করে। সুতরাং সেই অপরাধের জগৎ শাস্তি-বিধান অসম্ভব। দুই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারাই মাহুয়ের চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে। এই সকলই একত্রে ‘রবার্ট ওয়েন-এর মতবাদ’ (Owenism) নামে খ্যাত।

P

Pacifism : শান্তিবাদ।

যুদ্ধ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রথম মহা-যুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তী সময়ে শান্তি-বাদের জোয়ার দেখা দিয়াছিল। সেই শান্তিবাদের রূপ ছিল ‘তায়পরায়ণ প্রতিবাদ’। বৃটেন, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে তখন হইতে শান্তি-সমাজ গঠিত হইয়াছিল এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শান্তি-সম্মেলনের সভ্য-সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিলেও এই শান্তি-আন্দোলনের প্রভাব সূদূর প্রসারী হইয়াছিল। ১৯১৪-১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যে আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান

হইয়াছিল তাহাতে এই শান্তি-আন্দোলনের প্রভাব ইউরোপে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ‘লীগ কভেনান্ট’, হেগ শহরে প্রতিষ্ঠিত ‘স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচার-আদালত’, যুদ্ধকে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করিয়া যে ‘কেলগ-চুক্তি’ হয় সেই ‘কেলগ-চুক্তি’ প্রভৃতিতে এই শান্তি-আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘের মারফত শান্তি রক্ষার চেষ্টা। শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শান্তিবাদীরা ইউরোপে ও আমেরিকায় এক শক্তিশালী আন্দোলন আরম্ভ করে এবং তাহাদের উত্তোগে বেলজিয়ামের ক্রসেল্ নগরীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তি-আন্দোলনের মধ্যে বহু দল আছে, তাহাদের মধ্যে 'যুদ্ধে বাধানানকারীদের আন্তর্জাতিক'-এ সংগঠিত শান্তিবাদীরা বিশেষ প্রগতিশীল। এই আন্দোলন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শক্তিশালী। বার্নার্ড শ', রোম'। রোল', মেতারলিক মরিস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এই আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

'শান্তিবাদ' সম্বন্ধে মার্কসীয় সমালোচনা নিম্নরূপ : ত্রায় যুদ্ধ ও অত্রায় যুদ্ধ এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা শান্তিবাদ স্বীকার করে না। শান্তিবাদীদের মতে সকল যুদ্ধই এক এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কেবল একাবদ্ধ গণ-সংগ্রামই যে শান্তিরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারে তাহাও ইহারা স্বীকার করেন।

Paid Labour : 'ক্রীত শ্রম'।

এই কথাটি যে ভুল তাহা কার্ল মার্কস-এর অর্থনীতিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মার্কসীয় মতে, এই 'ক্রীত শ্রম' কথাটি ভুল ও উদ্দেশ্যপূর্ণ, কারণ মূলধনীরা কখনই শ্রম ক্রম করে না, তাহারা ক্রয় করে শ্রমিকের দেহের শ্রমশক্তি। [Labour & Labour Power দ্রষ্টব্য] কিন্তু মূলধনীরা যে উদ্ভূত-শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন উদ্ভূত-মূল্য আত্মসাৎ করে, অর্থাৎ তাহারা শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া এবং সেই শ্রমশক্তিকে কারখানার কাজের মারফত শ্রমে পরিণত করিয়া সেই শ্রম হইতেই যে 'উদ্ভূত-শ্রম' এবং 'উদ্ভূত-মূল্য' লাভ করে—এই তথ্য লুকাইয়া রাখিবার জন্তই তাহারা 'ক্রীত শ্রমশক্তি' কথাটির পরিবর্তে 'ক্রীত শ্রম' কথাটি ব্যবহার করে। মার্কস মূলধনীদেব এই 'প্রতারণা'র স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

যাহা হউক, 'ক্রীত শ্রম' কথাটির অর্থ হইল, মজুরির সমান শ্রম, অর্থাৎ মজুরির সমান মূল্য উৎপাদনকারী শ্রম। 'ক্রীত শ্রম' কথাটি নিতুল হইলে বলিতে হয় যে, মূলধনীরা শ্রমিকদের শোষণ করেন না,

অর্থাৎ তাহারা উদ্ভূত-মূল্য বা মূল্য লাভ করে না।

Pan-Americanism : নিখিল বা অখণ্ড আমেরিকাবাদ।

উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকা মহাদেশের ২১টি সাধারণতন্ত্রের এক্য বা সংহতি সাধনের আন্দোলন। এই আন্দোলনের সংগঠিত রূপ হইল উভয় আমেরিকার ২১টি সাধারণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র লইয়া গঠিত 'নিখিল আমেরিকা-সম্মেলন' (Pan-American Union)। উভয় আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একেবারে মনোভাব বৃদ্ধি এবং ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করাই 'নিখিল আমেরিকা-সম্মেলন'-এর উদ্দেশ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন নগরীতে এই সম্মেলনের কেন্দ্র অবস্থিত। এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য, যানবাহন, লোকচলাচল, লোকবসতি প্রভৃতি বিষয়ে এপর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায় ৪০টি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উভয় আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে 'নিখিল আমেরিকা-রাজপথ' নামে একটি রাস্তা নির্মিত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হাভানা শহরে 'নিখিল আমেরিকা-সম্মেলন'-এর যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের আমেরিকাস্থিত উপনিবেশগুলির উপর হইতে ঐ সকল রাষ্ট্রের দখল ত্যাগ করিবার আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যাহা হউক, দক্ষিণ-আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্র 'নিখিল আমেরিকা-সম্মেলন'-এর বিরোধী। কারণ, উহাদের মতে এই সম্মেলন উভয় আমেরিকার দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার

যন্ত্র ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে এবং ‘নিখিল আমেরিকা-সঙ্ঘ’ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই একটি ছদ্ম আবরণমাত্র।

Pan-Arabic Movement : নিখিল আরবীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

আরবীয় জাতিসমূহ-অধ্যুষিত সকল রাষ্ট্র মিলিত করিয়া একটি রাষ্ট্র (বা যুক্তরাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আরবীয় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তিস্থল সিরিয়ায় এই আন্দোলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় সকল আরবীয় রাষ্ট্রে এই আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত। এই আন্দোলনের মধ্যে ‘নিখিল ইসলামবাদ’-এর (Pan-Islamism) প্রভাব থাকিলেও ইহা ইসলাম ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার মূল ভিত্তি হইল আরবীয় জাতীয়তাবাদ। আরব-রাষ্ট্রসমূহের সংহতি বিধান ‘নিখিল আরব-রাষ্ট্রের’ মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, উত্তর-আফ্রিকার মরোক্কো হইতে পারস্তোপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়িয়া এক বিশাল আরব-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তিশালী আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা এবং নেতৃত্ব লইয়া বিভিন্ন আরব-রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এই আন্দোলন এখনও কৃতকার্যতা লাভ করে নাই।

সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, আরবীয় প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডান, অর্থাৎ এশিয়ার প্রায় সকল আরব-রাষ্ট্র মিলিত করিয়া এক ‘নিখিল আরব-রাষ্ট্র’ বা আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। মিশর এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেও এপর্যন্ত এই দেশ নিজেকে এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত করে নাই। ফরাসী উত্তর-আফ্রিকা এবং মরোক্কোর অধিবাসীরাও এই আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন।

‘নিখিল আরব-যুক্তরাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি এই

অঞ্চলে কায়মী স্বার্থসম্পন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন সফল হইলে এই অঞ্চলের অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদসম্পূর্ণ স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন দেশগুলি ঐ সকল ইউরোপীয় দেশের শোষণ ও রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে এবং ‘নিখিল আরব-যুক্তরাষ্ট্র’ উহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে—এই ভয়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এই আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী এবং বিভিন্ন আরব-রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া উহারা দীর্ঘকাল হইতে এই আন্দোলনে বাধাদান করিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘নিখিল আরব-যুক্তরাষ্ট্র’ আন্দোলনের মুরুব্বী সাজিয়া এই অঞ্চলে জাঁকাইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের অতি মূল্যবান তৈল-সম্পদ নিজের কৃক্ষিগত করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি ‘আরব-লীগ’-এর মারফত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আরবীয় জাতীয়তাবাদ আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র-আন্দোলনকে চাপা দিয়া এই অঞ্চলের মুখ্য আন্দোলন হইয়া উঠিয়াছে এবং মিশর কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের প্রক্ষেপ আরবীয় রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর হইয়াছে।

Panchasheel : পঞ্চশীল।

[Co-Existence শব্দ দ্রষ্টব্য]

Pan-Germanism : নিখিল জার্মানবাদ ; অথবা জার্মানবাদ।

জার্মান ভাষাভাষী সকল মানুষকে মিলিত করিয়া একটি সাম্রাজ্য স্থাপনের আন্দোলন। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর হের ক্লাস নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এই আন্দোলন সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। সেই সময় অষ্ট্রিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত প্রদেশগুলি গ্রাস করাই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন

হিটলারকে প্রভাবিত করিয়াছিল। হিটলার অস্ত্রশক্তির সাহায্যে এবং বুটেন ও ব্রাজের তোষণনীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই ধ্বনিকে সফল করিয়া তুলিতে সক্ষম হন। এই ভাবে হিটলার পূর্বদিকে সমগ্র অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার স্বদেতানল্যাণ্ড, পশ্চিম-ইউরোপের এ্যাল্‌সেস-লোরেণ ও লুক্সেমবুর্গ গ্রাস করিয়া ফেলেন। উগ্র নিখিল জার্মানবাদীরা স্বইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের একটি অংশও দাবি করে।

Pan-Islamism : মুসলমান জগতের একা আন্দোলন ; 'প্যান-ইসলামবাদ'।

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি—(১) প্রথমতঃ, জগতের সকল মুসলমান জন-সাধারণের একা সাধন, (২) দ্বিতীয়তঃ, সকল মুসলমান-রাষ্ট্র মিলিত করিয়া একটি সাম্রাজ্য বা ফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র) গঠন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জগতের মুসলমান জনগণের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি এবং ইসলামী আত্মতা বা 'এল উখ্বং এল ইসলামীয়া' হইল ইসলাম ধর্মের একটি মূল কথা। ইসলাম ধর্মে এক 'খলিফা'র অধীনে সমগ্র মুসলমানের রাজনৈতিক একা স্থাপনের নির্দেশ থাকিলেও বর্তমান বিশ্ব-মুসলিম একা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতকের অষ্টমদশক হইতে। সেই সময়ে তুরস্কের খলিফার নেতৃত্বে সর্ব-প্রথম এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করিলেও তাহা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে একটি 'বিশ্ব-মুসলিম-একা সম্মেলন' আহ্বান করা হইলেও তাহা অস্বস্তিত হয় নাই। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় তৎকালীন খলিফা বিশ্বের সকল মুসলমানের নিকট বুটেন প্রভৃতি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এবং জার্মানীর পক্ষে যোগদানের আহ্বান জানাইলেও তাহাতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নায়ক কামাল আতাতুর্ক

(কামাল পাশা) সুলতান ও খলিফার শাসনের উচ্ছেদ করিয়া তুরস্ককে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলে তখনকার মত মুসলিম জগতের একা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভাটা পড়ে। কারণ, খলিফা-শাসিত তুরস্কই ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্র। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মক্কায় অস্থিত 'নিখিল মুসলিম-কংগ্রেসে' এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হইলেও তখন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। ইহার পর হইতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব লইয়া বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে আন্দোলন বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই আন্দোলনে ধর্মের গভীর প্রভাব থাকিলেও কয়েকটি অর্ধ-ওপনিবেশিক মুসলিম রাষ্ট্রে ইহা জাতীয় চেতনার বিকাশে সাহায্য করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বুটেন এই আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই আন্দোলনের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব সর্বাধিক।

Pan-Psychism : সর্বচেতনাবাদ।

সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি ও প্রতি অণু-পরমাণু চেতনাশীল—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।

Pan-Theism : সর্বেশ্বরত্ববাদ।

সমস্ত কিছুই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সমস্ত কিছু—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।

Parallelism : সমান্তরবাদ।

স্পেনের দার্শনিক বেনেডিক্ট স্পিনোজার (১৬৩২-১৭) দার্শনিক মতবাদ। স্পিনোজার মতে, "জড়বস্তু বা দেহ এবং চেতনা বা মন—এই উভয়ের মধ্য দিয়া একই ভগবৎ সত্তা স্পন্দিত হইতেছে। সুতরাং মানসিক ঘটনারাজি ও শারীরিক (বাস্তব) ঘটনারাজি যেন সমান্তরাল বিভ্রাসে অবস্থিত, পরস্পরের সহিত সহ-যোগিতা করিবার জন্ত মিলিত হইবার কোন প্রয়োজন ইহাদের নাই। কারণ,

বস্তুতে ও চৈতন্ত্বে, অথবা শরীরে ও মনে, এক ঈশ্বরের ভাষেরই স্ফূরণ ঘটিতেছে।” এই দার্শনিক মতবাদকেই সমান্তরবাদ (Parallelism) বলা হয়।

Parliament : কেন্দ্রীয় আইনসভা; ‘পার্লামেন্ট’।

কতকগুলির দেশের কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ‘পার্লামেন্ট’ বলা হয়।

Parliament, The Indian : ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা, ভারতের ‘পার্লামেন্ট’।

ভারতের পার্লামেন্ট দুইটি কক্ষে বিভক্ত—**রাজ্য-পরিষদ** (Council of States) এবং **লোকসভা** (House of the People)। রাজ্য-পরিষদ হইল উচ্চতর কক্ষ, আর লোকসভা নিম্নতর কক্ষ।

রাজ্য-পরিষদ : মোট সভ্যসংখ্যা ২১৬ বা তার কিছু বেশী। পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে ১২ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, বাকি সকলে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া আসেন। সভ্যগণের সকলেই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, কেহই জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত নহেন। রাজ্য-পরিষদে সভাপতিত্ব করেন সহকারী বা উপরাষ্ট্রপতি।

লোকসভা : লোকসভার মোট সভ্যসংখ্যা ৫০০ বা তার কিছু কম। সভ্যগণ সকলেই জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত, কেবল জম্মু ও কাশ্মীর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট) কর্তৃক মনোনীত হন। লোকসভার সভাপতি বা পরিষদ-পাল (Speaker) লোকসভার সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্য-পরিষদ হইতে লোকসভার ক্ষমতা অনেক বেশী। আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার একক কর্তৃত্ব, এই বিষয়ে রাজ্য-পরিষদের কোন কর্তৃত্ব নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

কেবল লোকসভার নিকট দায়ী, রাজ্য-পরিষদের নিকট দায়ী নহে।

Passive Resistance : নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

শারীরিক বল প্রকাশ না করিয়া কোন অত্যাচার আদেশ বা আইন মান্য করিতে অস্বীকার করা।

Patriarchal Society : বয়োজ্যেষ্ঠের শাসনমূলক সমাজ।

পরিবার ও বংশের উপর বয়োজ্যেষ্ঠের শাসনমূলক সমাজ-ব্যবস্থা; সামন্তপ্রথা মূলক সমাজের পূর্ব-স্তর।

Patriotism : স্বদেশভক্তি; স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, স্বদেশের মঙ্গল কামনা, ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর স্বদেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। জনগণের মধ্যে যে সকল গভীরতম সহজাত আবেগ দেখা যায় তার মধ্যে স্বদেশভক্তি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

বর্তমান কালের স্বদেশভক্তি সম্বন্ধে মার্কসীয় ধারণা :—

“দেশকে ভালবাসা এবং দেশের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্ত কাজ করিবার অর্থ এই নহে যে অত্যাচার কোন দেশের শত্রু হইতে হইবে। বরং প্রকৃত দেশভক্তি নিজের দেশকে যেমন ভালবাসে, ঠিক তেমনই অপর দেশকেও সমানভাবেই শ্রদ্ধা করে। দেশভক্তের পক্ষে জাতীয় গর্ব অতুল্য করা খুবই স্বাভাবিক। সে তাহার দেশের ঐতিহ্যের জন্ত গর্ব অনুভব না করিয়া পারে না। সে এই বিষয়ে সচেতন যে, বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে তাহার নিজের দেশেরও যথেষ্ট অবদান আছে।”—Titarenko : *Patriotism and Internationalism*.

বর্তমানকালে বহুদেশের মূলধনীদেব একাংশ বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে নিজ দেশের মৌলিক স্বার্থ পরিত্যক্ত বিসর্জন দিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে বলিয়া “আজ স্বদেশ-ভক্তির ধারণা গণতন্ত্র ও সমাজবাদের

ধারণার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আজ বাহারি নির্ভীকভাবে ও সাহসের সহিত নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বৈধা বূর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ, জন-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়, কেবল তাহারাই তাহাদের দেশের সুসন্তান (স্বদেশভক্ত) বলিয়া দাবি করিবার অধিকারী।”

—Titarenko : পূর্বোক্ত পুস্তিকা।

Peace Movement (World) :
(বিশ্ব) শান্তি-আন্দোলন।

বিশ্বের সকল দেশের স্ত্রী-পুরুষ ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নরনারীর বিশ্বের শান্তি অব্যাহত রাখিবার আন্দোলন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চতুঃশক্তি দ্বারা অধিকৃত জার্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরীকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠে। তখন সোবিয়ৎ ইউনিয়নের উত্তোগে এই বিশ্বশান্তি-আন্দোলন আরম্ভ হয়। আর একটি বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কা দূরীভূত করিয়া বিশ্বের শান্তি অব্যাহত রাখা ও সকল দেশের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করাই এই বিশ্বশান্তি-আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ‘জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান’ও (U. N. O.) একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-শিবিরে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় এবং এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-শিবিরের মধ্যে ‘স্নায়ু-যুদ্ধ’ বা ‘ঠাণ্ডা-লড়াই’ (Cold War) চলিতে থাকায় কেবলমাত্র ‘জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান’-এর পক্ষে বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছে। স্তবরাং বিশ্ব-শান্তি-আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশ্বশান্তি-আন্দোলনের প্রধান কর্মপন্থা হইল যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিয়া সকল জাতির নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির নিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্ত বিশ্বের সকল দেশের শান্তিকামী নরনারীর সমর্থন সংগ্রহ করিয়া বিশ্ব-জনমত সৃষ্টি করা।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে পৃথিবীর সকল দেশের শান্তিকামী জনগণের প্রতিনিধিদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণকে লইয়া ‘বিশ্বশান্তি-পরিষদ’ নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই পরিষদের দুইটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্ত একটি ক্ষুদ্র কমিটি বা ‘ব্যুরো’ গঠিত হয়। ‘বিশ্ব-শান্তি-পরিষদ’ ও ‘ব্যুরো’র সম্পাদক নির্বাচিত হন ফ্রান্সের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিখ জোলিও-কুরি। তখন হইতে তিনিই সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছেন। এই কেন্দ্রীয় সংগঠন ‘বিশ্ব-শান্তি-পরিষদ’ ও ‘ব্যুরো’র উত্তোগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল জাতীয় শাখা যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিজ নিজ দেশের বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সকল নরনারীর সমর্থন সংগ্রহ করে এবং নিজ দেশের শান্তি-আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া বিশ্ব-শান্তি-আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। শান্তি-আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা সকল প্রকার দলীয় রাজনীতি ও মতামতের সহিত সম্পর্কহীন এবং সকল মতের, সকল ধর্মের ও সকল জাতির নরনারী ইহাতে যোগদান করে। বিশ্বশান্তি-সম্মেলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা :—

“আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানে গৃহীত সনদের সহিত সামঞ্জস্যহীন সর্বপ্রকার সামরিক জোটের বিরোধী। আমরা মনে করি, বিপুল সামরিক ব্যয়ের বোঝাই জনসাধারণের দারিদ্র্যের কারণ, এবং ব্যয় হ্রাস করা, ... আণবিক অস্ত্র ও অগ্নিগণ হত্যার অস্ত্র নিষিদ্ধ করা এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সীমাবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।”

—বিশ্বশান্তি-সম্মেলনের ইস্তাহার,
প্যারী, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৯।

“বৃহৎ শক্তিবর্গ বাহাতে ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের মধ্যেই একসঙ্গে আত্মপাতিকভাবে এবং ধাপে ধাপে তাহাদের স্থল-বাহিনী এবং নৌ ও বিমান-বহরের সংখ্যা অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করে তাহার জগ্না বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলন আবেদন জানাইতেছে।”—**ওয়ার্ল্ড-সম্মেলন, ১৬-২২ শে নভেম্বর, ১৯৫০ সাল।**

“দীর্ঘ কাল ধরিয়া পরস্পরবিরোধী প্রস্তাবের ফলে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে যে অচল-অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়া এখন পরস্পরের মত-পার্থক্য অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে। শুভেচ্ছা লইয়া অগ্রসর হইলে আরও যে সকল বাধা এখনও রহিয়াছে তাহা দূর করা কঠিন নহে।”—**হেলসিন্জি-সম্মেলনের আবেদন, ২২-২৯ শে জুন, ১৯৫৫ সাল।**

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে হেলসিন্জি নগরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি-সম্মেলনের প্রস্তাব :

সকল রাষ্ট্র কর্তৃক :

- ১। আগবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার দাবি সমর্থন ;
- ২। আগবিক অস্ত্র প্রথম ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দান ;
- ৩। ১৯৫৫ সালের মধ্যে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য হ্রাস করণ ;
- ৪। আইন রচনা করিয়া যুদ্ধ-প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা ;
- ৫। সামরিক ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করণ ; ইত্যাদি।

Peasant : কৃষক ; চাষী।

যে সকল দেশের কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধের প্রাধান্য বর্তমান, সেই সকল দেশের কৃষিকার্যে রত ছোট ছোট উৎপাদনকারীদেরই ‘কৃষক’ বলা হয়। কৃষকদের বর্তমান অবস্থা ধ্বংসোন্মুখ সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থারই পরিণতি। কৃষকদের জীবন-ধারণ বৈশিষ্ট্য হইল চরম

দারিদ্র্য এবং পশ্চাত্তম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ; তাহার জমিদার-মহাজনের শোষণের জালে আবদ্ধ।

মার্কসীয় মতে, কেবল কৃষি-বিপ্লবের দ্বারাই ইহাদের মুক্তিলাভ সম্ভব।

Landless Peasant (Landed Proletariat) : ভূমিহীন কৃষক (কৃষি-শ্রমিক, বা ক্ষেত-মজুর)।

উপরে বর্ণিত কৃষকদের একটা অংশকে জমিদার, মহাজন প্রভৃতিরা ভূমি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ খাজনা বা ঋণের দায়ে জমিদার-মহাজনগণ সেই সকল কৃষকের জমি কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার ফলে এই ভূমিহীন কৃষকগণ জীবনধারণের জগ্না অপরের জমিতে দিন-মজুরহিসাবে কাজ করে। ভূমিহীন কৃষকদের কোন জমি নাই, অথবা তাহাদের যে জমি আছে তাহা দ্বারা তাহাদের ও তাহাদের পরিবারের জীবনধারণ করা অসম্ভব।

People's Democracy : জন-গণতন্ত্র ; জনগণের গণতন্ত্র। [Democracy ও New Democracy দ্রষ্টব্য]

People's Democratic Dictatorship : জনগণের একনায়কত্ব। [Democracy ও New Democracy দ্রষ্টব্য]

People's Front : জনগণের মহড়া ; জনগণের মিলিত শক্তির মহড়া ; গণফ্রন্ট। [Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

Permanent Revolution : নিরন্তর বিপ্লব ; ক্রমিক বিপ্লব।

[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Pessimism : নৈরাশ্যবাদ ; দুঃখবাদ।

এই জগতের সমস্ত কিছুই ধারাপ, সমস্ত কিছুই পরিণতি ধারাপ ও নৈরাশ্যজনক—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।

Petty Bourgeoisie : পেতি বুর্জোয়া-শ্রেণী (মধ্যবর্তীশ্রেণী)।

[Class শব্দ দ্রষ্টব্য]

Philistine : ফিলিস্তিন বা 'ফিলিস্তাইন'।

মূল অর্থে, প্রাচীন কালের একটি ইহুদী সম্প্রদায়। ইহাদের বাসস্থান ছিল বর্তমান প্যালেস্তাইন অঞ্চলে। ইহাদের নাম হইতেই বর্তমান 'প্যালেস্তাইন' দেশের নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পরে নানা প্রকারের দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল এবং সেই সময় তাহারা সকল প্রকার সমাজ-প্রগতির বিরোধিতা করিত। বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ দুর্নীতিপরায়ণ ও প্রতি-ক্রিয়াশীল লোকদের বুঝাইবার জন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নামটি ব্যবহার করিয়াছেন। জার্মান কবি হাইনে (Heine) সকল প্রকার প্রগতি-বিরোধীদের এই নামে অভিহিত করিতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ম্যাথু আর্নোল্ড ইংলণ্ডের মধ্যশ্রেণীর উচ্চস্তরের লোকদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কৃতি-বিরোধিতাকে 'ফিলিস্তিনবাদ' আখ্যা দিয়াছেন। লেনিন নীতিভ্রষ্ট লোকদের 'ফিলিস্তিন' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। যে সকল লোক সমাজবাদের বুলি কপচায়, অথচ যে শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব সেই শ্রেণী-সংগ্রামকে তাহারা ভীষণ ভয় করে ও এড়াইয়া চলে, তাহাদেরই লেনিন 'ফিলিস্তিন' নামে অভিহিত করিতেন।

Philosophical Idealism : দার্শনিক ভাববাদ। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Philosophy : দর্শন।

এই শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত। ভাষাগত অর্থে ইহা দ্বারা বুঝায় জ্ঞানানুসঙ্গ বা জ্ঞানানুসন্ধান। বিভিন্ন যুগের দার্শনিক-গণ বিভিন্ন প্রকারে এই শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর সফ্রেতিস্ তাঁহার সমসাময়িক প্রোতাগোরাস, প্রোদিরুস্ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক নিজেদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত 'Sophist' (জ্ঞানী ব্যক্তি) কথাটির বিরুদ্ধে এবং গ্রীক পণ্ডিতগণ কর্তৃক উত্থাপিত মূল প্রশ্নগুলি সম্পর্কে স্বীয় মত

জাহির করিবার জন্ত 'Philosophy' (দর্শন) শব্দটি ব্যবহার করিতেন এবং বিনয়বশতঃ নিজেকে 'জ্ঞানীব্যক্তি' (Sophist) না বলিয়া 'দার্শনিক' (Philosopher বা জ্ঞানানুসন্ধানী) বলিয়া পরিচয় দিতেন। মধ্যযুগে এই শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করিয়া উহাকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হইত : (১) প্রাকৃতিক দর্শন, (২) নৈতিক দর্শন, (৩) আধ্যাত্মিক দর্শন। বর্তমান কালে প্রথমটিকে বলা হয় 'পদার্থ-বিজ্ঞান' (Physical Sciences) ও দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'নীতি-বিজ্ঞান' (Ethics)।

টমাস হব্‌স্-এর মতে, যুক্তি দ্বারা কারণ হইতে কার্য এবং কার্য হইতে কারণে পৌছাইবার নামই দর্শন। হামিণ্টনের মতে, দর্শন হইল কার্যকারণসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। সহজ অর্থে, 'যে তত্ত্বালোচনার মারফত সকল বিষয়ের মূল সত্যকে জানা যায় তাহাই দর্শন।'

বর্তমান যুগে নিম্নোক্ত দার্শনিক মত-বাদগুলি সর্বাধিক প্রচলিত : (১) হেগেলের 'পরম ভাববাদ' (Absolute Idealism); (২) জেরিমি বেক্‌হাম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির 'মানবহিতবাদ' বা 'উপযোগিতা-বাদ' (Utilitarianism); (৩) অগাস্ট কোং-এর 'প্রত্যক্ষবাদ' বা 'ঋবদর্শন' (Positivism); (৪) চার্লস ডার্বাইনের 'ক্রমবিকাশমূলক বস্তুবাদ' (Evolutionary Materialism); (৫) কার্ল মার্কস্-এর 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism)। [Philosophy, The Western দ্রষ্টব্য]

Philosophy of Commonsense : সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত দর্শন; সর্বজন-স্বীকৃত দর্শন।

যে দার্শনিক মত অনুসারে মানবজাতির সর্বজন-স্বীকৃত ধারণাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়াই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

Philosophy, The Indian : ভারতীয় দর্শন ।

সমগ্র ভারতীয় বিজ্ঞা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারিখানি বেদকে ভিত্তি করিয়া গঠিত। শঙ্করাচার্যের মতে, ভারতীয় বিজ্ঞা চতুর্দশ প্রকার। এই বেদান্ত্রিত ভারতীয় বিজ্ঞা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(১) বেদাঙ্গ (বেদের সহকারী অংশ), ইহা ছয়টি : শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ; (২) বেদোপাঙ্গ (বেদের সহিত অপ্ৰত্যক্ষ-ভাবে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ ইহা বেদের ব্যাখ্যা-সম্পর্কিত), ইহা চারিটি : মীমাংসা (বেদের অর্থ ও উদ্দেশ্যসম্পর্কে আলোচনা), ত্রায় (জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎসসম্পর্কিত আলোচনা), অষ্টাদশ পুরাণ (শাসনবিধি ও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান) ও স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র—ত্রায় ও অত্মায়ের বিচার-সম্পর্কিত আলোচনা); (৩) উপবেদ (বেদসমূহের পরিপূরক), ইহা চারিটি : আয়ুর্বেদ (ভেষজ-বিজ্ঞান), অর্থবেদ (অর্থ ও শাসনবিধি সম্পর্কিত বিজ্ঞান), ধনুর্বেদ (ধনুর্বিজ্ঞা ও বুদ্ধ-বিজ্ঞান), গন্ধর্ববেদ (সঙ্গীতবিজ্ঞা)। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ এই চতুর্দশ বিজ্ঞার সাধনা দ্বারা যে সত্য দর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন মূলতঃ তাহাই ‘ভারতীয় দর্শন’ নামে খ্যাত।

প্রধানতঃ ভারতীয় ষড়্ দর্শনই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ, যথা : (১) কপিল-প্রবর্তিত ‘সাংখ্য দর্শন’ (সম্যক জ্ঞানের আলোচনা); (২) পতঞ্জলি-প্রবর্তিত ‘পাতঞ্জল-দর্শন’ (ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যোগ, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ সম্পর্কিত আলোচনা); (৩) গোতম-প্রবর্তিত ‘ত্রায়দর্শন’ (জ্ঞানের প্রামাণ্য তত্ত্বের নির্ণয়সম্পর্কিত আলোচনা); (৪) কনাদ-প্রবর্তিত ‘বৈশেষিক দর্শন’ বা ‘কনাদ-দর্শন’ (ধর্মশাস্ত্র—ইহকাল-পরকালে স্মৃতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি সম্পর্কিত আলোচনা); (৫) জৈমিনি-প্রবর্তিত

‘মীমাংসা দর্শন’ বা ‘পূর্ব মীমাংসা’ (বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কিত আলোচনা); (৬) বেদব্যাস-প্রবর্তিত ‘বেদান্ত দর্শন’ বা ‘ব্রহ্মসূত্র’ অথবা ‘উত্তর মীমাংসা’ (পরম ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের উপাসনা-সম্পর্কিত আলোচনা)—ইহা বেদের অন্ত (শেষ) কাণ্ড অবলম্বনে রচিত বলিয়া বেদান্ত দর্শনের সাধারণ নাম ‘বেদান্ত’।

এই ষড়্ দর্শন ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও বহু দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। মাধবাচার্য তাঁহার ‘সর্বদর্শন-সংগ্রহ’ নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে একাদশখানি দর্শনের পরিচয় দান করিয়াছেন। এই একাদশখানি দর্শন হইল :—(১) বৃহস্পতি ও চার্বাক-প্রবর্তিত ‘লোকায়ত দর্শন’ (ইহলোকসর্বস্ব বস্তুবাদী দর্শন); (২) ‘আর্হত’ বা ‘জৈন দর্শন’ (আত্মার মুক্তির জগৎ পূর্ণজ্ঞান সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক আলোচনা); (৩) গোতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত ‘বৌদ্ধ দর্শন’ (বেদ ও বস্তুবাদের মিলনের ভিত্তিতে দুঃখবাদ ও ‘নির্বাণ’ বা হিংসা-দ্বেষ-মোহের উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা); (৪) ‘রামানুজ-দর্শন’ (বিষ্ণু বা কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য দেবতা—এইরূপ একেশ্বরবাদী আলোচনা); (৫) ‘শঙ্কর-দর্শন’; (৬) ‘পূর্ণ প্রজ্ঞা দর্শন’; (৭) ‘শৈব দর্শন’; (৮) ‘নকুলীশ পাণ্ডুপত দর্শন’; (৯) ‘প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন’; (১০) ‘রসেশ্বর দর্শন’; (১১) ‘পাণিনি-দর্শন’। শেখোক্ত দর্শনগুলির মধ্যে ‘রামানুজ-দর্শন’, ‘শঙ্কর-দর্শন’, ‘পূর্ণ প্রজ্ঞা দর্শন’—এইগুলি অধ্যাত্মবাদী এবং বেদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত; আর ‘নকুলীশ পাণ্ডুপত দর্শন’, ‘প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন’ ও ‘রসেশ্বর দর্শন’—এইগুলি শৈব দর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

কাজেই মূলতঃ পূর্বোক্ত ষড়্ দর্শন এবং এই শেখোক্তগুলির মধ্যে ‘শৈব দর্শন’, ‘পাণিনি-দর্শন’, ‘লোকায়ত’ বা ‘চার্বাক-দর্শন’, ‘আর্হত’ বা ‘জৈন দর্শন’ ও ‘বৌদ্ধ দর্শন’—সর্বসমেত এই একাদশ

সংখ্যক দর্শনই-‘ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র’ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

‘সাংখ্য’ প্রভৃতি ষড়্দর্শন ‘বেদমার্গ বিহিত দর্শন’ বা ‘বৈদিক দর্শন’ নামে খ্যাত ; এবং শৈব দর্শনগুলি ও ‘পাণিনি দর্শন’ ব্যতীত অপর তিনটি দর্শন—‘চার্বাক-দর্শন’, ‘জৈন দর্শন’ ও ‘বৌদ্ধ দর্শন’—‘বেদমার্গ দর্শন’ নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। এই সকল ব্যতীত ‘ভারতীয় ভাবদর্শন’ বা ‘মানবত দর্শন’ও (Folk Philosophy) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবের সাধনা, অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়মূলক ‘নাথপন্থ’, যোগ ও সাধনামূলক ‘চর্যাপদ’, চণ্ডীদাস-বিজ্ঞাপতি প্রভৃতি দ্বারা প্রবর্তিত প্রেম-সাধনামূলক ‘সহজিয়াপন্থ’, বহু-প্রচলিত আধ্যাত্মিক সাধনামূলক পদাবলী, দোহা প্রভৃতি, তান্ত্রিক ও কালী-সাধনামূলক সঙ্গীত, ত্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেম-ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রভৃতি এই শেষোক্ত ‘ভাবদর্শন’ বা ‘মানবত দর্শন’-এর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে এই সমগ্র দার্শনিক মতকেই ‘ভারতীয় দর্শন’ বলা হইয়া থাকে।

Philosophy (Materialist), The History of : দর্শনের (বস্তুবাদী) ইতিহাস।

[Materialism, Short History of দ্রষ্টব্য]

Philosophy, The Western : পাশ্চাত্যদর্শন।

“আমাদের দেশে দর্শনশাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় ইংরেজি ও অগ্রাণ্ড ইউরোপীয় ভাষায় তাহার প্রতিশব্দ হইল ‘Philosophy’ (ফিলোজোফি)। ‘ফিলোজোফি’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞানানুসন্ধান ; কথিত আছে যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagoras) এই শব্দটির প্রচলন করেন। পণ্ডিতপ্রবর সক্রেতিস স্বভাবসিদ্ধ বিনয়-বশতঃ আপনাকে ‘জ্ঞানী’ (Sophist) না বলিয়া ‘জ্ঞানানুসন্ধানী’ (অর্থাৎ Philo-

sopher) বলিয়া পরিচয় দিতেন। (পাশ্চাত্য জগতে) পূর্বে ‘ফিলোজোফি’ বলিতে সর্ব বিজ্ঞাই বুঝাইত ; বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিজ্ঞামাত্রই ‘ফিলোজোফি’ নামে অভিহিত হইত। দার্শনিক প্রাতোর (Plato) গ্রন্থেই সর্বপ্রথম উক্ত শব্দের অধুনা-প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতো দার্শনিককে ‘অবিনশ্বর জ্ঞান-বিশিষ্ট’ বা ‘পদার্থসমূহের স্বরূপ নির্ণয়-বিষয়ে জ্ঞানী’ এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রাতোর প্রবর্তিত সংজ্ঞার সহিত আধুনিক সংজ্ঞাসমূহের সামঞ্জস্য থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থে ধর্মের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের জটিল সংমিশ্রণ বিধায় তৎকর্তৃক নির্দেশ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। শিথিল জ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিক আরিস্তটল দর্শনশাস্ত্রের সীমা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট এবং অগ্রাণ্ড শাস্ত্র হইতে ইহার বিবিধ নির্দেশ করেন। সক্রেতিসের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের পরিধি ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব (Cosmology) পর্যবসিত হইয়াছিল ; জগতের উৎপত্তি-তত্ত্ব, পরমাণুবাদ প্রভৃতি বর্তমান জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সক্রেতিস নীতি ও জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের সীমার মধ্যে সন্নিবেশিত করেন। এইভাবে বহির্জগত ও অন্তর্জগতের সামঞ্জস্য বিধানের আংশিক চেষ্টা করা হয়। প্রাতো সক্রেতিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তর্কশাস্ত্র, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

“দার্শনিক আরিস্তটলের সর্বভেদিনী প্রতিভা এই জটিল সংমিশ্রণ হইতে দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করে। আরিস্তটল ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বিষয় এবং তাহার সীমা নির্দেশ করিলে নীতিশাস্ত্র (Ethics), তর্কশাস্ত্র (Logic), বিজ্ঞান (Science) প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। ‘মেটাফিজিক্স’ (Metaphysics)

আরিস্ততল্ কতৃক 'ফার্স্ট ফিলোজোফি' (First Philosophy) বা 'মুখ্য দর্শন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'ফিলোজোফি' শব্দের প্রয়োগ বর্তমান সময়ে আরিস্ততল্-এর মতামতাদায়ী চলিয়া আসিতেছে।—নগেন্দ্র নাথ বসু কতৃক সংকলিত **বিশ্বকোষ**-এর একাদশ ভাগ হইতে উদ্ধৃত।

Physiocracy : ভূমিবাদ।

ফরাসী দেশের অর্থনীতিবিদ ফ্রান্সুয় কোয়েসনে (Francois Quesnay : 1694-1774) কতৃক প্রবর্তিত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সমাজ শাসন করিতে হইবে এবং ভূমি ও ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য জাতীয় সম্পদের একমাত্র উৎস বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, আর কেবলমাত্র ভূমি ও উহার উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর বসান যাইবে।

Piece-wages : ঠিকাহিসাবে মজুরি।
[Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Planned Economy : পরিকল্পিত অর্থনীতি ; পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি।

পরিপল্লিত অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

১। **পরিকল্পিত অর্থনীতি কি :** ইহা এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন করা হয় জন-সাধারণের ব্যবহারের জন্ত, মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে নহে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন পাঁচ বৎসর, তিন বৎসর, দুই বৎসর ইত্যাদি) কোন দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে, উৎপন্ন দ্রব্য কিভাবে এবং কি মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে তাহা উৎপাদন আরম্ভ করিবার পূর্বেই স্থির করা হয়। এইভাবে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থাকে (শিল্প ও কৃষি) এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়িয়া তোলা হয় বলিয়া এই অর্থনীতিকে বলা হয় 'পরিকল্পিত

অর্থনীতি' বা 'পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি'। ইহাকে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি'ও বলা হয়, কারণ এই অর্থনীতি কেবল সমাজ-তান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পনাহীন অর্থনীতির কোন অস্তিত্ব থাকেনা। সমাজতান্ত্রিক সোবিয়ৎ ইউনিয়নই পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তক [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র আর্থিক সংকটের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়-হিসাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির আংশিক প্রয়োগের দিকে ঝুঁকিতেছে বলিয়া ইহা এখন সাধারণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে দেখা দিয়াছে। ইহা বিশ্ব-অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোবিয়ৎ ইউনিয়নের একটি বিশিষ্ট অবদান বলিয়া সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

২। **পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য :**

সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন, পুনর্বিভাগ ও উহাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের সমগ্র ধনসম্পদ একত্র করিয়া শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত (সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্ত) একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-গণের দ্বারা চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হইবার পর ইহা দেশের আইনসভায় উপস্থিত করা হয় এবং তথায় আলোচনার পর গৃহীত হইলে ইহা আইনে পরিণত হয়। পরিকল্পনাটি যথারীতি আইনে পরিণত হয় বলিয়া ইহাতে প্রত্যেকটি শিল্প, প্রত্যেকটি কারখানা, প্রত্যেকটি যৌথ কৃষি-সংস্থার উপর যে দায়িত্ব বহুত্ব করা থাকে তাহা অবশ্য পালনীয়। ইহার পর নির্দিষ্ট তারিখ হইতে এই পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র উৎপাদন-ক্ষেত্রে একযোগে কাজ

আরম্ভ হয়। কতগুলি নতুন কারখানা স্থাপিত হইবে, প্রত্যেকটি শিল্প-শাখায়, এমন কি প্রত্যেকটি কারখানায় প্রতি বৎসর কি ধরনের কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে তাহাও এই পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রতি যোথ কৃষি-সংস্থায়, এমন কি প্রতি একরে কি প্রকারের কি পরিমাণ ফসল উৎপাদন করিতে হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করা থাকে। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ, বিক্রয়-মূল্য, উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয়-স্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা, শ্রমিক-সংখ্যা, কাঁচামালের সরবরাহ, বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারী ও শ্রমিকের মজুরি, শ্রমিকের উৎপাদনের ও উৎপাদন-খরচের মান এবং যন্ত্রের ক্ষয়—এই সকলই নির্দিষ্ট করা থাকে। প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে বলিয়া সমগ্র পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচিত হয় যে, ইহার মধ্য দিয়া দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একই সময়ে সমানভাবে বিকাশ লাভ করিতে এবং বিভিন্ন শাখা পরস্পরকে বিকাশ লাভে সাহায্য করিতে পারে। একই সময় সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধানই পরিকল্পিত অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য।

৩। **পরিকল্পনার সংগঠন :** পরিকল্পিত অর্থনীতির পূর্ণ প্রয়োগ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব। সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের সকল শিল্প-সংস্থা, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত যোথ কৃষি, ব্যবসায়-সংস্থা, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি এবং অগ্রাঙ্ক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সকল সংস্থা বিভিন্ন সরকারী বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই সমাজে প্রত্যেকটি কলকারখানা, খনি, যোথ কৃষি-সংস্থার সহিত

একটি করিয়া পরিকল্পনা-কমিটি থাকে এবং সেই পরিকল্পনা-কমিটি নিজ নিজ কারখানা, খনি বা যোথ কৃষি-সংস্থার জ্ঞান পরিকল্পনা রচনা করে। সেই সকল পরিকল্পনার ভিত্তিতেই প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের পরিকল্পনা-কমিটি নিজ নিজ বিভাগের পরিকল্পনা রচনা করে। সর্বোচ্চ পরিকল্পনা-কমিশন ইহার পর ঐ সকল আংশিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করে এবং উহা কেন্দ্রীয় আইনসভায় যথারীতি পাশ হইবার পর নির্দিষ্ট সময় হইতে সেই পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র দেশব্যাপী কাজ আরম্ভ হয়।

৪। **পরিকল্পনার রচনাপদ্ধতি :** সাধারণতঃ সমগ্র পরিকল্পনা-কালকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ের পরিকল্পনায় ভাগ করা হয় ; যেমন, বাৎসরিক পরিকল্পনা, অর্ধ-বাৎসরিক পরিকল্পনা, ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচিত হয় যাহাতে তিন মাসের পরিকল্পনার ফল পরবর্তী তিন মাসের পরিকল্পনায়, ছয় মাসের পরিকল্পনার ফল পরবর্তী ছয় মাসের পরিকল্পনায়, এবং এক বৎসরের পরিকল্পনার ফল পরবর্তী এক বৎসরের পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতির ফলে পরিকল্পনার কাজ যতই অগ্রসর হইবে সমগ্র পরিকল্পনাটি ততই বিকাশ লাভ করিবে এবং ইহার কার্যকালের মধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন নূতন সম্ভাবনা দেখা দিবে।

৫। **পরিকল্পনা ও জনসাধারণ :** পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া শ্রমিক-সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার উপর। আবার জনসাধারণ ও শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতা নির্ভর করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর :—
(ক) জনসাধারণ ও শ্রমিকদের উপলব্ধি করান প্রয়োজন যে, তাহাদের নিজেদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি সাধনই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

(খ) পরিকল্পনা রচনার কার্যেও শ্রমিকদের পূর্ণ সহযোগিতা অপরিহার্য। শ্রমিকগণই নিজ নিজ কারখানার অবস্থা ও নিজেদের উৎপাদন-ক্ষমতা যাচাই করিয়া নিজ নিজ কারখানার জ্ঞাত পরিকল্পনা রচনা করে। সেই সকল পরিকল্পনার ভিত্তিতেই বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা সমগ্র দেশের জ্ঞাত চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হয়। এই ব্যবস্থা দ্বারা একদিকে যেমন উৎপাদনের মূলশক্তি, অর্থাৎ শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান হয়, তেমনি অপর দিকে শ্রমিকগণও এই পরিকল্পনাকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। (গ) বাহাতে শ্রমিকদের উত্তোষ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় তাহার জ্ঞাত কারখানায় কারখানায় ও শ্রমিকে শ্রমিকে প্রতিযোগিতার নিয়ম প্রবর্তন করা হয় এবং যে কারখানা ও যে শ্রমিক সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিতে পারে তাহাদের বিবিধ সম্মানজনক উপাধি ও পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত শ্রমিকদের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে অধিক উৎপাদনের জ্ঞাত বোনাস্ হিসাবে অতিরিক্ত মজুবি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকগণের কর্মশক্তি পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে ও উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনায় ধাক্কা উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়। এই প্রকার কাজের ভিতর দিয়া শ্রমিকগণের চেতনাও দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

৬। **তদারক ও নিয়ন্ত্রণ :** পরিকল্পনা তৈরি করা সমগ্র কার্যের প্রথম স্তর মাত্র। জনসাধারণের সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিকল্পনার সূচু রচনা ও কার্য-রস্তের পর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তদারক ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার উপর। ইহার জ্ঞাত যে কোটি কোটি মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবে তাহাদের উপযুক্ত সংগঠনের

প্রয়োজন। তাহাদের সংগঠনই কর্মস্থলে বসিয়া সাক্ষাৎভাবে সকল কার্য তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর ও হিসাব-পরীক্ষকদের লইয়া সরকারী তদারক এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও গঠন করা হয়। এই উভয় তদারক ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দ্বারা কার্যের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড যুনিয়নগুলি এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

৭। **পরিকল্পিত অর্থনীতির সুবিধা :** পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত বলিয়া অতি-উৎপাদন (Over-Production) ও আর্থিক সংকটের (Crisis-এর) ভয় থাকে না, এবং সংকটের ভয় থাকে না বলিয়াই নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়। তাহার ফলে জনসাধারণের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকে এবং দেশের শিল্প, কৃষি, যানবাহন, শিক্ষা প্রভৃতি বিকাশ লাভের পূর্ণ সুযোগ পায়। আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি বিকাশ লাভের ফলে দেশের সকল মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয় এবং বেকার-সমস্যা দূর হয়। সকল মানুষের কর্মসংস্থান ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে দেশের আভ্যন্তরিক বাজারের সীমাবদ্ধতা দূরীভূত হয় এবং দেশের মধ্যেই এক বিরাট বাজার সৃষ্টি হয়।

৮। **পরিকল্পিত অর্থনীতির পূর্ণ প্রয়োগ কোথায় সম্ভব :** (ক) যেখানে কল-কারখানা-জমি প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়গুলির উপর হইতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটয়াছে এবং ঐগুলি জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ স্থানে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মূনাফার জ্ঞাত পরিচালিত হয় না, তাহা পরিচালিত হয়

সমাজের সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থে। উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া থাকিলে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্তই উৎপাদন করা হয় বলিয়া তাহার ফলে অতি-উৎপাদন (Over-Production) ও অরাজক অবস্থা দেখা দিতে বাধ্য [Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য]। (খ) যেখানে জনসাধারণের জীবিকার মান নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নত হইতেছে। ইহার ফলে পরিকল্পিত উৎপাদনের বাজার সহজেই, অর্থাৎ দেশের মধ্যেই পাওয়া যায়। পরিকল্পিত অর্থনীতি বৈদেশিক বাজারের উপর নির্ভরশীল হইলে ইহা আন্তর্জাতিক যড়যন্ত্র ও প্রতিযোগিতার ফলে বানচাল হইয়া যাইতে পারে। (গ) যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর হইতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটয়াছে এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনার ভার কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর লুপ্ত রহিয়াছে। ইহার ফলে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটিমাত্র পরিচালনা-কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত ও পরিচালিত করা এবং সকল শিল্প ও শিল্পের সহিত সমান তাতে কৃষিরও সমান বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়। ইহাতে কোন শিল্প-শাখায় অতি-উৎপাদনের ভয় থাকে না। (ঘ) যেখানে সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটয়াছে। শোষণের অবসানের ফলে জনসাধারণের মধ্যে চেতনা, আগ্রহ, উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে; জনসাধারণ সমগ্র দেশকে, শিল্প-ব্যবস্থা ও কলকারখানাকে নিজের বলিয়া মনে করিতে পারে।

২। **ধনতান্ত্রিক সমাজ ও পরিকল্পিত অর্থনীতি :** ধনতান্ত্রিক সমাজ সমাজ-তন্ত্রের বিপরীত হইলেও সেই সমাজেও আংশিক পরিকল্পনা সম্ভব। ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পিত অর্থনীতির পূর্ণ প্রয়োগ অর্থাৎ সামগ্রিক পরিকল্পনা সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, ধনতান্ত্রিক

সমাজে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন নহে। এই সমাজে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুইটি অংশে বিভক্ত : (ক) রাষ্ট্রীয় অংশ (State-Sector) ও (খ) ব্যক্তিগত অংশ (Private-Sector)। রাষ্ট্রীয় অংশ সমগ্র দেশের পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অংশের মালিক হইল ব্যক্তিবিশেষ এবং উহা ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই মালিক-গণের দ্বারা তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালিত হয়। সুতরাং এই ব্যক্তিগত অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন নহে বলিয়া এই অংশকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা আংশিকভাবে সম্ভব হইলেও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নহে। তবে কয়েকটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে চাপ দিয়া এই ব্যক্তিগত অংশকে রাষ্ট্রীয় অংশের পরিকল্পনার সহিত অন্ততঃ আংশিকভাবে যুক্ত হইতে বাধ্য করা যাইতে পারে; সেই উপায়গুলি হইল কাঁচামালের সরবরাহ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা, সরকারী অর্ডার বন্ধ করা বা কমাইয়া দেওয়া, মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্য বৃদ্ধিতে বাধ্য দেওয়া, মূলধন সরবরাহ বন্ধ বা সঙ্কুচিত করা, মুনাফা ও মোট আয়ের উপর উচ্চহারে ট্যাক্স ধাৰ্য করা, প্রভৃতি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত অংশের মালিকগণ রাষ্ট্রীয় অংশের পরিকল্পনাকে অন্ত্রবিধাজনক মনে করিলে ইহাকে নানা উপায়ে বার্থ করিতে পারে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক-সমাজে আংশিক পরিকল্পনা সম্ভব হইলেও তাহা এই বিপদের ঝুঁকি লইয়াই করিতে হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পনা কি কি শর্তে সম্ভব সেই সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওস্কার লান্গের (Oscar Lange) নিম্নোক্ত সূচিস্তিত অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য :
“সাধারণ নীতিহিসাবে বলা চলে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা সকল

করিয়া তুলিতে হইলে যে সকল ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সংস্থা পরিকল্পনার সাফল্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে, সেইগুলির বিলোপ সাধন অথবা সেইগুলিকে ক্ষমতাহীন ও নিরপেক্ষ করিয়া ফেলিতেই হইবে। ইহা করিবার জন্ত কোথায় কি ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যতঃ গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; এমনকি তাহা একই দেশের পরিকল্পনা-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরেও বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। আসল কথা উক্ত ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি প্রকার মনোভাব গ্রহণ করে তাহার উপরই এই সমস্তার প্রকৃত সমাধান নির্ভর করিবে। আবার, এই সংস্থাগুলি কি মনোভাব গ্রহণ করিবে তাহা নির্ভর করিবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার ভার যে সরকারের উপর স্তম্ভ সেই সরকার জনসাধারণের সর্বাধিক অংশের ও তাহাদের সংগঠনগুলির সক্রিয় সমর্থন কি পরিমাণে লাভ করিতে পারিবে তাহার উপর।”

Maurice Dobb : Comment on Planning.

Five-year Plans of U.S.S.R. :
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

সোবিয়ৎ ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল ১৯২৮-১৯৩২; ইহার পর ১৯৩৩-১৯৩৭ ও ১৯৩৮-৪২ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা পূর্ণ হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা চলিবার কালেই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী কর্তৃক সোবিয়ৎ ইউনিয়ন আক্রান্ত হইলে পরিকল্পনার কার্য স্থগিত থাকে। বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৫০ সাল হইতে পুনরায় পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৫০-

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূর্ণ হয়। ১৯৫৫ সাল হইতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলিতেছে।

১৯২৮ সালের পূর্বে সোবিয়ৎ ইউনিয়ন ছিল শিল্পে অতি পশ্চাত্তম দেশ, কোন ভারী বা গুরু শিল্প এখানে ছিল না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভাবনীয় সাফল্যের ফলে সোবিয়ৎ ইউনিয়নে প্রথম মূল শিল্প (ইস্পাত ও যন্ত্র-নির্মাণকারী শিল্প) গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত বিভিন্ন প্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নানাবিধ ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন আরম্ভ হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতির সফল প্রয়োগের ফলে সোবিয়ৎ ইউনিয়নের মত কৃষিপ্রধান ও শিল্পে নিতান্ত অনগ্রসর বিরাট দেশও যেকি রূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে তাহা প্রমাণিত হয় সমগ্র ইউরোপজয়ী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোবিয়ৎ ইউনিয়নের চারি বৎসরব্যাপী একাকী যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের দ্বারা।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পর হইতেই পৃথিবীর সমস্ত শক্তিশালী দেশ সোবিয়ৎ ইউনিয়নের ধ্বংসের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় উহাকে সম্পূর্ণ একাকী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি চালাইতে হয় বলিয়া, বিশেষতঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি সফল করিয়া তুলিবার জন্ত জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সোবিয়ৎ ইউনিয়নের প্রত্যেকটি পরিকল্পনাই মোটামুটিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। কেবল শিল্পই নহে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যেই দেশের সমগ্র কৃষি-ব্যবস্থাকে যৌথ কৃষিতে (Collectivisation) পরিণত করা হয় এবং ট্রাক্টর প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা সমগ্র যৌথ কৃষি-ব্যবস্থাকে যন্ত্রসজ্জিত করা হয়। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষ কৃষি হইতে মুক্ত হওয়ায় তাহাদের নূতন কলকারখানায় জমিক-

হিসাবে নিযুক্ত করিয়া শিল্প গঠন সম্ভব হয়। প্রথম দুইটি পরিকল্পনার পর, ১৯৩৮ সালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯১৩ সালের উৎপাদনের ২ গুণ বেশী; ইহার মধ্যে শস্তের উৎপাদন ১৯১৩ সালের উৎপাদনের শতকরা ১১৮ ভাগ ও গবাদি পশু ১৯১৬ সালের শতকরা ১০৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। “১৯২৮ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৮ গুণ। ১৯৫৫ সালে একদিনে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ, দেড় দিনে যে পরিমাণ কাঁচা লোহা, আট দিনে যে পরিমাণ কয়লা, কুড়ি দিনে যে পরিমাণ তেল, সাত দিনে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এই সকল দ্রব্যের ১৯২০ সালের সমগ্র বৎসরের উৎপাদনের সমান।” —Figures Quoted from *The Soviet Land*, No. 11. 1955.

Five-year Plans of India :

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে সর্বপ্রথম ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনা সামগ্রিক নহে, আংশিক। সমাজতান্ত্রিক দেশের মত ভারতের সমগ্র অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত বা কেন্দ্র-পরিচালিত নহে, অর্থাৎ ইহা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনামূলক নহে। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত : (ক) রাষ্ট্রীয় অংশ (State Sector) ও (খ) ব্যক্তিগত অংশ (Private Sector)। ব্যক্তিগত অংশ রাষ্ট্রের আয়তনামূলক নহে। স্বতরাং ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রধানত : রাষ্ট্রীয় অংশকে ভিত্তি করিয়াই রচিত হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত অংশকেও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হয়। এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হয়

২০০০ কোটি টাকা, বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের পরিকল্পনার ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের স্থানীয় পরিকল্পনাও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারই অংশ। উক্ত ২০০০ কোটি টাকার শতকরা ৬০ ভাগ রাষ্ট্রের ও ৪০ ভাগ ব্যক্তিগত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহা শেষ হইবে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য নিম্নরূপ :—

(ক) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা :

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল খাণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ। এই জন্ত সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষি-উৎপাদনের উপর। পরিকল্পনার জন্ত নির্ধারিত সমগ্র অর্থের শতকরা ৪৬ ভাগ ব্যয়িত হয় কৃষি-উৎপাদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট নদীর বাঁধ, খাল খনন প্রভৃতি সেচ-কার্যের জন্ত। এই পরিকল্পনার কার্যকালে কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির শতকরা ২৫ ভাগে, অর্থাৎ মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ একর নূতন জমিতে সেচ-কার্যের ব্যবস্থা হয়। পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদন শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য নিম্নরূপ : পরিকল্পনা আরম্ভের পূর্ব বৎসর খাদ্য-শস্ত্রের উৎপাদন ছিল ৪২ কোটি ৭০ লক্ষ টন, তুলার উৎপাদন ছিল ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩ শত টন, পাটের উৎপাদন ছিল ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত টন; কিন্তু পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরেই খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়া হয় ৫৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন, তুলার উৎপাদন বাড়িয়া হয় ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টন এবং পাটের উৎপাদন বাড়িয়া হয় ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টন। ইহা ব্যতীত ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতির উৎপাদনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য

যে, কেবলমাত্র তুলার উৎপাদনই পরিকল্পনার লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাণ্ড-শস্ত্র প্রভৃতি কৃষির উৎপাদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও কৃষিকার্ষের আনুষঙ্গিক নদীর বাঁধ প্রভৃতি সুবৃহৎ সেচ-কার্য এবং জমির সার, যন্ত্রপাতি, রেল-ইঞ্জিন, রেল-বগি, প্রভৃতি নির্মাণের জন্য কয়েকটি সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য হইল—যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য ‘হিন্দুস্থান মেশিন-টুল ফ্যাক্টরি’, জমির সার উৎপাদনের জন্য ‘সিঙ্গি ফার্টিলাইজার ওয়ার্ক্‌স্’, রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য ‘চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্‌স্’, রেল-গাড়ির বগি নির্মাণের জন্য ‘পেরাধুর কোচ ফ্যাক্টরি’, এবং ভারতের প্রথম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ‘ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধ’। সিঙ্গির সার-কারখানাটিতে দৈনিক এক হাজার টন সার এবং ‘চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্‌স্’-এ বৎসরে একশতখানি রেল-ইঞ্জিন তৈরী হয়। এই সকল বৃহৎ শিল্প ব্যতীত আরও কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়; যেমন, পেনিসিলিন ও ডি-ডি-টি তৈরীর কারখানা, নিউজপ্রিন্ট-কাগজ তৈরীর কারখানা (ইহাতে বৎসরে ভারতের মোট প্রয়োজনের শতকরা ৪০ ভাগ নিউজপ্রিন্ট-কাগজ তৈরী হয়)। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সেচ-কার্ষের জন্য ‘দামোদর-বাঁধ’ প্রভৃতি কয়েকটি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সুবৃহৎ বাঁধ নির্মাণের কার্যও এই পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যেই আরম্ভ হয়। পরিকল্পনায় শতকরা ১১ ভাগ জাতীয় আয় (National Income) বৃদ্ধির অনুমান করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার শেষে সরকারী হিসাবে ১২.৪ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধির দাবি করা হইয়াছে। কিন্তু এই

হিসাবে পরিকল্পনার কার্যকালের মূল্যবৃদ্ধি ও ট্যাক্স-বৃদ্ধি ধরা হয় নাই। তাহা হিসাবে ধরিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় বৃদ্ধি না পাইয়া বরং যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। [National Income of India ৩৪৮ ব]]

(খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:

১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহা শেষ হইবে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪৮০০ কোটি টাকা। এই মূলধনের শতকরা ৬২ ভাগ রাষ্ট্রের, আর ৩৮ ভাগ ব্যক্তিগত। রাষ্ট্রীয় মূলধন প্রধানতঃ ভারী ও মূল শিল্পের জন্য ব্যয়িত হইবে। বিভিন্ন খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় অংশে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাব নিম্নরূপ :

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী		দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী	
পরিকল্পনা		পরিকল্পনা	
কোটি টাকা		কোটি টাকা	
শিল্প	—১৭৮.১০	৮২১	
যানবাহন ও			
যোগাযোগ—	৫৩৫.২০	১৩৮৪	
সেচ ও			
বিদ্যুৎ	—৬১৬.৮০	৮২৮	
কৃষি	—৩৭৩.৭০	৫৬৫	
সমাজ কল্যাণ-			
মূলক কার্য—	৪৮২.৪০	২৪৬	

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূল ও ভারী শিল্পের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং কেবল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ও খনি শিল্পের জন্যই ৬২০ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় এইরূপ তিনটি বৃহৎ ইম্পাত-

কারখানা নির্মিত হইবে যাহার প্রত্যেকটিতে বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হইবে। এইভাবে পরিকল্পনার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বৎসরে ঐ ইস্পাতের উৎপাদন দাঁড়াইবে ৬০ লক্ষ টন (বর্তমানে বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ১২ লক্ষ টন) এবং বিভিন্ন প্রকার লোহের মোট উৎপাদন দাঁড়াইবে দেড় কোটি টন। ইহা ব্যতীত দুইটি স্ববৃহৎ অ্যালুমিনিয়াম-কারখানাও এই পরিকল্পনার কার্যকালে নির্মিত হইবে। এই পাঁচ বৎসরে মূল শিল্পের উৎপাদন শতকরা ১৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে। এই পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন সম্বন্ধেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং এই পাঁচ বৎসরে বর্তমান উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ-উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগ, স্বাস্থ্য এবং জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্ত ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ধরা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা দ্বারা ৮০ লক্ষ হইতে ১ কোটি নতুন লোকের কর্ম-সংস্থান হইবে এবং মোট জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের জাতীয় আয় ১০,৮০০ কোটি টাকা বাড়িয়া ১৯৬১ সালে হইবে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা। [National Income of India দ্রষ্টব্য]

Platonism : প্রাতোবাদ, প্রাতোর মতবাদ।

গ্রীক দার্শনিক প্রাতোর (Plato : খৃষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) দার্শনিক, নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় (Principles of Ethics) ও সমাজনীতি-সম্বন্ধীয় মত।

প্রাতো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের অন্যতম। তাঁহার রচনা আমরা পাই নাটকীয় কথোপকথনের আকারে। এই কথোপকথনের প্রধান বক্তা তাঁহার গুরু ও দার্শনিক প্রেরণাদাতা সক্রেটিস।

সক্রেটিসের মুখ দিয়া প্রাতো তাঁহার নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথোপকথনের মাত্র পঁয়ত্রিশ খণ্ড বর্তমানকালে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল ‘দি গোর্গিয়াস’ (Gorgias), ‘দি প্রোতাগোরাস’ (Protagoras), ‘দি ফেডো’ (Phaedo), ‘দি সিম্পোসিয়াম’ (Symposium), ‘দি ল’ (Laws) ও ‘দি রিপাবলিক’ (Republic)। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে প্রাতো যে সকল তত্ত্ব রচনা করিয়াছেন তাহা এই শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সকল রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক তত্ত্বই বর্তমান কালের রাজনীতি ও সমাজনীতির ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত, দার্শনিকগণের মধ্যে তিনিই প্রথম নীতিবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় তত্ত্ব (Principles of Ethics) রচনা করেন।

প্রাতোর মতবাদ সংক্ষেপে নিয়রূপ :—

দার্শনিক মত : বিশ্বপ্রকৃতি, মানব ও প্রত্যেকটি বস্তু এক শাস্ত (অবিনশ্বর) ভাব বা নিয়মের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সমাজনীতি সম্বন্ধীয় মত : সমাজ-ব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যেন প্রত্যেকটি মানুষ ত্রায় বিচার পূর্ণ মাত্রায় পায়, তাহাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান পূর্ণ মাত্রায় সম্ভব হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ পূর্ণ মাত্রায় ঘটিতে পারে।

রাজনীতি সম্বন্ধীয় মত : যে গভর্ন-মেন্ট প্রজাদের নৈতিক আদর্শে সমুন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে না, যাহা কিছু পবিত্র, মঙ্গলময় ও সত্য তাহাতে প্রজাদের উত্তরু করিয়া একটি আদর্শ জাতির মর্দাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পায় না, তাহা ‘গভর্নমেন্ট’ নামের অযোগ্য। ইহাই প্রাতো-রচিত ‘রিপাবলিক’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের মূলকথা।

Platonic Love : প্রাতোর প্রেমের আদর্শ ; নিষ্কাম প্রেম ।

প্রাতোর মতে, নিষ্কাম বা ইন্ড্রিয়-লালসাহীন প্রেমই প্রকৃত বা আদর্শ প্রেম ; আত্মার সহিত আত্মার মিলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রেমের পূত আদর্শ ।

Plebeians : জনসাধারণ ।

শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত, ভাষাগত অর্থে ‘জনতা’ বা ‘ইতরজন’ । প্রাচীন রোম নগরীতে অভিজাতশ্রেণীর লোক ব্যতীত অগ্র সকল লোককে এই নামে অভিহিত করা হইত । বর্তমানকালে এই শব্দটি দ্বারা জনসাধারণকে বুঝায় ।

Plebiscite : সর্বসাধারণের মত বা রায় গ্রহণ ।

গ্রীক ভাষা হইতে শব্দটি গৃহীত, ভাষাগত অর্থে, ‘জনসাধারণ কর্তৃক স্থিরীকৃত’ ; প্রচলিত অর্থে, কোন বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে সমাজের জনসাধারণ কর্তৃক মত প্রকাশ বা রায় দান, অর্থাৎ কোন প্রশ্নের পক্ষে বা বিপক্ষে মত দেওয়া । এই ধরনের ভোট-গ্রহণপ্রথা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় প্রথম ফরাসী দেশে প্রবর্তিত হয় ।

[Referendum শব্দ দ্রষ্টব্য]

Plutocracy : ধনিকতন্ত্র ।

‘প্লুটোস্’ (Plutos) ও ‘ক্রাটাইন’ (Kraton) এই দুইটি গ্রীক শব্দ মিলিত করিয়া ‘Plutocracy’ শব্দটি গঠিত । ইহার অর্থ, ধনী-সম্প্রদায়ের শাসন ।

Politbureau : রাজনৈতিক কমিটি ।

শব্দটির পূর্ণরূপ—‘Political Bureau’ ।

ইহা প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির একটি উচ্চ সংগঠন । পার্টির সর্বোচ্চ সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা ইহা গঠিত হয় এবং ইহার ক্রিয়াকলাপের জন্ত ইহা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দায়ী থাকে । কেন্দ্রীয় কমিটির দুইটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে ‘রাজনৈতিক কমিটি’ পার্টিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়া পরিচালিত করে ।

Politics : রাষ্ট্রনীতি ; রাজনীতি ; রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ।

প্রচলিত অর্থে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ, উহাদের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক, নাগরিকদের দায়িত্ব ও অধিকার—এই সকল আলোচনাই হইল রাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু ।

মার্কসীয় অর্থে, রাষ্ট্রনীতি (পলিটিক্‌স্) বলিতে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর রাষ্ট্রনীতি বুঝায় । মার্কসীয় অর্থে, রাষ্ট্রনীতি হইল কোন একটি শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্ত সেই শ্রেণীর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং উহার আনুযায়িক কর্মপন্থা । মার্ক্‌স-এর কথায়, “শ্রেণী-রাষ্ট্রনীতি (বা রাজনীতি) হইল অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ,” অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম । “একটি শ্রেণীর সহিত অপর একটি শ্রেণীর সংগ্রাম হইল রাষ্ট্রনৈতিক (বা রাজনৈতিক) সংগ্রাম ।”

Power Politics : ক্ষমতার রাজনীতি ; ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত রাজনীতি ।

এই কথাটি নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয় : (১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক উহার সমগ্র জাতীয় শক্তির বুদ্ধি ও বিস্তার সাধন ; (২) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রভাবান্বিত ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ ক্ষমতার ব্যবহার ; (৩) আরও সরলভাবে বলিতে গেলে, কোন বৃহৎ শক্তি কর্তৃক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত ত্রায়-অত্রায় বিচার না করিয়া অপর কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা বা প্রয়োগের হুমকি দেওয়া ।

Political Economy (or Economics) : রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (বা অর্থনীতি) ।

প্রচলিত অর্থে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের (Political Science-এর) যে শাখায় কোন জাতির ধনসম্পদ, আয়, পণ্যোৎপাদনের উপকরণ ও পদ্ধতি এবং জাতীয় আয়ের বণ্টন প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধীয় আলোচনা থাকে তাহাকে 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' বা কেবল 'অর্থনীতি' বলা হয়। সাধারণ অর্থে, অর্থনীতির প্রধান বিষয়বস্তু চারটি : (১) উৎপাদন, (২) বণ্টন, (৩) বিনিময়, (৪) উক্ত তিনটি বিষয়সংক্রান্ত সরকারী ক্রিয়াকলাপ। ইংলণ্ডের এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith—1723-1790) ও ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo—1792-1823) আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক বলা হয়।

মার্কসীয় মতে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Political Economy) হইল, "সামাজিক উৎপাদনের ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক ধারাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।" "ঐতিহাসিক বিকাশধারার একটা নির্দিষ্ট স্তরের সামাজিক উৎপাদন-সম্বন্ধগুলির উৎপত্তি, বিকাশ ও উহাদের বিলোপসম্বন্ধীয় আলোচনা।"—V. I. Lenin: *Economic Doctrine of Karl Marx*. "ব্যাপকতম অর্থে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হইল মানব-সমাজের জীবিকানির্বাহের বাস্তব উপকরণ-সমূহের উৎপাদন ও বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।" F. Engels: *Anti-Duhring*.

Classical Economy: বনিয়াদী অর্থনীতি।

ইংলণ্ডের এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহাদের অল্পসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা সর্ব প্রথম অর্থনীতিশাস্ত্রের যে ভিত্তি বা বনিয়াদ গড়িয়া তোলেন তাহাকেই বলা হয় 'বনিয়াদী অর্থনীতি'। তাঁহাদের অল্পসন্ধান ও গবেষণার ফলাফলের উপরই বর্তমান অর্থনীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সততাপূর্ণ অল্পসন্ধান ও গবেষণাই এই 'বনিয়াদী অর্থনীতি'র

বৈশিষ্ট্য। এ্যাডাম স্মিথের পর ডেভিড রিকার্ডোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বনিয়াদী অর্থনীতির যুগের অবসান ঘটিয়াছে।

এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর সময় ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎপাদন-ব্যবস্থা সামন্ত-তাত্ত্বিক সমাজের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে বলিয়া তখনও ইহার সহিত সামন্তপ্রথায কিছু কিছু ধংসাবশেষ জড়িত থাকিয়া ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশ ব্যাহত করিতেছিল। এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রভৃতি এই যুগের অর্থনীতিবিদগণের কাজ ছিল এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি গড়িয়া তোলা যাহা দ্বারা সকল প্রকার সামন্ততাত্ত্বিক বাধা ও দুর্বলতা অপসারিত করিয়া নবজাত ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশের পথ নিষ্কটক করা সম্ভব হয়। এই যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিক মূলধনীশ্রেণীর সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল উক্ত বাধাসমূহ অপসারিত করিয়া বিভিন্ন উৎপাদন-শক্তির (Productive Forces) ব্যাপক বৃদ্ধি এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সাধন করা। স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতি অর্থনীতি-বিদগণ এই সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শন করিয়া ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতির ভিত্তি বা বনিয়াদ স্থাপন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের রচিত 'বনিয়াদী অর্থনীতি'তে দেখান যে, ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সামন্ততাত্ত্বিক সমাজ হইতে বহু গুণ উন্নত এবং সামন্ত-তাত্ত্বিক সমাজের অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের পরিবর্তে ধনতাত্ত্বিক সমাজে ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ও সর্বসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিতেছে; ধনতাত্ত্বিক সমাজে শ্রমই সকল ধন-ঐশ্বর্যের মূল উৎস এবং শ্রমই পণ্যের মূল্য (Value) স্থাপন করে, আর শ্রম হইল (Labour) উৎপাদন-শক্তিসমূহের অগ্রতম; কিন্তু শ্রমিক যে তাহার শ্রমের দ্বারা মূল্য স্থাপন করিতে গিয়া শারীরিক কষ্ট

ও অভাব-অনটনজনিত নানাবিধ ক্রেশ ভোগ করে তাহা সাময়িক মাত্র। এ্যাডাম্‌ স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতি এই যুগের অর্থনীতিবিদগণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কে কয়েকটি অর্থনৈতিক ভাগে (যথা—জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন-এ) ভাগ করিয়াছেন এবং এই ভাগগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের কয়েকটি নিয়ম স্থির করিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাই বনিয়াদী অর্থনীতির বিষয়বস্তু এবং এই বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র অর্থনীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

Bourgeois Economy : বূর্জোয়া-অর্থনীতি।

এই কথাটি মার্কসীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। মার্কসীয় মতে, বূর্জোয়া-অর্থনীতি হইল বূর্জোয়া-অর্থনীতিবিদ (ধনতন্ত্রের সমর্থক অর্থনীতিবিদ) লেখকগণের দ্বারা ধনতন্ত্রের সমর্থনে রচিত অর্থনীতি-বিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র। বূর্জোয়া-অর্থনীতিকে মার্কসীয় মতে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) বনিয়াদী অর্থনীতি (Classical Economy) ও (২) বিকৃত অর্থনীতি (Vulgar Economy)। বনিয়াদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হইল সত্যতাপূর্ণ অমুসন্ধান-প্রচেষ্টা ও গবেষণা। ইংলণ্ডের ডেভিড রিকার্ডোর বৈজ্ঞানিক অমুসন্ধান ও গবেষণার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই যুগ শেষ হইয়া যায়। তাহার পর হইতে আরম্ভ হয় ‘বিকৃত অর্থনীতির’ যুগ। কার্ল মার্কস-এর কথায়, “এই যুগে খাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিবর্তে দেখা দেয়াছিল কর্তব্য-বুদ্ধির বিকৃতি ও ধনতন্ত্রের পক্ষ-সমর্থকগণের অসাধু উদ্দেশ্য” এবং তাঁহারা ধনতান্ত্রিক শোষণের চেহারাটাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য উহাকে নানারূপ মনোহর মিথ্যা সাজসজ্জায় ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া উহাকে বাঁচাইয়া রাখাই ছিল

“বিকৃত বূর্জোয়া-অর্থনীতির” মূল উদ্দেশ্য, ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Political Economy) হইতে **অর্থনীতি (Economics)** :

Economics শব্দটি দ্বারা মূল অর্থে ‘সাংসারিক ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান’ বুঝায়। পরে এই শব্দটির পরিবর্তে **Political Economy** (রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি) কথাটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন ইহা দ্বারা ধনদৌলতের উৎপাদন, বন্টন ও ব্যবহার বুঝাইত। ‘রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি’ সম্বন্ধীয় আলোচনা সর্বপ্রথম সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে আরম্ভ হয় এবং ইহার পর এই আলোচনা ইংলণ্ডেও আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ এ্যাডাম্‌ স্মিথকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *Wealth of Nations* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ আধুনিক অর্থনীতির আদি গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয়। ইহার পর ইংলণ্ডের জন স্টুয়ার্ট মিল, ডেভিড রিকার্ডো এবং ফরাসী ও জার্মানীর বিভিন্ন অর্থনীতি-বিদগণের রচনা প্রকাশিত হয়।

এই আদি অর্থনীতিবিদগণ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে অগ্র সকল প্রকার সামাজিক ও নৈতিক বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রত্যেক সাংসারিক মানুষকে কেবল তাহার আর্থিক অভাব ও সেই আর্থিক অভাব পূরণের চেষ্টা দ্বারা বিচার করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থনীতিবিদগণ মানুষের আর্থিক অভাব ও তাহা পূরণের চেষ্টার সহিত শিক্ষা, গৃহ-সমস্যা, আরাম, বিশ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলিও যুক্ত করেন। তখন হইতে ক্রমশঃ ‘রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি’ (Political Economy) হইতে ‘রাষ্ট্রীয়’ (Political) কথাটি বাদ দেওয়া হয় এবং কেবল ‘অর্থনীতি’ (Economics) কথাটির

ব্যবহার আরম্ভ হয়। এইভাবে ‘রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি’ ‘অর্থনীতি’তে পরিণত হয় এবং ইহার ক্ষেত্র কেবল জমি-মূলধন-শ্রম ও খাজনা-স্বদ-মজুরির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র সমাজ-জীবনে প্রসারিত হয়।

Political Liberty : রাষ্ট্রীয় অধিকার ; নাগরিক অধিকার।

রাষ্ট্রীয় অধিকারের অর্থ হইল, জনগণের যে বিষয়সমূহ রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত সেই বিষয়সমূহের নিষ্পত্তির জ্ঞতা জনসাধারণের স্বাধীনতা। “রাষ্ট্রীয় অধিকারের অর্থ হইল, সরকারের অতুমতি না লইয়া জনসাধারণের নিজেদের কর্মকর্তা নির্বাচন করিবার, যে-কোন সভা আহ্বান করিয়া রাষ্ট্রের সকল ব্যাপার আলোচনা করিবার এবং যে-কোন ধরনের সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিবার অধিকার।”

Political Strike : রাজনৈতিক ধর্মঘট ; রাজনৈতিক হরতাল।

কোন রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জ্ঞতা প্রতিপালিত ধর্মঘট।

Political General Strike : রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট।

কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জ্ঞতা দেশব্যাপী জনসাধারণের অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীর সকল বা প্রায় সকল জনগণের ধর্মঘট। ইহাকে রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্ব-প্রস্তুতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

Popular Front : জনগণের মহড়া ; গণ-ফ্রন্ট। [Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

Positivism : প্রত্যক্ষবাদ ; ধ্রুবদর্শন।

দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ (August Comte)-প্রবর্তিত দর্শনবিশেষ। এই দর্শনে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ বিষয়সমূহ স্বীকৃত এবং সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে ; কোঁৎ-এর উক্তি—“প্রেম আমাদের মূলতত্ত্ব, শৃঙ্খলা আমাদের ভিত্তি এবং উন্নতি আমাদের

লক্ষ্য”। তাঁহার মতে, বিশ্বমানবই একমাত্র উপাস্ত দেবতা।

Power-Politics : ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত রাজনীতি। [Politics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Practical Idealism : নৈতিক আদর্শবাদ ; বাস্তব বা ব্যবহারিক আদর্শবাদ।

[Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Practical Reason : কৃত্যবুদ্ধি ; ব্যবহারিক বুদ্ধি।

যে বুদ্ধির সাহায্যে ইচ্ছামূলক কার্যসমূহের হেতু বা বিশ্বজনীন সূত্র নির্ণয় করা যায়।

[Reason শব্দ দ্রষ্টব্য]

Pragmatism : প্রয়োগবাদ।

একটি দার্শনিক মত ; প্রয়োগের ফলদ্বারা সকলকিছু বিচারের মতবাদ। এই দার্শনিক মতাবলম্বীরা আধ্যাত্মিক মতবাদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং যে সমস্ত সত্য স্পষ্টভাবে বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্কযুক্ত, কেবল সেই সকল সত্যই স্বীকার করেন। এই মতে, নানারূপ অবস্থার সংঘাতে কোন ভাব (Idea) বা ধারণার সহিত কোন বাস্তব সত্য মিলিয়া যায় ; এবং ভাবসমূহ কেবল তখনই সত্য যখন উহারা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ, প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপাদিত হয়। এই দার্শনিক মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়াছিল।

Preference Shares : সর্বপ্রাধান্য অংশ। [Shares শব্দ দ্রষ্টব্য]

Preferential Tariff : বিশেষ সুবিধা ভোগী শুল্ক। [Tariff শব্দ দ্রষ্টব্য]

Press, Liberty of : মুদ্রণ-স্বাধীনতা ; পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা বা অধিকার।

মানহানিকর, রাজক্রোধমূলক বা অশ্লীল না হইলে যে-কোন পুস্তক-পুস্তিকা অথবা রচনা প্রকাশের স্বাধীনতা বা অধিকার। যে সকল দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রচলিত, সেই সকল দেশের নাগরিকগণ এই অধিকার

ভোগ করে। মানহানিকর, রাজদ্রোহমূলক অথবা অঙ্গীল সাহিত্য প্রকাশ আইনভঃ দণ্ডনীয়।

Preventive Tariff (or Protective Tariff) : রক্ষা-শুল্ক।

[Tariff শব্দ দ্রষ্টব্য]

Price : দাম, দর।

পণ্যের মূল্য যখন মুদ্রায় প্রকাশিত বা পরিণত হয় তখনই উহাকে বলা হয় ‘দাম’ বা ‘দর’।

মার্কসীয় ভাষায়, ‘দাম’ বা ‘দর’ হইল পণ্যের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের (Socially Necessary Labour-এর) মুদ্রারূপ।

মার্কসীয় অর্থনীতিতে পণ্যের দাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা নিম্নরূপ :

বাজারের অস্থির অবস্থার জন্ত, অর্থাৎ বাজারের অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্ত পণ্যের দাম সকল সময় পণ্যের মূল্যের (পণ্যের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের) সমান হয় না, কিন্তু পণ্যের মূল্যকে কেন্দ্র করিয়াই সকল সময় পণ্যের ‘দাম’ উঠানামা করে। যখন বাজারে পণ্যের সরবরাহ পণ্যের চাহিদার সমান হয়, কেবল তখনই পণ্যের দাম পণ্যের মূল্যের সমান হয়, অতঃ কোন অবস্থাতেই পণ্যের দাম ও পণ্যের মূল্য সমান হয় না। অবশ্য “মূল্য-বিজ্ঞান (Science of Value) ইহাই ধরিয়া লইবে যে, (বাজারে) সরবরাহ ও চাহিদা সমান সমান হয়, একথা মূল্য-বিজ্ঞানকে ধরিয়া লইতেই হইবে; কিন্তু মূল্য-বিজ্ঞান একথা জোর দিয়া বলে না যে, মূলধনী সমাজে সরবরাহ ও চাহিদার সমতা সকল সময়ই রক্ষা করিতে হইবে, অথবা রক্ষা করা সম্ভব।”—Karl Marx : *Capital*, Vol. I.

উপরোক্ত কথাটির দ্বারা পণ্যের মূল্যের এই নিয়মটির কোন পরিবর্তন হয় না যে,

মূলধনী সমাজে “পণ্যের মূল্য অমুযায়ী পণ্য বিক্রয় হয় না, পণ্য বিক্রয় হয় পণ্যের উৎপাদনের দাম বা খরচ অমুযায়ী। ... আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, পণ্যের উৎপাদনের দাম হইল পণ্যের মূল্যেরই (Value of a Commodity) একটি ভিন্ন রূপ।”—Leontiev :

Political Economy. অতঃ কথায়, “একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সকল পণ্যের মোট মূল্য সকল পণ্যের মোট দামের সমান হয়; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে ও ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন-বিভাগে প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যের মূল্য অমুসারে উহা বিক্রয় হয় না, পণ্য বিক্রয় হয় উহার উৎপাদনের দাম বা খরচ অমুসারে, আর পণ্যের খরচ হইল ব্যয়িত মূলধন ও গড়পড়তা মূল্যফার যোগফলের সমান।”—V. I. Lenin : *Economic Doctrine of Karl Marx*. এই উৎপাদন-খরচ বা উৎপাদনের দামকে কেন্দ্র করিয়াই পণ্যের দাম উঠানামা করে।

কিভাবে পণ্যের দাম “পণ্যের উৎপাদন ও পণ্য-বিনিময়ের অঙ্গ নিয়ন্ত্রণকারী”রূপে কাজ করে? মূলধনী সমাজে পণ্যোৎপাদন চলে অরাজক অবস্থায় (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণহীন-ভাবে), সামাজিক শ্রম-বিভাগও সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন। “প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্যোৎপাদনকারী তাহার নিজের ঝুঁকিতেই কাজ করে। পণ্যের উৎপাদন শেষ হইলে পর সে যখন তাহার পণ্য বাজারে লইয়া যায়, কেবল তখনই সে বুঝিতে পারে বাজারে তাহার পণ্যের চাহিদা আছে কি নাই।”—A. Leontiev : *Political Economy*. উৎপাদনকারী বাজারে তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া যে দাম পায় সেই দাম হইতেই সে স্থির করে, সে তাহার পণ্যের উৎপাদন বাড়াইবে কিনা, অথবা উহা কমাইবে কিনা, কিংবা পূর্বের পণ্যের বদলে অতঃ কোন নূতন পণ্যের উৎপাদন আরম্ভ করিবে কিনা। কিন্তু দামের দ্বারা

এই প্রকারে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ তখনও অল্প এবং আদিম অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, এবং উৎপাদনে অরাজক অবস্থাই চলিতে থাকে।

ধনতন্ত্রের বিকাশের শেষ স্তরে, অর্থাৎ একচেটিয়া ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পণ্যের একচেটিয়া দাম (Monopoly Price) আদায় করিবার জন্য এক ধরনের পরিকল্পনা দেখা যায়। বিশেষ করিয়া দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের আর্থিক সংকটের চাপে একচেটিয়া ধনতন্ত্র রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের (State Monopoly Capitalism-এর) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু “শিল্পোৎপাদনে পরিকল্পনা (Planning) প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকদের দাস-অবস্থা কিছুমাত্র হ্রাস পায় না, ইহার ফলে কেবল মূলধনীরাই আরও পরিকল্পিত ভাবে একচেটিয়া দামের মারফত একচেটিয়া মুনাফা (Monopoly Profit) আদায় করিতে পারে।” —V. I. Lenin : *Imperialism—the Highest Stage of Capitalism*.

Primitive Communism : আদিম কমিউনিজম্ ; আদিম সাম্যবাদ (চলিত কথায়)। [Communism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Private Property : ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

কোন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি ; যে সম্পত্তির ব্যবহার বা ভোগের অধিকার ব্যক্তিগত তাহাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি একটা সামাজিক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থাটা উহার উৎপত্তির সময় হইতে সমাজের দ্বারা (অর্থাৎ বিভিন্ন সম্পত্তি-প্রথাযুক্ত সমাজের দ্বারা) স্বীকৃত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অধিকারের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের উৎপন্ন ফল ভোগ করিতে পারে। মার্ক্সীয় মতে, এই অধিকার পরে এমন একটা ‘অধিকার’-এ পরিণত হইয়াছে যাহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ (যেমন মূলধনী) অপরের (অর্থাৎ শ্রমিকের) শ্রম

দ্বারা উৎপন্ন ফল (উৎসৃত মূল্য—Surplus-Value) আত্মসাৎ করিতে পারে।

Product : উৎপন্ন দ্রব্য ; জিনিস ; দ্রব্য।

যে দ্রব্য উৎপাদনকারীর আশু ব্যবহারের জন্যই উৎপন্ন হয়, কিন্তু টাকা বা অন্য কোন দ্রব্যের সহিত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, তাহাকেই ‘উৎপন্ন দ্রব্য’, ‘জিনিস’, ‘দ্রব্য’, বা ‘প্রোডাক্ট’ বলা হয়।

‘উৎপন্ন দ্রব্য’ (Product) ও পণ্য (Commodity)—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মার্ক্সীয় মতে, “কোন দ্রব্য যখন উৎপাদনকারীর আশু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় তখন উহাকে সাধারণভাবে ‘দ্রব্য’ (Product) বলা হয়। কিন্তু কোন দ্রব্য যখন টাকা বা অন্য কোন উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিবার উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন হয়, তখন সেই উৎপন্ন দ্রব্যকেই বলা হয় ‘পণ্য’। [Commodity শব্দ দ্রষ্টব্য]

কার্ল মার্ক্স-এর কথায়, “কোন উৎপন্ন দ্রব্য যখন পণ্যের রূপ গ্রহণ করে, তখন সেই উৎপন্ন দ্রব্যটি কয়েকটি ঐতিহাসিক অবস্থার সহিত জড়িত হয়। উহা যখন পণ্যের রূপ গ্রহণ করে তখন উহা কখনই উৎপাদনকারীর আশু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না। এখন, আমরা যদি এই প্রশ্ন করি : কি ভাবে এবং কি অবস্থায় সকল অথবা বেশীর ভাগ উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যের রূপ গ্রহণ করে?—তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই পরিবর্তন ঘটে কেবলমাত্র একটা বিশেষ উৎপাদন-ব্যবস্থায়, আর সেই উৎপাদন-ব্যবস্থা হইল **ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা**। কিন্তু পণ্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নূতন। পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন (প্রচলন) সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনকারীদের নিজেদের আশু ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন হয় তাহা কখনই পণ্যের রূপ গ্রহণ করে

না; আর এই ভাবে সামাজিক উৎপাদন-ধারা উহার ব্যাপকতা কিংবা গভীরতা কোন দিক হইতেই তখন পর্যন্ত বিনিময়-মূল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না,.....অথবা, মূত্রার ব্যাখ্যায় আমরা দেখি যে, মূত্রার অস্তিত্ব দ্বারা পণ্য-বস্তু (প্রচলন)-ব্যবস্থার বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরের অস্তিত্বই সূচীত হয়। [General Form of Value এবং Money দ্রষ্টব্য] মূত্রার বিভিন্ন অঙ্কুরিত রূপগুলির (Forms of Value)—যেমন সহজ তুল্যবস্তুর (Equivalent) রূপ, বিনিময়ের মাধ্যম, লেন-দেনের মাধ্যম, পুঁজি (Hoard), সার্বজনীন মূত্রা—এই রূপগুলির যেটাই সমাজে প্রচলিত থাকুক না কেন, সেইটাই সামাজিক উৎপাদন-ধারার এক একটা পৃথক স্তর (অর্থাৎ সমাজ-বিকাশের স্তর) নির্দেশ করে। তাহা হইলে অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা যায় যে, পণ্য-প্রচলনের অপেক্ষাকৃত অপরিশ্রুত অবস্থাই মূত্রার এই বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মূলধনের ক্ষেত্রে অবস্থাটা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলধনের অস্তিত্বের (বা উহা গড়িয়া উঠার) পক্ষে যে ঐতিহাসিক অবস্থাগুলি থাকা প্রয়োজন সেই ঐতিহাসিক অবস্থাগুলি কোনক্রমেই কেবলমাত্র মূত্রা ও পণ্য-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় না। যখন উৎপাদন ও জীবিকার উপকরণসমূহের মালিকগণ বাজারে শ্রম-শক্তি বিক্রয়েচ্ছু স্বাধীন শ্রমিকদের দেখিতে পায়, কেবল তখনই মূলধনের সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয় বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্য দিয়া। এই ভাবে সৃষ্ট মূলধন অবিলম্বে সামাজিক উৎপাদন-ধারার একটা বিশেষ যুগের জন্ম ঘোষণা করে।” Karl Marx : *Capital, Vol. I*. পণ্যোৎপাদন সেই সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা, অর্থাৎ ধন-তান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থাই অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Production : উৎপাদন; পণ্যোৎপাদন।

শিল্পের মারফত (কল-কারখানার মারফত) সামাজিক শ্রমের দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর প্রাকৃতিক রূপকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য রূপে পরিণত করা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুকে মানুষের ব্যবহার-যোগ্য বস্তুতে পরিণত করা; ব্যবহারিক মূল্য (Use-Value) তৈরি করা; মানুষের জীবনধারণ ও সামাজিক বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্র-পাতির মারফত প্রকৃতির উপর সামাজিক শ্রমের ব্যবহার ও তাহা দ্বারা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত বস্তুর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে, জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—এই চারটি বিষয়ের একত্র সমাবেশের ফলে উৎপাদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

মার্ক্সীয় অর্থে, “শ্রম (উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত শ্রম—মানুষের পরিশ্রম) হইল একটি প্রকৃতি-নির্দিষ্ট প্রয়োজন।” মার্ক্সীয় মতে, উৎপাদনের অর্থ ও তাৎপর্য অতি ব্যাপক ও গভীর। “উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মানুষ কেবল প্রকৃতির উপরেই কাজ করে না, মানুষ পরম্পরের উপরেও কাজ করে।..... তাহারা পরম্পরের সহিত কতকগুলি নির্দিষ্ট যোগাযোগ ও সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কেবল এই সকল নির্দিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের গণ্ডির মধ্যেই প্রকৃতির উপর তাহাদের কাজ বা উৎপাদন-ক্রিয়া চলে।”—Karl Marx : *Preface to the Critique of Political Economy*. [Materialist Conception of History দ্রষ্টব্য]

Mode of Production : উৎপাদন-পদ্ধতি।

মার্ক্সীয় অর্থে, যে-কোন সমাজে বিভিন্ন উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে বস্তুগত মূল্যের (Material Value) উৎপাদন; যেমন, ধনতান্ত্রিক

উৎপাদন-পদ্ধতি। এই উৎপাদন-পদ্ধতিই প্রত্যেকটি সমাজের স্থিতি ও বিকাশের মূল ভিত্তি, এবং এই উৎপাদন-পদ্ধতি অল্পসারেই সমাজের আইনকাঠন, ধর্ম, আদর্শ প্রভৃতি বহির্গঠন (Super Structure) গড়িয়া উঠে।

Instruments of Production : উৎপাদন-যন্ত্র।

মানুষ যে সকল জিনিসের সাহায্যে শ্রমের বিভিন্ন উপকরণের উপর তাহার শিল্প-ক্রিয়া চালায়—যেমন পাথর, হাতুড়ি, যন্ত্রপাতি।

Production Forces : উৎপাদন-শক্তি।

উৎপাদনের যন্ত্র ও সেই যন্ত্রের ব্যবহারকারী মানুষ অর্থাৎ শ্রমিক। ইহাদের কিছুটা উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও শ্রমের নিপুণতা আছে। শ্রমিকশ্রেণীই সর্বাপেক্ষা বড় উৎপাদন-শক্তি।—*Leontiev : Political Economy.*

Relations of Production : উৎপাদন-সম্পর্ক।

উৎপাদনের মধ্যে বিভিন্ন মানুষের পরস্পরের সহিত, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের সহিত গড়িয়া-উঠা নির্দিষ্ট সম্পর্ক। মার্ক্সীয় মতে, এই সম্পর্ক সম্পত্তির সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়; বস্তুগত মূল্যের জ্ঞান, অর্থাৎ পণ্যোৎপাদনের জ্ঞান, মানুষ পরস্পরের সহিত যে সম্পর্ক স্থাপন করে “সেই সম্পর্কসমূহ শোষণ-মুক্ত মানুষের পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্কও হইতে পারে, আবার সেই সম্পর্কসমূহ একের উপর অত্রের প্রভুত্ব ও একের দ্বারা অত্রের অধীনতার সম্পর্কও হইতে পারে, অথবা শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্কসমূহ উৎপাদন-সম্পর্কের একটা রূপ হইতে আর একটা রূপে পরিবর্তনশীল সম্পর্কও হইতে পারে।” ...“ইতিহাসে পাঁচ প্রকার উৎপাদন-সম্পর্কের কথা জানা

যায়; যথা, (১) আদিম গোষ্ঠী প্রথামূলক, (২) দাস প্রথামূলক, (৩) সামন্ত প্রথামূলক, (৪) ধনতান্ত্রিক প্রথামূলক, (৫) সমাজ-তান্ত্রিক প্রথামূলক উৎপাদন-সম্পর্ক।”

—*History of the C.P.S.U. (B.)*

Means of Production : উৎপাদনের উপকরণ।

যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়; যেমন, জমি, বন, জলশ্রোত (নদী, জলপ্রপাত) প্রভৃতি, খনিজ সম্পদ, কাঁচামাল, উৎপাদন-যন্ত্র, উৎপাদন-গৃহ (কারখানা বাড়ি), যোগাযোগ ও যানবাহনের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

Reproduction : পুনঃউৎপাদন।

অর্থনীতিতে, ব্যবহার্য সামগ্রী ও উৎপাদনের উপকরণ—এই উভয়ের উৎপাদনের পুনরাবৃত্তি ও পুনর্ব্যবস্থা।

Productive Forces : উৎপাদন-শক্তি।

[Production Forces দ্রষ্টব্য]

Profane History : সাংসারিক ব্যাপারের ইতিহাস। [History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Profit : মুনাফা; লাভ।

প্রচলিত অর্থে, কোন ব্যবসায়ের মোট আয় হইতে খাজনা, বেতন ও মজুরি এবং হ্রদ প্রভৃতি নির্দিষ্ট খরচ মিটাইয়া ব্যবসায়ের মালিকের হাতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল ‘মুনাফা’ বা ‘লাভ’। অল্প কথায়, ‘মুনাফা’ হইল—ব্যবসায় পরিচালনার পুরস্কার, ব্যবসায়ে ঝুঁকি লইবার পুরস্কার ইত্যাদি।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে মুনাফা ও ইহার উৎস সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। মুনাফা সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা :

উৎস-মূল্য (Surplus-Value) যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় তাহার একটি ভাগ, অর্থাৎ শিল্পপতির বা ব্যবসায়ের মালিকের ভাগকে বলা হয় ‘মুনাফা’; অপর

দুই ভাগ হইল জমিদারের ভাগ (খাজনা) এবং ঋণদাতা বা ব্যাঙ্কের ভাগ (সুদ)। যে ক্ষেত্রে শিল্পপতির নিজেরই টাকা ও কারখানা তৈরির জমি থাকে, অর্থাৎ শিল্পপতিকে ব্যাঙ্ক বা অপর কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার এবং অশ্রমের নিকট হইতে জমি ভাড়া করিতে হয় না, সে ক্ষেত্রে শিল্পপতি একাই মুনাফা, খাজনা ও সুদ আত্মসাৎ করে। কিন্তু এই অবস্থাটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমই দেখা যায়।

উৎপাদনের পর উদ্ভূত-মূল্য হিসাব করা হয় মজুরির (মূলধনের পরিবর্তনশীল অংশের) পরিমাণের অল্পপাতে, আর মুনাফা হিসাব করা হয় লগ্নিকর সমগ্র মূলধনের অল্পপাতে। এই হিসাবের পার্থক্যের জন্য উদ্ভূত-মূল্য ও মুনাফার পরিমাণের মধ্যে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত :—যদি ১০০ টাকার মজুরি (শ্রম-শক্তির মূল্য বা পরিবর্তনশীল মূলধন) [Labour, Labour-power এবং Wages দ্রষ্টব্য] ২০০ টাকার উদ্ভূত-মূল্য তৈরি করে, তাহা হইলে উদ্ভূত-মূল্যের পরিমাণ হয় শতকরা ২০০ ভাগ। যদি একই পরিমাণ (অর্থাৎ ২০০ টাকার) উদ্ভূত-মূল্যকে সমগ্র লগ্নিকর মূলধনের অল্পপাতে হিসাব করা হয় তাহা হইলে, সমগ্র মূলধনের পরিমাণ ৪০০০ টাকা ধরিয়া লইলে মুনাফার পরিমাণ হইবে শতকরা ৫ ভাগ মাত্র।

এই ভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজে উদ্ভূত-মূল্যই মুনাফার উৎস। কিন্তু শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত মূলধনের (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল মূলধনের বা মজুরির) অল্পপাতে মুনাফার হিসাব করা হয় না, মুনাফার হিসাব করা হয় সমগ্র মূলধনের অল্পপাতে। এই ধরনের হিসাবে মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যায়। হিসাবের এই কূটকৌশলের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক শোষণের আসল রূপটাকে লুকাইয়া রাখা সম্ভব হয়

এবং প্রকাশ্যে প্রচার করা হয় যে, যন্ত্রপাতি এবং জমিও মূল্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি এবং জমিও মুনাফা সৃষ্টির কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রপাতি, জমি প্রভৃতি ‘স্থির মূলধন’ (ইহাদের মূল্য উৎপাদনের পূর্বে ও পরে একই প্রকার থাকে বলিয়া এইগুলিকে ‘স্থির মূলধন’ বলা হয়) মূল্য সৃষ্টির কাজে কোন অংশই গ্রহণ করে না। [Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

“তাহা হইলে যে সাধারণ নিয়মের দ্বারা মজুরি ও মুনাফার পরস্পরের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়, সেই সাধারণ নিয়মটি কি? মজুরি ও মুনাফা পরস্পরের বিপরীত মুখী অল্পপাতে চলে (অর্থাৎ একটা যখন বাড়ে, আর একটা তখন কমে)। শ্রমের অংশ (মজুরি) যে অল্পপাতে কমে, মূলধনের অংশ (মুনাফা) ঠিক সেই অল্পপাতেই বাড়িয়া যায়। আবার মূলধনের অংশ (মুনাফা) যে অল্পপাতে কমে, শ্রমের অংশ (মজুরি) ঠিক সেই অল্পপাতে বাড়িয়া যায়; আর মুনাফা যে পরিমাণে কমে, মজুরি ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ে।”—K. Marx : Value, Price and Profit.

Prohibition : নিষিদ্ধকরণ; নিবারণ করণ; প্রতিরোধকরণ।

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবিশেষ। সাধারণতঃ এই ব্যবস্থা অল্পসারে বৈদেশিক পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশী শিল্প রক্ষা ও উহার প্রসার অব্যাহত রাখিবার জন্য বিদেশী পণ্যের আমদানির উপর এত উচ্চ হারে শুল্ক বসান হয় যে বিদেশী পণ্যের আমদানি অলাভজনক হইয়া পড়ে।

[Tariff শব্দ দ্রষ্টব্য]

Proletariat : শ্রমিকশ্রেণী; মজুরশ্রেণী; ‘প্রোলেতারিয়াত’।

কার্ল মার্ক্স এই শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষার ‘Working Class’ ও বাংলা ভাষার ‘শ্রমিকশ্রেণী’ বা ‘মজুরশ্রেণী’ বলিতে, যাহা

বুঝায় 'Proletariat' শব্দটির অর্থও ঠিক একই। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর ভাষায়, “‘প্রোলেতারিয়াত’ শব্দটি দ্বারা আধুনিক যুগের মজুরি-শ্রমিকদের (Wage-Labourer) শ্রেণীকে বুঝায়। ইহাদের নিজেদের কোন উৎপাদনের উপকরণ না থাকায় ইহারা জীবনধারণের জন্ত ইহাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।”

—*Communist Manifesto*.

“ইউরোপের সর্বত্র এমন বহু শ্রমিক আছে যাহাদের নিজেদের কোন জমি নাই, কোন কারখানা নাই, যাহারা সারা জীবন মজুরির জন্ত অপরের কাজ করে, তাহাদেরই বলা হয় ‘প্রোলেতারিয়াত’। —V. I. Lenin : *To the Rural Poor*.

মার্কসীয় মতে, শ্রমিকশ্রেণী বা ‘Proletariat’ হইল বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান ও মূলশক্তি এবং নায়ক। “শ্রমিকশ্রেণী ব্যতীত অল্প যে সকল শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের সম্প্রদায় আছে তাহারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেবল আংশিকভাবে বিপ্লবী।.....শ্রমিকশ্রেণী হইল সমগ্র শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের প্রতিনিধি ও পরিচালক।”—V. I. Lenin : *Criticism of Plekhanov's Draft Programme*.

Proletarian Democracy : শ্রমিক-গণতন্ত্র। [Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

Proletarian Revolution : শ্রমিক-বিপ্লব। [Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Proletarian United Front : শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যবদ্ধ মহড়া বা ‘ফ্রন্ট’। [Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

Proportional Representation : সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব।

নির্বাচনের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ভোটগুলি এমনভাবে গণনা

করা হয় যে, প্রত্যেক দলই উহার নির্বাচন-প্রার্থী সমস্ত-সংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত হইতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু দলগুলির প্রতিনিধিরাও নির্বাচিত হইতে পারে এবং ইহাতে কম সংখ্যক ভোটও নিফল হয় না। এই প্রথায় প্রত্যেক ভোটদাতা মাত্র একটি ভোট দিতে পারে। ইহাতে নির্বাচনপ্রার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত হয় না, কোন নির্বাচন-অঞ্চলের ভোটদাতারা ভোট দেয় কোন পার্টিকে এবং বিভিন্ন পার্টি ঐ অঞ্চলে (Constituency) নিজ নিজ নির্বাচনপ্রার্থীদের যে তালিকা দেয় সেই তালিকা হইতেই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়। এই প্রথায় ভোটদাতা যে ভোটপত্র দ্বারা ভোট দেয় সেই ভোটপত্রে পার্টির নির্বাচনপ্রার্থী সমস্তদের নামের তালিকা থাকে। ভোটদাতা সেই তালিকা হইতে নিজের ইচ্ছামত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রার্থী পছন্দ করিয়া নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি লিখিয়া তাহার পছন্দের ক্রম নির্দেশ করিতে পারে, অর্থাৎ ইহা দ্বারা বুঝান হয় যে, যে নামের পাশে ১ লিখিত হইয়াছে তাহাকেই সে সর্বাপেক্ষা স্থান দেয়, তারপর সে স্থান দেয় ২ লিখিত নামটিকে, তারপর ৩ লিখিত নামটিকে, ইত্যাদি। মোট যতগুলি ভোট হইবে সেই সংখ্যাকে ঐ অঞ্চলের জন্ত নির্দিষ্ট প্রতিনিধিদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে তত সংখ্যক ভোট (Quota) প্রত্যেক নির্বাচিত প্রার্থীকে পাইতে হইবে। ভোট গণনার সময় ১ লিখিত প্রার্থীর ভোট প্রথম গণনা করিতে হইবে। সেই প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট (Quota) পাইবার পর তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার জন্ত আর ভোট গণনা বন্ধ রাখিতে হইবে এবং তাহার অবশিষ্ট ভোটগুলি ২নং প্রার্থীর (অর্থাৎ যাহার নামের পাশে ২ লিখিত হইয়াছে তাহার) ভোটের সহিত যোগ করা হইবে। দ্বিতীয় প্রার্থী উপযুক্ত

ভোট পাইবার পর তাহার অবশিষ্ট ভোট-গুলি অনং প্রার্থীর ভোটের সহিত যোগ করা হইবে, ইত্যাদি। এইভাবে ভোট গণনা করিয়া ঐ অঞ্চলের জ্ঞাত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে।

Pure Reason : শুদ্ধবুদ্ধি।

[Reason শব্দ দ্রষ্টব্য]

Puritanism : অতিনৈতিকতা।

মূল অর্থে, শুচিতা রক্ষা; প্রথমে এই মতবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ হইতে সঙ্গীত, চারুকলা, সাজসজ্জা প্রভৃতি সকল প্রকার ললিতকলা বাদ দেওয়া।

Pythagorean Philosophy : পিথাগোরাসের দর্শন।

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস (খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে জন্ম) কর্তৃক প্রবর্তিত দার্শনিক মত। খৃষ্টপূর্ব ৫৫৫ অব্দ বা ঐ সময় তাঁহার মতবাদ প্রথম প্রচারিত হয়। জ্যামিতি, সংখ্যাতত্ত্ব, সঙ্গীত এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও তাঁহার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহান্তর লাভ করে, অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করে, সুতরাং জীবিতকালে শারীরিক কুসুসাধনের দ্বারা আত্মার শুদ্ধির ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

Q

Quality : গুণ; চরিত্র; বস্তুর বিভিন্ন বিষয়।

কোন বস্তুর গুণ (Quality) বলিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বুঝায় : একটি বস্তুর যেমন, লোহার ওজন, বর্ণ, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, নমনীয়তা, ওজ্জ্বল্য, কাঠিন্য, ইত্যাদি।

Qualitative Changes : গুণগত পরিবর্তন।

কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের পরিবর্তন; যে পরিবর্তনের দ্বারা বস্তুর মূল প্রকৃতি অপর এক প্রকৃতিতে পরিণত হয়, যেমন কাঁচা চামড়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মারফত গুণগত পরিবর্তনের ফলে পাকা চামড়ায়

পরিণত হয়; একশত ডিগ্রি উত্তাপের ফলে জল বাষ্পে পরিণত হয়; ইত্যাদি।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Quantity : পরিমাণ।

বস্তুর অস্তিত্বের অবস্থা, বস্তুর অবস্থানের রূপ—যেমন, “এতখানি”। [Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Quantity to Quality, From :

পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন। [Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Quisling : কুইসলিং; ভিদকুন কুইসলিং।

নরওয়ের ফাসিস্ট নায়ক; স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কুখ্যাত ব্যক্তি।

[Fifth Column দ্রষ্টব্য]

R

Race : মহাজাতি ; জাতি ; বৃহৎ মানব-গোষ্ঠী ।

বিশ্বজোড়া এক মানব-পরিবারের প্রাথমিক বা মৌলিক বিভাগ । নৃতত্ত্ব (Anthropology) সম্বন্ধীয় আলোচনায় বিশ্বজোড়া মানব-পরিবারকে কয়েকটি মৌলিক বা প্রাথমিক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । পূর্বে এই সকল মৌলিক বা প্রাথমিক ভাগকে সাধারণভাবে বলা হইত ‘মহাজাতি’ (Race) । এই প্রকার বিভাগ কেবলমাত্র নৃতাত্ত্বিক আলোচনার সুবিধার জন্তই করা হইয়াছিল । কিন্তু কালক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতকায় জাতি-গুলি অহুন্নত ও পরাধীন কৃষ্ণকায় মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নিজেদের এবং উক্ত অহুন্নত ও পরাধীন কৃষ্ণকায় মানুষদের উপর প্রভুত্ব করিবার ‘স্বাভাবিক অধিকার’ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই ‘মহাজাতি’ বা ‘Race’ কথাটি ব্যবহার করিয়াছে ; যেমন, সাম্রাজ্যবাদীদের ‘শ্বেতকায় জাতি-তত্ত্ব’ (White Race-Theory), জার্মানীর নাৎসিদের ‘আর্য জাতিতত্ত্ব’ (Aryan Race-Theory), ইত্যাদি ।

[Racism অথবা Race-Theory দ্রষ্টব্য]

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্বন্ধীয় সংগঠন (UNESCO)-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্বের পণ্ডিতগণ সমবেত ভাবে ‘মহাজাতিতত্ত্ব’ (Race-Theory) সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন : (১) জাতি-বৈষম্যের (Race Discrimination) কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই ; (২) ‘মহাজাতি’ (Race) বলিয়া কথিত বৃহৎ মানব-গোষ্ঠীগুলির

মস্তক প্রায় সমান উন্নত ; (৩) বিভিন্ন মহাজাতির (Race) সংমিশ্রণের ফল খারাপ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই ; (৪) ‘মহাজাতিতত্ত্ব’ (Race-Theory) জীব-বিজ্ঞানের (Biology) বিষয়ীভূত নহে, ইহা একটি কল্পনা-প্রসূত অবৈজ্ঞানিক ধারণামাত্র । জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের উক্ত সংগঠন (UNESCO) ‘Race’ কথাটির পরিবর্তে ‘Ethnic Group’ (সমগ্র মানব-পরিবারের শাখা অথবা মানব-পরিবারের মৌলিক বা প্রাথমিক বিভাগ) কথাটি ব্যবহারের সুপারিশ করেন ।

Ethnic Groups : মানব-পরিবারের শাখাসমূহ ; মানব-পরিবারের মৌলিক বা প্রাথমিক বিভাগসমূহ ।

বিজ্ঞানীরা সমগ্র মানব-পরিবারকে মানুষের শারীরিক লক্ষণাদির ভিত্তিতে কতিপয় শাখায় বা মূল ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । এই সকল শারীরিক লক্ষণ হইল : (১) মস্তকের কেশ—কৌকড়ান, সরল, ইত্যাদি ; (২) মস্তকের খুলি, নাসিকার গঠন, গণ্ডাঙ্ঘ্রি এবং হস্ত-পদ প্রভৃতির দৈর্ঘ্য ; (৩) দেহের বর্ণের পার্থক্যের কোন বিশেষ তাৎপর্য নাই, কিন্তু চক্ষু-তারকার বর্ণের গুরুত্ব যথেষ্ট । এই সকল শারীরিক লক্ষণের ভিত্তিতে সমগ্র মানব-পরিবারকে যে সকল মূল শাখায় বা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে সেই শাখাগুলি নিম্নরূপ :—

১। পূর্ব-এশিয়ার মঙ্গোলীয় শাখা—লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি, ইহারা সাধারণভাবে ‘গীতকায়’ ;

২। পশ্চিম-এশিয়ার ককেশীয় শাখা—লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৭০ কোটি, ইহারা সাধারণভাবে ‘শ্বেতকায়’ ;

৩। আফ্রিকার নিগ্রোশাখা—লোকসংখ্যা প্রায় ২২ কোটি, ইহারা সাধারণভাবে ‘কৃষ্ণকায়’ ;

৪। পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের 'সেম' বা 'সেমাইট' (প্রচলিত অর্থে ইহুদী) শাখা—লোকসংখ্যা ১০ কোটি ;

৫। ওসিম্যানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের 'মালয়ী' শাখা—লোকসংখ্যা কিস্বিদধিক ১০ কোটি ;

৬। আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' প্রভৃতি নামধারী আদিম অধিবাসী—লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই একমত যে, 'Race' শব্দের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, সমগ্র পৃথিবীতে 'Race' একটাই, আর তাহা হইল 'Human Race' (বিশ্বজোড়া এক মানব-পরিবার) ; বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবন-যাত্রার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্তই এই বিশ্বজোড়া এক মানব-পরিবারের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকারে বিকাশ লাভ করিয়াছে ।

Ethnology : মানব-পরিবারের মূল শাখা বা বিভাগসম্বন্ধীয় জ্ঞান (বা বিজ্ঞান) শাস্ত্র ।
বিশ্বজোড়া মানব-পরিবারের মূল শাখা বা বিভাগ সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনাই Ethnology-এর বিষয়বস্তু ।

Racialism (Race-Theory) : কুলবাদ ; জাত্যাভিমান ।

[Race ও Chauvinism দ্রষ্টব্য]

Rack Act : উচ্চহারে জমির খাজনা ধার্যকরণ ।

চাষী ও জমির স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অতি উচ্চহারে জমির খাজনা ধার্য করা ।

Radical : মৌলিক সংস্কারবাদী ; প্রগতিশীল ; 'র্যাডিকাল' ।

ইংলণ্ডে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে Radical Party নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রথম গঠিত হয় । গভর্নমেন্ট ও উহার কর্মপন্থার মৌলিক সংস্কার সাধনই ছিল এই দলের প্রধান লক্ষ্য । পরে এই রাজনৈতিক দলটি 'লেবার পার্টি'র সহিত মিশিয়া যায় ।

মার্কসীয় মতে, সেই লোককেই প্রগতিশীল বলা হয় যে লোক শ্রেণী-সংগ্রামে পূর্ণ

বৈপ্লবিক ভূমিকা না হইলেও একটি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে । এই শব্দটি অনেক সময় একদল লোকের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র চাকিয়া রাখিবার জন্তও ব্যবহৃত হয় ; যেমন, ফরাসী দেশের 'র্যাডিকাল সোস্যালিস্ট পার্টি' । এই পার্টির নেতারা তাঁহাদের জীবনে প্রায় কোন সময়েই কোন প্রকৃত প্রগতিশীল কাজ করেন নাই এবং তাঁহারা সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাস করেন না ।

Rate of Profit : মুনাফার হার ।

মোট মূলধনের অল্পপাতে মোট মুনাফার হিসাব ; মোট মূলধনের শতকরা অল্পপাতে মোট মুনাফার শতকরা হিসাব ; যেমন, প্রতি ১০০ টাকা মূলধনে শতকরা ৫ টাকা, বা ১০ টাকা, অথবা অল্প একটা পরিমাণ মুনাফা ; উৎপাদনের পর পণ্য বিক্রয় করিয়া মোট যে পরিমাণ মুনাফা লাভ হয়, মুনাফার সেই পরিমাণকে মোট মূলধনের শতকরা হিসাবে ভাগ করিলে যে পরিমাণ মুনাফা দাঁড়ায় তাহাকেই বলা হয় 'মুনাফার হার' । [Profit শব্দ দ্রষ্টব্য]

Rate of Surplus-Value : উদ্ধৃত মূল্যের হার ।

মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে মূলধনের পরিবর্তনশীল অংশের (অর্থাৎ মজুরিবাবদ মূলধনের যে অংশ খরচ করা হয় সেই অংশের) বৃদ্ধির শতকরা হার ; মজুরি-হিসাবে যে মূলধন নিয়োগ করা হয়, সেই মূলধনের বৃদ্ধির শতকরা হার ; যেমন, যদি শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্ত মজুরিবাবদ ১০০ টাকা নিয়োগ করা হয়, আর সেই শ্রমশক্তি যদি ১০০ টাকা দামের নূতন মূল্য তৈরি করে, তাহা হইলে সেই নূতন মূল্য মজুরিবাবদ ব্যয়িত ১০০ টাকার সমান হইবে এবং উদ্ধৃত মূল্যের হার হইবে শতকরা ১০০ ভাগ ।

Rationalism : যুক্তিবাদ ; বুদ্ধিবাদ ।

যে দার্শনিক মতবাদ ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে

সকল প্রকার অতীন্দ্রিয় ব্যাপার অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে।

Rationalisation : যুক্তি-সম্মতকরণ ; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুনর্বিভাস।

কোন ব্যাপারে অমৌলিক অংশগুলি বাদ দিয়া যুক্তি-সম্মত উপায়ে উহার পুনর্বিভাস করা। শিল্পের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইল, পূর্বাঙ্গের কম খরচে ও অপচয় বন্ধ করিয়া (নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া, অথবা সূচু শ্রম-বিভাগ প্রভৃতি এবং প্রতি যোগিতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও অগ্রগতির জন্য পরস্পরের সহিত মিলনের দ্বারা) অধিকতর উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'র‍্যাশনলাইজেশন' বিশেষভাবে আরম্ভ হয়।

Raw Materials : কাঁচামাল।

অসমাপ্ত উৎপন্ন ফল ; যে সকল দ্রব্য অতীতের উৎপন্ন ফল এবং নূতন পণ্যোৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেই সকল দ্রব্যকেই বলা হয় 'কাঁচামাল'—যেমন ময়লা। ইহা অতীতের উৎপন্ন ফল, কিন্তু কুটি তৈরি করিবার জন্য প্রয়োজনীয়।

[Means of Production দ্রষ্টব্য]

Reactionary : প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি কোন-না-কোন প্রকারে কোন সামাজিক-রাজনৈতিক অত্যাচার, অবিচার-অত্যাচার, অথবা শোষণমূলক সামাজিক ব্যবস্থা সমর্থন করে ; যে সকল লোক প্রগতিশীলতার বিরোধিতা করে তাহাদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলা হয়।

Realism : বাস্তবতাবাদ ; বাস্তবতা ; বাস্তব-স্বতন্ত্রতাবাদ।

যে দার্শনিক মতবাদ বস্তু-জগতের মানব-চেতনানিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস এই প্রকারের মত পোষণ করিতেন। এই মত 'ভাববাদ'-এর (Idealism) বিপরীত ; কারণ, 'ভাববাদ' বস্তু-জগতের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব

স্বীকার করে না। 'বাস্তবতাবাদ' সাহিত্য এবং কলাশিল্পের ক্ষেত্রেও 'ভাববাদ' ও 'ভাব-কল্পনাবাদ'-এর (Romanticism) বিরোধী। সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে জীবনকে কোন প্রকার মিথ্যা কল্পনার রঙে রঞ্জিত না করিয়া যথাযথরূপে ফুটাইয়া তোলাই 'বাস্তবতাবাদ'-এর মূল কথা। সুতরাং 'বাস্তবতাবাদ' অল্পসারে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কর্তব্য হইল স্বথ বা দুঃখ-কষ্ট কোনটাকেই পরিহার না করিয়া মানব-জীবনকে যথার্থরূপে অঙ্কিত করা।

Real Wages : প্রকৃত মজুরি, বাস্তব

শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণের আকারে (জীবিকানির্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকারে) শ্রম-শক্তির মূল্যের চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ ; শ্রমিকের জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণ-সমূহের আকারে মজুরি।

[Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Reason : হেতু ; কারণ ; বুদ্ধি ; তত্ত্ব-বোধিনী বৃত্তি।

কাণ্ট (Immanuel Kant)-এর দার্শনিক মত অনুসারে, যে শক্তি দ্বারা দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি মূল তত্ত্বসমূহ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হয় সেই শক্তিই হইল হেতু, বুদ্ধি বা তত্ত্ববোধিনী বৃত্তি (Reason)।

Practical Reason : কৃত্যবুদ্ধি।

যে বুদ্ধির সাহায্যে ইচ্ছামূলক কার্যসমূহের হেতু বা বিশ্বজনীন সূত্র নির্ণয় করা যায়।

Pure Reason : শুদ্ধ বুদ্ধি।

যে বুদ্ধির অল্পভবমূলক জ্ঞানের সংস্পর্শ নাই।

Speculative Reason : কাল্পনিক বুদ্ধি।

ইন্ড্রিয়ের অতীত (আধ্যাত্মিক) বিষয় উপলব্ধির বৃত্তি।

Red Cross Society : 'রেড ক্রস সোসাইটি'।

মাহুঘের দুঃখ-যন্ত্রণা (বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় সৈন্যদের দুঃখ-যন্ত্রণা) দূর করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের 'জেনিভা কনভেনশন'-এ গৃহীত নিয়মাবলী অনুসারে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রে ইহার শাখা গঠিত হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক ইহা স্বীকৃতি লাভ করে। এই সংগঠন প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রের নিকট হইতেই বিশেষ স্ববিধা পাইয়া থাকে। ইহার প্রতীক চিহ্ন হইল সাদা পটভূমিকার উপর একটি লালবর্ণের 'ক্রস'।

Red Tapism : দীর্ঘসূত্রতা ; সরকারী নিয়মকানুনের প্রতি উৎকট আসক্তি।

সরকারী অফিসে নিয়মকানুন মানিয়া চলা সম্বন্ধে অত্যধিক বোঁক। ইহার ফলে সকল কাজে অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটে ও নানারূপ অস্ববিধার সৃষ্টি হয়। অফিসের ফাইলগুলি যে লাল ফিতা দ্বারা বাঁধা হয় তাহা হইতেই 'রেডটেপ-ইজম' কথাটির সৃষ্টি।

Referendum : গণমত (ভোট) গ্রহণ।

মতামত গ্রহণের জন্ত প্রস্তাবিত রাজ-নৈতিক প্রশ্ন জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা।

Reformation, The : (ষোড়শ শতাব্দীর) ধর্ম-বিপ্লব, 'রিফর্মেশন'।

ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানীর ধর্মযাজক মার্টিন লুথার কর্তৃক আরম্ভ ধর্মীয় আন্দোলন। ইউরোপের এই ধর্মীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। এই আন্দোলনের ফলেই ইউরোপে প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ (গীর্জা) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল তৎকালের নানাবিধ দুর্নীতিপরায়ণ 'রোমান ক্যাথলিক' গীর্জার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও উহাদের মৌলিক সংস্কার সাধন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে যে

পুনরুজ্জীবন (Renaissance) আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল সেই আন্দোলনের প্রভাব ও তৎকালের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রচণ্ড প্রভাবেরই অনিবার্হ ফল এই ধর্ম-বিপ্লব। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মার্টিন লুথার জার্মানীর ভূর্তেমবুগের 'রোমান ক্যাথলিক' গীর্জার দ্বারদেশে স্বরচিত পঁচানব্বইটি মৌলিক প্রস্তাব-সম্বলিত পত্র লাগাইয়া দেন। এই সকল মৌলিক প্রস্তাবে তিনি 'রোমান ক্যাথলিক' গীর্জার বহুবিধ দুর্নীতি-পরায়ণতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া উহাদের আমূল সংস্কারের পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু 'রোমান ক্যাথলিক' সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান গুরু পোপ এই সকল প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া লুথারকে খৃষ্টধর্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। লুথার পোপের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া 'রোমান ক্যাথলিক' গীর্জার বিরোধিতা করিতে থাকেন। লুথার ১৫২০ খৃষ্টাব্দে পোপ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম হইতে বিতাড়িত হন। কিন্তু তাঁহার বিপুল সংখ্যক অনুচর তাঁহার মতকেই সমর্থন করেন। ঐ সময় বিভিন্ন দেশের ধর্মযাজক-গণের এক সম্মেলনে পোপ ঘোষণা করেন যে, 'রোমান ক্যাথলিক' গীর্জার কোন সংস্কার সাধন করা হইবে না। লুথারের অনুচরগণ এই ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া 'প্রোটেস্ট্যান্ট' আখ্যা লাভ করেন। পরে এই 'প্রোটেস্ট্যান্ট'দের মধ্য হইতে স্নইজারল্যান্ডের ধর্মযাজক ক্যালভিন বাহির হইয়া আসিয়া এক স্বতন্ত্র ধর্মমত প্রচার করেন। এই ধর্মমত ফ্রান্স, হল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে বিস্তার লাভ করে। এদিকে এই ধর্ম-বিপ্লবে বাধা দানের উদ্দেশ্যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'রোমান ক্যাথলিক' গীর্জার এক সম্মেলন অস্ট্রিয়ার 'ট্রেন্ট' নামক স্থানে আহ্বান করিয়া উক্ত গীর্জার নানাবিধ সংস্কার সাধন করা হয়। এই সম্মেলন 'ধর্ম-বিপ্লব-বিরোধী সম্মেলন' নামে খ্যাত এবং এই

সম্মেলনে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ বর্তমানকালেও বলবৎ আছে। এই ধর্ম-বিপ্লবের ফলে সমগ্র খৃষ্টান-জগৎ ‘রোমান ক্যাথলিক’ ও ‘প্রোটেস্ট্যান্ট’—এই দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়।

Reformism : সংস্কারবাদ।

বিপ্লবের মারফত সমাজের আমূল পরিবর্তনের পথ পরিহার করিয়া সংস্কারের দ্বারা ধাপে ধাপে সমাজের পরিবর্তন সাধনের নীতি।

মার্কসীয় মত অনুসারে, যে নীতি শ্রমিক-শ্রেণীকে উহার মূল স্বার্থ ও চরম লক্ষ্য হইতে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হইতে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে, যে নীতি শ্রমিকের সমস্তাসমূহের সমাধান বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে না করিয়া কেবল সংস্কারের মারফতই করিতে চায় এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের দ্বারা সেই সকল সমস্তার মৌলিক সমাধান না করিয়া এই বৈপ্লবিক পন্থা এড়াইয়া চলে, সেই নীতিকে বলা হয় ‘সংস্কারবাদ’ (Reformism)। ‘সংস্কারবাদ’ এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূল-ধনীদেব নিকট হইতে বরাবর একের পর এক স্ববিধা আদায় করা সম্ভব এবং এই ভাবেই ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রে পৌছানো সম্ভব।

Refugee : শরণাগত ব্যক্তি; আশ্রিতজন।

ধর্মসংক্রান্ত বা রাজনৈতিক নির্ধাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত বিদেশে পলায়িত ব্যক্তি।

Relations of Production : উৎপাদন-সম্বন্ধ। [Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Relative Truth : আপেক্ষিক সত্য। [Truth শব্দ দ্রষ্টব্য]

Relative Value : আপেক্ষিক মূল্য।

অথ কোন মূল্যের সহিত যে মূল্যের তুলনা করা হয়। [Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Religion : ধর্ম।

এক বা একাধিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির ধারণা এবং ঐ শক্তির চর্চা ও পূজা-অর্চনার নিয়মাবলী।

ধর্মের কোন সন্তোষজনক সংজ্ঞা নাই। পণ্ডিতগণের মধ্যেও ধর্মের সংজ্ঞা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। লুবে (Luebe) তাঁহার *Psychological Study of Religion* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ধর্মের অন্ততঃ ৪৮টি বিভিন্ন প্রকারের সংজ্ঞার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষিগণ প্রায় একইরূপ মত পোষণ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলারের মতে, প্রকৃতির উপাসনা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি; হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, মৃত পিতৃপুরুষদিগের আত্মার পূজা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি; ডাঃ ব্রজেননাথ শীল দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে উপরোক্ত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তির—কারণই স্বস্পষ্টরূপে বর্তমান।

সম্ভবতঃ সমাজের অতি আদিম অবস্থা হইতেই মানুষের মধ্যে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ হইয়াছিল। অজ্ঞ আদিম মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত এবং এই সকল শক্তিকে পূজা-অর্চনা ও বলি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। তাহারা ক্রমে ক্রমে এক একটি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে এক একজন দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী মানুষ বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন নামের দেবতার ধারণা করিয়াছিল। এই-ভাবে বহু দেবতার ধারণা (Polytheism) সৃষ্টি হয়। এই ধারণা যখন আরও বিকাশ লাভ করে, তখন চিন্তাশীল মানুষদের একাংশ মনে করিতেন যে, এই সকল দেবতা এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। এই ধারণা হইতেই আবার ধীরে ধীরে ‘একেশ্বরবাদ’-এর (Monotheism-এর),

উদ্ভব হয়। অবশেষে যীশুখৃষ্টের প্রচারিত খৃষ্টধর্মে এবং হজরৎ মহম্মদের প্রচারিত ইসলাম ধর্মে এই 'একেশ্বরবাদ' পূর্ণতা লাভ করে।

Religion of Humanity : মানবত্ব-ধর্ম ; মানবীয় ধর্ম।

ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ-প্রবর্তিত মনুষ্য-সেবামূলক নাস্তিক ধর্ম। এই মত অনুসারে, 'সর্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান ভগবান' বলিয়া কেহ নাই, বিশ্ব-মানবই একমাত্র উপাস্য দেবতা, বিশ্ব-মানবের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল-বিধানই একমাত্র ধর্ম। [Humanity, Religion এবং Positivism দ্রষ্টব্য]

Natural Religion : প্রাকৃতিক ধর্ম।

যে ধর্মের মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেবল প্রাকৃতিক প্রমাণ গ্রাহ্য হয়।

Renaissance : পুনর্জন্ম ; পুনরুজ্জীবন ; নব অভ্যুদয় ; নবজাগরণ ; নবযুগারম্ভ ; নবজাগৃতি ; 'রিনাসান্স'।

'রিনাসান্স' শব্দের মৌলিক অর্থ 'পুনর্জন্ম-লাভ' ; প্রচলিত অর্থে, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণ বা পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। এই 'রিনাসান্স'-এর আন্দোলন-কাল কোন ক্ষেত্রে এক শতাব্দী, আবার কোন ক্ষেত্রে দুই শতাব্দী পর্যন্ত ধরা হয়। এই আন্দোলন কেবল সাহিত্য, বা কলা-শিল্প বা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, ইহা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে— চিন্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য, কলাশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে— পরিব্যাপ্ত হইয়া সভ্যতার এক নূতন স্তরে উন্নীত করে। 'রিনাসান্স' বা পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনের তাৎপর্য বহুবিধ। প্রথমতঃ, ইহা কোন রাজনৈতিক, সামাজিক, বা অন্য কোন বিশেষ কারণে অবলুপ্ত জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার পুনঃপ্রবর্তন করে। দ্বিতীয়তঃ, ভাষাগত অর্থে 'রিনাসান্স'-এর অর্থ 'পুনর্জন্ম' বা 'পুনরুজ্জীবন' হইলেও

ইহা কেবল জড়তা-প্রাপ্ত ও ক্ষয়িষ্ণু পুরাতন জীবনকেই ফিরাইয়া আনে না, ইহা কেবল পুরাতনের পুনরাবৃ্ত্তিই নহে, ইহা পুরাতন ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর নব নব আদর্শ স্প্রতিষ্ঠিত করে এবং পুরাতন ঐতিহ্যের সহিত নূতন ও পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লয়। তৃতীয়তঃ, ইহা সমগ্র সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ নবীন সমাজের মধ্যে এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে এক অপূর্ব স্বজনী-শক্তির ক্ষুদ্রণ দেখা দেয় ; সেই স্বজনী-শক্তি একের পর এক সৃষ্টি করিয়া চলে নব নব ভাবধারা, নব নব নবদর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনৈতিক মত, আর এই সকল মিলিয়া সমগ্র সমাজের অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করে। সংক্ষেপে, মার্কসীয় ভাষায় বলিলে, 'রিনাসান্স' হইল মধ্যযুগের প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ সামন্তপ্রথার (Feudalism) বন্ধন হইতে সমসাময়িক কালের প্রগতিশীল বর্জ্যোদ্ভাব ধারায় অন্তপ্রাণিত সামাজিক ও অগ্রগতির সর্বব্যাপক আন্দোলন,—প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল বর্জ্যোদ্ভাষীগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ইউরোপের এই রিনাসান্স-আন্দোলনকে ইউরোপীয় সভ্যতা তথা সমগ্র মানব-সভ্যতার এক বিশেষ অগ্রগতি বলা চলে। এমন সর্বব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইহার পূর্বে মানব-ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই। ইহার পূর্বে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীন চিন্তা গীর্জার বিকৃত ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তরালে অর্গলবদ্ধ ছিল। রিনাসান্স সেই বদ্ধ দ্বারের অর্গল ভাঙিয়া মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীন চিন্তাকে মুক্তিদান করে।

European Renaissance : ইউরোপের পুনরুজ্জীবন বা নবযুগারম্ভ ; ইউরোপের 'রিনাসান্স'।

মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে গ্রীক ও রোমান আদর্শের প্রভাবে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে নতন সাহিত্য, কলাশিল্প, ধর্ম, রাজনীতি, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির নব অভ্যুদয়েকে ইউরোপের ‘রিনাসান্স’ বা ‘নব-যুগারম্ভ’ বলা হয়। ইতালীতে নতন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া পেট্রার্ক (Francesco Petrarch), বোকাশিও (Giovanni Boccaccio) প্রভৃতি এই নবযুগের আরম্ভ ঘোষণা করেন। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে নব নব আদর্শ সৃষ্টি করিয়া রাফেল (Raphael, Sanzio), মাইকেল এ্যাঞ্জেলো (Michael Angelo), লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo de Vinci) প্রভৃতি এই ‘রিনাসান্স’ বা নবযুগকে পূর্ণরূপ দান করেন। ইহার প্রভাব ইউরোপের দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়ে। নবযুগ-আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে, ‘মানবতা চিরমুক্ত’—এই মহাবাণী ইউরোপের সর্বত্র ধ্বনিত হইতে থাকে এবং ইহার প্রবল তরঙ্গ সমগ্র ইউরোপের জাতিসমূহকে দীর্ঘকালের নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তোলে। প্রসিদ্ধ লেখক জে. এ. সাইমন্ড-এর মতে, ‘রিনাসান্স’-এর প্রকৃত অর্থ—স্বাধীনতার নব জন্ম। রবীন্দ্রনাথ সেক্সপিয়রের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ‘রিনাসান্স’-এর যুগকে ‘বিপ্লবের দিন’ বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন :

“ইউরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়-বৃত্তিকে অত্যন্ত পীড়িত ও সংযত করার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ‘রিনাসান্স’-এর যুগ আসিয়াছিল, সেক্সপিয়রের সমসাময়িক কালের নাট্য-সাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা।”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন-স্মৃতি।

ইউরোপীয় ‘রিনাসান্স’-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(১) “এই সময়ে মানবাত্মা ললিতকলার ভিতর দিয়া মানবদেহের ও বহির্জগতের সৌন্দর্য আনন্দন করে। বিজ্ঞানে প্রজ্ঞার

এবং ধর্মে ধর্মবুদ্ধির অবাধ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানে স্বাধীনতার বীজ এই সময়েই উদ্ভূত হয়। গ্রীক ও রোমান সাহিত্য এবং ললিতকলার প্রভাবেই এই ‘রিনাসান্স’-এর অভ্যুদয় ; এবং এই সময়ে শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে অপূর্ব মূর্তি, অপূর্ব সৌন্দর্য ও অপূর্ব গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়া মানব-সমাজকে এক নব জগতের পরমার্শ্ব শোভা ও সম্পদের অধিকারী করে।” —J. A. Sysmond : *The Renaissance in Italy*.

(২) ইউরোপ চতুর্দশ শতাব্দীতে মুরদের (আরবীয় মুসলমানদের) নিকট হইতে কাগজ তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিল। এইবার ‘রিনাসান্স’ যুগ আরম্ভের পূর্বক্ষেণে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে ইউরোপের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নতন ও উন্নত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয় এবং ইহা ‘রিনাসান্স’ যুগ আরম্ভের পথ প্রস্তুত করে।

(৩) “‘রিনাসান্স’ যুগ ছিল নতন নতন ও বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার এবং প্রাচীন গ্রন্থ পুনরুদ্ধারের যুগ ; নব নব দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দুঃসাহসিক সমুদ্র-যাত্রা, আর গ্রন্থকার, কবি ও চিত্রকরদের চিরস্মরণীয় সাহিত্য, কাব্য ও চিত্র সৃষ্টির যুগ।” এই যুগেই কলাস্বাস আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন, ভাস্কো ডা গামা সমুদ্রপথে উত্তরাংশ অস্ট্রেলীয়া ঘুরিয়া ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। আফ্রিকাসম্বন্ধে বহু ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তাহার ফলে পৃথিবী সম্বন্ধে ইউরোপের মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়। এই রিনাসান্স যুগেই কোপারনিকাস বৈপ্লবিক আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়াই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরিতেছে।

(৪) এই যুগেই দীর্ঘ কালের অজ্ঞানতা দূর করিয়া সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে নব নব ভাবের প্রবল বহ্না ইউরোপের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইতালীর মিকিয়াভেলি (Niccolo Macchiavelli) এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ‘ধর্ম-বিপ্লব’-এর (The Reformation-এর) নায়ক জার্মানীর মার্টিন লুথার (Martin Luther) ও হল্যান্ডের ক্যালভিন (Jonh Calvin) তাঁহাদের নিজ নিজ মতের দ্বারা, আর পোপ প্রভৃতি খৃষ্টধর্মের নায়কগণ ‘ধর্ম-বিপ্লব’-এ বাধাদানের উদ্দেশ্যে মূল খৃষ্টধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধনের দ্বারা ইউরোপের সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন।

(৫) সকল কবি ও সাহিত্যিকগণের রচনা, সকল ভাবধারায় এবং শিল্পকলায় অপূর্ব মানব-প্রীতি ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ এই যুগের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

৬০৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মের গুরু সেন্ট অগাস্টিনের মৃত্যুর পর হইতে দীর্ঘ ৬ শত বৎসর কাল সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞানতা ও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে কোন চিন্তাশক্তির সুরণ দেখা যায় নাই। এমন কি অমূল্য জ্ঞান-সম্পদের খনিষ্বরূপ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান গ্রন্থাদিও ইউরোপ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং মানুষ সেই প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। এই অন্ধকারের মধ্যে উষার প্রথম আলোক ফুটিয়া উঠে ইতালীর মহাকবি দাঁতে (Dante Alighieri, 1265—1321) ও ইংলণ্ডের মহাকবি চসারের (Geoffrey Chaucer, 1327—1400) অমর কাব্য-গাথায়। তাঁহারা ই প্রথম তাঁহাদের কাব্যের ভিতর দিয়া ইউরোপের মানুষকে প্রথম সুনাইয়াছিলেন জীবনের আনন্দ, সৌন্দর্য ও আশার বাণী,

জীবনের জয়গান। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হয় ‘রিনাসান্স’-এর যুগ। দুই মহাকবি দাঁতে ও চসারকে বলা যায় ইউরোপের ‘রিনাসান্স’ যুগের ‘অগ্রদূত’।

বিশেষ কারণেই ইউরোপের ‘রিনাসান্স’ যুগ ইতালী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, ইতালী ছিল প্রাচীন ও গৌরবময় রোমক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক; দ্বিতীয়তঃ, ল্যাটিন ভাষার সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত ইতালীয় ভাষা; তৃতীয়তঃ, ইতালীর অমুকুল ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া; চতুর্থতঃ, তৎকালীন ইতালীতে অবস্থিত কয়েকটি সাধারণতাত্ত্বিক নগর-রাষ্ট্র, আর ঐ সকল নগর-রাষ্ট্র ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রের কবল-মুক্ত ও স্বাধীন এবং তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যক্ষেত্র; পঞ্চমতঃ, এই সকল নগর-রাষ্ট্রে সামন্তপ্রথা-বিরোধী ব্যবসায়ী বৃজ্জোয়া-শ্রেণীর প্রাধান্য; ষষ্ঠতঃ, নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ছিল চিন্তায় ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপে উন্নত। যখন ইতালীর অবস্থা এইরূপ, তখন ইউরোপের সমাজ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রথা ও গীর্জার চাপে মৃতপ্রায় এবং অর্ধবর্ষ অবস্থায়। এই সকল কারণে অতি সহজেই ইতালীর অন্তর্গত ‘ইউরোপীয় সংস্কৃতির মাতৃভূমি’ বলিয়া কথিত ফ্লোরেন্স নগর-রাষ্ট্র হইতে ইউরোপের ‘রিনাসান্স’-আন্দোলনের প্রথম আলোকবর্তিকা জলিয়া উঠে। —E. M. Tanner: *The Renaissance*

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অধিকৃত হইবার পর তৎকালীন গ্রীক পণ্ডিতগণ গ্রীস হইতে পলায়ন করিয়া ইতালীর ফ্লোরেন্স ও অন্যান্য নগরীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারা ই ছিলেন প্রাচীন গ্রীক দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাস্কর্য, কলাশিল্প প্রভৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাঁহারা ইতালীতে

আসিয়া সেই প্রাচীন জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন, আর সেই আলোকের ছটায় ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এইভাবে হইতেই ইউরোপের ‘রিনাসান্স’-যুগ আরম্ভ হয়। জে. এ. সাইমন্ট-এর ভাষায়, “চন্দ্র যেমন সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ (ই তা লী র) ফ্লোরেন্স নগরীও (গ্রীসের) এথেন্স নগরীর নিকট হইতে জ্ঞানের আলো গ্রহণ করিয়া আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।” এইবার গ্রীক পণ্ডিতগণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইতালীয় পণ্ডিতগণ লুপ্ত ও বিনষ্ট প্রাচীন পুঁথি পুনরুদ্ধার করিতে আরম্ভ করেন এবং গীর্জার গোপন স্থান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রাচীন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। ইতালীর ফ্লোরেন্স ও রোম নগরীতে সমবেত কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রকরগণ নবোন্মুখে নূতন সৃষ্টির কার্যে নিমগ্ন হন। ইহারই ফলস্বরূপ মানব-সভ্যতা লাভ করিয়াছে পেট্রার্কের অমর কাব্যগাথা ও বোকাশিওর *Decameron*, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফেল ও লিওনার্দো দা’ ভিঞ্চির চিরস্মরণীয় চিত্র সম্ভার, আরিওস্তোর (*Ludo Vico Ariosto*) অমরকাব্য *Orlando Furioso* আর মিকিয়াভেলির যুগান্তকারী রাজনীতির গ্রন্থ *The Prince*. এই যুগের আরও বহু মনীষীর বিভিন্ন-বিষয়ক অবদান ইতালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সকল দেশের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছে। ‘রিনাসান্স’-যুগের ইতালীয় সাহিত্য হইতেই ইংলণ্ডের এডমণ্ড স্পেন্সার, সেক্সপীয়র, মার্লো, মিল্টন প্রভৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকগণ প্রেরণা ও আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন। ম্যাক্সিমো বান্দোলো রচিত গল্প-সাহিত্য হইতেই নাকি সেক্সপীয়র তাঁহার ‘রোমিও ও জুলিয়েট’ এবং ‘টুয়েল্ফ্‌ নাইট’ নামক

বিখ্যাত নাটকদ্বয়ের আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

‘রিনাসান্স’-আন্দোলনের জোয়ার ইতালীর সীমা অতিক্রম করিয়া ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর এই আন্দোলন ক্রমশঃ সর্বব্যাপক হইয়া উঠে, ইহার দুর্নিবার আঘাতে সমাজের সকল ক্ষেত্রে নব-জাগরণের চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রিনাসান্স-এর নূতন ভাবধারা মানুষের মনে জাগাইয়া তোলে ব্যক্তিগত ও সত্যাত্মসন্নিহিত, এই আন্দোলন শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতি সকল দিকে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

ইতালীর পরেই ‘রিনাসান্স’-এর প্রবল জোয়ার প্রাবিত করে ফরাসী দেশকে। ইউরোপীয় ‘রিনাসান্স’-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন সাহিত্যিকের অগ্রতম রাবেলাই (*Rabelais*) ফ্রান্সেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই তিনজনের অপর দুইজন হইলেন—স্পেনের ‘ডন কুইক্সোট’ (*Don Quixote*)-এর লেখক মিগুয়েল দা’ চার্ভেন্টিস (*Miguel de Cervantes*) ও ইংলণ্ডের উইলিয়ম সেক্সপীয়র। রাবেলাই আজীবন ধর্মবাজক হইয়াও তৎকালীন দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত গীর্জার তীব্র সমালোচনা করিয়া ‘গার্গান্টিয়া’ (*Gargantua*) ও ‘প্যাণ্টাগ্রুয়েল’ (*Pantagruel*) নামক যে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সাহস, আশাবাদ, মানব-প্ৰীতি ও জ্ঞানানুরাগের উজ্জ্বলতম সাহিত্যিক দৃষ্টান্তসমূহের অগ্রতম। রাবেলাই-এর পরেই দেখা দেন চিরস্মরণীয় প্রবন্ধকার মন্টেন (*Montaigne*)। ‘রিনাসান্স’-যুগে প্রবন্ধের মারফৎ তিনিই প্রথম সন্দেহবাদ (*Scepticism*) ও অজ্ঞেয়তাবাদ (*Agnosticism*) জাগাইয়া তোলেন এবং উহাদের দ্বারা তৎকালীন ফ্রান্সের সামন্তপ্রথা অধঃপতিত গীর্জার দুষ্ট শাসনের কবল হইতে ফরাসী জনগণকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পান।

ওয়ান্টার পেটারের মতে, “মানুষের সকল অভিজ্ঞতা এবং মানুষ এপর্যন্ত যাঁহা কিছু চিন্তা করিয়াছে, তাঁহা সকলই তাঁহার (মন্টেন-এর) প্রবন্ধে রহিয়াছে।”—Walter Pater : *The Renaissance* । ফরাসী ‘রিনাসান্স্’ কেবল প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পিয়ের দা’ রোণসার্দ (Pierre de Ronsaird), যোয়াকিম দু বেল (Joachim du Bellay), রিনি বেলোর (Reni Belleau) মত শ্রেষ্ঠ কবিগণ একের পর এক দেখা দিয়াছিলেন ।

ফ্রান্সের পরেই ‘রিনাসান্স্’-এর প্রবল তরঙ্গ স্পেনের জাতীয় জীবনে এক সর্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই যুগকে বলা হয় ‘স্পেনের স্বর্ণযুগ’, আর সমগ্র ষোড়শ শতাব্দীকে বলা হয় ‘স্পেনের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের যুগ’। ষোড়শ শতাব্দী আরম্ভের পূর্বেই, প্রায় ৮ শত বৎসরের দখলের পর ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে স্পেন মুরদের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহুদীরা বিতাড়িত হইয়াছে, এবং এই বিরাট উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশের জনসাধারণ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন আবিষ্কারকের নব নব দেশ আবিষ্কারের দ্বারা এবং সামরিক শৌর্ঘ্য ও বীর্যে স্পেন তখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্পেনের এই জাতীয় গৌরবই স্পষ্টরূপে পাইল তৎকালীন স্পেনের জাতীয় সাহিত্য ও কলাশিল্পের মধ্য দিয়া। মানব-সমাজের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তির অত্যন্ত মিশুয়েল চার্টেগিস্-এর ‘ডন কুইকজোট’ স্পেনের এই ‘স্বর্ণযুগ’ বা ‘রিনাসান্স্’-এরই অবদান। ইউরোপীয় ‘রিনাসান্স্’-যুগের গৌরব কলাশিল্পী ভেলাসকুয়েজ (Velasquez) তাঁহার অতুলনীয় চিত্রসম্ভার দ্বারা সমগ্র ‘রিনাসান্স্’-যুগ ও স্পেনীয় সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তের ক্ষুদ্র দেশ

হল্যাণ্ড ‘রিনাসান্স্’-যুগের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপের সমগ্র ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনাগুলির দুইটি হল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটিয়াছিল। উহাদের একটি হইল মার্টিন লুথার ও জন ক্যালভিনের নেতৃত্বে ‘ধর্ম-বিপ্লব’ (The Reformation) ও অপরটি হইল পোপ-পরিচালিত খৃষ্টধর্মের সমর্থকগণের দ্বারা ‘ধর্মীয় প্রতিবিপ্লব’ [Reformation দ্রষ্টব্য]। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র হওয়ার পরেই ‘ধর্ম-বিপ্লব’ আরম্ভ হইয়াছিল। তাই ‘বিপ্লবীদের’ সহিত ‘প্রতিবিপ্লবীদের’ বিতর্ক মুদ্রিত আকারে সারা ইউরোপে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই বিতর্কমূলক সাহিত্যের লেখকগণের অগ্রতম ইউরোপের ‘রিনাসান্স্’-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ডেসিডেরিয়াস্ ইরাস্মাস্ (Desiderius Erasmus, 1466-1536) কেবল হল্যাণ্ডেরই নহে, সমগ্র ইউরোপের গর্বের বিষয়। গ্রীক ও ল্যাটিন বিজ্ঞান মহাপণ্ডিত ইরাস্মাস্ ছিলেন ইংলণ্ডের ‘রিনাসান্স্’-যুগের প্রবর্তক ও বিখ্যাত ‘ইউটোপিয়া’ নামক গ্রন্থ-রচয়িতা স্মার মুর-এর পরম স্নহদ। ‘রিনাসান্স্’-যুগে ইউরোপবাসী যে অভূতপূর্ব জ্ঞানপিপাসা ও জ্ঞানাতৃষ্ণা ছিল দেখা দেয়, ইরাস্মাস্ ছিলেন তাহার যোগ্যতম প্রতিনিধি। ইরাস্মাস্-রচিত *The Praise of Folly* ‘রিনাসান্স্’-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের অগ্রতম।

স্মার টমাস মুরকে (Thomas More, 1478-1536) ইংলণ্ডের ‘রিনাসান্স্’-যুগের প্রবর্তক বলা হয়। তিনি সেক্সপীয়রের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইতালীর মহাকবি আরিওস্তো, রাজনীতিবিদ্ মিকিয়াভেলি ও ফ্রান্সের মহাকবি রাবেলাইয়ের সমসাময়িক, তিনি রিনাসান্স্-যুগের আরম্ভেই তরুণ বয়স হইতে গ্রীক ও রোমান গ্রন্থাদি অধ্যয়ন

করেন। ইংলেণ্ডে তিনিই প্রথম প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থের চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর সেই জ্ঞানই তাঁহাকে মধ্যযুগীয় দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। তাই প্লাতোর (Plato) 'রিপাবলিক'-এর ভিত্তিতে তিনি *Utopia* নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে তিনি মধ্যযুগের অধঃপতিত ও দুঃখ-দারিদ্র্যাক্রান্ত সমাজকে অগ্রাহ্য করেন এবং তাহার পরিবর্তে এক শাস্তি-সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ উন্নত সমাজের কল্পনা করিয়া ইংলেণ্ডের হতাশাচ্ছন্ন জনসাধারণের মনে আশার প্রদীপ জ্বালাইবার প্রয়াস পান। টমাস্ মুরের বিদ্রোহ কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এই বিদ্রোহ ইংলেণ্ডের রাজশক্তির বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়। গীর্জার উপর ইংলেণ্ডের রাজার কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া তিনি সরকারী উচ্চপদ ত্যাগ করেন এবং এই অপরাধে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বিদ্রোহ 'রিনাসান্স'-এরই পরিণতি। মুরের *Utopia* 'রিনাসান্স'-যুগের অগ্রতম চিরস্মরণীয় অবদান। ইংলেণ্ডের ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়কগণের অগ্রতম ফ্রান্সিস্ বেকন (Francis Bacon, 1561-1626) এই যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী ও কল্পনামূলক গ্রন্থ '*The New Atlantis*' 'রিনাসান্স'-যুগের শ্রেষ্ঠতম কীর্তিসমূহের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। টমাস্ মুরের *Utopia* হইতেই তিনি *The New Atlantis* রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইংলেণ্ডের রিনাসান্স-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-সাহিত্যের মধ্যে রিচার্ড হাক্লুইট-এর (Richard Hakluyt) *Voyages*, ড্রেক-এর (Francis Drake) রচনাবলী, জন লিলির (John Lyly) স্থললিত ভাষায় লিখিত উপমাবহুল *Euphues* বিশেষ উল্লেখ-

যোগ্য। লিলির এই *Euphues*-ই ইংরেজি ভাষায় প্রথম 'রোমান্টিক' উপন্যাস। ইংলেণ্ডে টমাস্ মুরের রচনাবলী দ্বারা যে 'রিনাসান্স' আরম্ভ হইয়াছিল তাহা রাণী এলিজাবেথ-এর রাজত্বকালে (The Elizabethan Era—45 years, 1558-1603) পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। রানী এলিজাবেথ-এর রাজত্বকাল ইংলেণ্ডের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত ইংলেণ্ডের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

"এলিজাবেথ-এর যুগের 'রিনাসান্স'-এ সর্বাঙ্গের উল্লেখযোগ্য হইল কাব্য সাহিত্যের বিকাশ। 'রিনাসান্স'-যুগস্থলভ দুঃসাহসের মনোভাব, গভীর সৌন্দর্য-স্পৃহা, প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আয়ত্ত-করা নূতন জ্ঞান, ইতালীর 'রিনাসান্স'-যুগের কাব্য—এই সকল হইতেই এলিজাবেথ-এর যুগের কাব্য-সাহিত্য প্রেরণা ও বৈশিষ্ট্য আহরণ করিয়াছিল। সারে-এর আল্ স্মার টমাস্ উইয়াট (Thomas Wyatt), এডমণ্ড স্পেন্সার (Edmund Spencer), সিড্‌নি ফিলিপ (Sidney Philip), উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রভৃতি ছিলেন এ-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। টমাস্ উইয়াটই ইংরেজি ভাষায় প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা (Sonnet) রচনা করিয়াছিলেন। চার্লস্ ল্যান্স-এর কথায় এডমণ্ড স্পেন্সার ছিলেন 'কবিদের কবি' (কবি-গুরু)। মিস্টন, ড্রাইডেন, পোপ ও কীটস্ স্পেন্সারকে তাঁহাদের প্রধান গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। সেক্সপীয়র পূর্বের মত আজিও জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-সাহিত্য রচয়িতা।"

—John Drinkwater : *The Renaissance in Literature.*

ইউরোপীয় 'রিনাসান্স' বিভিন্ন দিকে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

১। মানুষের জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে নূতন ধারণা : 'রিনাসান্স'-যুগ

“মানুষ ও পৃথিবী আবিষ্কারের যুগ”,
জীবনের মূল্য ও পৃথিবীর বিশালতা সম্বন্ধে
মানুষের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ ;

২। **জ্ঞান, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে :** (ক) নতুন ভাষা ও মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন প্রভৃতির ফলে গণশিক্ষার বিস্তার ; (খ) নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণা এবং তাহার ফলস্বরূপ কোপারনিকাস্ কতৃক সৌর-জগত সম্বন্ধে নতুন সত্য আবিষ্কার ও গ্যালিলিও কতৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন ; (গ) দিকনির্ণয় যন্ত্রের উদ্ভাবন ও উহার সাহায্যে আমেরিকা ও উত্তরাংশে অন্তরীপের পথে প্রাচ্য জগতের পথ আবিষ্কার এবং উহার ফলে মানুষের জ্ঞান ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন ; (ঘ) ডাঃ উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) কতৃক ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে দেহের রক্তসঞ্চালনের তথ্য উদ্ঘাটন ও উহার ফলে শরীর-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন ;

৩। **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে :** জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ;

৪। **সামাজিক ক্ষেত্রে :** সামন্তপ্রথার ধ্বংস ও বূর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি ;

৫। **ধর্মের ক্ষেত্রে :** গীর্জার সর্বব্যাপক ক্ষমতার ধ্বংস ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার উদ্ভব এবং খৃষ্টধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন ;

৬। **ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে :** (ক) ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি কতৃক বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্রব্ধ লাভ ; (খ) প্রাচ্য জগতের পথ আবিষ্কারের ফলে ভূমধ্য-সাগরের পরিবর্তে আটলান্টিক মহাসাগরের বাণিজ্যিক প্রাধান্য লাভ ; (গ) স্বর্ণের আবিষ্কারের ফলে আধুনিক মূলধনের সৃষ্টি ও ইহার ব্যবহারের ফলে শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ; (ঘ) আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্ভব ;

৭। সকল দিক হইতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার মৃত্যু ও আধুনিক সভ্যতার জন্ম ।

Indian Renaissance ভারতের নবজন্ম ; ভারতের নবজাগৃতি ; ভারতের পুনরুজ্জ্বল ; ভারতীয় ‘রিনাসান্স’ ।

সামাজিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, ও রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের নবজন্ম অথবা নবজাগৃতি বা ‘রিনাসান্স’। সাধারণতঃ ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়, অর্থাৎ রামমোহন রায়েব সময় (১৭৭৩-১৮৩০) হইতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কতৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ (১৯২১) পর্যন্ত সময় ভারতের নবজাগৃতি বা ‘রিনাসান্স-যুগ’ নামে অভিহিত হয় ।

পটভূমিকা : ভারতীয় ‘রিনাসান্স’-এর পটভূমিকা তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) ইংরেজ-শাসনের পূর্বযুগ, (২) ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগ, ও (৩) রিনাসান্স’-এর পূর্ব প্রস্তুতির সময় ।

(১) **ইংরেজ-শাসনের পূর্ব যুগ :** মোগল-যুগের শেষ ভাগ হইতে ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগ পর্যন্ত সময়ে সমাজ, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, কলাশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে চরম সংকট দেখা দেয় । মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তিম কালে নাদির শাহ, আমেদ শাহ দুরানি প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের ভারত-আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ-শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মোগল-সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় । ইহার অবশুস্ফাবী পরিণতি হইল এই যে, দেড় শতাব্দিক বংশব্রতের অপেক্ষাকৃত শাস্তিপূর্ণ মোগল-শাসনের সময় যতখানি উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যায় এবং ভারতবর্ষ রাজ-নৈতিক, বৈষয়িক ও নৈতিক অধঃপতনের শেষ স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় । ভারতের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙন পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবার সেই সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে ।

(২) **ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগ :** ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির জয়লাভের পর ভারতের সর্বত্র অরাজক অবস্থা চলিতেছিল। কিন্তু ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ লর্ড বেন্টিক গভর্নর জেনারেল রূপে শাসনকার্য আরম্ভ করিবার সময় হইতে ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও ভারতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। উহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য : (ক) সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে দাসপ্রথার অবসান, (খ) গ্রেট ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে উদার-নৈতিক দলের শাসন-ক্ষমতা লাভ, (গ) 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদে ভারতীয়দের জন্ম সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা লাভের ব্যবস্থা, (ঘ) ব্রিটিশ শাসকগণ কর্তৃক ভারতে উন্নত ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও ভারতীয়গণকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৩) **'রিনাসান্স'-এর পূর্ব-প্রস্তুতির সময় :** ভারতীয় জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মানবহিতবাদী ইংরেজ-পাদরীদের দ্বারা বাংলা দেশে খৃষ্টীয় মিশন প্রতিষ্ঠা, পাদরী উইলিয়াম কেরীর উত্তোগে শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন ও চার্লস উইল্কিন্সন-এর দ্বারা ছাপাখানার জন্ম প্রথম বাংলা অক্ষরের উদ্ভাবন; বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু-সাহিত্যের ইংরেজী অনূবাদ ও মুদ্রণ; বঙ্গীয় সমাজে একটি পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অভিজাত-শ্রেণী ও একটি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি; সর্বশেষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, বিশেষতঃ যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার" আদর্শের প্রভাব। এই সকল ঘটনা বঙ্গদেশ হইতে ভারতীয় 'রিনাসান্স'-আন্দোলন আরম্ভের পথ প্রস্তুত করে।

"ভারতীয় 'রিনাসান্স' ইংরেজ-শাসনের

সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভবের পর এবং প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের ফল হিসাবেই ভারতে 'রিনাসান্স'-আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আধুনিক ভারত ইহার সবকিছু লাভ করিয়াছে এই 'রিনাসান্স' হইতে। ইহা প্রথমে দেখা দিয়াছিল জ্ঞানম্পৃহা ও চিন্তা-শীলতার জাগরণ হিসাবে, এবং ইহা আমাদের সাহিত্য, শিক্ষা, চিন্তা, কলাশিল্প প্রভৃতির উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পরবর্তী যুগে ইহা এক বিরাট নৈতিক শক্তি লইয়া দেখা দেয় এবং আমাদের সমাজ ও ধর্মের ব্যাপক ও গভীর সংস্কার সাধন করে। আরও পরে, তৃতীয় যুগে ইহার ফলে আরম্ভ হয় ভারতের আধুনিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন।"

—Sir Jadunath Sarkar : *India Through Ages*.

এইভাবে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার সংমিশ্রণের ফলে "ভারতের আকাশে এক নূতন উষার আলোক ফুটিয়া উঠিল, সেই আলোকের উজ্জল ছটায় ভারতীয় সমাজের দীর্ঘ অন্ধকার যুগের অবসান সূচিত হইল"—(C. F. Andrews : *Indian Renaissance*)। ইহার ফলে প্রাচীন হিন্দু-সাহিত্য ও শিল্পকলা পুনরুজ্জীবিত হইতে লাগিল, প্রাচীন ও নবীনের সংমিশ্রণে নূতন ও উন্নত ভাবাদর্শ ও ধর্মের সৃষ্টি হইল, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন নূতন আন্দোলন দেখা দিল এবং এই সকল মিলিয়া ভারতবর্ষে এক নব জীবনের—নব সভ্যতার গোড়া পত্তন হইল। ইহা হিন্দু-সভ্যতাও নহে, বা মুসলমান-সভ্যতাও নহে, ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা—ভারতের জাতীয় সভ্যতা।

ভারতীয় 'রিনাসান্স'-এর আরম্ভ বাংলা দেশ হইতে এবং নব নব কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্য

দিয়া ইহার উদ্বোধন করেন যুগশ্রষ্টা রাম-মোহন রায়।

বাংলার নবজাগৃতি বা ‘রিনাসান্স’:

বাংলা দেশ হইতেই যে ভারতীয় ‘রিনাসান্স’-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। বাংলার নবজাগৃতি বা ‘রিনাসান্স’ বাংলা দেশের তৎকালীন অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থারই অবশুজ্ঞাবী ফল, একটা গভীর সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি।

প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাংলা দেশেই ইংরেজ-শাসকশক্তি দ্বারা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের মধ্যে বাংলা দেশের শহরের মানুষই প্রথম উন্নত ইংরেজ-সভ্যতার স্পর্শ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ-সৃষ্ট নূতন জমিদারগোষ্ঠী বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষ স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইজারা প্রভৃতি ব্যবসায়-সম্পর্কের মধ্য দিয়া একটি শিক্ষিত বিত্তশালী সম্প্রদায়ও (যেমন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর) বঙ্গীয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। এই উভয় সম্প্রদায় লইয়া গঠিত নূতন অভিজাতশ্রেণী একটা নূতন শক্তি রূপে বঙ্গীয় সমাজে আবির্ভূত হইল। ইহার ইংরেজ-শাসক-শক্তির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইলেও ইহাদের চরিত্র ও সামাজিক ভূমিকা ছিল ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতবর্গের চরিত্র ও সামাজিক ভূমিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের অভিজাত-বর্গের চরিত্র ও সামাজিক ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল—সমাজ-প্রগতির পক্ষে প্রধান বাধাস্বরূপ। আর বঙ্গীয় সমাজের এই নূতন অভিজাতশ্রেণী কর্মোপলক্ষে শাসকশ্রেণী-বাহিত উন্নত ইংরেজ-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সর্বপ্রথম যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ও উন্নত ইংরেজ-সভ্যতার স্বাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। অপর দিকে, ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠীর ক্রুপায়

এই অভিজাতশ্রেণী সমাজের অর্থ নৈতিক নেতৃত্ব লাভ করিলেও ইহাদের সামাজিক নেতৃত্ব লাভে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তৎকালীন বাংলার গলিত ও অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও ইহার রক্ষক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সর্বব্যাপী প্রভুত্ব। ইহাদের ‘সৃষ্ট অসংখ্য বন্ধন ও বাধা-নিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ তৎকালীন সমাজের মানুষের প্রাণ হইয়াছিল গুটাগত, ব্যক্তিসত্তা, স্বাধীন চিন্তা-শক্তি, উন্নত শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি প্রচলিত শিক্ষা ও শাস্ত্রচর্চার স্বযোগ-স্ববিধা পর্যন্ত ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত। সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকামী নূতন অভিজাতশ্রেণীর বিদ্রোহ ধীরে ধীরে দানা বাধিয়া উঠিতে থাকে।

ঠিক এই সময় দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুর হইতে উইলিয়াম কেরী ও মার্শম্যানের নেতৃত্বে খৃষ্টান-মিশনারীগণ পৌত্তলিকতা ও অসংখ্য প্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাংলা দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধর্মের আলোক-বতিকা প্রজ্জ্বলিত করিবার প্রয়াস পাইলেন। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য এবং দেশীয় ভাবধারা ও শিক্ষার মিশ্রণে এক নূতন শিক্ষা, নূতন ধর্ম ও নূতন সংস্কৃতির আলোক-বতিকা হস্তে বঙ্গীয় সমাজে আবির্ভূত হইলেন রামমোহন রায়। “এই দুই আলোক-বতিকা মিলিত শিখার উজ্জল রশ্মিচ্ছটায় দীর্ঘ কালের অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বঙ্গীয় সমাজে নূতন উষার আলোক ফুটিয়া উঠিল।” ইহার পর হইতে আরম্ভ হইল বাংলার নবজাগৃতি বা ‘রিনাসান্স’-আন্দোলন—নূতন বাংলায় উন্নত শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টির শত বর্ষব্যাপী সংগ্রাম।

এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাংলা দেশে সাংস্কৃতিক জাগরণ আরম্ভ হয়। কেরী প্রভৃতি খৃষ্টান মিশনারী, রামমোহন রায় প্রভৃতি নব ধর্ম ও ভাবের প্রচাৰ ও সমাজ সংস্কারক ; বিদ্রোহাত্মক ভাবধারার প্রচারক ডিরোজিও, রিচার্ডসন প্রভৃতি অধ্যাপক ; বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের দেশীয় ও বিদেশী রচয়িতাগণ ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মের নায়কগণ ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণ ; ওয়াহাবী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি ব্যাপক গণ-সংগ্রাম ; মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি নতুন কাব্য রচয়িতাগণ ; দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নাট্যকার ; বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঔপন্যাসিক ; হরিশ্চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জাতীয় চেতনার অগ্রদূত ; বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি ‘নব হিন্দু-মানবতাবাদী’-এর প্রতিষ্ঠাতাগণ ; স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলনের প্রচাৰ ও নায়কগণ নতুন নতুন ভাব ও আদর্শ, নতুন নতুন সাহিত্য, নতুন নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া বাংলার সেই নব জাগরণকে এক গভীর ও ব্যাপক সংগ্রামে পরিণত করেন। ইহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রভাবে প্রভাবিত এবং মানবতাবাদের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। এই যুগপ্রচেষ্টাগণের দ্বারা সেই মহাবিপ্লবের মুক্তির বাণী বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন রূপে প্রচারিত হইবামাত্র বাংলার নতুন অভিজাত ও মধ্য শ্রেণীর অগ্রগামী দল প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলেন।

সেই মুক্তি-বাণীর যাদুস্পর্শে বাংলার প্রতিভা দীর্ঘকালের স্তম্ভি হইতে জাগরিত হইয়া বহুমুখী সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বৈদেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও বিদ্রোহীরা অধঃপতিত সমাজের বন্ধন হইতে মুক্তি

লাভের আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা গলিত হিন্দু-সমাজের সবকিছু বর্জন করিয়া ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় সমাজের সব-কিছুকেই একমাত্র সত্য ও আদর্শ হিসাবে বরণ করিলেন। দেশের শিক্ষিত অংশের মুখপাত্র হিসাবে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও-পরিচালিত বিদ্রোহী ছাত্র-সমাজ (‘ইয়ং বেঙ্গল’ দল) প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত দুঃখবাদ ও কর্মফল-তত্ত্বের পক্ষে নিমজ্জিত সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস পদদলিত করিয়া ধ্বনি তুলিলেন : “যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই ধ্বংস কর, নতনের প্রতিষ্ঠা কর।”

এই মতবাদ অতি উগ্র বলিয়াই তৎকালীন অনগ্রসর সমাজের সহিত সামঞ্জস্যহীন হওয়ায় ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা দিল সমন্বয়বাদ। নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় সাধন করিয়া নতুন নতুন আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার জোয়ার বহিতে লাগিল, নতুন নতুন সংস্কার-মূলক আন্দোলন দেখা দিল। একে একে দেখা দিল ধর্ম-শিক্ষা-সমাজের গঠনমূলক অগ্রগতির নব নব আদর্শ। ইহার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিল রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম, বিদ্যাসাগরের সংস্কার-মূলক কর্ম-প্রচেষ্টা, সকল ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত মানবত্ব ধর্মের বাণী লইয়া দেখা দিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের ‘নব হিন্দুবাদ’। আর শেষ পর্যন্ত সর্বব্যাপক জাগরণের অবশ্যসম্ভাবী পরিণতি হইল জাতীয়তাবাদে। এতদিন সংস্কৃতি-আন্দোলন দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়া কেবল শহরের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ক্রমশঃ তাহা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া দেশব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিণত হইয়া দেশের কোটি কোটি মানুষকেও বাংলা তথা ভারতের নবজাগৃতির সংগ্রামে টানিয়া আনিল এবং সেই সংগ্রামকে সামগ্রিক রূপ দান করিয়া সার্থক করিয়া তুলিল।

বুবিবার স্মৃতিধার জন্ম শতবর্ষাধিক কাল-ব্যাপী নবজাগৃতির আন্দোলনকে দুইভাগে

ভাগ করা যাইতে পারে : (ক) নব নব চিন্তা ও আদর্শ সৃষ্টির দিক হইতে, (খ) সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টার দিক হইতে। এই দুই ভাগকে একত্রে পাঁচটি অংশে ভাগ করিয়া নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইল :—

(১) খৃষ্টীয় যুগ : ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

খৃষ্টান মিশনারী-সম্প্রদায় কর্তৃক বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম আমদানি এযুগের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন, বাইবেল-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ, দেশীয় ভাষার মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে স্কুল ও কলেজ স্থাপন এবং তাহাদের উত্তোগে দেশীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক রচনা প্রভৃতি এযুগের প্রধান ঘটনা।

(২) ইংরেজী শিক্ষার প্রচার আরম্ভের যুগ : ১৮১৬ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ডেভিড হেয়ার কর্তৃক বহু ‘বাংলা স্কুল’ প্রতিষ্ঠা, রামমোহন-ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির উত্তোগে ‘হিন্দু কলেজ’ (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা, (১৮১৬) ডেভিড হেয়ার কর্তৃক বর্তমান ‘হেয়ার স্কুল’ (১৮১৮), শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা বহু ‘বাংলা স্কুল’ এবং ‘শ্রীরামপুর কলেজ’ (১৮১৮), রামমোহন রায় কর্তৃক ‘বেদান্ত কলেজ’ (১৮২৫), ‘স্কটিশ এডুকেশনাল মিশন’ কর্তৃক ‘স্কটিশ চার্চ কলেজ’ (১৮৩০) প্রতিষ্ঠা, উইলিয়াম কেরী, রামমোহন প্রভৃতির উত্তোগে বিভিন্ন প্রকার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির উত্তোগে ‘স্কুল-বুক সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা; এবং রামমোহন, কেরী প্রভৃতি দ্বারা কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশ—এই সকল হইল এ-যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

(৩) সমাজ সংস্কারের যুগ : ১৮৩০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। রামমোহন কর্তৃক সতীদাহ-প্রথা বিরোধী আন্দোলন ও

ইংরেজ-শাসকগণের দ্বারা সতীদাহ-প্রথা অবসানকল্পে আইন প্রণয়ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, বিধবা-বিবাহের প্রচলন এবং বাল্য-বিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়ন প্রভৃতি এই যুগের প্রধান ঘটনা।

(৪) নব হিন্দুবাদ : ১৮৫০ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ব্রাহ্মধর্মের প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে ‘নব হিন্দুবাদের’ অভ্যুদয় এই সময়ের প্রধান ঘটনা। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের যে গোড়ামি ও অধঃপতনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম এক সময়ে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই সময়ে সেই ব্রাহ্মধর্মেরই গোড়ামি ও আতিশয্যের অবশুস্তাবী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবধারার সমন্বয়ের ভিত্তিতে ‘নব হিন্দুবাদের’ অভ্যুদয় হয়। বিশ্বজনীনতা, মানবতা ও গণ-আবেদন এই ‘নব হিন্দুবাদের’ মূল কথা। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বিবাহ-বিষয়ক আইন ও ঐ বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ নামক সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ এই ‘নব হিন্দুবাদের’ সূচনা করে। দেশ ও মহামানবের সেবার মস্ত্রে উদ্বুদ্ধ ‘নব হিন্দুবাদ’ ব্রাহ্মধর্মের প্লাবনে বাধা দিয়া বঙ্গীয় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ‘নব হিন্দুবাদ’ মানবীয় ধর্ম, দুর্গত মানবের সেবা ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করে।

(৫) জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক আন্দোলন : ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে এই যুগের আরম্ভ হইলেও বাংলা তথা ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলা ও সমগ্র ভারতের নবজাগৃতির বিভিন্ন ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। ভারতীয় ‘রিনাসান্স’-এর উদ্বোধনকারী রামমোহনকেই ভারতের রও প্রথম হোতা বলি যায়।

তাহার দ্বারা প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে ও জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিবার উদ্দেশ্যে অল্পাধিক বিভিন্ন সময়ের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ জাতীয় চেতনার স্ফূরণ দেখা দেয়। ১৮৩০-৭০ খৃষ্টাব্দের ওয়াহাবী বিদ্রোহ; ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রা জে লাল মিত্র-রামগোপাল ঘোষ-প্যারীচাঁদ মিত্র-হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'; ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'A Society for the Promotion of National Glory and National Sentiment'; নবগোপাল মিত্র-রাজনারায়ণ বসু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'দেশপ্রেমিক সঙ্ঘ' (Patriot's Association); নবগোপাল-রাজনারায়ণ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা' বা 'চৈত্রমেলা'; আনন্দমোহন বসু-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাত্র-সমিতি; স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-শিবনাথ শাস্ত্রী-আনন্দমোহন বসু-দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত-সঙ্ঘ' (Indian Association), 'ভারত-সঙ্ঘ' কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের 'মুদ্রায়ত্ত-আইন' ও 'অস্ত্র-আইন'; ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের 'ইলবার্ট-বিল' প্রভৃতি উপলক্ষে দেশব্যাপী আন্দোলন; 'ভারত-সঙ্ঘ' কর্তৃক ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে 'জাতীয় তহবিল' গঠনের আন্দোলন; ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'ভারত-সঙ্ঘ' কর্তৃক আহৃত 'নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন' (All India National Conference)—এই সকল প্রচেষ্টা ও বঙ্গদেশের বাহিরে এই প্রকার বহু প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি; ১৯০৫

হইতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন—বৈদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলনও অরবিন্দ ঘোষ-বিপিন পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে চরম-পন্থী সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনকে বহুদূর আগাইয়া লইয়া যায়।

ভারতীয় নবজাগৃতির বিভিন্ন ধারা

ভারতের নবজাগৃতি বা 'রিনাসান্স'-এর ইতিহাস প্রধানতঃ বাংলা দেশের নব-জাগৃতির ইতিহাস হইলেও ইহার নব ভাবধারার প্রভাব বাংলার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন স্থানে নবজাগৃতির আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। বাংলার বাহিরের নবজাগৃতির আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক জাগরণের ক্ষেত্রে।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে :

(ক) **আর্থ-সমাজ**—নবজাগৃতির যুগের অগ্রতম প্রধান ধর্মমত ও ধর্মীয় সংস্থা 'আর্থ-সমাজ'। সামাজিক গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার দিক হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের পরেই ইহার স্থান। পূর্বেই বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র উদারনৈতিক ব্যাখ্যার মারফত প্রাচীন হিন্দুধর্মের ব্যাপক সংস্কারের ভিত্তিতে 'নব হিন্দুবাদ' গড়িয়া তোলার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই একই উদ্দেশ্য লইয়া পঞ্চাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে আর্থ-সমাজ স্থাপন করেন। বাংলা দেশের ব্রাহ্ম-সমাজের মতই আর্থ-সমাজ ভারতের ধর্ম ও সমাজ বেদের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ উহার উপনিষদের আদর্শ কেবল শহরাঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল, আর আর্থ-সমাজ উত্তর-ভারতের জনসাধারণের মধ্যে নিজে এক অংশতঃ স্প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ অপেক্ষা আর্থ-সমাজের গণভিত্তি ছিল বহু গুণ বেশী। আর্থ-সমাজ ও ব্রাহ্ম-সমাজের মতই পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া হিন্দু-সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিল। আর্থ-সমাজের আদর্শ প্রধানতঃ দুইটি কারণে উত্তর-ভারতের সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণীয় হইয়াছিল : (১) ইহার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বেদের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ছিল উত্তর-ভারতের হিন্দু জনসাধারণের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যসম্মত ; (২) ইহার আদর্শ ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ অপেক্ষা সাধারণের নিকট অধিকতর সহজবোধ্য। এই দুই কারণে প্রচলিত হিন্দু-সমাজ এবং ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক ও ধর্মীয় বিদ্রোহ হিসাবে ব্রাহ্ম-সমাজ অপেক্ষা আর্থ-সমাজ সেই সময়ে অধিকতর সাফল্য অর্জনে সক্ষম হইয়াছিল।

হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুধর্মের পূর্ণ সংস্কার সাধনই ছিল আর্থ-সমাজের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত আর্থ সমাজ নিম্নোক্ত-রূপ আদর্শ প্রচার করে : (১) পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া মূল বৈদিক একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা এবং বেদকেই সকল সত্যের একমাত্র উৎস বলিয়া গ্রহণ ; (২) বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার সামাজিক আচার, নিয়ম, সংস্কার ও গোঁড়ামির উচ্ছেদ করিয়া বেদ ও উপনিষদে বর্ণিত সরল আদর্শে হিন্দু-সমাজের পুনর্গঠন ; স্ত্রী-পুরুষ ও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে বেদ অধ্যয়নের স্বযোগ দান ; জাতিভেদের বিলোপ সাধন ; বাল্য-বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ ; বিধবা-বিবাহের ব্যাপক প্রচলন ; ইত্যাদি। এই আক্রমণমুখী আদর্শ লইয়া আর্থ-সমাজ সেই সময়ে সমগ্র উত্তর-ভারতে এক বিরাট জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিল।

আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রেও আর্থ-সমাজের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। বাংলা-দেশের বাহিরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আর্থ-সমাজ অগ্রতম পথপ্রদর্শক। বালক-বালিকাদের শারীরিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও

মানসিক বিকাশের জন্ত উন্নত শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ‘শুষ্ককুল’ ও ‘আর্থ-কল্যাণ বিদ্যালয়’ আজিও আর্থ-সমাজের সেই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

(খ) বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ-মিশন : পরবর্তী কালের গোঁড়ামি ও আতিশয্যের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ এবং হিন্দুসমাজের প্রচলিত রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিবার ফলে আর্থ-সমাজ শিক্ষিত হিন্দুদের নিকট অগ্রাহ্য হইল। অত্যাধিক এই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অত্যাধিক কারণে ইংরেজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিরোধিতা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছিল। এই জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠে ‘নব হিন্দুবাদ’কে ভিত্তি করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ পূর্বেই বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সাধন করিয়া মানবীয় ধর্মের (Humanism-এর) ভিত্তিতে যে ‘নব হিন্দুবাদ’ (Neo-Hinduism) গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাই এবার শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়কে নব জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের পথে চালিত করিল। এই জাতীয়তাবাদী নবজাগরণের প্রধান নায়ক হইলেন রামকৃষ্ণের সর্বপ্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া নিজেকে নব্য ভারতের নেতৃপদে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন। রামকৃষ্ণের শিক্ষাকেই আরও সরল রূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্বনি তুলিলেন : “মানবতার সেবাই ঈশ্বরের সেবা, প্রকৃতধর্ম।” মানবীয় ধর্মের এই মূলনীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতব্যাপী ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ স্থাপন করেন। এক মহান সার্বজনীন আদর্শ ও মানব-সেবার ব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ এমন একটি সুশিক্ষিত সর্বভাষী সন্ন্যাসিদল গঠনে আত্মনিয়োগ করে যে সন্ন্যাসিদল হিন্দু-

সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের উচ্ছেদ করিয়া জনসাধারণকে মানবীয় ধর্ম ও প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গভীর দেশপ্রেম এবং জাতীয় জাগরণে সক্রিয় আগ্রহের দ্বারা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করেন।

(গ) আহম্মদিয়া আন্দোলন : ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মির্জা গোলাম আহম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন। মির্জা আহম্মদ মুসলমানদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ‘দ্বিতীয় ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ’ বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন। গোড়া মুসলমান-গণ তাঁহাকে ‘দ্বিতীয় ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ’ বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও এবং তাঁহার এই মত প্রচারে নানারূপ বাধা সৃষ্টি করিতে থাকিলেও আহম্মদিয়া আন্দোলন উত্তর-ভারতে দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষে পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমান মির্জা আহম্মদের শিষ্ণু গ্রহণ করে।

এই ধর্মমত মূলতঃ গোঁড়া মুসলমানদের মতের অল্পরূপ হইলেও ইহা ভারতের বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতিকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বা অবতার বলিয়া স্বীকার করিত। এইভাবে এই আহম্মদিয়া আন্দোলনের মধ্যে অংশতঃ বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় ঘটে। কর্মপন্থা হিসাবে এই ধর্মমত অস্ত্রের সাহায্যে মুসলমানদের ধর্ম প্রচারের চিরাচরিত প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তি ও ‘দৈববাণী’-প্রচারকেই ধর্মপ্রচারের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত, এই আন্দোলন ব্রাহ্ম-ধর্ম, ‘নব হিন্দুধর্ম’ প্রভৃতি প্রগতিশীল আন্দোলনের মতই ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমর্থক ছিল। এই সকল কারণে এই

আন্দোলন ভারতের অস্বাভাবিক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এইভাবে ধর্ম ও বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে আহম্মদিয়া আন্দোলন একটি সংস্কারপন্থী আন্দোলনরূপে উত্তর-ভারতের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সমাজ-সংস্কার

ধর্মসংস্কারের মত সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও রামমোহন রায়ই ছিলেন প্রথম প্রদর্শক। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম-সমাজই এই সংস্কার-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তখন হইতে প্রায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য-সমাজের উদ্যোগে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও বিধবা-বিবাহের জন্ম এবং জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালিত হয়। বিধবা-বিবাহ প্রথমে ব্রাহ্ম-সমাজেই প্রচলিত হয় এবং পরে প্রধানতঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ‘বিধবা-বিবাহ আইন’ বিধিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের আর একটি মূল নীতি ছিল ‘অসবর্ণ বিবাহ’। প্রধানতঃ এই সমাজের চেষ্টার ফলেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহাতে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করে, ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক বালিকাদের ও ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, যে-কোন বয়সের হিন্দু বিধবাদের বিবাহের অধিকার দান করা হয় এবং কয়েকটি শর্তে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারও স্বীকৃত হয়।

উন্নত শিক্ষার বিস্তার

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের মূলে প্রধানতঃ দুইটি কারণ ছিল : (১) উন্নত শিক্ষার জন্ম অভিজাত ও

মধ্য-শ্রেণীর আগ্রহ; (২) সরকারী ও সওদাগরী অফিসের কার্যের জ্ঞাত ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদের চাহিদা মিটাইবার জ্ঞাত ইংরেজ-সরকার ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করে। ইংরেজী শিক্ষার মারফত ভারতীয়গণ দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরাট সাফল্যের সন্ধান লাভ করে। বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের জ্ঞাত একদিকে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারিগণ কর্তৃক এবং অপর দিকে রামমোহনের নেতৃত্বে বিশিষ্ট বাঙ্গালিগণ কর্তৃক যে আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ (১৮১৬), শ্রীরামপুরে ইংরেজী কলেজ (১৮১৮) এবং বর্তমান 'হেয়ার স্কুল' (১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময় অগ্রগত প্রদেশেও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে এবং এই প্রকার কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে; যেমন- বোম্বাইয়ে 'এলফিন্‌স্টোন কলেজ' (১৮২৭), 'উইলসন স্কুল' ও 'কলেজ' (১৮৩৪) এবং মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ ক্রিস্টিয়ান কলেজ' (১৮৩৭)। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার কেবল বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সরকারী ও সওদাগরী অফিসসমূহে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয় কর্মচারীর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-সরকারও এই বিষয়ে তৎপর হইয়া উঠে। আধুনিক ভারতের শিক্ষাবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাসে বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত-সরকার কর্তৃক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পরেই 'বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়' এবং ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যেই অগ্রগত প্রদেশেও একটি করিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ক্রমশঃ ইহার দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আধুনিক ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ 'বিশ্ববিদ্যালয়-আইন'-এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃত্ব ভারত-সরকারের হস্ত হইতে প্রাদেশিক সরকারের হস্তে গুস্ত হইবার পর হইতে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ইহাও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহা ভারতীয় 'রিনাসান্স'-আন্দোলনেরই অবশুস্তাবী পরিণতি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে 'রিনাসান্স'-আন্দোলনের যে সকল ধারা প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া বহিয়া আসিয়াছে, সেই সকল ধারারই অবশুস্তাবী পরিণতি হইল জাতীয় কংগ্রেস। ভারতীয় 'রিনাসান্স'-আন্দোলনের প্রথম হইতে ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা' ধ্বনির অমোঘ প্রভাবে ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। সেই বীজ ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস নামক বিশাল মহীৰুহে পরিণত হইল।

কংগ্রেসের জন্মের পর প্রথম দিকে ইহার প্রধান নেতৃত্বের সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবের ফলে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে ভাগ হইয়া যায়। সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশে চরমপন্থী সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ইহার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের 'বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন' উপলক্ষে বাংলাদেশেও চরমপন্থী সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করে এবং

পাঞ্জাবেও ইহা ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয়। এই সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামই ছিল তখন হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একমাত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন নায়কের আবির্ভাব ঘটে। ইনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধী জি র নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে—সেই যুগ হইল কংগ্রেসের জনযুগ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ঐতিহাসিক গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জন-সাধারণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ‘রিনাসান্স’-আন্দোলনও নিশ্চিত রূপে চরম বিকাশের-দিকে অগ্রসর হয়।

নূতন ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম :

বাংলা দেশে ‘রিনাসান্স’-আন্দোলন আরম্ভের পূর্বে প্রকৃত বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠে নাই বলিলেই চলে। তখন ইহা ছিল প্রধানতঃ পয়ার-কবিতার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। ‘রিনাসান্স’-আন্দোলনের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাষা ও নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির আন্দোলনও আরম্ভ হয়। এই আন্দোলন উইলিয়াম কেরী ও রামমোহন রায় কর্তৃক আরম্ভ হইয়া রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্য-সৃষ্টির আন্দোলনকে মোটামুটি নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) প্রথম যুগ বাংলা ভাষার গোড়া পস্তনের যুগ। কেরী সাহেবের উদ্যোগে কৃত *Book of Dialogue* (১৮০১), *Bengali Grammar* (১৮০১), ‘বাংলা অভিধান’ (১৮২০), প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সমাচার দর্পণ’ (১৮১৮); কেরীর সহযোগী মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানলঙ্কার কর্তৃক প্রথম বাংলা গল্প সৃষ্টির প্রচেষ্টা (১৮০২-১৮১৭); ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রামমোহন কর্তৃক কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, বাংলা গল্পে লিখিত সমালোচনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি, সাপ্তাহিক পত্র ‘সংবাদ

কৌমুদী’ প্রকাশ (১৮২১), ইংরেজী গ্রামারের অনুকরণে ‘বাংলা গ্রামার’ রচনা (১৮২৬); কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক ‘সংবাদ প্রভাকরের’ প্রকাশ (১৮৩৯); *Society for the Promotion of the Bengali Language and Learning*-এর প্রতিষ্ঠা; অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্য নূতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম ও জয়যাত্রা ঘোষণা করে।

(২) দ্বিতীয় যুগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের যুগ। এই যুগ আরম্ভ হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘শকুন্তলা’, ‘সীতার বনবাস’, ‘বর্ষপরিচয়’ প্রভৃতি দ্বারা। ইহার পর প্রচলিত রীতিনীতি ও ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী লইয়া একে একে দেখা দিল মাইকেল মধুসূদনের অমর রচনাসম্ভার। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও ‘মেঘনাদ-বধ’ মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়া মধুসূদন বাংলা কাব্যের মারফত ‘রিনাসান্স’-অভিমানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিলেন। তাঁহার ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক (১৮৫৯) বাংলা ভাষায় প্রথম আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের জন্ম ঘোষণা করিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন কর্তৃক প্রথম বাংলা চতুর্দশপদী কবিতার (Sonnet-এর) প্রবর্তনে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বিপ্লবের সূচনা হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নূতন পথ দেখাইল। দীনবন্ধু মিত্রের ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নাটকসমূহ ও তাঁহার অবিশ্বরণীয় কীর্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্যের দিক পরিবর্তনের সূচনা করিল। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে চালিয়া সাজাইলেন এবং উপন্যাস-সৃষ্টির এক নূতন পথ দেখাইলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক ঐতিহাসিক উপন্যাস। ‘কপাল-

কুণ্ডলা', 'বিশ্ববন্ধ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় সাংস্কৃতিক উপগ্রাসের নতুন ধারা প্রবর্তন করিলেন। বঙ্কিমের মাসিক 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) বাংলা ভাষায় প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত' বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব চরিত্র-সৃষ্টি। ইহার মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব মানবতাবাদী নব হিন্দুধর্ম ও স্বদেশভক্তির নতুন আদর্শ প্রচার করিলেন। সাধারণ মানুষ ও কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর দরদে পূর্ণ 'সাম্য' নামক রচনাবলী প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ স্থাপন করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ও উহার অন্তর্ভুক্ত 'বন্দ্যোপাধ্যায়' গান পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনে গভীর প্রেরণার উৎস হইয়া রহিল। ইহার পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সমাজের সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য এক নতুন ভাষা প্রচলনের প্রয়াস পান এবং তাহারই ফলস্বরূপ প্যারীচাঁদ 'টেকচাঁদ ঠাকুরের' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের তুলসী' (১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ 'ছতোয় প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২) রচনা করেন। কিন্তু বঙ্কিমের অভিনব রচনা-পদ্ধতির প্রভাবে তাঁহার সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের শ্রেষ্ঠ কীর্তি উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় মহাভারতের নতুন অলুপদ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনলাভ করিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মিনী কাব্য), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রক্তসংহার কাব্য) ও নবীনচন্দ্র সেন (পলাশীর যুদ্ধ কাব্য) দৃষ্ট স্বদেশভক্তির নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। অতীতের রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস রচনার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ঐতিহাসিক গবেষণার নতুন পথ প্রদর্শন করেন। নাট্যকার ও অভিনেতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ নাট্য-সাহিত্য ও বাংলা রঙ্গক্ষেত্রে নতুন রূপে গড়িয়া তোলেন। মুসলমান কবি ও

উপগ্রাসিক মীর মোসারফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু', 'জমিদার-দর্পণ' প্রভৃতি রচনা 'রিনাসান্স'-যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি।

(৩) বাংলা সাহিত্যে 'রিনাসান্স'-এর তৃতীয় যুগ 'রাবীন্দ্রিক যুগ'। ইতিপূর্বে মাইকেল মধুসূদন কাব্যের ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র উপগ্রাস ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এবং দীনবন্ধু নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে তিনটি নতুন ধারা আনয়ন করিয়াছিলেন, এবার সেই ত্রিধারার সমন্বয়ে নবগঠিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া এবং উহার মারফত জাতীয় জীবনে এক সর্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া বাংলা দেশে রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব হইল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে স্বদেশ-ভক্তিমূলক কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। তাহার পর হইতে ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প ও উপগ্রাস প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে বাংলা তথা ভারতের নবভাবের গুরু, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকের পদে স্থাপিত করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া অসংখ্য কবিতা-গান-প্রবন্ধের মারফত এক মহাবাণী ভারত ও বিশ্বসভায় প্রচার করিয়াছেন। সেই মহাবাণী হইল পাশ্চাত্য দর্শন ও সংস্কৃতি এবং ভারতের উপনিষদের সংমিশ্রণে রচিত বিশ্ব-মানবের মিলন-মুক্তি-শান্তি-সংস্কৃতির বাণী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই মহাবাণী প্রচারের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন' (১৯০১) ও 'বিশ্ব-ভারতী'। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নোবল-পুরস্কারের সম্মান দ্বারা বিশ্ববাসী তাঁহার এই নতুন বাণীকে বিশ্ব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বরণ করিয়া লয়।

'রিনাসান্স'-আন্দোলন পূর্বেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নতুন সৃষ্টির চাকল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এবার রবীন্দ্র-প্রতিভার সাক্ষ্য অগ্রাগ্র প্রদেশের জাগরণকেও স্বীকৃত

করিয়া তুলিল। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যেও নব জাগরণের তরঙ্গ উঠিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপস্থাপিত প্রভৃতির অনুকরণে নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হইতে লাগিল। এইভাবে ভারতীয় সাহিত্যের জন্ম হইল। এই নতুন সাহিত্যের সহিত সমান তালে আগাষ্টয়া চলিল ভারতের জাতীয় আন্দোলন। এই নতুন সাহিত্য ও জাতীয় আন্দোলন পরস্পরকে নতুন শক্তি দান করিয়া সুপুষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। আর এইভাবে শতাধিক বর্ষব্যাপী ‘রিনাসান্স’-আন্দোলনের মধ্য দিয়া মধ্যযুগের গলিত ও মুমূর্ষু ভারতের পরিবর্তে দেখা দিল সকল দিকে অগ্রসরমান আধুনিক ভারত।

Rent : জমির খাজনা।

প্রচলিত অর্থনীতিতে, যে-জমি উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে সেই জমির (প্রাকৃতিক সম্পদের) মালিকের আয়কেই ‘খাজনা’ বলা হয়। এই অর্থনীতি অনুসারে, যে চারিটি বিষয়ের একত্র সমাবেশের ফলে উৎপাদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, জমি তাহাদের মধ্যে একটি ; অল্পগুলি হইল শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। ভিন্ন কথায়, খাজনা কথ্যটি দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ (জমি—Land) হইতে যে বিভেদাত্মক সুবিধা (Differential Advantage) লাভ করা যায় তাহা বুঝায়। এইরূপ অনেক জমি আছে যাহাতে চাষবাস করিয়া কেবল খরচটুকুই উঠে, তাহার বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে, এই সকল জমি হইতে কোন খাজনা পাওয়া যায় না। এই প্রকার জমি অপেক্ষা ভাল জমির চাষের দ্বারা খরচ উঠিয়াও কিছু উদ্ধৃত থাকে, সেই সকল ভাল জমি হইতেই খাজনা পাওয়া যায়।

Ricardian Theory of Rent : খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর মত।

খাজনা সম্বন্ধে বনিয়াদী অর্থনীতির অন্ততম

শ্রুতি ডেভিড রিকার্ডোর (১৭৭২-১৮২৩) মতবাদ। রিকার্ডোর মতে, “জমির মৌলিক (Original) ও অবিনশ্বর (Indestructible) গুণের জন্ত জমিদারকে উৎপন্ন ফসলের যে অংশ দেওয়া হয়, তাহাই খাজনা (Rent)।” আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ রিকার্ডোর এই খাজনাসম্বন্ধীয় মতবাদের নিম্নোক্তরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন : রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর গুণসমূহের জন্তই খাজনা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমির এমন কোন গুণ নাই যাহা অবিনশ্বর ; চাষের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় কিন্তু সেই উর্বরতা আবার সৃষ্টি করাও যায় ; ইত্যাদি।

Marxian Theory of Rent : খাজনা সম্বন্ধে কার্ল মার্ক্স-এর মতবাদ।

খাজনা হইল জমির মালিকের আয়, জমির উপর তাহার একচেটিয়া অধিকারের জন্তই তাহার এই আয় হয় ; মূলধনীর যে উদ্ধৃত-মূল্য (Surplus-Value) আশ্বাসাৎ করে, সেই উদ্ধৃত-মূল্যের তিনটি ভাগের একটি ভাগ হইল খাজনা, অপর দুইটি ভাগ হইল শিল্পপতির মুনাফা ও ব্যাঙ্কের (মূলধনের) সুদ ; “সকল প্রকার জমির খাজনাই উদ্ধৃত-মূল্য, উদ্ধৃত শ্রম দ্বারা উৎপন্ন ফল।”—**Karl Marx : Capital, Vol. III.**

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে সকল প্রকার খাজনা দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) Absolute Rent : উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা ; (২) Differential Rent : প্রভেদমূলক খাজনা।

Differential Rent : প্রভেদমূলক বা পার্থক্যমূলক খাজনা।

ইহা হইল “উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট নিম্নতম দাম ও উৎপাদনের উচ্চতম দাম এই দুইয়ের ভিতরের পার্থক্য।”—**Lenin : Theory of Agrarian Questions** এই পার্থক্যটুকু জমির মালিক আশ্বাসাৎ করে।

কৃষির জমি তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (১) উৎকৃষ্টতম জমি (উর্বরা-শক্তি, ভাল সারের ব্যবস্থা, নিকটে বাজার থাকা প্রভৃতির জন্য); (২) মাঝারি রকমের জমি; (৩) নিকৃষ্টতম জমি। বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই তিন প্রকার জমির ফসলেরই প্রয়োজন হয়। “জমির মোট পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া উৎপাদনের অবস্থার দ্বারাই শস্ত্রের দাম স্থির হয়; শস্ত্রের দাম গড়পড়তা জমির (Average Land) উৎপাদনের ভিত্তিতে ধার্য হয় না, ইহা ধার্য হয় কৃষিকার্যে নিযুক্ত নিকৃষ্টতম জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে।... অপেক্ষাকৃত ভাল (অর্থাৎ মাঝারি) জমির চাষী অতিরিক্ত মুনাফা (অর্থাৎ নিকৃষ্টতম জমির মুনাফা অপেক্ষা বেশী মুনাফা) লাভ করে, আর এই অতিরিক্ত মুনাফাটুকুই হইল ‘প্রভেদমূলক’ (Differential) খাজনা।” ইহা ব্যতীত “অপেক্ষাকৃত ভাল (অর্থাৎ মাঝারি) জমিতে লগ্নিকৃত মূলধন দ্বারা যে উদ্ধৃত্ত-মুনাফা লাভ হয়, অথবা মূলধনের অপেক্ষাকৃত বেশী লাভজনক লগ্নিদ্বারা যে উদ্ধৃত্ত-মুনাফা লাভ হয়, সেই উদ্ধৃত্ত-মুনাফাই ‘প্রভেদমূলক’ খাজনা সৃষ্টি করে।”

—Lenin : *Theory of Agrarian Questions.*

এইভাবে উৎকৃষ্টতম জমি হইতে পাওয়া যায় উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা (Absolute Rent) ও গড়পড়তা মুনাফা, কিন্তু এই জমি হইতে কোন প্রভেদমূলক খাজনা পাওয়া যায় না। যদি জমির মালিক নিজেই জমি চাষ করে এবং তাহার জমি যদি নিকৃষ্টতম জমি না হয়, তাহা হইলে সে পাইবে উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা ও প্রভেদমূলক খাজনা দুই-ই এবং ঐ জমিতে তাহার লগ্নিকর মূলধনের জন্য গড় মুনাফা।

Absolute Rent : উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা।

“জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা হইতেই উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনার উৎপত্তি।”

—Lenin : *Agrarian Questions.*

সকল জমিতে, এমন কি নিকৃষ্টতম জমিতেও, উৎপাদনের পূর্বেই (অথবা উৎপাদন সম্ভব হউক বা না হউক) জমির মালিককে যে নির্দিষ্ট খাজনা অবশ্যই দিতে হয়, সেই নির্দিষ্ট খাজনাই ‘উৎপাদন-নিরপেক্ষ’ খাজনা (Absolute Rent)। এই জন্যই যখন শিল্পোৎপন্ন পণ্য বিক্রয় হয় উহার উৎপাদন-খরচের দামে (উৎপাদন-খরচ = প্রকৃত খরচ + গড় মুনাফা), তখন কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় হয় উহার উৎপাদন-খরচের অনেক বেশী দামে। আর এই সবটুকু পার্থক্য অর্থাৎ উৎপাদন-খরচ অপেক্ষা বেশী যাহা পাওয়া যায় তাহা জমির মালিক আত্মসাৎ করে। অবশ্য বাজারদর পড়িয়া গেলে নিকৃষ্টতম জমির উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায় এবং তখন মাঝারি জমিই নিকৃষ্টতম জমির স্থান গ্রহণ করে।

সাধারণতঃ মূলধন শিল্পের ক্ষেত্র ছাড়িয়া কৃষির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ হইল জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা মূলধনের চলাচলের পক্ষে একটা বিরাট বাধাস্বরূপ। শিল্পে মূলধনের গঠন (Composition of Capital) খুব উঁচু (অর্থাৎ বেশী), আর মুনাফার হার খুব নীচু (অর্থাৎ কম)। অত্যাধিক, কৃষিতে মূলধনের গঠন খুব নীচু (অর্থাৎ কম), আর মুনাফার হার খুব উঁচু (অর্থাৎ বেশী)। “অত্যাগ্ৰ শিল্প-বিভাগের তুলনায় কৃষিতে (মূলধনের অল্পপাতে) উদ্ধৃত্ত উৎপাদনের হার খুব বেশী।”

—Lenin : *Theory of Agrarian Questions.*

Rentier : লগ্নির আয়ের উপর নির্ভরশীল মূলধনী; ‘রেন্টিয়ার’।

ইহা একটি ফরাসী শব্দ। যে ব্যক্তির কোম্পানির লভ্যাংশ, কোম্পানির কাগজের হুদ, জমিদারী প্রভৃতি হইতে স্থায়ী আয় আছে, অর্থাৎ যে মূলধনী কেবল তাহার লয়িত্রুত মূলধনের আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

বর্তমান কালে, অর্থাৎ মহাজনী মূলধনের (Finance Capital-এর) যুগে মূলধনীরা শিল্পের সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শিল্পের পরিচালনার ভার অপর কোন ব্যক্তি বা পরিচালক-বোর্ডের (Board of Directors) উপর গ্রস্ত করিয়া তাহাদের লয়িত্রুত মূলধনের আয়ের দ্বারা আরামে ও বিলাস-বাসনে জীবন যাপন করিয়া থাকে।

Reparation : যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ।

কোন যুদ্ধের পর বিজয়ী দেশ কর্তৃক পরাজিত দেশের নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেন ও ফরাসী দেশ জার্মানীর নিকট যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১৩ হাজার ২ শত কোটি স্বর্ণমার্ক (জার্মানীর মুদ্রা) দাবি করে। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়া জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানী সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া পড়ে। পরে 'দয়েস প্ল্যান' (Dawes Reparation Plan) ও 'ইয়ঙ্গ প্ল্যান'-এর (Young Plan) দ্বারা জার্মানীর নিকট হইতে নগদে ও জিনিসপত্রে মোট ১৭ শত কোটি স্বর্ণমার্ক আদায় করা সম্ভব হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আর্থিক মহাসংকটের সময় জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী দেশগুলি পরাজিত জার্মানীর নিকট এইরূপ কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করে নাই।

Representative Government :

প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা বা 'গভর্নমেন্ট'।

প্রাচীনকালের নগর-রাষ্ট্রে জনসাধারণ যেরূপ সাক্ষাৎভাবে সরকারী কার্য পরিচালনা করিত, বর্তমান কালে তাহা অসম্ভব বলিয়া জনসাধারণ দেশের পার্লামেন্ট বা আইনসভা গঠনের জন্ত ভোট দিয়া নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া যে পার্লামেন্ট গঠিত হয় সেই পার্লামেন্ট উহার প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারী কার্য পরিচালনা করে। ইহাকেই বলা হয় 'প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা' বা 'গভর্নমেন্ট'।

Reproduction : পুনরুৎপাদন।

[Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Republic : সাধারণতন্ত্র; সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনসাধারণের ভোটে আইন-সভার নির্বাচন হয় এবং এই আইন-সভার নিকট গভর্নমেন্ট দায়ী থাকে। সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক থাকেন 'প্রেসিডেন্ট' বা অমুরূপ পদাধিকারী কোন ব্যক্তি। তিনিও নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

Republican Party : সাধারণতন্ত্রী দল ;

'রিপাবলিকান পার্টি' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের একটি; অন্যটি হইল 'ডেমোক্রাটিক পার্টি' (গণতান্ত্রিকদল)। 'রিপাবলিকান পার্টি' ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'রই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বৎসর জন কুইন্সি এডামস ও হেনরি ক্লে-এর নেতৃত্বে 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'র একটি দল মূল পার্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া 'রিপাবলিকান পার্টি' নাম গ্রহণ করে। গোড়ার দিকে এই পার্টি ছিল খুবই দুর্বল, কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি দল দাস-প্রথা রদ করিবার দাবি লইয়া মূল 'ডেমোক্রাটিক পার্টি' ত্যাগ করিয়া 'রিপাবলিকান

পার্টি'তে যোগদান করে এবং ইহার ফলে 'রিপাব্লিকান পার্টি' বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই পার্টির নায়ক আব্রাহাম লিন্‌কন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হন। এবং দাসপ্রথা তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার ফলে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তাহাতে 'রিপাব্লিকান পার্টি'ই জয়লাভ করে। এই গৃহযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পসমৃদ্ধ উত্তরাংশ 'রিপাব্লিকান পার্টি'কেই সমর্থন করে এবং তখন হইতেই বরাবর উত্তরাংশ 'রিপাব্লিকান পার্টি'র ষাঁট হইয়া থাকে। গৃহযুদ্ধের পর হইতেই এই পার্টি সাম্রাজ্য-বিস্তারের নীতি অনুসরণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই দল ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী (Isolationist), অর্থাৎ ইউরোপের ব্যাপারে জড়িত না হইবার পক্ষপাতী। বর্তমানে 'রিপাব্লিকান' ও 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'র মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই।

[Democratic Party দ্রষ্টব্য]

Resistance, Passive : নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

শারীরিক বল প্রকাশ না করিয়া কোন অত্যাচার আদেশ বা আইন মানিয়া চলিতে অস্বীকার করা। [Gandhism দ্রষ্টব্য]

Retaliatory Tariff : প্রতিশোধমূলক শুল্ক। [Tariff শব্দ দ্রষ্টব্য]

Revisionism : 'সংশোধনবাদ'; 'সংস্কারবাদ'।

"মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর বিভিন্ন শিক্ষা ও মতবাদ বর্তমান অবস্থায় অচল, সূত্রাং এখন সেইগুলির সংশোধন করা প্রয়োজন"—এই প্রকার মত। ইউরোপের বিভিন্ন 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র নেতাদের মধ্যেই এই মত প্রবলভাবে দেখা দেয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র অগ্রতম প্রধান তত্ত্বকার বার্নস্টাইন সর্বপ্রথম এই 'সংশোধনবাদী আন্দোলন' আরম্ভ করেন।

মার্ক্সবাদীরা এই মতের নিম্নোক্তরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন :—

'সংশোধনবাদী' আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর বিভিন্ন শিক্ষা ও মতবাদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বর্জন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অথবা প্রকাশ্যে মার্ক্সবাদকে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকরূপে দাঁড় করান। মার্ক্সবাদীদের মতে, এই 'সংশোধনবাদ' মার্ক্সকে সমালোচনা করিবার অভ্যুত্থান লইয়া দেখা দিয়াছিল এবং ইহা ইউরোপের বিভিন্ন 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'কে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য বিপ্লব-বিরোধী পার্টিতে পরিণত করিয়াছিল।

[Marxism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Revolution : বিপ্লব (বাজনৈতিক ও সামাজিক)।

সাধারণ অর্থে, কোন চলতি সমাজ-ব্যবস্থার (পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার) আমূল পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত সমাজের নতুন ও সর্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর দ্বারা পুরাতন ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর (দেশীয় বা বিদেশী শাসকদের) হস্ত হইতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল।

বিপ্লব নিজে নিজে সংঘটিত হয় না, ইহার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা আবশ্যিক।

"বিপ্লব মানুষের মৃত্যুর মত কোন ব্যাপার নহে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহটাকে সহজেই সরাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু যখন কোন পুরাতন সমাজ ধ্বংস (বা ধ্বংসপ্রায়) হয়, তখন সেই পুরাতন সমাজটাকে শবধারে (কফিনে) পুরিয়া কবরে নামাইয়া দেওয়া যায় না। সেই পুরাতন সমাজটা আমাদের ভিতরেই পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়ে, সেই সমাজটা পচিয়া আমাদের মধ্যেই বিষ ছড়াইতে থাকে। বিষ ছড়াইবার পূর্বেই সেই ধ্বংসপ্রায় সমাজটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হয়। কোন বড় বিপ্লব কেবল এইভাবেই সংঘটিত হয়। অতঃপর কোনভাবে বিপ্লব কখনও ঘটে নাই, ঘটতে পারেও

না।”—V. I. Lenin : *A Report On Combating Famine.*

কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কেবল রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করাকে বিপ্লব বলা হয় না। কারণ, তাহার ফলে পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহার ফলে কেবল পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের নায়কই বদল হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা দখলকে বিপ্লব বলা হয় না, কারণ হিটলারের ক্ষমতা দখলের পরেও পুরাতন সমাজর্চাই অক্ষত অবস্থায় ছিল এবং পুরাতন শাসকশ্রেণীও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রেট ব্রুটেনে ‘লেবার পার্টি’র গভর্নমেন্ট গঠনের দ্বারাও ‘শ্রমিক-বিপ্লব’ বুঝা যায় না, কারণ ‘লেবার পার্টি’র সেই গভর্নমেন্টের দ্বারা চলতি সমাজ-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

National Revolution : জাতীয়-বিপ্লব।

সাধারণভাবে, জাতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কোন পরাধীন বা ঔপনিবেশিক, অথবা অর্ধ-স্বাধীন বা অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশের সফল বৈপ্লবিক সংগ্রাম। কতকগুলি ঔপনিবেশিক বা অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয় বিপ্লব দ্রুত সফলতা লাভের সহায়ক হিসাবে সামন্ত-তন্ত্র-বিরোধী (বা ‘বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক’) বিপ্লবের সকল অথবা প্রায় সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করিয়াছে ; যেমন চীন, উত্তর-কোরিয়া প্রভৃতি জনগণতান্ত্রিক দেশ-সমূহে। এই বিপ্লবে দেশের জাতীয় মূলধনী-শ্রেণী (মূলধনী-শ্রেণীর যে অংশ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত ও তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী), বুদ্ধিজীবীরা, দোকানদার (ছোট ব্যবসায়ী), শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি জনসাধারণ যোগদান করে। চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী এই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

Bourgeois Democratic Revolution : বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

এই কথাটি সাধারণতঃ মার্ক্সবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। মার্ক্সীয় অর্থে, যে বিপ্লবের মারফত সামন্তপ্রথা দ্বারা উৎপীড়িত বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও অভিজাতবর্গের শাসন ধ্বংস করিয়া নিজেদের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ তৈরী করে, সেই বিপ্লবকে বলা হয় ‘বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব’ বা ‘বুর্জোয়া বিপ্লব’। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ‘ফরাসী বিপ্লব’, ইংলণ্ডের ‘ক্রমওয়েল-বিপ্লব’, রুশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ‘ফেব্রুয়ারী-বিপ্লব’ ও কেরেনস্কি-গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা, প্রথম মহা-যুদ্ধের পর তুরস্কে মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লব, ইত্যাদি।

‘বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব’-এর ফলে সমাজে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের পথ প্রস্তুত হয়, দেশের আভ্যন্তরিক বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদাস-প্রথা (Serfdom) অবসান ঘটে, কৃষকদের একটা অংশ (ভূমিহীন কৃষক) ও হস্তশিল্পীরা (ছোট কারিগর) শ্রমিকে পরিণত হয়, আধুনিক শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং এই সকল কার্য-পরিচালনার জন্য ‘পার্লামেন্ট-গণতন্ত্র’ বা ‘বুর্জোয়া গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠিত হয়, ইত্যাদি। এইভাবে বুর্জোয়া-বিপ্লবের মারফত সমাজ-তন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সফলতা লাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলিও তৈরী হইয়া থাকে।

American Revolution : আমেরিকার বিপ্লব।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া উত্তর-আমেরিকার প্রথম তেরটি রাজ্যের স্বাধীনতা লাভ। এই স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলিয়াছিল ১৭৭৫-৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ইহার পূর্বে উত্তর-আমেরিকার জনসাধারণ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া বিবাদ চলিতেছিল।

১৭৬৫ খৃঃ ব্রিটিশ সরকার 'স্ট্যাম্প-ট্যাক্স' নামে একটি ট্যাক্স বসাইলে এই বিবাদ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ তিনখানি জাহাজের ব্রিটিশ পণ্য জলে ফেলিয়া দিলে ব্রিটিশ সরকার প্রতি-হিংসামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করায় বিবাদ চরমে ওঠে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া নগরীতে এক কংগ্রেসে সমবেত হইয়া আমেরিকার জনসাধারণের মৌলিক অধিকার-সম্বলিত একটি ঘোষণা-পত্র রচনা করেন। এই ঘোষণা-পত্র প্রচারের পর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ একদল ব্রিটিশ সৈন্তের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরাজিত করে। ইহা হইতেই আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। জনসাধারণের নায়কগণ যুদ্ধ পরিচালনার জন্ত এক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করেন। জর্জ ওয়াশিংটন এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধে একদল ফরাসী সৈন্ত আমেরিকানদের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রধান ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিশ এক চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জর্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে স্থলভাগের যুদ্ধ কার্যতঃ শেষ হইয়া যায়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জল-যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ শাসকগণ আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলে ঐ বৎসরই স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ১৩টি রাজ্য লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র রচিত হয় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এবং ঐ বৎসর জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পর অত্রাজ্য যোগদান করে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের সংখ্যা হয় ৪৫টি। ইহার পর আরও তিনটি রাজ্য যোগদান করে। বর্তমানে

৪৮টি রাজ্য লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।
English Revolution : ইংলণ্ডের বিপ্লব।

ইংলণ্ডের বিপ্লবকাল ১৬৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময় বহু বৈপ্লবিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ইহার প্রথম অংশকে বলা হয় 'ক্রম ওয়েল-বিপ্লব' (১৬৪২-৫৮) এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় 'ইংলিশ বিপ্লব' (১৬৮৮-৮৯)। ক্রম-বর্ধমান মূলধনীশ্রেণী (বা 'বুর্জোয়াশ্রেণী') দ্বারা শিল্প-বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের পথ প্রস্তুত করাই ছিল বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য।

১৪৮৫ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ধনিকশ্রেণী (বুর্জোয়াশ্রেণী) জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী শ্রেণীরূপে দণ্ডায়মান হয়। তাহাদের কল-কারখানা স্থাপনের প্রয়াসে সামন্ততান্ত্রিক রাজা ও অভিজাতশ্রেণী বাধা দিতে থাকিলে সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে ধনিক-শ্রেণীর সংগ্রাম তীব্র আকারে দেখা দেয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের ধর্মীয় ভিত্তি-স্বরূপ ক্যাথলিক মতাবলম্বী খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণীর সমর্থক প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী খৃষ্টধর্মেরও সংঘর্ষ আরম্ভ হয়।

নবজাত ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত পার্লামেন্ট এই সামন্ততন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ইহার ফলে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লস পার্লামেন্টের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পার্লামেন্টের নায়ক অলিভার ক্রমওয়েল, পিম্ হাম্পডেন প্রভৃতিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিলে লণ্ডনের সকল বাবসায়ী ও ধনীদিগের নেতৃত্বে জন-সাধারণ পার্লামেন্টকে রক্ষার জন্ত প্রস্তুত হয়। রাজা প্রথম চার্লস ভয় পাইয়া "অক্সফোর্ডে পলাইয়া যান এবং পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ত সেখানে একটি সৈন্যবাহিনী

গঠন করেন। পার্লামেন্টের নায়কগণও সৈন্ত-বাহিনী গঠন করিয়া যুদ্ধ চালায়। পার্লামেন্ট-বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন অলিভার ক্রমওয়েল। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে ক্রমওয়েল কতৃক রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হইবার পর দুই বৎসর কাল রাজা পার্লামেন্টের সহিত আপসের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এবার রাজা প্রথম চার্লস্ স্কটল্যাণ্ডে পলাইয়া গিয়া একটি সৈন্তবাহিনী গঠন করেন। কিন্তু ক্রমওয়েল এই বাহিনীকেও পরাজিত করিয়া রাজাকে বন্দী করেন এবং রাজার বিচার হয়। বিচারের শাস্তি-স্বরূপ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজার মস্তক ছেদন করা হয় এবং তাঁহার সমর্থক ক্যাথলিকদেরও ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত করা হয়। ইহার পর ক্রমওয়েলের পরিচালনায় বিজয়ী ধনিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে ‘কমনওয়েলথ’ বা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাধারণতন্ত্র ১৬৪৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। এই সময়ে নতুন ব্যবস্থার রূপ ও কর্মসূচী লইয়া নতুন শাসক অর্থাৎ ধনিকশ্রেণীর মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ক্রমওয়েলের সৈন্তবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ‘স ম তা বা দী’ বা (Levellers) ধনিকশ্রেণীর বামপন্থী অংশের মুখপাত্ররূপে সমাজের সকল ব্যক্তির সমান অধিকার, প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করে। অত্যাধিক ধনিক-শ্রেণীর দক্ষিণপন্থী অংশ রাজতন্ত্রের সহিত আপসের চেষ্টা করিলে ক্রমওয়েল উভয় দলকেই চূর্ণ করিয়া এবং পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিয়া সৈন্তবাহিনীর সহায়তায় তাঁহার ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ‘ক্রমওয়েল বিপ্লব’-এর স্তর শেষ হয়।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দেই দক্ষিণপন্থী অংশ ক্ষমতা হস্তগত করে এবং রাজতন্ত্রের সহিত আপস করিয়া প্রথম চার্লস্-এর পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে

সিংহাসনে বসায়। দ্বিতীয় চার্লস্-এর পর দ্বিতীয় জেমস্ সিংহাসন আরোহণ করেন। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর হইতেই চারিদিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় জেমস্-এর সময় প্রতিক্রিয়া-শীলতা চরমে উঠিয়া বিপ্লবের সমস্ত স্ফুল নষ্ট করিয়া দিতে উদ্যত হয়। রাজা জেমস্ ক্যাথলিকদের ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের পূর্বের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রোটেষ্ট্যান্টদের উপর অত্যাচার চালাইতে থাকেন। জনসাধারণের সাহায্যে ধনিকশ্রেণীর বামপন্থী অংশ এবং ক্যাথলিক-বিরোধী প্রোটেষ্ট্যান্টগণ রাজা জেমস্-এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এই মিলিত শক্তি রাজা দ্বিতীয় জেমস্-এর কবল হইতে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম রক্ষার জগু ইংলণ্ডের রাজবংশের জামাতা অরেন্স-এর রাজপুত্র উইলিয়াম ও মেরীকে ইংলণ্ডে আহ্বান করে। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ও মেরী ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জেমস্ পলায়ন করেন এবং জনসাধারণ উইলিয়াম ও মেরীকে ইংলণ্ডের রাজা ও রানী বলিয়া ঘোষণা করে। তাঁহারাও পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও উহা দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া লন। এই ঘটনাই ইংলণ্ডের ইতিহাসে ‘ইংলিশ বিপ্লব’ বা ‘১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের মহা-বিপ্লব’ নামে খ্যাত।

এইভাবে ইংলণ্ডের ধনিকশ্রেণীর বিপ্লব বা ‘বুর্জোয়া বিপ্লব’ শেষপর্যন্ত রাজতন্ত্র ও অভিজাতবর্গের সহিত আপস করে এবং তাহার ফলে সামন্ততন্ত্রের প্রতীকস্বরূপ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, লর্ডসভা প্রভৃতি পূর্বের মতই থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্র-ক্ষমতা মূলধনীশ্রেণী বা উহার প্রতিনিধি-স্বরূপ পার্লামেন্টের হস্তেই গুপ্ত থাকে।

French Revolution : ফরাসী বিপ্লব।

ফরাসী বিপ্লবই ইউরোপের প্রথম ধনিক-বিপ্লব বা ‘বুর্জোয়া-বিপ্লব’। ভল্টেয়ার ও

রুশো ছিলেন এই বিপ্লবের অগ্রদূত। ইংলণ্ডের ধনিক-বিপ্লবের প্রায় একশত বৎসর পর, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ‘ফরাসী বিপ্লব’ আরম্ভ হয়। এই সময়ের মধ্যে ফরাসী দেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গর্তে ধনিক-শ্রেণী জন্মগ্রহণ করিয়া এবং ছোট ছোট কল-কারখানা স্থাপন করিয়া বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সামন্তপ্রথা শিল্প-বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়া এবং বিপ্লব অপরিহার্য হইয়া উঠে। ধনিক-শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন ও শোষণের জালে আবদ্ধ কৃষক-সম্প্রদায়কে এই সামন্তপ্রথা-বিরোধী বিপ্লবের সঙ্গীত্বে লাভ করে। ধনিকশ্রেণী হইল এই বিপ্লবের নায়ক এবং কৃষক ইহার বাহিনী।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়া যেচ্ছাচারী রাজা বোড়শ লুই প্যারী নগরীতে তিন শ্রেণীর (প্রথম শ্রেণী—অভিজাতবর্গ, দ্বিতীয় শ্রেণী—পুরোহিত এবং তৃতীয় শ্রেণী—মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ) প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বান করেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ অবিলম্বে শাসন-সংস্কার দাবি করিলে রাজা বোড়শ লুই ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মেলন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ নূতন শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে অভিজাতবর্গ ও পুরোহিতদের একাংশের সমর্থনে ‘জাতীয় পরিষদ’ (কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) গঠন করেন। তিন শ্রেণীর একে ভয় পাইয়া রাজা বোড়শ লুই তখনকার মত পূর্বের নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়া সম্মেলনে সম্মতি দেন। ইহা হইল বিপ্লবের প্রথম স্তর।

ইহার পর রাজা লুই জনসাধারণকে দমনের জন্ত গোপনে প্যারী নগরীতে তাঁহার অমুরক্ত সৈন্যবাহিনী আনয়নের চেষ্টা করিলে প্যারীর জনসাধারণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই প্যারীর সশস্ত্র জনসাধারণ কুথ্যাত কারাগার বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও দখল করিয়া ঐ স্থানে আবদ্ধ

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে। প্যারী নগরীর এই ঘটনা হইতেই ইতিহাস-বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইয়া যায় এবং ইহা দ্রুত ফরাসী দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। গ্রা মাঞ্চ লের কৃষকগণ নিজেরাই সর্বত্র জমিদারী ধ্বংস করিয়া সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে থাকে। দেখিতে না দেখিতে সমগ্র ফরাসী দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

এদিকে ‘জাতীয় পরিষদ’-এর অধিবেশন চলিতে থাকে। এই অধিবেশনে ইতিহাস-বিখ্যাত ‘মানবীয় অধিকারের ঘোষণা-পত্র’ (Declaration of the Rights of Man) রচিত হয়। এই ঘোষণা-পত্রে ফরাসী বিপ্লবের ‘অগ্রদূত’ রুশোর শিক্ষার ভিত্তিতে ফরাসী বিপ্লবের নীতি ও নূতন শাসনতন্ত্রের ভিত্তি লিখিত হয় এবং সামন্ত-প্রথার তুলনায় ধনিক-বিপ্লব (‘বুর্জোয়া বিপ্লব’) যে বহুগুণে প্রগতিশীল তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই ঘোষণা-পত্রে সামন্ত-তান্ত্রিক জমিদারবর্গের বংশাধিকারিক অধিকারসমূহ নাকচ করা হয়, রাজতন্ত্র নাকচ করিয়া জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়, এবং সম্পত্তির মালিকানার অধিকারকে “পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়” এবং “মানুষের স্বাভাবিক অধিকার” বলিয়া ঘোষণা করা হয়। [Rights of Man দ্রষ্টব্য]

রাজা বোড়শ লুই ভের্সাই নগরীতে বসিয়া এই ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে প্যারী নগরীর জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহার দার্ত (Danton)-এর পরিচালনায় ভের্সাইতে উপস্থিত হয় এবং রাজাকে প্যারী নগরীতে লইয়া আসিয়া তাঁহাকে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। এইভাবে রাজা আইনতঃ নিয়ম-তান্ত্রিক রাজতন্ত্র মানিয়া লইলে বিপ্লবের কাজ শেষ হইল মনে করিয়া ‘জাতীয় পরিষদ’ উহার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। কিন্তু রাজা সামরিক শক্তি দ্বারা

তাহার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্যারী হইতে পলায়ন করেন। পথে তাহাকে বন্দী করিয়া পুনরায় প্যারী নগরীতে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নতুন 'জাতীয় পরিষদ' নির্বাচিত হয় এবং ইহাতে 'গিরোঁদা' (Gironde) নামক চরমপন্থী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই সময়ে 'জ্যাকোবী' (Jacobin) নামক চরমপন্থী দলও বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। 'গিরোঁদা' দল জনসাধারণের দাবির প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাইতে থাকিলে 'জ্যাকোবী' দল জনসাধারণের দাবির প্রধান সমর্থক হইয়া দাঁড়ায়।

এইবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামন্ত-তান্ত্রিক শাসকগণ ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার রাজারা তাহাদের সৈন্যবল একত্র করিয়া ফ্রান্সের বন্দী রাজা ঘোড়শ লুইকে মুক্ত ও ফরাসী বিপ্লব দমন করিবার জন্ত প্যারী নগরীর দিকে অগ্রসর হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'গিরোঁদা' দল জনসাধারণের চাপে প্রুসিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফরাসী-সীমান্তে ফরাসী বাহিনী পরাজিত হয় এবং প্রুসিয়া ও অস্ট্রিয়ার মিলিত বাহিনী প্যারী দখল করিতে অগ্রসর হয়। এদিকে দাঁট (Danton), মারাত (Marat) ও 'জ্যাকোবী'দের অগ্রগত নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় প্যারীর জনসাধারণ প্যারী-রক্ষার জন্ত প্রস্তুত হয়। তাহারা প্যারীর 'তুইলারী' রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া দখল করে।

জনসাধারণের দাবি অনুসারে 'জাতীয় পরিষদ' অবিলম্বে রাজা ঘোড়শ লুইকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহারও সকল পলাতক জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং সকল সামন্ততান্ত্রিক কর আদায় রহিত ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করে। এই জরুরী অবস্থায় 'বিশেষ সম্মেলন' (Convention) নামে একটি নতুন 'জাতীয় পরিষদ'

গঠিত হয় এবং উহা ফরাসী দেশকে 'সাধারণতন্ত্র' (Republic) বলিয়া ঘোষণা করে। এই সময় প্যারী নগরীতে প্রধানতঃ কারিগরগণ 'এনরেজাস' (Enragés) বা 'ক্রোধোন্মত্তের দল' নামক একটি নতুন দল গঠন করে। তাহারাও 'জ্যাকোবী'গণ একত্রে বিপ্লবকে আগাইয়া লইয়া ঘাইবার জন্ত জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জনসাধারণের দাবিতে বিচারের পর 'গিলোটিন' দ্বারা রাজা ঘোড়শ লুইয়ের শিরচ্ছেদ করা হয়।

ইহার পর বিপ্লবীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'গিরোঁদা' দল (Girondins) ক্রমশঃ বিপ্লব-বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা এমনকি বহিঃশত্রুদের সহিত যড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করে। এই সুযোগে মারাটের নেতৃত্বে চরমপন্থী 'জ্যাকোবী' দল রাষ্ট্রক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া বিপ্লবকে কয়েক ধাপ আগাইয়া লইয়া যায়। তাহারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ-গুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া দেয় এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে ফ্রান্স ও বিপ্লবকে সুরক্ষিত করিবার জন্ত দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বিখ্যাত বিপ্লবী নায়ক রবস্পেয়ার-এর (Robespierre) নেতৃত্বে বিপ্লব-পরিচালনার জন্ত 'জন-নিরাপত্তা কমিটি' গঠিত হয়। কিন্তু দাঁট প্রভৃতি 'জ্যাকোবী' দলের দক্ষিণপন্থী নায়কগণ সম্ভ্রাসমূলক ক্রিয়া-কলাপের অবসান দাবি করিতে থাকে এবং অপর দিকে চরমপন্থী 'এনরেজাস'দের হেবার্ট (Hebert) প্রভৃতি নায়কগণ আরও বেশী সম্ভ্রাস সৃষ্টির দাবি জানায়। 'এনরেজাস'দের চরমপন্থী মনোভাবের পিছনে কোন কার্যকরী পরিকল্পনা না থাকায় তাহারা শীঘ্রই মধ্য-পন্থীদের দ্বারা কোনঠাসা হইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রধান নায়ক হেবার্টকে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'গিলোটিন-এ' হত্যা করা হয়। অতঃপর দক্ষিণপন্থী দাঁট ক্রমশঃ

বিপ্লবের বিরোধিতা ও শত্রুদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকেও এপ্রিল মাসে 'গিলোটিন'-এ হত্যা করা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধনী ব্যক্তিদের একাংশের সহযোগিতায় মধ্যপন্থীরা ক্রমশঃ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে থাকে। এই সময় বিপ্লবের অন্ততম নায়ক রব্‌স্পেয়ার দোহুল্যমান চিত্ততা দেখাইতে থাকিলে তাঁহাকেও 'গিলোটিন'-এ প্রাণ দিতে হয়। এই গোলমালের মধ্যে ধনিকশ্রেণীর সমর্থনে নরমপন্থী 'গিরোদঁ' দল আবার ক্ষমতা দখল করে এবং সর্বত্র প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাস আরম্ভ করে। তাহাদের হাতে চরমপন্থী 'জ্যাকোবী' দলের লোকেরা ও রব্‌স্পেয়ারের অনুচরগণ দলে দলে প্রাণ দেয়। এইভাবে নিম্নস্তরের জনগণের দলগুলির প্রভাব লোপ পায় এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক ক্ষেত্রে ধনিকশ্রেণীর একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রকার উত্থান-পতন ও গোলমালের মধ্যে এক নূতন শক্তি অকস্মাৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ের মধ্যেই প্যারী নগরীর কল-কারখানায় অল্পসংখ্যক শ্রমিক দেখা দিয়াছিল। এই নবজাত ও অতি দুর্বল শ্রমিকশ্রেণী ফরাসী বিপ্লবকে প্রতিক্রিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের প্রধান নায়ক ফ্রাঁকোয় নোয়েল বেবয়েফ (F. N. Babeuf) 'মানবীয় অধিকারের ঘোষণাপত্র'-এ শ্রমিকশ্রেণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার দাবি তোলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বেবয়েফ-এর নেতৃত্বে প্যারীর নবজাত শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহকে রক্তনগ্নায় ডুবাইয়া দেওয়া হয়। বেবয়েফ 'গিলোটিনে' প্রাণ দেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে

'সমতাবাদীদের ষড়যন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়। এই বিদ্রোহই পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথমতম প্রয়াস।

এইবার ফরাসী বিপ্লব 'নেপোলিয়' বোনা-পার্ট-এর নেতৃত্বে সামরিক রূপ গ্রহণ করে। নেপোলিয় বোনাপার্টের আক্রমণকারী সৈন্য-বাহিনীর মারফত ইউরোপের প্রায় সকল সামন্ততান্ত্রিক দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রধান ধ্বনি—মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের ধ্বনি—ছড়াইয়া পড়ে এবং সামন্তপ্রথার ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। ১৭৯৯ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধনিক-বিপ্লবের বলে বলীয়া ন ফরাসীদেশ প্রায় সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব পরিচালনা করে। শক্তি-মদমত্ত নেপোলিয় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া আক্রমণ করিলে সেখান হইতে পলায়নের সময় তাঁহার সামরিক শক্তি ধ্বংস হইয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলু যুদ্ধে নেপোলিয় বোনাপার্টের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। কিন্তু ইহার পর হইতে ফরাসী বিপ্লবের ছুনিবার স্রোতে ধীরে ধীরে ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িতে থাকে।

Proletarian (or Socialist) Revolution : শ্রমিক-বিপ্লব (বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব)।

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক-শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) রাজনৈতিক রূপ হিসাবে সোবিয়ৎ অথবা ঐ ধরনের কোন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিবার পরেই কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ ও উহার মধ্য দিয়া কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করে। শ্রমিকশ্রেণীই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান চালক-শক্তি এবং শ্রমিক-

শ্রেণীর উদ্দেশ্য হইল ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই জন্তই এই বিপ্লবকে বলা হয় ‘শ্রমিক-বিপ্লব’ বা ‘সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’। “শ্রমিকশ্রেণীই এই পরিবর্তনের (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের) বুদ্ধিগত ও নৈতিক চালক-শক্তি, এই পরিবর্তনের ধনতন্ত্রদ্বারা শিক্ষিত বাহক”—**Lenin**. রুশিয়ার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ‘নভেম্বর-বিপ্লব’ই পৃথিবীর প্রথম সফল ‘শ্রমিক-বিপ্লব’ বা ‘সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’।

Russian Revolution (or November Socialist Revolution): রুশ-বিপ্লব (বা নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব)।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর রুশিয়ায় এই বিপ্লব আরম্ভ হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া এই বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে ‘নভেম্বর-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’ও বলা হইয়া থাকে। যেমন, ইংলণ্ডের বিপ্লবে ও ফরাসী বিপ্লবে ‘বুর্জোয়া’ বা ধনিকশ্রেণী পরিচালক ও প্রধান শক্তি ছিল বলিয়া এবং উক্ত দুই বিপ্লবে ধনিকশ্রেণীর মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া উক্ত দুই বিপ্লবকে ‘বুর্জোয়া বিপ্লব’ বা ‘ধনিক-বিপ্লব’ বলা হয়, তেমনিই শ্রমিকশ্রেণী রুশ-বিপ্লবের পরিচালক ও প্রধান শক্তি ছিল বলিয়া এবং রুশ-বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া এই বিপ্লবকে ‘শ্রমিক-বিপ্লব’ও বলা হইয়া থাকে। এই বিপ্লবকে কেবল বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব বলিয়াই নহে, পরন্তু আজ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসে যতগুলি সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে। এই দাবির কারণ-স্বরূপ বলা হয় যে, এক সময়ে ‘বুর্জোয়া’ বা ‘ধনিক’ বিপ্লব প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বা ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিল, সেই ‘বুর্জোয়া’ বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগ আবার প্রতিক্রিয়াশীল রূপ গ্রহণ করিয়া সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়; ‘রুশ-বিপ্লব’ বা ‘নভেম্বর-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’ পৃথিবীর একমুঠাংশ স্থানে সেই বাধা অপসারিত করিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

মার্ক্সবাদ এই বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ শ্রমিক-বিপ্লবের যে তত্ত্ব রচনা করিয়া যান, লেনিন সেই তত্ত্বের আরও বিকাশ সাধন করিয়া যুগোপযোগী করিয়া তোলেন, এবং সেই অনুসারে রুশ-বিপ্লব পরিচালনা করিয়া সফলকাম হন। লেনিনের এই তত্ত্ব অনুসারে, পৃথিবীর সর্বত্র ধনতন্ত্র একইরূপে ও সমানভাবে বিকাশ লাভ করে নাই, কোথাও বা ইহা সামন্ত-তন্ত্রের মূলাচ্ছেদ করিয়া এবং পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়াছে, আবার কোথাও বা ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের সহিত আপস করিয়া এবং উহার ভিত্তির উপর বাড়িয়া উঠিয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়াছে; শেথোক্ত ধরনের সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া বাড়িয়া উঠে বলিয়া ইহা অতিশয় দুর্বল হয় এবং রুশিয়ায় ঠিক এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদই দেখা দিয়াছিল। লেনিন পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল বলিয়া রুশিয়াতেই সর্বপ্রথম শ্রমিক-বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিবে এবং ধনতন্ত্রের অসমান বিকাশের ফলেই ধনতান্ত্রিক জগতে একটিমাত্র দেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব হইবে। লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রুশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটে তাহা ‘বুর্জোয়া’ বিপ্লব নামে

অভিহিত হয়। কারণ, সেই ফেব্রুয়ারী-বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় ও সমগ্র কৃষকের যোগদানের ফলে সংঘটিত হইলেও রুশিয়ার ধনিকশ্রেণী শেষ পর্যন্ত উহার উপর নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই বিপ্লব 'বুর্জোয়া' বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্তব্য (রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ প্রভৃতি) আংশিকভাবে পালন করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'বুর্জোয়া' বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। এই 'বুর্জোয়া' বিপ্লবই অত্যাগ্র দেশের মত মধ্যপথে না থামিয়া বোলশেভিক্ পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জামুয়ারী মাসে বোলশেভিক্ পার্টির নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাড, মস্কো, বাকু প্রভৃতি শিল্পাঞ্চল-গুলিতে শ্রমিক-ধর্মঘটের ঝড় বহিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের আর্থিক দুর্দশা চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অর্থনৈতিক দাবির সহিত অবিলম্বে যুদ্ধের অবসান, রুশিয়ার জার-সম্রাটের সিংহাসনত্যাগ, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন প্রভৃতি রাজনৈতিক দাবি যুক্ত করা হয়। এই ধর্মঘট-সংগ্রাম ক্রমশঃ দেশব্যাপী সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে পরিণত হইতে থাকে। সৈন্ত-বাহিনীর মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারাও ঐ সকল দাবি লইয়া ধর্মঘট শ্রমিকদের সহিত একত্রিত হয় এবং পেট্রোগ্রাড ও অত্যাগ্র নগরীতে অবস্থিত সৈন্তদল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শ্রমিক ও সৈন্তগণ একত্রে এবার উচ্চপদস্থ পুলিশ, সেনাপতি ও সরকারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করিতে থাকে। তাহারা জেলখানা ভাঙ্গিয়া রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শহরে বিদ্রোহী সৈন্ত ও শ্রমিকদের

প্রতিনিধিদের সোবিয়ৎ (কাউন্সিল) গঠিত হয়। পেট্রোগ্রাড নগরীর সোবিয়ৎ নগরী অধিকার করিয়া উহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। পেট্রোগ্রাড-বিদ্রোহের সাফল্য চারিদিকে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কো প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতেও এই ঘটনা ঘটিতে থাকে এবং সেই সকল স্থানেও শ্রমিক ও সৈন্তদের সোবিয়ৎ সরকারী কর্মচারী ও সেনাপতিদের বন্দী করিয়া স্থানীয় শাসনভার গ্রহণ করে। এই সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছিবার মাত্র সৈন্তগণ বিদ্রোহ করিয়া সেনাপতিদের বন্দী করে এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দলে দলে দেশে ফিরিতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ বলপূর্বক জমিদারদের জমি দখল করিয়া এবং ঋণপত্রগুলি পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া নিজেরা বলপূর্বক জমি চাষ করিতে থাকে। জমিদারগণ প্রাণের ভয়ে গ্রামাঞ্চল হইতে পলাইয়া যায়। এইভাবে সর্বত্র জার-সরকারের পতন ঘটে এবং উহার মূল ভিত্তি-স্বরূপ জমিদারীপ্রথা ধ্বংস হইতে থাকে। জার-সম্রাট শেষপর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় বোলশেভিক্ দলের লেনিন, স্টালিন প্রভৃতি প্রধান নেতৃবৃন্দের অনেকেই রুশিয়ায় ছিলেন না। লেনিন ছিলেন সুদূর সুইজারল্যান্ডে আর স্টালিন ছিলেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে এবং অত্যাগ্র নেতাদের প্রায় সকলেই ছিলেন কারাগারে বন্দী। অত্যাগ্র সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলি এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা দখল করিয়া বসে। কেরেনস্কি প্রভৃতি 'সোশালিস্ট রেভলিউশনারী' দলের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন নগরীর সোবিয়ৎগুলিকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার ও অত্যাগ্র দাবি পূরণের মিথ্যা আশ্বাস দিয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হয় এবং প্রথম সোবিয়ৎ কংগ্রেসে বিভ্রান্ত শ্রমিক ও সৈন্ত-প্রতিনিধিদের সমর্থন লাভ করিয়া ধনিকদের সহিত একত্রে একটি ধনিকপন্থী সরকার গঠন করে। এইভাবে ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব

করিলেও তখন সোবিয়ৎগুলিতে বোলশেভিকগণ সংখ্যায় অল্প থাকায় ফেক্সয়ারী-বিপ্লবে শেষপর্যন্ত ধনিকশ্রেণীই জয়লাভ করে এবং এই বিপ্লব ধনিক-বিপ্লব বা 'বুর্জোয়া' বিপ্লবে পরিণত হয়।

এদিকে এই বিপ্লবের সংবাদ প্রচারিত হইবার অল্প সময় পরেই লেনিন, স্টালিন প্রভৃতি প্রধান বোলশেভিক নেতৃবৃন্দ রুশিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং কেরেন্স্কি-সরকারের ধনিকপন্থী রূপ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্তদের নিকট উদ্ঘাটিত করিতে থাকেন। কেরেন্স্কি-সরকার উহার একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া আরও জোরের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকে। তাহারা শ্রমিকদের দুর্দশার কোন প্রতিকার না করিয়া বরং তাহা আরও বাড়াইয়া তোলে এবং এমন কি কৃষকগণ জমিদারদের নিকট হইতে যে সকল জমি বলপূর্বক দখল করিয়াছিল, সেই সকল জমি জমিদারদের হাতে ফিরাইয়া দিতে থাকে। ইহার ফলে ধনিকশ্রেণী, জমিদার ও ধনী-কৃষক ব্যতীত সকল শ্রেণীর জন সাধারণ কেরেন্স্কি-সরকারের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে। এইভাবে আর একটা বিপ্লব—শ্রমিক-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই অবস্থায় বোলশেভিকগণ এক নূতন বিপ্লবের আয়োজন করিতে থাকে। ঠিক এই সময়ে সৈন্তবাহিনীর মনোবল ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্য লইয়া কেরেন্স্কি-সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে এক নূতন আক্রমণ আরম্ভ করে। কিন্তু শীঘ্রই এই আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং জার্মান-বাহিনীর পান্টা আক্রমণে রুশ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। রুশ-বাহিনীর এই পরাজয়ের সংবাদে রাজধানী পেট্রোগ্রাড ও মস্কো প্রভৃতি নগরীতে বৈপ্লবিক আলোড়ন শতগুণ বৃদ্ধি পায়। সমগ্র রুশিয়ায় শ্রমিক, সৈন্ত, দরিদ্র কৃষকগণ অবিলাসে যুদ্ধের অবসান, কেরেন্স্কি-সরকারের পদত্যাগ প্রভৃতি দাবি তুলিয়া প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করে। রাজধানী পেট্রোগ্রাড নগরীর সকল

শ্রমিক ও সৈন্তদের উপর বোলশেভিকদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পেট্রোগ্রাড বিপ্লবের প্রধান ঝাঁটি হইয়া দাঁড়ায়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই পেট্রোগ্রাড নগরীতে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ও সৈন্তের এক শোভাযাত্রা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার সময় কেরেন্স্কি-সরকারের নির্দেশে বিপ্লব-বিরোধী সৈন্তগণ সেই শোভাযাত্রার উপর গুলী বর্ষণ করে এবং তাহার ফলে কয়েক হাজার শ্রমিক ও সৈন্ত নিহত হয়। ইহার পরই কেরেন্স্কি-সরকার ও বিপ্লব-বিরোধী সৈন্তবাহিনী একত্রে বোলশেভিকদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বহু বোলশেভিক কর্মী ও নায়ক কারারুদ্ধ হয়। লেনিনকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে তিনি আত্মগোপন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বহু সৈন্তকে গ্রেপ্তার করিয়া হত্যা করা হয়। এই সকল কার্কে কেরেন্স্কি-সরকারকে বুটিশ ও ফরাসী সরকার বিশেষ উৎসাহ দিতে থাকে। তাহাদের উৎসাহে বিপ্লব-বিরোধী সেনাপতি কোর্নিলভ এক বিরাট সৈন্তদল লইয়া কমিউনিস্ট-পরিচালিত পেট্রোগ্রাড-সোবিয়ৎকে ধ্বংস করিয়া পেট্রোগ্রাড নগরীকে বোলশেভিকদের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্ত অভিযান করে। স্টালিনের নেতৃত্বে বোলশেভিকগণ শ্রমিক ও বিদ্রোহী সৈন্তদের লইয়া এক বিরাট 'রেডগার্ড বাহিনী' তৈরি করে। এই 'রেডগার্ড বাহিনী'র প্রচণ্ড আক্রমণে কোর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পেট্রোগ্রাড-সোবিয়ৎের এই জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া বিভিন্ন শহরের যুতপ্রায় সোবিয়ৎগুলিও কেরেন্স্কি-সরকার ও প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং ঐ সকল সোবিয়ৎের উপর বোলশেভিক দলের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরেন্স্কি-সরকার জমিদারশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করায় এবং তাহাদিগকে গ্রামাঞ্চলে

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও মধ্যবর্তী কৃষকগণও কেয়েনস্কি-সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং তাহারাও বোলশেভিক্ দলের নেতৃত্ব মানিয়া লয়। গ্রামাঞ্চলে কেবলমাত্র ধনী কৃষকগণ কেয়েনস্কি-সরকারকে সমর্থন করিতে থাকে। এইভাবে সারা দেশের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক সংকট ঘনাইয়া আসে। এই আসন্ন বিপ্লব যে বোলশেভিক্ দলের নেতৃত্বেই সংঘটিত হইবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। এই আসন্ন বিপ্লবের ভয়ে ভীত হইয়া বোলশেভিক্ দলকে বাদ দিয়া ‘মেনশেভিক্’, ‘সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী’ প্রভৃতি অগ্র সকল রাজনৈতিক দল এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা একত্রে একটি পার্লামেন্ট গঠনের জন্ত এক সম্মেলন আহ্বান করে এবং এইভাবে আসন্ন বিপ্লব ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু তখন আর বিপ্লবে বাধা দেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। বোলশেভিক্গণ এই সম্মেলন বয়কট করে এবং পার্লামেন্ট গঠনের এই চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

এদিকে যখন শহরে সৈন্ত ও শ্রমিক এবং গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও মধ্যবর্তী কৃষকদের সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এবং সৈন্ত ও শ্রমিকদের সোবিয়ৎগুলির উপর বোলশেভিক্দের পূর্ণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তখন বোলশেভিক্ দল অবিলম্বে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মায়ফত রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের আয়োজন করে। পেট্রোগ্রাদ নগরী হইতে এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছিল এবং পেট্রোগ্রাদে ও অত্রান্ত স্থানে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্ত ‘রেভলিউশনারী মিলিটারী কমিটি’ নামে একটি পরিচালক কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কেয়েনস্কি-সরকারও বিপ্লব ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানী পেট্রোগ্রাদে বহু সৈন্ত ও ট্যাক্স আনয়ন করে এবং ৬ই নভেম্বর

প্রভাতে বোলশেভিক্ দলের মুখপত্র ‘রাবোসি পুট’ (শ্রমিকশ্রেণীর পথ), উহার ছাপাখানা ও সম্পাদকীয় দপ্তর বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি সাজোয়াগাডি প্রেরণ করে। কিন্তু শ্রমিকদের ‘রেডগার্ড-বাহিনী’ ও বিপ্লবী সৈন্তদের মিলিত আক্রমণে সাজোয়াগাডিগুলি পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। বেলা দশ ঘটিকার সময় সর্বত্র কেয়েনস্কি-সরকারকে উচ্ছেদ করিবার নির্দেশ লইয়া ‘রাবোসি পুট’ প্রকাশিত হয়।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিয়ার শ্রমিক-বিপ্লব—‘নভেম্বর-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’ আরম্ভ হইয়া যায়। ৬ই নভেম্বর রাত্রিতেই লেনিন তাঁহার গোপন আশ্রয়-স্থল হইতে বাহির হইয়া বিপ্লবের কেন্দ্র শ্মোলনি-প্রাসাদে উপস্থিত হন এবং বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ রাত্রিতেই পেট্রোগ্রাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে ‘রেডগার্ড-বাহিনী’ শ্মোলনি-প্রাসাদে একত্রিত হয়। রাত্রিকালেই তাঁহারা বোলশেভিক্ সেনাপতিদের নেতৃত্বে নগরীর মধ্যস্থল দখল করে এবং কেয়েনস্কি-সরকারের দপ্তর ‘শীত-প্রাসাদ’ ঘিরিয়া ফেলে। ৭ই নভেম্বর সকাল বেলা ‘রেডগার্ড-বাহিনী’ পেট্রোগ্রাদ নগরীর রেল-স্টেশন, পোস্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ-অফিস, মন্ত্রীদের বিভিন্ন দপ্তর ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক দখল করে। ক্রনস্টাট দুর্গের সৈন্তগণ বিদ্রোহ করিয়া বোলশেভিক্দের পক্ষে যোগদান করে এবং ‘অরোরা’ নামক যুদ্ধ-জাহাজখানি বোলশেভিক্দের পক্ষে যোগদান করিয়া সরকারী দপ্তর-ভবন ‘শীত-প্রাসাদের’ উপর কামানের গোলা বর্ষণ করে। ঐ দিনই শ্মোলনি-প্রাসাদের বিপ্লব-কেন্দ্র হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া কেয়েনস্কি-সরকারের উচ্ছেদ ও নিখিল রুশ সোবিয়ৎ কংগ্রেস কতৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণের সংবাদ কৃষিয়ার জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা হয়। ৭ই নভেম্বর রাত্রিকালে ‘রেডগার্ড-বাহিনী’ ‘শীত-প্রাসাদ’ দখল করিয়া

কেরেন্স্কি-সরকারের প্রায় সকল যন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে। কেরেন্স্কি স্বয়ং কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া রুশিয়ার বাহিরে চলিয়া যান। এইভাবে পেট্রোগ্রাডে বিপ্লব জয়যুক্ত হয় এবং নগরীতে সোবিয়ের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই রাজ্যিকালে স্মোলনি-প্রাসাদে নিখিল রুশ সোবিয়ৎ-কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেসে বোলশেভিক দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দেখিয়া 'মেনশেভিক', 'সোশ্যাল রেভলিউশনারী' প্রভৃতি দলগুলি কংগ্রেস বর্জন করিয়া চলিয়া যায়। এই কংগ্রেসেই সোবিয়ৎ কর্তৃক সমগ্র রুশিয়ার সর্বময় রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত এই কংগ্রেসের শাস্তির ঘোষণায় পৃথিবীর সকল যুদ্ধমান রাষ্ট্রের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি স্থাপনের আবেদন জানানো হয়; জমিসম্বন্ধীয় এক ঘোষণায় বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী লোপ করিয়া জমিদারদের, জার-সম্রাটের পরিবারের, 'বুর্জোয়া'দের ও গীর্জার অধিকারভুক্ত সকল জমি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিবার নির্দেশ জারি করা হয়। এই ঘোষণার ফলে রুশিয়ার ভূমিহীন কৃষকগণ প্রায় দেড়শত কোটি বিঘা (৪০ কোটি একর) জমি লাভ করে। ইহা ব্যতীত কৃষকগণ সকল প্রকার সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। সোবিয়ৎ-কংগ্রেসের অপর এক ঘোষণায় দেশের সকল তৈল, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ, বন ও নদী প্রভৃতি জলপথ 'সর্বসাধারণের সম্পত্তি' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের সর্বশেষ ঘোষণায় সোবিয়ৎ-সরকার গঠিত হয় এবং লেনিন এই সরকারের প্রধান নায়কের (মন্ত্রিসভার সভাপতির) পদে নিযুক্ত হন।

কিন্তু সর্বত্র বিপ্লব নির্বিঘ্নে জয়যুক্ত হয় নাই। মস্কো নগরীতে প্রতিবিপ্লবী 'মেনশেভিক' ও 'সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী'রা প্রতিবিপ্লবী

সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া সোবিয়ৎ-সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কয়েকদিন ধরিয়া মস্কোর রাজপথে বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈন্যদের সহিত প্রতিবিপ্লবীদের ঘোরতর যুদ্ধ চলে। অবশেষে সোবিয়ৎ-শক্তি জয়লাভ করায় মস্কো এবং অন্যান্য স্থানেও বহু যুদ্ধের পর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে কুলাকগণ (ধনী কৃষক) সোবিয়ৎ-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; কিন্তু মধ্যবর্তী ও দরিদ্র কৃষকগণের সাহায্যে সেই সকল বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়।

এইভাবে রুশিয়ার বিপ্লব জয়যুক্ত হইতে দেখিয়া পৃথিবীর ধনিক রাষ্ট্রগুলি, যথা— বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান জগতের প্রথম শ্রমিক-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে। ইহা ব্যতীত তাহারা রুশিয়ার বিপ্লব-বিরোধী সেনাপতিদের সামরিক সাহায্য দিয়া রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ চালাইতে থাকে। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানের সহিত যোগ দেয় পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও জার্মানী। এই বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ চলে ১৯১৮ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও বোলশেভিকদের দৃঢ়তা, লেনিন প্রভৃতি বোলশেভিক নেতৃবৃন্দের সামরিক প্রতিভা এবং রুশিয়ার শ্রমিক-রাষ্ট্রের প্রতি পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিক-শ্রেণী ও জনসাধারণের সক্রিয় সহায়ত্বের ফলে এই সকল বৈদেশিক আক্রমণ পরাজিত হয়, এবং বৈদেশিক শক্তিকুলি তাহাদের সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইতে বাধ্য হয়। এইভাবে গৃহযুদ্ধে সোবিয়ৎ-শক্তি জয়লাভ করে এবং তাহার ফলে সোবিয়ৎ-রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

Recardian Theory of Rent :

ধাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর মতবাদ।

[Rent শব্দ ঐষ্টব্য]

Right : দক্ষিণপন্থী।

রাজনৈতিক আন্দোলনে যাহারা বিপদ ও দুঃখকষ্টের সম্ভাবনাহীন নরম পন্থা বা রক্ষণশীলতার আশ্রয় গ্রহণ করে, সাধারণতঃ তাহাদের বলা হয় ‘দক্ষিণপন্থী’; সংগ্রাম-বিরোধী দল বা উপদল।

Right Wing : দক্ষিণপন্থী অংশ।

বৈপ্লবিক আন্দোলনে যাহারা আপস ও সংস্কারপন্থী ভূমিকা অবলম্বন করে, তাহা-দিগকে আন্দোলনের ‘দক্ষিণপন্থী অংশ’ বলা হয়।

[Left-Wing ও Reactionary
দ্রষ্টব্য]

Rights of Man : মানবীয় অধিকার-সমূহ ; মানুষের অধিকারসমূহ।

যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবে ‘জাতীয় পরিষদ’ রাজা ঘোড়শ লুই-এর-স্বেচ্ছাচারিতা ও সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন হইতে সাধারণ মানুষের মুক্তিলাভের ভিত্তি হিসাবে যে সপ্তদশ দফা দাবি রাজা লুই-এর নিকট পেশ করিয়াছিল। এই সকল দাবি এখনও বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের সকল মানুষের মূল অধিকারসমূহের ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। ফরাসী ‘জাতীয় পরিষদ’ কর্তৃক গৃহীত সপ্তদশ দফা মানবীয় অধিকারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চারিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

প্রথম দফা : “মানুষ যেমন সকলে সমানভাবে মুক্ত ও স্বাধীন অবস্থায় জন্ম-গ্রহণ করে, তেমনি অধিকার ভোগের দিক হইতেও তাহারা সকলেই সমান। সুতরাং মানুষের সামাজিক পার্থক্য কেবল সামাজিক প্রয়োজনেই স্বীকার করা চলে।”

দ্বিতীয় দফা : “মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত অধিকারসমূহ অব্যাহত রাখাই সকল রাজনৈতিক সংগঠনের মূখ্য উদ্দেশ্য ; সেই সকল অধিকার হইল : স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার রক্ষা এবং সকল প্রকার উৎপীড়নে বাধাদান ও উহার কবল হইতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা।”

তৃতীয় দফা : “সকল প্রকার সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস হইল সমগ্র জাতি ; যে ব্যক্তি বা দল জাতির নিকট হইতে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে নাই, সেই ব্যক্তি বা দল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে।”

চতুর্থ দফা : “সম্পত্তির অধিকার অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র ; সুতরাং প্রত্যক্ষ, আইন দ্বারা স্থিরীকৃত ও পূর্বকৃত অপরাধের ত্রায়সঙ্গত শাস্তিস্বরূপ সামাজিক প্রয়োজন ব্যতীত কাহাকেও এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।”

উপরোক্ত চারি দফা অধিকার হইতে বুঝা যায় যে, এই মানবীয় অধিকারের ঘোষণা দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গের সকল বংশানুক্রমিক বিশেষ অধিকার ও সুবিধা সমূহের উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং রাজার স্বেচ্ছাচারমূলক অসীম ক্ষমতার পরিবর্তে জাতির সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অন্তর্দিকে, পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিপ্রথা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত বিশেষ সুবিধা ও অধিকারসমূহের উচ্ছেদ করিয়া তাহার পরিবর্তে আধুনিক ব্যক্তিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি-প্রথা, উহার ভিত্তিতে রচিত ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তির অধিকার ও সুবিধাসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সংক্ষেপে, ব্যক্তিস্বতন্ত্রতাবাদ ও ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তিপ্রথা এবং জাতির সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাই এই ‘মানবীয় অধিকার’-এর মূল বিষয়বস্তু।

Declaration of Rights of Man (U. N. O.) : (রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের) মানবীয় অধিকারের ঘোষণা।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এই মানবীয় অধিকারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জ্ঞানী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষ এই সভ্য জগতে যে সকল অধিকার

ভোগ করিবার অধিকারী তাহাই হইল এই মানবীয় অধিকারের ঘোষণার বিষয়-বস্তু। এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এই সকল অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকারসমূহের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

কাহাকেও কারণ না দেখাইয়া গ্রেপ্তার করা চলিবে না ; কাহারও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা এবং কাহারও গৃহের শান্তি নষ্ট করা চলিবে না ; কোন ব্যক্তি তাহার নিজ দেশ বা অন্য কোন দেশ ত্যাগ করিয়া অপর কোন দেশে যাইয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বাধা দেওয়া চলিবে না ; প্রত্যেকেই তাহার নিজের মত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিতে পারিবে ; জনসাধারণের ইচ্ছাই হইবে প্রত্যেক দেশের সরকারের শাসন-ক্ষমতার ভিত্তি এবং জনসাধারণের এই ইচ্ছা নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিতে হইবে ; প্রত্যেকেরই কর্ম (চাকরি) পাইবার ও বেকার অবস্থার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে ; প্রত্যেকেরই ট্রেড যুনিয়নে যোগদানের অধিকার আছে ; প্রত্যেকেরই নিজ স্বাস্থ্য রক্ষা ও উত্তমরূপে পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে উপযুক্ত জীবিকার মান (আয় বা বেতন) লাভের অধিকার আছে ; প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার আছে ; ইত্যাদি।

ফরাসী বিপ্লবের সময় যে মানবীয় অধিকারের ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা মানবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সামাজিক মানুষের মৌলিক অধিকারের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, আর রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের এই এই মানবীয় অধিকারের ঘোষণা সামাজিক মানুষের সেই অধিকার আরও প্রসারিত করিয়াছে।

Roman Empire : (প্রাচীন) রোম-সাম্রাজ্য। [Holy Roman Empire ও Bizantine Empire দ্রষ্টব্য]

Romanticism : ভাব-কল্পনা-রমণীয়তা-পূর্ণ সাহিত্য ও শিল্পের ধারা ; রমণ্যাস-বাদ ; রম্যরচনা-পদ্ধতি ; ভাব-কল্পনাবাদ ; কল্পপন্থা ; 'রোমান্টিসিজম'।

জার্মানীতে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নোভালিস্ (Novalis), টিক্‌স্ (Tiecks) এ বং শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয় (Schlegel Brothers) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন ধরনের কাব্য রচনার ধারা, এবং ফরাসীদেশে অলেকজান্দার দুমা (Alexander Dumas), ভিক্টর হুগো (Victor Hugo), লামার্টাইন (Les Martain) প্রভৃতি কর্তৃক প্রবর্তিত উপন্যাস-সাহিত্যের নূতন ধারা। সংক্ষেপে, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির নূতন ধারা-বিশেষের মূলতত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত ভাব। এই আন্দোলন (Romantic Movement) হইল পুরাতন গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের নিয়মের আতিশয্য, পাণ্ডিত্যাভিমান ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে রম্য, মৌলিক, সংস্কার-মুক্ত, ভাব-কল্পনা পূর্ণ সাহিত্য ও কলাশিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ।

এই আন্দোলন সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানীতে লেসিং (Lessing), শিলার (Schiller) প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ কর্তৃক আরম্ভ হয়। শীঘ্রই ইহা সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য ও কলা-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। জার্মান সাহিত্যিক হাইনরিক হাইনে-এর (Heinrich Heine) মতে : "গ্রীক ও রোমক শিল্পীরা কেবল পূর্ব-পরিকল্পিত (বা ছককাটা) ভাব প্রকাশ করিতেন ; সুতরাং শিল্পীর মানসপটে বা পাথরে সেই পূর্ব-পরিকল্পিত (বা ছককাটা) ভাব অবিকলরূপে ফুটাইতে পারিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। কিন্তু রমণ্যাস-শিল্পীকে (Romantic Writer or Artist-কে) অসীমের এবং পরমতত্ত্বের আভাস দিতে হইত। কাজেই প্রতীক বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ

ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর ছিল না।” স্নেহ, প্রেম, অমুরাগ প্রভৃতি মানব-মনের স্বকুমার ভাবসমূহ ফুটাইয়া তোলাই রমণ্যাস-শিল্পের (Romanticism-এর) প্রধান লক্ষ্য ছিল।

ইংলণ্ডের সাহিত্য-ক্ষেত্রে ওয়াটসন (Walter Scott), শেলি (P. B. Shelly), বায়রন (Lord Byron), ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth), ফরাসী সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভিক্টর হুগো (V. Hugo), দা মুসে (De Musset), জর্জেস সঁদ (Georges Sand), সেন্ট-বুভে (Sainte-Beuve); এবং জার্মান সাহিত্য-ক্ষেত্রে গটে (Goethe), হাইনরিক হাইনে (H. Heine), টিক্স (Tiecks), হফম্যান (Hoffman) প্রভৃতি এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন।

Rousseauism : রুশোর তত্ত্ব; রুশোবাদ।

ফরাসীদেশের বিপ্লববাদী দার্শনিক, রাজনীতি ও সমাজনীতিবিদ জঁ জ্যাক রুশো (Jean Jaque Rousseau) কতৃক প্রবর্তিত দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সমাজ-তাত্ত্বিক মতবাদ। তাঁহার চিন্তাধারা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবে বিশেষ প্রেরণা যোগাইয়াছিল। সেই হেতু রুশোকে ফরাসী বিপ্লবের ‘অগ্রদূত’ আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহার মতবাদ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ‘বুর্জোয়া’-বিপ্লবের (সামন্তপ্রথা-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের) বীজ বপন করিয়াছিল। রুশোর অভিনব মতবাদ শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল।

রুশোর শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় মত তাঁহার রচিত ‘এমিলি’ (Emile) নামক গ্রন্থে এবং ধর্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় মত ‘সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট’ (Du Contract Social) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফরাসী ‘জাতীয় পরিষদ’ কতৃক গৃহীত বিখ্যাত ‘মানবীয় অধিকারের ঘোষণা-পত্র’টি রুশোর এই ‘সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট’ নামক গ্রন্থে লিখিত মতবাদের ভিত্তিতেই রচিত। [Rights of Man দ্রষ্টব্য]

Social Contract : রুশো কতৃক লিখিত ধর্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রুশো বলেন যে, সকল মানুষই সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রাজা ও প্রজা পরস্পরের সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকিবে। প্রজার মত অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। রুশোর মতে, আদিম অবস্থাই মানুষের স্বাভাবিক এবং প্রকৃত অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। তাঁহার মতে, মানুষ স্বেচ্ছায় সকলের হিতার্থে নিজের স্বাধীনতার কিছু অংশ সন্কোচ করিয়া সমাজবদ্ধ হইয়াছে। রুশোর এই মত ফরাসী দেশের তৎকালীন সামন্ততন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজ-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রুশোর জন্ম এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

Russian Revolution : রুশ-বিপ্লব।

[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

S

Sacred Books of the East : প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ।

ইউরোপের কতিপয় বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কতৃক জার্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলরের সম্পাদনায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ

হইতে প্রকাশিত প্রাচ্যদেশীয় ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থমালা।

Salvation Army : (ধর্মীয়) মুক্তি-বাহিনী।

জনসাধারণের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক

উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রেভারেন্ড উইলিয়ম বুথ (William Booth) কর্তৃক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সৈন্তবাহিনীর আদর্শে গঠিত সমিতি। ইহা জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে।

Sanctions : বলবৎকরণ ; বাধ্যকরণ।

আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্ত মানিবার জন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সামরিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে অস্থগিত ভের্সাই-সন্ধির শর্তে প্রয়োজন হইলে জার্মানীর বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের উল্লেখ ছিল। ইহার পর প্রথম জাতিসংঘের (League of Nations-এর) ১৬নং ধারায় কোন দেশ আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্ত মানিতে অস্বীকার করিলে উহার বিরুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার জাতিসংঘের হস্তে রক্ষিত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করিলে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর ডায়েলডর্ফ ও অগ্ন্যগ্ন শহর বলপূর্বক অধিকার করিয়া ভের্সাই-সন্ধির শর্তানুযায়ী জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একই কারণে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর রুড্র অঞ্চল অধিকৃত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইতালী অগ্ন্যগ্নভাবে আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে জাতিসংঘ ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

Saracens : সারাসেন ; সারাসেন জাতি (আরবজাতি)।

সর্বপ্রথম গ্রীক ও রোমানগণ আরবের যাযাবরদের ‘সারাসেন’ নামে অভিহিত করিয়াছিল। তখন এই আরবীয় যাযাবরগণ মিশর হইতে ইউফ্রেতিস নদীর তীর পর্যন্ত সর্বত্র রোম-সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাইত। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইবার পরেই সারাসেনগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তখন হইতে আরব ও অগ্ন্যগ্ন অঞ্চলের মুসলমানগণকে ‘সারাসেন’ নামে অভিহিত করা হইত। মধ্যযুগের কোন কোন লেখক সিরিয়া ও প্যাালেস্টাইনের মুসলমানদিগকে, কোন কোন লেখক উত্তর-আফ্রিকার আরব-বার্বার সম্প্রদায়কে, আবার কোন কোন লেখক খাস আরবের মুসলমানদের এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণভাবে আরব, উত্তর-আফ্রিকা, সিরিয়া, প্যাালে-স্টাইন—এই সকল অঞ্চলের মুসলমানগণই ‘সারাসেন’ নামে পরিচিত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সারাসেনগণ সমগ্র আরব, উত্তর-আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি অংশ জয় করে। অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর-আফ্রিকার, বিশেষতঃ মরোক্কোর সারাসেনগণ স্পেন দেশ জয় করিয়াছিল (৭১১ খৃষ্টাব্দে)। কিন্তু ৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাহারা ফরাসী দেশ আক্রমণ করিলে ফ্রান্সের সেনাপতি চার্লস মার্টেল কর্তৃক তাহারা চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয় এবং স্পেন দেশে পলাইয়া যায়। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে তাহারগণ বাগদাদের সারাসেন-রাজ্য আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। স্পেন দেশে সারাসেন-রাজ্য ১০৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইহার পর আভ্যন্তরিক বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে এই রাজ্য ভাঙিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভাগ হইয়া পড়ে।

Saracenic Civilisation : সারাসেন-সভ্যতা।

সমসাময়িক যুগের অল্পশক্তি দ্বারা ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তারের রীতি অনুসারে এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পররাজ্য-দখলের যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইলেও সারাসেনগণ এক অভিনব সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহাদের অবদান মানব-সভ্যতাকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। তৎকালীন সারাসেন-সভ্যতার কেন্দ্র ছিল বাগদাদ, মিশর

(ইজিপ্ট), মারোক্কো, স্পেনের কর্ডোবা প্রভৃতি স্থান।

“অসংখ্য গ্রন্থ ও পুস্তিকায় এই সময়ের (সারাসেনদের) বহুমুখী সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা সকল সভ্য মানুষের গর্বের বিষয়। খলিফাদের রাজসভায় সকল প্রকার কথাশিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির জ্ঞান একাগ্রভাবে উৎসাহ দান ও অজস্র অর্থব্যয় করা হইত। প্রত্যেকটি মসজিদের সহিত এক একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইত এবং সেই সকল শিক্ষাকেন্দ্র হইতে সার্বজনীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দ্বারা নিরক্ষরতা দূর করা হইত। প্রত্যেকটি নগর ও শহর-কেন্দ্রে পুস্তকালয় স্থাপন এবং সেইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিত। বসরা, কুফা, বাগদাদ, কাইরো ও কর্ডোবার জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা আজিও গর্বের সহিত স্মরণ করা হয়।

“জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হিসাবে সর্বত্র সকলে, এমনকি ইহুদী খৃষ্টানগণও আরবী ভাষা ব্যবহার করিত। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থাবলীর উদ্ধার-কার্যে এবং উহাদের চর্চায় সকল প্রকারে উৎসাহ দান করা হইত। নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও সমানভাবেই করা হইত। কর্ডোবায় (স্পেনদেশে) স্ত্রী-ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সারাসেনী মুসলমানদের অতুলনীয় অবদান। সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তাহাদের সাফল্য অসাধারণ। সাধারণ শিক্ষা এবং ব্যবহারিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে, যেমন অঙ্কশাস্ত্রে (বীজগণিতের বিকাশ সাধন, প্রকৃতপক্ষে ত্রিকোনমিতি বা Trigonometry-এর উদ্ভাবন), জ্যোতিষশাস্ত্রে, রসায়নশাস্ত্রে, ভূগোল-বিদ্যায়, শিল্প-পদ্ধতিতে ও যান্ত্রিক উদ্ভাবনে

তাহাদের অবদান অতি বিস্ময়কর। তাহাদের এই সকল সাফল্য হইতে মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতার একটি অতি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়।

“আর একদিকের চিত্র হইল ভিন্ন মত ও ভিন্ন ধর্মের প্রতি অতুলকরণযোগ্য উদারতা ও সহিষ্ণুতা। খৃষ্টান-চিকিৎসকগণও রাজসভায় সমাদৃত এবং সম্মানিত হইতেন। ভিন্ন জাতীয় সংখ্যালঘুদের সকল অধিকার দেওয়া হইত। দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা চলিত এবং সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতও ব্যাপকভাবে আলোচিত হইত এবং উহা প্রচারের সকল প্রকার স্বেচ্ছা দেওয়া হইত।

“দরিদ্র ও নিরাশ্রয়দের সর্বপ্রকারে যত্ন লওয়া হইত। হাসপাতালের সংখ্যা ছিল প্রচুর, এমনকি বহুদূরের গ্রামাঞ্চলের জ্ঞানও ভ্রাম্যমান ঔষধালয়ের ব্যবস্থা ছিল। সরকারী খরচে বহু অনাথ শিশুদের আশ্রম পরিচালিত হইত। অতি সাধারণ ব্যাপারেও প্রজারা রাজাদের নিকট অভিযোগ পেশ করিতে পারিত। উচ্চতম পদ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরও, এমনকি খলিফা (মুসলমান রাজা) নিজেও প্রজাসাধারণের জ্ঞান রচিত আইন সমানভাবে মানিয়া চলিতেন।

“কর্ডোবার রাস্তাগুলি ছিল চমৎকাররূপে বাঁধানো এবং রাত্রিকালে সেগুলি সরকারী আলোকে আলোকিত হইত।.....কৃষির জ্ঞান জলসেচ-ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সকল প্রকার শিল্পই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। জাহাজ-নির্মাণ, উন্নত ইম্পাত তৈয়ারী (বিখ্যাত ‘টলেডোর তরবারি’ এই ইম্পাতে তৈয়ারী হইত), চর্মশিল্প, বস্ত্রশিল্প, পশুপালন প্রভৃতি অসংখ্য শিল্প বিস্ময়কররূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

“কলা-শিল্পে ও বিশেষতঃ স্থাপত্য-শিল্পে (Architecture) সারাসেন-সংস্কৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত এবং ইহার অনেকগুলি দিকে

আজ পর্যন্ত অধিকতর উন্নতি সম্ভব হয়
নাই।” —Wilfred Cantwell

Smith : *Modern Islam in India*

Satyagraha : সত্যগ্রহ ।

সত্যের প্রতি আগ্রহ বা সত্যের আশ্রয়
গ্রহণ; অবিচলিতভাবে সত্যকে আঁকড়াইয়া
থাকা। ইহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে মহাত্মা
গান্ধী কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে
ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক অর্থে ইহা
হইল—ব্রিটিশ শাসকদের তৈরী আইন
অহিংসভাবে অমান্য করিয়া প্রতিরোধ-
আন্দোলন গড়িয়া তোলা। ব্রিটিশ ভারতে
এই সত্যগ্রহই কংগ্রেস-পরিচালিত
স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান রূপ হইয়াছিল।
পরে বিভিন্ন স্থানে ইহা রাজনৈতিক সংগ্রামে
ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়-
গণের সত্যগ্রহ ও পোতুগীজ-শাসনের
বিরুদ্ধে গোয়াবাসী ও ভারতবাসীদের
সত্যগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Scepticism : সন্দেহবাদ; সংশয়বাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ; এই মতবাদ
অনুসারে সকল বিষয়ে সন্দেহ, অথবা
অসম্ভবতঃ অলৌকিকত্ব বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে
সন্দেহ পোষণ ও প্রচলিত ধারণা
অস্বীকার করা হয় এবং মনে করা হয় যে,
প্রকৃত সত্য জানা সম্ভব নহে। প্রাচীন
দার্শনিকগণের মধ্যে গ্রীক দার্শনিক পিরো
(Pyrrho : খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) ছিলেন
এই মতবাদের জন্ম বিখ্যাত। পরবর্তী যুগে
ফরাসী দার্শনিক পাস্কাল (Blaise Pascal :
1623-1662) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে
সন্দেহ পোষণের ভিত্তিতে এক নতুন
‘সন্দেহবাদ’ প্রচার করেন। ডেভিড হিউম
যে ‘সন্দেহবাদ’ প্রচার করেন তাহার মর্ম
হইল এই যে, ‘প্রত্যক্ষই জ্ঞানের মূল উৎস’
এবং এই প্রত্যক্ষের একমাত্র ভিত্তি হইল
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

**Scholasticism (or Scholastic
Philosophy) :** (মধ্যযুগের) খৃষ্টীয়

ধর্মশাস্ত্র ও দার্শনিক মত; পণ্ডিতী
বিচার।

এই ধর্মমত ও দার্শনিক মত প্রধানতঃ
খৃষ্টধর্মের আদি আচার্যগণ এবং আরিস্টো-
তল ও তদীয় টীাকাকারগণের মতবাদের
উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা খৃষ্টধর্মকে
দার্শনিক বিচারের আলোকে যাচাই
করিতেন। রোম-সম্রাট সার্কোমেন কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক স্কুলসমূহ হইতেই ‘স্কল্য-
সিসিজম’ শব্দটির উৎপত্তি। খৃষ্টের পুনরত্যা-
খান প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে
সেন্ট টমাস ও তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক গভীর
সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রচারের ফলে এই
মতবাদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

Science : বিজ্ঞান; জ্ঞানশাস্ত্র;
বিজ্ঞানশাস্ত্র।

কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত তথ্য সমূহের
স্বরচিত ও প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ
(Observation), পরীক্ষা (Experi-
ment) ও বিচারের (Reasoning)
মারফত লব্ধ ও প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। বিভিন্ন
বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সাধারণতঃ দুইভাগে
ভাগ করা হয় : (১) বিমূর্ত বিজ্ঞান (Ab-
stract Science)—যেমন, গণিতশাস্ত্র
(Mathematics), যুক্তি বা তর্কশাস্ত্র
(Logic) প্রভৃতি; (২) মূর্ত বিজ্ঞান
(Concrete Science)—যেমন,
জ্যোতিষশাস্ত্র (Astronomy), জীববিজ্ঞান
(Biology), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry),
পদার্থবিজ্ঞান (Physics) প্রভৃতি। এই
দুইভাগের মধ্যে ‘ফলিত গণিতশাস্ত্র’
(Applied Mathematics) যোগসূত্র-
স্বরূপ।

সকল বিষয়ের প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেই
‘বিজ্ঞান’ কথাটি ব্যবহৃত হয়। ‘বিজ্ঞান’
শব্দের দ্বারা বুঝায় : (১) শ্রেণী-বিভাগ বা
বিশ্লেষণ-প্রণালী, (২) বিভিন্ন তথ্যের
পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

নির্ণয়, এবং (৩) উহাদের নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ শূত্রাবলীর আবিষ্কার। এই অর্থে, ইতিহাস (History), সমাজতত্ত্ব (Sociology), অর্থনীতিশাস্ত্র (Economics), রাষ্ট্রনীতিশাস্ত্র (Politics) প্রভৃতিও বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য হয়।

Second International : দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক।

[Internationals শব্দ দ্রষ্টব্য]

Sectarianism : দলীয় সংকীর্ণতা।

দলীয় সংকীর্ণতা হইল এমন একটা কর্ম-পন্থা যাহার অনিবার্হ পরিণতিস্বরূপ একটা পার্টি বা দল জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং শেষপর্যন্ত ইহা ভাঙিয়া যায়। যে পার্টি বা দল এই ভুল কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেই পার্টি বা দল সাধারণতঃ অল্প কোন পার্টি বা দলকে কোনরূপ স্ববিধা না দিয়া সকল স্ববিধা একাকী নিজেরাই ভোগ করিতে চায়।

Secularism : ধর্মবিবর্জিত বা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা; (দার্শনিক অর্থে) ঐহিকবাদ বা নিরীশ্বরবাদ।

ভাষাগত অর্থে, ইহজগৎসম্বন্ধীয়, অথবা ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন-বহির্ভূত বিষয়। সাধারণ অর্থে শক্তি দ্বারা বুঝা যায় : (১) এমন একটা রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে অপরের ক্ষতি না করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত ধর্ম-পালন ও কাজকর্ম করিতে পারে; (২) এমন একটা শিক্ষা-ব্যবস্থা যে শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা সকল প্রকার ধর্মমত এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল অস্বীকার করে। দার্শনিক অর্থে,—যাহা ইহজীবনে মানবের পক্ষে মঙ্গলজনক তাহাই সৎনীতি, সেই নীতির সহিত ঈশ্বর বা ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের জি.জে. হোলিওক (G. J. Holyoake) কর্তৃক এই মত প্রথম প্রচারিত হয়। এই মতের প্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন চার্লস ব্রাডলাফ (Charles

Bradlaugh)। এই মত প্রচারের জন্য ইংলণ্ডে *National Secular Society* নামে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State)।

Select Committee : নির্বাচিত উপ-সমিতি; (ব্যবস্থাপক সভার) বিশেষজ্ঞ-কমিটি।

ব্যবস্থাপক সভার কোন প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য বা বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় বিশেষজ্ঞ সভ্য লইয়া গঠিত উপ-সমিতি বা কমিটি।

Self-Determination (of Nations): (জাতিসমূহের) আত্মনিয়ন্ত্রণ।

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির নিজেদের দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের ইচ্ছানু-রূপ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার নীতি; বিশেষ করিয়া, পরাধীন দেশ ও উপনিবেশসমূহের নিষিদ্ধিত জনগণের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে থাকা; মার্কসীয় মতে, “স্বায়ত্তশাসন”, ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস’, ‘হোমরুল’ প্রভৃতি মুখ-রোচক নামের দ্বারা আড়াল-করা সাম্রাজ্য-বাদী প্রভুত্বের বদলে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র-হিসাবে পৃথিবীর সকল জাতির সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে বাস করিবার অধিকার।”

“জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল, অল্প জাতির সম্পর্ক-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কোন জাতির স্বতন্ত্র, স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠন।”—Lenin: *The National Question*.

Semi-colony : অর্ধ-উপনিবেশ; আধা-উপনিবেশ। [Colony শব্দ দ্রষ্টব্য]

Sensation : ইন্দ্রিয়ানুভূতি; সংবেদন। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যবর্তিতা যন্ত্রাচারে উৎপাদিত অনুভূতি।

Sensationalism : অমুভূতিবাদ; অমুভববাদ; সংবেদনবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মত অমুসারে আমাদের ধারণাসমূহ কেবল অমুভূতি (বা সংবেদন) হইতে উদ্ভূত এবং অমুভূতিরই (বা সংবেদনেরই) রূপান্তর মাত্র।

Sense : জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়; বুদ্ধি।

প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে, ইন্দ্রিয় তিন প্রকার : (১) জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্); (২) কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পায়ু ও উপস্থ); (৩) অন্ত-রেন্দ্রিয় (মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার ও চিন্তা); মন সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ পৈশিক অমুভূতি (Mascular Sense) নামে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইচ্ছাবাহী পেশী দ্বারা চালিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা দেহাংশের দিক এবং অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়।

Shares : অংশ; যৌথ কোম্পানির অংশসমূহ।

কোন যৌথ কোম্পানির মোট মূলধনের যে সকল অংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত হয় এবং সেই ব্যক্তির তাহাদের নিজ নিজ অংশের পরিমাণ অমুযায়ী লভ্যাংশ পায় অথবা ক্ষতি বহন করে। সেই সকল অংশ লইয়াই কোম্পানির মোট মূলধন গঠিত হয়।

Deferred Shares : বিলম্বে বা অনির্দিষ্ট সময়ে দেয় অংশ।

কোন যৌথ কারবারের যে সকল অংশের উপর কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা সম্ভাবিত ঘটনার পূর্বে অপেক্ষাকৃত অল্প হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয় (অর্থাৎ পূর্ণ লভ্যাংশ দেওয়া হয় না), কিংবা ঐ তারিখ বা সময়ের পূর্বে কোন লভ্যাংশই দেওয়া হয় না।

Preference Shares : সর্বপ্রায়ে দেয় অংশ।

কোন যৌথ কারবারের, যে সকল অংশের

উপর দেয় লভ্যাংশ সর্বপ্রায়ে মিটাইয়া দিতে হয়।

Simple Form of Value : মূল্যের প্রাথমিক (বা সরল) রূপ।

ইহা মার্কসীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। 'Elementary Form of Value' ও 'Simple Form of Value'—এই কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[Forms of Value দ্রষ্টব্য]

Sinking Fund : ঋণ পরিশোধার্থে গঠিত তহবিল।

সরকারী ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর রাজকোষ হইতে টাকা সংগ্ৰহ করিয়া যে বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়, তাহাকে বলা হয় 'সিংকিং ফন্ড'। প্রত্যেক দেশের সরকারের এই প্রকার একটি তহবিল থাকে, এই তহবিলের টাকা স্বদে খাটাইয়া ইহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়।

Sit-Down Strike : অবস্থান-ধর্মঘট।

এক ধরনের শ্রমিক-ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে শ্রমিকগণ দিবারাত্র কারখানার মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া এইরূপ ধর্মঘটকে 'অবস্থান-ধর্মঘট' বলা হয়। শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া গেলে মালিকগণ অনেক সময় নূতন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কারখানা চালায়। এই জন্যই শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া কারখানা বা কর্মস্থল ছাড়িয়া না যাওয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিবার উপায় অবলম্বন করে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পোল্যান্ডের কয়লা-খনির শ্রমিকগণ দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কয়লা-খনির মধ্যেই অবস্থান করিয়াছিল। পৃথিবীর শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে ইহাই প্রথম 'অবস্থান-ধর্মঘট'। ইহার পর হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শ্রমিকগণ ধর্মঘটের এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করে। পরবর্তীকালে

ক্রাফ্ট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহাই শ্রমিক-সংগ্রামের প্রধান রূপ হইয়া দাঁড়ায়।

Skilled Labour : নিপুণ শ্রম।

মার্কসীয় অর্থনীতিতে ‘নিপুণ শ্রম’ কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই অর্থ-নীতিতে, যে শ্রমশক্তির মধ্যে উৎপাদনের বিশেষ শিক্ষা আয়ত্ত করিবার জগু পূর্বে ব্যয়করা শ্রম নিহিত রহিয়াছে, সেই শ্রম-শক্তিকে ‘নিপুণ শ্রম’ বলা হয়। অতঃপর, ‘নিপুণ শ্রম’ হইল অনিপুণ শ্রমের (Unskilled Labour-এর) ঘনীভূত রূপ।

Slave-System : দাসপ্রথা; ক্রীতদাস-প্রথা।

পূর্বে যে প্রথায় মালিকগণ মানুষের শ্রম-শক্তি চিরজীবনের জগু ক্রয় করিয়া তাহাদের দ্বারা সামাজিক উৎপাদন চালাইত, কেবল মানুষের শ্রমশক্তিই নহে, মানুষটাই একটা পণ্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীতে পরিণত হইত, সেই সামাজিক ব্যবস্থাকেই বলা হয় ‘দাসপ্রথা’, এবং সেই প্রকার উৎপাদনপ্রথা-মূলক সমাজকেই বলা হয় ‘দাস-প্রথামূলক সমাজ’। ইহা সমাজের ক্রমবিকাশের একটি স্তর। দাসপ্রথামূলক সমাজের ভিত্তি ছিল নিম্নরূপ :—

“যে ব্যক্তি দাসের মালিক সে উৎপাদনের উপকরণেরও মালিক, সে-ই উৎপাদনের শ্রমিকেরও মালিক। উৎপাদনের শ্রমিককে, অর্থাৎ দাসকে তার মালিক একটা জন্তুর মত বিক্রয় করিতে পারিত, ক্রয় করিতে পারিত অথবা মারিয়াও ফেলিতে পারিত। এই ধরনের উৎপাদন-সম্বন্ধই ছিল সেই যুগের উৎপাদন-শক্তির বিকাশের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দাসপ্রথার যুগে মানুষ পাথরের হাতিয়ারের বদলে ধাতু-নির্মিত হাতিয়ার তৈরি করিতে শিখিয়াছে। ইহার পূর্ব পর্যন্ত শিকারী মানুষ (পূর্বের আদিম কমিউন-যুগের মানুষ) পশুপালন, কৃষি কিছুই জানিত না, কিন্তু এই যুগে পূর্বের হীন ও আদিম অবস্থার জীবনধারণ-প্রণালীর

পরিবর্তে দেখা দিয়াছে পশুপালন, কৃষি, হস্তশিল্প ও এই সকল উৎপাদনের কাজে শ্রম-বিভাগ।” —*History of the C. P. S. U. (B)*

Slavery : দাসপ্রথা; দাসত্ব।

প্রাচীন যুগ হইতে, অর্থাৎ মানব-সমাজের প্রথমস্তর আদিম কমিউন-সমাজের পর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগ বা সামন্ত-তান্ত্রিক যুগ পর্যন্ত এই দাসপ্রথা ও উহার পরিবর্তিত রূপ ভূমিদাস-প্রথা (Serfdom) ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে দাসপ্রথাই ছিল মানব-সমাজের প্রধান উৎপাদন-ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক যুগে এই দাসপ্রথা সামান্য পরিবর্তিত আকারে বিভিন্ন স্থানে ভূমিদাস-প্রথায় পরিণত হয়। [Serfdom দ্রষ্টব্য]

প্রথমে যুদ্ধ-পরাজিত ও বন্দী সৈন্যদেরই দাস করিয়া রাখা হইত। ইহা ব্যতীত, যাহারা ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে পারিত না, তাহাদিগকেও মহাজনদের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত। অনেক সময় ভরণ-পোষণে অসমর্থ পিতামাতারাও তাহাদের পুত্র-কন্যাদের দাসহিসাবে বিক্রয় করিত। প্রাচীন রোম ও গ্রীস দেশে বিরাট সংখ্যক দাস ছিল এবং তাহাদের দ্বারা কৃষি প্রভৃতি সামাজিক উৎপাদনের কাজ চালানো হইত। এই দুই স্থানে যে সাধারণতন্ত্র (Republic) ছিল তাহাতে দাসদের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইত না, এবং তাহাদের ভোটাধিকারও ছিল না।

সর্বপ্রথম পোতুগীজগণ ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে দাস-ব্যবসায় আরম্ভ করে। তাহারাই প্রথম আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদের বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। পরবর্তী কালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আফ্রিকা হইতে অসহায় নিগ্রোদের দলে দলে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া ইউরোপের বাজারে উচ্চমূল্যে দাসহিসাবে বিক্রয় করিত।

অনেক সময় দাসগণ মালিকদের অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। খৃষ্টপূর্ব ৭২ অব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ইতালীতে এবং ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াট টিলালের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে যে দাস-বিদ্রোহ হয় তাহা ছিল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমোক্ত বিদ্রোহ ইতিহাসে ‘স্পার্টাকাস-বিদ্রোহ’ নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহের ফলে ইতালীর এক বৃহদংশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এবং বহু সহস্র স্বাধীন মানুষ বিদ্রোহী দাসদের হস্তে নিহত হয়। খৃষ্টপূর্ব ৭১ অব্দে দাসগণের পরাজয়ে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। [Spartacist শব্দ দ্রষ্টব্য]

১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াট টিলালের নেতৃত্বে পরিচালিত দাস-বিদ্রোহের ফলেই ইংলণ্ডে দাসপ্রথা ও ভূমিদাসপ্রথার অবসানের সূচনা হয় এবং রাজ্ঞী এলিজাবেথ-এর শাসনকালে এই প্রথা লোপ করা হয়। কালক্রমে এই অমানুষিক প্রথা তুলিয়া দিবার জ্ঞাতৃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখিকা হ্যারিয়েট ই. বি. স্টো (H. E. B. Stowe, 1811-96) এই আন্দোলনের অংশরূপে তাঁহার ‘টম্‌কাবার কুটির’ (*Uncle Tom's Cabin*) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ইহা এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন বহুগুণ শক্তিশালী করিয়া তোলে। এই আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় দাসপ্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও ইহা আফ্রিকা মহাদেশে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্নরূপে চলিতেছে এবং পোতুগীজ ও ফরাসীরা নানাভাবে উৎসাহ দিয়া এই বর্বর প্রথা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

Slave-owning State : দাস-মালিকদের রাষ্ট্র। [State শব্দ দ্রষ্টব্য]।

Sliding Scale : (মজুরির) হ্রাস-বৃদ্ধিশীল হার।

ইহা দ্বারা শ্রমিকদের মজুরির এক বিশেষ হার বুঝায়। শ্রমিকদের নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রীর বাজার-দরের হ্রাসবৃদ্ধির জ্ঞাতৃ শ্রমিকগণ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই হ্রাস-বৃদ্ধিশীল হারে (*Sliding Scale*-এ) মজুরি দেওয়ার উদ্দেশ্য। বাজার-দরের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হইবে—ইহাই ‘হ্রাস-বৃদ্ধিশীল হারে’ শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ের বাজার-দরকে মূল বাজার-দর বলিয়া ধরা হয় এবং এই মূল বাজার-দরের সহিত মজুরি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যদি কোন সময় বাজার-দর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সেই বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরি বাড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং বাজার-দর হ্রাস পাইলে মজুরিও হ্রাস পায়। কিন্তু পূর্ব হইতেই মজুরির একটা সর্বনিম্ন হার নির্দিষ্ট করা থাকে, সেই সর্বনিম্ন হারের নীচে মজুরি কখনও হ্রাস পায় না। কোন কোন স্থানে মূনাফার হারের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে মজুরি দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রেও মজুরির একটা সর্বনিম্ন হার নির্দিষ্ট থাকে এবং মূনাফার হার বৃদ্ধি পাইলে মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

Social Contract : সামাজিক চুক্তি।

[Rousseauism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Social Chauvinist : সমাজবাদের ছদ্মবেশে উগ্র জাতীয়তাবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী।

যে ব্যক্তি বা দল “কথায় সমাজবাদী, কিন্তু কাজে উগ্র জাতীয়তাবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী।”—*Lenin : Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*. লেনিন এই কথাটি দ্বারা ইউরোপের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির চরিত্র ব্যাখ্যা করেন। কারণ, এই পার্টিগুলি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ও তাহার

পরবর্তীকালে নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন ও সাহায্য করিয়াছিল।

Social Democracy : সমাজবাদী গণতন্ত্র ; 'সোশ্যাল ডেমোক্রেসি'।

“ 'সোশ্যাল ডেমোক্রেসি' হইল শ্রমিক-আন্দোলনের সহিত সমাজবাদের মিলন। ইহার কাজ হইল, শ্রমিক-আন্দোলনের প্রত্যেকটি পৃথক স্তরে নিষ্ক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের সেবা করা নহে, শ্রমিক-আন্দোলনের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করা, সেই আন্দোলনের সম্মুখে উহার চরম লক্ষ্য ও রাজনৈতিক কর্তব্য তুলিয়া ধরা এবং সেই আন্দোলনের রাজনৈতিক ও আদর্শগত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা। ”—Lenin : *The Struggle for a Bolshevik Party*.

যাহারা, অর্থাৎ যে সকল দল এই আদর্শ অনুসরণ করিত, তাহাদের বলা হইত 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট'। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের পূর্বপর্ষন্ত রুশিয়ার বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টিরও নাম ছিল 'রুশিয়ান 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক্ লেবার পার্টি'। বিপ্লবের পর এই পার্টির নাম হয় 'কমিউনিস্ট পার্টি' এবং তাহার পর বিভিন্ন দেশে 'কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়।

Socialisation : সামাজিক রূপদান ; সামাজিকীকরণ ; সমাজের ব্যবহারে লাগানো।

কোন ব্যবস্থা, ঘটনা বা বস্তুকে সমগ্র সমাজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা।

Socialism : সমাজবাদ (যখন মতবাদ বুঝায়) ; সমাজতন্ত্র (যখন সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায়)।

যে সমাজ শ্রমিকশ্রেণী ও তাহার মিজ শ্রেণীগুলির বৈপ্লবিক কর্মপন্থার মারফত গঠিত হইয়া ধনতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করে এবং যে সমাজে কলকারখানা, জমি প্রভৃতি সকল সম্পত্তির উপর সাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে উৎপাদন প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়,

সেই সমাজকে 'সমাজতন্ত্র' ও সেই সমাজের আদর্শকে 'সমাজবাদ' বলা হয়।

আধুনিক সমাজবাদী চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কিন্তু ইহার বহু পূর্বে 'কাল্পনিক সমাজবাদ' (Utopian Socialism) দেখা দিয়াছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস্ মুর (১৪৭৮-১৫৩৫) লিখিত 'ইউটোপিয়া' (*Utopia*) নামক বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে সমাজবাদী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের কল্পনা করেন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, বিপ্লবের দ্বারা নহে, নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের দ্বারা ই এই আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব হইবে। [*Utopia* দ্রষ্টব্য] ফরাসী দেশের কাল্পনিক সমাজবাদী ফ্রাঁকয় চার্লস্ ফুরিয়ে (Francois Charles Fourier, 1772-1837) বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন, ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার করেন। [*Fourierism* দ্রষ্টব্য] ইহার পূর্বে ফরাসীদেশের অগ্রতম কাল্পনিক সমাজবাদী সেন্ট সাইমন ও (Saint Simon, 1760-1825) অল্পরূপ আদর্শ উপস্থিত করেন। [*Saint Simonism* দ্রষ্টব্য] ইংলণ্ডের কাল্পনিক সমাজবাদী রবার্ট ওয়েন (Robert Owen, 1771-1858) সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিস্বরূপ বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনভাবে একটি সমবায়মূলক আদর্শ কারখানা স্থাপন করেন এবং ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এই প্রকার সমবায়মূলক আদর্শ কারখানার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জ্ঞাত্তা হার সকল ধনসম্পত্তি ব্যয় করেন। ওয়েনের এই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও তাহার আদর্শ পরবর্তী কালের ইংলণ্ডের সমবায়-আন্দোলন, ট্রেড যুনিয়ন-আন্দোলন ও 'চার্টিস্ট আন্দোলন'-এর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

[*Owenism* শব্দ দ্রষ্টব্য]।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম সমাজবাদ একটি রাজনৈতিক শক্তিরূপে দেখা দেয়। ফরাসী দেশে নৈরাশ্রবাদের (Anarchism-এর) প্রবর্তক পিয়ের জোশেফ প্রুদোঁ (P. J. Proudhon, 1809-65) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর ও শ্রমিকদের সমবায়ের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার করেন; [Anarchism শব্দ দ্রষ্টব্য] আর লুই ব্লাক (Louis Blanc, 1811-82) নতুন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ উপস্থিত করিয়া বলেন যে, দেশের সকল সম্পত্তি ও কল-কারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাই ধনতান্ত্রিক শোষণের অবসান করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু ইহাদের কেহই বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিজ নিজ মতবাদ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। এই সকল প্রচারকদের মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত ও সুসংগঠিত সমাজবাদের আদর্শ লইয়া জার্মানীতে দেখা দেন কার্ল মার্কস (Karl Marx, 1818-83) ও ফ্রেডারিক্স এঙ্গেলস্ (Frederick Engels, 1820-96)। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ একত্রে ‘কমিউনিস্ট লীগ’ নামে প্রথম কমিউনিস্ট সংগঠন স্থাপন করেন এবং ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তিকার মারফত এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমাজবাদ প্রচার করেন। ইহার পূর্বে বিভিন্ন সময়ের সমাজবাদীরা প্রচার ও আবেদন-নিবেদন প্রভৃতি দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ সেই মতবাদ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করেন যে, একমাত্র কঠোর শ্রেণী-সংগ্রামের পথে বিপ্লবের দ্বারাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং ধনতন্ত্রের দ্বারা স্বপ্ত ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীই হইবে সেই বিপ্লবের নায়ক। [Marxism শব্দ দ্রষ্টব্য]

এত দিনের কাল্পনিক সমাজবাদের পরিবর্তে মার্কসীয় মতের স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল ‘বিজ্ঞানসম্মত

সমাজবাদ’। মার্কসীয় মতে সমাজবাদ হইল :

“কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম স্তর, ধন-তান্ত্রিক সমাজের মধ্যে দীর্ঘ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর সত্ত্ব বাহির-হওয়া সামাজ-তান্ত্রিক সমাজের স্তর।”—Karl Marx : *Critique of the Gotha Programme*. এই সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান হইবে, কারণ এই সমাজে শ্রমজীবী জনগণই হইবে উৎপাদনের সকল উপকরণের মালিক। কমিউনিস্ট-সমাজের উচ্চতর স্তরে সমাজকে প্রত্যেকে “দেবে তাহার সাধ্যমত, আর লইবে তাহার প্রয়োজন মত”। কিন্তু কমিউনিস্ট-সমাজের নিম্নতর স্তরে (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে) সমাজকে প্রত্যেকে “কাজ দেবে তাহার সাধ্যমত, আর পাইবে তাহার কৃত কাজের পরিমাণ অনুসারে।”—Karl Marx : *Critique of the Gotha Programme*. সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র-ক্ষমতা থাকে শ্রমিকশ্রেণীর দখলে; ‘সোবিয়ৎ’ বা অম্লরূপ সংগঠন হইল সেই রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপ। “ধনতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট-সমাজের মধ্যবর্তী যুগ হইল ধনতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তরের যুগ। এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্ত প্রয়োজন হয় এমন একটা রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগ—যে যুগে রাষ্ট্র হইবে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) ভিন্ন অণু কিছু নহে।”—K. Marx : *Gotha Programme*.

এই নতুন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্ত দেশে দেশে সমাজবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হইল এবং উহাদের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল। জার্মানী হইল এই সংগ্রামের প্রথম কেন্দ্র। জার্মানীতে ফার্দিনান্দ লাসলে (Ferdinand Lasalle,

1825-64) নামে এক ব্যক্তি 'জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টি' নামে একটি অর্ধ-সমাজবাদী দল গঠন করেন। তিনি মার্ক্সবাদের কিছু অংশের সহিত কান্টনিক সমাজবাদের কিছু অংশ মিশ্রিত করিয়া এক নূতন ধরনের সমাজবাদ প্রচার করেন। এক বিশেষ ধরনের 'উৎপাদক-সমাজ'-এর অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ গঠন করাই ছিল তাঁহার দলের আদর্শ। স্বভাবতই মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ লাসেলের এই ভূয়া সমাজবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে, লাসেলের মৃত্যুর পর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ মার্ক্সবাদী কর্মপন্থার ভিত্তিতে মার্ক্সবাদী দল ও লাসেলের দলের মিলন ঘটে। এই নূতন দলের নাম হয় 'জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'। লণ্ডন হইতে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর পরিচালনায় এবং অগাস্ট বেবেল (Auguste Bebel, 1840-1913) ও ভিলহেল্ম লিবক্‌নেখ্ট-এর (Wilhelm Liebknecht, 1826-1900) সাক্ষাৎ নেতৃত্বে 'জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' দ্রুত একটি বিরাট রাজনৈতিক শক্তিরূপে গড়িয়া উঠে। ১৮৮০ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্রুটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি ইউরোপের প্রায় সকল দেশে এই প্রকার সমাজবাদী দল গঠিত হয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সমাজ' (International Workers' Association) গঠিত হয়। এই সংগঠনই প্রথম আন্তর্জাতিক (First International) নামে অভিহিত হয়। [International শব্দ দ্রষ্টব্য]। 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর ইতিহাস মার্ক্সবাদ ও নৈরাষ্ট্রবাদের (Anarchism-এর) দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবধারাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়াই

মার্ক্স তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ফলেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। পৃথিবীর শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করিবার এই প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও মার্ক্স তাঁহার জীবদ্দশাতেই জগতের প্রথম শ্রমিক-বিপ্লব (১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব) ও এই বিপ্লবের মধ্যে গঠিত ভবিষ্যৎ শ্রমিক-রাষ্ট্র অথবা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস (অর্থাৎ 'প্যারী-কমিউন') দেখিয়া যাঁহাতে সক্ষম হন। [Paris Commune দ্রষ্টব্য] ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর তাঁহার সহযোগী এঙ্গেলস্ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (মৃত্যু—১৮৯৬) বিশ্বের সমাজবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এঙ্গেলস্-এর উদ্যোগে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' (Second International) গঠিত হইলে পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজবাদী পার্টি তাহাতে যোগদান করে। সেই সময়ে এই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-ই ছিল বিশ্ব-বিপ্লবের কেন্দ্র। কিন্তু ইহার মধ্যেও সংস্কারপন্থী ও বিপ্লবপন্থীদের দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। জার্মানীর বার্নস্টাইন (Edward Bernstein) প্রভৃতির নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীরা মার্ক্সবাদের বৈপ্লবিক তত্ত্ব বর্জন করিয়া উহার 'সংস্কার' সাধনের চেষ্টা করিলে বিপ্লবপন্থীরা এই চেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাইতে থাকে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাধাদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিভিন্ন দেশের সমাজবাদী পার্টিগুলি শ্রমিক-অভ্যুত্থানের দ্বারা যুদ্ধের বিরোধিতা করিবে।

কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রায় সকল দেশের সমাজবাদীরা উক্ত প্রস্তাবের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজ নিজ দেশের সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সহায়তা

করিতে থাকে। কেবল রুশিয়া ও অল্প দুই-একটি দেশের সমাজবাদী দল যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তোলে। ইহার ফলে কার্যতঃ ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। রুশিয়ায় লেনিনের (Vladimir Ilyich Ulyanov-Lenin, 1870-1924) নেতৃত্বে ‘বোলশেভিক পার্টি’ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর-বিপ্লবের (শ্রমিক-বিপ্লবের) মারফত ক্ষমতা দখল করিতে সক্ষম হয়। [November Socialist Revolution দ্রষ্টব্য] জার্মানীতে কার্ল লিבקনেক্ট (Karl Liebknecht, 1871-1919) ও রোজা লুক্সেমবুর্গ (Rosa Luxemburg)-এর নেতৃত্বে বামপন্থী সমাজবাদীরা ‘স্পার্টাকাস-লীগ’ গঠন করিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রমিক-বিপ্লবের আয়োজন করে। বিভিন্ন কারণে এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলেও ইহার ফলে সমরলিপ্সু শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা কার্ল লিבקনেক্ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গকে হত্যা করিয়া জার্মানীর শ্রমিক-বিপ্লব ব্যর্থ করিতে সক্ষম হয় এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। বিভিন্ন দেশে দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীদের বিশ্বসংঘাতকতার ফলে বিপ্লবপন্থী সমাজবাদীরা (অর্থাৎ প্রকৃত মার্ক্সবাদীরা) দক্ষিণপন্থীদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ‘কমিউনিস্ট পার্টি’ নাম গ্রহণ করে এবং লেনিনের নেতৃত্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মস্কো নগরীতে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক (Third International) গঠন করে। ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক’ সমাজবাদী চিন্তাধারা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নব্যযুগের সূচনা করে। ইহার পর বহু দেশে নূতন ‘কমিউনিস্ট পার্টি’ গঠিত হয় এবং শ্রমিক-সংগ্রাম বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। অল্প দিকে বিভিন্ন দেশের দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা ধনতন্ত্রের সহিত আপস করে এবং “যতদিন পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ মানুষ সমাজবাদে বিশ্বাসী না হয়

ততদিন পর্যন্ত” সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মূলতঃ রাখে। তাহারা নিজ নিজ দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যোগদান করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এই দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরাও কমিউনিস্টদের অল্পকরণে স্বইজারল্যাণ্ডের জুরিখ নগরীতে একটি ‘সমাজবাদী আন্তর্জাতিক’ গঠন করে। কিন্তু ইহা কোনদিনই সুসংগঠিত রূপ গ্রহণ করে নাই। দক্ষিণপন্থী সমাজবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যস্থলে দেখা দেয় আর একদল নূতন সমাজবাদী। ইহারা ‘স্বতন্ত্র সমাজবাদী’ (Independent Socialist) বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। এই ‘স্বতন্ত্র সমাজবাদীরা’ আবার ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তথাকথিত ‘আড়াই আন্তর্জাতিক’ (Two and a half International) গঠন করে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যবর্তী বলিয়া এই সংগঠনের নাম ‘আড়াই আন্তর্জাতিক’ রাখা হয়। কিন্তু অল্প কিছুকাল পরেই তাহাদের এই ‘আড়াই আন্তর্জাতিক’ ভাঙিয়া যায় এবং তাহাদের প্রায় সকলেই ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’-এ যোগদান করে। কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল ধরিয়া ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’ ও ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক’-এর মিলনের চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলে এই দুই সংগঠনের মধ্যে ১৯২২ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তীব্র দ্বন্দ্ব চলে। দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীদের আপস-বিরোধী মনোভাবের ফলে জার্মানীতে সমাজবাদী দল ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ তাহারই সুযোগে জার্মানীতে ‘নাসিসবাদ’ ও হিটলারের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু হিটলার ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট উভয় দলকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পর ফাসিবাদের বিরুদ্ধে ‘গণফ্রন্ট-আন্দোলন’-এর (Popular Front Movement-এর) মধ্য দিয়া কমিউনিস্টরা

সমাজবাদীদের সহিত ঐক্য স্থাপনের জন্ত যে চেষ্টা করে তাহা ফরাসীদেশে ও স্পেনে আংশিক সাফল্য লাভ করে এবং উক্ত দুই দেশে ‘গণফ্রন্ট’-সরকার গঠিত হয়। তাহার ফলে ফাসিবাদের অগ্রগতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট-বিদ্রোহ ও ধন-তন্ত্রবৈষ্য মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া এবং গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে দক্ষিণপন্থী সমাজ-বাদীরা এই ঐক্য ও ‘গণফ্রন্ট’-সরকারকে বানচাল করিয়া দিয়া পরোক্ষভাবে ফাসিবাদের জয় সম্ভব করিয়া তোলে। এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পথ প্রস্তুত হয় এবং ইহার ফলে সমাজবাদী ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’-এর গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

পূর্ব হইতেই সমাজবাদ ও সাম্যবাদের (কমিউনিজম্-এর) কয়েকটি শাখা-উপশাখা দেখা দিয়াছিল; যেমন, বিকেন্দ্রিত সামাজিক ব্যবস্থামূলক সমাজবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন-বিরোধী ‘নৈরাষ্ট্রবাদ’ (Anarchism), ট্রেড যুনিয়নের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ বা ‘ট্রেড-যুনিয়নবাদ’ (Syndicalism), সমবায়মূলক সমাজবাদ বা ‘কো-অপারেটিভবাদ’ (Co-operativism) এবং সমবায় সম্বন্ধে সমাজবাদের সংমিশ্রণে গঠিত ‘খৃষ্টীয় সমাজবাদ’ (Christian Socialism) প্রভৃতি।

পৃথিবীর একমাত্র সমাজবাদী রাষ্ট্র সোবিয়ৎ ইউনিয়ন মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্-লেনিনের মতবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ (মার্ক্সবাদ) অম্লসরণ করিয়া চলে।

ইউরোপের চেকো স্লোভাকিয়ায়, পোল্যান্ডে, হাঙ্গেরীতে, রুমানিয়ায়, পূর্ব-জার্মানীতে, আলবেনিয়ায়; এবং এশিয়ার চীনে, বহির্জাতিয়, উত্তর-কোরিয়ায় ও উত্তর-ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা ‘নতুন গণতন্ত্র’ (New Democracy or People’s Democracy) ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্তপ্রথা উচ্ছেদ করিয়া সামগ্রিক

শিল্পায়নের মারফত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

অন্য কয়েকটি দেশে সমাজবাদীরা (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকপন্থীরা), যেমন গ্রেট ব্রিটেনের ‘লেবার পার্টি’, সরকার গঠন করিলেও তাহারা সামান্য গণতান্ত্রিক সংস্কার ব্যতীত কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। গ্রেট ব্রিটেনের ‘লেবার পার্টি’ ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’-এর প্রধান দল। ইহারা মার্ক্সবাদ অম্লসরণ করে না; ইহারা ধীরে ধীরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করে এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে চায়। অন্যান্য দেশের সমাজবাদীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অম্লসৃত নীতিই এখনও অম্লসরণ করিয়া চলিতেছে।

Christian Socialism : খৃষ্টীয় সমাজবাদ।

খৃষ্টধর্মের উপদেশ অনুসারে সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের প্রয়াস; খৃষ্টধর্মের উপদেশ ও সমাজবাদের কোন কোন বিষয়ের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের মতবাদ। ক্যাথলিক পুরোহিত-সম্প্রদায়ের একাংশ এই মতবাদ প্রচার করে এবং তাহারা এই মত অনুসারে শ্রমিক-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। তাহাদের শ্রমিক-আন্দোলনকে বলা হয় ‘ক্যাথলিক শ্রমিক-আন্দোলন’। কমিউনিস্টদের বৈপ্লবিক প্রভাব হইতে শ্রমিকদের মুক্ত করাই এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

Fabian Socialism : ‘ফেবিয়ান সমাজবাদ’। [Fabian Society দ্রষ্টব্য]

Guild-Socialism : কারিগর-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ; ‘গিল্ড’-সমাজবাদ।

‘ট্রেড যুনিয়নবাদ’-এর অনুরূপ একটি মতবাদ। [Syndicalism দ্রষ্টব্য] ইংলণ্ডে বিভিন্ন ধরনের যে সকল সমাজবাদ দেখা দেয় ‘ট্রেড যুনিয়নবাদ’ তাহাদের অন্তর্গত। এই

মতবাদ ইংলণ্ডে প্রথম প্রচারিত হয় ১২০৬ খৃষ্টাব্দে। মধ্যযুগীয় ‘গিল্ড’-প্রথার [Guild দ্রষ্টব্য] পুনঃ প্রবর্তন ও ইহার ভিত্তিতে সমাজ গঠনই এই মতবাদের মূলকথা। এই মতবাদ অল্পসারে, দেশের সকল শিল্পের জাতীয়করণের পর ঐ সকল শিল্পের পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে উহাদের শ্রমিকদের ট্রেড যুনিয়নগুলির উপর, আর ইহার ভিত্তিতেই সমগ্র সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই মতবাদ ‘রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ’-এর (State-Socialism-এর) বিরোধী, কারণ ‘গিল্ড-সমাজবাদ’ শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে না। ইংলণ্ডে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ‘জাতীয় গিল্ড-সঙ্ঘ’ (National Guild League) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শ্রমিকদের সমর্থনের অভাবে এই সঙ্ঘ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভাঙিয়া যায়। ইংলণ্ডে এখনও ‘গিল্ড-সমাজবাদ’-এর বহু সমর্থক রহিয়াছে।

State-Socialism : ‘রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ’; ‘রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজবাদ’।

এই কথাটি অর্থহীন ও অবৈজ্ঞানিক। বর্তমানকালে আর্থিক সংকটের ফলে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র বৃহৎ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণ করে; যেমন, রেলপথ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক-সরকার লৌহ-শিল্পের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণ করিয়াছিল। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিল্পের মালিকানা বা ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এই প্রকার ব্যবস্থার সহিত সমাজতন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থাকেই কেহ কেহ ‘সমাজবাদ’ আখ্যা দিয়া থাকে। প্রকৃত-পক্ষে ইহা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ব্যতীত অল্প কিছু নহে।

[State-Capitalism দ্রষ্টব্য]

Utopian Socialism : কাল্পনিক সমাজবাদ।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের (অর্থাৎ মার্ক্সীয় সমাজবাদের) পূর্ববর্তী সমাজবাদী চিন্তাধারা। টমাস মুর (Thomas More) কর্তৃক রচিত ‘ইউটোপিয়া’ (Utopia) নামক অবাস্তব ও কল্পনামূলক গ্রন্থের নাম হইতে এই কাল্পনিক সমাজবাদের নামকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ডের টমাস মুর ও রবার্ট ওয়েন (Robert Owen), ফ্রান্সের ফ্রান্সিস চার্লস ফুরিয়ে (Francois Charles Fourier) ও সেন্ট সাইমন (Saint-Simon) ছিলেন কাল্পনিক সমাজবাদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মানব-দরদারী তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজের নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের দুখে ব্যথিত হইয়া উহাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এক স্বেচ্ছায় সমাজবাদী সমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজের কোন বাস্তব ব্যাখ্যা বা সেই সমাজবাদী সমাজ গঠনের জন্য কোন কর্মপন্থা স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সেই কাল্পনিক সমাজ-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারাকেই বলা হয় ‘কাল্পনিক সমাজবাদ’। তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়া প্রচার করিতেন যে, সমাজের সকল মানুষ সকল সম্পদ সমানভাবে ভোগ করিবে। তৎকালীন সমাজে তাঁহাদের এই নীতি চলিবে না বুঝিয়া তাঁহারা সেই সমাজকে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাল্পনিক সমাজ গঠন করিতে বলিয়াছিলেন। সমাজের ক্রমবিকাশ, প্রত্যেক সামাজিক স্তরের বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক বিকাশের কোন স্তরে তাঁহাদের কল্পনামূলক সমাজ গঠন সম্ভব হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণা না থাকায় তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক কালের অমূল্য ও অপরিপক্ক সমাজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া কল্পনা করিতেন।

কাল্পনিক সমাজবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া লেনিন লিখিয়াছেন : “পূর্বে সমাজবাদীরা (কাল্পনিক সমাজবাদীরা) তাঁহাদের মতবাদ প্রমাণের জন্য কেবল সমসাময়িক সমাজে জনগণের উপর উৎপীড়নের আলোচনা, যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি মানুষ তাহার নিজের সমগ্র উৎপন্ন ফল ভোগ করিতে পারে সেই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার দ্রষ্টব্যের আলোচনা, সেই কাল্পনিক সমাজ ও মানব-চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও নৈতিক জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা—এইটুকুই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। ইহাই হইল কাল্পনিক সমাজবাদ। কিন্তু কার্ল মার্ক্স এই ধরনের একটা সমাজবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাক। অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। কেবল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বর্ণনা, সেই সম্পর্কে একটা রায় দেওয়া ও উহার নিন্দা করার মধ্যে মার্ক্স নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি সেই প্রচলিত সমাজকে.....একটি সাধারণ ভিত্তির উপর দাঁড় করান, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের গঠন ও সেই সমাজের ক্রিয়াকলাপ এবং উহার বিকাশের একটি বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ব্যাখ্যা দেন।”—V. I. Lenin : *Questions of the Materialistic Conception of History.*

Social Division of Labour : সামাজিক শ্রম-বিভাগ।

[Division of Labour দ্রষ্টব্য]

Socialist Democracy : সমাজবাদী গণতন্ত্র ; সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

[Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

‘Socialistic Pattern’ of Society : ‘সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের’ (বা নমুনার) সমাজ ; ‘সমাজতান্ত্রিক আদর্শের’ সমাজ।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ-ভারতের আবাদী নামক স্থানে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধি-

বেশনে ‘সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বা ধাঁচের সমাজ’ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কথাটি ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠনের রূপ সম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিশেষ পরিবর্তন ও অগ্রগতির পরিচয় দেয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই পরিবর্তন আকস্মিকভাবে দেখা দেয় নাই, ইহা ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করিয়াছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, কংগ্রেস ১৯৪৮ সালে ভারত-রাষ্ট্রকে ‘কো-অপারেটিভ-কমনওয়েল্‌থ্’ (Co-operative Commonwealth) ও ১৯৫২ সালে ‘হিতব্রতী রাষ্ট্র’ (Welfare State) বলিয়া ঘোষণা করে এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ‘সমাজতান্ত্রিক আদর্শ’ বা ‘ধাঁচের সমাজ’-এর আদর্শ গ্রহণ করে।

সমাজবাদী চিন্তাধারা ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ‘সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ’ কথাটি সম্পূর্ণ নূতন। আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবেও ইহার কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কেবল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রচলিত সমাজবাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না ; তাঁহারা ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য অনুসারেই প্রচলিত সমাজবাদের পরিবর্তন করিয়া লইবেন। কেবল এই উক্তি দ্বারা ‘সমাজতান্ত্রিক আদর্শ’ বা ‘ধাঁচের সমাজ’ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব। এই জগ্গাই বহু সমালোচকের মতে, কংগ্রেস ইচ্ছা করিয়াই এমন একটি কথা ব্যবহার করিয়াছে যাহার কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা ও অর্থ করা যায় না। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, ‘মিশ্র’ বা ‘নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি’ (Mixed or Controlled Economy) বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই কংগ্রেসের ‘সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ’-এর ভিত্তি।

আবাদী কংগ্রেসের পর ১৯৫৫ সালের মে মাসে বহরমপুরে ও সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

(A. I. C. C.) দুইটি অধিবেশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইতে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' কথাটির তাৎপর্য কিছু পরিমাণে স্পষ্ট হইয়াছে। বহরম অধিবেশনের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, 'সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে: উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ধনবন্টনে সমতা আনয়ন করা, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান ক্রমশ: উন্নত করা এবং ক্রম-বর্ধমান হারে দেশের লোকের কাজের সংস্থান করা। দিল্লীর অধিবেশনে এই উদ্দেশ্যগুলিকে 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র মধ্যে রূপায়িত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আবাদী কংগ্রেসের পরবর্তী এই সকল সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিয়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী শ্রীমন্নারায়ণ এক বেতার বক্তৃতায় কংগ্রেসের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ'-এর নিম্নোক্ত সাতটি মূল নীতি বা উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়াছেন:

- (১) সকল মানুষের কর্ম সংস্থান;
- (২) অধিকতম জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি;
- (৩) জাতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ;
- (৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক জায় বিচার প্রতিষ্ঠা;
- (৫) শান্তিপূর্ণ, অহিংস ও গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ;
- (৬) অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ। এবং (৭) মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত 'সর্বোদয়'।

[সমালোচকদের মতে, কংগ্রেসের 'সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গঠনের পরিকল্পনার এই সাতটি মূলনীতি বা উদ্দেশ্যের সহিত প্রকৃত সমাজতন্ত্রের কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নাই। সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোপ ও সকল উৎপাদন-ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ, কিন্তু কংগ্রেসের এই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' পরিকল্পনায় ইহার উল্লেখমাত্র নাই। ইহাতে অর্থ-নৈতিক জায় বিচারের কথা বলা হইয়াছে,

কিন্তু ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ভিত্তিতে চালিত উৎপাদন-পদ্ধতি কখনও অর্থনৈতিক জায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। যে কোন সমাজবাদ অনুসারে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা শ্রমিকশ্রেণীরই ঐতিহাসিক কর্তব্য, আর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়াই তাহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের বৃজোয়া-শ্রেণীই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উত্তোগ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা সমাজতন্ত্রের প্রতি পরিহাস ব্যতীত অণু কিছু নহে। কংগ্রেসের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গঠনের পরিকল্পনা ইংলণ্ডের 'লেবার পার্টি'র 'রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র'-এরই নামান্তর মাত্র। সমাজতন্ত্রের বুলি ছাড়িয়া জমিদারী প্রভৃতি সকল প্রকার সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ সাধন ও শিল্পোন্নয়নই বর্তমানে কংগ্রেসের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য; ইত্যাদি।]

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত কংগ্রেসের 'নির্বাহনী ম্যানিফেস্টো'তে ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ হিসাবে 'পূর্ণ সমাজতন্ত্র'-এর কথা বলা হইয়াছে। ইহা দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আর এক ধাপ অগ্রগতির পরিচায়ক হইলেও এই 'পূর্ণ সমাজতন্ত্র' প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সমাজ-বাদী তত্ত্ব অনুযায়ী হইবে কিনা তাহা বলা হয় নাই, অথবা উহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় নাই। সুতরাং 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' মতই কংগ্রেসের 'পূর্ণ সমাজতন্ত্র'ও অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

Socialist Revolution : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। [Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Sociology : সমাজবিজ্ঞান; সমাজবিদ্যা।

মানবসমাজের বিকাশধারা ও প্রত্যেকটি সামাজিক স্তরের প্রকৃতি এবং সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা। এই আলোচনার বিষয়বস্তু হইল:

সামাজিক জীবরূপে মানুষের ক্রিয়াকলাপ, মানবসমাজ ও মানব-সংস্কৃতি, মানুষের

সামাজিক সম্বন্ধ, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উৎপত্তি, বিকাশ ও গঠন।

Socratic Method : সক্রেতিসের তর্ক-প্রণালী।

গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস্ (Socrates, 469-399 B. C.) নিম্নোক্ত প্রণালীতে অপরের সহিত তর্ক চালাইতেন :

কোন ব্যক্তিকে দিয়া কোন বিষয় স্বীকার করাইতে হইলে সক্রেতিস্ সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিবার জন্ত সেই ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেন। সেই ব্যক্তি উত্তর দিলে সক্রেতিস্ তাহাকে আবার পাণ্টা প্রশ্ন করিতেন। এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিতেন যে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি নিজের মুখেই সক্রেতিসের মত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। ইহাই 'সক্রেতিসের তর্ক-প্রণালী' (Socratic Method) নামে খ্যাত।

সক্রেতিস্ সম্বন্ধে : গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়। তিনি গ্রীসের অন্তর্বর্তী এথেন্স সাধারণ-তান্ত্রিক নগররাষ্ট্রে খৃষ্টপূর্ব ৪৬৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি তিনটি বন্ধে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু পরে সামরিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া বাকি জীবন দর্শন-চর্চায় অতিবাহিত করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া এথেন্স নগরীর যুব-সম্প্রদায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে স্কেনোফোন Xenophon, 435-355 B. C.) ও প্লাতোর (Plato, 227-347 B. C.) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সক্রেতিসের দার্শনিক মত ছিল নিম্নরূপ : বিশ্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান অপেক্ষা আত্মজ্ঞানই শ্রেয় ; সত্য (বা প্রকৃত জ্ঞান) ও সঙ্গুণসমূহ

পরম্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এবং অজ্ঞানতাই মিথ্যাচরণের উৎস।

সক্রেতিসের এই সকল বাণী ও তাঁহার জনপ্রিয়তা 'সোফিস্ট' (Sophist শব্দ দ্রষ্টব্য) নামক একদল পেশাদার পণ্ডিতকে সক্রেতিসের ঘোরতর বিরোধী করিয়া তোলে। 'সোফিস্ট'দের এক মিথ্যা অভিযোগে সক্রেতিসের প্রাণদণ্ডাদেশ হয় এবং এই দণ্ডাদেশ অমুযায়ী তিনি খৃষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

Solipsism : অহংবাদ ; আত্মবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মত অনুসারে জগতে 'আমি' ভিন্ন অন্য কোন কিছুই অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এই মতবাদ ব্যক্তির নিজের অল্পভূতিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করে। এই মতবাদ হইল ভাববাদের (Idealism-এর) চরম প্রকাশ।

Sophists : গ্রীসদেশীয় তর্কবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতের দল ; 'সোফিস্ট'।

প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স সাধারণ-তন্ত্রের তর্কবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতের দল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ইহারা এথেন্সের নাগরিকদিগকে উপযুক্ত নাগরিক-হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে তর্কবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ইহারা নিজেদের জ্ঞানী বলিয়া দাবি করিতেন। নাগরিকগণ যাহাতে প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করিতে পারে তাহার জন্ত ইহারা নাগরিকদিগকে বিভিন্ন প্রকারে তর্ক-কৌশল, এমন কি মিথ্যা যুক্তিও শিক্ষা দিতেন। ইহাদের এই সকল কৌশল ও মিথ্যা যুক্তি শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে মহাজ্ঞানী সক্রেতিস্ তীব্র সংগ্রাম করেন এবং এথেন্সের যুব-সম্প্রদায়কে ইহাদের কথায় বিশ্বাস না করিতে বলিতেন। তাহার ফলে 'সোফিস্ট'দের সহিত সক্রেতিসের তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয় এবং 'সোফিস্ট'গণ সক্রেতিসের বিরুদ্ধে যুব-সম্প্রদায়কে বিপথ-গামী করার অভিযোগ তোলেন। বিচারে

সক্রেতিসের প্রাণদণ্ড হয়। [Socratic Method জটব্য]

বর্তমান কালে যে সকল লোক বাজে তর্ক বা যুক্তিহীন বাকচাতুর্য ও মিথ্যা যুক্তির সাহায্যে আসল প্রশ্ন এড়াইয়া যায় এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধান্দাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের ‘সোফিস্ট’ নামে অভিহিত করা হয়।

Soul : আত্মা।

মানুষের অশরীরী বা অভৌতিক অংশ। গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসের পূর্বে কেহ স্পষ্টভাবে আত্মা (বা মন) ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সক্রেতিসের পূর্বগামীদের মধ্যে দার্শনিক হিরাক্লিতাস মনে করিতেন যে, অগ্নি যেমন সকল কিছুর মূল উপাদান, তেমনি আত্মাও অগ্নির তেজ ভিন্ন অস্ত্র কিছু নহে। সক্রেতিসই প্রথম সচেতনভাবে বস্তু ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং তাহার যোগ্য শিষ্য প্লাতোই (Plato) সর্বপ্রথম আত্মাকে বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া আত্মার স্বাধীন অভৌতিক সত্তা ঘোষণা করেন। হিন্দুদর্শনের মত খৃষ্টধর্মও স্বীকার করে যে, আত্মা দেহেরই একটি অংশ বটে, কিন্তু দেহের বিনাশ (বা মৃত্যু) হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মা অমর এবং পরমাত্মায় (ভগবানে—ব্রহ্মে) লয় প্রাপ্তিই আত্মার চরম পরিণতি।

বস্তুবাদী (Materialist) মতে, প্রাচীন কালের মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ তাহার নিজ মস্তিষ্কের ক্রিয়া, অর্থাৎ চিন্তা ও অনুভূতি-কেই আত্মা বলিয়া এবং এই আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক সত্তাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। ফ্রেডা রিথ এঙ্গেলস্-এর কথায়, “অতি প্রাচীন কালে যখন মানুষ ছিল তাহার নিজ দেহের গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তখন হইতে সে মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিয়া ধারণা করিতে আরম্ভ করে যে, তাহার চিন্তা ও অনুভূতি তাহার নিজ দেহের ক্রিয়া নহে, তাহা একটি পৃথক সত্তাসম্পন্ন আত্মারই ক্রিয়া এবং এই

আত্মা দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তখন হইতেই মানুষ বহির্জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার আত্মা যখন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ ছাড়িয়া যাইয়াও বাঁচিয়া থাকে, তখন আত্মার জন্ম আর একটা মৃত্যুর প্রশ্ন উঠে না। এইভাবেই সৃষ্টি হইল আত্মার অমরত্ব বা অবিনশ্বরত্ব।” —F. Engels : *Ludwig Feuerbach*

South East Asia Treaty Organisation (SEATO) : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থা (‘সিয়াটো’)।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড (শ্রাম-দেশ), ফিলিপাইন, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া, এই আটটি দেশ কর্তৃক ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ঘোষিত উদ্দেশ্য হইল—“সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক রক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।” ভারতকে এই চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই চুক্তি-সংস্থাকে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিজোট’ আখ্যা দিয়া ইহাতে যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আত্মরক্ষার কথা এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইলেও মার্কিন ও ব্রিটিশ রাষ্ট্র-নায়কগণের বিভিন্ন বক্তৃতা এবং চুক্তি-সংস্থার পরবর্তী কয়েকটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব থর্ব করা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন দেশ-সমূহের জনগণের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা-

সংগ্রাম, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রূপে ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য ব্যর্থ করিবার জন্য এই অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সহযোগে মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে এক আক্রমণাত্মক সামরিক জোট গঠন করাই এই ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি’র প্রধান উদ্দেশ্য। সেই দিক হইতে এই শক্তিজোট (SEATO) ‘উত্তর-আটলান্টিক শক্তিজোট’ (NATO), ‘মধ্য-প্রাচ্য শক্তিজোট’ (MEDO) প্রভৃতি বিভিন্ন আক্রমণাত্মক আঞ্চলিক শক্তি-জোটসমূহের সমশ্রেণীভুক্ত।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন এবং পশ্চাৎপদ দেশসমূহের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ‘এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হইবার পরই অবিলম্বে এই শক্তিজোট (SEATO) গঠনের উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রভাবাধীন ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা নগরীতে সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি হইতেও ইহার আক্রমণাত্মক চরিত্র বুঝিতে পারা যায়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ইহার আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল :—শীঘ্র যত্ন-তত্ব প্রেরণের উপযুক্ত একটি সৈন্যবাহিনী গঠন, এই বাহিনীতে চুক্তি-স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের দেয় সৈন্য-সংখ্যা নির্ধারণ, একটি গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ-কারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিমান-ঘাঁটি ব্যবহার, ইত্যাদি। নভেম্বর মাসে পাল হার্বারে অনুষ্ঠিত ‘সিয়াটো’-জোটের সামরিক উপদেষ্টাগণের গোপন সম্মেলনে আণবিক যুদ্ধসহ সামগ্রিক যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা চলে এবং ইহার পর বাগুই-সম্মেলনে ‘সিয়াটো’-জোটের সমগ্র সামরিক পরিকল্পনাটি স্পষ্টরূপে গ্রহণ করে। বাগুই-সম্মেলনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় : (১) থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও পাকিস্তান একত্রে ‘সিয়াটো’-জোটের সকল স্থলবাহিনী

যোগাইবে এবং ব্রুটন, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এই সৈন্যবাহিনীর অধীনে ‘রিজার্ভ’ সৈন্য রাখিবে, আর মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র, ব্রুটন ও ফ্রান্স এই সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যয় বহন করিবে ; (২) ফিলিপাইনের ক্লাক ফিল্ড, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ও সিঙ্গাপুরকে উক্ত সৈন্যবাহিনীর প্রধান বিমান-ঘাঁটি করা হইবে ; (৩) থাইল্যান্ডের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ইন্দোচীনের লাওস, কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ-ভিয়েতনামকে ‘সিয়াটো’-জোটের সৈন্য-বাহিনীর যুদ্ধ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে (ইহা জেনেভা যুদ্ধচুক্তির বিরোধী) ; (৪) ‘সিয়াটো’-জোটের একটি গুপ্তচর-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হইবে—এই সংগঠন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে “কমিউনিস্টদের ক্রিয়াকলাপের সংবাদ” সংগ্রহ করিবে ; ইত্যাদি।

জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের (U.N.O.) রাজ-নৈতিক কমিটিতে নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শান্তিকামী ভারতের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেনন ‘বাংলাদেশ-শক্তিজোট’ ও ‘সিয়াটো’-শক্তিজোটের উল্লেখ করিয়া এই সকল চুক্তিকে “ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষণ করিবার চেষ্টা” বলিয়া অভিহিত করেন এবং এই সকল চুক্তিকে “জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সনদের বিরোধী” বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে, “এই সকল যুদ্ধচুক্তি দ্বারা ভারতকে বেষ্টন করা হইতেছে” এবং “এই সকল যুদ্ধচুক্তি হইল বিভীষিকার অস্ত্র লইয়া শাস্তির সম্মুখীন হইবার চেষ্টা।”

Sovereignty : সার্বভৌমত্ব।

সার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্ব যাহার ফলে রাষ্ট্র নিজের আয়ত্তাধীন সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে অত্যাচার ও নিকট আইনতঃ দায়ী হয় না, অর্থাৎ আভ্যন্তরিক ব্যাপারে রাষ্ট্র হয় সর্বসর্বা এবং এই ক্ষমতার জগুই রাষ্ট্রকে বাহিরের অথবা অভ্যন্তরের

কোন শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য গুণ বা বিশেষত্ব।

Internal Sovereignty : আভ্যন্তরিক সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সকল ব্যক্তি ও সকল বস্তুর উপর রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব এবং সকলের উপর নিজের ইচ্ছা-প্রয়োগে র অবাধ ক্ষমতা।

External Sovereignty : বহিঃসার্বভৌমত্ব

বাহিরের কোন শক্তির অধীনতা বা নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকা।

Soviet : সোবিয়ৎ।

রুশীয় ভাষার একটি শব্দ ; ইহার ভাষাগত অর্থ ‘কার্য-নির্বাহক সমিতি’ বা ‘কাউন্সিল’ ; শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার যন্ত্র বা সংগঠন, অর্থাৎ ‘সোবিয়ৎ’ হইল সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের গভর্নমেন্টের রূপ। সোবিয়ৎ হইল : “জনগণের এমন এক সর্বব্যাপী সংগঠন যাহার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বাধিক জনগণ বিপ্লবের সংগ্রামে, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, এবং রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার জন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়।”—J. V. Stalin : *Leninism*.

[State—Soviet State দ্রষ্টব্য]

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে সর্বপ্রথম ‘সোবিয়ৎ’ গঠিত হয়। তখন শহরের শ্রমিক ও বিদ্রোহী সৈন্যগণ এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকগণ ‘সোবিয়ৎ’ গঠন করিয়াছিল। এই ‘সোবিয়ৎ’গুলি আবার দেখা দেয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে। এই বিপ্লবের সময় ‘সোবিয়ৎ’গুলির মধ্যে বোলশেভিকদের (কমিউনিস্টদের) সংখ্যা অল্প থাকায় তাহাদের প্রভাব কম ছিল। তাহার ফলে ‘সোবিয়ৎ’গুলি সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু

ক্রমশঃ ইহাদের মধ্যে বোলশেভিকদের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ‘নভেম্বর-বিপ্লবে’ ‘সোবিয়ৎ’গুলিই বোলশেভিকদের পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বিপ্লবের সাফল্যের পর ‘সোবিয়ৎ’গুলিই রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূল সংগঠন হইয়া দাঁড়ায়। সেই মূল সংগঠন, অর্থাৎ ‘সোবিয়ৎ’-এর নাম হইতেই রুশিয়া এবং অন্তান্ত্র পনেরটি সমাজতান্ত্রিক রাজ্যের মিলনকে ‘সমাজতান্ত্রিক সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র’ (Union of Soviet Socialist Republics, সংক্ষেপে U. S. S. R.) বা ‘সোবিয়ৎ ইউনিয়ন’ বলা হয়।

‘সোবিয়ৎ’ই হইল ‘সোবিয়ৎ’ যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি। এই ‘সোবিয়ৎ’গুলি প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরে, প্রতি কারখানায় গঠিত হয়। পূর্বে নিম্নতর ‘সোবিয়ৎ’গুলিই উচ্চতর ‘সোবিয়ৎ’-এর প্রতিনিধি নির্বাচন করিত। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে জনসাধারণই সাক্ষাৎ ভোটে সকল স্তরের ‘সোবিয়ৎ’-এর প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জিলা ‘সোবিয়ৎ’, আঞ্চলিক (Regional) ‘সোবিয়ৎ’ ও রাষ্ট্রীয় (বা সর্বোচ্চ) ‘সোবিয়ৎ’ হইল কার্যনির্বাহক (Executive) সংগঠন। ‘সমাজতান্ত্রিক সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রের’ সর্বোচ্চ আইনসভা বা ‘পার্লামেন্ট’ হইল ‘সর্বোচ্চ কাউন্সিল’ (Supreme Council)। বোলশেভিক রাজ্য লইয়া গঠিত ‘সোবিয়ৎ’ যুক্তরাষ্ট্রের সকল শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে এই ‘সর্বোচ্চ কাউন্সিল’ নির্বাচিত হয়। ‘সর্বোচ্চ কাউন্সিল’-এর দুইটি কক্ষ : (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় কাউন্সিল (Council of the Union)—ইহাতে প্রতি তিন লক্ষ লোকে একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে ; (২) জাতিসমূহের কাউন্সিল (Council of Nationalities)—ইহাতে ‘সোবিয়ৎ’ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বোলশেভিক রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র পশ্চিমজান করিয়া প্রতিনিধি এবং

প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত অঞ্চল নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। 'সর্বোচ্চ কাউন্সিল' উহার নির্বাচিত সদস্যদের ভিতর হইতে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদকসহ বোলজন সভার একটি কমিটি নির্বাচিত করে; এই বোলজন সভাকে বোলটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবেই গ্রহণ করা হয়।

এই কমিটির সভাপতিই 'সমাজতান্ত্রিক সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র'-এরও সভাপতি, অর্থাৎ রাষ্ট্র-প্রধান বা রাষ্ট্রপতি। 'সর্বোচ্চ কাউন্সিল'ই সমগ্র রাষ্ট্রের জগৎ মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং সেই মন্ত্রিসভা সর্বোচ্চ কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বোলটি রাজ্যের প্রত্যেকটির গঠনতন্ত্র একই প্রকার এবং উহাদের মন্ত্রিসভাও একই প্রকারে গঠিত হয়। 'সমাজতান্ত্রিক সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র'-এর অধিবাসী ১৮০টি জাতির প্রত্যেকে বাহাতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই গঠনতন্ত্র রচিত হইয়াছে।

Soviet State : 'সোবিয়ৎ' রাষ্ট্র।

[State শব্দ দ্রষ্টব্য]

Spanish Civil War : স্পেনের গৃহযুদ্ধ।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কমিউনিস্ট, অ্যানাকিস্ট, সোশ্যালিস্ট, ট্রাঙ্কিপন্থী, সাধারণতন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন বামপন্থী দলের গণফ্রন্ট (Popular Front) শাসন-ক্ষমতা লাভ করিবার পর মরোক্কোতে অবস্থিত ফাসিস্তপন্থী সেনাপতি ফ্রান্সিস্কো ফ্রান্স্কো স্পেনে ফাসিবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গণফ্রন্ট-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের প্রায় সমগ্র সৈন্তবাহিনী বিদ্রোহী ফ্রান্স্কোর সহিত যোগ দেয় এবং স্পেনের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম অংশ দখল করিয়া ফ্রান্স্কোর নেতৃত্বে ফাসিবাদী বিদ্রোহী সরকার গঠন করে। অত্য়দিকে গণফ্রন্ট-সরকার শ্রমিক, কৃষক ও গণতন্ত্রী মধ্যশ্রেণীর যুবকদের লইয়া একটি

সৈন্তবাহিনী গঠন করে এবং ফ্রান্স্কোর গণফ্রন্ট-সরকারের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী দেশগুলি সাহায্য না দিয়া স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি (Policy of Non-Intervention) গ্রহণ করে। কিন্তু অত্য়দিকে ফাসিস্ত জার্মানী ও ইতালী একলক্ষ সৈন্ত, ট্যাঙ্ক, বিমান যুদ্ধ-জাহাজ, কামান প্রভৃতি বিপুল পরিমাণ সামরিক সজ্জার পাঠাইয়া ফ্রান্স্কোকে সাহায্য করিতে থাকে। এই সময় ইউরোপের সকল দেশ হইতে ফাসিবাদ-বিরোধী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছা-সেবকরূপে স্পেনে উপস্থিত হইয়া ফাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের গণতন্ত্রের এই প্রথম সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার জগৎ বিখ্যাত 'আন্তর্জাতিক বাহিনী' (International Brigade) গঠন করে। কিন্তু এই সময় গণফ্রন্টের বিভিন্ন দলের অন্তর্বিরোধের ফলে গণফ্রন্ট-সরকার বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে। অত্য়দিকে হিটলার ও মুসোলিনির সামরিক সাহায্যে বলীয়ান হইয়া ফ্রান্স্কোর বাহিনী প্রায় সর্বত্র জয়লাভ করিতে থাকে এবং প্রায় সমগ্র দেশ দখল করিয়া স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ অবরোধ করে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর কাল ফাসিস্ত বাহিনীকে বাধাদানের পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ফ্রান্স্কোর বাহিনীর নিকট মাদ্রিদ আত্মসমর্পণ করিলে স্পেনের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে।

Spartacist : স্পার্টাকাস্পন্থী; 'স্পার্টা-সিস্ট'।

খৃষ্টপূর্ব ৭২-৭১ অব্দে ইতালীতে যে ব্যাপক দাস-বিদ্রোহ হয়, সেই ইতিহাস-খ্যাত দাস-বিদ্রোহের নায়ক স্পার্টাকাস-এর নাম হইতে 'স্পার্টাকাস্পন্থী' বা 'স্পার্টাসিস্ট' শব্দের উৎপত্তি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ-ভাগে জার্মানীর বিপ্লবী নায়ক কার্ল লিৎক-নেক্ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গ আপসপন্থী 'জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং

‘স্পার্টাকাস্ পন্থী’ (স্পার্টাসিস্ট) নামে নূতন বিপ্লবী দল গঠন করিয়া রুশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লবের মত জার্মানীতেও শ্রমিক-বিপ্লবের আয়োজন করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে স্পার্টাকাস্-পন্থীদের পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের ও বার্লিন নগরীর কয়েকটি অঞ্চলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া ‘সোবিয়ৎ রিপাবলিক’ স্থাপন করে। কিন্তু অল্প সময় পরেই প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণে এই ‘সোবিয়ৎ রিপাবলিক’ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ‘স্পার্টাসিস্ট’ বিপ্লব পরাজিত হয়। ‘স্পার্টাসিস্ট’দের নেতা কার্ল লিবকনেক্ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গ গুলি আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ইহার পর অবশিষ্ট ‘স্পার্টাসিস্ট’গণ জার্মানীর ‘কমিউনিস্ট পার্টি’ নাম গ্রহণ করে।

[স্পার্টাকাস্ ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত থেস্-এর একজন মেঘ-পালক। পরে তিনি রোমানদের ক্রীতদাসে পরিণত হন। স্পার্টাকাস্ কিছুদিন পর রোম হইতে পলায়ন করিয়া দাস ও ক্রীতদাসদের একটি বিদ্রোহী দলের সহিত মিলিত হন। তাহাদের সাহায্যে স্পার্টাকাস্ সারা ইতালীতে দাস ও ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের আয়োজন করেন। তাহার নেতৃত্বে বিদ্রোহী দাস ও ক্রীতদাসগণ ইতালীর সর্বত্র ভয়ঙ্কর ধ্বংস-কার্যের অনুষ্ঠান করে। এই বিদ্রোহের ফলে বহু সহস্র লোক নিহত হয় এবং রোম-সাম্রাজ্যের কয়েকটি সৈন্যবাহিনী তাহাদের দমন করিতে আশিয়া পরাজিত হয়। অবশেষে খৃষ্টপূর্ব ৭১ অব্দে রোম-সাম্রাজ্যের সেনাপতি মার্কাস্ লিসিনিয়াস্ ক্রাসাস্ (Marcus Licinius Crassus) কর্তৃক এই দাস-বিদ্রোহ দমিত হয়। স্পার্টাকাস্ স্বয়ং একটি খণ্ডযুদ্ধে নিহত হন। স্পার্টাকাসের নাম অনুসারে এই বিদ্রোহকে ‘স্পার্টাকাস্-বিদ্রোহ’ও বলা হয়।]

Speculation : ব্যবসায়ে বুঁকি গ্রহণ ; বুঁকিদার ব্যবসায় ; ফটকা।

ভবিষ্যতে বেশী মূল্য লাভ হইবে—এই আশায় ব্যবসায় মূলধন লয়ি করা, অথবা ভবিষ্যতে প্রচুর লাভের আশায় জমি, কোম্পানির কাগজ বা নানাবিধ পণ্য ক্রয় করিয়া মজুদ করা।

Speculative Reason : কাল্পনিক বুদ্ধি। [Reason শব্দ দ্রষ্টব্য]

Spencerism (or Philosophy of Spencer) : স্পেন্সারবাদ ; স্পেন্সারের দর্শন।

ইংলণ্ডের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer, 1820-1903) মতবাদ। তাহার মতবাদের মূল বিষয়বস্তু হইল সামাজিক ও চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশতত্ত্বের প্রয়োগ। তাহার মতে, সমগ্র জৈব বিকাশ হইল সরলতা হইতে জটিলতায় পরিবর্তনের ধারা, অর্থাৎ একটি-মাত্র জীব-কোষ হইতে বহু জীব-কোষের উৎপত্তির ধারা। স্পেন্সারের দর্শনের মূল ভিত্তি হইল ক্রমবিকাশবাদ (বা অভিব্যক্তিবাদ) ; এই অভিব্যক্তিবাদ তিনি বিজ্ঞান হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে মানুষ ও সমাজকে বস্তু-জগতের অন্বীভূত বলিয়াই ধরিয়াছেন। চার্লস্ ডারুইন (Charles Robert Darwin, 1809-1883) ও লামার্কের (Jean Baptiste Lamarck, 1744-1829) ক্রমবিকাশদৃষ্টান্তীয় যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারা স্পেন্সারের মতবাদই সমর্থিত হইয়াছিল।

স্পেন্সারের দর্শনকে দুইভাগে ভাগ করা যায় : (১) অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism) ও (২) ক্রমবিকাশবাদের ভিত্তিতে বস্তু-জগৎ ও মানুষের বিশ্লেষণ। প্রথমটিতে পাওয়া যায় তাহার দার্শনিক মতের ভিত্তি এবং ইহা দ্বারা ধর্মবিশ্বাস ও বিচার-বুদ্ধির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস। তাহার মতে, বস্তু-জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা পাই শক্তি, কিন্তু শক্তির স্বরূপ আমাদের কাছে অজ্ঞেয়।

দ্বিতীয়টিতে পাওয়া যায় ক্রমবিকাশবাদের ভিত্তিতে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য-সমূহের সমন্বয়। স্পেন্সারের মতে, “ক্রম-বিকাশ হইল বস্তুর ক্রম-পরিণতি। ইহাতে অনির্দিষ্ট, অসংবদ্ধ ও অভিন্ন (বা সরল) অবস্থা হইতে বস্তু ক্রমশঃ নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ বিভিন্নতায় (বা জটিল অবস্থায়) পরিণতি লাভ করে। নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আকাশে গ্রহের সৃষ্টি, পৃথিবীতে সমুদ্র-পর্বতের সৃষ্টি, ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে উদ্ভিদের সৃষ্টি, ক্রম অ বা স্থা হ ই তে রক্ত-অস্থি-গ্রন্থি-স্নায়ুর বিকাশের মধ্য দিয়া মানব-দেহের পরিণতি; মানব-জীবনে আবার সংবেদন ও স্মৃতির সংযোগে জ্ঞানের উৎপত্তি; এই জ্ঞানের পরিণতি বিজ্ঞানে এবং বিজ্ঞানের পরিণতি দর্শনে।”

—ডাঃ শশধর দত্ত : পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।

Sphere of Influence : প্রভাবাধীন অঞ্চল।

কোন স্বাধীন অথচ অনগ্রসর দেশের যে সকল অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী আপসের মারফত নিজেদের শোষণের ক্ষেত্র-হিসাবে দখল করিয়া রাখে, সেই অঞ্চল-গুলিকে বলা হয় ‘প্রভাবাধীন অঞ্চল’। পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ভয়ে কোন একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একাকী ঐ অনগ্রসর দেশটাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া উঠাকে উপনিবেশে পরিণত করিতে সাহস করে না। সুতরাং তাহার পরস্পরের সহিত আপস করিয়া উক্ত অনগ্রসর স্বাধীন দেশটার বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়; যেমন, বিশ্বের পূর্বে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের দখলে রাখিয়াছিল।

Spinozism (or Philosophy of Spinoza) : স্পিনোজার দর্শন।

হল্যান্ডের দার্শনিক বেনিডিক্ট স্পিনোজার (Benedict Spinoza, 1632-1677)

দার্শনিক মত। স্পিনোজার দর্শনের প্রধান বিষয় তিনটি :—(১) পরম পদার্থতত্ত্ব, (২) গুণতত্ত্ব ও (৩) প্রকারতত্ত্ব। তাঁহার মতে, মানুষের অভিজ্ঞতার সকল কিছুই এই তিনটি তত্ত্বের যে কোন এক টি র মধ্যে পড়ে। সুতরাং এই তিনটি তত্ত্বকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলেই বিশ্বের সকল বিষয় জানা যাইবে। “স্পিনোজার মতে, ‘পরম পদার্থ’ হইল তাহাই যাহা আপনিই আপনার আশ্রয়, এবং আপনিই আপনার জ্ঞাত। বুদ্ধি দ্বারা পরম পদার্থের যে বিশেষত্ব অনুভূত হয় তাহাকেই বলে ‘গুণ’। আর ‘প্রকার’ হইল পদার্থের পরিণাম বা অভিব্যক্তি, ‘প্রকার’-এর সত্তা পরম পদার্থের উপর নির্ভর করে।”—ডাঃ শশধর দত্ত : পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।

Spiritualism : অধ্যাত্মবাদ।

বস্তুবাদের বিরোধী মতবিশেষ। এই মত অনুসারে, চেতনাশীল পদার্থ হইল বস্তুর বৃত্তি বা ক্রিয়াবিশেষ। কিন্তু ইহা বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গৃহীত হয়।

আধুনিক অধ্যাত্মবাদ (Modern Spiritualism) হইল : জীবিত ও মৃতের (আত্মার) সম্পর্কসম্বন্ধীয় ধারণা। এই ধারণা অনুসারে বিশেষ কয়েকটি মাধ্যমের সাহায্যে জীবিত ও মৃতের (অর্থাৎ মৃতের আত্মার) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় বলিয়া দাবি করা হয়। আধুনিক অধ্যাত্মবাদের উৎপত্তি হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যে। এই মতবাদ অবিলম্বে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহা ‘মৃত্যুর পর জীবনের (আত্মার) অগ্রগতিসম্বন্ধীয় তত্ত্ব’ বলিয়া গৃহীত হয়। এই মতবাদ অনুসারে আত্মার অভিব্যক্তি দুই প্রকারের : দৈহিক ও স্বতঃচলমান (Physical and Automatic)। প্রথমটির কারণ হইল, “অচেতন পেশীসমূহের ক্রিয়া” বা “মানসিক শক্তি,” আর

দ্বিতীয়টির কারণ হইল, “অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়া।” এই অধ্যাত্মবাদের বিরোধিগণ আত্মার অভিব্যক্তিকে ‘বিভিন্ন কৌশলের ভেঙ্কি’ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কারণ, ইহার (এই অধ্যাত্মবাদের) কৌশল হইল আত্মবিশ্বাসিকরণ (Mesmerism), সন্মোহন (Hypnotism) এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে অসুভূতি সৃষ্টিকরণ। ইংলণ্ডের আর্থার কোনান ডয়েল, অলিভার লজ্জ প্রভৃতি এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন।

Spoil System : স্বদলপোষণ-ব্যবস্থা।

শাসন-ক্ষমতা দখলকারী দলের সমর্থকদের সরকারী চাকরি দিয়া বশীভূত রাখিবার প্রথা। এই প্রথা সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত হয়।

St. Simonism : সেন্ট সাইমনবাদ ; সেন্ট সাইমনের মতবাদ।

ফরাসী দেশের সেন্ট সাইমনের মতবাদ হইল এক ধরনের কাল্পনিক সমাজবাদ। এই সমাজবাদ দেখা দিয়াছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। সংক্ষেপে এই মতবাদের মূলকথা হইল : সমাজের জগতল ও “প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সাধ্যমত, আর প্রত্যেককে (দাও) তাহার প্রয়োজনমত”। কিন্তু তখন এই মতবাদের কোন সামাজিক ভিত্তি ছিল না, ইহা ছিল একটা কল্পনামাত্র। এই কাল্পনিক সমাজবাদের অগ্রতম প্রচারক সেন্ট সাইমনের (Saint Simon : 1760-1825) নাম হইতে এই মতবাদের নাম ‘সেন্ট সাইমনবাদ’ হইয়াছে।

[Utopian Socialism দ্রষ্টব্য]

Standard Capital : আদর্শ মূলধন।

শিল্পে নিযুক্ত মূলধনকেই বলা হয় ‘আদর্শ মূলধন’। এই কথাটি বিশেষতঃ মার্কসীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে, এই আদর্শ মূলধনকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঠাঁড়াইয়া আছে এবং এই আদর্শ মূলধনই

ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন প্রকারের মূলধন সৃষ্টি করে ; যেমন, ব্যবসায়ীর মূলধন (Commercial Capital), স্বদখোরের মূলধন (Usury Capital), জমিদারের মূলধন (Landlord's Capital) প্রভৃতি।

State : রাষ্ট্র।

প্রচলিত অর্থে, রাষ্ট্র হইল এমন বহু ব্যক্তির সমষ্টি, যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করে, যাহারা বাহিরের কোন শক্তির অধীনতা-পাশে আবদ্ধ নহে এবং যাহাদের এমন একটি সুগঠিত সরকার (Government) আছে, যে সরকারের আদেশ অধিবাসীদের অধিকাংশ মানিয়া চলে। সুতরাং একটি রাষ্ট্রের পক্ষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অপরিহার্য : জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সুগঠিত সরকার বা গভর্নমেন্ট ও সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)।

সমাজে কোন সময় হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। উহাদের কয়েকটি নিম্নরূপ :—

(১) ঈশ্বরতত্ত্ব (Divine Theory) : ঈশ্বরের অভিপ্রায় হিসাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে ; ঈশ্বরের কয়েকজন প্রতিনিধি তাহার ব্যক্ত অভিপ্রায় অনুসারে সাধারণ মানুষের আত্মগত লাভ করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন এবং এইভাবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই মধ্যযুগের রাজারা নিজেদের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া জাহির করিতেন এবং “ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার” দাবি করিতেন। ফরাসী বিপ্লবেই (১৭৮৯) প্রথম এই দাবি অগ্রাহ করা হয়।

(২) রুশোর সামাজিক চুক্তি (Rousseau's Social Contract Theory) : সমাজের মানুষ প্রথমে ছিল স্বাধীন ও সর্বপ্রকারের বাধা হইতে মুক্ত ; পরে তাহারা নিজেদের স্ববিধার জগতই পরস্পরের সহিত এক চুক্তি

করিয়া রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ।
রুশোর এই মত [Social Contract
দ্রষ্টব্য] ফরাসী বিপ্লবে বিশেষ প্রেরণা দান
করিয়াছিল ।

(৩) মাতৃতত্ত্ব (Matriarchal Theory):
পরিবারের উপর মায়ের শাসন ও কর্তৃত্ব
হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে ।

(৪) পিতৃতত্ত্ব (Patriarchal Theory):
পরিবারের উপর পিতার বা বয়োজ্যেষ্ঠের
শাসন ও অবাধ প্রভুত্ব হইতেই রাষ্ট্রের
উৎপত্তি হইয়াছে ।

(৫) শক্তিতত্ত্ব (Force Theory):
দুর্বলের উপর সবলের প্রভুত্ব হইতেই রাষ্ট্রের
উৎপত্তি হইয়াছে ; সবল বল-প্রয়োগে
সমাজের সাধারণ মানুষের নিকট হইতে
আনুগত্য আদায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়া
রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে ।

(৬) ঐতিহাসিক বা ক্রমবিকাশতত্ত্ব
(Historical or Evolutionary
Theory): রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন
আকস্মিক বা চুক্তিঘটিত ব্যাপার নহে,
ইহা ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া সমাজে ধীরে
ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে ।

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ
রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় অল্প স ক ল মত
অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ক্রমবিকাশতত্ত্বই
গ্রহণ করেন । রাষ্ট্রনীতিবিদ মার্কিন অধ্যাপক
বার্জেসের (Prof. J. W. Burgess)
মতে, ‘রাষ্ট্র ইতিহাসেরই সৃষ্টি’—এই
কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, মানব সমাজ
নিতান্ত আদিম অবস্থা হইতে আরম্ভ
করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে উহার বিভিন্ন
অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট দিকের (লক্ষণের)
ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া
একটি সম্পূর্ণ ও সার্বজনীন সামাজিক
সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের আকারে পরিণত
হইয়াছে ।”

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব প্রচলিত তত্ত্বের
সম্পূর্ণ বিপরীত । কার্ল মার্কস তাঁহার

বিভিন্ন রচনায়, ফ্রেডারিক্স ‘এঙ্গেলস্ তাঁহার
The Origin of the Family, Private Property and the State
এবং *Anti-Duhring* নামক গ্রন্থে,
লেনিন তাঁহার বিভিন্ন রচনায়, বিশেষতঃ
The State and Revolution নামক
গ্রন্থে এবং *The State* নামক প্রবন্ধে
রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রিয়াকলাপ ও শেষ
পরিণতি সম্বন্ধে বিশদ ও গুরুত্বপূর্ণ
আলোচনা করিয়াছেন । সেই আলোচনা
প্রচলিত ধারণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

মার্কসীয় মত সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

“রাষ্ট্র হইল দমন-কার্যের জন্য সৃষ্ট একটা
বিশেষ যন্ত্র”।—F. Engels: *The
Origin of the Family*. “রাষ্ট্র হইল
একটা শ্রেণীর উপর অপর একটা শ্রেণীর
পীড়নের যন্ত্র”।—V. I. Lenin: *The
State* । কোন শ্রেণীর রাষ্ট্র যে সকল যন্ত্রের
দ্বারা অল্প সকল শ্রেণীর উপর পীড়ন ও
দমন-কার্য চালায় সেইগুলি হইল সৈন্য-
বাহিনী, পুলিশ, বিচার-বিভাগ, আইন-
বিভাগ প্রভৃতি । ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই
রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিক হইল বড় মূলধনী, ব্যাঙ্ক-
মালিক প্রভৃতি । ইহারা এই রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা
শোষিত শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণকে দমন
করিয়া রাখে । অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে
(যেমন সোবিয়ৎ ইউনিয়নে) এই রাষ্ট্রযন্ত্রের
মালিক হইল শ্রমিকশ্রেণী । সোবিয়ৎ রাষ্ট্রও
দমনের যন্ত্র । শ্রমিকশ্রেণী এই রাষ্ট্রযন্ত্রদ্বারা
পরাজিত মূলধনীশ্রেণীকে দমন করে এবং
নিজেদের ও সকল শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ
রক্ষা করে ।

রাষ্ট্রের মূলকাজ :

“দুইটি মৌলিক ক্রিয়া রাষ্ট্রের সকল ক্রিয়া-
কলাপের চরিত্র নির্ণয় করে । এই ক্রিয়া
দুইটি হইল : (ক) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে—
বিপুল সংখ্যাধিক শোষিত জনগণকে দমন
করিয়া রাখা (ইহাই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ) ;

(খ) রাষ্ট্রের বাহিরে (বৈদেশিক)—বিভিন্ন দেশের অংশ কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণীর দখলভুক্ত অঞ্চলের বিস্তৃতি সাধন, অথবা অগ্র রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নিজেদের রাষ্ট্রেকে বাঁচান। রাষ্ট্রের এই সকল ক্রিয়াকলাপ দাসযুগে (Slave-Society-তে) ও সামন্ততান্ত্রিক যুগে (Feudal Society-তে) দেখা গিয়াছে, আর ধনতান্ত্রিক যুগেও ঠিক তাহাই দেখা যাইতেছে।”

—J. V. Stalin : *Leninism*.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি :

“ইতিহাসে দেখা যায় যে, যখনই এবং যেখানেই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ জনসাধারণ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ হইয়া গিয়াছে, আর তা হা দে র মধ্যে কয়েকটা শ্রেণী স্থায়ীভাবে অগ্র সকল শ্রেণীর শ্রম আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই এবং সেখানেই জনগণকে দমন করিবার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র দেখা দিয়াছে।” —Lenin : *Women and Society*. রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ (অর্থাৎ বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্র) :

Slave-owning State : দাস-মালিকদের রাষ্ট্র।

“দাস-মালিকদের রাষ্ট্রে আমরা রাজতন্ত্র, অভিজাত-সাধারণতন্ত্র (যেমন Greek Republics—এখানে দাস বা ক্রীতদাসের ভোটের অধিকার ছিল না), অথবা এমন কি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও (Democratic Republics) দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রূপের গভর্নমেন্ট থাকিলেও উহাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল সর্বত্রই এক, অর্থাৎ কোথাও দাসদের কোন অধিকারই ছিল না, আর দাসগণই ছিল সমাজের নিপীড়িত শ্রেণী, তাহাদের মায়ায় বলিয়াই গণ্য করা হইত না।”—Lenin : *Women and Society*.

Feudal State : সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র।

“রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক ব্যক্তির শাসন স্বীকৃত হইয়াছিল, আর সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে জমিদারবর্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কমবেশী অংশ গ্রহণও স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহাই হইল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্রের অবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-বিভাগ দেখা দিয়াছিল। সেই শ্রেণী-বিভাগে বিপুল সংখ্যাধিক জনগণকে, অর্থাৎ ভূমিদাস-কৃষকগণকে নগণ্য সংখ্যক জমিদারের সম্পূর্ণ পদানত করিয়া রাখা হইত। জমিদারগণই ছিল সকল জমিজমার মালিক।”—Lenin : *Question of the Materialist Conception of History*.

Capitalist State : ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

“সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থান গ্রহণ করিল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের ধ্বনি হইল—‘সমগ্র জনগণের জন্ত স্বাধীনতা চাই’। এই রাষ্ট্র নিজেকে জনগণের ইচ্ছার প্রতীক বলিয়া ঘোষণা করিল এবং নিজেকে কেবল একটামাত্র শ্রেণীর রাষ্ট্র বলিয়া পরিচয় দিতে অস্বীকার করিল।”

—Lenin : *The Materialist Conception of History*.

“কিন্তু এমনকি সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রও সেই ধরনের (অর্থাৎ পূর্বগামী উৎপীড়ন ও দমনমূলক রাষ্ট্রের মতই) একটা যন্ত্র ব্যতীত অগ্র কিছু নহে। এই যন্ত্র দ্বারা মূলধনীর শ্রমজীবীদের দমন করে, এই যন্ত্রটাই হইল মূলধনীদের রাজনৈতিক শাসনের, বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের যন্ত্র। গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রে বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের (Majority) শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং এই শাসনকেই সেই সংখ্যাধিক জনগণের শাসন বলিয়া ঘোষণাও করা হইয়াছিল, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত জমি ও যন্ত্র প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত স্বত্ব বজায় থাকিবে, ততদিন এই

প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা কার্যে পরিণত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।”

—Lenin : *The Communist International*.

“সর্বাপেক্ষা নিখুঁত ও উন্নত ধরনের বুর্জোয়া রাষ্ট্র হইল পার্লামেন্টের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। ইহাতে ক্ষমতা হস্ত থাকে পার্লামেন্টের উপর ; রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শাসনের যন্ত্র ও সংগঠন তৈরী হয় প্রচলিত প্রথা অনুসারে ; যেমন, নিয়মামুযায়ী গঠিত বিরাট সৈন্তবাহিনী, পুলিশবাহিনী ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো—এইগুলি স্থায়ী সংগঠন, ইহার বহু রকমের সুবিধা ভোগ করে এবং সকল সময় জনগণের নাগালের বাহিরে থাকে।”

—Lenin : *The Task of the Proletariat in our Revolution*.

Soviet State : সোবিয়ৎ রাষ্ট্র।

“ইতিহাসে এই প্রথম সোবিয়ৎ অথবা শ্রমিক-গণতন্ত্র জনগণের জন্ত, শ্রমজীবীদের জন্ত, শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের জন্ত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

“জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাধিক্যের ও তাহাদের প্রকৃত শাসনের প্রতিনিধিত্ব করে—এইরূপ একটি রাষ্ট্র ইহার পূর্বে কোন দিন ইতিহাসে দেখা যায় নাই, এই ধরনের রাষ্ট্রই হইল সোবিয়ৎ রাষ্ট্র।”

—Lenin : *The Third International, its Place in History*.

সোবিয়ৎ রাষ্ট্র হইল শ্রমজীবী জনগণসহ “শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat), শ্রমিকশ্রেণীর একক শাসনের রূপ।” শ্রমজীবী জনগণ সহ শ্রমিকশ্রেণীর একক শাসনমূলক “এই নূতন রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী সমগ্র শাসনযন্ত্রটাই তাহার নিজের হাতে তুলিয়া লয়, বুর্জোয়া-শ্রেণীকে পরাজিত করে, এবং সমগ্র পৈতি-বুর্জোয়া-সম্প্রদায়, সমগ্র কৃষক (ধনী কৃষকদের

বাদে), মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির নিম্নাংশ ও বুদ্ধিজীবীদের নিরপেক্ষ করিয়া রাখে।”

—Lenin : *The Task of the Third International*.

[Dictatorship of the Proletariat দ্রষ্টব্য]

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব :

কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কমিউনিজ্‌ম্-এর প্রথম স্তরে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের স্তরে রাষ্ট্র আংশিকভাবে লোপ পাইতে আরম্ভ করিবে। সোবিয়ৎ ইউনিয়নে পূর্বের শোষণগণ, অর্থাৎ বুর্জোয়া-শ্রেণী ও জমিদারগোষ্ঠী যে পরিমাণে লোপ পাইবে সেই পরিমাণেই রাষ্ট্রের প্রধান কাজটি (অর্থাৎ দমনমূলক কাজটি) শেষ হইবে। সোবিয়ৎ ইউনিয়নে রাষ্ট্রের এই প্রথম ও প্রধান কাজটি এখন শেষ হইয়া গেলেও দ্বিতীয় কাজটি, অর্থাৎ বাহিরের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার কাজটি শেষ হওয়া দূরের কথা, বরং ‘সাম্রাজ্যবাদী বেষ্টনীর’ জন্ত তাহা প্রতিদিনই বাড়িয়া যাইতেছে।

“আমাদের রাষ্ট্র কি কমিউনিজ্‌ম্-এর যুগেও থাকিবে ? হাঁ, থাকিবে, যতদিন না দনতান্ত্রিক বেষ্টনীর অবসান হয়, যতদিন না বিদেশী সামরিক আক্রমণের বিপদ দূরীভূত হয়, ততদিন থাকিবে। অবশ্য স্বভাবতই ভিতর ও বাহিরের অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে আমাদের রাষ্ট্রের রূপেরও পরিবর্তন হইবে।” —J. V. Stalin : *Leninism*.

Withering Away of the State : রাষ্ট্রের ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্তি ; রাষ্ট্রের ক্রম-অবসান বা মৃত্যু।

“আবহমান কাল হইতেই রাষ্ট্র ছিল না। এমন অনেক সমাজ ছিল যেখানে রাষ্ট্র ছাড়াই কাজ চলিয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে কোন ধারণাই কাহারও ছিল না। যে সমাজ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে এবং উৎপাদকদের (অর্থাৎ

শ্রমিকদের) স্বাধীন ও সমতামূলক সজ্জের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবে, সেই সমাজ (অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজ) সেই দিন সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে উহার ষোগ্য স্থানে—পুরাকালের ষাহুঘরে স্তূতাকাটার আদিম চরকা ও ত্রোজের কুঠারের পাশে রাখিয়া দিবে।”

—F. Engels : *The Origin of the Family*. ইহার অর্থ এই যে, কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চস্তরে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইবে না, স্তূতরাং সেই সমাজে রাষ্ট্র থাকিবে না।

State-Capitalism : রাষ্ট্র-পরিচালিত ধনতন্ত্র ; রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র।

[Capitalism শব্দ দ্রষ্টব্য]

State-Socialism : রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র ; রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ।

[Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Statute-Book : বিধিপুস্তক।

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ মৌলিক আইনসমূহ যে পুস্তকে লিখিত থাকে।

Sterling-Area : স্টার্লিং-অঞ্চল।

যে সকল দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা গ্রেট-ব্রিটেনের মুদ্রা অর্থাৎ স্টার্লিংয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যখন আর্থিক সংকটের চাপে গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করে, তখন অল্প কয়েকটি দেশও উহাদের নিজ নিজ দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্বর্ণের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্টার্লিংয়ের সহিত বাধিয়া দেয় এবং উহাদের নিজ নিজ দেশের মুদ্রার একটা অংশ উদ্ধৃত্ত তহবিল হিসাবে ‘ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড’-এ জমা রাখে। তখন কানাডা ব্যতীত ‘ব্রিটিশ কমনওয়েলথ’-এর অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ ও ব্রিটেনের বিভিন্ন উপনিবেশ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল দেশকেই বলা হয় স্টার্লিং-অঞ্চল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ও পরবর্তী সময়ে সর্বত্র স্বর্ণ ও ডলারের (Dollar—মার্কিন মুদ্রার) তীব্র অভাব দেখা দিলে স্টার্লিং-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি মুদ্রার

বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার (Exchange-Control-এর) প্রবর্তন করিতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থায় স্টার্লিং-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি পরস্পরের সহিত অবাধে মুদ্রা বিনিময় করিতে পারিলেও উহারা নিজেদের সমস্ত নীট উদ্ধৃত্ত ডলার ‘ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড’-এর নিকট বিক্রয় করিয়া উহার পরিবর্তে স্টার্লিং গ্রহণ করিতে এবং যে সকল দেশে ডলারের অভাব দেখা দেয় তাহারা স্টার্লিং দ্বারা ‘ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড’ হইতে প্রয়োজনীয় ডলার ক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। ১৯৫৬ সালের নূতন আইন অনুসারে নিম্নোক্ত দেশগুলি স্টার্লিং-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয় : ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও ইহার শাসনাধীন উপনিবেশ সমূহ, কানাডা ব্যতীত কমনওয়েলথ’-এর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ ; ব্রহ্মদেশ ; আইসল্যান্ড ; ইরাক ; আয়ারল্যান্ড ; জর্ডান ; লিবিয়া এবং ট্রুসিয়াল উপকূলবর্তী ও পারস্যোপসাগর ও ওমান উপসাগরের তীরস্থ ৭টি ব্রিটিশ-আশ্রিত স্বাধীন রাজ্য।

Stoicism : তিতিক্ষাবাদ ; জিতেন্দ্রিয়তাবাদ।

গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno, 340-270 B. C.) কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ। জেনো এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে এই দার্শনিক মত প্রচার করেন। এই দার্শনিক মত অনুসারে, কেবলমাত্র সং কাজ করিলে ও সংপথে থাকিলে এবং কঠোরভাবে সং নীতি অনুসরণ করিলেই জীবনে প্রকৃত সুখলাভ হয়। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ (Stoics) সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিতেন। অতি দুঃখ কিংবা অতি আনন্দেও ইহারা বিচলিত হইতেন না। ইহারা সর্বৈশ্বরবাদী ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মাও অবিনশ্বর নহে, শেষ পর্যন্ত ইহাও ধ্বংস হইবে। ইহারা সকল সময় অতি কঠোর নীতিমার্গ অনুসরণ করিতেন।

পরবর্তী কালে রোম-সাম্রাজ্যে এই দার্শনিক মত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

তৎকালে সেনেকা (Seneca), এপিক্তাটুস (Epictatus) ও রোম-সম্রাট মার্কাস্ অরেলিউস্ (Marcus Aurelius, A. D. 121-180) ছিলেন এই মতের শ্রেষ্ঠ সমর্থক ও প্রচারক।

Stone-Age : লৌহযুগ

[Civilization শব্দ দ্রষ্টব্য]

Structure (Social) : (সামাজিক)
গঠন ; কাঠামো।

সমাজের বিভিন্ন মানুষ ও শ্রেণীর ভিতরের বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্ক ; সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ উৎপাদন ও বণ্টন-পদ্ধতি এবং উহার ভিত্তিতে গঠিত সমাজের বিভিন্ন বিষয় সমূহের সামগ্রিক রূপ।

Basic Structure : মূলগঠন ; মূল-কাঠামো।

কোন সামাজিক স্তরের ভিত্তি ; সেই ভিত্তিটাই হইল ঐ সামাজিক স্তরের উৎপাদন ও বণ্টন-পদ্ধতি। মূলগঠন বা মূল কাঠামোর উপরেই কোন গৃহ বা সমাজ প্রভৃতি দাঁড়াইয়া থাকে, আর এই মূলগঠনের উপরেই তৈরি হয় কোন গৃহ বা সমাজের বহির্গঠন (Super Structure) ; যেমন, সামাজিক ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতি হইল সমাজের মূলগঠন, আর মূলগঠনের উপরে, অথবা এই মূলগঠন অল্পাধিক সমাজের বিভিন্ন আভ্যন্তরিক সম্পর্ক, ভাবধারা, নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম, আইনকানুন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় লইয়া গড়িয়া উঠে ‘বহির্গঠন’।

[Materialist Conception of History দ্রষ্টব্য]

Economic Structure : অর্থনৈতিক গঠন।

কোন সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন-পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়িয়া-উঠা বিভিন্ন মানুষ ও শ্রেণীর পরস্পরের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, দাসপ্রথাবলক সমাজে দাস, দাসদের মালিক ও মালিকদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নির্দ্ধর শোষকের দল—ইহাদের পরস্পরের

উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়-সম্পর্কিত জটিল সম্বন্ধসমূহ ; ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক, শিল্প-গতি, ব্যাঙ্ক-মালিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মূলধনী ও এই সকল মূলধনীদেব সহিত সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীর দল এবং ইহাদের পরস্পরের আরও জটিল অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধ-সমূহ লইয়াই সৃষ্টি হয় সমাজের ‘অর্থনৈতিক গঠন’।

Super-Structure : বহির্গঠন।

সমাজের মূলভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদন-পদ্ধতি অল্পাধিক গড়িয়া-উঠা রাজনীতি, আইন, ধর্ম, আদর্শ, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির সামগ্রিক রূপকে বলা হয় সমাজের ‘বহির্গঠন’। এই বহির্গঠনের সৃষ্টি হয় সমাজের ভিত্তি, অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসারে। সেই জন্যই উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বহির্গঠনেরও পরিবর্তন হয়, কিন্তু বহির্গঠন সমাজের মূলগঠনের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

Subjective : আত্মমুখ ; আত্মপক্ষ-সম্বন্ধীয় ; কর্তাসম্বন্ধীয় ; আত্মগত।

[Objective শব্দ দ্রষ্টব্য]

Subjective Factor : আত্মমুখী উপকরণ (বা কারণ অথবা উপাদান) ; কর্তাসম্বন্ধীয় উপকরণ (বা কারণ অথবা উপাদান)। [Objective Factor দ্রষ্টব্য]

Subjective Idealism : আত্মমুখ বা আত্মগত ভাববাদ।

[Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Subjectivism : আত্মবাদ ; আত্মমুখিতা।

দার্শনিক অর্থে, ‘এই জগতে যে অসংখ্য বিচিত্র বস্তু রহিয়াছে, উহারা আমারই মনের ধারণামাত্র’, অথবা ‘আমি আছি, তাই জগৎ আছে’—এইরূপ মতবাদ।

[Berkeleyan Philosophy দ্রষ্টব্য]

ভিন্ন অর্থে, বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত ধারণা পোষণ করিবার অভ্যাস।

Substantialism : সত্ত্বাবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, সকল বস্তুর বাহ্য আকারের অন্তরালে প্রকৃত সত্তা বিद्यমান থাকে।

Suffrage, Universal : প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ; সার্বজনীন ভোটাধিকার।

রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও প্রাপ্তবয়স্কা জ্বীলোকের ভোট দানের অধিকার। সাধারণতঃ ২১ বৎসর বয়স্ক জ্বী বা পুরুষকেই প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা সর্বপ্রথম ফরাসী দেশে ইতিহাস-বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়। তার পর ইহা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশে প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডে ‘চার্টিস্ট আন্দোলন’-এ (১৮৪৮) প্রথম এই দাবি রাখা হয়, কিন্তু তাহার অনেক পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সীমাবদ্ধভাবে ইহা সেই দেশে প্রথম কার্যকরী হয়।

Sufism : সুফীবাদ।

মুসলমান ধর্মে ভগবৎ প্রেমের সাধনামূলক মতবাদ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই মত প্রথম আরবে প্রচারিত হয়। আরবী ভাষায় ‘সুফী’ শব্দের অর্থ পশম। অনেকে অনুমান করেন যে, এই মতাবলম্বী দরবেশগণ (মুসলমান সাধুগণ) পশমের পোশাক পরিধান করিতেন বলিয়া এই দরবেশগণকে ‘সুফী’ বলা হইত। পারস্যের আবদুর কাদের জিলানী (Abdur Kader Jilane, Born in ৮৫২) ছিলেন সুফীমতের প্রথম প্রচারক। সুফীমতানুসারে ঈশ্বরই একমাত্র সংস্করণ ; তিনি অনন্ত সৌন্দর্য ও কল্যাণগুণের আধার। জীবের সহিত ভগবানের প্রেম, মিলন ও পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় প্রভৃতি বিষয় সুফীধর্মের অঙ্গীভূত। সুফী সাধকগণ ঈশ্বর-প্রেমে পাগল। এই মত হাফিজ (Samsuddin Md. Hafiz, died in ১৩৮৮), জালালুদ্দিন রুমী (Jalaluddin

Rumee, ১২০৭-১২৭৩), সাদী (Sk. Saadi, ১১৭৫-১২৭৫) প্রভৃতি পারস্যের মুসলমান কবিগণের কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। সুফীমত অনুসারে, বহির্জগৎ অদৃশ্য ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিद्यমান। সুফীমত বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-অহুষ্ঠানের ঘোরতর বিরোধী। ভগবানের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনই সুফীধর্মের প্রধান লক্ষ্য। সুফী ধর্মাবলম্বী সাধকগণ বৈষ্ণব সাধকদের মত ভগবানকে অতি আপন জন, প্রেমাস্পদ বা প্রেমপাত্রীরূপে ভাবিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের উপনিষদের ঋষিগণ ও কবি, রামানন্দ, তুকারাম, তুলসীদাস, মীরাবাই প্রভৃতি মরমী সাধক এবং বঙ্গীয় ও তামিল বৈষ্ণব সাধক-কবিগণের কবিতার সহিত পারস্যের সুফী কবিগণের কবিতার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। মুসলিম-দেশসমূহের মধ্যে ইহা প্রধানতঃ পারস্যেই বেশী প্রসার লাভ করিয়াছিল।

“Super-Imperialism” : “অতি-সাম্রাজ্যবাদ” বা “চরম সাম্রাজ্যবাদ”।

‘জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি’ ও ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক’-এর (Second International-এর) প্রধান নায়ক কার্ল কাউটস্কির (Karl Kautsky, ১৮৫৪-১৯৪৩) উদ্ভূত ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ।

[Ultra Imperialism দ্রষ্টব্য]

“Super-Man” : “অতি-মানব”।

জার্মান দার্শনিক নিট্শে (Nietzsche, ১৮৪৪-১৯০০) কর্তৃক কল্পিত “অতি-মানব”। তিনি মনে করিতেন যে, মানুষ নৈতিক শক্তি ও প্রাণশক্তির চরম বিকাশ সাধনের দ্বারা “অতি-মানব”-এ পরিণত হইতে পারে। নিজের শক্তি বৃদ্ধি ও অগ্রগতিই হইবে এই “অতি-মানব”-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করিতেন যে, নিট্শের এই “অতি-মানব”-এর মতবাদই জার্মানীতে ফাসিবাদ ও হিটলারের উদ্ভব

হওয়ার দার্শনিক ভিত্তি হি সা বে কা জ করিয়াছে। কিন্তু পরে সকলেই এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং নিটশের দর্শনকে ধ্বংসাত্মক মনে না করিয়া বরং উহাকে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

Super-Monopoly : অতিকায় বা চরম একচেটিয়া কারবারীসম্ভব ; চরম একচেটিয়া অবস্থা।

দেশের ও বিদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব ; সর্বব্যাপী প্রভুত্ব-কারী, অর্থাৎ দেশের ও বিদেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপর একচ্ছত্র প্রভুত্বকারী অতিকায় কারবারীসম্ভব (Corporation) এই নামে অভিহিত করা হয়।

[Monopoly দ্রষ্টব্য]

Super-Profit : অতি-মুনাফা ; অতিরিক্ত মুনাফা ; চরম মুনাফা।

মূলধনীর নিজেদের দেশের মুনাফা ব্যতীত বিদেশে মূলধন লগ্নি করিয়া আরও যে মুনাফা আদায় করে, তাহাকে বলা হয় ‘অতি-মুনাফা’ বা ‘চরম মুনাফা’ অথবা ‘অতিরিক্ত মুনাফা’। এই মুনাফাকে এই নাম দিবার কারণ এই যে, “মূলধনীর তাহাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকদের নিঙড়াইয়া যে মুনাফা লাভ করে তাহা ছাড়াও তাহারা এই মুনাফা আদায় করে।” —Lenin : *Imperialism—The Highest Stage of Capitalism.*

Super-Structure : বহির্গঠন।

[Structure শব্দ দ্রষ্টব্য]

Supply and Demand : সরবরাহ ও চাহিদা ; যোগান ও চাহিদা।

বাজারে যে সকল পণ্য আমদানি করা হয় তাহার মোট পরিমাণ এবং ক্রেতাদের যে সকল পণ্য প্রয়োজন হয় তাহার মোট পরিমাণ—এই দুইয়ের ভিতরের সম্পর্ক।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে সরবরাহ (বা যোগান) ও চাহিদার সম্পর্কই পণ্যের দাম

নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু মার্ক্সীয় মতে, পণ্যের দামই পণ্যের “সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রিত করে ; কারণ, সরবরাহ ও চাহিদার ক্রমপরিবর্তনশীল সম্পর্কটিকে পণ্যের দাম অনবরত ওলট-পালট করিয়া দেয়, আর এই ওলট-পালট করাটা হইল দাম নিয়ন্ত্রিত করার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা।”

[Value ও Utility শব্দ দ্রষ্টব্য]

Sur-charge : অতিরিক্ত কর বা ট্যাক্স।

কর আদায়ের যোগ্য সম্পত্তির সঠিক বিবরণ না দিলে সেই সম্পত্তির মালিকের উপর যে অতিরিক্ত ট্যাক্স বা কর ধার্য করা হয়।

Surplus Labour : উদ্ধৃত শ্রম।

ইহা মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ নিম্নরূপ :

শ্রমিকের জীবনধারণের পক্ষে যতখানি মূল্য (অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য বা জিনিসপত্র) প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ মূল্য সৃষ্টির জন্ত শ্রম করা ব্যতীত শ্রমিক আরও যে শ্রম করে তাহাকে বলা হয় ‘উদ্ধৃত শ্রম’। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন শ্রমিকের নিজের জীবিকা নির্বাহের জিনিসপত্র (পণ্য) তৈয়ার করিবার জন্ত, ধরা যাউক, তাহার তিন ঘণ্টার শ্রমের প্রয়োজন ; শ্রমিকটি যদি ছয় ঘণ্টার শ্রম করে তাহা হইলে তাহার নিজের জীবিকা-নির্বাহের জন্ত প্রয়োজনীয় তিন ঘণ্টার শ্রম বাদে আর বাকি তিন ঘণ্টার শ্রম হইল ‘উদ্ধৃত শ্রম’। অল্প কথায়, শ্রমশক্তির মূল্য (শ্রমিকের জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য) সৃষ্টির জন্ত যতখানি শ্রম প্রয়োজন হয় তাহা ছাড়াও শ্রমিক যে শ্রম করে সেই শ্রমকে বলা হয় ‘উদ্ধৃত শ্রম’। মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে, এই ‘উদ্ধৃত শ্রম’ই ‘উদ্ধৃত-মূল্য’ (Surplus-Value) সৃষ্টি করে এবং সেই ‘উদ্ধৃত-মূল্য’ই শিল্পপতির মুনাফা, জমির মালিকের খাজনা, ব্যাঙ্কের সুদ প্রভৃতির উৎস।

[Value, Surplus-Value, Value of Labour-Power এবং Profit শব্দ দ্রষ্টব্য] ।

Surplus-Value : উদ্ধৃত-মূল্য ।

[Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Survival of the Fittest : যোগ্যতমের উত্তরণ ।

[Natural Selection দ্রষ্টব্য]

Suspensary Veto : যে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা কোন আইনের প্রয়োগ অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হয় । [Veto শব্দ দ্রষ্টব্য]

Swaraj : স্বরাজ ; আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ; ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ।

ভাষাগত অর্থে, স্ব (নিজ) রাজ (শাসন) । ১২২১ খ্রষ্টাব্দ হইতে ১২২২ খ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘স্বরাজ’-এর দাবিই ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক দাবি । ইহার পর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহীত হয় ।

কিন্তু ‘স্বরাজ’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ কেহ কোন দিন ব্যাখ্যা করেন নাই, এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নায়ক মহাত্মা গান্ধী নিজেও কোন দিন ইহার ব্যাখ্যা দেন নাই । পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার বিখ্যাত ‘আত্মজীবনী’তে (*Auto-Biography*) ‘স্বরাজ’ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন : “ইহা খুবই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের নেতাদের প্রায় সকলেই ‘স্বরাজ’ শব্দের দ্বারা স্বাধীনতা অপেক্ষা যথেষ্ট কম-কিছুই বুঝিতেন । কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, গান্ধীজি কোন দিনই এই কথাটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই, আর এই সম্পর্কে কেহ স্পষ্ট ভাবে চিন্তা করুক তাহাও তিনি চাহিতেন না ।” —Jawaharlall Nehru : *Auto-Biography*. ‘স্বরাজ’ শব্দের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয় নাই বলিয়াই বিভিন্ন ব্যক্তি ইহার বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিতেন । কেহ কেহ ইহা দ্বারা ‘ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন’ (*Dominion Status*) বুঝিতেন ।

Symbolism : প্রতীকবিজ্ঞা ; প্রতীকবাদ ।

একটি দার্শনিক মত । এই দার্শনিক মত অনুসারে, বহির্জগৎ কোন এক নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতীকমাত্র, অথবা বহির্জগতের সকল বস্তুর মধ্যে কোনরূপ গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে । কাব্য বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, একটি বিষয় বা ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার জন্ত অপর কোন বিষয় বা ঘটনার অবতারণা করা ।

Symbolist : প্রতীকবাদী ।

যে সকল কবি বা সাহিত্যিকের মতে, কবিতা বা সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইল বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের সংযোগ সাধন করিয়া সাহিত্যিক চিত্তসমূহের দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের গভীর রহস্য ব্যক্ত করা । এই মতের প্রবর্তক হইলেন অ্যালফ্রেড গু ভিগ্নি (*Alfred de Vigny*) ; এবং পল ভেরলেঁ (*Paul Verlaine*), মার্সে, মরিস্ মেতারলিন্ক (*Morris Metarlink*), কান্ (*Cahn*), গ্রিফিন্ (*Griffin*) প্রভৃতি ইউরোপের কবি ও সাহিত্যিকগণ ছিলেন এই মতের প্রধান সমর্থক ।

Symbol of Value : মূল্যের প্রতীক ।

স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত মুদ্রার প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যাঙ্ক-নোট ; মূল্যের নিদর্শন ; প্রতীক মুদ্রা বা কাগজী মুদ্রা । কথাটি মার্কসীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয় ।

Syndicate : বাণিজ্য-সঙ্ঘ ; ‘সিণ্ডিকেট’ ।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Syndicalism : ট্রেড যুনিয়নের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ, ট্রেড যুনিয়নমূলক সমাজবাদ ; ট্রেড-যুনিয়নবাদ ।

ফরাসী ভাষার ‘সিণ্ডিক্যাট’ (*Syndicat*) শব্দটির অর্থ ট্রেড যুনিয়ন এবং ‘সিণ্ডিক্যাট’ শব্দ হইতেই ‘সিণ্ডিকালিজম’ শব্দের উৎপত্তি । ইহা বৈপ্লবিক শ্রমিক-আন্দোলনের একটি মতবাদ এবং এই মতবাদ অনুসারে সমাজ-বিপ্লব ও ভবিষ্যৎ সমাজ

গঠনের ভিত্তি হইল ট্রেড যুনিয়ন। নৈরাষ্ট্রবাদের (Anarchism-এর) সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া এই মতবাদকে 'নৈরাষ্ট্রবাদী ট্রেড যুনিয়নবাদ' (Anarcho-Syndicalism) নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা মাইকেল বাকুনি (Michael Bakunin : 1814-76) ও জর্জ সোরেল-এর (G. Sorel) মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির এবং উহার রাজনৈতিক ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এবং মূলধনী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে কেবল 'প্রত্যক্ষ' বা 'শিল্পী' ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ ধর্মঘট সমর্থন করে। স্তবরাং ধর্মঘটই হইল ট্রেড যুনিয়নবাদীদের একমাত্র কর্তব্য। এই মতবাদের প্রচারকদের মতে, শ্রমিকদের পক্ষে ধর্মঘট করিয়া কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া আসা উচিত নহে, শ্রমিকদের কর্তব্য হইল ধর্মঘট করিয়া কর্মস্থল অধিকার করিয়া থাকা, নতুবা কর্মের গতি মন্তর করিয়া উৎপাদন হ্রাস করা; এইভাবে স্থানীয় বা আংশিক ধর্মঘটকে দেশ-ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত করিয়া বিপ্লব সফল করিয়া তোলা এবং শাসন-ক্ষমতা দখল করা। বিপ্লবের পর ট্রেড যুনিয়নগুলিই (মার্কসীয় মতে, শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্র) কল-কারখানা, খনি প্রভৃতি দখল করিয়া সেইগুলি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করিবে; রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিতে হইবে এবং বিভিন্ন ট্রেড যুনিয়নের মিলিত সংস্থা উহার স্থান

গ্রহণ করিবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে বিভিন্ন ট্রেড যুনিয়নের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে ট্রেড যুনিয়নসমূহ ও উহাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে। এই সমাজের "পরিচালন-ক্ষমতা গুস্ত থাকিবে বহুর উপর" এবং "এই সমাজ হইবে সমগ্রভাবে একটি সক্রিয় অর্থনৈতিক সংগঠন"।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে এই মতবাদ বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের ফলে ইহার বিস্তার বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের পর ইহার সমর্থক-সংখ্যা প্রত্যেক দেশে দ্রুত হ্রাস পায়, এবং ইহার সমর্থকগণের অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে যোগদান করে। ইহার পর কেবল স্পেন দেশেই ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু স্পেনে ফাসিবাদের জয়লাভের (১৯৩৬) পর সেখানেও ইহার অস্তিত্ব ধিলুপ্ত হয়।

Synthesis : সমন্বয়।

[Dialectics—Negation of Negation দ্রষ্টব্য]

Synthetic Philosophy : সংকলিত দর্শন; সমন্বয়ী দর্শন।

হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনকে এই নামে অভিহিত করা হয়, কারণ স্পেন্সার তাঁহার দর্শনে সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

[Spencerism শব্দ দ্রষ্টব্য]

T

Taboo (or Tabu) : স্পর্শ-নিষেধ; নিষিদ্ধকরণের প্রথা; নিষিদ্ধ বিষয়; নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অস্পৃশ্য বা অপবিত্র জানে পরিহার বা 'নিষিদ্ধ' করার প্রথা।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ অপরিচিত ব্যক্তি, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও

মৃতদেহ সকল অবস্থাতেই নিষিদ্ধ। ইহা ব্যতীত আদিম অধিবাসীদের পুরোহিত এবং দলপতিগণও কোন দ্রব্যকে বা কোন অপরাধের জন্ত কোন কোন ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে ‘নিষিদ্ধ’ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে; যেমন, নিউজিল্যান্ডের আদিম অধিবাসী মেওরীদিগের মধ্যে কোন সর্দার বা দলপতি ‘নিষিদ্ধ’ হওয়ার দরুণ তাহার দেহ, এমন কি তাহার কোন বস্তুও ‘নিষিদ্ধ’ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যদি উক্ত ‘নিষিদ্ধ’ সর্দার বা দলপতির মৃতদেহ স্পর্শ করে, তবে স্পর্শকারী ব্যক্তিও ‘নিষিদ্ধ’ বলিয়া গণ্য হয়। ‘নিষিদ্ধ’ বস্তু সম্বন্ধে নিয়মভঙ্গকারীকে সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সভ্য লোকদের মধ্যেও এই প্রকারের নিষিদ্ধকরণের প্রথা দেখা যায়; যেমন, হিন্দুদের মধ্যে গরু ও শূকরের মাংস, অহিন্দুদের দেহ বা খাত্ত প্রভৃতি এবং ইহুদীদের মধ্যে কয়েক প্রকারের খাত্ত ‘নিষিদ্ধ’।

Tailism : লেজুড়বাদ।

[Economism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Teleology : উদ্দেশ্যবাদ।

একটি দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে, প্রত্যেক ঘটনা বা বস্তুই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রহিয়াছে। অতীত কথায়, প্রত্যেক ঘটনা বা বস্তুই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে। ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) তাঁহার রচিত *The Critique of Judgment* নামক দার্শনিক গ্রন্থে ‘উদ্দেশ্যবাদ’-এর আলোচনা করিয়াছেন। [Kantism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Tariff : (আমদানিকৃত মালের উপর ধার্য) শুল্ক।

কোন দেশে বিক্রয়ের জন্ত বৈদেশিক মাল আমদানি করা হইলে সেই মালের উপর দেশের সরকার যে শুল্ক ধার্য করে। বৈদেশিক মালের প্রতিযোগিতা হইতে

দেশের অল্পমত শিল্প রক্ষা করাই এই শুল্ক ধার্য করার উদ্দেশ্য। বিদেশের উন্নত শিল্পের পণ্যসম্ভার কোন অল্পমত দেশের বাজারে প্রবেশ করিয়া উক্ত অল্পমত দেশের পণ্যকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিয়া ঐ দেশের বাজার দখল করিয়া বসে এবং অল্পমত দেশটির শিল্প বাজার হারাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। অল্পমত দেশটি স্বাধীন হইলে উহার সরকার বৈদেশিক মালের উপর শুল্ক বসাইয়া নিজ দেশের অল্পমত শিল্পকে রক্ষা করে। কিন্তু ঐ দেশ পরাধীন হইলে তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া দখলকারী দেশের উন্নত শিল্পের আক্রমণে পরাধীন দেশের অল্পমত শিল্প বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কোন স্বাধীন ও উন্নত দেশও নিজেদের দেশের বাজার নিজেদের শিল্পের জন্ত একচেটিয়া করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মালের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া বৈদেশিক পণ্যের আমদানিতে বাধা দেয়।

Preferential Tariff : সুবিধাভোগী শুল্ক।

ইহা একরূপ এক প্রকার শুল্ক-ব্যবস্থা যাহাতে কোন বিশেষ দেশ হইতে আমদানি-করা মালের উপর অত্যন্ত দেশ অপেক্ষা অল্প হারে শুল্ক ধার্য করা হয়।

Preventive (or Protective) Tariff : রক্ষা-শুল্ক।

বৈদেশিক পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে কোন দেশের অল্পমত শিল্পকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য করা হয়।

Retaliatory Tariff : প্রতিশোধ-মূলক শুল্ক।

কোন দেশের রপ্তানি-করা পণ্যের উপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক শুল্ক ধার্য করা হইলে ইহার প্রতিশোধ হিসাবে প্রথমোক্ত দেশ শেযোক্ত দেশের আমদানি-করা মালের উপর যে শুল্ক বসায় তাহাকে ‘প্রতিশোধ-মূলক শুল্ক’ বলা হয়।

Tariff-War : শুল্ক-যুদ্ধ।

শুল্ক-যুদ্ধ হইল দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে এক ধরনের অর্থনৈতিক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ। ইহাতে একটি দেশ অপর একটি দেশের পণ্যের উপর বর্ধিত হারে শুল্ক ধার্য করে। ইহার উত্তরে দ্বিতীয় দেশটি প্রথম দেশটির পণ্যের উপর আরও বেশী শুল্ক বসাইলে প্রথম দেশটি আবার দ্বিতীয় দেশের পণ্যের উপর আরও বেশী শুল্ক বসাইয়া ইহার প্রতিশোধ লয়। ইহার পর উভয় দেশই সরকারী বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া নিজ নিজ দেশে পরস্পরের পণ্য-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় এবং এইভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। শুল্ক-যুদ্ধ হইল সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধেরই পূর্ব-প্রস্তুতি।

Tax : কর ; শুল্ক ; রাজস্ব ; ট্যাক্স।

নাগরিকসাধারণ বা তাহাদের কোন অংশ বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ রাষ্ট্রকে দেয় তাহাকে বলা হয় 'কর'। এই কর বিদেশ হইতে আমদানি-করা পণ্যের উপর, দেশের মধ্যে বিশেষ ধরনের দেশী পণ্যের বিক্রয়ের উপর, অথবা নাগরিকগণের আয়ের উপর সরকার কর্তৃক ধার্য হয়। সাধারণতঃ সরকার কর্তৃক কর বসাইবার ফলে পণ্যের দাম বাড়িয়া যায় এবং ইহার ফলে বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। কারণ, কর বসাইবার ফলে জীবিকা-নির্বাহের উপকরণসমূহের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের বাস্তব-মজুরি (Real Wages—পণ্য-মজুরি) হ্রাস পায়, অর্থাৎ তাহারা যে মজুরি পায় তাহা দ্বারা তাহারা কম দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু দ্রব্যসমূহের দাম বৃদ্ধির সমান হারে মুদ্রা-মজুরি কখনই বৃদ্ধি করা হয় না। ইহার অবশুভাবী ফলস্বরূপ শ্রমজীবী ও দরিদ্র জনগণের জীবিকার মান আরও হ্রাস পায়।

Direct Tax : প্রত্যক্ষ কর।

যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য হয়, সেই ব্যক্তিকেই যখন উহা দিতে হয় তখন

উহাকে 'প্রত্যক্ষ কর' বলা হয়। যাহার উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য হয়, সে উহা অপরের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে চাপাইতে পারে না ; যেমন 'আয়-কর'।

Indirect Tax : অপ্রত্যক্ষ কর ; পরোক্ষ কর।

যে কর কোন ব্যক্তির উপর ধার্য হইলেও সেই ব্যক্তি অপরের উপর উহা চাপাইতে পারে, সেই করকে বলা হয় 'অপ্রত্যক্ষ কর' ; যেমন, কোন পণ্যের উপর কর ধার্য করা হইলে উক্ত পণ্যের বিক্রেতা পণ্যের দাম বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে বর্ধিত মূল্যের মারফত ঐ কর আদায় করিয়া লইতে পারে। এইভাবে ক্রেতার উপর পরোক্ষ-ভাবে কর চাপান হয়।

Technology : যন্ত্র-বিজ্ঞান ; শিল্প-বিজ্ঞান।

শিল্প-ক্রিয়াসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, যেমন শিল্পের যান্ত্রিক ক্রিয়া বা যন্ত্রাংশের ক্রিয়া এবং তৎসঙ্গে যন্ত্র-চালক ও কাঁচামাল প্রভৃতির সহিত যন্ত্রের সম্পর্ক।

Territorial Jurisdiction : রাষ্ট্র-সীমা ; রাজ্য-সীমা।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, কোন দেশের সীমার মধ্যে এবং ঐ দেশের সন্নিহিত সাগরাংশের উপর (তীর হইতে দুই বা তিন মাইল পর্যন্ত) এবং উহার অধিবাসীদের ও তাহাদের সম্পত্তির উপর উক্ত রাষ্ট্রের অধিকার।

Theocracy : ঈশ্বরতন্ত্র ; দেবতন্ত্র।

ঈশ্বর বা তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ পুরোহিত-সম্প্রদায় কর্তৃক রাষ্ট্র শাসনের মতবাদ।

The Theocracy : ইহুদী-নায়ক মুসার (Moses) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কালের ইহুদী শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র মুসাকৃত আইন অনুসারে রচিত হইয়াছিল।

Theology : ধর্মশাস্ত্র।

ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মশাস্ত্র ; মানবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক-

সম্বন্ধীয় আলোচনা। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা-বিধ মত দেখা যায়। একদলের মতে, মূল ধর্মগ্রন্থে (যেমন বাইবেল, বেদ প্রভৃতিতে) বাহ্যে লিখিত আছে কেবলমাত্র তাহাই ধর্মশাস্ত্র; অন্তর্দল ঐ সকল মূল ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন; কোন কোন দল ধর্মীয় ভাবধারার ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতিকেও ধর্মশাস্ত্রের অংশ বলিয়া মনে করেন।

Theological Stage : ধর্মশাস্ত্রের যুগ।

ধর্মশাস্ত্রের যুগকে দর্শনশাস্ত্রের (Philosophy) ক্রমবিকাশের প্রথম স্তর বলিয়া ধরা হয়। দার্শনিক কৌং-এর (Auguste Comte) মতে বিশ্বের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মানুষের মন তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়াছে। এই তিনটি স্তরের প্রথমটি হইল 'ধর্মশাস্ত্রের যুগ'। ইহা মানুষের চিন্তা-ধারার আদিম অবস্থা। এই অবস্থা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মানুষ জগতের সকল পদার্থকেই জীবন্ত বলিয়া মনে করিত। দ্বিতীয় ভাগে মানুষ বহু ঐশ্বরিক শক্তির কল্পনা করে এবং ইহা হইতেই 'বহু ঈশ্বরবাদ' (Polytheism) দেখা দেয়। তৃতীয় ভাগে মানুষ কেবলমাত্র একজন বিশ্ব-নিয়ন্ত্রার কল্পনা করে এবং ইহা হইতে 'একেশ্বরবাদ'-এর (Monotheism) জন্ম হয়।

Theory : তত্ত্ব।

তত্ত্ব হইল কোন বিষয় সম্বন্ধীয় সমগ্র অভিজ্ঞতার সাধারণ রূপ। তত্ত্ব কর্মের পথ নির্দেশ করে।

Theory of Evolution : ক্রমবিবর্তন-বাদ; ক্রমবিকাশবাদ।

[Evolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Theosophy : ব্রহ্মজ্ঞানবাদ; 'থিওসোফি'।

একটি ধর্মীয় দার্শনিক মতবাদ। প্রত্যক্ষ অন্তর্জ্ঞান বা অন্তরের অমুভূতি (Intuition) দ্বারা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভই এই মতবাদের সারমর্ম।

Theosophical Society : 'থিওসো-ফিক্যাল সোসাইটি'।

কর্নেল ওলকট (Col. Olcott), মাদাম ব্লাভাটস্কি (Madame Blavatsky) ও ডব্লিউ. আর. জাজ্ (W. R. Judge) কর্তৃক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীতে প্রথম 'থিওসোফিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল : (১) বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্যের ভিত্তি গঠন; (২) আর্থ ও অগ্ন্যাত্ম প্রাচ্য-সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোচনা; (৩) অজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও মানবের অন্তর্গত বৃত্তিসমূহ সম্বন্ধে অন্বেষণ।

সারা পৃথিবীতে 'থিওসোফিক্যাল সোসাইটি'র চারিশতাধিক শাখা রহিয়াছে। মাদাম এ্যানি বেসান্ত (Anne Besanta) নামক একজন আইরিশ মহিলা ভারতবর্ষেও এই সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাদ্রাজ নগরীর উপকণ্ঠে আদিয়ার নামক স্থানে এই ভারতীয় শাখার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

Thesis : বাদ।

[Dialectics—Unity and Struggle of Opposites দ্রষ্টব্য]

Third Force : তৃতীয় শক্তি; মধ্যশক্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই কথাটির উৎপত্তি হয়। এই সময় ফরাসী দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও ডে গলের (De Gaulle) দক্ষিণপন্থী দল বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারাই হইল প্রথম ও দ্বিতীয় শক্তি; এই দুই দলের মধ্যবর্তী সমাজবাদীদল (Socialist) ও এম. আর. পি. দলকে একত্রে বলা হইত 'তৃতীয় শক্তি'। বর্তমানে যে সকল রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়ৎ ইউনিয়ন—এই দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যস্থলে মধ্যস্থ বা নিরপেক্ষ হিসাবে থাকিয়া উভয়ের সহিত সহযোগিতা করে ও উভয়ের 'স্নায়ুযুদ্ধ' বা 'ঠাণ্ডা লড়াই' (Cold War) মিটাইয়া উভয়ের মধ্যে আপস স্থাপনের চেষ্টা করে,

সেই সকল রাষ্ট্রকেও 'তৃতীয় শক্তি' নামে অভিহিত করা হয়।

Third International : তৃতীয় আন্তর্জাতিক (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক)।

[International শব্দ দ্রষ্টব্য]

Third Reich : তৃতীয় জার্মান সাম্রাজ্য।

নাৎসি-শাসিত জার্মানীকে (১৯৩৩-৪৫) এই নামে অভিহিত করা হইত। মোলার ভান ডেন ব্রুক (Moeller van den Bruck) নামক একজন জার্মান লেখক ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একখানি গ্রন্থে এই নামটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে নাৎসিগণ তাহাদের শাসিত জার্মান সাম্রাজ্যকে এই নাম দেয়। তা হা রা মধ্যযুগের জার্মান সাম্রাজ্যকে (Holy Roman Empire, 992-1806) 'প্রথম সাম্রাজ্য', বিসমার্ক (Prince Bismark, 1815-98) কর্তৃক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও 'হোহেন্‌সোলার' বংশীয় সম্রাটদের শাসিত জার্মান-সাম্রাজ্যকে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য' (১৮৭১-১৯১৮), এবং প্রথম মহা-যুদ্ধের পর হইতে নাৎসি-অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত জার্মান সাধারণতন্ত্রকে (১৯১৯-১৯৩৩) 'মধ্যবর্তী কালের সাম্রাজ্য' নামে অভিহিত করিত। জার্মানীর নাৎসি ডিক্টেটর হিটলার মনে করিতেন যে, তাঁহার 'তৃতীয় জার্মান সাম্রাজ্য' অন্ততঃ এক হাজার বৎসর টিকিয়া থাকিবে।

Time-Wages : সময়-মজুরি ; সময়ের হিসাবে মজুরি। [Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Toilers : শ্রমজীবীগণ ; (মহনতী জনগণ)।

যাহারা শিল্প-ব্যবস্থা (অর্থাৎ পণ্যোৎপাদন) ব্যতীত সমাজের অগ্র কোন কাজের সহিত যুক্ত থাকিয়া কেবলমাত্র দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের বিশেষ অর্থে 'শ্রমজীবী জনগণ' বলা হয় ; যেমন, খাণ্ড, মেথর, কুলি, মুটে প্রভৃতি। কারখানা প্রভৃতি শিল্প-সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমকারীদের বিশেষ অর্থে বলা হয় 'শ্রমিক' (Proletariat)।

'শ্রমিক' ও 'শ্রমজীবী জনগণ' এই দুইটি কথার বিশেষ অর্থ থাকিলেও বহুক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, খাণ্ডর, মেথর প্রভৃতি সকলকে একত্রে সাধারণভাবে 'শ্রমজীবী জনগণ' বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কারণ, ইহাদের সকলেই সাধারণভাবে দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে।

Tory : 'টোরি'।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে যাহারা পার্লামেন্টের উপর রাজার আধিপত্য সমর্থন করিত, তাহাদেরই এই নামে অভিহিত করা হইত। পরে গ্রেট ব্রিটেনের রক্ষণশীল পার্টির নাম হয় 'টোরি পার্টি'। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'টোরি' নামটি পরিত্যক্ত হয় এবং তখন হইতে এই পার্টির নাম হয় 'রক্ষণশীল পার্টি'। কিন্তু এখনও গোড়া রক্ষণশীলদের ঘৃণার সহিত 'টোরি' বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

Totalitarian : সামগ্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ; সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত ; টোটালিটারিয়ান।

এই কথাটির দ্বারা একনায়কত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝায়। 'রাষ্ট্রের সম্পূর্ণতা'—এই কথাটির ভিত্তিতে ইহা তৈয়া রী হইয়াছে। উদারনৈতিক মতে সমাজের উপর রাষ্ট্রের অধিকার সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ সমাজের কতকগুলি বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের অধিকার, কিন্তু অগ্র কতকগুলি বিষয়ের উপর অধিকার সমাজের নাগরিকদের। কিন্তু ফাসিস্তগণ নাগরিকদের সকল অধিকার হরণ করিয়া সমাজের যাবতীয় বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের (অর্থাৎ গভর্নমেন্টের) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইহাকেই বলা হয় 'রাষ্ট্রের সম্পূর্ণতা'। এই জগ্গই সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রে (টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রে) সকল নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়। জার্মানীর নাৎসি-শাসন ও ইতালীর ফাসিস্ত-শাসন ছিল 'টোটালিটারিয়ান' এবং বর্তমান কালের সেনাপতি ফ্রান্সো-শাসিত স্পেন দেশের শাসন-ব্যবস্থাও একই রূপ।

Total Utility : সামগ্রিক উপযোগ।

[Utility শব্দ দ্রষ্টব্য]

Total War : সামগ্রিক যুদ্ধ।

বর্তমানকালের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রত্যেক দেশের ও সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ, ধন-বল ও জনবল নিয়োজিত হয় এবং যুদ্ধমান ও অযুদ্ধমানের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না।

Totem : পবিত্র বংশচিহ্ন।

কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে পূর্ব পুরুষগণের জন্মের উৎস্বরূপ কোন বস্তু, জন্তু বা বৃক্ষ পবিত্র জ্ঞানে পূজা করার প্রথা।

Totemism : মানবের জন্মবাদ।

কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইতর জন্তু বা বৃক্ষাদি হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সাধারণতঃ এই বিশ্বাসকে 'টটেমিজম্' বলা হয়। প্রাচীনকালে ব্রিটন, হিব্রু ও গ্রীকদের মধ্যেও এই ধারণা প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন স্থানে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

Trade Union : 'ট্রেড ইউনিয়ন'; শ্রমিক-সঙ্ঘ।

মজুরি বৃদ্ধি, কার্যকাল হ্রাস, সরকারী আইনের সুবিধা, সামাজিক অধিকার প্রভৃতি শ্রমিকদের বিভিন্ন আন্ত দাবি আদায়ের জন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের মৌলিক ও প্রাথমিক সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়নের মূল ভিত্তি হইল প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে বা কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠন স্থাপনের এবং মালিকদের সহিত শ্রমিকদের যৌথভাবে চুক্তি সম্পাদনের অধিকার। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের নতুন দাবি সম্বন্ধে মালিকদের সহিত চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করে, কিন্তু সেই চেষ্টা শেষ-পর্যন্ত সফল না হইলে ধর্মঘট করিয়া দাবি আদায়ের চেষ্টা করিতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনের জন্ম ইউরোপে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে) প্রথম ইংলণ্ডে এই আন্দোলন

রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) কর্তৃক আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের 'চার্টিস্ট আন্দোলন' হইতে ইহার উৎপত্তি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই আন্দোলন প্রায়ই কঠোরভাবে দমন করা হইত। বহু সংগ্রামের পর শ্রমিকগণ তাহাদের সম্মুখবন্ধ হইবার অধিকার গভর্নমেন্ট দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইতে সক্ষম হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ইংলণ্ডের প্রায় সকল ট্রেড ইউনিয়ন মিলিত হইয়া 'ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন-কংগ্রেস' গঠন করে এবং ১৮৭১ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের 'ট্রেড ইউনিয়ন-অ্যাক্ট' দ্বারা ইহা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রথম স্বীকৃত হয় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের 'নিউ ডিল'-আইনে মার্কিন শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রথম লাভ করে। ভারতবর্ষেও দীর্ঘকালের সংগ্রামের পর এই আন্দোলন সরকারী স্বীকৃতি ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বেশীর ভাগ দেশে দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরাই ছিল ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনে প্রধান শক্তি। তাহারা বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন-সংগঠন একত্র করিয়া 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস্' গঠন করিয়াছিল। হল্যান্ডের আমস্টারদাম শহরে ইহার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই ফেডারেশন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সভ্যপদ বার বার প্রত্যাখ্যান করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নতুন পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশে কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী সমাজবাদীরা ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনে প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়ায় এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে 'বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন-ফেডারেশন' নামে নতুন একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, ক্রাঙ্গ, ইতালী, পূর্ব-জার্মানী, ভারতবর্ষ (নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন-কংগ্রেস) প্রভৃতি দেশের

ট্রেড যুনিয়ন-সংগঠন ইহার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে 'বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন-ফেডারেশন'ই বৃহত্তম আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগঠন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে 'নিখিল ভারত ট্রেড যুনিয়ন-কংগ্রেস' (All India Trade Union Congress) ছিল একমাত্র সর্বভারতীয় শ্রমিক-সংগঠন। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে 'ট্রেড যুনিয়ন-কংগ্রেস'-এর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে 'ভারতের জাতীয় ট্রেড যুনিয়ন-কংগ্রেস' (Indian National Trade Union Congress) গঠিত হয়।

ট্রেড যুনিয়ন ও রাজনীতি : ট্রেড যুনিয়নের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। এক দলের মতে, ট্রেড যুনিয়নের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নহে। তাহাদের মতে, ট্রেড যুনিয়নগুলি উহাদের কার্যকলাপ শ্রমিকদের কেবল অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবে। কিন্তু মার্কসীয় মত ইহার ঘোরতর বিরোধী। মার্কসীয় মতে, ট্রেড যুনিয়ন-আন্দোলনের অবশু কর্তব্য হইল, "পূর্ণ মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করিবার কেন্দ্রহিসাবে সচেতনভাবে কাজ করা।"—Karl Marx.—(*Marx and Trade Unions* by A. Lozovsky হইতে উদ্ধৃত)।

"শ্রমিক-সংগঠনহিসাবে ট্রেড যুনিয়নগুলি কখনই রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করিতে পারে না, ট্রেড যুনিয়নগুলিকে উহাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সংযোগ সাধন করিতে হইবে।"—V. I. Lenin : *The Role of the Trade Unions*. স্টালিনের কথায়, "ট্রেড যুনিয়নের 'স্বাধীনতা' ও 'নিরপেক্ষতা'র মতবাদ ... লেনিনবাদের তত্ত্ব ও কর্মপন্থার

সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন।"—J. V.

Stalin : *Leninism*.

Transcendent : শ্রেষ্ঠতম ; (দার্শনিক মতে) ইন্দ্রিয়াতীত ।

কাণ্ট-এর দার্শনিক মতে, যাহা মাহুষের অহুত্ব ও অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে অবস্থিত।

Transcendentalism (or Transcendental Philosophy) : ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাবাদ ; তুরীয় দর্শন ; তুরীয় তত্ত্ব ।

একটি দার্শনিক মত, এই মত অনুসারে প্রত্যক্ষ জাগতিক ও মানসিক ব্যাপারের মূলেও ভগবৎ সত্তা রহিয়াছে এবং তাহা কেবল সহজাত জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। জাখানীতে দার্শনিক রিক্টার (Richter) ও ফিক্টে (Fichte) এবং আমেরিকায় দার্শনিক ইমার্সন (R. W. Emerson) কর্তৃক এই মত প্রচারিত হয়।

Transformism : বিবর্তনবাদ ; ক্রম-বিকাশবাদ ।

সমস্ত জাতি অপর প্রাণীসমূহের রূপান্তর হইতে জাত—এইরূপ মতবাদ ।

Transition from Quantity to Quality : পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন ।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Triple Alliance : ত্রিশক্তি-জোট ।

[Balance of Power দ্রষ্টব্য]

Triple Entente : ত্রিশক্তি-জাতিত ; ত্রিশক্তি-জোট ।

[Balance of Power দ্রষ্টব্য]

Trust : ব্যবসায়-সম্মত ।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Trusteeship : অছি-ব্যবস্থা ।

জাতিসংঘের কোন সদস্য-দেশ কর্তৃক স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্য কোন অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা। এই অছি-ব্যবস্থা অনুসারে বর্তমানে নিম্নোক্ত অঞ্চল-গুলি জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্যদের দ্বারা শাসিত হয় : (১) পূর্ব-আফ্রিকায়—ক্যাণ্ডা-উরুগু (বেলজিয়ামদ্বারা) ; সোমালি

(ইতালীদ্বারা) ; ট্যানানাইকা (ব্রুটেন-
দ্বারা) ; (২) পশ্চিম-আফ্রিকায়—ক্যামেরুন
(ব্রুটেনদ্বারা) ; টোগোল্যান্ড (ফরাসী দেশ
ও ব্রুটেনদ্বারা) ; (৩) প্রশান্ত মহাসাগর
অঞ্চলে—নোক দ্বীপ (অস্ট্রেলিয়াদ্বারা) ;
পশ্চিম সামোয়া (নিউজিল্যান্ডদ্বারা) ;
কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা)

Truth : সত্য ।

ভাববাদী দার্শনিক স্পিনোজার (Bene-
dict Spinoza) মতে, প্রাকৃতিক জগৎ
বা বস্তুর পশ্চাতে যে পরম সত্তা নিহিত,
যাহার স্থল আবরণ হইল প্রাকৃতিক জগৎ
বা বস্তু, সেই পরম সত্তাই একমাত্র সত্য ;
সেই সত্যের স্থল আবরণকেই মানুষ তাহার
ইন্দ্রিয়পথে পাইয়া থাকে ; মানুষ তাহার
ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধিদ্বারা সেই সত্যকে
জানিতে পারে না, কেবল সহজাত জ্ঞান বা
অতি মানসের (intuition) দ্বারা তাহা
জানিতে পারা যায় ।

দেকার্তের (Rene Descartes) মতে,
যাহা স্পষ্ট ও পরিস্ফুটভাবে আ মা দে র
গোচরীভূত হয় তাহাই সত্য ; মানুষের
মধ্যে যে চৈতন্য রহিয়াছে, সেই চৈতন্যের
মধ্য দিয়াই সেই সত্যের অস্তিত্ব প্রকাশ
পায় । এই চৈতন্যময় ‘আমি’ই হইল স্বতঃ-
সিদ্ধ ও প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য ।

বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে সত্য হইল বাস্তব
জগতের সহিত মানুষের চিন্তার সাদৃশ্য ;
বাস্তব ভিত্তিমূলক চিন্তাদ্বারা । নিম্নোক্ত
বিষয়গুলি হইল সত্য সম্বন্ধে এই বস্তুবাদী
ধারণার ভিত্তি : (১) প্রাকৃতিক জগতের বা
বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের চেতনার উপর নির্ভর
করে না ; (২) এই প্রাকৃতিক বা বাস্তব জগৎ
হইল ক্রমবিকাশশীল বস্তুসমূহের সমষ্টি ;
(৩) সামাজিক-ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে মানুষকে
অবশ্যই সত্য, অর্থাৎ তাহার চিন্তার বাস্তব
ভিত্তি ও শক্তি প্রমাণ করিতে হইবে ।

—K. Marx : *Poverty of
Philosophy*.

বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে “সত্যের উৎস হইল
কোন প্রাকৃতিক (বা সামাজিক) ঘটনার
বিভিন্ন দিকের সমষ্টি, উহাদের বাস্তব অবস্থা
ও উহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা” ।

—V. I. Lenin : *Materialism and
Empirio-Criticism*.

Absolute Truth : পরম সত্য ;
নিরপেক্ষ সত্য ।

বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে, পরমসত্য হইল
আপেক্ষিক (Relative) সত্য সমূহের
সমষ্টি । প্রত্যেকটি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক
আবিষ্কারের ফল একত্রিত হইয়াই পরমসত্য
সৃষ্টি করে । কিন্তু প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক
আবিষ্কারের অন্তর্নিহিত সত্যের সীমা
আপেক্ষিক, জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে
সেই সত্যের সীমা কখনও বিস্তৃত, আবার
কখনও বা সংকুচিত হয় ।

Relative Truth : আপেক্ষিক সত্য ।

যে জ্ঞানের মধ্যে সত্য নিহিত থাকিলেও
তাহা নূতনতর বা উন্নততর জ্ঞানের তুলনায়
কম সত্য, তাহাই ‘আপেক্ষিক সত্য’ ।
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটি
ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, প্রচলিত রসায়ন-
বিজ্ঞা (Chemistry), যন্ত্রবিজ্ঞা
(Mechanics), পদার্থবিজ্ঞা (Physics)
প্রভৃতি এবং অর্থনীতি, সমাজনীতি,
দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের প্রচলিত তত্ত্বসমূহ আর
বাস্তব অবস্থাকে যথেষ্টরূপে প্রতিকলিত
করিতে পারেন না, অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার
ব্যাখ্যার জন্ত এই সকল প্রচলিত তত্ত্ব আর
যথেষ্ট নহে ; সুতরাং তখন এই সকল তত্ত্ব
কেবলমাত্র আংশিক বা আপেক্ষিকভাবে
সত্য । কিন্তু এই সকল আংশিক বা
আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে পরম (বা নিরপেক্ষ)
সত্যের একটি ভিত্তি নিহিত থাকে, কারণ
প্রচলিত তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়াই নূতন তত্ত্ব
গড়িয়া উঠে ।

মানুষের সামাজিক-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ও উহার

নিয়মাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্রমশঃ গভীরতর হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খনিজ শিল্প সম্বন্ধে আদিম মানুষের নিত্য সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সহিত বর্তমান কালের উন্নত জ্ঞান, অর্থাৎ বহু সহস্র বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, নতুন নতুন যান্ত্রিক কৌশল ও ভূমিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্তমান কালের সাধারণ বৈজ্ঞানিক

সূত্র, শিল্প প্রভৃতির তুলনা করিলে আদিম মানুষের জ্ঞান বর্তমান কালের জ্ঞানের তুলনায় আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু আদিম জ্ঞানের ভিত্তি যতই অল্প বা অপরিপক্ব হউক না কেন, বর্তমান কালের উন্নত জ্ঞান আদিম জ্ঞানের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

U

Ultimatum : চরমপত্র ; চরম প্রস্তাব।

শেষবারের মত দাবি পেশ করা, সেই দাবি অগ্রাহ্য হইলে আপসের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন দাবি পূরণের একমাত্র উপায় থাকে যুদ্ধ ঘোষণা।

Unearned Increment (or Unearned Income) : অহুপার্জিত বৃদ্ধি; অনায়াসলব্ধ আয়।

কোন সম্পত্তির মালিক তাহার সম্পত্তি হইতে বিনা খরচে ও বিনা পরিশ্রমে যাহা লাভ (বা আয়) করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে একথাটি প্রয়োগ করা হয়।

United Front : সংযুক্ত বা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট। [Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

United Nations Organisations (U. N. O.) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান।

পৃথিবীর শান্তি, নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে গঠিত পৃথিবীর রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী সংগঠন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিগণের দ্বারা পুরাতন জাতিসংঘের পরিবর্তে নতুন 'সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ মহাযুদ্ধ চূড়ান্ত জয়লাভের পর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, ফরাসী দেশ ও গ্রেট ব্রিটেন—এই পাঁচটি বৃহৎশক্তির উত্তোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ : সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর শান্তি রক্ষা, পৃথিবীর ধনসম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা, সামাজিক উন্নতি বিধান, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা, শান্তিরক্ষার নিমিত্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং শেষপর্যন্ত প্রয়োজন হইলে সামরিক ব্যবস্থা ও অবলম্বন করা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের প্রধান সংগঠন হইল সাধারণ পরিষদ (General Assembly) ও নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)। একাদশটি জাতি সাধারণ পরিষদের সদস্য। যে কোন শান্তি-প্রিয় জাতি ইহার সদস্য হইতে পারে। পাঁচটি স্থায়ী সদস্য ও পাঁচটি অস্থায়ী সদস্য লইয়া নিরাপত্তা-পরিষদ গঠিত। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ ও চীন—ইহারা নিরাপত্তা-পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্য-গণ প্রতি বৎসর নির্বাচিত হয়। স্থায়ী সদস্যদের 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার আছে, অর্থাৎ যে কোন একটি স্থায়ী সদস্য নিরাপত্তা-পরিষদ সিদ্ধান্ত নাকচ করিতে পারে। এই

দুইটি প্রধান সংগঠন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের আরও বহু শাখা-সংগঠন আছে; যেমন, আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), অছি-কমিটি (Trusteeship Council), ইত্যাদি।

Little Assembly : 'ক্ষুদ্র পরিষদ'।

জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের (General Assembly) দুইটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে উহার কার্য পরিচালনার জন্ত এই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লেক সাবসেস' নামক স্থানে সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের উদ্যোগে এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের ভোটে এই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব-ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যেগুলি জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাহারা ও সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এই ক্ষুদ্র পরিষদ-গঠনের বিরোধী ছিল এবং উহারা সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশনে ইহা গঠিত হয় সেই অধিবেশন 'বয়কট' করিয়াছিল। কারণ, প্রথমতঃ, 'ক্ষুদ্র পরিষদ'-গঠন জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের বিরোধী; দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তা-পরিষদে (Security Council) সোবিয়েৎ ইউনিয়নের 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা নাকচ করা।

Unity and Struggle of Opposites :

দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গতি ও সংগ্রাম।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Universal Equivalent : সার্বজনীন তুল্যবস্তু; সাধারণ তুল্যবস্তু।

স্বর্ণের একটা কাজ; সকল পণ্যের একটিমাত্র তুল্যবস্তু, অর্থাৎ যে পণ্যের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল দেশের সকল পণ্যের বিনিময় হয়—যেমন স্বর্ণ।

Universal Hedonism : বিশ্বসুখবাদ।

[Hedonism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Universal Spirit : বিশ্বব্যাপী আত্মা।

[Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Unjust War : অত্যাচার যুদ্ধ।

[War শব্দ দ্রষ্টব্য]

Unpaid Labour : অকৃত্রিম শ্রম।

[Paid Labour ও Surplus-Value দ্রষ্টব্য]

Unskilled Labour : অনিপুণ শ্রম।

শ্রমিকের দেহের স্বাভাবিক শ্রমশক্তির প্রয়োগ; কোন প্রকার শিক্ষা, শিক্ষানবিশী প্রভৃতি ব্যতীত প্রত্যেকটি শ্রমিকের দেহের মধ্যস্থিত সহজাত শ্রমশক্তির প্রয়োগ।

Use-value : ব্যবহার-মূল্য; ব্যবহারিক মূল্য।

[Commodity শব্দ দ্রষ্টব্য]

Usury : সুদখোরের আয়; সুদখোরী; সুদ।

বেআইনীভাবে অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ; ঋণদানের মারফত টাকা আয় করা; ঋণকরা অর্থের ব্যবহারের দাম।

ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্বে, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এই শব্দটিকে ঘৃণার সহিত ব্যবহার করা হইত, কারণ তখন ইহা একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে এই শব্দটিকে কেহ ঘৃণার সহিত ব্যবহার করে না, কারণ সুদ নেওয়া ও দেওয়া এই সমাজে আইনসম্মত ও নীতিসম্মত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে চলতি হারের বেশী সুদ নেওয়া খারাপ এবং ইহার নিন্দাহিসাবেই এখন এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্বে এই শব্দটি (Usury) 'সুদখোরী' বলিয়া নিন্দিত হইত, এখন এই শব্দটিই সম্মানে 'সুদ' বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অর্থ ঋণহিসাবে লয় করিয়া সুদ গ্রহণ করা এখন একটি আইনসম্মত ও সম্মানজনক ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে। এখন সমাজ ধনতন্ত্রের

স্তরে পৌছবার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের, অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় পূর্ববর্তী সমাজের (সামন্ততান্ত্রিক সমাজের) একটি সাংঘাতিক অগ্রায় বা কুসাজ একটি জায় বা সংকাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। “ধনতন্ত্রের পূর্বে (অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে) মূলধন ছিল সামন্ত প্রথা দ্বারা শৃঙ্খলিত, তখন ইহাকে শত বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত এবং এইভাবে মূলধনের বিকাশ ও বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া হইত। এই জগুই মূলধনের আয়, অর্থাৎ সুদ ছিল একটি ঘৃণার বিষয়। কিন্তু ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পর মূলধন বাধামুক্ত ও সর্বশক্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং মূলধন এখন উহার গ্রায্যপ্রাপ্য হিসাবেই সুদ আদায় করে।”—V. I. Lenin

Usury-Imperialism : সুদ থো রী সাম্রাজ্যবাদ।

এই কথাটি লেনিন (V. I. Lenin) কর্তৃক তাঁহার *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* নামক গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশ নিজ নিজ দেশের, উহার উপনিবেশের বা প্রভাবাধীন অঞ্চলের শিল্পে মূলধন নিয়োগ না করিয়া কেবল বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয় এবং সেই ঋণের সুদই তাহাদের প্রধান আয় হইয়া দাঁড়ায়, উহাদের এই আন্তর্জাতিক সুদখোরীকেই “সুদ থো রী সাম্রাজ্যবাদ” নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

Utilitarianism : মানব-হিতবাদ।

যে কার্যদ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশী সুখ বিধান করা সম্ভব হয় তাহাই সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত (অন্তু কথায়, যে-কোন কার্য দ্বারা লোকের মঙ্গল করা সম্ভব হয়, তাহাই গ্রায্য-সঙ্গত)—এই রূপ মতবাদ। প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে এপিকিউরাস (Epicu-

rus, খৃষ্টপূর্ব ৩৪১ অব্দ) প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন, কিন্তু তিনি ইহা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে—সমাজের ক্ষেত্রে নহে। আধুনিক কালে ইহা সমগ্র মানব সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দার্শনিক জেরিমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) ছিলেন সর্বপ্রধান মানব-হিতবাদী (Utilitarian)। তাঁহার এই উক্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : “সর্বাধিক-সংখ্যক মানুষের জন্ত সর্বাধিক সুখ বিধান”। বেন্থামের পর জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এই মতের বিশেষ পুষ্টি সাধন করেন।

Utility, Total & Marginal : সামগ্রিক ও প্রান্তিক উপযোগ (পার্শ্বিক উপযোগ)।

Utility : উপযোগিতা ; উপযোগ।

কোন জিনিষের দ্বারা যখন মানুষের প্রয়োজন মিটে, তখন বলা যায় যে ঐ জিনিসের উপযোগিতা (Utility) আছে। সুতরাং উপযোগিতা হইল কোন দ্রব্যের সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা।

Total Utility : সামগ্রিক উপযোগ ; সামগ্রিক উপযোগিতা।

কোন জিনিসের সামগ্রিক উপযোগ বলিতে বুঝায় সেই জিনিস যতবার প্রয়োজন হয় (এবং ক্রয় করা হয়) ততবারের প্রয়োজনের যোগফল। দৃষ্টান্ত : এক ব্যক্তি তাহার প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত একটি জিনিস তিন দফায় ক্রয় করিল,—প্রথমবার ক্রয় করিল ৮ আনার, দ্বিতীয়বার ৬ আনার এবং তৃতীয়বার ২ আনার। এই তিনবারের প্রয়োজনীয়তার যোগফল হইল ‘সামগ্রিক উপযোগ’, আর সেই ‘সামগ্রিক উপযোগ’ হইল ৮+৬+২ আনা=১৬ টাকার সমান।

Marginal Utility : প্রান্তিক উপযোগ ; পার্শ্বিক উপযোগ।

কোন জিনিসের সমগ্র প্রয়োজনীয়তার শেষ দফা হইতে যে উপযোগিতা বা উপযোগ

পাওয়া যায়, তাহাকেই বলা হয় 'প্রান্তিক উপযোগ' বা 'পার্থক্য উপযোগ'। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, তৃতীয় দফার (অর্থাৎ দুই আনার জিনিসের) প্রয়োজনীয়তাই হইল 'প্রান্তিক উপযোগ', আর সেই প্রান্তিক উপযোগ দুই আনার সমান।

Marginal Utility Theory of Value : মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব।

যে তত্ত্ব অনুসারে প্রান্তিক উপযোগই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, ক্রেতা তৃতীয় দফার প্রয়োজনীয়তার জ্ঞাত (অর্থাৎ দুই আনার প্রয়োজনীয়তার জ্ঞাত) দুই আনার বেশী দিতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং বিক্রেতা যদি দুই আনায় ঐ জিনিস বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, তবে দুই আনাই হইবে উক্ত জিনিসের দাম। সহজ কথায়, ক্রেতা দিতে চায় সর্বনিম্ন দাম, আর বিক্রেতা লইতে চায় সর্বোচ্চ দাম এবং এইভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে দামে উক্ত জিনিস ক্রয় ও বিক্রয় করিতে সম্মত হয়, তাহাই উক্ত জিনিসের বাজার-দর। এইভাবেই সকল জিনিসের মূল্য স্থির হয়।

মূল্যের এই 'উপযোগতত্ত্ব'-এর উৎপত্তি হইয়াছিল একটি প্রচণ্ড অর্থনৈতিক মতবাদের সংঘর্ষের মধ্য হইতে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কার্ল মার্কস-এর 'দি ক্যাপিটাল' (Capital) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই গ্রন্থে কার্ল মার্কস ইংলণ্ডের ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo, 1772-1823) কর্তৃক প্রবর্তিত 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' (Labour Theory of Value) সংশোধিত ও ত্রুটিহীন করিয়া উহাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেন। রিকার্ডোর 'শ্রমতত্ত্ব' দ্বারা মূলধনীদের মুনাফার (Profit) উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইত না। মার্কস শ্রম (Labour) ও শ্রমশক্তি (Labour-power) —এই দুইএর পার্থক্য নির্ণয় করিয়া মুনাফার উৎস-সম্বন্ধীয় সমস্তার একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা

দেন। মার্কস তাঁহার 'শ্রমতত্ত্বের' দ্বারা দেখান যে, কেবল শ্রমিকের শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে, আর মূলধনীরা সেই মূল্য (Value) আত্মসাৎ করিয়া মুনাফা লাভ করে। [Value শব্দ ত্রুটি বা] মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ধনতন্ত্রের সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদগণ রিকার্ডোর অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ 'মূল্যের শ্রমতত্ত্বের' সাহায্যে পণ্যের মূল্য ব্যাখ্যা করিতেন এবং ধনতন্ত্র ও মূলধনীদের মুনাফা আত্মসাৎ করা সমর্থন করিতেন। কিন্তু মার্কসের 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অর্থনীতিবিদগণ মার্কস কর্তৃক সংশোধিত 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' অগ্রাহ্য করিয়া ইহার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং 'মূল্যের শ্রমতত্ত্বের' বিরুদ্ধে একটা নতুন তত্ত্ব দাঁড় করা ইবার চেষ্টা করেন। সেই নতুন তত্ত্বটিই হইল 'মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব'। মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হইবার চারি বৎসরের মধ্যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পৃথক পৃথকভাবে কিন্তু একই সময়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার ধনতন্ত্রের সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদগণ মার্কসের মূল্যসম্বন্ধীয় 'শ্রমতত্ত্বের' বৈপ্লবিক প্রভাব খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে 'মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' (Marginal Utility Theory of Value) ঘোষণা করেন। ইহাদের মধ্যে উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভেন্স (১৮৩৫-১৮৮২)-কৃত তত্ত্বটিই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। জেভেন্স-এর তত্ত্বটিই সকল দেশের ধনতন্ত্রের সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদগণ কর্তৃক গৃহীত হয়, এবং উহাই সকল দেশের প্রচলিত অর্থনীতিতে পণ্যের মূল্য বা দামের একমাত্র ব্যাখ্যা-হিসাবে স্থান লাভ করে। 'মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের তুলনামূলক সমালোচনা নিম্নরূপ :

(১) মার্কস-এর 'শ্রমতত্ত্ব' সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

কিন্তু 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব'-এর সহিত বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক সম্বন্ধ বা পণ্যের উৎপাদন-ধারার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা কেবল বাজারের ব্যক্তিগত ক্রেতার সহিত বিভিন্ন পণ্যের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক জগতের বাস্তব অবস্থার সহিত ইহা সম্পর্কহীন।

(২) 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব' কেবল ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। সে ক্ষেত্রেও উক্ত ব্যক্তিকে বাজারে যাইয়া বাজার-দর (যে দর বিভিন্ন বিক্রেতা এবং বিক্রেতা ও ক্রেতার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে স্থির হয়) অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নিজের প্রয়োজনের হিসাবে একাকী তাহার পণ্যের দাম স্থির করিতে হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তিই বাজারে যাইয়া সেইরূপ করে না বা করিতে পারেও না।

(৩) 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব' সামাজিক সম্বন্ধ প্রকাশ করার পরিবর্তে বাজারের কোন পণ্যের কেবল একজন বিক্রেতা ও একজন ক্রেতার সম্বন্ধ প্রকাশ করে। কিন্তু বাজারে যে-কোন পণ্যের বিক্রেতাও বহু এবং ক্রেতাও বহু। এই বিক্রেতাদের মধ্যে সকল সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং তাহার ফলে দাম কমিয়া যায়—এই বাস্তব সত্যটি 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব'-এর দ্বারা মোটেই প্রকাশ পায় না। বাজারে যখনই কোন পণ্যের সরবরাহ চাহিদার অল্পপাতে বৃদ্ধি পায়, তখনই বিক্রেতাগণ ক্রেতা পাওয়ার জন্ত দাম কমাইতে কমাইতে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নামিয়া আসে। সেই নির্দিষ্ট সীমার নীচে তাহারা কিছুতেই নামিতে পারে না। কোন ব্যক্তির প্রাস্তিক উপযোগ যদি সেই নির্দিষ্ট সীমারও নীচে নামে, তাহা হইলে বিক্রেতাগণ তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিবে না এবং উৎপাদকগণও ঐ পণ্যের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। যে পণ্যের উৎপাদন-ধরন বেশী, ক্রেতার পক্ষে সেই পণ্যের প্রাস্তিক উপযোগ কম হইলেও

উহার দাম কমিতে পারে না। সুতরাং 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব' দ্বারা পণ্যের মূল্য বা দাম স্থির হয় না।

(৪) পণ্যের মূল্য বা দাম ক্রেতার প্রাস্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে পণ্যোৎপাদনকারীদের মধ্যে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফলের উপর।

(৫) পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা নির্ভর করে উহার গঠনগত, রাসায়নিক, যান্ত্রিক প্রভৃতি গুণাবলীর উপর। ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা হইল পণ্যের অপরিহার্য গুণ। পণ্যের এই সকল গুণ না থাকিলে উহা মানুষের কোন কাজেই লাগিত না। সুতরাং পণ্যের এই গুণ থাকে বলিয়াই উহা বিক্রয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা দ্বারা পণ্যের মূল্য বা দাম নির্ধারিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রেতার পক্ষে কোন পণ্যের প্রাস্তিক উপযোগ যতই থাকুক না কেন, বাজারে উহার সরবরাহ কমিয়া গেলেই উহার দাম বাড়িয়া যাইবে, আবার উহার সরবরাহ বাড়িয়া গেলেই উহার দাম কমিয়া যাইবে। উপরোক্ত চতুর্থ কারণে বাজারে কোন পণ্যের দাম একবার স্থির হইয়া গেলে উক্ত পণ্যের মূল্য বা দামের সহিত উহার ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতার কোন সম্পর্কই থাকে না। তখন কেবলমাত্র বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যেই উহার মূল্য বা দামের ভিত্তি নিহিত থাকে।

(৬) বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন পণ্যের মূল্য (দাম) উহার সরবরাহ বা চাহিদা অল্পসারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু সেই মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে কিছুতেই নামিতে পারে না (উপরোক্ত ৩নং কারণ দ্রষ্টব্য)। পণ্যের মূল্য সেই

সীমার নীচে কেন নামিতে পারে না তাহা 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব' দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না, তাহা ব্যাখ্যা করা সম্ভব কেবলমাত্র মার্ক্স-এর 'শ্রমতত্ত্ব' (Labour Theory of Value) দ্বারা।

(৭) বাজারে ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা উপযোগিতা পরিমাপ করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা প্রাস্তিক উপযোগিতা দ্বারা কোন পণ্যের মূল্য বা দাম স্থির করা অসম্ভব। দাম স্থির হয় উৎপাদনের খরচের ভিত্তিতে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও পণ্যোৎপাদনের জ্ঞান ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামালের দাম অপরিবর্তিতরূপে পণ্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া উহাদের দ্বারাও পণ্যের মূল্য স্থির হয় না। কেবল শ্রমিকের দেহের শ্রমশক্তিই উৎপাদন-ধারার মধ্য দিয়া শ্রমরূপে, অর্থাৎ শ্রমশক্তি বস্তুর আকার গ্রহণ করিয়া পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে [Labour Theory of Value দ্রষ্টব্য] এবং সেই মূল্য বিনিময়ের মারফত দামের রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব' দ্বারা পণ্যের মূল্য বা দাম নির্ধারণ করা অসম্ভব, তাহা কেবল মার্ক্স-এর শ্রমতত্ত্বের দ্বারা সম্ভব।

(৮) আসল কথা হইল যে, 'বুর্জোয়া' অর্থ-নীতিবিদগণের দ্বারা তাহাদের খেয়ালখুশিমত তৈরী-করা এই 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব' ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারে না, অথবা এই তত্ত্ব অর্থনীতিশাস্ত্রে কোন অবদানও নহে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মার্ক্স-এর বৈপ্লবিক 'শ্রমতত্ত্বের' প্রচণ্ড আঘাত হইতে ধনতান্ত্রিক শোষণের ভিত্তিটাকে বাঁচাইয়া রাখা; কারণ, মার্ক্স তাঁহার 'শ্রমতত্ত্ব' দ্বারা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ধনতন্ত্র শোষণের ভিত্তিতে গঠিত একটি শ্রেণীব্যবস্থা ভিন্ন অন্য

নহে এবং কেবল শ্রমিকের শ্রম আত্মসং করিয়াই ইহা পুষ্ট লাভ করে। এইজন্তই 'বুর্জোয়া' অর্থনীতিবিদগণ 'শ্রমতত্ত্বের' পাশ্চাত্য হিসাবে 'প্রাস্তিক উপযোগতত্ত্ব' দাঁড় করাইয়াছিলেন। [Labour Theory of Value দ্রষ্টব্য]

Utopia : কল্পনারাজ্য; 'রা ম রাজ্য'; কল্পনা-বিলাস; 'মুটোপিয়া'।

গ্রীক ভাষার একটি শব্দ; গ্রীক ভাষায় ইহার অর্থ 'কোথাও না'। ইংলণ্ডের স্মার্ট টমাস মুর-রচিত (Thomas More, 1478-1535) 'মুটোপিয়া' (Utopia) নামক সামাজিক উপন্যাসের নাম হইতে ইহা ইংরেজী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। এই উপন্যাস ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে ইহার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হয়। টমাস মুর তাঁহার এই উপন্যাসে এমন একটি দ্বীপের কল্পনা করিয়াছেন যেখানে চরম সুখশান্তি বিরাজিত, সমস্ত সম্পত্তির উপর জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি। টমাস মুর তাঁহার এই উপন্যাসে ইংলণ্ডের তৎকালীন সামন্তপ্রথা দ্বারা শোষিত কৃষকগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন এবং তাহাদের জ্ঞান এক কাল্পনিক সুখময় স্বর্গের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তখনকার সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের চিরদুখী কৃষকগণের সুখের স্বপ্ন দেখা ছিল নিতান্তই কল্পনা-বিলাস। এই জন্তই যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারা নীতি হিসাবে চমৎকার, কিন্তু কাজে পরিণত করা অসম্ভব, অর্থাৎ যাহা অবাস্তব এবং কল্পনা-বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহাকে 'মুটোপিয়া' নামে অভিহিত করা হয়।

Utopian Socialism : কাল্পনিক সমাজবাদ। [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

V

Value : মূল্য ; দাম (প্রচলিত অর্থে) ।

এই শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যথা, ব্যবহারিক মূল্য (Value in Use) এবং বিনিময়-মূল্য (Value in Exchange) । যে জিনিসের এই উভয় গুণ থাকে তাহাকে বলা হয় ‘পণ্য’, অর্থাৎ একটি পণ্য মানুষের কোন না কোন প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং উহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় ।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে, সরবরাহ (Supply) ও চাহিদার (Demand) পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মূল্য (দাম) স্থির হয় । এখানে সরবরাহ বলিতে বুঝায় বাজারে পণ্যের আমদানি (এবং ইহা নির্ভর করে উৎপাদনের খরচ ও কিছু মুনাফা লাভের নিশ্চয়তার উপর), আর চাহিদা বলিতে বুঝায় ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) । পণ্যের দাম উৎপাদন-খরচের উপরে যত বেশী উঠিবে, বিক্রেতার মুনাফাও তত বেশী বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু পণ্যের সরবরাহের উপরই উহার দাম নির্ভর করে । কারণ, পণ্যের সরবরাহ বেশী হইলে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় বলিয়া পণ্যের মূল্য বা দামও হ্রাস পায়, আবার পণ্যের সরবরাহ কম হইলে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায় বলিয়া উহার মূল্য বা দামও বৃদ্ধি পায় । স্বাভাবিক অবস্থায় পণ্যের মূল্য বা দাম একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে, অর্থাৎ উৎপাদনের খরচের নীচে কিছুতেই নাগিয়ে পাবে না বলিয়া পণ্যের মূল্য বা দাম নির্ধারণে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগের প্রভাবই বেশী ।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে পণ্যের মূল্যস্বাক্ষরীয় ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন । ইহা নিম্নরূপ :

পণ্যের মূল্য হইল উহার মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রম, অর্থাৎ ঐ পণ্য উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম আবশ্যক হইয়াছে সেই পরিমাণ শ্রমই হইল ঐ পণ্যের মূল্য ।

শ্রমের পরিমাণ নির্ধারণ বা পরিমাপ করা হয় পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের সময়ের দ্বারা । কোন পণ্যের উৎপাদনের জন্ত ব্যয়িত শ্রমের সময়ই হইল উহার মূল্যের মাপকাঠিস্বরূপ । কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ঐ পণ্যটি উৎপাদন করিতে যত বেশী সময়ের শ্রম দেওয়া হইবে ততই পণ্যটির মূল্য বাড়িয়া যাইবে ; একথার অর্থ ইহাও নহে যে, একজন অলস বা অপেক্ষাকৃত অনিপুণ শ্রমিক ধীরে ধীরে কাজ করে বলিয়া সে একজন কর্মঠ, চটপটে ও নিপুণ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী মূল্য সৃষ্টি করিবে । কারণ, মার্ক্স-এর কথায় “...যখন আমরা বলি, একটি পণ্য উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগিয়াছে, অথবা একটি পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম দানা বাঁধিয়া আছে, সেই পরিমাণ শ্রমের দ্বারা ঐ পণ্যটির মূল্য নির্ধারিত হয়, তখন উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের চলতি উৎপাদন-নৈপুণ্য ও উৎপাদন-ক্ষমতার গভীরতার গড়পড়তা মান অনুসারে ঐ পণ্যটি উৎপাদন করিতে যে শ্রম-সময় আবশ্যক হয়, সেই শ্রম-সময়ের কথাই আমরা মনে করি ।”—K. Marx : *Value, Price and Profit*.

পণ্যের মূল্য কখনও নিজে নিজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, যখন কোন প্রকারের এক বা একাধিক পণ্যের সহিত ভিন্ন প্রকারের একটি পণ্যের বিনিময় হয়, কেবল তখনই শেখোক্ত পণ্যের মূল্য প্রথমোক্ত এক বা একাধিক পণ্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে । যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ বিনিময় হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ শেখোক্ত পণ্যটির অন্তর্নিহিত মূল্যও প্রকাশিত হইবে না । প্রথমোক্ত এক বা একাধিক পণ্যকে বলা হয় শেখোক্ত পণ্যটির মূল্যের বা আপেক্ষিক মূল্যের রূপ (Relative Form of Value) । মূল্যের

বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সমাজে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া বর্তমান সমাজে ‘মূল্যের মূত্রাকরূপ’ (Money-Form of Value) স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ মূত্রাই এখন পণ্যের মূল্যের সর্বসম্মত রূপ। [Forms of Value দ্রষ্টব্য] এখন মূলধনীর তাহাদের পণ্য বাজারে লইয়া গিয়া উহার অন্তর্নিহিত শ্রম বা মূল্যকে বিনিময়ের মারফত (অর্থাৎ বিক্রয় করিয়া) টাকায় পরিণত করে এবং তাহা হইতে উদ্ধৃত-মূল্য (Surplus-Value) লাভ করিয়া সেই উদ্ধৃত-মূল্যকে মুনাফা, খাজনা, স্বদ প্রভৃতিতে ভাগ করিয়া লয়। সংক্ষেপে, ইহাই হইল মার্ক্স-এর ‘মূল্যের শ্রমতত্ত্ব’ (Labour Theory of Value)।

মূল্যের শ্রমতত্ত্বই ধন তত্ত্বের মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মার্ক্স এই শ্রমতত্ত্বের মূল আবিষ্কারক নহেন। আধুনিক অর্থনীতি-শাস্ত্রের অন্ততম স্রষ্টা ইংলণ্ডের ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo: 1772-1823) এই তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। রিকার্ডোই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন যে, মানুষের দৈহিক শ্রমই একমাত্র সৃজনীশক্তি এবং কেবলমাত্র দৈহিক শ্রমই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু রিকার্ডো তাঁহার শ্রম-তত্ত্বের দ্বারা মূলধনীদের মুনাফা প্রভৃতির উৎস বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার আবিষ্কৃত ‘শ্রমতত্ত্ব’ ছিল অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ। তাঁহার পরে মার্ক্স রিকার্ডোর ‘শ্রমতত্ত্বের’ এই ক্রটি দূর করেন এবং ইহা সংশোধন করিয়া ইহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলেন। মার্ক্স তাঁহার ‘শ্রমতত্ত্ব’ দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রমিকই তাহার শ্রমের দ্বারা মূল্য সৃষ্টি করে; কিন্তু সে তাহার সৃষ্ট মূল্যের অতি সামান্য অংশমাত্র মজুরিহিসাবে পায়, আর বাকি সকল অংশ মূলধনীর উদ্ধৃত-মূল্য (Surplus-Value) হিসাবে আত্মসাৎ করে; এই উদ্ধৃত-মূল্য আত্মসাৎ

করিবার জন্তই মূলধনীর পণ্যোৎপাদন করে এবং ইহাই হইল মূলধনীদের দ্বারা শ্রমিক-শোষণ, এবং ইহাই সমগ্র ধনতাত্ত্বিক সমাজের মূল ভিত্তি।

Surplus-Value : উদ্ধৃত-মূল্য।

শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য (শ্রমিকের জীবন-ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য), অথবা তাহার মজুরির সমান মূল্য ব্যতীত আরও যতখানি মূল্য শ্রমিক তৈরি করে, তাহাকে বলা হয় ‘উদ্ধৃত-মূল্য’; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যেমন একটি শ্রমিক কারখানায় মাসে যে পণ্য (মূল্য) তৈরি করে তাহার দাম, ধরা বাড়িক, ১০০ টাকা। শ্রমিকটি তাহার মাসিক মজুরি বাবদ ২৫ টাকা পাইলে উদ্ধৃত-মূল্য হইবে ৭৫ টাকার সমান। মূলধনীর এই উদ্ধৃত-মূল্যই আত্মসাৎ করে।

“যে মূলধনী উদ্ধৃত-মূল্য তৈরি করে, অর্থাৎ শ্রমিকদের নিকট হইতে সরাসরি অকৃত্রিম শ্রম (Unpaid Labour) আদায় করে [Surplus Labour দ্রষ্টব্য] এবং সেই অকৃত্রিম শ্রম পণ্যের সহিত যুক্ত করে, সেই শিল্পপতি মূলধনীই হইল প্রকৃতপক্ষে উদ্ধৃত-মূল্যের প্রথম আত্মসাৎকারী। কিন্তু কোনক্রমেই সে উদ্ধৃত-মূল্যের একমাত্র মালিক নহে। তাহাকে সেই উদ্ধৃত-মূল্য হইতে অত্যাশ্রয় মূলধনীদেরও ভাগ দিতে হয়, অর্থাৎ জমির মালিক, ব্যাঙ্ক-মালিক প্রভৃতি যাহারা জটিল সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে তাহাদের ভাগ দিতে হয়।”

—K. Marx: *Value, Price and Profit*. এই উদ্ধৃত-মূল্যই হইল সমগ্র মূলধনীশ্রেণীর আয়ের একমাত্র উৎস। উদ্ধৃত মূল্যের একটা অংশ মুনাফাহিসাবে গ্রহণ করে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মূলধনী, একটা অংশ খাজনাহিসাবে গ্রহণ করে জমির মালিক, একটা অংশ স্বদহিসাবে গ্রহণ করে মূত্র-মূলধনের মালিক (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-মালিক ও ঋণপত্রের ক্রেতা প্রভৃতিরা)।

Value of Labour Power : শ্রম-শক্তির মূল্য।

শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণসমূহের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের পরিমাণই হইল শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য। খাচ্চ-বস্ত্র প্রভৃতি জীবনধারণের উপকরণসমূহই শ্রমিকের দেহের মধ্যে শ্রমশক্তি সৃষ্টি করে। স্ততবাং উক্ত উপকরণসমূহের মধ্যে নিহিত শ্রমই হইল শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য। কাজেই এক অর্থে শ্রমিকের জীবনধারণের ঐ সকল উপকরণের পরিমাণের উপর, অর্থাৎ শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মানের উপর শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য নির্ভর করে। কিন্তু শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণের পরিমাণ বা জীবন-যাত্রার মান নির্ভর করে সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর, আর সমাজের বিভিন্ন স্তরে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সমাজে উৎপাদন-ক্ষমতা অল্পসারে জীবন-ধারণের উপকরণের পরিমাণের বা জীবন-যাত্রার মানের পরিবর্তন হয়। কাজেই জীবন-যাত্রার মানকে অপরিবর্তিত বলিয়া ধরিয়া লইলে বলা যায় যে, শ্রমিকের জীবন-ধারণের উপকরণের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের পরিমাণ শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে।

Variable Capital : পরিবর্তনশীল মূলধন ; পরিবর্তনক্ষম মূলধন। [Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Vatican : ভ্যাটিকান।

খৃষ্টান-জগতের ধর্মগুরু পোপের বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্র। রোমের কয়েকটি স্তূপহুৎ প্রাসাদ লইয়া ইহা গঠিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য-ইতালীতে পোপের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ঐ বৎসর ইতালীর রাজা পোপের শাসনাধীন প্রদেশগুলি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। তখন হইতে পোপের শাসন ভ্যাটিকানের কয়েকটি প্রাসাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পোপগণ কোন দিন ইতালীর রাজার এই ‘রাজ্যগ্রাস’ সমর্থন

করেন নাই এবং ইহার প্রতিবাদে পোপ কোন দিন ‘ভ্যাটিকান’ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যান নাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইতালীর সরকার ও পোপদের মধ্যে এইভাবে বিবাদ চলিতে থাকে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন পোপ ও ইতালীয় সরকারের মধ্যে ‘ল্যাটা-রাণ-চুক্তি’ (Lateran Treaty) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কেবল ‘ভ্যাটিকানের’ কয়েকটি প্রাসাদ, রোম নগরীর ‘ল্যাটারান প্রাসাদ’ এবং কাস্টেল গণ্ডোলফো নামক স্থানে অবস্থিত পোপের বাসগৃহের উপর পোপের সার্বভৌম আধিপত্য স্বীকৃত হয়, আর অগ্ন্যাহ্ন স্থানের শাসন-ভার ইতালীয় সরকার গ্রহণ করে। তখন হইতেই এই সকল প্রাসাদকে একত্রে ‘ভ্যাটিকান নগরী’ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। পোপ তাঁহার সার্বভৌম আধিপত্য বাহিরে জাহির করিবার জন্ত ‘ভ্যাটিকান’-এ নিজস্ব মুদ্রা ও ডাক-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইতালী-সরকার পোপকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে একশত কোটি লিরা (ইতালীয় মুদ্রা) প্রদান করে।

পোপ ‘ভ্যাটিকান-এর’ শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। বহু দেশের রাজধানীতে ‘ভ্যাটিকান-এর’ দূত নিযুক্ত রহিয়াছে। পৃথিবীতে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মের প্রসার ও উন্নতি বিধানই ‘ভ্যাটিকানের’ একমাত্র কর্তব্য হইলেও পৃথিবীর ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মের কেন্দ্র বলিয়া বহু ক্যাথলিক ধর্মপ্রধান দেশের উপর ‘ভ্যাটিকানের’ যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব রহিয়াছে এবং পোপ নানাভাবে এই প্রভাব খাটাইয়া থাকেন। পোপ ও ‘ভ্যাটিকান’ চিরকালই রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার সমর্থক। ইহা ফাসিবাদকেও নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছিল। পোপ ও ‘ভ্যাটিকান’ সমাজবাদ ও কমিউনিজম-এর ঘোরতর শত্রু।

Versailles, Treaty of : ভের্সাঁই-চুক্তি।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে একদিকে গ্রেট ব্রুটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি মিত্রশক্তি এবং অপরদিকে পরাজিত জার্মানী ও উহার মিত্র-দেশসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠিত সন্ধি-চুক্তি। এই চুক্তি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন ফ্রান্সের ভের্সাই শহরে স্বাক্ষরিত হয় বলিয়া ইহা ‘ভের্সাই-সন্ধি চুক্তি’ নামে খ্যাত। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানী কর্তৃক রাইনল্যান্ড অধিকারের কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়, আলসেস-ল্যুরেন অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়, পূর্ব-প্রুশিয়ার অন্তর্গত ডানজিগ পোল্যান্ডকে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন মিত্রশক্তি জার্মানীর উপনিবেশ সমূহের অধিকার লাভ করে। জার্মানীর উপর আরও বহু প্রকার শাস্তি-মূলক ব্যবস্থার সহিত বিপুল পরিমাণ অর্থ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবী হয় এবং জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া এক লক্ষে পরিণত করা হয়।

প্রথম জাতিসংঘ (League of Nations) স্থাপন এই চুক্তির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

Vertical Combine : লম্বিত শিল্পসংঘ।

[Combine শব্দ দ্রষ্টব্য]

Veto : প্রতিষেধাধিকার ; রহিত করার বা স্থগিত রাখার অধিকার ; ‘ভেটো’।

ইহা ল্যাটিন ভাষার একটি শব্দ। ইহার অর্থ : “আমি ইহা নিষেধ করিতেছি।” কোন রাষ্ট্রের শাসক-শক্তি, যথা রাজা, রাজ-প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতি বা শাসন-কর্তা কর্তৃক আইনসভা প্রভৃতি দ্বারা বিধিবদ্ধ কোন আইন প্রতিষেধ বা রহিত করার ক্ষমতা। প্রথমে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেট-গণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। তখন হইতে বিভিন্ন দেশের শাসকগণ কর্তৃক এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইতেছে। বর্তমান কালে বহু রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে রাজা বা রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক যথারীতি

বিধিবদ্ধ আইন ও রাষ্ট্রের রাজা বা প্রেসিডেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত বা স্থায়ীভাবে নাকচ করিতে পারেন।

Suspensary Veto : যে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা কোন আইনের প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

Veto in the U. N. O. : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের ‘ভেটো’ ব্যবস্থা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের ‘নিরাপত্তা পরিষদ’-এর (Security Council) সদস্য এগারটি দেশের মধ্যে যে পাঁচটি ‘বৃহৎ শক্তি’ (গ্রেট ব্রুটেন, ফ্রান্স, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন) স্থায়ী সদস্য, তাহাদের ‘ভেটো’ প্রয়োগের অধিকার আছে। অল্প ছয়টি অস্থায়ী সদস্য-দেশের ‘ভেটো’ প্রয়োগের অধিকার নাই। যদি পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-দেশের কোন একটি দেশ কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, তাহা হইলে বাকি দশটি সদস্য-দেশ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলেও উহা গৃহীত হইবে না। কারণ, উক্ত বিরোধী দেশটি স্থায়ী সদস্য বৃহৎ পঞ্চ শক্তির অত্যন্ত বলিয়া উহার বিরোধিতাই হইল ‘ভেটো’-প্রয়োগ।

Villeins : (মধ্যযুগের) ভূমিদাস।

ইংলণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক যুগের (মধ্যযুগের) অর্ধদাস ও অর্ধ-কৃষক। দাসপ্রথাই এই ভূমিদাস-প্রথায় পরিবর্তিত হইয়াছিল। ভূমিদাসগণকে বাধ্যতামূলকভাবে ভূস্বামী-দের (জমিদারদের) জমি চাষ করিতে হইত। অবসর সময়ে তাহারা নিজেদের জমিও চাষ করিতে পারিত। কিন্তু ভূ-স্বামীদের জমিদারী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার অধিকার তাহাদের ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূমিদাসদের এক বিরাট বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ডে ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটে। [Slave System দ্রষ্টব্য] তখন হইতে ভূমিদাসগণ বাধ্যতামূলকভাবে ভূস্বামীদের জমি চাষ করিবার বদলে খাজনা দিতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে তাহারা

‘স্বাধীন’ কৃষকে পরিণত হয়। এই ‘Villain’ কথাটি হইতে ‘Villain’ (দুৰ্বৃত্ত বা গুণ্ডা-বদমাশ) কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

Vote : নির্বাচন ; ‘ভোট’।

কোন রাজনৈতিক বিষয়, বিশেষতঃ আইনসভা প্রভৃতির সভ্য-নির্বাচনে প্রাপ্ত-বয়স্ক নাগরিকগণের রায় দান। অনেক সময় সাধারণ ব্যাপারে সভা-সমিতিতে হস্তান্তরন করিয়া ভোট দেওয়া হয়। কিন্তু আইন-সভার সদস্য নির্বাচন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গোপনে ভোটপত্রদ্বারা ভোট দেওয়া হইয়া থাকে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম এইভাবে গোপনে ভোটপত্র দ্বারা ভোট দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের ভোট দানের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশে প্রাপ্তবয়স্ক (২১ বৎসর ও তদধিক বয়স্ক) নরনারীদের গোপনে ভোটপত্র দ্বারা ভোটদানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

Cumulative Voting : সংযুক্ত ভোট-

ভোট দানের এক বিশেষ প্রথা। এই প্রথা অনুসারে একজন ভোটদাতা যত সংখ্যক নির্বাচন প্রার্থী আছে তত সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারে এবং যে-কোন নির্বাচন-প্রার্থীকে তাহার সমস্ত ভোট কিংবা তাহার প্রাপ্য ভোটের যতগুলি ইচ্ছা দিতে পারে।

[Election ও Francise দ্রষ্টব্য]

Vote of Credit : বিশ্বাসজ্ঞাপক ভোট।

কোন উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে তাহা না জানিয়াই ব্যবস্থাপক সভা বা আইনসভা কর্তৃক সরকারের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা। মুক্ত প্রভৃতি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে ই সাধারণতঃ এইরূপ করা হয়।

Vulgar Economy : দূষিত অর্থনীতি ; অধঃপতিত অর্থনীতি ; বিকৃত অর্থনীতি।

[Bourgeois Political Economy দ্রষ্টব্য]

W

Wages : মজুরি ; শ্রমের মূল্য ; (মার্ক্‌সীয় মতে) শ্রমশক্তির দাম (Price)।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে, শ্রমিকের শ্রম দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায়, তাহার মূল্যকে মজুরি বলা হয়। কোন ব্যক্তি তাহার শ্রমের বিনিময়ে টাকার হিসাবে যে মূল্য পায়, তাহা হইল তাহার আপাতঃ বা নামিক মজুরি (Nominal Wages)। আর শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে যে খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয় এবং বিবিধ প্রকার সুযোগ-সুবিধা পায় সেই সকলই হইল প্রকৃত বা বাস্তব মজুরি (Real Wages)। অন্য যে-কোন পণ্যের মতই শ্রমের মূল্যও শ্রমের যোগান (Supply) ও চাহিদার (Demand) উপর নির্ভর করে। যদি চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে শ্রমের

মূল্য বা মজুরি বাড়িবে ; আবার যদি চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে শ্রমের মূল্য বা মজুরি কমিবে।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি অনুসারে, মজুরি হইল **শ্রমশক্তির দাম—শ্রমের দাম নহে।** এই বিষয়েও প্রচলিত অর্থনীতি ও মার্ক্‌সীয় অর্থনীতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি অনুসারে মজুরিসম্বন্ধীয় আলোচনা :

মজুরি হইল **শ্রমশক্তির মূল্যের** নামিক মজুরি (Nominal Wages), অথবা শ্রমশক্তির মূল্যের বাস্তব মজুরিতে (Real Wages) পরিবর্তিত রূপ, অন্য কথায়, শ্রমশক্তির মূল্যের মুদ্রারূপ (অথবা বস্তুরূপ)। সময়হিসাবে মজুরি (Time-Wages), ঠিকাকালের মজুরি (Piece-

Wages), এককালীন মজুরি (Bonus), প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারে মজুরি দেওয়া হয় শ্রমিকের সমগ্র শ্রমের দাম বলিয়া, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সকল মজুরি কোনক্রমেই সমগ্র শ্রমের দাম নহে। মজুরি হইল শ্রমিকের **শ্রমশক্তির দাম**, শ্রমের দাম নহে।

[Labour ও Labour-Power দ্রষ্টব্য]।

মূলধনীদের এই ‘ধান্নাবাজির’ মধ্যেই তাহাদের ‘উৎকৃত-মূল্য’ (Surplus-Value) চুরি করিবার কৌশলটি লুকানো রহিয়াছে। কারণ, শ্রমশক্তি ও শ্রম—এই দুইয়ের পার্থক্যই হইল উৎকৃত-মূল্যের উৎস।

[Value of Labour-Power দ্রষ্টব্য]

শ্রমিকের মজুরি “তাহার নিজের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের কোন অংশ নহে। পূর্বাৎপন্ন পণ্যের যে অংশের দ্বারা মূলধনীরা উৎপাদনক্ষম শ্রমশক্তি ক্রয় করে, পূর্বাৎপন্ন পণ্যের সেই অংশই হইল মজুরি।”—K. Marx : *Wage-Labour and Capital*.

Basic Wages : মূল মজুরি।

কোন শ্রমিকসংক্রান্ত আদালতের দ্বারা, অথবা প্রচলিত প্রথা দ্বারা, কিংবা মূলধনী মালিকের খেয়াল অনুসারে নির্ধারিত কোন পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি। মার্ক্স-এর কথায়, “ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনপ্রথার সাধারণ ঝোঁক মজুরির গড়পড়তা হারের (অর্থাৎ মূল মজুরির) বৃদ্ধির দিকে থাকে না, ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনপ্রথার সাধারণ ঝোঁক সকল সময়েই থাকে মজুরির সেই হারকে (অর্থাৎ মূল মজুরিকে) সর্বনিম্ন স্তরে নামাইবার দিকে।”—K. Marx : *Wage-Labour and Capital*.

Living Wages : জীবিকা-নির্বাহের উপযুক্ত মজুরি।

যে মজুরিতে একজন শ্রমিক সপরিবারে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে।

Nominal Wages : নামিক মজুরি।

শ্রমশক্তির মূল্যের নামিক আকারে

পরিবর্তিত রূপ, যেমন দুই টাকার শ্রমশক্তিকে দুই টাকায় পরিবর্তিত করণ। অল্প কথায়, শ্রমশক্তির মূল্যের মুদ্রারূপকে, অথবা যে পরিমাণ অর্থদ্বারা শ্রমশক্তি ক্রয় করা হয় বা মজুরি দেওয়া হয় তাহাকে বলা হয় ‘নামিক মজুরি’।

Real Wages : প্রকৃত মজুরি ; বাস্তব মজুরি।

শ্রমশক্তির মূল্যের বাস্তব আকারে পরিবর্তিত রূপ, অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্যকে যখন শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণে পরিণত করা হয় তখন তাহাকে বলা হয় ‘প্রকৃত’ বা ‘বাস্তব মজুরি’। অল্পকথায়, শ্রমিক মুদ্রার আকারে যে মজুরি পায় সেই মজুরি দিয়া তাহার জীবনধারণের যে সকল উপকরণ ক্রয় করা চলে, সেই সকল উপকরণের সমষ্টিকেই ‘প্রকৃত’ বা ‘বাস্তব মজুরি’ বলা হয়।

Piece-Wages : ঠিকা কাজের মজুরি ; ঠিকাহিসাবে মজুরি।

শ্রমশক্তির মূল্যের ঠিকা কাজের দামে পরিবর্তিত রূপ, যেমন ‘এতখানি কাজের জন্য এই পরিমাণ মজুরি বা এত টাকা।’ মূলধনীরা দেখায় যেন নির্দিষ্ট কাজের সবখানি শ্রমের মূল্যই তাহারা শ্রমিককে দিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। কারণ, “ঠিকাহিসাবে মজুরি” ‘সময়হিসাবে মজুরি’র পরিবর্তিত রূপ ভিন্ন অল্প কিছু নহে। আর ‘সময়হিসাবে মজুরি’ হইল শ্রমশক্তির দামের বা মূল্যের পরিবর্তিত রূপ।”—K. Marx : *Capital, Vol. I*.

Time-Wages : সময়হিসাবে মজুরি।

শ্রমিক তাহার শ্রমশক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য—যেমন দিন, সপ্তাহ বা মাসের জন্য—বিক্রয় করিয়া যে দাম পায় তাহাকেই বলা হয় ‘সময়হিসাবে মজুরি’।

Wage-Labour : মজুরি-শ্রম।

[Labour and Labour-Power দ্রষ্টব্য]

Wage-Slavery : মজুরি-দাসত্ব।

মার্কসীয় মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক-গণ নামে স্বাধীন হইলেও মজুরির জন্ত মূল-ধনীদেব উপর তাহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ব্যতীত তাহাদের জীবনধারণের অন্য কোন উপায় নাই। মজুরির জন্তই তাহারা শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। মূল-ধনীরা আবার শ্রমিকদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া নানাভাবে মজুরির হার নীচু করিবার চেষ্টা করে; যেমন, মূল-ধনীরা সকল সময়েই একটা বেকার শ্রমিক-বাহিনী সৃষ্টি করিয়া রাখে। বাজারে শ্রমিক-সরবরাহ কমিয়া যাওয়ার ফলে যাহাতে মজুরির হার উচু না হয়, তাহার জন্তই তাহারা এই বেকার-বাহিনী তৈরি করে। শ্রমিকদের এই অসহায় অবস্থাকেই মার্কসীয় ভাষায় বলা হয় ‘মজুরি-দাসত্ব’।

Wage-Worker : মজুরি-শ্রমিক; শ্রমিক; মজুর; ‘প্রোলেতারিয়াত’।

মার্কসীয় মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে যে শ্রমিক নিজের জন্ত পণ্য উৎপাদন করে না, পণ্য উৎপাদন করে তাহার নিয়োগকারী মূলধনীর জন্ত, যে শ্রমিক তাহার নিজের উৎপন্ন পণ্যের প্রকৃত দামের কম মজুরিতে তাহার নিয়োগকারী মূলধনী মালিকের জন্ত পণ্য উৎপাদন করে, সেই শ্রমিককেই বলা হয় ‘মজুরি-শ্রমিক’, ‘শ্রমিক’, অথবা ‘মজুর’। এই শব্দটিকেই ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় ‘প্রোলেতারিয়াত’ (Proletariat)।

Wahabism : ওয়াহাবী ধর্মমত।

মুসলমান ধর্মমত বিশেষ। আরব দেশে আব্দুল ওয়াহাব নামক এক ব্যক্তি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ওয়াহাবী ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহার নাম অনুসারেই তাঁহার ধর্মমতকে বলা হয় ‘ওয়াহাবী ধর্মমত’ এবং তাঁহার অনুচরদের বলা হয় ‘ওয়াহাবী সম্প্রদায়’। মুসলমান ধর্মকে নানাবিধ কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই ধর্মমতের

প্রথম প্রবর্তন হয়। ওয়াহাবীদের মতে, কেবল ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য। ওয়াহাবীরা প্রেরিত পুরুষ এবং সাধু-সজ্জনগণের পূজা-অর্চনার বিরোধী ছিলেন। ভারতবর্ষের রায় বেরিলি জিলার সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব হইতে এই ধর্মমত ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। তাহার পর হইতে ইহা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান এই ধর্মমতে দীক্ষিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাটনা নগরী ওয়াহাবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ভারতীয় ওয়াহাবীরা ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষকে নরকতুল্য এবং বাসের অযোগ্য মনে করিত। তাহারা ইংরেজ-কবলমুক্ত ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়। ক্রমে এই আন্দোলন ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে এবং ইংরেজের সহিত ওয়াহাবীদের বহু খণ্ডযুদ্ধ হয়। ভারতবর্ষে এই আন্দোলন ১৮৩০ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ভারতের এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন রায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি, ফরিদপুরের মোল্লা শরিফুল্লা ও দুহুদিয়া, ২৪ পরগনা জেলার তিতুমীর, পাটনা জেলার উলায়েত আলি ও এনায়েৎ আলি প্রভৃতি। চব্বিশ পরগনা জেলার তিতুমীর এক বাঁশের কেলা (চুর্গ) নির্মাণ করিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিতুমীরের বাঁশের কেলা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

Wall Street : ওয়াল স্ট্রীট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র নিউইয়র্ক নগরীর ‘ওয়াল স্ট্রীট’ নামক রাস্তা। এই রাস্তায় শেয়ার-বাজার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্যাংকগুলি অবস্থিত। এই ব্যাংকগুলি হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঋণ দেওয়া হয় এবং নানাপ্রকারের আর্থিক

লেনদেন করা হয় বলিয়া ওয়াল স্ট্রীট এখন পৃথিবীর আর্থিক লেনদেনেরও কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, এবং এইভাবে ওয়াল স্ট্রীট এখন সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ব্যতীত বাকি সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। এই রাস্তাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কেন্দ্রও বটে। কিন্তু এই রাস্তার ব্যাঙ্গুলি ও ব্যবসায়ীরা প্রধানত: ‘ডেমোক্রেটিক’ ও ‘রিপাবলিকান’—এই দুইটি রাজনৈতিক পার্টিতে বিভক্ত। যে পার্টি যখন সরকার পরিচালনা করে সেই পার্টিভুক্ত ব্যাঙ্ক-মালিক ও ব্যবসায়ীরাই তখন প্রাধান্য লাভ করে।

War : যুদ্ধ ; সমর।

যুদ্ধ হইল দুই বা বহু দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ। ইহা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটেরই চরম রূপ। আন্তর্জাতিক রাজনীতি যখন আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রসর হইতে পারে না, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে যখন রেযারেষি ও বিদ্বেষ দেখা দেয় এবং উহা চরম আকার ধারণ করে, তখনই যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়। প্রায় সকল যুদ্ধেরই মূলে থাকে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়-বাণিজ্যগত স্বার্থ। তাহা হইতেই দেখা দেয় রাজনৈতিক সংকট এবং সেই সংকট হইতেই আরম্ভ হয় যুদ্ধ।

“‘যুদ্ধ হইল অগ্র উপায়ে (বলপ্রয়োগের মারফত) রাজনীতির অব্যাহত অগ্রগতি’। এই সূত্রটি হইল বিখ্যাত জার্মান সমর-নীতিবিদ ক্লাউসেভিৎস্-এর (Karl Von Clausewitz, 1780-1831)। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সামরিক ইতিহাস-রচয়িতা-গণের অগ্রতম। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক জর্জ উইলিয়াম ফ্রেডরিখ হেগেল (G. W. F. Hegel : 1770-1831) স্বয়ং তাঁহার এই মতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এই সঙ্ক্ষেপে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্ও অল্পরূপ মত পোষণ করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেকটি যুদ্ধকে

কোন নির্দিষ্ট যুগের কয়েকটি স্বার্থসম্পন্ন বিশেষ দেশের এবং সেই সকল দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনীতির অব্যাহত অগ্রগতি বলিয়াই মনে করিতেন।” —V. I. Lenin : *War and the Second International*.

Just War : ন্যায়যুদ্ধ।

সর্বপ্রকারের শোষণ, দাসত্ব, অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভের জন্ত, বৈদেশিক আক্রমণ ও বৈদেশিক দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা হইতে আত্মরক্ষার জন্ত এবং সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে পরাধীন দেশ ও উপনিবেশসমূহকে মুক্ত করার জন্ত যে যুদ্ধ চালান হয় সেই যুদ্ধই ন্যায়যুদ্ধ।

Unjust War : অন্যায়যুদ্ধ।

অপর দেশ ও অপর জাতিসমূহকে আক্রমণ ও জয় করার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ পররাজ্য গ্রাসের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধই অন্যায়যুদ্ধ।

Warmonger : যুদ্ধলিপ্সু ; যুদ্ধোন্মাদ।

যে সকল লোক শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধ কামনা করে এবং অগ্র দেশের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্ত সকল সময় অজুহাত খোঁজে। এই সকল ব্যক্তি নিজেদের দেশে সকল সময় যুদ্ধের আবহাওয়া বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ যুদ্ধের উন্নাদনা সৃষ্টি করা বেআইনী ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের সমর-নায়কদের অনেকেই প্রকাশ্যে যুদ্ধের হুমকি দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ইহাদেরই ‘যুদ্ধোন্মাদ’ বা ‘যুদ্ধলিপ্সু’ বলিয়া এখন চিহ্নিত করা হয়।

Wealth : ধন-সম্পদ ; সম্পদ।

সাধারণ অর্থে, যে সকল বস্তু মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে পারে তাহাদের সমষ্টিকেই বলা হয় ‘সম্পদ’। অর্থনীতিশাস্ত্র অনুসারে, যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে এবং যাহা অগ্র জিনিসের সহিত

বিনিময় করা চলে তাহার সমষ্টিকেই ‘সম্পদ’ বলা হয়।

National Wealth : জাতীয় সম্পদ।

কোন জাতির অধিকারভুক্ত সম্পদের সমষ্টি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন জাতির প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ ও উহার সমষ্টি নির্ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া ‘জাতীয় সম্পদ’ কথাটি কোন দেশের সমৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য অতি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith, 1723-90) তাহার *Wealth of Nations* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সূর্যের আলো, বৃষ্টির জল, নদী, জল-প্রপাত, খনি, জমি প্রভৃতি প্রকৃতির দান-গুলিকে সাধারণভাবে ‘জাতীয় সম্পদ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু খনি, জমি প্রভৃতি প্রকৃতির দান হইলেও এবং এইগুলির উপর জাতির সর্বসাধারণের স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যতীত অন্য সকল সমাজে এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করে মাত্র মুষ্টিমেয় লোক।

কোন জাতির জাতীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সাধারণতঃ চারিটি উপায় অবলম্বন করা হয় ; যথা :

(১) আয়করের হিসাবের সাহায্যে ;

(২) বিভিন্ন সময়ে মূলধনের উপর কর ধার্য করিবার কালে মোট মূলধনের হিসাবের দ্বারা ;

(৩) মূলধনের উপর ধার্য-করা বাৎসরিক করের হিসাবের দ্বারা ;

(৪) দেশের লোকগণনার সময় তাহাদের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব লওয়া হয় তাহা দ্বারা।

উপরোক্ত কোন পদ্ধতিই ক্রটিহীন বলিয়া গণ্য হয় না। এই জন্যই অনেকের মতে জাতীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব।

মার্ক্সীয় মতে, প্রকৃতপক্ষে ‘জাতীয় সম্পদ’ নামক সার্বজনীন সম্পদের কোন অস্তিত্ব

নাই। ‘জাতীয় সম্পদ’ কথাটি শোষণ-শ্রেণীদ্বারা সৃষ্ট একটা ‘মনভুলানো কল্পনা’ মাত্র। “প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত ‘জাতীয় সম্পদ’-এর কেবল একটামাত্র অংশই কোন আধুনিক জাতির জনগণের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়, অর সেই যৌথ সম্পত্তিটা হইল জাতীয় ঋণ।” —Karl Marx : *Capital, Vol. III.*

Welfare Economy : কল্যাণকর অর্থনীতি।

[Controlled Economy দ্রষ্টব্য]

Western Union : পশ্চিমী সঙ্ঘ।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত পশ্চিম-ইউরোপের ষোলটি রাষ্ট্রের সংগঠন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এই সকল রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘মার্শাল-প্ল্যান’ গ্রহণ করে। [Marshall Plan দ্রষ্টব্য] ‘মার্শাল-প্ল্যান’ের সাহায্য গ্রহণের শর্ত অনুসারেই এই সকল রাষ্ট্র মিলিত হয় এবং ঘোষণা করে যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র কেবল নিজের জন্য নহে, এই ষোলটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজ নিজ সম্পদ নিয়োজিত করিবে। তখন হইতে এই ষোলটি রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া প্রতি চারি বৎসরের জন্য শিল্প, কৃষি, তৈল, বিদ্যুৎ প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করে। এই পশ্চিমীসঙ্ঘের গঠনতন্ত্র (Constitution) অনুসারে ইহার অন্তর্ভুক্ত ষোলটি রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে পণ্য-বিনিময় ও অগ্রান্ত সাহায্য আদান-প্রদানের জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সকল প্রকার বাধা-নিষেধ দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে।

Whigs : হুইগ।

ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে গঠিত রাজনৈতিক দল। প্রথমে স্কটল্যাণ্ড হইতে এই নামটির উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তখন ইহা খৃষ্টান ধর্মসংস্কারক ক্যালভিন-এর (John Calvin, 1506-64) বিরোধাত্মক মত-

বাদের সহিত সংযুক্ত ছিল। পরে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে যখন ইয়র্কের ডিউক জেমসকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন এই ‘হুইগ’ নামধারী ব্যক্তিগণ সেই আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তখন হুইতে এই নামটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ‘হুইগ’গণ ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী জাতীয় রাজনৈতিক দল-রূপে দেখা দেয়। এই ‘হুইগ’দল ১৭১৪ হুইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক শক্তিসিঁহাসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ইহার পর হুইতে ‘টোরি’ (রক্ষণশীল) দলও বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হুইতেই ‘হুইগদল’ ইংলণ্ডের নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্ত আন্দোলন করিয়াছিল। এই দল ইহার উদারনৈতিক মতবাদের জন্ত ক্রমশঃ ‘উদারনৈতিকদল’ নামে খ্যাতিলাভ করে এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই দল ‘হুইগ’ নাম ত্যাগ করিয়া ‘উদারনৈতিকদল’ (Liberal Party) নাম গ্রহণ করে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ‘উদারনৈতিকদল’ ছিল ইংলণ্ডের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের অন্যতম, অপর দলটি ছিল ‘টোরি’ বা ‘রক্ষণশীলদল’। কিন্তু ঐ মহাযুদ্ধের পর ‘শ্রমিকদল’ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ‘উদারনৈতিকদল’-এর স্থান গ্রহণ করে। তখন হুইতে ‘উদারনৈতিকদল’-এর অস্তিত্ব কেবল নামেই পর্ববসিত হইয়াছে।

Whip : ‘হুইপ’; একত্রকারী।

পার্লামেন্ট বা আইনসভায় যে সভ্য তাঁহার দলভুক্ত সভ্যগণকে কোন বিষয় সম্পর্কে ভোটদানের জন্ত আহ্বান করে বা দলের সভ্যগণকে সমবেত করে। দলের সভ্যগণকে সমবেত করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ‘হুইপ’-এর উপরই ব্রত থাকে। যখন দলের নায়ক সভ্যগণকে স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত, ভোট দানের অহুমতি

দেন, তখন আর ‘হুইপ’-এর কোন দায়িত্ব থাকে না।

Withering Away of the State : রাষ্ট্রের অবসান। [State শব্দ দ্রষ্টব্য]

Woman : নারী; স্ত্রীলোক।

[Feminism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Convention on the Political Rights of Women : নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সকল দেশের নারীদিগকে পুরুষের সমান রাজনৈতিক অধিকার দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত সকল দেশে কার্যকরী করিবার তারিখ স্থির হয় ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই। আজ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের ২১টি সভ্য-দেশ এই চুক্তির ধারাগুলি নিজ নিজ দেশে কার্যকরী করিয়াছে। এই দেশগুলি হইল : সোবিয়ৎ ইউনিয়ন, ইউক্রাইন, বেলোরাশিয়া, কিউবা, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র, ইকোয়েডর, ইসরায়েল, আইসল্যান্ড, পাকিস্তান, পোলাণ্ড, রুম্যানিয়া, স্কুইডেন, চেকোস্লোভাকিয়া, থাইল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, হাঙ্গেরী, জাপান, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়া।

এই চুক্তির মোট ১১টি ধারার মধ্যে প্রথম ৩টি ধারায় নারীদের রাজনৈতিক অধিকার-সমূহ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বাকিগুলিতে রহিয়াছে এই চুক্তি কার্যকরী করিবার পন্থাসমূহের ব্যাখ্যা। নারীদের রাজনৈতিক অধিকারসম্পর্কিত ধারা ৩টি নিম্নরূপ :—

১নং ধারা : “নারীগণকে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া পুরুষের সমান শর্তে সকল প্রকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে।

২নং ধারা : “নারীগণকে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া পুরুষের সমান শর্তে জাতীয় বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত সকল সংগঠনে নির্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হইবে।

৩নং ধারা :—“নারীগণকে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া পুরুষের সমান শর্তে জাতীয় বিধি অনুযায়ী গঠিত সকল সরকারী পদে নিযুক্ত হইবার এবং সরকারী কার্য পরিচালনা করিবার অধিকার দেওয়া হইবে।”—*Annual Report of the United Nations Organisations.*

World Citizenship : বিশ্বনাগরিকত্ব; বিশ্বভ্রাতৃত্ব। [*Cosmopolitanism* দ্রষ্টব্য]

World Federation of Trade Unions : বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন ফেডারেশন।
[*The World Organisation of Labour—Labour Movement* দ্রষ্টব্য]

World Organisation of Labour : বিশ্ব-শ্রমিকসংস্থা বা সংগঠন।
[*Labour Movement* দ্রষ্টব্য]

Y

Yankee : ইয়াক্কি।

মূলগতভাবে ‘ইয়াক্কি’ শব্দের দ্বারা স্কটল্যান্ডের নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদের বুঝায়। পরে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় (১৭৭৫-৮৩ খৃষ্টাব্দ) আমেরিকার বিদ্রোহী বাহিনীর সৈন্তগণকে বৃটেনের সেনাপতি ও সৈন্তগণ ‘ইয়াক্কি’ আখ্যা দান করে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-৬৫) দাসপ্রথার সমর্থক দক্ষিণ-অঞ্চলের জনসাধারণ দাসপ্রথা-বিরোধী উত্তরাঞ্চলের সৈন্তবাহিনী ও জনসাধারণকে ‘ইয়াক্কি’ বলিয়া গালি দিত। বর্তমান সময়ে এই শব্দ দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল নাগরিককেই বুঝায়।

Young Communist League (Y. C. L.) : তরুণ কমিউনিস্টলীগ, ‘ইয়ং কমিউনিস্টলীগ’।

অল্পবয়সী কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের সংগঠন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে প্রথম এই সংগঠন স্থাপিত হয়। কোন নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত (সাধারণতঃ ১৮ বৎসর

বয়স পর্যন্ত) ছেলে-মেয়েদের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সভ্যপদ না দিয়া তাহাদের এই ‘তরুণ কমিউনিস্টলীগ’ নামক সংগঠনে সজ্জবদ্ধ করা হয়। এই সংগঠনের মধ্যে থাকিয়াই তাহারা কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সভ্যপদের যোগ্যতা লাভ করে। এইজন্মাই লেনিন ‘ইয়ং কমিউনিস্টলীগ’কে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তৈরীর ‘স্কুল’ আখ্যা দিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে এই প্রকার ‘ইয়ং কমিউনিস্টলীগ’ গঠিত হইয়াছে।

Young Men's Christian Association (Y.M.C.A.) : খৃষ্টান তরুণ-সমিতি।

খৃষ্টধর্মাবলম্বী তরুণ-সমাজের সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সমিতি। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জর্জ উইলিয়ামস্ কর্তৃক লণ্ডন নগরীতে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান নগরীতে ‘খৃষ্টান তরুণ-সমিতি’ রহিয়াছে।

Zionism: ইহুদী জাতীয়তাবাদ; ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; ইহুদী-স্বতন্ত্রতাবাদ।

ইহুদীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে অস্ট্রিয়া, রুশিয়া ও জার্মানীর উচ্চশ্রেণীর ইহুদীরা প্রথম এই আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইহুদীদের জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল “প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে একটি স্থায়ী আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করা।” ইহুদীদের এই জাতীয়তাবাদী সংগঠনের দুইটি শাখা ছিল: একটির উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বাসস্থান তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়ের জন্য একটি জাতীয় তহবিল গঠন; অপরটির উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদী-সংস্কৃতির কেন্দ্র-হিসাবে একটি ইহুদী-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

রুশ-বিপ্লবের সময় ‘ইহুদী জাতীয়তাবাদ’ রুশিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় রুশিয়ায় ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলিয়া ইহুদী

শ্রমিকদের অগ্ন্যাগ্ন শ্রমিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে এবং এইভাবে বিপ্লবে বাধা দেয়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা রুশিয়ায় ‘ইহুদীবৃন্দ’ (Jewish Bund) নামক একটি সংগঠন তৈরি করিয়াছিল এবং এই সংগঠন দ্বারা পশ্চাত্তপদ ইহুদী শ্রমিকদের সাময়িকভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব রক্ষার যত্ন হিসাবে কাজ করিতে থাকে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিয়াছিল যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের একটি জাতীয় আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাহাদের এই প্রতিশ্রুতি পালন করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বজনমতের চাপের ফলে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইভাবে বিভিন্ন দেশে ইহুদী জনগণের উপর খৃষ্টান শাসকদের দীর্ঘকাল হইতে অল্পাধিক বর্বরস্বভাব অত্যাচার ও উৎপীড়নের আংশিকভাবে লাঘব হয়।

People's Capitalism : 'জনসাধারণের ধনতন্ত্র'; 'জনগণের ধনতন্ত্র'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতন্ত্রকে বর্তমানে এই নামে অভিহিত করা হইতেছে। ইহা প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের মত হিসাবে দেখা দিলেও এখন ইহা সরকারীভাবেও ব্যবহৃত হইতেছে এবং এই সম্বন্ধে রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতির মারফত নিয়মিতভাবে প্রচারিত হইতেছে।

এই কথাটির অর্থ নিম্নরূপ : এখন আর মার্কিন ধনতন্ত্র মূনাফালাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না, ইহা এখন পরিচালিত হয় সমাজের সকল সত্ত্বের, অর্থাৎ জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত, জনসাধারণের উন্নতি বিধানই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই মতের প্রচারকগণ যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের মজুরি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, এমন বহু শ্রমিক আছে যাহাদের নিজের মোটরগাড়ি পর্যন্ত আছে, মার্কিন শ্রমিকদের মজুরি ও জীবিকার মান যে-কোন দেশ অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত (*American Reporter*, Jan., 1955)।

কোন কোন মার্কিন অর্থনীতিবিদ দাবি করেন যে, মার্কিন ধনতন্ত্র এখন কমিউনিজ্‌ম্-এর এমন কি দ্বিতীয় ধাপও, অর্থাৎ

'প্রত্যেকে সমাজকে দিবে তাহার শক্তি অল্পসারে, আর সে লইবে তাহার প্রয়োজন অল্পসারে'—এই নীতিও বাস্তবে পরিণত করিয়াছে (*Johnson & Kross : The Origin & Development of the American Economy*)।

'জনসাধারণের ধনতন্ত্র' নামক এই মতবাদটি নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহের 'ভিত্তিতে' গঠিত :

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পত্তির মালিকানার অংশীদারী-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটয়াছে, অর্থাৎ সম্পত্তির অংশীদারী জনসাধারণের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে ; (খ) শিল্পের পরিচালনা-ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটয়াছে, অর্থাৎ মূলধনীরা এখন শ্রেণীহিসাবেই উৎপাদন-ব্যবস্থার সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে এবং উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিচালনা এখন সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারগণের হস্তে হস্ত হইয়াছে ; (গ) জাতীয় উৎপাদনের বটন-ব্যবস্থায় এক 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন' ঘটয়াছে এবং ইহার ফলে জাতীয় আয়ে শ্রমিকগণের অংশ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (*John & Kross : The Origin & Development of the American Economy*)।

উপরোক্ত যুক্তিসমূহের সরল অর্থ এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের ধনতন্ত্র এখন আর শোষণমূলক ধনতন্ত্র নহে, ইহা এখন আর মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না, ইহা এখন 'জনগণের ধনতন্ত্র'রূপে নূতনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকগণ ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ধনবান হইয়া উঠিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তাহারা বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবে; অল্প দিকে মূলধনীরা এখন আর শোষণকারী থাকিতেছে না, তাহারা এখন সমাজের সেবক মাত্র, তাহারা এখন মুনাফার লোভ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কেবল জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা ও উন্নতি বিধানইে ব্যস্ত; সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম লোপ পাইয়াছে এবং শ্রেণী-এক্য ও শ্রেণী-সহযোগিতার অবস্থা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান; সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় সংকট ও উহার সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে; বেকারীর চিরমাত্রাও নাই এবং পুরাতন ধনতন্ত্রের অগ্রাগ্রা দোষত্রুটিগুলিও সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে; রাষ্ট্র এখন আর মূলধনীশ্রেণীর রাষ্ট্র নহে, ইহা এখন ব্যক্তিগত ও শ্রেণী-স্বার্থের উদ্দেশ্যে উঠিয়া সকল শ্রেণী ও জনগণের মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত; সমাজের সকল মানুষ এখন খাতি-বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর কল্পনাভীত প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়া পরম স্বখে জীবন কাটাইতেছে।

কয়েকটি বিরুদ্ধ প্রমাণ : (ক) বেকারী হ্রাস পায় নাই, বরং তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৫৬ সনের সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ এবং অর্ধ বেকারের সংখ্যা

প্রায় এক কোটি (*International Affairs*, No. 5, 1957) ; (খ) শ্রেণী-এক্য ও শ্রেণী-সহযোগিতার চিহ্নও নাই, কারণ শ্রমিক-ধর্মঘটের সংখ্যা হ্রাস না পাইয়া বরং তাহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (*International Affairs*, No. 5, 1957) ; (গ) আভ্যন্তরিক সংকটের চাপে ও অগ্রাগ্রা কারণে এবং ধনতন্ত্রকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা হিসাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে।

ইউরোপে মার্কিন ধনতন্ত্র ও মার্কিন জীবনধারণের অগ্রতম গোঁড়া ভক্ত ও 'জনগণের ধনতন্ত্র' নামক মতবাদের অগ্রতম প্রধান ইউরোপীয় সমর্থক অধ্যাপক সাল-ভেদোরি স্বীকার করিয়াছেন যে, "ইউরোপে অথবা এশিয়ায় এমন লোক খুব কমই আছে যাহারা মার্কিনী ধরনের ধনতন্ত্র সমর্থন করিবে।" ইউরোপ অথবা এশিয়ায় লোকেরা ধনতন্ত্র বলিতে বুঝিয়া লয় প্রধানতঃ সংকট, অনিশ্চয়তা, বেকারী, যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদ" (*Massimo Salvadori: A European Looks at American Capitalism*)।

'জনগণের ধনতন্ত্র'-এর পূর্ব ইতিহাস :

প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'মার্কিন অসাধারণত্ব' (*American Exceptionalism*) নামে এই প্রকার আর একটি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তখন এই মতবাদের দ্বারা প্রচার করা হইতে যে, ধনতন্ত্র সাধারণভাবে মন্দ হইলেও মার্কিন ধনতন্ত্র অল্প সকল দেশের ধনতন্ত্রের মত নহে, "ইহা এক

বিশেষ ধরনের ধনতন্ত্র, ইহা ধনতন্ত্রের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। সুতরাং মার্কিন ধনতন্ত্র সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে “একটি বিশেষ ব্যতিক্রম” (Exception)। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় ছিল ধনতন্ত্রের চরম সংকট ও এক বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যুগ। সুতরাং ‘মার্কিন অসাধারণত্ব’-এর দাবি প্রচার করা হইয়াছিল ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট ও বিপ্লবের যুগে।

“মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব” নামক মতবাদটির মূলে নিম্নোক্ত সাধারণ সামাজিক-ঐতিহাসিক ও সাধারণ অর্থনৈতিক কারণগুলি নিহিত ছিল :

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনদিন সামন্তপ্রথা বিকাশলাভ করে নাই এবং প্রথম হইতেই লোকসংখ্যার অভাবহেতু বিপুল পরিমাণ উর্বর জমি চাষ করিবার উপযুক্ত শ্রমিকের বিশেষ অভাব ছিল। সুতরাং কিছুকাল পর্যন্ত শ্রমিকগণ খুব উচ্চহারে মজুরি পাইত। (২) দ্রুত যান্ত্রিক উন্নতি ও শিল্পের নিরবচ্ছিন্ন প্রসারের ফলে প্রথম হইতেই অগ্নাত্ত ধনতান্ত্রিক দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকগণ বেশী মজুরি পাইত। এইজন্যই ইউরোপ হইতে বহুসংখ্যক লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিতে আসিত।

এই অবস্থা অব্যাহত ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, ইহার পর অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে অগ্নাত্ত ধনতান্ত্রিক দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রেও শ্রমিকের মজুরির হার ও জীবিকার মান দ্রুত হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং এখানেও ধীরে

ধীরে বিরাট সংখ্যক বেকার শ্রমিক দেখা দেয়। তাহার ফলেই ইউরোপ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে লোক সমাগমের উপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) যখন ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের সহিত জড়িত না থাকায় এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু দূরে থাকায় সেই স্বযোগে নিজের শিল্প ও কৃষির উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া লয়। কিন্তু সেই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল কেবল মহাযুদ্ধের বিশেষ অবস্থার জন্যই, মার্কিন ধনতন্ত্রের কোন বিশেষ গুণ বা ‘অসাধারণত্ব’-এর জন্য নহে। তখন বিশ্বের বাজারে কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না এবং যুদ্ধমান দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-সামগ্রী ও অগ্নাত্ত পণ্য ক্রয় করিত। ইহা ব্যতীত যুদ্ধের ফলে ইউরোপে যে ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার ফলে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়িলে সেই স্বযোগেই যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের ও বিশ্বের বাজারে প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়ায়।

ইহার পর ধনতন্ত্রের সাধারণ নিয়মানুসারেই একচেটিয়া ধনতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৯২৯-৩০ সালের মহাসংকট রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই সংকট সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সেই মহাসংকটের চাপে ‘মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব’-এর দাবি অসার ও মিথ্যা প্রমাণিত হইলে এই মতবাদের প্রচারকগণও তখনকার দ্রুত চূপ হইয়া রহিলেন। সেই মহাসংকট নিঃসন্দেহে

প্রতিপন্ন করিল যে, মার্কিন ধনতন্ত্রের কোন 'অসাধারণত্ব' নাই, ইহা সাধারণ নিয়মের 'ব্যতিক্রম' নহে, বরং ইহা ধনতন্ত্রের সাধারণ নিয়মের কবলে সম্পূর্ণ কবলিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব'-এর দাবির সূত্র ধরিয়া ইহাকে 'জনগণের ধনতন্ত্র'-রূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা স্পষ্ট যে, ইহা সেই 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব'-এর মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র এবং ইহার মূলও কয়েকটি পূর্বোক্তরূপ কারণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও যুক্তরাষ্ট্র বহু দূরে থাকিয়া যুধ্যমান মিত্র দেশগুলিকে বিপুল পরিমাণ সমর-সম্ভার সরবরাহ করিয়া সেই সুযোগে ইহার উৎপাদন-শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় এবং যখন ইউরোপীয় শক্তিগুলি মহাযুদ্ধের ফলে সর্ব-স্বান্ত হইয়া যায়, তখন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অংশ বাদে সমগ্র জগতের বাজার দখল করিয়া ফেলে। কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতের একচ্ছত্র নায়করূপে দণ্ডায়মান হইলেও ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিচালিত বলিয়াই এবং ধনতন্ত্রের একচেটিয়া অবস্থার সাধারণ নিয়মানুসারেই পূর্বাপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর একটা মহাসংকটের করাল ছায়া ধনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা শেষ হইবামাত্র যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের হার হ্রাস পাইতেছে, অথচ সমাজ-তান্ত্রিক সোবিয়ৎ ইউনিয়ন ও চীন প্রভৃতি জন-গণতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদনের হার

অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিও দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৫-৪৬, ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৫০-৫১ এই তিনবার যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন-ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে ঋণদানের মারফত বৈদেশিক রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া এবং সামরিক উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া তখন সেই সংকটের আক্রমণে সাময়িকভাবে বাধা দিতে পারিলেও আবার তাহা ১৯৫৬ সালে আংশিকরূপে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগদ্ব্যাপী ১৯২৯-৩০-এর সংকট অপেক্ষা বহুগুণ ভয়ঙ্কর আর একটা মহাসংকটের আক্রমণ আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থার মধ্যেই মার্কিন ধনতন্ত্রকে 'জনসাধারণের ধনতন্ত্র'-রূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। **মার্ক সুবাদী-দের** মতে, একদিকে মার্কিন ধনতন্ত্রসহ সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতের নিরবচ্ছিন্ন সংকট ও দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখিবার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, অপরদিকে ইহার প্রতিদ্বন্দী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে আড়াল করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব' ও ইহাকে 'জনগণের ধনতন্ত্র'-রূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস চলিয়াছে। "কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালের মহাসংকট একদিন যেমন 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্বের' দাবিকে অসার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, ঠিক তেমনি অদূর ভবিষ্যতেই আর একটা

আরও ভয়ঙ্কর মহাসংকট মার্কিন ধনতন্ত্রকে 'জনসাধারণের গণতন্ত্র'-রূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ ও চিরতরে সমাধিস্থ করিয়া মার্কিন ধনতন্ত্রসহ সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতের বীভৎস চেহারাটাকে আর একবার নগ্ন করিয়া ফেলিবে এবং ইহাকে অনিবার্ধ ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিবে (*International Affairs*, No. 5, 1957)।

Propaganda : প্রচার।

জনসাধারণের নিকট কোন বিষয় বুঝাইয়া বলা। উক্ত বিষয়টির তাৎপর্য ও উহার পরিণতি জনসাধারণের নিকট সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানোই প্রচারের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি বেকার-সমস্যা সন্মুখে জনসাধারণকে বুঝাইয়া বলিতে হয়, তবে প্রচারককে বেকার-সমস্যার উৎপত্তির সামাজিক কারণ, সমাজের অবস্থা, সমাজের অনিবার্ধ পরিণতি, বেকার-সমস্যার সমাধানের উপায় প্রভৃতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া

বলিতে বইবে। অর্থাৎ বেকার-সমস্যা বর্তমান সমাজের একটি মৌলিক সমস্যা বলিয়া ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সামাজিক প্রশ্ন এবং সেই সকল প্রশ্নের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝাইয়া বলিতে হইবে। সাধারণতঃ সভাসমিতি, সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমেই প্রচারের কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রায়ই Propaganda শব্দটি Agitation (বিক্ষোভ জাগানো) শব্দের সহিত একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ, Agitation শব্দের অর্থ হইল, কোন বিশেষ সামাজিক অত্যাচার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তোলা, অর্থাৎ জনসাধারণকে কাজে নামানো। আর Propaganda শব্দের অর্থ হইল জনসাধারণকে উক্ত সামাজিক অত্যাচারটি সম্যক্রূপে উপলব্ধি করানো। [Agitation দ্রষ্টব্য]

॥ নির্ঘণ্ট ॥

অ

অংশ, যৌথকোম্পানির, ২১২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১২

—বিলম্বে বা অনির্দিষ্ট সময়ে দেয়, ৬২, ২১২

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১২

—সর্বাগ্রে দেয়, ১৬৭, ২১২

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ২১২

অক্সকোর্ড, ২০২

অক্ষশক্তি (বালিন-রোম-টোকিও), ১৭, ২২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭

—ইহার পরাজয়, ২২

অখণ্ড বিশ্বব্যবস্থা, ৫৩

অখণ্ড বিশ্বশৃঙ্খলা ৫৩

অগাস্টাস, সম্রাট, ২৬

অগাস্টিন, সেইন্ট, ১৮২

অগ্নির আবিষ্কার, ৩৬

অকশাস্ত্র, ২১৬

অঙ্কিমিটি, জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের, ২৫৫

অছিব্যবস্থা, ২৫২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫২-৫৩

অজ্ঞানতা, ২৩০

অজ্ঞানতার যুগ, বা অজ্ঞান-তমসচ্ছন্ন কাল,

৬০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬০

অজ্ঞেয়তাবাদ, ৭৫, ১৮৩, ২৩৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪

অঞ্চল, ১৩২, ২৫২

—নিরপেক্ষ, ১৩২

—উত্তর-আটলান্টিক, ১৪৩

—প্রভাবাধীন, ২৩৬, ২৫৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩৬

—স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্য, ২৫২

অটোফ্রেসি—‘স্বৈরতন্ত্র’ দ্রষ্টব্য

অতিউৎপাদন, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ১৪৫,

১৫৮, ১৫৯

অতিউৎপাদন,

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৭

অতিবিজ্ঞান, ১২৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৬

অতিনৈতিকতা, ১৭৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৪

অতিবিপ্লবী, ১১২

‘অতিমানব’, ২৪৩

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৩-৪৪

—ইহার উদ্দেশ্য, ২৪৩

অতিমানস, ২৫৩

অতিমূনাফা—‘মূনাফা’ দ্রষ্টব্য

অতিসাম্রাজ্যবাদ—‘সাম্রাজ্যবাদ’ দ্রষ্টব্য

অতীন্দ্রিয়তাবাদ, ১৩৩, ১৩২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৩

—ভারতের, ১৩২

অতীন্দ্রিয় ব্যাপার, ১৭৭

অর্থব্বেদ, ১৫৪

অদৃষ্টবাদ, ৭২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭২

অর্ধৈতবাদ, ১৩০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩০

অধিকার,

—অবাধ, সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের, ৮৪

—আইনগত, ১০৬

ঐ, নারীদের, ৮০

—আত্মনিয়ন্ত্রণের, ২৪৫

—ঈশ্বর-প্রদত্ত, রাজাদের, ২৩৭

—একচেটিয়া, শোষণের, ১৩১

ঐ, জমির উপর, ১২৭

—ঐশ্বরিক, রাজাদের, ১২২

—গণতান্ত্রিক, নারীদের, ৬৪, ৭২, ১৪১

—চাকুরি ও নিরাপত্তাভার, ২১৩

—ট্রেড যুনিয়নে যোগদানের, ২১৩

অধিকার,

- ট্রেড যুনিয়নের, ১০২
- নাগরিক, ১৬৪, ১৬৭, ২৫০
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৭
- বিশেষ, কারবারীসংঘের, ১৪৫
- বংশানুক্রমিক, অভিজাতবর্গের, ২০৪
- ব্যক্তিগত, জমির উপর, ১৩৭
- ঐ, বিলোপসাধনের তাৎপৰ্য, ১৩৭
- ঐ, সম্পত্তিভোগের, ১৬৯, ২১২
- ভোটদানের, প্রাপ্তবয়স্কের, ২৪৩
- মানবীয় বা মানুষের, ২১২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১২
- ইহার মূল বিষয়বস্তু, ২১২
- ঐ, জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের, ২১২-১৩
- মূল বা মৌলিক, সাধারণ মানুষের, ২৭, ২০২, ২১২, ২১৩
- রাজনৈতিক, জনসাধারণের, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ২২
- ঐ, নারীদের, ২৬২
- রাষ্ট্রীয়, ১৬৭
- শাখত বা জন্মগত, মানবের, ১০০, ২১৩
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১০০
- শিক্ষালাভের, সকল মানুষের, ২১৩
- শ্রমিকশ্রেণীর, ১০২
- সমান, সকল মানুষের, ১০০, ২১৪
- সম্পত্তির মালিকানার, ২০৪
- ইহাকে ‘পবিত্র-অলঙ্ঘনীয়-স্বাভাবিক’ ঘোষণা, ২০৪
- সম্পত্তিভোগের, ২১২
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, ১৩২
- সাধারণ, সকল সম্পত্তির উপর, ২২২
- সামাজিক, ৬৪, ২২
- সামাজিক, শ্রমিকশ্রেণীর, ২৫১
- ঐ, নারীদের, ৮০
- স্বাধীনতালাভের, ২১২
- স্বাভাবিক ও সহজাত, ২১২
- স্বাধীনভাবে বাস করিবার, ২১৮
- অধীনতা, ১৩৬
- অধ্যাত্মবাদ, ২, ১৫৫, ২৩৬, ২৩৭

অধ্যাত্মবাদ,

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩৬
- ঐ, আধুনিক, ২৩৬
- অধ্যাত্মবিজ্ঞা, ১২৬
- অনাক্রমণ-চুক্তি, ১৪২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪২
- অনাত্মা, ২৮
- অনার্থজাতিতত্ত্ব, ১০
- অনিয়ন্ত্রিত শাসনবাদ, ১৬
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬
- অনীশ্বরবাদ, ১৫
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৫
- অনুপার্জিত বুদ্ধি বা আয়, ২৫৪
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৪
- অনুপ্রবেশ, অর্থনৈতিক, ৭৩
- অনুভববাদ, বা অনুভূতিবাদ, ২১২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১২
- অনুভূতি, ১২১, ১২২, ২১৮, ২১২, ২৩০, ২৩১, ২৫২
- ঐ, অন্তরের, ২৪২
- অনুশাসন, ধর্মীয়, ১২৩
- অনৈক্য, সামন্ততান্ত্রিক, ১৩৩
- অন্তরেঞ্জিয়, ২১২
- ঐ, চারিপ্রকার, ২১২
- অন্তর্জ্ঞান, ২৪২
- ঐ, প্রত্যক্ষ, ২৪২
- অন্তর্জগৎ, ১৫৫
- অন্তর্দৃষ্টি, ৮১
- অন্তর্যুক্ত, বা অন্তর্বিদ্রোহ, ৩৭
- অন্ধকার যুগ, ৬০
- ঐ, ব্যাখ্যা, ৬০
- অন্ধবিশ্বাস, ৮০
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮০
- অত্যাশ্রয় যুদ্ধ—‘যুদ্ধ’ দ্রষ্টব্য
- অবরোধ, সামুদ্রিক, ২২
- ঐ, মাদ্রিদ নগরীর, ৮১
- অবস্থান-ধর্মঘট, ২১২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২১২
- ঐ, শ্রমিক-আন্দোলনে প্রথম, ২১২

অবাধনীতি, ১১০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১০-১১

অভিজ্ঞাততত্ত্ব, ২০৩

অভিজ্ঞাতবর্গ বা শ্রেণী, ৮০, ৯১, ১৬৪, ১৮৭,

১৮৮, ১৯৩ ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২১২

—ইংলণ্ডের, ৯৭

—মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক, ইউরোপের,
১৮৮

—বঙ্গীয় সমাজের, ১৮৭, ১৮৯

ঐ, নূতন শক্তিরূপে, ১৮৮

—শ্রমিক, ১০০

—ইহাদের সমাজব্যবস্থা (সামন্ততত্ত্ব), ৮০

—ইহাদের দ্বারা কৃষক-শোষণ, ৮১

অভিজ্ঞাত-সাধারণতত্ত্ব, ২৩৯

অভিজ্ঞতা, ১২১, ১৮৪, ২৪৯, ২৫২

—ঐ, ঐতিহাসিক, ২৫৩

—ঐ, মামুলি, ১৮৪, ২৩৬

—ঐ, বৈজ্ঞানিক, ১২২

—ঐ, সামাজিক, ২৫৩

অভিজ্ঞতাবাদ, ৪৬, ৭৪

—ঐ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৪

অভিব্যক্তি ('ক্রমবিকাশ' দ্রষ্টব্য), ৭৬, ২৩৬

—ঐ, আত্মার, ২৩৬, ২৩৭

অভিব্যক্তিবাদ ('ক্রমবিকাশবাদ' দ্রষ্টব্য),

৭৭, ২৩৫

অভ্যুত্থান, সশস্ত্র, জনগণের—'গণঅভ্যুত্থান'
দ্রষ্টব্য

—ঐ, জার্মান শ্রমিকদের, ২৩৫

—ঐ, ইতালীয় শ্রমিকদের, ৭৯

—ঐ, সশস্ত্র, বোলশেভিকদের নেতৃত্বে, ২১০

—ঐ, বৈপ্লবিক, ১১২

—ঐ, শ্রমিক, ২২৪

অযুধ্যমান অবস্থা, ১৪২

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪২-৪৩

—রাষ্ট্র, ১৪৩

অরাজকতা বা অরাজক অবস্থা, ১৬৮, ১৬৯

—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, ৬

—পণ্যোৎপাদনে, ১৬৮, ১৬৯

অরেলিউস, মার্কাস, ২৪২

অরোরা যুদ্ধ-জাহাজ, ২১০

অর্গানিন (প্রাতো), ১৩

অর্থ, বিহিত, ১১৩

অর্থ,

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১৩

—সঞ্চিত, ১৩৪

অর্থনীতি, ১৪০, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬,
১৬৭, ১৭১, ১৮৬, ২৫৩

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৪-৬৭ :

—ইহার ক্ষেত্র, ১৪০

—ইহার চারিটি উপাদান, ১৬৫

—এই কথাটির ব্যবহার, ১৬৭

—মার্ক্সীয়, ১২, ২০, ২৮, ৩৪, ৪৩, ৫৫, ৫৬

৫৭, ৫৯, ৬১, ৭৭, ৭৮, ৮০, ১০২,

১০৭, ১০৮, ১১৩, ১২৪, ১৪৫,

১৪৭, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৯৭,

২১৯, ২২০, ২৩৭, ২৪৪, ২৪৫,

২৬০, ২৬৪

ইহার ভিত্তি, ১২৪

—আধুনিক, ভারতের, ১৬১, ১৮৭

ইহার গোড়াপত্তন, ১৮৭

—প্রচলিত, ১৭০, ১৯৭, ২৪৪, ২৬০,
২৬৪

—বুর্জোয়া, ২৪, ১৬৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৬-৬৭

ইহার মার্ক্সীয় সংজ্ঞা, ১৬৬

ইহার দুইটি ভাগ, ১৬৬

ঐ, বিকৃত, ইহার মূল উদ্দেশ্য, ১৬৬

—বনিয়াদী, ৩৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৯৭

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৫-৬৭

ঐ, ইংলিশ, ১১৮

উহার বৈশিষ্ট্য, ১৬৫, ১৬৬

ইহার বিষয়বস্তু, ১৬৬

ঐ যুগের অবসান, ১৬৫

—রাষ্ট্রীয় ('অর্থনীতি' দ্রষ্টব্য), ১৬৪, ১৬৫,
১৬৬, ১৬৭

এই কথাটির পরিবর্তন, ১৬৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৪-১৬৭

ইহার 'অর্থনীতি' নাম গ্রহণ, ১৬৬

অর্থনীতি,

- কল্যাণকর, ৫০, ২৬৮
- নিয়ন্ত্রিত, ৫০, ২২৮
- মিশ্র, ৫০, ৫১, ৫২, ১২৮, ২২৮
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫০-৫২
- ঐ সম্বন্ধে সমাজবাদী সমালোচনা, ৫১-৫২
- ‘কার্যকরী অর্থনীতি’, ৫১
- পরিকল্পিত, ৩৩, ৫২, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০
- পরিকল্পনামূলক, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৫৬-৬০
- ইহার মূল বিষয়সমূহ, ১৫৬-৬০
- ধনতাত্ত্বিক সমাজে ইহার স্থান, ১৫৯
- জাতীয়, ১৫৬, ১৫৯
- বিকৃত, ১৬৩, ১৬৬
- ইহার যুগ, ১৬৬
- ইহার ঘনীভূত প্রকাশ, ১৬৪
- ধনতাত্ত্বিক, ২৪, ১৪০, ২৫৯
- রিকার্ডোর, ১১৮
- পরিকল্পনাহীন, ১৫৬
- ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিভিত্তিক, ৫০, ৫১, ৫২
- সমাজতাত্ত্বিক, ৫১, ৬৫, ১৫৬

অর্থনীতিবিদ, ২৫৭, ২৭৩

- ধনতন্ত্রের সমর্থনকারী, ২৫৭
- বুর্জোয়া, ২৫৯
- শ্রমতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ২৫৭
- প্রান্তিক উপযোগতন্ত্রের সৃষ্টি, ২৫৭

অর্থনীতি-বিজ্ঞান, ১৬৬

অর্থনীতিবিদ্যা, ৭৩

অর্থনীতিশাস্ত্র, ৭৩, ৯৩, ১৬৫, ১৬৬, ২১৮, ২৫৯, ২৬৭

- আধুনিক, ১৬৫, ২৬১
- ইহার ‘জনক’, ১৬৫
- ইহার ভিত্তিরচনা, ১৬৫
- ইহার আদিগ্রন্থ, ১৬৬
- ইংলিশ, ১২৪

অর্থনৈতিক কর্মপন্থা, নূতন—‘কর্মপন্থা’ দ্রষ্টব্য

অর্থনৈতিক জীবন, ১৩০, ১৩৩

- ধনতাত্ত্বিক জগতের, ১৩০

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—‘পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনা’ দ্রষ্টব্য

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, ইউরোপের, ১১৭

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,

- ইহার দুইটি অংশ, ১৫৯
- ইউরোপের, ৮০
- একটিমাত্র, পৃথিবীব্যাপী, ১০৪
- নূতন, রুশভেটের, ১৪০

অর্থনৈতিক ভিত্তি, জাতীয় আন্দোলনের,
১৩৬

অর্থনৈতিক সংস্থা, ব্যক্তিগত, ১৬০

অর্থবাদ, ৭৩

- তাৎপর্য, ৭৩

- ব্যাখ্যা, ৭৩

অর্থবেদ, ১৫৪

অর্থ-উপনিবেশ, ৪২, ৬৪, ২১৮

অর্থ-স্বাধীনদেশ, ১১০

অসঙ্গতি, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ১২৫, ১৩৯

অসঙ্গতির অসঙ্গতি, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ১২৫,
১৩৯

- সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬৯-৭০

- বুর্জোয়া সমাজে, ৬৯

- সামন্ততাত্ত্বিক সমাজে, ৬৯

অসবর্ণবিবাহ, ১৩৩

অসহযোগ, শাস্তিপূর্ণ, ৮৭

অসাম্যের অবসান, ৬৫

২১৩

, ৯, ১১, ৭৪, ৮৪, ৯২, ১১২, ১৪৮,
১৪৯, ১৭৮, ২২৪, ২৫৭, ২৭১অস্ট্রেলিয়া, ২৫, ৪৩, ৭২, ২৩১, ২৩২,
২৫৩

অস্ত্রহাস, ১০৯, ১১২

অস্তিত্ব, বাস্তব, ১৪৪

অস্পৃশ্যতা, ১২৩

অহংবাদ, ৭৩, ২৩০

- ঐ, সংজ্ঞা, ৭৩

- ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৩, ২৩০

অহিংসা, ৫, ৮৭, ৮৯

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮৭

অহিংসা,

—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে
ইহার প্রয়োগ, ৮৭

অহিংসা,

—গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে, ৮২
—জীবন্ত শক্তিরূপে, ৮২
—অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি হিসাবে, ৮২

অ্যা

আই-এন-টি-উ-সি, ভারতের, ১১০

আইন, সামাজিক, ১১১, ১১৩, ১২০, ১৫০,
১৫৬, ২৪১, ২৪২, ২৪৮

—ইহার শ্রেণীভাগ, ১১১-১২
—রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রের, ৮৮, ১০৬, ২৪১
—ব্রিটিশ, ৭২
—ঈশ্বরের নির্দেশরূপে, ১১১
—ইছদী-নায়ক মুসাক্কত, ২৪৮
—ইহাতে প্রচলিত প্রথার প্রভাব, ১১১
—রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত, ১১১
—নাগরিক বা জাতীয়, ১১১
—নিষিদ্ধ দ্রব্য সম্বন্ধীয়, ১৪০
—সতীদাহপ্রথা-বিরোধী, ১২০
—বাল্যবিবাহ-বিরোধী, ১২০
—বিবাহবিষয়ক, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের, ১২০
—প্রত্যক্ষ, ২১২
—অবরোধ সম্বন্ধীয়, ১৪০
—আন্তর্জাতিক, ১০২, ১১১, ১৩২, ২৪৮,
২৭১

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০২

ঐ, সম্বন্ধে প্রথম সম্মেলন, ১০২

আইনামুরক্তি, ১১৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ১১৩

আইন-অমান্ত, নিরুপদ্রব্য, ৮৭

আইন-কাহুন, ১১৮, ১২১, ১৭১

—সমাজের, ১৭১

আইন-প্রতিষ্ঠান, ১০২

আইনের মোহ, ১১৩

আইনবিজ্ঞা, ১০৬

আইনশাস্ত্র, ১০৬, ১১১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৬, ১১১-১২

আইনসভা, ৮১, ১১২, ১৫৬, ১৫৭, ১২২,
২৬৩, ২৬৪, ২৬২

আইনসভা,

—কেন্দ্রীয়, ১৫০, ১২২
—রাষ্ট্রীয়, ২০
—ভারতের কেন্দ্রীয়, ১০০, ১৫০
ঐ, বিবরণ, ১৫০

আইনস্টাইন, ১০

আইরিশ ফ্রী স্টেট, ২৫

আইস্ল্যাণ্ড, ৬২, ১৪৩, ২৪১, ২৬২

আকস্মিক রাজনৈতিক কৌশল, ৫৪

আকস্মিক ক্ষমতাদখল, ৫৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৪

আকার-প্রাধান্যবাদ—‘রীতিপ্রাধান্যবাদ’
দ্রষ্টব্য

আক্রমণ, ৮১, ১১২, ১৪২, ২৪৮

—অর্থনৈতিক, ২৪৮

—ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনীর,
রুশিয়ার উপর, ১০৫

—জাপানীদের, চীনের উপর, ১০৭, ১১২

—ফাসিস্ত, ৮১

—উন্নত শিল্পের, ২৪৭

—আবিসিনিয়ার উপর ইতালীর, ১১২

—পোল্যান্ডের উপর জার্মানীর, ১১২

—পররাজ্য, ১৩৭

—বৈদেশিক, ২৬৭

—ধনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর, ১৪২

—ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির, প্রথম আকস্মিক-
রাষ্ট্রের উপর, ২১১

আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩

আগস্ট-আন্দোলন, ৪৮

আঞ্চলিকতা, ৩৪

আঞ্জেলো, মাইকেল, ১৮৩

—তাহার চিত্রসম্ভার, ১৮৩

আটলান্টিক মহাসাগর, ১৮৬

—ইহার বাণিজ্যিক প্রাধান্যলাভ, ১৮৬

আটলান্টিক সনদ, ১৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৫

আডোরাইটিক, ভি, ৪৪

—*Dialectical Materialism*, ৪৪

‘আড়াই আন্তর্জাতিক’, ২২৫

আণবিক দর্শন, ১৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬

আৎসেফ, ৩

আত্মগত, ২৪২

আত্মমুখ, ১৪৪, ২৪২

আত্মপক্ষসম্বন্ধীয়, ১৪৪, ২৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৪

—ঐ সম্বন্ধে এক্কেলস, ১৪৪

আত্মজ্ঞান, ২৩০

আত্মনিয়ন্ত্রণ, ২১৮

—জ্ঞাতিসমূহের, ২১৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৮

—ইহার মার্ক্সীয় অর্থ, ২১৮

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, ২৪৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৫

আত্মবাদ, ২৩০, ২৪২

আত্মমুখিতা, ২৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩০

আত্মসমর্পণ, বিশেষ শর্তে, ৩৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৩৪

আত্মসাৎকরণ, ১১, ১২৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১

আত্মস্থবাদ—‘স্থবাদ’ দ্রষ্টব্য

আতাতুর্ক, কামাল, ১৪২

আত্মা, ১, ৮০, ৯৮, ১০৬, ১২১, ১৪২, ১৫৪,

১৬৭, ১৭৪, ২৩১, ২৩৬, ২৪১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩১

—ইহার উৎস, কারণ ও সত্তা, ১

—পরম, ৭৪, ৯৮, ১৪২

—বিশ্বব্যাপী, ৭৪, ৯৮, ১৪২, ২৫৫

—বস্তুর মধ্যে ইহার অস্তিত্বের ধারণা, ৮০

—বস্তুর উপর ইহার প্রাধান্য (ভাববাদ), ৯৮

—বস্তুর সহিত ইহার পার্থক্য, ২৩১

—বস্তুর উৎপত্তির মূলে ইহার অস্তিত্বের ধারণা, ৯৮

—মানবের, ১২২, ১৪২

—সচেতন পদার্থরূপে (কান্ট), ১০৬

—ইহার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ, ১২১

—ইহার পূর্ণ মুক্তি, ১৪২

—ইহার স্বাধীন সত্তা, ২৩১

—দেহের অংশরূপে, ২৩১

—ইহার চরম পরিণতি, ২৩১

—ইহার অবিনশ্বরত্বের ধারণা, ২৩১

আদর্শ, ৭২, ৭৯, ৯৪, ১৭১, ১৮০, ১৮৯, ২৪২

—গ্রীক, ৯৪, ১৮১

—রোমক বা রোমান, ১৮১

—নৈতিক, ১৬৩

—নিত্য বা শাস্ত, ৯৭

—প্রেমের, প্রাতের, ১৬৪

—‘সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা’র, ১৮৭

—সংস্কারমূলক, বাংলাদেশের, ১৮৯

—উপনিষদের, ১৯১

—আক্রমণমুখী, আর্ধসমাজের, ১৯২

—সার্বজনীন, রামকৃষ্ণ-মিশনের, ১৯২

—বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির, ১৯৬

—স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থার, ২২২

—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের, ২২২

আদর্শবাদ, নৈতিক, ৯৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯৮

—ঐ, বাস্তব ও ব্যবহারিক, ৯৮, ১৬৭

আধ্যাত্মিক বিষয়, ১১০, ১৭৭

আধ্যাত্মিক শক্তি, বস্তুর, ৮০

আনন্দমর্ঘ, ১৯৬

আনাক্সাগোরাস, ৫৩

—‘কসমস্’ (Cosmos) শব্দের ব্যবহার, ৫৩

আনাক্সিমেনেস, ১২২

—বিশ্বপ্রকৃতির উৎপত্তি সম্বন্ধে, ১২২

আর্নোল্ড, ম্যাথু, ১৫৩

আনাক্সিস্টেন, ২৩৪

—ঐ, স্পেনের, ২৩৪

আন্তর্জাতিক, ১০২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০২

—ঐ, প্রথম, ৭, ৮২, ১০৩, ২২৪

উহার বিবরণ, ১০৩

ঐ সম্বন্ধে লেনিনের মত, ১০৩

ইহার অবসান, ৮

—ঐ, দ্বিতীয়, ১০৩, ১০৭, ১১০, ২১৮,

২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৪৩

উহার বিবরণ, ১০৩

ঐ সম্বন্ধে লেনিনের মত, ১০৩

বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্ররূপে, ২২৪

ইহার অস্তিত্ব লোপ, ২২৫

—ঐ, তৃতীয় (কমিউনিস্ট), ৬৫, ৮৬, ১০৩,

২২৫, ২৫০

উহার প্রতিষ্ঠা, ২২৫

উহার বিবরণ, ১০৩

ইহার কর্মপন্থা ৬৫

কাসিবাদ বিরোধী 'ফ্রন্ট' গঠনের

প্রস্তাব, ৮৬

উহার অবসান, ১০৩

—ঐ, আড়াই, ২২৫

উহার বিবরণ, ২২৫

উহার অবসান, ২২৫

—ঐ, সমাজবাদী, ২২৫

—ঐ, যুদ্ধবিরোধীদের, ১৪৭

আন্তর্জাতিক অবরোধ-আইন, ১৪০

আন্তর্জাতিক আইন-প্রতিষ্ঠান, ১০২

আন্তর্জাতিক কংগ্রেস, নৈরাশ্রবাদী, ৮

আন্তর্জাতিক চুক্তি,

—নারীদের অধিকার সম্বন্ধীয়, ২৬২

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬২-৭০

আন্তর্জাতিকতা, শ্রমিকশ্রেণীর, ১০৪

আন্তর্জাতিকতাবাদ, ১০৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৪

আন্তর্জাতিকতাবাদী, ১০৪

আন্তর্জাতিক ধর্মসম্মেলন, ১০২

আন্তর্জাতিক ফেডারেশন, স্বাধীন ট্রেড

য়ুনিয়নসমূহের, ১০৩-৪

আন্তর্জাতিক বাহিনী, ২৩৪

আন্তর্জাতিক বিচার-আদালত, ১৪৬

আন্তর্জাতিক শ্রমিক-ঐক্য, ১০৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১০৪

আন্তর্জাতিক শ্রমিকদণ্ডের (জাতিসংঘের), ১০৪

আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান, ১০৪

আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ ('প্রথম
আন্তর্জাতিক' দ্রষ্টব্য), ১০৩, ২২৪

আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলন (জাতি-
সংঘের), ১০৪

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত, কমিউনিস্ট

—'লা' ইন্টারন্যাশনাল' দ্রষ্টব্য

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, ১৫০

আন্দোলন, ৭২, ১৮২

—বৈপ্লবিক, ৭২, ২১২

—শ্রমিকশ্রেণীর, ৭২, ১১০

—প্রগতিশীল, ১১২

—শান্তির, ১০২

—রাজনৈতিক, ভারতের জাতীয়, ১১৩,
১২০

—লুডাইট, ১১৪

ঐ, বিবরণ, ১১৪

—জাতীয়, ১৩৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৬

ঐ, বহুমুখী, ১৩৬

ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ১৩৬

—উদারপন্থীদের, ৮০

—'হোমফল', ভারতের, ২৭

—ট্রেড যুনিয়ন, ১০২, ১১০, ২৫১

—কৃষি-শ্রমিকদের, ১১০

—সকল শ্রেণীর মিলিত, ১৩৬

—উগ্র জাতীয়তাবাদী, ১৩৭

—যুদ্ধবিরোধী, ১৪৬, ২২৫

—পুনরুজ্জীবনের, (রিনাসান্স্) ইউরোপের,
১৭৮, ১৮০

ইহার স্থায়িত্বকাল, ১৮০

ইহার বহুবিধ তাৎপর্য, ১৮০

ঐ, সাংস্কৃতিক, ১৮০

—রিনাসান্স্, ১৮৩, ১২৬, ১২৭

—নতন, ভারতীয় সমাজে, ১৮৭

আন্দোলন,

—বুজোয়াশ্রেণীর, সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে, ১৮০

—জাতীয়, ভারতের, ১৮৯, ১৯১, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭

—নবজাগৃতি বা 'রিনাসান্স'-এর, শত-বর্ষব্যাপী, ভারতের, ১৮৯, ১৯১, ১৯৭

ইহার দুই ভাগ, ১৮২-২০

—সতীদাহপ্রথা-বিরোধী, ১৯০, ১৯৩

—বিধবাবিবাহের, ১৯০

—ভারতসম্রাজ্য কতৃক পরিচালিত, ১৯১

—বিদেশী বর্জনের, ১৯১

—'ইলবার্ট বিলের', ১৯১

—স্বদেশী, বঙ্গদেশের, ১৯১

—বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী, ২৪, ১৯১, ১৯৪

—আহু-মদীয়া, ১৯৩

ঐ, বিবরণ, ১৯৩

উহার কর্মপন্থা, ১৯৩

—নূতন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির, ১৯৫

—'সংশোধনবাদী', ২০০

ইহার উদ্দেশ্য, ২০০

ইহার মার্কসীয় সমালোচনা, ২০০

—সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, ইংলণ্ডের, ২০২

—রাজনৈতিক, ২১২, ২৭৭

—ভাবকল্পনাবাদ বা রমণ্যাসবাদের, ২১৩

—দাসপ্রথা-বিরোধী, ২২১

—সমবায়, ইংলণ্ডের, ২২২

—ট্রেড ইউনিয়নের, ইংলণ্ডের, ২২২

—চার্টিস্ট, ইংলণ্ডের, ২২, ৩৪, ৩৫, ২৫১

—সমাজবাদী, বিশ্বের, ২২৪, ২২৫

—গণক্লান্তের, ফাসিবাদের বিরুদ্ধে, ২২৫
৪২, ২৭১

—নিখিল আরবীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, ১৪৮

—জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের, ১৪৮

—একসাধনের, মুসলমান জগতের, ১৪৯

—বিশ্বের শান্তিরক্ষার, ১৫১

ইহার ভূমিকা, ১৫১

ইহার কর্মপন্থা, ১৫১

আন্দোলন,

—ধর্মীয়, মার্টিন লুথারের, ১৭৮

ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব, ১৭৮

আপস, ৭২, ২৪৯, ২৫৪

আপসবাদ, ৪৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৬

আফ্রিকা, ৩৭, ১৮১, ২২০, ২২১

—পূর্ব, ২৫২

—পশ্চিম, ২৫৩

—ঐ সম্বন্ধে বহু ভৌগোলিক তথ্য

আবিষ্কার, ১৮১

—বিভিন্ন রূপে দাসপ্রথার অস্তিত্ব, ২২১

—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ১৫

আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলন (বান্দুং-সম্মেলন
দ্রষ্টব্য) ১৪-১৫

আবাদী, ২২৮

আবাদী-কংগ্রেস, ২২৯

আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক, ২৫৩

আবিসিনিয়া, ১১, ১৭, ৪১, ২১৫

আবেগ, সহজাত, ১৫০

আমলাতন্ত্র, ২৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬

আমলাতান্ত্রিক মূলধন, ২৬

আমন্তদর্শন, ২৫১

আমেদশাহ্-দুরাণি, ১৮৬

—ভারত-আক্রমণ, ১৮৬

আমেরিকা, ৪২, ১১০, ১১৭, ১২৩ ১৩৮,

১৪৬, ১৪৭, ১৭৫, ১৮৬, ২০১,

২১১, ২২২

—ইহার সাম্রাজ্যবাদী খেতকায় জাতি, ১৭৫

আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার

(এ. এফ. অফ এল.), ৫-৬, ৪২

আমেরিকান রিপোর্টার, ২৭৩

আমেরিকার সংযুক্ত শ্রমিক-সংস্থা, ৫-৬, ৪২

আমেরিকাবাদ, নিখিল বা অখণ্ড, ১৪৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৭-৪৮

আমেরিকার বিপ্লব, ৬, ৬২

—ঐ, বিবরণ, ৬

আমেরিকা-সম্রাজ্য, নিখিল, ১৪৭

আয়, ১৩৪

- ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত, ১৩৪
- ইহার সমষ্টি, ১৩৪
- জনপ্রতি গড়, ১৩৪
- ইহা বাহির করিবার উপায়, ১৩৪
- প্রকৃত, ১৩৪
- ধনীদেব, ১৩৪
- দরিদ্রদেব, ১৩৪
- সমাজের প্রত্যেক স্তর বা শ্রেণীর, ১৩৫
- জাতীয়, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৫, ২৭৩
- ইহার বন্টন, ১৩৫
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৪-৩৫
- উহা স্থির করিবার উপায়, ১৩৫
- উহার হ্রাস-বৃদ্ধি, ১৩৫
- ভারতের জাতীয়, ১৩৫, ১৩৬
- উহার ব্যাখ্যা, ১৩৫-৩৬
- ঐ, দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে, ১৩৫
- ঐ, ১২৪৮-৪৯ সনের মূল্যাহুযায়ী, ১৩৫
- ঐ, ১২৫৫-৫৬ সনের মূল্যাহুযায়ী, ১৩৫
- ঐ, ১২৫৫-৫৬ সনের, ১৩৬
- ভারতের জনপ্রতি গড়, ১৩৫
- ঐ, ১২৫৫-৫৬ সনের, ১৩৬
- অনায়াসলব্ধ, ২৫৪
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৪
- স্বদখোরের, ২৫৫
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫৫-৫৬

আয়কর (‘আ য়’ দ্রষ্টব্য), ১৩৪, ২৪৮, ২৬৮

আয়ারল্যান্ড, ৫৪, ২৪১

আয়ুর্বেদ, ১৫৪

আরবজাতি,—‘সারাসেন’ দ্রষ্টব্য

আরবদেশ, ২১৫, ২৬৬

আরব-বার্বার সম্প্রদায়, ২১৫

‘আরব যুক্তরাষ্ট্র’, ১৪৮

—ইহার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ১৪৮

ইহার উদ্দেশ্য, ১৪৮

আরবলীগ, ১২, ১৪৮

—ঐ, বিবরণ, ১২

আরবীয় মুসলমান, ১৮১

আরব্বুন্ট, ইংরেজ লেখক, ১০৫

—*John Bull and His Island*, ১০৫

আরিস্তো, লুডো ভিকো, ১৮৩, ১৮৪

—তঁাহার কাব্যসাহিত্য, ১৮৩

—*Orlando Furioso*, ১৮৩

আরিস্তোতল, ১৩, ২১, ১২৬, ১৫৫, ১৫৬, ২১৭

—*The Organon*, ১৩

—গভর্নমেন্টের শ্রেণীভাগ, ২১

—রাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা, ২১

—শৈবতন্ত্রের ব্যাখ্যা, ২১

—কতিপয় ব্যক্তির শাসনের ব্যাখ্যা, ২১

—গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা, ২১

আরিস্তোতল,

—‘মেটাকজিক্স’ (অধ্যাত্মবাদ) শব্দের প্রথম ব্যবহার, ১২৬

—দর্শনশাস্ত্রের সীমানিনির্দেশ, ১৫৫

—বিভিন্ন শাস্ত্রের সীমানিনির্দেশ, ১৫৫

আরিস্তোতলের দর্শন, ১৩, ২১৭

—বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত, ১৩

—*Poetics*, ১৩

—*Politics* (রাজনীতি), ১৩

—‘পেরিপাতোস’ স্কুল, ১৩

আর্থিক-ব্যবস্থা, ভারতের, ১৬১

—ইহার দুইটি ভাগ, ১৬১

আর্থিক সংকট—‘সংকট’ দ্রষ্টব্য

আর্থিনিয়াস, ৮৫

‘আর্থ-কল্যাণ বিদ্যালয়’, ১২২

‘আর্থজাতি’, ১৩

—এই কথার উৎপত্তি, ব্যাখ্যা ও

ইতিহাস, ১৬

—ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদ, ৩৫

আর্থজাতিতত্ত্ব, ১০, ১৭৫

—নাৎসিদের, ১৭৫

আর্থনীতি,, ১৩৭

আর্থসমাজ, ১২১, ১২২, ১২৩

—ইহার বিবরণ, ১২১-২২

—বেদের আদর্শে সমাজগঠনের প্রয়াস, ১২১

—ইহার গণভিত্তি, ১২১

আর্ধসমাজ,

—পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-
সমাজের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ, ১২১-২২

—ইহার আদর্শ, ১২২

আইতদর্শন, ১৫৪

আল্‌ এখ্‌য়াতুল ইসলামী, ১৪২

আলজিরিয়া, ১০২

আলবানিয়া, ১০৪, ২২৬, ২৬২

আলসেস-লোরেন, ২৬৩

আলালের ঘরের দুলাল, ১২৬

আলি, উলায়েত, ২৬৬

—এনায়েত, ২৬৬

আলেকজান্দার, রুশসম্রাট, ৮

—তাঁহার হত্যা, ৮

আলেকজান্দ্রিয়া নগরী, ১৩৯

আশাবাদ, ১৪৫, ১৮৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৫

আশ্রিত জন, ১৭২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭২

আসাম প্রদেশ, ১৩৩

আহ্মদ, মির্জা গোলাম, ১২৩

—আহ্মদীয়া আন্দোলনের প্রবর্তন, ১২৩

—‘দ্বিতীয় ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ’রূপে, ১২৩

আহ্মদীয়া আন্দোলন—‘আন্দোলন’ দ্রষ্টব্য

৯

ইউক্রাইন, ২৬২

ইউনেস্কো, ১৭৫

ইউক্রেতিস্ নদী, ২১৫

ইউরোপ, ১০, ১৭, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪২, ৬০,

৬২, ৭২, ৮০, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২,

১০৫, ১০৯, ১১০, ১১৭, ১২১, ১২৩,

১২৭, ১৪১, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৯, ১৭৩,

১৭৫, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩,

১৮৪, ১৮৫, ২০০, ২১৩, ২১৪, ২২০,

২২৪, ২৪৫, ২৫১

—এখানে প্রথম মুদ্রায়ন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১৮১

—এখানে মার্শাল-প্র্যানের প্রয়োগ, ১০৯

সামন্ততান্ত্রিক, ২০৬

—ইহার ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা,

১৮৪

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন

—‘মার্শাল-প্র্যান’ দ্রষ্টব্য

ইউরোপীয় কাউন্সিল, বা ইউরোপীয়

পরিষদ, ৫৪

—ঐ, বিবরণ, ৫৪

ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরীক্ষা, ৫৪, ৯২

ইউরোপের নবজাগরণ, ৬০

ইংরেজ শাসন, ভারতের, ১৮৬

—ইহার প্রথম যুগ, ১৮৬, ১৮৭

ইংরেজী শিক্ষা, ১৮৭

ইংলণ্ড—‘গ্রেট ব্রিটেন’ দ্রষ্টব্য

ইকোয়েডর, ২৬৯

ইচ্ছা, অনিয়ন্ত্রিত, ৮৫

—স্বাধীন, ৮৫

ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য, ৮৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮৫

ইডিওলোজি—‘মতাদর্শ’ দ্রষ্টব্য

ইতালী, ১৭, ৩৫, ৫৩, ৭৮, ৭৯, ৮৭, ৯২,

১০৯, ১১২, ১৩২, ১৪৩, ১৮১,

১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ২২১, ২৩৫, ২৫১,

২৫৩, ২৬২

—ফাসিস্ত, ২৩৪

—ইহার ফাসিস্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ৫৩

ইতিহাস, ৮৭, ১১২, ১১৮, ১২১, ১২৪, ১৩৩,

২১৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯৪-৯৬

—আধুনিক ৯৪, ৯৬, ১২৮

—ঐ, সংজ্ঞা, ৯৬

—গ্রীক, ৯৪

—মানবের, ৬৫, ২১৩

মানবজাতির, ৯৪

ইহার তিন ভাগ, ৯৪

ইতিহাস,

- প্রাচীন (পুরাকাল), ২, ২৪, ২৬
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬
- সমাজের, ১২১
- মধ্যযুগের, ২৪, ২৬, ১২৬
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬
- ইহার অগ্রগতি, ১২১
- মার্ক্সীয়, ১২৪
- ইহার মূলভিত্তি, ১২৪
- হিরোডোটাসের, ২৫
- ইহার বিষয়বস্তু, ২৫
- রোমশাস্ত্রের, তাসিতুস-রচিত, ২৫
- জার্মানজাতির, তাসিতুস-রচিত, ২৫
- প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের, ২৫
- ইহার প্রধান ক্রটি, ২৫
- ইহার রচনার আধুনিক পদ্ধতি, ২৫
- ইহার বৈজ্ঞানিক গুণ লাভ, ২৫
- ইংলণ্ডের, রাঙ্কে-রচিত, ২৬
- ফ্রান্সের, ঐ, ২৬
- জার্মানীর, ঐ, ২৬
- অষ্ট্রিয়ার, ঐ, ২৬
- ভেনিসের, ঐ, ২৬
- পৃথিবীর বা জগতের, ২৬
- ইউরোপের, ২৬
- বস্তুবাদের, ‘বস্তুবাদ’ দ্রষ্টব্য
- প্রাকৃতিক, ২৬, ১৩৮
- ইহার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬
- সাংসারিক ব্যাপারের, ২৬, ১৭১
- শ্রেণী-সংগ্রামের, ১১৮
- জাতির বা জাতীয়, ১৩৩
- দর্শনের, ১৫৫
- ইংলণ্ডের, ১৮৫, ২৫০
- ভারতের নবজাগরণের, ১২১
- সাংস্কৃতিক প্রগতির, ভারতের, ১২৪
- শ্রমিক-আন্দোলনের, ২১২
- ধর্মীয় ভাবধারার, ২৪৯
- ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের, ২৬৬

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা—‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদ’ দ্রষ্টব্য

ইনস্টিটিউট অফ ইণ্টারন্যাশনাল ল, ১০২

ইণ্টারন্যাশনাল কেমিস্ট্রি অফ লেজিসলেশন অফ ট্রেন্ড
মুনিয়নস্, ২৫১

ইন্দোচীন, ২৩২

ইন্দোনেশিয়া, ৩৩

ইন্দ্রিয়, ২১২, ২৫৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১২

—ইহার বিভিন্ন প্রকার, ২১২

ইন্দ্রিয়াতীত, ২৫২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫২

ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ৭৪, ২৮, ২১৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৮

ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ, ৭৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৪

ইমার্সন, দার্শনিক, ২৫২

ইয়ং বেঙ্গলদল, ১৮২

—ইহার বিদ্রোহের ধ্বনি, ১৮২

ইয়দু-প্রাণ, ১২২

ইয়াকি, ২৭০

ইরাক, ১২৭, ১২৮, ১৪৮, ২৪১

ইরান, (‘পারস্ত’ দ্রষ্টব্য), ১০২, ১২৭, ১২৮

ইরাস্মাস, ডেসিডেরিয়াস, ১৮৪

—*The Praise of Folly*, ১৮৪

ইলবার্ট-বিল, ১২১

ইস্রায়েল, ২৬২

ইসলাম ধর্ম, ১৪২, ১৮০, ২১৫

—ইহার মূলকথা, ২৪২

—ইহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি, ১৮০

ইসলামবাদ, ১৪৮

—ঐ, নিখিল, ১৪৮

—আরব যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে

ইহার প্রভাব, ১৪৮

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ১৮৭

ইছদী, ২১, ১৮৪, ২৭১

—কৃশিয়ার, ২৭১

—জার্মানীর, ২৭১

—ইহাদের স্পেন হইতে বিতাড়ন, ১৮৪

ইছদী-জাতীয়তাবাদ, ২৭১

ইহুদী-জাতীয়তাবাদ,
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৭১
ইহুদী নির্ধাতন, ১০, ১৩৭
ইহুদী-বিষয়, ১০, ১৩৭
—ইহার কারণ ও ইতিহাস, ১০
ইহুদী-বৃন্দ, ২৭১

ইহুদী-রাজ্য, ২৭১
ইহুদী-সংস্কৃতি, ২৭১
ইহুদী-স্বতন্ত্রতাবাদ, ২৭১
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৭১
ইহুদীশাখা, ১৭৬
—ঐ, বিবরণ, ১৭৬

ঈ

ঈশ্বরতত্ত্ব, ২৩৭
—রাষ্ট্রস্বত্বীয়, ২৩৭
ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩৮

ঈশ্বরতত্ত্ব, ২৪৮
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৮

উ

উইলকিন্সন, চার্লস, ১৮৭
—ছাপাখানার জন্ত প্রথম বাংলা হরফ
উদ্ভাবন, ১৮৭
উইয়াট, টমাস, ১৮৫
—ইংরেজী ভাষায় প্রথম চতুর্দশপদী
(সনেট) কবিতা রচনা, ১৮৫
—‘কবিদের কবি,’ ১৮৫
উইলসন, উড্রো, প্রেসিডেন্ট, ৬৬, ৮৪, ১০৫,
১১২
—তাঁহার চৌদ্দদফা শর্ত, ৮৪
উইলসন কলেজ, ১২৪
উইলসন স্কুল, ১২৪
উইলিয়াম, অরেল্ডের, ২০৩
—ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ, ২০৩
উইলিয়ামস, জর্জ, ২৭০
—খৃষ্টান তরুণসমিতির প্রতিষ্ঠা, ২৭০
উচ্চশ্রেণী, ৮০, ১৪৪
উত্তমাশা অন্তরীপ, ১৮১, ১৮৬
উত্তর আটলান্টিক চুক্তি, ১২৭, ১২৮, ১৪৩
—ঐ, বিবরণ, ১৪৩
—ইহার উদ্দেশ্য, ১৪৩
উত্তর আটলান্টিক চুক্তি-সংস্থা, ১৪৩
—ঐ, বিবরণ, ১৪৩
—ইহার সদর দপ্তর, ১৪৩
উত্তর আফ্রিকা, ১৪৮, ২১৫
—ফরাসী, ১৪৮

উত্তর আমেরিকা, ৭২, ১৪৩, ১৪৭, ২০১,
উত্তর কোরিয়া—‘কোরিয়া’ দ্রষ্টব্য
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ১৩৩
উত্তর মীমাংসা, ১৫৪
—বেদব্যাঙ্গের, ১৫৪
উৎপাদক-সঙ্ঘ, ২২৪
উৎপাদন, সামাজিক, ৬৭, ৬৮, ৭৫, ১৪৪,
১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৫, ১৬৯,
১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৭,
২২০, ২২২, ২২৩, ২৫৮, ২৬১
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭০
—ইহার একত্রীকরণ, ৮২
—ইহার যন্ত্র, ১০২
—ইহার সীমাহীন বৃদ্ধি, ১১৭
—জাতীয়, ১৩৪
ইহার সংজ্ঞা, ১৩৪
ইহার সহিত জাতীয় আয়ের সম্পর্ক,
১৩৪
—ইহার বাস্তব উপাদান, ১৪৪
—পণ্যের, ১৪৪, ১৬৯
—ইহার মূল শক্তি, ১৫৮
—পরিকল্পিত, ১৫৯
—খনদৌলতের, ১৬৬
—সামাজিক, ২২০
উৎপন্নদ্রব্য, ১৬৯
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৯-৭০ .

উৎপন্নপ্রবাহ,

—পণ্যের সহিত পার্থক্য, ১৬২

—ইহার পণ্যের রূপ গ্রহণ, ১৬২

উৎপাদন-ক্রিয়া, ১৭০, ১২৭

উৎপাদন-ক্ষমতা, ৬৩, ১৫৮, ২৬০, ২৬২

উৎপাদন-ক্ষেত্র, ১৫৬

উৎপাদন-ধরচ, ১৫৭, ১৬৮, ১২৮, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০

উৎপাদন-ধারা, ১১৭, ১৭০, ২৫৮, ২৫৯

—সামাজিক, ১৭০

উৎপাদন-নৈপুণ্য, ২৬০

উৎপাদন-পদ্ধতি বা কৌশল, ৪৫, ৬২, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৮, ১৭০, ২৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭০-৭১

—সমাজের স্থিতি ও বিকাশের মূল ভিত্তি-
স্বরূপ, ১৭১

—সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী ভিত্তিরূপে, ১২১

—ধনতাত্ত্বিক, ১৭০-৭১

—ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে, ২২২

উৎপাদন-প্রথা, ধনতাত্ত্বিক, ২৬৫

উৎপাদন-বিভাগ, ১২৮

উৎপাদন-ব্যবস্থা, ৩১, ৫৬, ৫৯, ৬৪, ১১২, ১২০, ১৫৬, ১৫৮, ১৬২, ১৭০, ২০১, ২২০, ২২৬, ২৪০, ২৫৩

—উহার কেন্দ্রীকরণ, ৩১

—ধনতাত্ত্বিক, ৩৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ১৬৫, ১৬২, ১৭০, ২২২

—বুর্জোয়াশ্রেণীর, ২০১

—উহার সামাজিক রূপ গ্রহণ, ৫৬, ৬৮

—উহার বিকাশ, ৮২

উৎপাদন-যন্ত্র, ১০২, ১৭১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭১

উৎপাদন-শক্তি, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ১১৮, ১১৯, ১৬৫, ১৭০, ১৭১, ২২০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭১

—ইহার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি সাধন, ৫৫

উৎপাদন-সংকট, ৫৪

উৎপাদন-সম্পর্ক বা সম্বন্ধ, ৫৬, ৬৭, ১৫২, ১৬৫, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ২২০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭১

উৎপাদন সম্পর্ক বা সম্বন্ধ,

—সামন্ততাত্ত্বিক, ১৫২

—সামাজিক, ১৬৫

—পাঁচ প্রকার, ১৭১

—আদিম গোষ্ঠীপ্রথামূলক, ১৭১

—দাসপ্রথামূলক, ১৭১

—সামন্তপ্রথামূলক, ১৭১

—ধনতাত্ত্বিকপ্রথামূলক, ১৭১

—সমাজতাত্ত্বিকপ্রথামূলক, ১৭১

—ইহার উৎপত্তি, ১৬৫

—ইহার বিকাশ, ১৬৫

—ইহার বিলোপ, ১৬৫

উৎপীড়ন, সামন্ততাত্ত্বিক, ১২৩

—ঐ, ভারতের বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর, ১২১

উদারনীতি বা উদারবাদ, ১১৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১৩

উদারপন্থী, ৭৮

—ইউরোপের, ৮০

উদারনৈতিক পার্টি বা দল, ১১৩, ১৮৭

—ঐ, বিবরণ, ১১৩

—ঐ, ইংলণ্ডের, ২৬৯

উদ্দেশ্যবাদ, ২৪৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৭

উত্তর্জন, যোগ্যতমের (‘যোগ্যতমের উত্তর্জন’
দ্রষ্টব্য), ৬০, ৬১, ১৩২, ২৪৫

উদ্বৃত্তপত্র, ১৮

—ঐ, সংজ্ঞা, ১৮

উদ্বৃত্ত মুনাফা, ১২৮

উদ্বৃত্তমূল্য (‘মূল্য’ দ্রষ্টব্য), ২, ১১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৪, ৭৭, ১০২, ১১২, ১৪৭, ১৬২, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ১৯৭, ২৪৪, ২৪৫, ২৬১, ২৬৪

—অতিনিরপেক্ষ, ১

—ইহার তিনটি ভাগ, ১৫২, ১৭১, ১৯৭

—ইহার হার, ১৭৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৬, ২৬১

উদ্ধৃত শ্রম (‘শ্রম’ দ্রষ্টব্য), ২৪৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৪-৪৫

উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, ১৫২, ১৬০

—কৃষি ও শিল্পের, ১৬১

উপকরণ, উৎপাদনের, ৭৭, ৯৩, ৯৪, ১০১,
১০৮, ১২৫

উপকথা—‘পুরাণ’ দ্রষ্টব্য

উপকরণ, উৎপাদনের, ৭৭, ৯৩, ৯৪, ১০১,
১০৮, ১২৫, ১২৬, ১৬৫, ১৭১,
১৭৩, ২২০, ২২৩, ২৬২, ২৬৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭১

—ব্যবহারের বা প্রয়োজন মিটাইবার, ১২৫

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৫

—বিনিময়ের, ১২৫

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৫

—জীবনধারণের, ১২৫

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৫

—লেনদেনের, ১২২

—সঞ্চয় ও পুঁজির, ১২২

—আত্মমুখী, ১৪৪, ২৪২

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৪

—পণ্যোৎপাদনের, ১৬৫, ১৭১

—জীবিকানির্ভারের বাস্তব, ১৬৫, ১৭০, ২৪৮

—সামাজিক বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয়,
১৭০

—শ্রমের, ১৭১

—শ্রমিকের জীবনধারণের, ১৭৭, ২৬২

উপদল, ৭৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৮

—সংগ্রামবিরোধী, ২১২

উপনিবেশ, ২৫, ৬৪, ১০০, ২১৮, ২৫৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪১-৪২

—বুটিশ, বিভিন্ন প্রকারের, ২৫, ২৪১

—জার্মানীর, ২৬৩

—আধা বা অর্ধ, ৪২, ৬৪

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪২

—স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত বা স্বায়ত্তশাসিত,

(‘ডোমিনিয়ন’ দ্রষ্টব্য) ২৫, ৭২

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪১-৪২

উপনিবেশ,

—আমেরিকানিহিত, বি ভি ব্ল ইউরোপীয়
রাষ্ট্রের, ১৪৭

উপনিষদ, ১২১, ১২২, ১২৬, ২৪৩

উপন্যাস-সাহিত্য, ২১৩

—ইহার নতুন ধারা, ২১৩

—সামাজিক, ২২২

উপাদান, ১৪৪, ২৩১, ২৪২

—আত্মমুখী, ২৪২

—মূল, ২৩১

—বাস্তব, ১৪৪

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৪

ঐ, উৎপাদনের, ১৪৪

উপবেদ, চারিটি, ১৫৪

উপবেশন-ধর্মঘট (‘ধর্মঘট’ দ্রষ্টব্য), ৪২

উপযোগ বা উপযোগিতা, ২৫১, ২৫৬, ২৫৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৬

—সামগ্রিক, ২৫১, ২৫৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৬

—প্রাস্তিক, ১১৬, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০

—পার্থক্যিক, ১১৬, ২৫৬, ২৫৭

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৬-৫৭

উপযোগতত্ত্ব, ২৫৭, ২৫৮

—মূল্যের প্রাস্তিক, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৭-৫৯

ইহার সৃষ্টি, ২৫৭

ঐ, সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী সমালোচনা,
২৫৭-৫৯

উপযোগিতাবাদ, ২১, ১৫৩

—জেরিমি বেন্থামের, ১৫৩

—জন স্টুয়ার্ট মিলের, ১৫৩

উপরদ্রষ্টপতি, ভারতের, ১৫০

উপসমিতি, নির্বাচিত, ২১৮

উরফোক্তা জাতি, ১৩

ঋণ

ঋণেদ, ১৫৪, ১৭২

ঋণ, ১৫২, ২২০, ২৫৫

—জাতীয়, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮

ঋণ,

—সরকারী, ২১৯

ঋণ-পত্র, ৫৮, ৬১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬১

এ

- একচেটিয়া, ১৩০
একচেটিয়া অবস্থা, ৭৭, ৮২, ৯২, ১০০,
১৩০, ২৪৪
একচেটিয়া কারবার, ১৩০
একচেটিয়া সজ্জ, ৭৭, ৮২, ৯২, ১০০, ১৩০,
১৩১
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩০-৩১
—ইহার উৎপত্তি, ৯২, ১৩০
—ইহার ভ্রম অবস্থা, ১৩০
—ঐ, কারবারী-সজ্জ (একচেটিয়া), ১৩১
ইহার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩১
—অতিকায় বা চরম, ২৪৪
ইহার ব্যাখ্যা, ২৪৪
—ধনতাত্ত্বিক, ৭৭
—আন্তর্জাতিক, ১০০
একত্রকারী, আইনসভার, ২৬২
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬২
একত্রীকরণ, উৎপাদনের, ৮২
একনায়কত্ব, ১, ৭০
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭০
—শ্রমিক বা শ্রমিকশ্রেণীর, ৬৫, ৭০, ১০৩,
১২০, ২০৬, ২২৪, ২৩৩, ২৪০, ২৫২
ইহার রাজনৈতিক রূপ, ২০৬
ইহার তাৎপর্য, ৭০
ইহার তত্ত্ব ও কর্মকৌশল, ১১৩
স্তালিনের সংজ্ঞা, ৭১
লেনিনের ব্যাখ্যা, ৭১
ইহার ঐতিহাসিক ভূমিকা, ৬৫
ইহার অবসান, ৬৫
—ছদ্মবেশী, মূলধনী বা বুর্জোয়াশ্রেণীর,
৭০, ২৩২
—জনগণের বা জনগণের গণতান্ত্রিক,
৭০, ১৫২
—শ্রমিকশ্রেণীর, সোবিয়ৎ ইউনিয়নে, ৭১
—সামরিক, প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক, ৭২
একমেবাবিতীয়ম, ১
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১
একেশ্বরবাদ, ১৩২, ১৭২, ১৮০, ২৪২
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩২
—বৈদিক, ১৩২
—ইহার উৎপত্তি, ১৭২
—ইহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি, ১৮০
এঙ্গেলস্, ফ্রেডরিখ্, ৪, ২০, ৬৮, ৪৫, ৫৬,
৬৬, ৬৮, ৮৪, ১১৫, ১১৮, ১২১, ১২৪,
১২৫, ১২৬, ১৬৫, ১৭৩, ২০০, ২০৭,
২২৩, ২২৪, ২৩১, ২৩৮, ২৬৭
—অজ্ঞেয়তাবাদ সম্বন্ধে মত, ৪
—অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের ব্যাখ্যা ও
উহার প্রতিবাদ, ৬৬
—*Socialism : Utopian and
Scientific*, ৬৬, ৬৮
—ডায়ালেকটিক্-এর সংজ্ঞা, ৬৭
—সভ্যতার স্তরের সংজ্ঞা, ৬৬
—*Anti-Duhring*, ৪, ৬৭, ৬৮, ১২১,
১২৬, ১৪৪, ১৬৫, ২৩৮
—ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সামাজিক উৎ-
পাদনের ফলভোগ সম্বন্ধে উক্তি, ৬৮
—অসঙ্গতির অসঙ্গতি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত
উল্লেখ, ৬২
উহার ব্যাখ্যা, ৬২, ৭০
—*Dialectics of Nature*, ৬২, ৭০
—ফুরিয়েবাদের সমালোচনা, ৮৪
—*Ludwing Feuerbach*, ৮৪, ২৩১
—মার্ক্‌সের সহযোগিতায় রচিত
Communist Manifesto, ৩৮,
৫৬, ১১৫, ১৭৩, ২২৩
—মার্ক্‌সের সহযোগিতায় 'আন্তর্জাতিক
শ্রমিকসজ্জ' প্রতিষ্ঠা, ১০৩
—লুশ্পেন প্রোলেতারিয়াত সম্বন্ধে মত,
১১৫
—শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির প্রচার, ১১৮
—বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য
নির্ণয়, ১২১
—হেগেলের ভাববাদের সমালোচনা, ১২১

এভেলস্, ফ্রেডারিক্,

—বস্তুবাদের কদম্ব ও ইহাকে চারিত্রিক
উচ্ছ্বাসতার দার্শনিক যুক্তি হিসাবে
ব্যবহার সম্বন্ধে উক্তি, ১২১

—দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিশ্লেষণ, ১২৪

—পণ্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে মত,
৪৩

—দর্শনের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক
বিজ্ঞানে লয়-প্রাপ্তি সম্বন্ধে, ১২৪-২৫

—দর্শনশাস্ত্রকে গণমানবের উন্নততর
জীবনের দাবির অভিব্যক্তিরূপে
বিচার, ১২৫

—পূর্বের দার্শনিকগণের ত্রুটি সম্বন্ধে মত,
১২৫

—যান্ত্রিক বস্তুবাদের সমালোচনা, ১২৫-২৬

—আত্মমুখিতা সম্বন্ধে মত, ১৪৪

—অর্থনীতি বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সংজ্ঞা, ১৬৫

—বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদের আদর্শ, ২২৩

—‘কমিউনিস্ট লীগ’ গঠন, ২২৩

—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দেশ, ২২৩

—*On Capital*, ৪৩

—বিশ্বের সমাজবাদী আন্দোলন পরি-
চালনা, ২২৪

—আত্মার ধারণা সম্বন্ধে উক্তি, ২৩১

—রাষ্ট্র সম্বন্ধে মত, ২৩৮

—*The Origin of the Family,
Private Property and the
State*, ২০, ৩৬, ২৩৮, ২৪১

—রাষ্ট্রের লোপ বা মৃত্যু সম্বন্ধে উক্তি, ২৪১

—যুদ্ধ সম্বন্ধে মত, ২৬৭

—তাহার মৃত্যু, ২২৪

এজেন্ট-প্রোভোকেচার, ২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২

এডাম্‌স্, জন কুইন্‌সি, ১২২

—যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকানপার্টি গঠন, ১২২

এথেন্স, প্রাচীন, ২৫, ১৪৫, ১৮৩, ২৩০, ২৪১

এণ্ড্রুজ্জ্‌ সি. এফ., ১৮৭

—*The Indian Renaissance*, ১৮৭

‘এন্টারপ্রেনার’, ৭৫

এন্‌রেজার্স্‌ দল, ২০৫

—ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ, ২০৫

এ্যানাক্সিজম্—‘নেরাষ্ট্রবাদ’ দ্রষ্টব্য

এ্যালসেস্-লোরেন, ৮৪, ১৪২

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৭৫

এনসাইক্লোপেডিস্ট, ৭৪

এপিকুরাস্‌, ২৪২

এপিকিউরাস্‌, গ্রীক দার্শনিক, ৭৫, ২৪,
১২২, ২৫৬,

—তাহার দর্শন (ভোগপরায়ণতাবাদ), ৭৫

—তাহার মত, ১২২

—মানবহিতবাদ প্রচার, ২৫৬

এম.আর.পি. দল, ফ্রান্সের, ২৪২

এলফিন্‌স্টোন কলেজ, ১২৪

এলিজাবেথ্‌, অষ্ট্রীয়ার সম্রাজ্ঞী, ৮

—তাহার হত্যা, ৮

এলিজাবেথ্‌, বৃটেনের রানী, ১৮৫, ২২১

এশিয়া, ১১০, ২২৬, ২৩১, ২৩২

—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ১৫, ১০২

—ইহার সংযোগ-সম্মেলন, ১৫

—পশ্চিম, ৩৬, ৩৭

—দক্ষিণ-পূর্ব, ৪১

এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন (‘বান্দুং সম্মেলন’
দ্রষ্টব্য), ১৪-১৫, ২৩২

এশিয়া মাইনর, ২৬

এস্টেট্‌ জেনারেল (‘কনস্টিটিউয়েন্ট
অ্যাসেম্বলি’ দ্রষ্টব্য) ৪২

ঐ

ঐক্য,

ঐক্য, ৮৮, ২২৬

—আভ্যন্তরিক, ১৩৪

—কার্যক্ষেত্রে, ‘ফ্রন্ট’ দ্রষ্টব্য

—ধারণার, ১৪৪

—জগতের সকল মুসলমানের, ১৪২

—রাজনৈতিক, সকল মুসলমানের, ১৪২

—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, দক্ষিণ-পূর্ব
এশিয়ার, ২৩২

ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট, জনগণের—‘ফ্রন্ট’ দ্রষ্টব্য

—ফাসিবাদের বিরুদ্ধে, ১৪৪

—কমিউনিস্ট পার্টির সহিত সংস্কারপন্থীদের
এবং শ্রমিক ও শ্রমজীবীজনগণের
কাজের, ‘সংযুক্ত’ বা ‘ঐক্যবদ্ধফ্রন্ট’ দ্রষ্টব্য

—সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকদের, ৮৭

ঐতিহাসিক, ২৪

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ২৪

ঐতিহাসিক কর্তব্য, ২০৮

—বুর্জোয়াবিপ্লবের, ২০৮

—শ্রমিকশ্রেণীর, ২২২

ঐতিহাসিক তত্ত্ব, ২৩৮

—রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধীয়, ২৮৮

ঐতিহাসিক ধারা, ১৬৫

—সামাজিক উৎপাদনের, ১৬৫

ঐতিহ্য, ১৪৩, ১৫০, ১৮০, ১৮২

—ইহার জন্ত গর্ব, ১৫০

—সংগ্রামের, ২৭

—মার্কিন অর্থনৈতিক, ১৪০

—দেশের, ১৫০

—প্রাচীন রোমক, ১৮২

—হিন্দু জনসাধারণের, ১২২

ঐহিকবাদ, ২১৮

—ঐ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৮

ঐশ্বরিকশক্তি, ১২২, ২৩৭

—রাজাদের, ১২২, ২৩৭

ও

ওয়ার্কার্স যুদ্ধ, ২০৬

ওয়ার্কিং মেন্‌স্‌ এসোসিয়েশন, লণ্ডনের, ৩৪

—উহার চার্টার বা দাবিসমূহ, ৩৫

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, ইংরেজ কবি, ২১৪

ওয়ারশ-সম্মেলন (১৯৫০), বিশ্বশান্তি-

আন্দোলনের, ১৫২

ওয়ালফ্রিট, ২৬৬, ২৬৭

—ঐ বিবরণ, ২৬৬-৬৭

ওয়াশিংটন, জর্জ, ২০২

—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সভাপতিরূপে,
২০২

ওয়াশিংটন নগরী, ১৪৩, ১৪৭

ওয়াহাব, আব্দুল, ২৬৬

—নূতন ধর্মমত প্রবর্তন, ২৬৬

ওয়াহাবী ধর্মমত, ২৬৬

—ঐ ব্যাখ্যা, ২৬৬

ওয়াহাবী বিদ্রোহ (‘বিদ্রোহ’ দ্রষ্টব্য), ১৮২,
১৯১, ২৬৬

—ঐ সম্প্রদায়, ভারতের, ২৬৬

ইংরেজ রাজের সহিত যুদ্ধ, ২৬৬

ওয়েনবাদ—‘মতবাদ’ দ্রষ্টব্য

ওয়েন, রবার্ট, ৮৪, ১৪৫, ১৪৬, ২২২,
২২৭, ২৫১

—তাঁহার মতবাদ, ১৪৫-৪৬

ওয়েন, রবার্ট,

—সমাজ-সংস্কারকরূপে, ১৪৫

—তাঁহার সমাজবাদী পরিকল্পনা, ১৪৫

—নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, ১৪৫

—শ্রমিক-আন্দোলনের নায়করূপে, ১৪৬

—শ্রমিক-শিশুদের জন্ত প্রথম বিজ্ঞানায়
স্থাপন, ১৪৬

—আদর্শ ‘কমিউনিস্ট কলোনি’ প্রতিষ্ঠার
চেষ্টা, ১৪৬

—ইংলণ্ডে প্রথম ‘সমবায়-সম্ম’ স্থাপন, ১৪৬

—ইংলণ্ডের প্রথম ট্রেড যুনিয়ন গঠন, ১৪৬,
২৫১

—ইংলণ্ডে প্রথম ফ্যাক্টরি-আইন প্রণয়ন,
১৪৬

—মানব-চরিত্রের নূতন ব্যাখ্যা, ১৪৬

—মহুগু-চরিত্র সংশোধনের নূতন উপায়
নির্ধারণ, ১৪৬

—সমবায়মূলক আদর্শ কারখানা স্থাপন, ২২২

—তাঁহার আদর্শ, ২২২

ওয়েব, সিড্‌নি, ৭৮

—বিয়েটিস্‌, ৭৮

ওয়েস্টমিনস্টার-আইন, ১৯৩১ সালের, ২৫, ৪৩

ওলকট্‌, কর্নেল, ২৪৯

‘ওলিগার্কি’—‘শৈবতন্ত্র’ দ্রষ্টব্য

কংগ্রেস, ভারতের জাতীয়, ৪৬, ১০০, ১১৩,
 ১৩২, ১৩৩, ১৮৬, ১২০, ১২১, ১২৪,
 ১২৫, ২২৮, ২২৯, ২৪৫, ২৫২
 —ইহার প্রতিষ্ঠা, ১২১,
 —সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ৪৬-৪৯, ১২৪-২৫
 —সুসার্ট-অধিবেশন (১২০৭), ৪৭
 —লঙ্কো-অধিবেশন (১২১৬), ৪৭
 —কলিকাতা-অধিবেশন (১২২৮), ৪৭
 —ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির
 ভিত্তিতে চরমপত্র, ৪৭
 —লাহোর-অধিবেশন (১২৩০), ৪৭
 —পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গ্রহণ, ৪৭, ২৪৫
 —গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য
 আন্দোলন, ৪৭
 —লঙ্কো-অধিবেশন (১২৩৬), ৪৭
 —জাতীয় ক্রটের রূপ গ্রহণ, ৪৭
 —সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিস্তবিরোধী আন্ত-
 জাতিক আন্দোলনের সহিত সংযোগ
 স্থাপন, ৪৭
 —১২৩৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র
 গ্রহণ, ৪৭
 —নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, ৪৭
 —ফরোয়ার্ডব্লকের সৃষ্টি, ৪৮
 —রামগড়-অধিবেশন (১২৩৯), ৪৮
 —ক্রিপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, ৪৮
 —‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব গ্রহণ, ৪৮
 —‘আগস্ট-আন্দোলন’, ৪৮
 —শাসন-ক্ষমতালোভ, ৪৯
 —মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা, ১৩২
 —ইহার জনযুগ, ১০৫
 —আবাদী-অধিবেশন (১২৫৪), ২২৮
 কংগ্রেস, সোবিয়ৎ, ২০৮, ২১০
 —প্রথম, ২০৮, ২১০
 —ঐ প্রথম অধিবেশন, ২০৮
 —রুশিয়ার রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণ, ২১০
 —দ্বিতীয় অধিবেশন, ২১১
 কংগ্রেস অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন্
 (সি-আই-ও), ১১০

ককেশীয় শাখা, পশ্চিম-এশিয়ার, ১৭৫
 কন্জারভেটিভ পার্টি—‘রক্ষণশীলদল’ দ্রষ্টব্য
 ‘কনফেডারেশন, আন্তর্জাতিক’, ১১০
 ‘কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’, ৪২, ২০৪
 —ফরাসীদেশের, ২০৪
 —ঐ ইতিহাস, ৪২
 —ঐ কর্তৃক ‘মানবাধিকার ঘোষণা’ রচনা,
 ৪২
 —ঐ কর্তৃক ফ্রান্সকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা,
 ৪২
 কনস্টিটিউনোপল, ২৬, ১৮২
 কনাদ, ১৫৪
 কনাদ-দর্শন, ১৫৪
 কপালকুণ্ডলা, ১২৫-২৬
 কপিল, ১৫৪
 কবর-খননকারী, ধনতন্ত্রের, ১১৮
 কবিতা, ১২৬
 —রবীন্দ্রনাথের, ১২৬
 —স্বদেশভাষা, ১২৬
 —পারশুর, ২৪৩
 ইহার বিষয়বস্তু, ২৪৩
 কবির, ২৪৩
 কমনওয়েলথ, ব্রিটিশ, ২৪, ২৫, ৪১, ৪৪, ৭২,
 ২০৩, ২৪১
 —কো-অপারেটিভ, ২২৮
 কমনওয়েলথ অফ নেশন্স, ৪৩, ৪৪
 —ঐ বিবরণ, ৪৩-৪৪
 কমলাকান্ত, ১২৬
 কবাইন, ‘শিল্পসম্মত’ দ্রষ্টব্য
 কমিউন-সমাজ, আদিম, ২২০
 কমিউনিজম, ৪৪, ৭১, ৭২, ২২৬, ২৪০, ২৬২
 —ঐ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৪-৪৫
 —ইহার প্রথম স্তর, ৪৫, ২৪০
 —ইহার উচ্চতর স্তর, ৪৫
 —ঐ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৫
 —উহার নীতি, ৭৬
 —আদিম, ১৬২
 কমিউনিষ্ট, ৬৩, ৮৬, ১০২, ১০৩, ২২৬, ২৭০

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, তৃতীয়, 'আন্ত-
জাতিক' দ্রষ্টব্য
কমিউনিস্ট কলোনি, ১৪৬
কমিউনিস্ট পার্টি, ২২, ২৩, ৪৫, ৮৬, ১০৩,
১১২, ১২০, ১৫৮, ১৬৪, ২০১, ২০৬,
২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২৩২, ২৩৩,
২৩৪, ২৪৬, ২৫১, ২৭০
—ঐ ব্যাখ্যা, ৪৫
—ইহার সভাপদ লাভের উপায়, ৪৫
—ইহার সহিত সংস্কারপন্থীদের এবং শ্রমিক
ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য, ৮৬
—ইহার আন্তর্জাতিক সঙ্গীত, ১০২
—শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশরূপে, ১০৮
—সোবিয়ৎ ইউনিয়নের, ২৩
—চীনের, ২৪
—রুশিয়ার, ২২২
—'সংশোধনবাদ' ও সংস্কারবাদের
বিরোধিতা, ১২০
—ইহার উচ্চ সংগঠন (পোলিট ব্যুরো),
১৬৪
—দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের
মিলনের চেষ্টা, ২২৫
—স্পেনের, ২৩৪
—জার্মানীর, ২৩৫
—ফ্রান্সের, ২৪২
কমিউনিস্ট-বিষয়, ২২৬
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, ৩৮, ৪৫, ৫৬,
১১৫, ২২৩
—লুশেন প্রোলেতারিয়াত সম্বন্ধে
উদ্ধৃতি, ১১৫
কমিউনিস্ট-সভ্য, আন্তর্জাতিক—
'আন্তর্জাতিক' দ্রষ্টব্য
কমিউনিস্ট লীগ বা সভ্য, ৪৫, ২২৩, ২৭০
—ঐ, ব্যাখ্যা, ৪৫
—তরুণ বা 'ইয়ং', ২৭০
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৭০
কমিউনিস্ট (সমাজবাদী) সমাজ, ৪৪, ৪৫,
৬৫, ১৪১, ১৪৬, ২২৩, ২৪০, ২৪১
—আদিম, ৬৯, ১৬৯

কমিউনিস্ট (সমাজবাদী) সমাজ,
—ভবিষ্যতের, ৬৯
—ইহার বৈশিষ্ট্য, ৬৯
—রবার্ট ওয়েনের আদর্শ, ১৪৬
—ইহার প্রথম স্তর ১২০, ২২৩
— „ উচ্চতর স্তর, ২২৩
কমিউনিস্ট—'আন্তর্জাতিক' দ্রষ্টব্য
কম্বোডিয়া, ২৩২
কর, ১৩৪, ১৩৫, ১৫৬, ২৪৮, ২৬৮
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৮
—আয়, ১৩৪, ২৪৮
—প্রত্যক্ষ, ১৩৪, ২৪৮
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৮
—পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, ১৩৪, ১৩৫, ২৪৮
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৮
—ইহার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত জাতীয় আয়ের
সম্পর্ক, ১৩৫
—জাতীয়, ১৩৬
—অতিরিক্ত, ২৪৪
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৪
কর্ডোবা, ২১৬
কর্তার বিষয়, ১৪৪
—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৪৪
কর্তাসম্বন্ধীয়—'আত্মপক্ষ' দ্রষ্টব্য
কর্তৃত্ব, কেন্দ্রীয়, ৮৮
কর্তৃপক্ষ, ১৪৪, ২৪২
—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৪৪
কর্নওয়ালিশ, লর্ড, ২০২
কর্পোরেট স্টেট—'শ্রেণীসহযোগিতামূলক
রাষ্ট্র' দ্রষ্টব্য
'কর্পোরেশন' ৫২, ১৩১
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩১
—ইহার ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র, ৫৩
কর্মকৌশল, ৮৭, ১১৩
বা
কর্মপন্থা, ৮৬, ১১৩, ১৪১, ১৬৪, ২১৮,
২২৭, ২৫২
বা
কর্মপদ্ধতি, ১১৩
—মার্ক্সবাদী বা মার্ক্সীয়, ৮৬, ২২৪

কর্মপদ্ধতি,

- গণক্রেটের, ৮৬
- বিশ্বালামূলক উগ্র, ১১২
- সমাজবাদী সমাজ গঠনের, ২২৭
- শ্রমিক বিপ্লবের, ১১৩
- লেনিনবাদের, ২৫২
- শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের, ১১৩
- শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের, ১১৮
- নূতন অর্থনৈতিক, ১৪১
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৪১-৪২
- ইহার উদ্দেশ্য, ১৪১
- কোন শ্রেণীর, ১৬৪
- বৈপ্লবিক, কোন শ্রেণীর, ২২২

কর্মপ্রচেষ্টা, সংস্কারমূলক, ১৮৯

- বিভাগসাগরের, ১৮৯
- বাংলাদেশের সামাজিক-ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক, ১২০

কর্মফলতত্ত্ব, ১৮৯

কর্মেশ্বর, ২১৯

- চারি প্রকার, ২১৯,

কলাশাস, ১৮১

- আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার, ১৮১

কল্প, ১৫৪

কল্পনা, ২১৩, ২৩৭

কল্পনাবিলাস—‘কল্পনারাজ্য’ দ্রষ্টব্য

কল্পনা-রাজ্য, ২৫৯

- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৯

কল্পপন্থা, —‘ভাবকল্পনাবাদ’ দ্রষ্টব্য

কলাশিল্প, ৮২, ৮৭, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৯৪, ২১৩, ২১৫, ২১৬

- গ্রীসের, ৯৪, ১৮২

- স্পেনের, ১৮৪

- ভারতের, ১৮৬, ১৮৭

কলিকাতা, ১১০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪

কলোম্বো-পরিকল্পনা, ৪১

- ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৪১

কস্মস্ (cosmos), ৫৩

- এই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার, ৫৩

কাউন্সিল, কার্ল, ৩২, ২৪৩

- বিশ্বজোড়া পরিকল্পিত ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে, ৩২

কাউন্সিল, ২৩৩

- সর্বোচ্চ, সোবিয়ৎ ইউনিয়নের, ২৩৪

ইহার নির্বাচন ও গঠন পদ্ধতি, ২৩৩-৩৪

ইহার দুইটি কক্ষ, ২৩৩

- যুক্তরাষ্ট্রীয়, ২৩৩

- জাতিসমূহের, সোবিয়ৎ ইউনিয়নের, ২৩৩

কাঁচামাল, ৭২, ১২৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৭৭, ২৪৮, ২৫৮

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭

কাঠামো (‘গঠন’ দ্রষ্টব্য), ৭৩, ১১৮, ১২১, ২৪২

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪২

- অর্থনৈতিক, ৭৩, ১১৮, ১২১

ইহার চরিত্র, ১২১

- মূল, ২৪২

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪২

কান্, প্রতীকবাদী, ২৪৫

কান্ট, ভিক্টর ইমানুয়েল, ১২, ৩৪, ৭৩, ১০৬, ১৭৭, ২৪৭, ২৫২

- পূর্বজ্ঞান বা স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে, ১২

- তাহার শক্তিতত্ত্ব বা গতিতত্ত্ব, ৭৩.

- তাহার দার্শনিক মত, ১৭৭

- উদ্দেশ্যবাদের আলোচনা, ২৪৭

- Critique of Judgment*, ২৪৭

কান্টবাদ বা কান্টের দর্শন, ১০৬

- ঐ, ব্যাখ্যা, ১০৬

কানাডা, ২৫, ৪২, ৪৩, ৭২, ১৪৩, ২৪১

কাফ্লিন, ফাদার, ৮১

কাব্য, ১৮১, ১৯৬, ২১৩, ২৪৫

- দান্তের, ১৮২

- চসারের, ১৮২

- পেট্রার্কের, ১৮৩

- ইতালীর ‘রিনাসান্স’যুগের, ১৮৫

- মাইকেল মধুসূদনের, ১৯৫

কাব্য,

—রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের, ১২৬

—হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের, ১২৬

—নবীনচন্দ্র সেনের, ১২৬

কাব্য-সাহিত্য, ১৮৫

—‘রিনাসান্স’ যুগের, ১৮৫

ইহার বৈশিষ্ট্য, ১৮৫

—এলিজাবেথের যুগের, ১৮৫

কামাল আতাতুর্ক, ১৪২

বা

কামাল পাশা, ১৪২

—তুরস্কের খলিফার শাসনের উচ্ছেদ, ১৪২

কারণ, ৬৬, ১৪৪, ১৭৭, ২৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭

কারনট, প্রেসিডেন্ট, ৮

—তাঁহার হত্য, ৮

কারবার,

—একচেটিয়া, ১৩০

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩০-৩১

—যৌথ, ১০৬, ১১৪

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৬

কারবারী প্রতিষ্ঠান, যৌথ, ১০৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৬

কারবারীসম্বন্ধ, একচেটিয়া, ২২, ১৩১,

১৪৫, ২৪৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩১

—অতিকায় বা চরম একচেটিয়া, ২৪৪

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৪

—একছত্র প্রভুত্বকারী, অতিকায়, ২৪৪

কারা, শিল্পী, ৮৭

কারিগর—‘হস্তশিল্পী’ দ্রষ্টব্য

কারিগর-সম্বন্ধ (‘গিল্ড’ দ্রষ্টব্য), ২৩, ২১৬

—মধ্যযুগের, ২৩, ২১৬

‘কার্টেল’—‘মূল্যনিয়ন্ত্রণসম্বন্ধ’ দ্রষ্টব্য

কার্ধকারণবাদ, অর্থ নৈতিক, (‘নির্ধারণবাদ’ দ্রষ্টব্য), ৬৬, ৭৩

কার্ধকারণসম্বন্ধ, ১১১

কাস্মীর, ১৫০

কাস্টেল গণ্ডোলফো, ২৬২

কীটস্, জন, ১৮৫

—স্পেন্সারকে গুরু বলিয়া স্বীকার, ১৮৫

কুইসলিং, ভিক্টর, ৮১, ১৭৪

‘কু কু কু ক্লান’, ১০৬

—বিবরণ, ১০৬

কুয়োমিনট্যাং পার্টি, ১০৬

কুলবাদ, ১৭৬

ক্রুশ্চেভ, নিকিতা, ৩২

—সহ-অবস্থান নীতির ব্যাখ্যা, ৩২

—*Speech in the Punjab*, ৩২

—*Speech in The Indian Parliament*, ৩২

কুসংস্কার, ১২৩, ১৮৮, ১৮৯

—হিন্দুসমাজের, ১৮৯

কুটনীতি, ৭১

বা

কুটনৈতিক কৌশল, ৭১

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭১

—ডলার বা ডলারের, ৭১

ঐ, ব্যাখ্যা, ৭১

কৃত্যবুদ্ধি—‘বুদ্ধি, ব্যবহারিক’ দ্রষ্টব্য

কৃষক, ৪, ৬৪, ৭১, ১২৭, ১৩৭, ১৪১, ১৫১,

বা ১৫২, ২০১, ২০৮, ২০৯, ২৩৪, ২৫২

কৃষকসম্প্রদায়, ১২৮, ১২৬, ২০৪

—পুরাতন ধরনের বা সামন্ততান্ত্রিক, ১৩১

—ইহাদের জীবনধারণ বৈশিষ্ট্য, ১৫২

—ইহাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, ১৫২

—ধনী, ৭১, ১২৮, ২১০, ২৪০

ইহাদের দ্বারা দিনমজুরদের শোষণ, ১২৮

—ইহাদের শোষণ, জমিদারদের দ্বারা, ৮১

—স্পেনদেশের, ২৩

—ভূমিদাসরূপে, ১২৭

—মাকারী বা মধ্যবর্তী, ১২৮, ২১০, ২১১

ঐ, ব্যাখ্যা, ১২৮

—ভূমিহীন বা জমিহীন, ১১১, ১২৭, ১২৮ ২০১, ২১১

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৫২

কৃষকসম্প্রদায়,

—ধ্বংসোন্মুখ সামন্তপ্রথাৰ পৰিণতিৰূপে,
১৫২

—ফরাসীদেশের, ২০৪

জমিদারীপ্রথাৰ ধ্বংস সাধন, ২০৪

—রুশিয়ায়, ২০৮

বলপূর্বক জমিদখল, ২০৮

সামন্ত শোষণ হইতে মুক্তিলাভ, ২১১

—দরিদ্র ১২৮, ২০২, ২৩৩, ২৪০

—অর্থ, ২৬৩

—স্বাধীন, ২৬৪

ইহাদের উদ্ভব, ইংলণ্ডে, ২৬৪

—বিপ্লবের প্রধানশক্তিরূপে, ১৪২

কৃষক-সমিতি, ৪

কৃষি, ৪, ১৫২, ১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ২২০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪

—ব্যবসায়িক, ১৩৭

—খনতাত্ত্বিক, ১৩৭

কৃষি-উৎপাদন, ১৬১

কৃষি-বিপ্লব, ১৫২

কৃষি-ব্যবস্থা, ১৬০

কৃষি-শ্রমিক, ১১১, ১৫২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১১১, ১৫২

কৃষি-সংস্থা, যৌথ, ১৫৬, ১৫৭

কৃষকান্তের উইল, ১২৬

কেইনস, জে. এম., ৫৫

—উৎপাদন-সংকটসম্বন্ধীয় মত ৫৫

কেতাব, নীল, ২৩

—ঐ ব্যাখ্যা, ২৩

কেজ, বিশ্ববিপ্লবের, ২৪

কেজবদ্ধতা, ৩৪

বা

কেজিকতা, ৩৪, ১৪১

বা

কেজিত অবস্থা, ৩৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৪

—গণতাত্ত্বিক, ১৪১

ইহার পদ্ধতি, ১৪১

কেজিতরূপ, ক্ষমতার, ১৪১

কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৬৪

—কমিউনিস্টপার্টির, ১৬৪

কেন্দ্রচ্যুতকরণ—‘বিকেন্দ্রীকরণ’ দ্রষ্টব্য

কেরেনস্কি, ২০১, ২০৮, ২১১

—রুশিয়ার বাহিরে পলায়ন, ২১১

—তাঁহার গভর্নমেন্ট, ২০১, ২০২, ২১০, ২১১

কেরী, উইলিয়াম, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯৫

—প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, ১৮৭

—নূতন ভাষা ও সাহিত্যশৃষ্টির চেষ্টা, ১৯৫

—তাঁহার উজ্জোগে রচিত ও প্রকাশিত :

Book of Dialogue, ১৯৫

Bengali Grammar, ১৯৫

বাংলা অভিধান, ১৯৫

সমাচারদর্পণ পত্রিকা ১৯৫

‘কেলগ চুক্তি’, ১৪৬

কো-অপারেটিভ, ১০৮

‘কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ’, ২২৮

কো-অপারেটিভবাদ, ২২৬

কোনানডয়েল, আর্থার, ২৩৭

কোপারনিকাস, ৫২, ১৮১, ১৮৬

—সৌরজগৎসম্বন্ধীয় আবিষ্কার, ১৮১, ১৮৬

—তাঁহার তত্ত্ব, ৫২

—সৌরকেন্দ্রিক জগতের মতবাদ, ৫২

কোম্পানি, যৌথ, ২১২

কোয়েন্সে, ফ্রান্সয়, ১৫৬

কোরিয়া, ২, ১০২

—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, ১০২

—উত্তর, ২০১, ২১৬

এখানে নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১৪১

কোনিলভ, সেনাপতি, ২০২

—পেট্রোগাড সোবিয়েতের বিরুদ্ধে

অভিযান, ২০২

কোল, জি ডি. এইচ., ৭৮

কোং, অগাস্ট, ৪৬, ৯৭, ১৫৩, ১৬৭, ১৮০,

২৪২

—তাঁহার দার্শনিক মতবাদ, ৪৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ৪৬

—তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ, ৪৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ৪৬

কোং, অগাস্ট,

—ধর্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় মত, ২৪২

—মানবীয় বা মানবত্ব ধর্মের প্রবর্তন,
২৭, ১৮০

—তঁাহার প্রত্যক্ষবাদ বা প্রবদর্শন, ১৫৩,
১৬৭

—তঁাহার দার্শনিক উক্তি, ১৬৭

কোংবাদ, ৪৬

ক্যাডার (মূলকর্মী), ২৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬-২৭

ক্যাথলিক, ২০৩

ক্যাভিনেট-মিশন, ৪৮, ১৩৩

ক্যামেরুন, ২৫৩

‘ক্যাম্পেন’, ২৬

ক্যালভিন, জন, ৮৫, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪, ২৬৮

—নূতন ধর্মপ্রচারের নেতৃত্ব, ১৮৪

ক্রনস্টাট দুর্গ, ২১০

ক্রমওয়েল, অলিভার, ১১৩, ২০২, ২০৩

ক্রমওয়েল-বিপ্লব, ২০১, ২০২, ২০৩

ক্রমবিকাশ (‘ক্রমবিবর্তন’ দ্রষ্টব্য), ২২০,
২৩৪, ২৩৮, ২৬১

—সমাজের, ২২০

—রাষ্ট্রের, ২৩৮

—মূল্যের বিভিন্ন রূপের, ২৬১

ক্রমবিকাশতত্ত্ব, ৭৬, ২৩৫

—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে, ২৩৮

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৮

ক্রমবিকাশবাদ, ৭৭, ২৪২, ২৫২

ক্রমবিকাশমূলক বস্তুবাদ, ১৫৩,

—চার্লস ডারউইনের, ১৫৩

ক্রমবিবর্তন (‘ক্রমবিকাশ’ দ্রষ্টব্য), ৫৩, ৬৬,
৭৪, ৭৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (ভাববাদী), ৭৪,
৭৬, ৭৭

—ইহার পরিণতিরূপে বিশ্বব্যবস্থা, ৫৩

—বৃক্ষলতাপ্রাণীসমূহের, ৭৬

ক্রমবিবর্তনবাদ (‘ক্রমবিকাশবাদ’ দ্রষ্টব্য),
২৩৫, ২৩৬, ২৪২

—ডারউইনের, ৬০, ৭৭

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬০

ক্রমকমতা, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ১১২, ১২০, ১৩৪

—ইহার হ্রাস, ৫৫

—ইহার সীমাবদ্ধতা, ৫৬

—ইহার সঙ্কোচ, ৫৭

—মুদ্রার, ৬২

—সমাজের, ১৩৫

ইহার হ্রাস, ১৩৫

—জনসাধারণের, ১৪০

ক্রাসাস, মার্কাস লিসিনিয়াস, ২৩৫

ক্রিপ্স-মিশন, ৪৮

—ঐ, প্রস্তাব, ৪৮

ক্রীতদাস (‘দাস’ দ্রষ্টব্য), ৬২, ৭২, ৯২, ২২০,
২২১, ২৩৫, ২৩২

ক্রীতদাসপ্রথা—‘দাসপ্রথা’ দ্রষ্টব্য

‘ক্রীতশ্রম’, ১৪৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৪৭

—এই কথাটির উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার, ১৪৭

ক্রোমোয়েলতেরদল, ২০৫

—ফরাসীবিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ, ২০৫

ক্রোপোটকিন, প্রিন্স পিটার, ৮

—কমিউনভিত্তিক নৈরাষ্ট্রবাদ প্রচার, ৮

ক্লাউসেভিৎস, সময়নীতিবিদ, ২৬৭

—যুদ্ধ সম্বন্ধে উক্তি, ২৬৭

ক্লাস, হের, ১৪৮

—জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের আন্দোলনের
নেতৃত্ব, ১৪৮

ক্রিয়ারিং হাউস, ১৮

ক্রে, হেনরি, ১২২

—যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টি গঠন,
১২২

ক্রেভল্যাণ্ড, প্রেসিডেন্ট, ৬৬

ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধের, ১২২, ২১৫, ২৬৩

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১২২

ক্ষমতা, ১৪৩

—নাকচের, ৯৩

—‘ভেটো’র, ৯৩

—অস্ত্রের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার,
১১৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৬

স্বপ্নপরিষদ—‘জাতিপুঞ্জপ্রতিষ্ঠান’ দ্রষ্টব্য
 ক্ষেতমজুর—(‘কৃষিশ্রমিক’ দ্রষ্টব্য), ১২৮,
 ১৫২

ক্ষেতমজুর,
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ১৫২
 স্লেমনোকোন, ২৩০

খ

খলিফা, তুরস্কের, ১৪২, ২১৬
 খাজনা, ১, ২৮, ৩৪, ১০২, ১১৬, ১৫২, ১৬৭,
 ১৭১, ১৭২, ১৯৭, ২৪৪, ২৬১,
 ২৬৩
 —ইহার উৎস, ২৮
 —প্রভেদমূলক, ৭১
 —শ্রম বা শ্রমের রূপে, ১১০
 ঐ, সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা, ১১০
 —ঐ সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব, ১২০, ১২৭-২৮
 —জমির, ১২৭
 ঐ, ব্যাখ্যা, ১২৭-২৮
 —ঐ সম্বন্ধে রিকার্ডোর মত, ১২৭, ২১১
 উহার সমালোচনা, ১২৭
 —উৎপাদন-নিরপেক্ষ, ১, ১২৭, ১২৮
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৮
 ঐ সম্বন্ধে লেনিনের মত ও উক্তি, ১২৮
 —প্রভেদ বা পার্থক্যমূলক, ১২৭, ১২৮
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৭-২৮
 ঐ সম্বন্ধে লেনিনের মত ও উক্তি,
 ১২৭-২৮

খাতক দেশ, ৪২
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ৪২
 খাঁ, লিয়াকৎ আলি, ১৩৩
 খৃষ্ট—‘খীশ্তখৃষ্ট’ দ্রষ্টব্য
 খৃষ্টধর্ম বা খৃষ্টানধর্ম, ৫২, ৮৮, ১২৩, ১৭৮,
 ১৮০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৮,
 ১৯০, ২০২, ২১৫, ২১৭, ২২৬,
 ২৩১, ২৬২, ২৭০
 —ইহার পূর্ণতা প্রাপ্তি, ১৮০
 — „ মৌলিক সংস্কার সাধন, ১৮২,
 ১৮৬
 —ক্যাথলিক, ২০২, ২৬২
 —প্রোটেষ্ট্যান্ট, ১৭৮, ১৭৯, ২০২, ২০৩
 খৃষ্টান, ৮৫
 —প্রোটেষ্ট্যান্ট, ৮৫
 ইহাদের মধ্যে মতভেদ, ৮৫
 খৃষ্টান-জগৎ, ২৬২
 ‘খৃষ্টান তরুণ সমিতি’, ২৭০
 —ঐ, বিবরণ, ২৭০
 সমাজবাদ,—‘সমাজবাদ’ দ্রষ্টব্য

গ

গঠন (‘কাঠামো’ দ্রষ্টব্য), ৭৩, ১২১, ২৪২
 —ঐ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪২
 —মূল, ২৪২
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪২
 —অর্থনৈতিক, ৭৩, ১২১, ২৪২
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪২
 —বহিঃ, ১১৮, ২৪২
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪২
 —সমাজের বা সামাজিক, ১২১, ২৪২
 ইহার চরিত্র, ১২১
 ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪২

গঠন,
 —মূলধনের, ২৮, ১৪৫, ১৯৮
 ঐ, ব্যাখ্যা, ২৮
 গঠনতন্ত্র (‘শাসনতন্ত্র’ দ্রষ্টব্য), ১০৪, ২৩৩
 —জাতিসঙ্ঘের, ১০৪
 —রাষ্ট্রীয়, ৪৯
 —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ২০২
 —ইংলণ্ডের, ২০৩
 —সোভিয়েৎ ইউনিয়নের (১৯৩৬), ২৩৩
 ইহার উদ্দেশ্য, ২৩৪
 গড়হীন, উইলিয়াম, ৭

গডুইন, উইলিয়াম,

—নৈরাষ্ট্রবাদী মত, ৭

গণ-অভ্যুত্থান, সশস্ত্র, ১০২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০২

গণতন্ত্র, ১৬, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৭২, ৮৮, ৮৯,
২১, ২২, ১৫০

—ইহার উৎপত্তি, ৬২, ২২

—ইহার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ৬২-৬৫

—আরিস্ততলের ব্যাখ্যা, ২১

—প্রাচীনকালের, ৬২

—প্রাচীন গ্রীক, ৬৩, ২১, ২২

—ভারতবর্ষের প্রাচীন, ৬২

—আইস্ল্যান্ডের প্রাচীন, ৬২

—ইংলণ্ডে প্রথম প্রবর্তন, ৬২

—ইউরোপে ইহার প্রতিষ্ঠা, ৬২

—ইহার আধুনিক অর্থ গ্রহণ, ৬২

—ইহার বিস্তার, ২২

—প্রত্যক্ষ, ৬২

—পরোক্ষ, ৬২

—প্রকৃত, ৮২, ১৬৭

উহার ব্যাখ্যা, ৮২

উহার বৈশিষ্ট্য, ৬৩

—মার্কসীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬৩

—আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার, ৬৩

—বুর্জোয়া বা বুর্জোয়াশ্রেণীর, ২৪, ৬৩,
১৪০, ১৪১

উহার মার্কসীয় ব্যাখ্যা, ৬৩, ২০১

—কেন্দ্রীয় ক্ষমতাদ্বারা পরিচালিত, ১৪১

—নতুন, লোকায়াত, জন বা জনগণের,
৬৩, ৬৪, ২২, ১৪০, ১৪১, ১৫২,
২২৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬৪, ১৪০-৪১

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী
ব্যবস্থারূপে, ৬৪

—শ্রমিক বা শ্রমিকশ্রেণীর ৬৪, ৬৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৪

ইহার সহিত বুর্জোয়াগণতন্ত্রের
পার্থক্য, ৬৫

ইহাতে সকল পার্থক্যের অবসান ও
পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ৬৫

গণতন্ত্র,

—সমাজবাদী (সমাজতান্ত্রিক), ৬৪, ২২২,
২২৮

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৪, ২২২

—সোবিয়ৎ, ৬৪, ৬৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৪

—ইহার ক্রটি, ২২

—ইহার বাহ্যিক সম্পূর্ণতা, ২২

—পূর্ণ, ২২

—পুরাতন বা প্রচলিত, ১৪০, ১৪১

ইহার নেতৃত্ব, ১৪১

গণতন্ত্রীদল ('ডেমোক্রাটিক পার্টি' দ্রষ্টব্য), ৬৫

গণতান্ত্রিক নীতি, ১২৩

—আমেরিকার বিপ্লবের, ১২৩

গণতান্ত্রিক পার্টি, ১৪১

গণতান্ত্রিক বিপ্লব, বুর্জোয়া, ২৪

গণপরিষদ, ১৪১

গণপ্রতিরোধ, পৃথিবীব্যাপী, ১০২

গণফ্রন্ট, ৬৪, ১৫২, ১৬৭, ২৩৪

—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-
বিরোধী, ৬৪

—স্পেনের বিভিন্ন বামপন্থীদের, ২৩৪

—ইহার আন্দোলন, ফা সি বা দে র
বিক্রম, ২২৫

গণফ্রন্ট-সরকার, ২২৬

—স্পেনের, ২২৬, ২৩৪

—ফরাসী দেশের, ২২৬

গণমত গ্রহণ, ১৭৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৮

গণমানব, ১২৪, ১২৫

—ইহার উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, ১২৪

—ইহার উন্নত জীবনের দাবি, ১২৫

গণশিক্ষা, ১৮৬

গণসংগ্রাম, ১০২

—ঐক্যবদ্ধ, ১৪৭

—ব্যাপক, ভারতবর্ষে, ১৮২

—ভারতের, ১২২১ খৃষ্টাব্দের, ১২৫

গণহত্যা, ২০, ১৫১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২০

গণিতশাস্ত্র, ২১৭

—ফলিত, ২১৭

গণিততত্ত্ব, ৭২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৩

গণতিবাদ, ৭৩

—ঐ ব্যাখ্যা, ৭৩

গতিবিজ্ঞান (‘ডায়লেকটিক্স’ দ্রষ্টব্য),

৬৭, ৬৮

গন্ধর্ববেদ, ১৫৪

গবেষণা, ১৬৫, ১৬৬

—বৈজ্ঞানিক, রিকার্ডের, ১৬৫, ১৬৬

—বিশ্বপ্রকৃতি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক

সম্বন্ধে, ১৮৬

—ঐতিহাসিক

গভর্মেন্ট, ৮২, ২১, ১৩৪, ১৩৭, ১২২, ২০৬,

২৩৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৫০

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১-২২, ১২২

—প্রাচীনকালের, ২১

—পাকিস্তান রাষ্ট্রের, ১৩৩

—সোবিয়ৎ, ১৪১

—মহাজনী মূলধনের আজীবনরূপে, ৮২

—পপুলার ফন্ট-এর, স্পেন ও

ফ্রান্সের, ৮৬

—সমাজতাত্ত্বিক সমাজের, ২৩৩

গরীবলোক, অপরাধপ্রবণ—‘লুস্পেন

প্রোলেতারিয়াত’ দ্রষ্টব্য

গর্ভন চাইল্ড, ৩৭

—*What Happened in History*,

৩৭

—*The Stone-Age*, ৩৭

গর্ব, জাতীয়, ১৫০

—হল্যাণ্ডের, ১৮৪

—ইউরোপের, ১৮৪

গল, স্ত, ২৪২

গাঙ্গুলী, দ্বারকানাথ, ১২১

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ (মহাত্মা), ৫, ৮,

৪৭, ৪৮, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৭, ১৮৬,

১২৫, ২১৭, ২২৯, ২৪৫

—কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ, ৪৭, ১৮৬

গান্ধী, (মহাত্মা),

—১২৪০ সালের প্রতীক সত্যগ্রহ, ৪৮

—উঁহার চিন্তাধারার মূলভিত্তি, ৮৭

—অহিংসার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮৭

—টেলস্টয়ের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ, ৮৮

—*The Harijan*, ৮৮, ৮৯

—সমাজ সম্বন্ধে ধারণা, ৮৮-৮৯

—গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা, ৮৮-৮৯

—সমাজে ব্যক্তির স্থান সম্বন্ধে ধারণা, ৮৯

—গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, ৮৯

—হোমরুল-আন্দোলনে যোগদান, ৯৭

—‘সর্বোদয়’-এর প্রবর্তন, ২২৯

গান্ধীবাদ, ৮৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৭-৮৯

গাপন, ফাদার, ২

গায়তেন্, পিরি, ১০২

গিবন, এডোয়ার্ড, ২৫, ২৬

—ইতিহাস রচনার নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন,

২৫

ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, ২৫

—*The Decline & Fall of the Roman Empire*, ২৬

গিরোদাদল, চরমপন্থী, ২০৫

—ঐ, বিবরণ, ২১৪

‘গিলোটিন’, ২০৫

‘গিল্ড’ বা গিল্ডপ্রথা, ২৩, ২২৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩

—মধ্যযুগের, ২২৭

গিল্ড-সম্বন্ধ, জাতীয়, ২২৭

গিল্ড-সমাজবাদ, ২২৬, ২২৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২২৬-২৭

গীর্জা, রোমান ক্যাথলিক, ১৭৮, ১৮০, ১৮২,

১৮৩, ১৮৫

—প্রতিক্রিয়াশীল, ১৮২

—ইহার সংস্কারের আন্দোলন, ১৭৮

গুণ, ১৭৪, ২৩৬

—বস্তুর, ১৭৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৪

গুণতত্ত্ব, ২৩৬

শুভ, দ্বৈতচন্দ্র, ১২৫

—‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকা, ১২৫

শুক্রকুল বিদ্যালয়, ১২২

গৃহবুদ্ধ, ৩৭, ৬৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৭

—আমেরিকার, ৫, ৬৬, ২০০, ২৭০

—স্পেনের, ৮১, ১৪৩, ২৩৪

ঐ, বিবরণ, ২৩৪

—রুশিয়ার, ৮৪, ২১১

—চীনের, ১০৬

—ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর, ১১৩

গেটে, মহাকাবি, ২১৪

গেরিলাযুদ্ধ—‘যুদ্ধ’ দ্রষ্টব্য

গোতম, ১৫৪

গোষ্ঠীপ্রথা, ১৭১

গোস্বামী, বিজয়কৃষ্ণ, ১২০

গোঁড়ামি, বিশ্বাসের, ৭২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭২

গৌতমবুদ্ধ, ১৫৪,

গ্যালিলিও, ১৮৬

—দূরবীনযন্ত্রের উদ্ভাবন, ১৮৬

গ্রন্থ, প্রাচীন, ১৮১

—প্রাচীন গ্রীক, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ২১৬

—প্রাচীন রোমান, ১৮২, ১৮৪

—ধর্মের, ২৪২

—প্রাচ্যের পবিত্র, ২১৪

ঐ, বিবরণ, ২১৪

গ্রাম, স্বয়ংসম্পূর্ণ, ৮৮

গ্রাম-সভা, ৮৮, ৮৯

গ্রাস, বৃহৎ মূলধনীদেব দ্বারা ক্ষুদ্র মূল-
ধনীদেব, ১১২

গ্রিকিন, প্রতীকবাদী, ২৪৫

গ্রীক জাতি, ২৫১

গ্রীক-জ্ঞান, ১৮৫

গ্রীকদেশ বা গ্রীস, ২৪, ১৮২, ১৮৩, ২৩০,
২৬২

—প্রাচীন, ২২০, ২৩৫

গ্রীনবুক—‘নীলকেতাব’ দ্রষ্টব্য

‘গ্রেট পাওয়ারস’—‘বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠী’
দ্রষ্টব্য

গ্রেট ব্রিটেন, ১১, ২৪, ২৫, ৪০, ৪৩, ৪৭, ৪৯,

৫২, ৫৪, ৬৬, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ৯০,

৯১, ৯২, ৯৩, ১০৫, ১০৭, ১০৯,

১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫,

১১৬, ১২৭, ১৩২, ১৩৮, ১৪৩,

১৪৬, ১৪৯, ১৭৬, ১৮৭, ১৯৯,

২০১, ২১৫, ২২৬, ২২৭, ২৩১,

২৩২, ২৩৪, ২৪১, ২৫০, ২৫৬,

২৫৪, ২৫৭, ২৬৩, ২৬৭, ২৭০

—ইহার শক্তি-সাম্য রক্ষার নীতি, ১৭,
১৮

—ক্রান্ত ও রুশিয়ার সহিত ইহার জোট
(আঁতাত), ১৭

—ঋণী বা খাতক রাষ্ট্ররূপে, ৪২

—ইম্পাত শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ, ৫২

—১৯৩১ খৃস্টাব্দে স্বর্ণমান ত্যাগ, ৬৬

—শিল্পবিপ্লবের জন্মস্থান, ১০১

—মধ্যপ্রাচ্যের উপর ইহার প্রভাব, ১২৮

—জার্মানীর নাৎসিদের অর্থ সাহায্য,
১৩৮

—হিটলারকে তোষণ, ১৩৮

—জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ১৩৮

ঘ

ঘোষ, অরবিন্দ, ৪৭, ১৮২, ১২১

চরমপন্থীদের সৃষ্টি, ৪৭

চরমপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব, ১২১

—রামগোপাল, ১২১

ঘোষ, অরবিন্দ,

—গিরীশচন্দ্র, ১২৬

নূতন নাট্যসাহিত্য রচনা, ১২৬

বাংলার রক্ষমঞ্চ নূতনভাবে গঠন, ১২৬

ঘোষণা বা ঘোষণাপত্র,

—মৌলিক অধিকারের, আমেরিকার, ২০২

—মানবাধিকারের, ৪২, ৬২

—মানবীয় অধিকারের, ২০৪, ২১২
ইহার বিষয়বস্তু, ২০৪

ঘোষণা,

—মানবীয় অধিকারের, রাষ্ট্রপুঙ্খ প্রতি-
ষ্ঠানের, ২১২, ২১৩

ঐ, ব্যাখ্যা, ২১২-১৩

—মানবীয় অধিকারের, স্বাধীনতা বিপ্লবের,
২১৩

চড়তি বা চড়া বাজার, ৫৫, ৫৭, ৫৮

চট্টোপাধ্যায়, বসন্তচন্দ্র, ১৮২, ১২০, ১২১,
১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৭

‘নব হিন্দুবাদ’ সৃষ্টির কাজ আরম্ভ, ১২১

বাংলা গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্যের দিক

পরিবর্তনের সূচনা, ১২৫

বাংলা উপন্যাসের নতুন ধারা প্রবর্তন,
১২৬

বঙ্গদর্শন, ১২০, ১২৬

প্লেগেশনন্দিনী, ১২৫

কপালকুণ্ডলা, ১২৫-২৬

বিষয়বস্তু, ১২৬

কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৬

কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৬

সাম্রা প্রবন্ধাবলী, ১২৬

জ্ঞানান্দমঠ, ১২৬

বন্দেমাতরম্ গান রচনা, ১২৬

—শরৎচন্দ্র, ১২৭

চণ্ডীদাস, ১৫৫

চতুঃশক্তি, বৃহৎ—‘শক্তিগোষ্ঠী’ ত্রুটব্য

চব্বিশ পরগণা, ২৬৬

চরমপত্র বা চরমপ্রস্তাব, ২৫৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৪

চরিত্র, ১৭৪

—বসন্তর, ১৭৪

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৪

—মাহুযের, ১৪৬

পারিপার্শ্বিক অ ব স্থা হু বা য়ী গঠন,
১৪৬

ইহা সংশোধনের উপায়, ১৪৬

—প্রতিক্রিয়াশীল, ১৭৬

চর্চাপদ, ১৫৫

চলতি সম্পত্তি—‘সম্পত্তি’ ত্রুটব্য

চসার, জিওফ্রে, ১৮২

—উহার কাব্যগাথা, ১৮২

—ইউরোপীয় ‘রিনাসান্স’-এর

অগ্রদূতরূপে, ১৮২

চাক্রকলা, ১৭৪

চাক্রশিল্প—‘কলাশিল্প’ ত্রুটব্য

চার্চ, প্রোটেষ্ট্যান্ট, ১৭৮

—ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা, ১৭৮

চার্চিল, উইন্সটন, ১০৪, ১০৫

—‘লৌহ যবনিকা’ শব্দের প্রথম

ব্যবহার, ১০৪, ১০৫

চার্চবাদ বা চার্চিস্ট আন্দোলন, ৩৪, ২২২,
২৪৩, ২৫১

—উহার ইতিহাস, ৩৪-৩৫

চার্বাক, ২৪, ১৫৪

—লোকায়ত দর্শন, ১৫৪

চার্বাকদর্শন, ১৫৪, ১৫৫

চার্ভেস্টিস্, স্ত্র মিশুয়েল, ১৮৩, ১৮৪

—*Don Quixote*, ১৮৩, ১৮৪

চার্লস্, প্রথম, ৩৭, ৪৩, ২০২, ২০৩

—দ্বিতীয়, ২০৩

চাষ, অলাভজনক, ১১৬

বা

চাষ, পার্শ্বস্তিক, ১১৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৬

চাহিদা (‘সরবরাহ’ বা ‘যোগান’ ত্রুটব্য)
১১৬, ১৬৮

—পণ্যের, ১৬৮

চিকাগো শহর, ১২২

চিকিৎসাশাস্ত্র, ১৪২, ১৮৬

—ইহাতে যুগান্তর, ১৮৬

চিন্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্, ১৬২

চিন্তা, ২৭, ১২১, ১২৪, ১৩৮, ১৮০, ১৮৭,
২৩১, ২৩৫, ২৫৩

—দার্শনিক, ১২৩

—মাছঘের, ১২৪, ১৪৪

ইহার সক্রিয় সৃজনশীল দিক, ১২৪

—ইহার মূল উপাদান, ১২৫

—ইহার নিয়মাবলী, ১২৫

—ইহার প্রকার, ১৩৮

ইহার মূলতত্ত্ব, ১৩৮

—স্বাধীন মাছঘের, ১৮০

চিন্তাধারা, ১২২, ২১৪, ২৪২

—আদিম স্তরের, ১২২, ২৪২

—কশোর, ২১৪

—সমাজবাদী, ২২২, ২২৫, ২২৭, ২২৮

—বাস্তব ভিত্তিমূলক, ২৫৩

চিন্তাশক্তি, ১৮৮

চিয়াং কাই-সেক, ১০৭

—চীনের ক্ষমতাদখল, ১০৭

চীন, ২৪, ৩২, ৪০, ২৩, ১০৬, ১০৭, ১৩১,

২০১, ২২৬, ২৩১, ২৫১, ২৫৪,

২৬৩, ২৬৭

—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, ২৪

—‘পঞ্চশীল’এর অশ্রুতম প্রবর্তকরূপে,
৩২

—বিপ্লবের পূর্বাঘা, ৪২, ২৩৬

—বৃহৎ শক্তিরূপে, ২৩

—ইহার পুরাতন ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, ১৩১

—নূতন বা জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা,
১৪১

—নূতন গণতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, ১৪১

চুক্তি, ৫, ২০, ২৫১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫

—ধর্মীয়, ৪৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৪৬

—জেনিভা, ২০

—আক্রমণাত্মক, ১৪৩

চুক্তি,

—কশোর সামাজিক, ২২১, ২৩৭

—ল্যাটারান, ২৬২

—শ্রমিকদের সৈন্য, ২৫১

—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক
নরহত্যা সম্বন্ধীয়, ২০

ঐ, ব্যাখ্যা, ২০

—মিউনিক, ১৩১

—ভদ্রলোকের, ২০

ঐ, ব্যাখ্যা, ২০

—আত্মরক্ষাসম্বন্ধীয়, ১২৭

—মধ্যপ্রাচ্যের আত্মরক্ষার, ১২৭

—বহুপক্ষীয়, ১৩১

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩১

—অনাক্রমণ, ১৪২

—আন্তর্জাতিক, ২১৫

—নারীর অধিকারসম্পর্কিত,
আন্তর্জাতিক, ২৬২

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬২-৭০

চুক্তিসংস্থা, ২৩১

—দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার, ২৩১

ঐ, বিবরণ, ২৩১-৩২

‘চেক’, ১২

চেকোস্লোভাকিয়া, ১১, ৪২, ১০৪, ১১৭, ১১৮,
১৩২, ১৩২, ২১১, ২২৬, ২৬২

—জার্মানী কর্তৃক উহার দখল, ১১

—সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ, ২১১

চৈতন্য, ১২১, ১৪৪, ১৪২, ১৫৮, ২৫৩

—জনসাধারণের, ১৫২

—শ্রমিকের, ১৫৮

—জাতীয়, ১৪২

—ভারতের জাতীয়, ১৮২, ১২১

ইহার অগ্রদূত, ১৮২

চৈতন্যলেন, নেভিল, ১১

—ঐহার তোষণনীতি, ১১

চৈতন্য, ১, ২, ১৫০, ২৫৩

—ইহার উৎস ও কারণ, ১

চৈতন্যদেব, ১৫৫

চৈতন্যমেলা, ১২১

ছ

ছন্দ, ১৫৪

—বাংলা অমিত্রাক্ষর, ১২৫

ছাত্র-সমিতি,

—প্রথম, ১২১

জ

জগৎ, বাহ্য ('বিশ্বপ্রকৃতি' বা 'প্রকৃতি' দ্রষ্টব্য), জনগণ,

৭২, ৯৭, ৯৮, ১৪৫, ২৩০, ২৪২

—আধ্যাত্মিক, ২৪৫

—বস্তু, ২৪৫

—ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, ৭২

—বহিঃ, ৮৩

—বাস্তব, ৯৭, ৯৮, ১২৬, ১৬৭, ২৫৩

—পাশ্চাত্য, ১৫৫

—ধনতাত্ত্বিক, ১৩০

ইহার অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি,

১৩০

—মুসলিম, ১৪২

জর্ডন, ২৪১

জন্, রাজা, ১১৫

জনগণ (বা জনসাধারণ), ১২০, ১৪১, ১৫০,

১৫১, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৭, ১৮৪,

১২২, ১২২, ২০১, ২১৩, ২১৮, ২৩৩,

২৩২, ২৫২, ২৭৪, ২৭৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২০, ১৬৪

—গরাধীন দেশের, ১৩৪

—এক ভাষাভাষী, ১৩৬

—ইহাদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক

অধিকার, ১৪২

—বিপ্লবী, ১৪১

—মুসলমান জগতের, ১৪২

—ভারতের, ১৫০, ১৮৭, ১২৫

—ইহাদের জীবিকার মান, ১৫২

—ইহাদের ধর্মঘট, ১৬৭

—শোষিত, ১২০, ১২৭, ১৭৩

—ক্রাস্কেস, ১৮৩

—স্পেনের, ১৮৪

—উত্তর-আমেরিকার, ২০২

—লণ্ডনের, ২০২

—সশস্ত্র, প্যারীর, ২০৪

বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ, ২০৪

—উপনিবেশের, ২১৮

—পৃথিবীর সকল দেশের, ২১১

—শ্রমজীবী, ৬৪, ১০৪, ১৭৩, ২২৩, ২৩৮, ২৫০

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫০

—মেহনতী ('শ্রমজীবী' দ্রষ্টব্য), ২৫০

—নিপীড়িত, ৮৬

—ইহাদের ধনতন্ত্র, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৭৩-৭৭

জনগণতন্ত্র ('গণতন্ত্র' দ্রষ্টব্য), ৬৩, ২২, ১৪০, ১৫২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৪, ১৪০-৪১

জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা দেশ, ৪০

—পূর্ব-ইউরোপের, ১০২, ২২৬, ২৫৫

'জনগণের জাতীয় দল' (চীনের)—

'কুমোমিনটাং পার্টি' দ্রষ্টব্য

জনতা, ১৬৪

'জন্বুল', ১০৫

জনমত, বিশ্বের, ১৫১

জন্সন্, এনডু, প্রেসিডেন্ট, ৫

জন্সন্ ও ক্রস্, ২৭৩

—*The Origin & Development of the American Economy,* ২৭৩

জনসমাজ, স্থায়ী, ১৩৩

জগদ্বাদ, ২৫১

—মানবেতর, ২৫১

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫১

জমিদারবর্গ (বা শ্রেণী), ৩৭, ৬৪, ৮১, ৯২,

১৩৭, ১৫২, ১৭১, ১৮৮, ১২৭, ২৩২,

২৪০, ২৫২

জমিদারবর্ণ

- ঐ, সংজ্ঞা, ৩৭
- সামন্ততান্ত্রিক, ৮০
- চীনের, ১৩১
- রুশিয়ার, ২০২
- ইংরেজস্ট, ভারতের, ১৮৮
- ইহাদের অস্তিত্বের লোপ, ৬৫
- ইহাদের দ্বারা শোষণ, ১৫২

জমিদার-দর্পণ, ১২৬

জমিদারীপ্রথা, ২০৮, ২১১, ২২২

জন্ম, ১৫০

জাকোবিনবাদ, ১০৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১০৫

—ইহার আদর্শ, ১০৫

জাকোবিনবাদী, ১০৫

জাকোবিনদল, ২০৫, ২০৬

—ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ, ২০৫

—রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, ২০৫

—কৃষকদের মধ্যে জমিবণ্টন, ২০৫

—ইহার প্রভাবের অবসান, ২০৬

জাগরণ,

—বিশ্বব্যাপী, ২২

—ভারতের, ১৮৭

—সাংস্কৃতিক, বাংলাদেশের, ১৮২

—সর্বব্যাপী, বাংলাদেশে, ১৮২

—রাজনৈতিক, ভারতের, ১২১

—ধর্মের ক্ষেত্রে, ভারতের, ১২১

—সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে, ভারতের, ১২১

—উত্তর-ভারতে, ১২২

—জাতীয়, ভারতের, ১২৩, ১২৬

জাজ, ডব্লিউ. আর., ২৪২

জাতি, ১১, ৭৭, ২৪, ১৩৩, ১৩৮, ১৭৫, ২১২,

২১৮, ২৬৭, ২৬৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৩

—ইহার উৎপত্তি, ১১

—বৃটিশ, ১৩৩

—ফরাসী, ১৩৩

—জার্মান, ১৩৩

—ইতালীয়, ১৩৩

জাতি,

—ইহার আরম্ভ ও শেষ, ১৩৩

—আরবীয়, ১৪৮

—আদর্শ, ১৬৩

—সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎসরূপে, ২১২

জাতিবিদ্বেষ বা বৈষম্য, ৩৫, ৭২, ১০৬

জাতিভেদ, ১২২, ১২৩,

জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান, ৩, ২০, ২৩, ১৫১, ১৭৫

২১২, ২৩২, ২৫২, ২৫৪, ২৫৫, ২৬৩,

২৬৭, ২৬২

—ইহার সনদ, ৩

—ইহার শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংগঠন

(ইউনেস্কো), ১৭৫

—ইহার প্রতিষ্ঠা, ৮৪, ২৩

—ইহার গঠনতন্ত্র, ১০৪

—ইহার ক্ষুদ্র পরিষদ, ১১৪

—ইহার উদ্দেশ্য, ১৫১, ২৫৪

—দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশিবিরে

ইহার ভাগ, ১৫১

—ইহার মানবীয় অধিকারের ঘোষণা,

২১২, ২১৩

ঐ, ব্যাখ্যা, ২১২-১৩

ঐ, বিষয়বস্তু, ২১৩

—ইহার অস্তিত্ববস্থা, ২৫২

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫২-৫৩

—ইহার বিবরণ, ২৫৪-৫৫

— „ প্রধান সংগঠনসমূহ, ২৫৪-৫৫

— „ নিরাপত্তা-পরিষদ, ২৩, ২৫৪,

২৫৫, ২৬৩

জাতিসংঘ, প্রথম, ২, ৪১, ১০২, ১০৫, ১১২,

১১৬, ১৪৬, ২১৫, ২৫৪, ২৬৩

ইহার বিবরণ, ১১২

ইহার মূলনীতি, ১১২

ইহার সাধারণ পরিষদ, ১১২

ইহার কাউন্সিল, ১১২

জাপানকর্তৃক বর্জন, ১১২

জার্মানিকর্তৃক বর্জন, ১১২

ইহার যৌথ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা, ৪১

ইহার ব্যর্থতা, ১১২

জাতিসত্ত্ব, প্রথম,
 ইহার অবসান, ১১২
 ইহার ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা, ১১৬
 —ঐ, দ্বিতীয়, 'জাতিপুঞ্জপ্রতিষ্ঠান' দ্রষ্টব্য
 জাতীয় আন্দোলন—'আন্দোলন' দ্রষ্টব্য
 জাতীয় আয়—'আয়' দ্রষ্টব্য
 জাতীয়করণ, ২২৭
 —শিল্পের, ১৩৭
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৭
 —লোহশিল্পের, ইংলণ্ডে, ১৩৭
 —জমির, ১৩৭
 ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩৭
 জাতীয় কংগ্রেস—'কংগ্রেস' দ্রষ্টব্য
 জাতীয় গর্ব, ১৫০
 জাতীয় গিল্ডসত্ত্ব, ২২৭
 জাতীয়জীবন, ১৮০, ১৮৪, ১২৬
 —স্পেনের, ১৮৪
 —ভারতের, ১২৬
 'জাতীয় দেশরক্ষা-পরিষদ', বৃটিশ ১৩৩
 জাতীয় পরিষদ, ৪২, ২০৪, ২০৫
 —ঐ ইতিহাস, ৪২,
 —ফরাসী, ১১২, ২০৪, ২০৫, ২১২, ২১৪
 জাতীয়তাবাদ, ১২৩, ১৩৩, ১৩৭, ১৮৬, ১৮৯,
 ১২০, ১২১, ১২২
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৩-৩৪
 —আরবীয়, ১৪৮
 —ইহার উদ্ভব, ইউরোপে, ১৮৬
 —ভারতের, ১৮৯, ১২০
 ইহার ভিত্তি স্থাপন, ১২০
 ইহার প্রথম হোতা, ১২০
 —উগ্র, ৩৫, ৭২, ১৩৭, ২৭১
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৫
 সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শরূপে, ৩৫
 জাতীয়তাবাদী, ২২১
 —উগ্র, সমাজবাদের ছদ্মবেশে, ২২১
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২১
 —ইহুদী, ২৭১
 জাতীয়তাবোধ, ১৭৮, ১২০, ১২২, ১২৪
 —ইহার প্রভাব, ১৭৮

জাতীয় রাষ্ট্র—'রাষ্ট্র' দ্রষ্টব্য
 জাতীয় শক্তি, ১৬৪
 জাতীয়সম্পত্তিতে পরিণত করণ—
 'জাতীয়করণ' দ্রষ্টব্য
 জাতীয় সম্পদ—'সম্পদ' দ্রষ্টব্য
 জাত্যাভিমান, ১৭৬
 —ঐ, উগ্র, ১৩৭
 জাপান, ১৭, ৩৫, ২২, ১১২, ২১১, ২৬৯
 —উগ্র জাতীয়তাবাদ, ৩৫
 জার, ক্রশসম্রাট, ২, ৩, ২০৮, ২১১
 —সিংহাসন ত্যাগ, ২০৮
 জার্মান পার্লামেন্ট, ১৩৮
 জার্মানবাদ, নিখিল বা অখণ্ড, ১৪৮, ১৪৯
 —ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ১৪৮-৪৯
 জার্মানবাদী, উগ্র, ১৪৯
 —বিভিন্ন দেশের অংশ দাবি, ১৪৯
 জার্মান সোশ্যালডেমোক্রেটিক পার্টি, ২২৪,
 ২৩৪, ২৪৩
 —ইহার প্রতিষ্ঠা, ২২৪
 জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টি, ২২৪
 —ইহার আদর্শ, ২২৪
 জার্মানী, ২, ১৭, ১৮, ৩৫, ৪২, ৭৮, ৮৪, ৯২,
 ১০৩, ১১৬, ১২৩, ১৩২, ১৩৭, ১৫৮,
 ১৪৩, ১৪৬, ১৪৯, ১৫১, ১৬০, ১৬৬,
 ১৭৮, ১৮১, ১৮২, ১৯২, ২০০, ২১১,
 ২১৩, ২১৫, ২২৫, ২২৪, ২২৫, ২৩৪,
 ২৪৩, ২৫২, ২৬৩, ২৭১
 —অক্ষীয়াজয়, ১১
 —ইহুদীবিদ্বেষের কেন্দ্র, ১৩
 —ইহুদী প্রাধাণ্য, ১০
 —ভার্সাই-সন্ধিতে অবিচার, ১৩৮
 —ইহুদী বিদ্বেষ, ১০
 —পররাজ্য আক্রমণকারীরূপে, ৩
 —অক্ষীয় ও ইতালীর সহিত জোট
 ('ট্রিপ্ল্ অ্যালায়েন্স') ১৭
 —ইউরোপের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১৮১
 —অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা, ৮৫
 —পূর্বভাগ, ১০৪, ২৫১
 এখানে নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১৪৩

জাৰ্মানী,

—সোবিয়ৎ ইউনিয়ন আক্রমণ, ১৬০

—কৃষি শিল্পে বৈপ্লব, ২১১

—জাতিসত্তা বর্জন, ১১২

—নাৎসি বা ফ্যাসিষ্ট, ২৩৪, ২৫০

অষ্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাম;
১১২, ১৩৮

পোলাণ্ড আক্রমণ, ১১২

‘জাল দলিল’, ইহুদীবিরোধী (‘বিজ্ঞ ইহুদী
প্রধানদের চুক্তি’), ১০

জাষ্টিনিয়ান, রোমসম্রাট, ১৩৯

—নবপ্রাতোবাদের উচ্ছেদ, ১৩৯

জিতেন্দ্রিয়তাবাদ, ২৪১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪১-৪২

জিনিস—‘উৎপন্নদ্রব্য’ দ্রষ্টব্য

জিন্না, মহম্মদ আলি, ১৩২, ১৩৩

—মুসলিমলীগের পরিচালনভার গ্রহণ, ১৩২

জিলানী, আবদুর কাদের, ২৪৩

জীবন বা জীবনযাত্রা, ১৭৬

—বিভিন্ন প্রকার, ১৭৬

—ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, ২১৩

জীবনধারা, ১৫২

—কৃষকদের, ১৫২

ইহার বৈশিষ্ট্য, ১৫২

—মার্কিন, ২৭৪

জীবনবীমা, ১৪০

জীববিজ্ঞান, ৬৮, ৯৬, ১৭৫

জীববিজ্ঞা, ২১৭

জীবনীশক্তি, ৭৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৪

—ইহার মূল উৎস, ৮৭

জীবন-সংগ্রাম, ৬০

জীবাত্মা, ৯৮, ২৪৩

জীবিকা বা জীবিকানির্বাহ, ৭৫, ১৫৮, ১৬৫,

১৭৭, ২৪৮, ২৫০, ২৬৫

—ইহার সাধারণ মান, ৭৫, ২১৩, ২৪৮

—ইহার উপযুক্ত মজুরি—‘মজুরি’ দ্রষ্টব্য

—ইহার ধরচ, ১১৬, ১৩৪

—ইহার মান, জনসাধারণের, ১৫৮, ২৬২

জীবিকা,

—মানব-সমাজের, ১৬৫

জীবিকার মান, ২৭৫

জুরিখ, ২২৫

জেনিভা, ৮৪, ১১২

—প্রথম জাতিসংঘের কেন্দ্র, ৮৪, ১১২

জেনিভা-কনভেনশন, ১৭৮

—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের, ১৭৮

জেনিভা-চুক্তি, ২০, ২৩২

—পররাজ্য আক্রমণস্বত্বীয়, ৩

ইহার ব্যাখ্যা, ২০

—যুদ্ধবিরোধী, ২৩২

—যুদ্ধবন্দী সম্বন্ধে, ২০

জেনো, গ্রীকদার্শনিক ৭৬, ২৪১

—তাহার মতবাদ, ২৪১

—তাহার নীতিশাস্ত্র, ৭৬

‘জেনোসাইড’, ২০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২০

জেকার্সন, টমাস ১২৩

জেভনস, উইলিয়াম স্টানলি, ২৫৭

—মূল্যের প্রাস্তিক উপযোগত্বের স্বষ্টি, ২৫৭

জেম্‌স, ইয়র্কের ডিউক, ২৬৯

—দ্বিতীয়, ২০৩

জেরি, এল্ড্রিজ, ২০

জেরিমাগোর, ২০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২০

জৈনদর্শন, ১৫৪, ১৫৫

জোট (বা শক্তিজোট), ৩

—আঞ্চলিক সামরিক, ১২৭, ১২৮, ১৫৩,
২৩২

ইহা দ্বারা পৃথিবীকে ঘিরেবার নীতি, ১২৮

—ত্রিশক্তি, ২৫২

জোলিও-কুরি, ফ্রেডারিক, ১৫১

—বিশ্বশান্তিপরিষদের সম্পাদকরূপে, ১৫১

জান, ৩৪, ৭৫, ১০৬, ১৩৮, ১৪৪, ১৫৩,

১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ২১৫, ২১৭, ২১৯,

২৩৬, ২৫৩, ২৫৪

—ইহার মূলতত্ত্ব, ১৩৮

—ইহার বিষয় বিভাগ, ৩৪

জ্ঞান,

- ইহার তিনটি মূল বিষয়, ১০৬
- ইহার মূল উৎস, ২১৭
- বৈজ্ঞানিক, ১২৪, ১২৫, ২১৭
- গ্রীক, ১৮২, ১৮৫
- প্রকৃত, ৭৫, ২৩০
- পূর্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধীয়, ৯৪
- অভিজ্ঞাতালঙ্ক, ৯৮, ২১৭
- ঐশ্বরিক, ২৪৯
- অবিনশ্বর, ১৫৫
- প্রণালীবদ্ধ, ২১৭
- নিয়মসম্বন্ধীয়, ১১১
- ইহার ভিত্তি, ১১১
- সহজ বা সহজাত, ১০৪, ২৫২, ২৫৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৪
- প্রাকৃতিক বা প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, ১৩৯
- ইহার ভিত্তিতে সৃষ্ট দর্শন, ১৩৯
- ইহার প্রতি অমুরাগ, ১৫৩
- „ জগৎ অমুরাগ, ১৫৩
- সম্যক, ১৫৪.

জ্ঞান,

- ইহার প্রামাণ্য তত্ত্ব, ১৫৪
- বিশ্বজোড়া মানব-পরিবারের বিভিন্ন শাখাসম্বন্ধীয়, ১৭৬
- অমূভব বা অমূভূতিমূলক, ১৭৭
- জ্ঞানতত্ত্ব, ১৫৫
- জ্ঞানপ্রাধান্যবাদ, ১০২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১০২
- জ্ঞানবাদ, অপরোক্ষ—‘অতিক্রিয়তাবাদ’ দ্রষ্টব্য
- জ্ঞানশাস্ত্র, ৭৫, ২১৭
- ঐ, ব্যাখ্যা ৭৫
- জ্ঞানামুরাগ, ১৫৩, ১৫৫, ১৮৩
- জ্ঞানী ব্যক্তি, ১৫৩
- জ্ঞানেন্দ্রিয়, ২১৯
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২১৯
- পাচপ্রকার, ২১৯
- জ্যামিতি, ১৫৪, ১৭৪
- জ্যোতিবিজ্ঞান, ১২৬
- জ্যোতিষশাস্ত্র, ১২৬, ২১৭
- জ্যোতিষ, ১৫৪, ১৭৪,

উ

‘টটেমিজম’, ২৫১

টলস্টয়, কাউন্ট লিও, ৮, ৮৮

—তঁাহার মতবাদ, ৮৮

—ধর্মীয় নৈরাশ্রবাদের প্রচার, ৮, ৮৮

‘টলেডোর তরবারি’, ২১৬

টাইমস্ পত্রিকা, ১০

টিক্‌স, ২১৩, ২১৪

—সমাজস্বাদের প্রবর্তন, ২১৩

টিলর, ই. বি., ৯

—প্রমিত্তিভ কালচার, ৯

টিলার, ওয়াট, ২২১

—ইংলণ্ডের দাসবিক্রোহের নেতৃত্ব, ২২১

টুর্ডি ক্রুসাল পুয়ের (লেনিন), ২২

টোগোল্যাণ্ড, ২৫৩

‘টোটালিটারিয়ান’, ২৫০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫০

‘টোরি’, ২৫০, ২৬৯

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫০

‘টোরি’ পার্টি বা দল, ২৫০, ২৬৯

ট্যাক্স, ১৫৯, ২৪৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৮

—মুনাফা ও আয়ের উপর ধার্ষ, ১৫৯

—অতিরিক্ত, ২৪৪

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৪

ট্যাক্সনাইকা, ২৫৩

ট্যানার, ই. এম., ১৮২

—ইউরোপীয় ‘রিনাসান্স’-এ ক্লোরেলের

গুরুত্ব সম্বন্ধে, ১৮২

—The Renaissance, ১৮২

ট্রটস্কিপন্থীদল, ২৩৪

—স্পেনের, ২৩৪

ট্রান্সজর্ডন, ১৪৮

ট্রাস্ট—‘ব্যবসায়সম্ভ’ দ্রষ্টব্য

টুসিয়াল উপকূল, ২৪১

ট্রেডযুনিয়ন, ১২, ৩৩, ৪০, ৪২, ১০৮, ১২০,
১৪০, ১৫৮, ২১৩, ২২৭, ২৪৫, ২৪৬,
২৫১, ২৫২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫১

—গ্রেট ব্রিটেনের, ১০৭

—ধর্মীয়, ১০৯

—ঐ, ‘সম্ভ, নিখিল ইন্দোনেশিয়া’, ১১০

—মধ্যপন্থী, আমেরিকার, ১১০

—দক্ষিণপন্থী, আমেরিকার, ১১০

—সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক, ১১০

উহাদের ‘বিশ্ব-শ্রমিকফেডারেশন’ ত্যাগ,
১১০

—সমগ্র ইংলণ্ডের শ্রমিকদের, ১৪৬

—ইহার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক,
২৫২

এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত, ২৫২

ট্রেডযুনিয়ন-আন্দোলন, ২২২, ২৫১, ২৫২

—ইংলণ্ডের, ২২২, ২৫১

—ইহার প্রধান শক্তি, ২৫১

‘ট্রেডযুনিয়ন-অ্যাক্ট’, ব্রিটেনের, ২৫১

ট্রেডযুনিয়ন কংগ্রেস,

—ফিলিপাইনের, ১১০

—ভিয়েতনামের, ১১০

—নিখিল ব্রহ্ম, ১১০

—জিজিষ্টের, ১১০

—নাইজিরিয়ার, ১১০

ট্রেডযুনিয়ন

—নিখিল ভারত, ১১০, ২৫২

—ব্রিটিশ, ১১০, ২৫১

—ভারতের জাতীয়, ২৫২

‘ট্রেডযুনিয়ন ফেডারেশন, বিশ্বের’, ১০৮,
১০৯, ১১০, ২৫১, ২৫২, ২৭০

—ইহার বিবরণ, ১০৯-১০

—ইহার প্রতিষ্ঠা, ১০৯

—ইহার উদ্দেশ্য, ১০৯

—ইহার কর্মপন্থা, ১০৯

‘ট্রেডযুনিয়ন ফেডারেশন, স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক
আন্তর্জাতিক’ ১০৮

‘ট্রেডযুনিয়ন ফেডারেশন, খৃষ্টীয়’, ১০৮

‘ট্রেডযুনিয়ন ফেডারেশন, মরোক্কোর’, ১১০

‘ট্রেডযুনিয়ন লেবার কাউন্সিল, দক্ষিণ
আফ্রিকার’, ১১০

‘ট্রেডযুনিয়ন, শ্রমিক, তিউনিসিয়ার’, ১১০

‘ট্রেডযুনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক কন-
ফেডারেশন, স্বাধীন’, ১১০

—ঐ, বিবরণ, ১১০

—ইহার কর্মপন্থা ১১০

‘ট্রেডযুনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় সমিতি, ইরানের’,
১১০

‘ট্রেডযুনিয়ন সংগঠন, হল্যান্ডের’, ১১০

‘ট্রেডযুনিয়নবাদ, ২২৬, ২৪৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৫-৪৬

—নৈরাশ্রবাদী, ২৪৬

—ইহার কর্মপন্থা, ২৪৬

ঠাকুর, স্বাক্ষরনাথ, ১৮৮

—দেবেন্দ্রনাথ, ১৮৯

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৯১

—গগনেন্দ্রনাথ, ১৯১

—দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১৯১

—রবীন্দ্রনাথ, ১৮১, ১৮৯, ১৯৫, ১৯৬,
১৯৭

‘রিনাসান্স’ ও সেক্সপীয়রের নাট্য-
সাহিত্যসম্বন্ধে উক্তি, ১৮১

জীবনস্মৃতি, ১৮১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,

ভাষা ও সাহিত্যসৃষ্টির আন্দোলন, ১৯৫

স্বদেশভক্তিমূলক কবিতা, ১৯৬

উঁহার বাণী, ১৯৬

এক নূতন মহাবাণীর প্রচার, ১৯৬

‘শাস্তিনিকেতন’ের প্রতিষ্ঠা, ১৯৬

‘বিশ্বভারতী’র প্রতিষ্ঠা, ১৯৬

নোবেল পুরস্কার লাভ, ১৯৬

ঠাণ্ডাঘর বা ঠাণ্ডালড়াই, ৪০, ১৫১, ২৪৯

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৪০

ড

ডগ্লাস, মেজর, ৫৫

—আর্থিক সংকট সম্বন্ধীয় মত, ৫৫

ডব, মরিস, ১৬০

—*Comment on Planning*, ১৬০

ডলার, ১৪০, ২৪১

ডলার-কুটনীতি, ৭২

ডলারের কুটনীতি, ৭২

ডানজিগ, ১৩৮, ২৬৩

'ডায়লেকটিক্স', ৬৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬৭-৭০

—মার্ক্সীয়, ৬০

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৭-৭০

—মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, ৬৭

—ইহার তিনটি নিয়ম, ৬৭

ডারউইন, চার্লস, ৬০, ৬১, ১৫৩, ২৩৫

—তঁাহার তত্ত্ব বা মতবাদ, ৬০

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬০-৬১

—জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মতবাদ, ৬০

—জীবকোষের সরল অবস্থা হইতে
জটিলতর ও উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তি-
সম্বন্ধীয় মত, ৬০

—*The Origin of Species*, ৬০

—প্রকৃতি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গবেষণা, ৬০

—*The Descent of Man*, ৬০

—তঁাহার ক্রমবিকাশবাদ, ৬০

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬০

—প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের
উৎকর্ষ, ৬০, ৬১

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬১

—নিম্নতর প্রাণী হইতে মানুষের উৎপত্তির
মতবাদ, ৬১

—জীবন-সংগ্রামের মতবাদ, ৬১

—প্রাকৃতিক নির্বাচনে পারিপার্শ্বিক
অবস্থার প্রভাব অস্বীকার, ৬১

ডারউইন,

—তঁাহার ক্রমবিকাশমূলক বস্তুবাদ, ১৫৩

—ক্রমবিকাশসম্বন্ধীয় আদর্শবাদ, ২৩৫

ডাসেলডর্ফ, ২১৫

ডিউকালিয়ন, আদিমানব, ৯৪

ডিওজেনিস, ৬০

ডিক্টেটর, ৭০

ডিব্বেকার, ৬১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬১

'ডিভিডেও' ('লভ্যাংশ' দ্রষ্টব্য), ৭১

ডিমিট্র, জর্জি, ৮৭, ১০৩

—সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠনসম্বন্ধে উক্তি, ৮৭

—*United Front*, ৮৭

—তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের
রিপোর্ট, ১০৩

ডিরোজিও, অধ্যাপক, ১৮৯

ডেগ্রেগি, ৮১

ডেনমার্ক, ৫৪, ১৪৩, ২৬৯

ডেমোক্রেটিক দল বা পার্টি, যুক্তরাষ্ট্রের, ৫৫, ৬৬, ১২২, ২৬৭

—ইহার বিবরণ, ৬৫-৬৬

ডেমোক্রেটাস, ১৬

—পরমাণুবাদ, ১৬

ডেমোক্রেসি, 'গণতন্ত্র' দ্রষ্টব্য

ডোমিনিকান রিপাবলিক, ২৬৯

ডোমিনিয়ন, ২৫, ৭২

—ঐ, ব্যাখ্যা ৭২

ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, ২১৮

ড্রাইডেন, ১৮৫

ড্রিকওয়ার্ডার, জন, ১৮৫

—*The Renaissance in Literature*, ১৮৫

ড্রেক, ফ্রান্সিস, ১৮৫

—রচনাবলী, ১৮৫

ত

তর্কপ্রণালী বা কৌশল, ২৩০

—সংক্ষেপিত, ২৩০

তর্কবিজ্ঞান, ২৩০

তর্কশাস্ত্র, ১৫৫, ২১৭

তত্ত্ব, ১৫৩, ১৫৪, ২০৭, ২৩৮, ২৪২,
২৫২, ২৫৩

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪২

—বৈপ্লবিক, ১২৩, ২২৪

—দার্শনিক, ১২২, ১৫৫, ২৪৬

—সত্যসম্বন্ধীয়, ১৪৫

—জ্ঞানের, ১৫৪

—ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয়, ১৫৫

—জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধীয়, ১৫৫

—শ্রমিক বিপ্লবের, ১১৩, ২০৭

—লেনিনবাদের, ২৫২

—বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী, ২২২

—আত্মার অগ্রগতিসম্বন্ধীয়, ২৩৬

—ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়, ২৩৮

—মার্কসীয়, রাষ্ট্র সম্বন্ধে, ২৩৮

—বৈজ্ঞানিক, ২৪৬

—গ্রেসামের, ২৩

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩

—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের, ১১৩

—শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের,
১১৮

—তুরীয়, ২৫২

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫২

তত্ত্বদর্শন, ১৪৫

তত্ত্ববিজ্ঞান, ১৪৫

তত্ত্বশাস্ত্র, ১৪৫

—ঐ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১২৫

তরুণ সমিতি, খুটান, ২৭০

—ঐ, বিবরণ, ২৭০

তহবিল, ২১২

—রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধার্থে গঠিত, ২১২

ঐ, ব্যাখ্যা, ২১২

—উদ্ভূত, ২৪১

তাইওয়ান দ্বীপ, ১০৭

তাতারজাতি, ২১৫

তাসিতুস, কর্নেলিউস, ২৫

—*The Annales*, ২৫

—*Historiae*, ২৫

—*Germania*, ২৫

তিতাসেরো, ৫৪, ১০৪, ১৫০, ১৫১

—বিপ্লবগততাবাদের সমালোচনা, ৫৪

—*Patriotism and Internationalism*, ৫৪, ১০৪, ১৫০, ১৫১

—আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্বন্ধে উক্তি, ১০৪

—স্বদেশভক্তি সম্বন্ধে উক্তি, ১৫০-৫১

তিতিকাবাদ, ২৪১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪১-৪২

তিতুমীর, ২৬৬

—তঁাহার বাঁশের কেলা, ২৬৬

—ইংরেজের সহিত যুদ্ধ, ২৬৬

তিলক, বালগঙ্গাধর, ৪৭, ২৭

—চরমপন্থীদের সৃষ্টি, ৪৭

—হোমরুল-আন্দোলনের প্রবর্তন, ২৭

‘তুইলারী’ প্রাসাদ, ২০৫

তুকারাম, ২৪৩

তুরস্ক, ৮৪, ১১৬, ১২৭, ১২৮, ১৪২, ২০১

—খলিফা-শাসিত, ১৪২

তুরস্ক-ইরাক সামরিক চুক্তি, ১২৭

। দর্শন, ২৫২

ীয়তত্ত্ব, ২৫২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫২

তুর্কি, ১৮২

—কনস্টান্টিনোপল্ অধিকার, ১৮২

তুর্কি আক্রমণ, ২৬

তুর্গেনেফ, ১৪২

—ফাদাঙ্গ্ এণ্ড সন্স, ১৪২

তুলসীদাস, ২৪৩

তুল্যদ্রব্য বা বস্তু, পণ্যমূল্যের, ১২২, ১৭০

—সহজ, ১৭০

—সার্বজনীন বা সাধারণ, ২৫৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৫

তৃতীয়শক্তি, ২৪২, ২৫০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪২-৫০

তৈল-অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্যের,

১২৮

তৈল-সম্পদ, ১৪৮

তোষণনীতি, ১১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১

তোষণনীতি

—ইহার অবসান, ১৩৮

—বুটেন ও ফ্রান্সের, ১৪২

ত্রিকোনমিতি, ২১৬

ত্রিয়েশ্ববন্দর, ১০৫

ত্রিশক্তি-জোট বা ত্রিশক্তি-আঁতাত (‘জোট’
দ্রষ্টব্য), ২৫২

থ

থাইল্যান্ড, ২৩১, ২৩২, ২৬৯

থালেস, গ্রীক দার্শনিক, ৫৩, ১২২

—বিশ্বের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মত, ৫৩, ১২২

‘থিওক্রেসি’, ‘পুরোহিততন্ত্র’ দ্রষ্টব্য

থিওডোসিউস, রোম-সম্রাট, ২৬, ২৬

—রোমসাম্রাজ্য দুইভাগে ভাগকরণ, ২৬

‘থিওসোফি’, ২৪২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪২

‘থিওসোফিকাল সোসাইটি’, ২৪২

—ঐ, বিবরণ, ২৪২

—ইহার তিনটি উদ্দেশ্য, ২৪২

—ভারতে শাখা প্রতিষ্ঠা, ২৪২

থুসিডাইডিস, ২৫

—পিলোপোনেসীয় যুদ্ধের

ইতিহাস, ২৫

ইহার বৈশিষ্ট্য, ২৫

দক্ষিণ-আমেরিকা, ৫৪, ১৪৭

দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন, ২২, ২৫,

৪৩, ৭২, ২১৭

দক্ষিণপন্থী, ২১১, ২১২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১২

দক্ষিণপন্থী অংশ, ২১২

—আন্দোলনের, ২১২

ঐ, ব্যাখ্যা, ২১২

দক্ষিণপন্থীদল, ফ্রান্সের, ২৪২

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ২৩১

‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াচুক্তি’ (‘চুক্তিসংস্থা’ দ্রষ্টব্য),

১২৭, ১২৮, ২৩১, ২৩২

—ইহার উদ্দেশ্য, ২৩১, ২৩২

দক্ষিণ-ভারত, ২২৮

দক্ষিণ-ভিয়েতনাম, ২৩২

দত্ত, রজনী পাম, ১৫

এশিয়া-আফ্রিকা-সম্মেলনের ঐতিহাসিক

তাৎপর্য সম্বন্ধে, ১৫

Labour Monthly, ১৫

—অক্ষয়কুমার, ১২৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১২৫

—মধুসূদন, মাইকেল, ১২৫, ১২৬

তাঁহার রচনাবলী, ১২৫

অমিত্রাক্ষর চন্দ্রের স্রষ্টি, ১২৫

মেঘনাদ বধ কাব্য, ১২৫

শর্মিষ্ঠা নাটক, ১২৫

বাংলা চতুর্দশপদী কবিতার স্রষ্টি, ১২৫

—ডাঃ শশধর, ২৩৬

স্পিনোজার দর্শনের ব্যাখ্যা, ২৩৬

স্পেন্সারের দর্শনের ব্যাখ্যা, ২৩৬

পাল্শাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস, ২৩৬

দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী, ১২১

—আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা, ১২১

‘দয়েস্-প্ল্যান’, ১২২

দর—‘দাম’ দ্রষ্টব্য

দরবেশ, ২৪৩

দর্শন, ৭৮, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৫৩,

১৫৪, ১৫৫, ১৮০, ১৮৬, ১২৪, ১২৬,

২৩০, ২৩৫, ২৩৬, ২৫২, ২৫৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৫৩

—ভাববাদী, ১

—ইহার ভাববাদী স্তর, ৪৬

—এপিকিউরাসের, ৭৫, ১২২

দর্শন,

- ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৫
- গ্রীসের উন্নত, ৯৪, ১৮২
- বনিয়াদী জার্মান, ১১৮
- ইউরোপীয়, ১২২
- ইহার প্রতিষ্ঠা, ১২২
- পরিবর্তনসম্বন্ধীয়, হেগেলের, ১২৪
- ফরাসীবস্তুবাদী, ১৮শ শতাব্দীর, ১২৪
- বস্তুবাদী, ১২২, ১২৩, ২৫৩
- ইহার বৈপ্লবিক ভূমিকা, ১২২
- সামন্তপ্রথার উপর ইহার আক্রমণ, ১২২
- ইহার প্রগতিশীল ভূমিকা, ১২২
- বৈপ্লবিক, ১২৪
- মার্ক্সীয়, ১২৪
- ইহার মূলভিত্তি, ১২৩
- দ্বন্দ্ব প্রগতিমূলক বস্তুবাদী, ১২৪
- ইহার দুইটি মৌলিক উপাদান, ১২৪
- ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ১২৪
- ইহার সার্থকতা লাভ, ১২৪
- বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতীত, ১২৫
- প্রাকৃতিক, ১৩২, ১৫৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩২
- প্রাকৃতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সৃষ্ট, ১৩২
- আধ্যাত্মিক, ১৪৫, ১৫৩
- ইহার ভাষাগত অর্থ, ১৫৩
- ইহার ব্যাখ্যা, বিভিন্নযুগের দার্শনিকগণ
কর্তৃক, ১৫৩
- ইহার উৎপত্তির ইতিহাস, ১৫৩
- মধ্যযুগের, ১৫৩
- নৈতিক, ১৫৩
- বর্তমান কালের, ১৫৩
- সাধারণ বুদ্ধিরদ্বারা গৃহীত, ১৫৩
- সর্বজনস্বীকৃত, ১৫৩
- ভারতের বা ভারতীয়, ১৫৪, ১৫৫, ১৮৬
- বস্তুবাদী, ইহলোকসর্বম্ব, ১৫৪
- জৈন, ১৫৪
- চাৰ্বাক, ১৫৪, ১৫৫
- আর্হত, ১৫৪
- বৌদ্ধ, ১৫৪, ১৫৫

দর্শন,

- রামায়ুজ, ১৫৪
- পাতঞ্জল, ১৫৪
- শ্রায়, ১৫৪
- সাংখ্য, ১৫৪, ১৫৫
- বৈশেষিক বা কনাদ, ১৫৪
- মীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা, ১৫৪
- বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্র (উত্তর-মীমাংসা), ১৫৪
- শঙ্কর, ১৫৪
- পূর্ণ প্রজ্ঞা, ১৫৪
- শৈব, ১৫৪, ১৫৫
- নকুলীশ পাণ্ডুপত, ১৫৪
- তুরীয়, ২৫২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫২
- প্রত্যাভিজ্ঞা, ১৫৪
- রসেশ্বর, ১৫৪
- পাণিনি, ১৫৪, ১৫৫
- অধ্যাত্মবাদী, ১৫৪
- বেদমার্গবিহিত বা বৈদিক, ১৫৫
- ভাব, ভারতীয়, ১৫৫
- মানবত, ১৫৫
- ইহার ইতিহাস, ১৫৫
- পাশ্চাত্য, ১৫৫, ১৯৬
- ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ১৫৫-৫৬
- মুখ্য, ১৫৬
- অগাস্ট কোং-এর, ১৬৭
- পিথাগোরাসের, ১৭৪
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৪
- স্পেন্সারের, ২৩৫, ২৪৬
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৫-৩৬
- ইহার মূল ভিত্তি, ২৩৫
- ইহার দুই ভাগ, ২৩৫
- স্পিনোজার, ২৩৬
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৬
- নিটশের, ২৪৪
- সমস্বয়ী বা সংকলিত, ২৪৬
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৬
- দর্শনশাস্ত্র, ৬৭, ৮৫, ১২১, ১২৪ ১২৫, ১৫৪,
২১৬, ২৪২

দর্শনশাস্ত্র,

- ইহার প্রধান প্রশ্ন, ১২১
- হিন্দুদের, ৭৪
- ভারতীয়, ১৫৪, ১৫৫
- গ্রীক, ৭৪
- ইহার দুইটি প্রধান ভাগ, ৯৮
- ইহার ক্রমবিকাশ, ২৪২

দল, ২১৮

- গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী, ১১২, ১৪১
- বামপন্থী, ১১২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১১২-১৩
- প্রগতিশীল, ১১২
- ভাববাদীদের, ১২১
- বস্তুবাদীদের, ১২১
- দক্ষিণপন্থী, ফ্রান্সের, ২৪২

দশক, ৬১

- ঐ, ব্যাখ্যা, ৬১

দ্বন্দ্ব (দার্শনিক অর্থে), ৫০

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫০
- মৌলিক, ধনতত্ত্বের, ৫৬, ৫৯
- ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে, ৫৬
- আভাস্তরিক ও সহজাত, ৬৭, ১১২
- উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে, ৬৭
- শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়া ইহার প্রকাশ, ৬৮
- সামন্ততান্ত্রিক সমাজের, ৬৮
- বুর্জোয়া সমাজের, ৬৮
- ইহার পরিণতি, ৬৮
- ইহার ও বিরোধের মধ্যে পার্থক্য, ৯

দ্বন্দ্বপ্রগতি ('ডায়লেক্টিক্স' দ্রষ্টব্য), ১২৩

দ্বন্দ্ববাদ ('ডায়লেক্টিক্স' দ্রষ্টব্য), ৬৭, ৬৮

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ১৫৩

- কার্ল মার্ক্সের, ১৫৩

দ্রব্য—'উৎপাদদ্রব্য' দ্রষ্টব্য

দার্ত, ২০৪, ২০৫

- ফরাসী বিপ্লবের নায়করূপে, ২০৪
- বিপ্লবের বিরোধিতা, ২০৬

দার্ত,

- 'গিলোটিনে' হত্যা, ২০৬

দার্দেনেলস্ প্রশালী, ৮৪

দাস্তে আলিঘিরি, ১৮২

- কাব্যগাথা, ১৮২

- ইউরোপের 'রিনাসান্স' যুগের ক্ষুদ্রতরু-রূপে, ১৮২

দাবি, ঔপনিবেশিক, ৮৪

দা ভিকি, লিওনার্দো, ১৮১, ১৮৩

- অমর চিত্রসম্ভার, ১৮৩

দাম, ১৬৮, ১৬৯, ২৫৮, ২৫৯

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৮

- পণ্যের, ১৬৮, ২৫৮, ২৫৯

ইহার উঠানামা, ১৬৮

- উৎপাদনের, ১৬৮

- একচেটিয়া, ১৬৯

- সর্বনিম্ন, ২৫৭

- সর্বোচ্চ, ২৫৭

- প্রমশক্তির ('মজুরি' দ্রষ্টব্য), ২৬৪

দামোদর-বাঁধ, ১৬২

দায় বা দায়িত্ব, সীমাবদ্ধ, ১১৪

- ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৪

দার্শনিক, ১২১

- ইহাদের দুইটি ভাগ, ১২১

- ইহাদের ক্রটি, ১২৫

- ইহাদের কর্তব্য, ১২৫

- গ্রীক, ১২২

ভাবের উপর বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার, ১২২

- ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত, ১২৩

- ফরাসী যান্ত্রিক বস্তুবাদী, ১২৪

- বিভিন্ন যুগের, ১৫৩

- প্রাচীন, ২১৭, ২৫৬

- বস্তুবাদী, ১২১

- পাশ্চাত্য, ২১৯

দার্শনিক পদ্ধতি, কান্টের, ১০৬

দার্শনিক মত বা মতবাদ, ১২২, ১২৩, ১৩৮,

১৫২, ১৫৩, ১৬৭, ১৭৬, ১৭৭, ২১৭,

২১৯, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৫২

- জন লক্-এর, ১২২

দার্শনিক মত,

- প্রগতিশীল, ১২৩
- ইহার উদ্দেশ্য, ১২৩
- প্রাতোর, ১২৩
- দ্বন্দ্বপ্রগতিমূলক, হেগেলের, ১২৪
- স্পিনোজার, ১২৪, ২৩৬
- বর্তমান যুগের, ১৫৩
- পিথাগোরাসের, ১৭৪
- কান্টের, ১৭৭, ২৫২
- কুশোর, ২১৪
- খৃষ্টীয়, ২১৭
- সক্রেতিসের, ২৩০
- স্পেন্সারের, ২৩৫, ২৪৬
- জেনোর, ২৪১-৪২
- ধর্মীয়, ২৪২
- এপিকিউরাসের, ৭৫, ১২২, ২৫৬

দার্শনিক যুক্তি, ১২১

দার্শনিক স্কুল, ২১৭

দালাদিয়ের, ১১

—তোষণনীতি, ১১

দালাল—‘মধ্যবর্তী লোক’ দ্রষ্টব্য

দাস, ৬২, ৯২, ১১৫, ২২০, ২৩২, ২৪২

—ক্রীত, ৬২, ৯২, ২২০,

ইহাদের অবস্থা, ৭২

—বিদ্রোহী, ২২১

—অর্থ, ২৬৩

দাসঅবস্থা (‘দাসত্ব’ দ্রষ্টব্য), ১৬৯

দাসত্ব, ২২০, ২৬৭

—প্রমিতদের, ১৬৯

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২২০

দাসপ্রথা, ৬৬, ৮১, ১৭১, ১৮৭, ১৯৯, ২০০, ২২০, ২৪২, ২৬৩, ২৭০

—ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ২২০-২১

—ইংলণ্ডের, ২২১

—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ৫৫, ৬৬, ১৯৯, ২০০

—ইহার অবসান, ৬৬, ২২১

—ঐ, বৃটিশ সাম্রাজ্যে, ১৮৭

দাসবিদ্রোহ, ২২১, ২৩৫

—ইতালীর, স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে, ২২১, ২৩৫

দাসবিদ্রোহ,

—ইংলণ্ডের, ওয়াটটিলারের নেতৃত্বে, ২২১

দাসব্যবসায়, ২২০

—ইহার প্রথম আরম্ভ, ২২০

দাসযুগ, ২৩৯

দিগনির্ণয় যন্ত্র, ১৮৬

—ইহার উদ্ভাবন, ১৮৬

—ইহার সাহায্যে প্রাচ্যজগতের পথ
আবিষ্কার, ১৮৬

দিদোরো, ৭৪

দিন-মজুর (‘কৃষিপ্রমিত’ দ্রষ্টব্য), ১১১, ১৫২

দিনেমার, ১৮৮

দিল্লী, ১৩৩

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, ‘আন্তর্জাতিক’ দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকপন্থী, ২২৬

দ্বিতীয় শক্তি, ২৪২

দ্বিধাতুমান বা দুই ধাতুর মিশ্রাণকৃতি, ২১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২১

দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, ২১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২১

দীর্ঘমুত্রতা, ১৭৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৮

দুঃখবাদ (‘নৈরাশ্রবাদ’ দ্রষ্টব্য), ১৫৪, ১৮৯

দুহুমিঞা, ২৬৬

দুরানি, আমেদশাহ, ১৮৬

—ভারত আক্রমণ, ১৮৬

দুমা, আলেকজান্দার, ২১৩

—রমণ্যাসবাদের প্রবর্তন, ২১৩

দুর্গেশনন্দিনী, ১২৫

দুর্নীতি, মধ্যযুগীয়, ১৮৫

দৃষ্টি, বাস্তব, ১৪৪

—অর্থনৈতিক, ১২৭

দৃষ্টিভঙ্গি, মার্ক্সীয় বস্তুবাদী, ১২১

—কোন শ্রেণীর, ১৬৪

—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের, ২২৯

দেউলিয়া, ২০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২০

দেউলিয়া হওয়া, ১১৪

—ঐ, সংজ্ঞা, ১১৪

দেকার্তে, রেনে, ৭২, ২৫৩

—‘ভাব’সম্বন্ধীয় দার্শনিক মত, ৯৮

—সত্য সম্বন্ধে মত, ২৫৩

দেবতন্ত্র, ‘পুরাণ’ দ্রষ্টব্য

দেবতন্ত্র, ‘ঈশ্বরতন্ত্র’ দ্রষ্টব্য

দেশ, ১৫০, ১২০, ২১৮

—পরাধীন, ৮৬, ১১০, ১৩৬, ২০১, ২১৮,
২৩১, ২৩২, ২৬৭

—অর্ধস্বাধীন, ৮৬, ১১০, ১৪৮, ২০১, ২৩১, ২৩২

—স্বাধীন, ৮৬, ১৪৮, ২৩৬, ২৪৭

—সাম্রাজ্যবাদী, ৭২

—ধনতাত্ত্বিক, ১০১, ২২৭

—অনগ্রসর বা শিল্পে অগ্রসর, ১৩৪

—সমাজতাত্ত্বিক, ১৬১

—ঔপনিবেশিক, ২০১, ২৬৭

দেশ,

—জনগণতান্ত্রিক, ২০১

—সামন্ততান্ত্রিক, ইউরোপের, ২০৬

—পশ্চাৎপদ, ২৩২

দেশপ্রেম, ১২৩

—স্বামী বিবেকানন্দের, ১২৩

‘দেশপ্রেমিক সঙ্ঘ’, (*Patriots’ Association*) ১২১

দেশভক্ত, ১৫০

দেশাই, ভুলাভাই, ৪৮, ১৩৩

দেহগঠন, মূলধনের, ২৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৮

দ্বৈতবাদ, ৭২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭২

দোহা, ১৫৫

ধনতন্ত্র (ধনতাত্ত্বিক সমাজ-পদ্ধতি বা ব্যবস্থা),

২২, ৩০, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৯,

৬৩, ৬৪, ৭৭, ৮৬, ১০৭, ১০৮, ১১৬,

১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১৩৭, ১৭২,

১৭২, ২০১, ২০৭, ২২২, ২২৩, ২২৪,

২২৫, ২২৬, ২২৮, ২৩৭, ২৩৮, ২৫৫,

২৫৭, ২৫৯, ২৬১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩০

—ইহার আরম্ভ, ১০১, ১০৮

—সমাজ বিকাশের উন্নতস্তর, ৩০

ইহার প্রথম যুগ, ১৩৩

—ইহার দুইটি বৈশিষ্ট্য, ৩০, ৪৩

—ইহার মূল ভিত্তি, ২৬১

—ইহার সমর্থক ও বিরোধী মত, ৩০-৩২

—জনসাধারণের, ৩১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫,
২৭৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৭৩-৭৭

ইহার বিকল্প প্রমাণ, ২৭৪

ইহার পূর্ব-ইতিহাস, ২৭৪-৭৫

—অবাধ প্রতিযোগিতামূলক, ৩১, ২২

—একচেটিয়া, ৩১, ৩৩, ৭৭, ১০২, ১৩০,
১৬২, ২৭৫

ধনতন্ত্র,

—ইহার একচেটিয়া স্তর বা অবস্থা,
৩১, ২২

—ইহার ভবিষ্যৎ, ৩২

—ইহার সাধারণ সঙ্কট, ৩২, ৩৩

—ইহাকে প রি ক ল্পিত বিশ্ব-সংস্থায়
পরিণতকরাসম্বন্ধীয় মত, ৩২

—ইহার সহজাত দুর্বলতা, ৩২

—ইহার অসমান বিকাশ, ৩২, ২০৭

—ইহার ধ্বংস, ৩২, ১২০

—রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্র-পরিচালিত, ৩২, ৩৩,
৫২, ২২৭, ২২৯, ২৪১

ঐ, ব্যাখ্যা, ৩২

—ইহার পরিবর্তন, ৩২-৩৩

—ইহার রাষ্ট্রীয় রূপগ্রহণ, ৩৩

—ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিভিত্তিক, ৩৩

—ইহার আভ্যন্তরিক মৌলিক দৃষ্ট, ৫৬, ৫৯

—ইহার প্রসার, ৮০

—ইহার বিকল্পে শ্রমিক ও শ্রমজীবীজন-
গণের ক্রান্ত, ৮৬

—ইহার সাম্রাজ্যবাদের স্তরে আরোহণ, ২২

—ইহার অবসান, ১০৮

ধনতত্ত্ব

- ইহার বি রুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর
ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ১০৮
- ইহার বৈদেশিক বাজারের প্রয়োজন, ১১৬
- চীনের পুরাতন, ১৩১
- রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রপরিচালিত, একচেটিয়া,
১৩১, ১৬২
- ইহার প্রাধান্যলাভ, ১৩৩
- সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে ইহার চূড়ান্ত জয়,
১৩৬
- আধুনিক, ১৩৬
- জার্মানীর, ১৩৮
- প্রো: রুজভেন্ট কর্তৃক ইহার নিয়ন্ত্রণের
চেষ্টা, ১৪০
- ইহার ধ্বংসাবশেষ, ১৪২
- ইহার পক্ষসমর্থকগণ, ১৬৬, ২৫৭
- ইহার বিকাশ, ১৬২
- ইহার শেষ স্তর, ১৬২
- সামন্ততন্ত্রের সহিত ইহার আপস, ২০৭
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫,
২৭৬
- মার্কিন ধরনের, ২৭৪
- ধনতান্ত্রিক দেশ (বা রাষ্ট্র), ১২, ৮২
- অমূল্যত, ৬৪
- সমাজ, ৬৪
- যুগ, ১০১
- ইহার আরম্ভ, ১০১
- ইউরোপের, ২৭৫
- ধনতান্ত্রিক প্রথা, ১৭১
- ধনতান্ত্রিক বেটনী, ‘বেটনী’ দ্রষ্টব্য
- ধনিকতত্ত্ব, ১৬৪
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৬৪
- ধনিকবিপ্লব—‘বুর্জোয়াবিপ্লব’ দ্রষ্টব্য
- ধনিকশ্রেণী—‘বুর্জোয়াশ্রেণী’ দ্রষ্টব্য
- ধন্যবোধ, ১৫৪
- ধর্ম, ২, ৮২, ৮৫, ৮৭, ১১১, ১১৮, ১২৩, ১৪২,
১৭১, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২,
১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ২১৪, ২১৫,
২১৮, ২৪২, ২৪৯

ধর্ম,

- প্রাথমিক সংজ্ঞা (টিলরের), ২
- সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭২-৮০
- সংজ্ঞা সন্ধ্যা মতভেদ, ১৭২
- ইহার ৪৮টি সংজ্ঞা, ১৭২
- ইহার উৎপত্তি সন্ধ্যা মতভেদ, ১৭২
- ইহার সহিত রাজনীতি ও সমাজনীতির
সংমিশ্রণ, ৮৭
- খৃষ্টীয়, ৫২, ২১৭
- মানবীয় বা মানবত্ব, ২৭, ১৮০, ১৯০,
১৯২, ১৯৩
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৭, ১৮০
- ইহার মূলনীতি, ১৯২
- সমাজে আইন তৈরীর ব্যাপারে ইহার
ভূমিকা, ১১১
- ইহার দূষিত প্রভাব, ১২৩
- মাহুকের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ, ১২৩
- স্বাভাবিক বা সাধারণ, ১৩৯
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩৯
- অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণার
সহিত সম্পর্কহীন, ১৬৯
- বুদ্ধদেবের প্রচারিত, ১৪২
- ইহার মূল বিষয়বস্তু, ১৪২
- নাস্তিক, মানবসেবামূলক, ১৮০
- বৈষ্ণব, ১৫৫
- প্রাকৃতিক, ১৮০
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৮০
- ভারতীয়, ১৮৬, ১৮৭, ১৯১
- ইহার সংস্কারসাধন, ১৮৭
- পাশ্চাত্য, ১৮৮
- প্রোটেষ্ট্যান্ট, খৃষ্টীয়, ২০৩
- মুসলিম বা ইসলাম, ১৪৯, ২৪৩
- ইহার একটি মূল বিষয়, ১৪৯
- ধর্মগ্রন্থ (‘গ্রন্থ’ দ্রষ্টব্য), ২৪৯
- মূল, ২৪৯
- ধর্মঘট, ৭৯, ২০৮, ২১৯, ২৪৬, ২৫১, ২৭৪
- শ্রমিকশ্রেণীর, ১০৯
- রাজনৈতিক, ১৬৭, ২০৮
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৬৭

ধর্মঘট,

- সাধারণ, রাজনৈতিক, ১৬৭
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৬৭
- বিপ্লবের পূর্বপ্রস্তুতিরূপে, ১৬৭
- অবস্থান, ২১২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২১২
- শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম, ২১২
- দেশব্যাপী সাধারণ, ২৪৬
- ধর্মবিপ্লব, ইউরোপের, ১৭৮, ১৭৯, ১৮২, ১৮৪
- ঐ, বিবরণ, ১৭৮-৭৯
- ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ১৭৮
- মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে, ১৮৪
- জন ক্যালভিনের নেতৃত্বে, ১৮৪
- ‘ধর্মবিপ্লববিরোধী সম্মেলন’, ১৭৮
- ধর্মবিশ্বাস, ১৮৩, ২৩৫
- ধর্মশাস্ত্র, ১৫৪, ২৪৮, ২৪৯
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৮-৪৯
- এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত, ২৪৯
- ইহার যুগ, ৪৬, ২৪৯
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৯

নকুলীশপাণ্ডিত দর্শন, ১৫৪

নগররাষ্ট্র, ৯৪, ১২২

- সাধারণতাত্ত্বিক, ১৮২, ২৩০
- ফ্লোরেন্স, ১৮২
- ‘ইউরোপীয় সংস্কৃতির মাতৃভূমি’, ১৮২
- প্রাচীনকালের, ১২২
- ‘নট এনাফ, মানি থিওরি’—‘সংকট’ দ্রষ্টব্য
- নব অভ্যুদয়, ১৮০
- নবজাগরণ, ৬০, ১৮০, ১৮৩, ১২২, ১২৭
- নবযুগারম্ভ, ১৮০, ১৮১
- নবজাগৃতি, ১৮০, ১৮২, ১২০
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৮০
- ইহার তাৎপর্য, ১৮০
- ইহার আন্দোলন, ১৮০
- ইহার ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্বকাল, ১৮০

ধর্মসম্মেলন, আন্তর্জাতিক, ১২২

- ধারণা (‘ভাব’ দ্রষ্টব্য), ৪৬, ৭৬, ৯৭, ৯৮, ১৪৪, ২১২, ২৩৬, ২৪২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৬
- সামাজিক, ৭৬
- অবৈজ্ঞানিক, ১২২
- সামাজিক পরিবর্তনসম্বন্ধীয়, ১২৪
- বস্তুবাদী, বিশ্বপ্রকৃতিসম্বন্ধে, ১২৪
- ঐ, সত্যসম্বন্ধে, ২৫৩
- দ্বন্দ্বপ্রগতিমূলক, গতি ও বিকাশধারা-সম্বন্ধে, ১ ৪
- দেবতাসম্বন্ধে, আদিম সমাজে, ১৭৯
- বহু দেবতাসম্বন্ধে, ১৭৯
- জীবিত ও মৃতের সম্পর্কসম্বন্ধীয়, ২৩৬
- মার্ক্সীয়, স্বদেশভক্তিসম্বন্ধে, ১৫০
- সর্বজনস্বীকৃত, মানবজাতির, ১৫৩
- নূতন, মানুষের জীবন ও পৃথিবীসম্বন্ধে, ১৮৫
- ঐক্যদর্শন, ১৫৩, ১৬৭
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৭
- অগাস্ট কোং-এর, ১৫৩, ১৬৭

নবজাগৃতি,

- ইউরোপের (‘রিনাসান্স’ দ্রষ্টব্য), ৬০, ৯৭
- ভারতের (‘রিনাসান্স, ভারতীয়’ দ্রষ্টব্য), ১৮৬, ১৮৯, ১২০, ১২১
- বাংলার, ১৮৮, ১৮৯
- জাতীয়তাবাদী, বাংলার, ১২২
- নবপ্রাতোবাদ—‘প্রাতোবাদ’ দ্রষ্টব্য
- নববিধান, ১৪০
- নব ব্যবস্থা, ১৪০
- নবহিন্দুধর্ম, ১২৬
- নবহিন্দুবাদ, ১৮৯, ১২০, ১২১, ১২২
- ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণ, ১৮৯
- বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের, ১৮৯
- ইহার অভ্যুদয়, ১২০

নবহিন্দুবাদ,

—ইহার মূল বিষয়বস্তু, ১২০

—ইহার সূচনা, ১২০

—মানবতাবাদী, ১২৬

নভেম্বর-বিপ্লব—‘বিপ্লব’ দ্রষ্টব্য

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—‘বিপ্লব’ দ্রষ্টব্য

নরওয়ে, ৫৪, ১৪৩, ১৭৪

নরমপন্থা, ২১২

নরহত্যা, ব্যাপক, ২০

নর্ডিকজাতি, ৩৫

—ইহার শ্রেষ্ঠত্বসম্বন্ধীয় মতবাদ, ৩৫

নর্ডিকজাতিতত্ত্ব, ১০

নাঞ্চের ক্ষমতা—‘ভেটো’ দ্রষ্টব্য

নাগরিক, ১৬৪, ১৬৭, ২২০, ২৪৮, ২৫০, ২৬৪

—ইহাদের দায়িত্ব ও অধিকার, ১৬৪

—প্রাচীন এথেন্সের, ২৩০

—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ২৭০

‘নাটো’—‘উত্তর-আটলান্টিক চুক্তিসংস্থা’ দ্রষ্টব্য

নাট্যসাহিত্য, ১৮১, ১৮৫, ১৯৫, ১৯৬

—সেক্সপিয়রের, ১৮১, ১৮৫

—মাইকেল মধুসূদনের, ১৯৫

—দীনবন্ধু মিত্রের, ১৯৫

—গিরীশচন্দ্রের, ১৯৬

নাৎসি বা নাৎসিদল, ১৩৮, ১৩৯, ২৫০

—রাইখস্ট্যাগে অগ্নিসংযোগ, ১৩৮

—ইহাদের ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপ ১৩৮

—শাসনক্ষমতা দখল, ১৩৮

নাৎসি-অভ্যুত্থান, জার্মানীর, ২৫০

নাৎসিবাদ (‘ফাসিবাদ’ দ্রষ্টব্য), ৭২, ১৩৭, ১৩৮, ২৩৫

—ইহার মূল বিষয়বস্তু, ১৩৭

—ইহার প্রতিষ্ঠা, ১৩৮

—ইহার অবসান, ১৩৮

নাৎসি-শাসন, জার্মানীর, ২৫০

নাথপন্থ, ১৫৫

নামবাদ, ১৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪২

নারী, ২৬৯

নারী-স্বাধীনতাবাদ—‘স্ত্রী-স্বাধীনতাবাদ’ দ্রষ্টব্য

গ্রায়, ১৫৪

গ্রায়দর্শন, ১৫৪

গ্রায়যুদ্ধ—‘যুদ্ধ’ দ্রষ্টব্য

‘গ্রাশনাল সিকুলার সোসাইটি’, ২১৮

নিউইয়র্ক, ২৩৬, ২৪৯, ২৬৬

নিউজিল্যান্ড, ৪৩, ৭২, ২৩১, ২৩২, ২৪৬, ২৫৩

‘নিউডিল’ (‘নববিধান’ বা ‘নবব্যবস্থা’ দ্রষ্টব্য), ৫০, ১৪০, ২৫১

—ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ১৪০

—ইহার উদ্দেশ্য, ১৪০

—ইহার দুইটি মূল বিষয়, ১৪০

—খননতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা রূপে, ১৪০

—ইহার আংশিক সফলতা, ১৪০

—ইহার ব্যর্থতার কারণ, ১৪০

‘নিউডিল’-আইন, ২৫১

নিকোবর দীপপুঞ্জ, ১৫০

‘নিখিল আমেরিকা রাজপথ’, ১৪৭

‘নিখিল আমেরিকা-সঙ্ঘ’, ১৪৭

—ইহার উদ্দেশ্য, ১৪৭

—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছদ্ম আবরণরূপে, ১৪৮

“নিখিল আরবরাষ্ট্র”, ১৪৮

নিখিল ইসলামবাদ ১৪৮

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ২২৮

—বহরমপুর-অধিবেশন, ২২৮, ২২৯

—দিল্লী-অধিবেশন, ২২৮, ২২৯

নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন, (All India National Conference), ১৯১

নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস, ১১০, ২৫১, ২৫২

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, ১৩২

—ইহার সৃষ্টি, ১৩২

নিখিল মুসলিম কংগ্রেস, ১৪৯

নিগ্রো, ১১৫

—ইহাদের হত্যা, ১১৫

নিগ্রোশাখা, আফ্রিকার, ১৭৫

—ঐ, বিবরণ, ১৭৫

নিজাম, হায়দরাবাদে, ১৩৩

নিট্শে, দাৰ্শনিক, ২৪৩, ২৪৪

—তঁাহাৰ দৰ্শন, ২৪৪

নিপুণতা, শ্ৰমেৰ, ১৭১

নিয়তিবাদ, ৬৬, ৭২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬৬, ৭২

—অৰ্থ নৈতিক, ৬৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬৬

নিয়ন্ত্ৰণ,

—ৰাষ্ট্ৰীয়, ১০৭, ২২৭

—উৎপাদনেৰ, ১৬২

নিয়ন্ত্ৰণ-ক্ষমতা, ১৪৪

—ৰাষ্ট্ৰেৰ, ১৪৪

নিয়ন্ত্ৰণ-ব্যবস্থা, ২২৭

—শিল্পেৰ, ২২৭

নিয়ন্ত্ৰণভাব,

—ৰাজনৈতিক ও অৰ্থ নৈতিক, ৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬

নিয়ম, ১১১, ১২৬, ১৪২, ১৬৩

—স্বাভাবিক, ১২২

—আধ্যাত্মিক দাৰ্শনিক, ১২৬

—সাধাৰণ, পৰিবৰ্তনেৰ, ১৩৩

—অৰ্থ নৈতিক ও সা মা জিক ক্ৰিয়া-
কলাপেৰ, ১৬৬

—প্ৰাকৃতিক, ২৪২

নিয়মতন্ত্ৰ বা নিয়মতান্ত্ৰিক শাসন, ৪২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৪২

নিয়মশৃঙ্খলা (বা নিয়ম), ৭৫, ১১১, ১২৬,
১৬৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১১

—প্ৰাকৃতিক, ৭৫, ১১১, ১২৬, ১৩৮

ঐ, ব্যাখ্যা, ১১১

—ৰাষ্ট্ৰকৃত, ১১১

—গতিসম্বন্ধীয়, ১১১

—নৈতিক, ১১১

নিৰপেক্ষতা, ১৩২, ১৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩২-৪০

নিৰজীকৰণ, ১৫২, ২৩২

নিৰাপত্তা, ৮৪, ১৪৩

—আভ্যন্তৰিক, ৮৪

নিৰাপত্তা,

—পাৰম্পৰিক, ৮৪

—বিশেষ, ১২৮

—সকল জাতিৰ, ১৫১

নিৰাপত্তা-পৰিষদ (‘ৰাষ্ট্ৰ’ বা ‘জাতিপুঞ্জ-
প্ৰতিষ্ঠান’ দ্ৰষ্টব্য), ২৩, ২৫৪,
২৫৫, ২৬৩

—জাতিপুঞ্জ-প্ৰতিষ্ঠানেৰ, ২৫৪

—ইহাৰ পাচটি স্থায়ী সদস্য দেশ, ২৩,
২৫৪, ২৬৩

—ইহাৰ গঠনপ্ৰণালী, ২৫৪-৫৫

নিৰীক্ষণবাদ, ৭, ১৫, ২১৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৫, ২১৮

নিৰুজ, ১৫৪

নিৰ্ধাৰণবাদ (‘নিয়তিবাদ’ দ্ৰষ্টব্য), ৬৬

নিৰ্ধাৰণবাদী, ৮৫

নিৰ্বাচন, ২১৩, ২৪৩, ২৬৪, ২৬২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৪

—ৰাষ্ট্ৰীয়, ২৪৩

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৪

—ইহাৰ বিশেষ পদ্ধতি, ১৭৩

—প্ৰাকৃতিক, ‘প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন’
দ্ৰষ্টব্য

‘নিৰ্বাচনী ম্যানিফেষ্টো’, ভাৰতীয় কংগ্ৰেছেৰ
(১৯৫৬), ২২২

নিৰ্বাণ, ১৪৩, ১৫৪

—ইহাৰ ব্যাখ্যা, ১৪৩

নিৰ্বাসন, ৰাজনৈতিক কাৰণে, ১৪৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৪৫

নিষিদ্ধকৰণ, ১৭২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭২

—ইহাৰ প্ৰথা, ২৪৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৬-৪৭

‘নিষিদ্ধব্যা-আইন’, ১৪০

নিষিদ্ধবিষয়, ২৪৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৬-৪৭

নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যসম্বন্ধীয়, ৭৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৪

‘নিহিলিজ্‌ম্’—‘শূন্যতাবাদ’ দ্ৰষ্টব্য

নীতি, ৭২, ১৪২, ১৪৫, ১৫৫, ২৪২

—সং, ২১৮

—সাধারণ, ১৫২

—মূল, মানবজীবনের, ৮৭

—আমেরিকার বিপ্লবের গণতান্ত্রিক, ১২৩

—স্বাভাবিক, 'প্রকৃতিবাদ' দ্রষ্টব্য

—শাসনতান্ত্রিক, নূতন গণতন্ত্রের, ১৪১

—সাময়িক পশ্চাদ্গমনের, ১৪১

—গণতন্ত্রের, ১৪৩

নীতিতত্ত্ব, ১৫৫

নীতিবিজ্ঞান, ৯৪, ১৫৩, ১৮১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৬

নীতিশাস্ত্র, ৭৩, ৭৬, ১৫৫, ২৪২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৬

—দার্শনিক জেনোর, ৭৬

নীলদর্পণ নাটক, ১২৫

'নুরমবুর্গ আইন', ১০

নৃত্য বা নৃবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞা, ১০, ৫২, ১৭৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১০

—ঐ সম্বন্ধীয় ভূগোল, ১১

নেটচায়েফ, নৈরাষ্ট্রবাদী, ৮

—গুপ্তহত্যার মতবাদ, ৮

—গুপ্তহত্যার নায়করূপে, ৮

নেতৃত্ব, ১০২, ১৮৮

—বিপ্লবী, ১০২

—শ্রমিকশ্রেণীর, ১৪১

—রাজনৈতিক, ১৬৪

—অর্থনৈতিক, ১৮৮

—সামাজিক, ১৮৮

নেদারল্যান্ড, ৫৪, ১৪৩

'নেপ' ('কর্মপন্থা, নূতন অর্থনৈতিক' দ্রষ্টব্য),
১৪১

নেপোলিয়ন ('বোনাপার্ট' দ্রষ্টব্য),

—তৃতীয়, ৫৪

বলপূর্বক ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল, ৫৪

নেহেরু, পণ্ডিত জহরলাল, ৪৪, ১০৫, ১২৮,

১৩৩, ২২৮, ২৩১, ২৪৫

—'কমনওয়েলথ'-এ ভারতের যোগদানের
সমর্থনে, ৪৪

—'স্বরাজ'সম্বন্ধে উক্তি, ২৪৫

—আত্মজীবনী (*Auto-Biography*),
২৪৫

—কংগ্রেসের সভাপতিত্ব, ৪৭

—উঁহার প্রধানমন্ত্রিত্ব, ১৩৩

—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজসম্বন্ধে,
২২৮

—দক্ষিণপূর্ব-এশিয়া চুক্তিসম্বন্ধে, ২৩১

নৈরাষ্ট্রবাদ, ১৫২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৫২

নৈরাষ্ট্রবাদ, ৬, ৮৮, ১৪২, ২২৩, ২২৪, ২২৬,
২৪৬

—ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৬

—ট্রেডইউনিয়নভিত্তিক, ৯

—ধর্মীয়, ৮৮

—উগ্র, ইউরোপের, ৮৮

নৈরাষ্ট্রবাদী, ৬, ৮৮, ১১৫

—ইহাদের বিভিন্ন দল, ৭

—ইহাদের বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকা, ৮-৯

নোবেল, আলফ্রেড, ১৪২

নোবেল-পুরস্কার, ১৪২, ১২৬

—ইহার বিবরণ, ১৪২

নোভালিস, ২১৩

—রমণ্যাসবাদের প্রবর্তন, ২১৩

নৌকদ্বীপ, ২৫৩

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ৩৩, ৫২, ৮২, ১৬০

—সোবিয়ৎ ইউনিয়নের, ১৬০

ঐ, বিবরণ, ১৬০-৬১

ইহার সফলতা, ১৬১

—ভারতের প্রথম, ১৩৫, ১৩৬, ১৬১, ১৬২

ইহার ব্যর্থতা, ১৩৫

ইহার শেষ বৎসরের জাতীয় আয়,
১৩৬, ১৬২

ইহার বিবরণ, ১৬১-৬২

পঞ্চবাষিকী

- ইহার ব্যয়, ১৬১
- ইহার সময়, ১৬১
- ইহার প্রধান লক্ষ্য, ১৬১
- ভারতের দ্বিতীয়, ১৬৬, ১৬২, ২২২
- ইহার ঘটতি, ১৬৬
- ইহার বিবরণ, ১৬২-৬৩
- ইহার কার্যকাল, ১৬২
- ইহার মোট ব্যয়, ১৬২
- প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়ের সহিত তুলনা, ১৬২
- পঞ্চমবাহিনী, ৮১
- ঐ, ব্যাখ্যা, ৮১
- ইহাদের কর্মপদ্ধতি, ৮১
- পঞ্চশক্তি, বৃহৎ ('শক্তিগোষ্ঠী' দ্রষ্টব্য), ২৩, ২৬৩
- পঞ্চশীল (বা পঞ্চনীতি), সহ অবস্থানের, ১৫, ৩২, ১৪৮
- ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৩২-৪০
- পঞ্চায়েৎ, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, ৮৮, ৮৯
- পটার, ইউজেন, ১০২
- পণ্য, ২০, ২৮, ৪৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৮২, ৮৩, ২৪, ১০৭, ১১৬, ১১৭, ১২৫, ১৩৬, ১২৮, ১৩০, ১৬৮, ১৭৬, ১৯৮, ২২০, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৫, ২৬০, ২৬১, ২৬৪, ২৬৬
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৩, ২৬০
- বিশেষ ধরনের (মুদ্রা), ১৯, ১২২
- ইহার পরিকল্পনামূলক উৎপাদন, ৩০, ১১২
- ইহার উৎপাদনের বিকাশ, ২৮
- ইহার রাষ্ট্রপরিচালিত উৎপাদন-ব্যবস্থা, ৩২
- ইহার মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি, ৪৫
- অনাবশ্যক, ৫৮
- ইহার দুস্তাপ্যতা সৃষ্টি, ৫৮
- ইহার কাল্পনিক গুরুত্ব, ৮০
- ঐ, ব্যাখ্যা, ৮০
- মাস্তকের উপর ইহার প্রভুত্ব, ৮০
- ইহার মুদ্রাহীন বিনিময়, ৮৩

পণ্য,

- ইহার রপ্তানি, ৯৯
- শ্রমশক্তির বাস্তবরূপ হিসাবে, ১০৭
- ইহার ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম, ১২৬
- ইহার সরবরাহ, ১৬৮
- ইহার উৎপাদন, ১১৮, ১১৯, ১৬৮
- ঐ, দাম বা খরচ, ১৬৮
- ইহার বণ্টনব্যবস্থা, ১৭০
- বৈদেশিক, ১৭২
- ইহার প্রতিযোগিতা, ১৭২
- পণ্যবর্জন-আন্দোলন, ২৪
- পণ্যপ্রচলন (বা পণ্যবণ্টন), ১৭০
- ইহার ব্যবস্থা, ১৭০
- ঐ, বিকাশ, ১৭০
- ইহার অপরিণত অবস্থা, ১৭০
- পণ্যবিনিময়, ২০, ৮২, ১১৬, ১৬৮
- মুদ্রাহীন, ২০, ৮২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২০
- ইহার প্রথমতমরূপ, ২০
- ইহার মাধ্যম (সাধারণ তুল্যপণ্য), ২০
- ইহার বিকাশ, ৮১
- ইহার অঙ্ক নিয়ন্ত্রণকারী, ১৬৮
- পণ্যোৎপাদন, ৭৫, ৮৫, ৯৯, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৬৫, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ২৫০, ২৫২, ২৬১
- ইহার বিকাশ, ১১৬
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭০
- ইহার ক্রিয়া, ১৭০
- ইহার ব্যবস্থা, ১৩৬
- ইহার উপকরণ, ১৬৫
- ইহার পদ্ধতি, ১৬৫
- ইহার অরাজক অবস্থা, ১৬৮
- ইহার ধারা, ১৩১
- ইহার কেন্দ্রীভূত অবস্থা, ৯৯
- পণ্ডিত বিচার, ২১৭
- পতঞ্জলি, ১৫৪
- পথ (বা পন্থা), বিপ্লবের, ১১৯
- পদার্থ, ১২২, ১৪৫, ১৫৫, ২৪৯
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৪

পদার্থ,

- ইহার উৎস, ১২২
- অনন্ত পরিবর্তনধারার পরিণতিরূপে, ১২২
- পরম, ২৩৬,
- মূল, ৭৪, ১৩০
- অতীন্দ্রিয়, ২৩৭
- বিভিন্ন প্রকারের, ৭৪

পদার্থবিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞা, ৬৮, ১৪২, ১৫৩, ২১৭, ২৫৩

পদার্থের জ্ঞান (বা প্রজ্ঞান), ৪০

- ইহার অবিভাজ্য উপাদান, ১২২

পদাবলী, ১৫৫

পশ্চিমীকাব্য, ১২৬

পদ্ধতি, ২৪৬

- সমাজতাত্ত্বিক, ২৪৬
- কান্টের দার্শনিক, ১০৬

পরম, ১

- আত্মা বা চৈতন্য ও বিশ্বপ্রকৃতির উৎস, ১

পরমতত্ত্ব ('তত্ত্ব' দ্রষ্টব্য), ৯৮, ২১৩

- আত্মা ও বস্তুর ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত রূপ, ৯৮

পরমপদার্থ, ২৩৬

পরমপদার্থতত্ত্ব, ২৩৬

পরমবিধি, ৩৪

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৪

পরমভাব ('ভাব' দ্রষ্টব্য), ৭৪

পরমসত্তা ('সত্তা' দ্রষ্টব্য), ৯৮, ২৫৩

পরমসত্য, 'সত্য' দ্রষ্টব্য

পরমাত্মা ('আত্মা' দ্রষ্টব্য), ৭৪, ২৩১, ২৪৩

- বিশ্বব্যাপী, ১৪২

পরমাণবিক দর্শন, ১৬

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬

পরমাণু, ১২২, ১৪২

- সচেতন, ১২২
- ইহার অবিভাজ্যতা, ১২২
- ইহার দ্বিবিধ গুণ, ১২২
- ইহার সম্পূর্ণতা, ১২২
- মানবের সমস্ত সত্তার কেন্দ্ররূপে, ১২২

পরমাণুতত্ত্ব, ১২২

- সচেতন, ১২২

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২২

পরমাণুবাদ, ১৫৫

পররাজ্য আক্রমণ, ৩, ২৬৭

- ঐ, ব্যাখ্যা, ৩

পররাজ্য গ্রাস বা দখল, ৯, ২১৫, ২৬৭

পরিকল্পনা, ১২০, ১৪০, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ২২২, ২২২

- পঞ্চবার্ষিকী, ৩৩, ৫২, ৮২
- সমাজবাদী, রবার্ট ওয়েনের, ১৪৫
- বাৎসরিক, ১৫৭
- অর্ধবাৎসরিক, ১৫৭
- ত্রৈমাসিক, ১৫৭
- অর্থনৈতিক, ১০২
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের, ১৫২
- জাতীয় অর্থনৈতিক, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০
- আংশিক, ১৫২
- সামগ্রিক, ১৫২
- শিল্পোৎপাদনের, ১৬২
- নতুন মহাসমর আরম্ভের, ১০২
- পঞ্চবার্ষিকী, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের, ১৬০
- স্থানীয়, ভারতের, ১৬১
- সামগ্রিক যুদ্ধের, সিয়াটো জোটের, ২৩২
- 'সমাজতাত্ত্বিক ধাঁচের সমাজ'গঠনের, ২২২

পরিকল্পনা-কমিটি, ১৫৭

পরিকল্পনাহীনতা, ৬

- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ৬
- ঐ, ব্যাখ্যা, ৬

পরিবর্তন, ৩৮, ৬৭, ১২৫, ১৮৬

- পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত, ৬৭, ১২৫, ২৫২

ঐ, তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা, ৬৮-৬৯

- সামাজিক, ৩৮
- অদৃশ্য ও ক্রমিক পরিমাণের, ৬৮
- গুণগত, ১৭৪
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৪
- যুগান্তকারী, ১৮৫

পরিবর্তন,

—বৈপ্লবিক, সমাজে, ১৮২

—ঐ, জ্ঞান ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ১৮৬

পরিবর্তনধারা, ১২২, ১২৪

—সামাজিক, ১২৪

—জীবকোষের, ২৩৫

পরিমাণ, ১৭৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৪

পরিষদ, ক্ষুদ্র, জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের, ২৫৫

—ঐ, বিবরণ, ২৫৫

—ঐ, সর্বোচ্চ, ১১৫

—ঐ, সাধারণ, ২৫৪

—ঐ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, ২৫৫

পরিষদ-পাল, ১৫০

‘পরিসংখ্যান-সংস্থা, ভারতের কেন্দ্রীয়’, ১৩৫

পরীক্ষা, ১১১, ২১৭

পরোয়ানা, বন্দীকে আদালতে হাজির করিবার,

—‘হেবিয়াস্ কর্পাস্’ দ্রষ্টব্য

পর্ববেক্ষণ, ১১১, ২১৭

পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৭, ১২৬

পশ্চিম-আফ্রিকা, ২৫৩

পশ্চিম-ইউরোপ, ২৬৮

পশ্চিম-সামোয়া, ২৫৩

পাকিস্তান, ২৫, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪২, ১২৭,

১২৮, ১৩২, ২৩১, ২৩২, ২৬২

—ইহার দাবি, ৪৮

—ইহা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, ১৩২

—স্বাধীন, ১৩৩

পাঞ্জাব, ১৩৩, ১২১, ১২৪

পার্টনা, ২৬৬

পাণিনিদর্শন, ১৫৪, ১৫৫

পাণ্ডিত্যভিমাত্রী, ৭২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭২

পাতঞ্জল দর্শন, ১৫৪

পারশ্ব, ২৪৩

—প্রাচীন, ২৫

পার্টি, ৭৮, ৮৬, ১০৮, ১২০

—রাজনৈতিক, ৭৮, ১০৮, ১২০

—গণতান্ত্রিক, ১৪১

পার্টি,

—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ২৬৭

পার্টি-কংগ্রেস, একাদশ, সোবিয়ৎ, ১৪২

পার্টিসভা, ৭৮

পার্ল হারবার, ২৩২

পার্লামেন্ট, ১১২, ১১৫, ১২০, ১৫০, ১২২,

২১০, ২৪০

—ইংলণ্ডের বা ব্রিটিশ, ২৫, ৩৭, ২৭,

২০২, ২০৩

—ঐ, বিবরণ, ২৭

—ভারতীয়, ১০০, ১৫০

—ঐ, বিবরণ, ১০০, ১৫০

পার্লামেন্ট-গণতন্ত্র, ২০১

পাল, বিপিনচন্দ্র, ৪৭, ২৭, ১৮২, ১২১

—চরমপন্থীদের নেতৃত্ব, ৪৭, ১২১

—‘হোমরুল’-আন্দোলনে যোগদান, ২৭

পাশা, কামাল, ১৪২, ২০১

পাশ্চাত্য, ১২০

পাশ্চাত্য দর্শন, ১৫৫

—ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ১৫৫-৫৬

পাশ্চাত্য ধর্ম, ১৮৮

পাশ্চাত্য শিক্ষা, ১৮৮

পাঞ্চাল, ব্রেইস্, ২১৭

—নূতন সন্দেহবাদ প্রচার, ২১৭

পিতৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়, ২৩৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৮

পিথাগোরাস্, ২, ১৫৫, ১৭৪

—সর্বজীবতত্ত্ববাদ সম্বন্ধে, ২

—‘ফিলোজোফি’ শব্দের ব্যবহার, ১৫৫

—তাহার দর্শন, ১৭৪

—তাহার বহুমুখী অবদান, ১৭৪

পিরামিড, ৮২

পিরো, দার্শনিক, ২১৭

—তাহার মতবাদ, ২১৭

পিলুস্‌ডক্সি, ৫৪

—বলপূর্বক পোল্যাণ্ডের ক্ষমতা দখল,

৫৪

পিষাচপূজা, ৬৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৭

পিশাচসিদ্ধি, ৬৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৭

পুঁজি, ২৬, ১৩৮, ১৫৬, ১৭০

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬

—ইহার মূলধনে পরিণতি, ২৬

পুনরুজ্জীবন (‘রিনাসান্স্’ দ্রষ্টব্য), ১৮০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৮০

—ইহার আন্দোলন, ১৮০

ইহার স্থায়িত্বকাল, ১৮০

ইহার ব্যাপ্তি, ১৮০

ইহার বহুবিধ তাৎপৰ্য, ১৮০

—ইউরোপের, ১৮০

ঐ, বিবরণ, ১৮১-৮৬

—ভারতের, ‘রিনাসান্স্’ ভারতের’ দ্রষ্টব্য

—শিল্প ও ব্যবসায়ের, ১৪০

—ধনতত্ত্বের, ১৪১

পুনরুৎপাদন, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ১৭১, ১৯২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭১

পুনর্গঠন, ১৪১, ১৫৬

—সমাজতাত্ত্বিক, সোবিয়ৎ ইউনিয়নের, ১৪১

—অর্থনৈতিক, ১৫৬

ইহার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, ১৫৬

পুনর্জন্ম (‘পুনরুজ্জীবন’ দ্রষ্টব্য), ১৪২, ১৭৪, ১৮০

—ইহার অবসান, ১৪২

পুনর্বিভাগ, ১৭৭

—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে, ১৭৭

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৭

পুরাকাল, ২৪, ২৬, ২৪১

পুরাণ, ১৩৩

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩৩

—গ্রীক, ২৪

—অষ্টাদশ, ভারতের, ১৫৪

পুরোহিত (বা পাদরী)-আধিপত্যবাদ, ৩৮

—ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৩৮

পুরোহিতগোষ্ঠী (বা সম্প্রদায়), ১২৩, ২২৬, ২৪৮

—ক্যাথলিক, ২২৬

পুরোহিততন্ত্র, ২১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২১

পূর্ব-আফ্রিকা, ২৫২

পূর্ব-ইউরোপ, ৪, ১০৪, ১১৭, ২৫৫

পূর্ব-জার্মানী, ২২৬, ২৫১

পূর্বজ্ঞান (‘এপ্রিওরি’), ১১

পূর্বপ্রজ্ঞাদর্শন, ১৫৪

পূর্বমীমাংসা, জৈমিনিপ্রবর্তিত, ১৫৪

পূর্ণসমাজতন্ত্র, ২২৯

পৃথিবীবল্টন, ৭২

পৃথিবীর ভাগবাটোয়ারা, ৭২, ৯২, ১০০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭২

—সাম্রাজ্যবাদীদের মূলধন ও সামরিক শক্তি অনুসারে, ৭২

পেটার, ওয়াল্টার, ১৮৪

—মন্টেনের প্রবন্ধসম্বন্ধে মত, ১৮৪

—*The Renaissance*, ১৮৪

পেট্রার্ক, ফ্রান্সেস্কো, ১৮১, ১৮৩

—তঁাহার কাব্যগাথা, ১৮৩

পেট্রোগ্রাড, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১

—সোবিয়ৎ প্রতিষ্ঠা, ২১১

পেতাঁ, মার্শাল, ৮১

পেতিবুর্জোয়া, ২৩

পেতিবুর্জোয়া সম্প্রদায়, ৭১, ১৫২, ২৪০

‘পেরাদুয়-কোচ্ ফ্যাক্টরি’, ১৬২

পোতুগাল, ১৪৩

পোতুগীজ-শাসন, ২১৭

পোপ, খৃষ্টধর্মের শুরু, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪, ২৬২

—তঁাহার রাজনৈতিক প্রভাব, ২৬২,

পোপ, কবি, ১৮৫

পোয়েক্টিস্, আরিস্ততল-এর, ১৩

পোলিটিকো, ঐ, ১৩

পোল্যান্ড, ৮৪, ৯০, ১০৪, ১৩৮, ১৫২, ২১১, ২১২, ২২৬, ২৬৩, ২৬৯

—স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে, ৮৪

—ইহার উপর হিটলারের আক্রমণ, ১৩৮

পৌত্তলিকতা, ১৮৮, ১৯১, ১৯২

প্যাটেল, সর্দার বল্লভভাই, ৪৪

—কমনওয়েলথ এ ভারতের যোগাণানের
সমর্থনে, ৪৪

প্যান-ইসলামবাদ, ১৪২

—ঐ, বিবরণ, ১৪২

‘প্যারী-কমিউন’, ৪৪, ২২৪

—ঐ, বিবরণ, ৪৪

প্যারী নগরী, ৮৭, ১১৭, ২০৪

প্যারী-সম্মেলন, ১১৭

—বিশ্বশান্তি আন্দোলনের, ১৫২

প্যালেস্টাইন, ১১৬, ১৪৮, ১৫৩, ২১৫, ২৭১

—নামের উৎপত্তি, ১৫৩

প্রকল্প, ২৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৭

প্রকার, ২৭৬

প্রকারতত্ত্ব, ২৩৬

প্রকৃতি (বা প্রাকৃতিক জগৎ), ৬২, ২৮, ১০৬,

১২১, ১২৫, ১৩৮, ১৫৬, ১৭০

—ইহার মূল কারণ, উৎস ও সত্তা, ১

—ইহার দ্বন্দ্বমূলক বিকাশধারা, ৬২

—ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব, ৭২, ১২১

—আত্মার সহিত ইহার সম্পর্ক, ১২১

—ইহার প্রাধান্য, ১২১

—ধারণাকে বৈজ্ঞানিক রূপদান, ১২২

—ইহার বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা, ১২৫

—ইহার পরিবর্তন, ১২৭

—ইহার সৃষ্টি ও বিকাশ, আপন নিয়মে,

১৩৮

প্রকৃতি পূজা, ১৭২

—সমাজের আদিম অবস্থায়, ১৭২

প্রকৃতিবাদ, ১৩৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৮

প্রকৃতিবিদ্যা, ১৩২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩২

প্রগতি, ১২৩, ১২৪

—সাংস্কৃতিক, ১২৪

প্রগতিশীল (‘র্যাডিকাল’ দৃষ্টব্য), ১৭৬

—এই স্বব্ধে মার্ক্সীয় মত, ১৭৬

—ইহাদের ভূমিকা, ১৭৬

প্রগতিশীলতা, ১৭৭

প্রগতিশীল দল, ১১২

—ফরাসী দেশের, ১১২

প্রচার, ২৭৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৭৭

প্রজাতন্ত্র, ৪৩, ২৩২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৩

—গণতান্ত্রিক, ২৩২

প্রতিক্রিয়াশীল, ৮১, ১১২, ১৭৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭

প্রতিক্রিয়াশীলতা, ২৬২

প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, ১৭৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৭

প্রতিনিধিত্ব, সংখ্যাভূপাতিক, ১৭৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৩-৭৪

প্রতিপক্ষ, ১১, ১৩২

প্রতিবাদ, ১১, ১৩২

—(দার্শনিক অর্থে), ১১, ১৩২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১

—ছাত্রপরায়ণ, ১৪৬

—রাষ্ট্রীয়, ৬৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৬

প্রতিবিপ্লব, ধর্মীয়, ১৮৪

প্রতিবিপ্লবী বাহিনী, সম্মিলিত, ইউরোপের,

১০৫

প্রতিযোগিতা, ২২, ১৩০, ১৫৮, ১৭২, ১৭৭,

২৪৭

—বৈদেশিক পণ্যের, ১৭২, ২৪৭

—অবাধ, ২২, ১৩০

—আন্তর্জাতিক, ১৫২

—ইহার চরম বিকাশ, ১৩০

—ইহার উচ্চতম বা শেষ সীমা, ১৩০

—মূলধনীদের মধ্যে, ১৩০

—শ্রমিকে শ্রমিকে, ১৮৮

প্রতিরূপবাদ, ৫৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৩

প্রতিরোধ, নিষ্ক্রিয়, ১৫০, ২০০, ২১৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৫০, ২০০

প্রতিরোধকরণ, ‘নিষিদ্ধকরণ’ দৃষ্টব্য

প্রতিষেধাধিকার ('ভেটো' দ্রষ্টব্য), ২৬৩
 প্রতিষ্ঠান, সামন্ততান্ত্রিক, ১২৩, ১২৫
 —সমাজবাদী, ২২২
 প্রতীক, ২৪৫
 —মূল্যের, ২৪৫
 ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৫
 প্রতীকবাদ, ২৪৫
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৫
 প্রতীকবাদী, ২৪৫
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৫
 প্রতীকবিজ্ঞান, ২৪৫
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৫
 প্রত্যক্ষ, ২১৭
 —ইহার ভিত্তি, ২১৭
 প্রত্যক্ষবাদ, ৪৬, ১৫৩, ১৬৭
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৬, ১৬৭
 —অগাস্ট কোং-এর, ১৫৩, ১৬৭
 প্রত্যক্ষ, মানস ('সহজ' বা 'সহজাত জ্ঞান',
 দ্রষ্টব্য), ২৭
 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবস', মুসলিম লীগের, ১৩৩
 প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, ১৫৪
 প্রথমশক্তি, ২৪২
 প্রথা, ২৪৬
 —নিষিদ্ধকরণের, ২৪৬
 প্রবন্ধ-সাহিত্য, ১২৬
 প্রভাবাধীন অঞ্চল—'অঞ্চল' দ্রষ্টব্য
 প্রভুত্ব (বা প্রাধান্য),
 —অবাধ ('একনায়কত্ব' দ্রষ্টব্য), ৭০
 —একচেটিয়া অর্থনৈতিক, ৭২, ৭৩, ১৩১,
 ২৪৪
 —রাজনৈতিক, ৭৩, ১৬৪
 —মুষ্টিমেয় মহাজনী মূলধনপতিদের, ৮২
 —মার্কিন ও ব্রিটিশ, মধ্যপ্রাচ্যের উপর, ১২৮
 —একচেটিয়া, মূলধনীদেয়, ১৩০
 —ঐ, কারবারীসঙ্ঘের, ১৩০, ১৩১, ২৪৪
 —ব্যাক্ষের, ১৩১
 —একচেটিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক,
 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ১৪৭
 —একের উপর অস্ত্রের, ১৭১

প্রভুত্ব,

—রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের,
 ১৮৮

—সাম্রাজ্যবাদী, ২১৮

প্রয়োগ, ১৬৭

প্রয়োগবাদ ('অভিজ্ঞতাবাদ' দ্রষ্টব্য), ৭৪, ১৬৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৭

প্ররোচনাদাতা বা প্ররোচক, ২, ৩

প্রস্তরযুগ, ৩৬, ২৪২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৩৬

—ইহার বিভিন্ন স্তর ও সময়, ৩৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ৩৬

প্রাইমো দি রিভেরা, এ্যান্টোনিও, ৭৮

প্রাকৃতিক জগৎ ('প্রকৃতি' দ্রষ্টব্য), ৬২, ৭০,
 ১১১, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪২,
 ১৬৩, ১৮৬, ২৫৩

প্রাকৃতিক নির্বাচন, ('ডারউইনতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য),
 ৬০, ৬১, ১৩২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬১

প্রাচীনকাল, ১১১

প্রাচ্য বা প্রাচ্যজগৎ, ৮১, ১৮৬, ১২০, ২১৪

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, ২১৪

প্রিমিটিভ কালচার, ২

প্রাণশক্তি ('জীবনীশক্তি' দ্রষ্টব্য), ৭৪, ৯৮

প্রদ্বৈ, পিয়ের বোশেফ, ৭, ২, ২২৩

—তাঁহার নৈরাষ্ট্রবাদী মত, ৭, ২২৩

—সমবায়মূলক সমাজব্যবস্থার আদর্শ, ২২৩

প্রুশিয়া, ২৬৩

প্রুশীয় রাষ্ট্র, ২৬৩

প্রেম, ১৬৪, ১৬৭, ২১৪

—ইহার আদর্শ, ১৬৪

—ভগবানের, ২৪৩

—নিষ্কাম, ১১৪, ১৬৪

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৪

'প্রেসিডেন্ট', ১২২

প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১২০

'প্রোডাক্ট',—'উৎপন্ন দ্রব্য' দ্রষ্টব্য

'প্রোটেক্ট্যান্ট', ১৭৮, ১৭২, ২০২, ২০৩

—এই শব্দের উৎপত্তি, ১৭৮

প্রোতাগোরাস, ১৫৩

প্রোদিকুস, ১৫৩

‘প্রোলেতারিয়াত’ (‘শ্রমিকশ্রেণী’ দৃষ্টব্য), ১৭২,
১৭৩, ২৬৬

—ইহার ভাষাগত অর্থ, ১৭৩

—‘লুপ্পেন’, ১১৪

ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৪-১৫

ঐ সম্বন্ধে নৈরাষ্ট্রবাদীদের ধারণা, ১১৫

• ঐ সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের ধারণা, ১১৫

প্রাতো, গ্রীক দার্শনিক, ২, ১৩, ১৩২, ১৫৫,
১৬৪, ১৮৫, ২৩০, ২৩১

—সর্বজীবতত্ত্ববাদ সম্বন্ধে মত, ২

—তাহার ভাববাদ, ১৩

—আত্মার স্বাধীনসত্তা ঘোষণা, ২৩১

—cosmos শব্দের ব্যবহার, ৫৩

—ভাববাদের সংজ্ঞা, ২৭

—দার্শনিক মতবাদ, ১২৩, ১৩২, ১৬৩

—দার্শনিক শব্দের সংজ্ঞা, ১৫৫

—তাহার রচনাবলী, ১৬২

—*The Gorgias* (দি গোর্গিয়াস্), ১৬৩

—*The Protagoras*, ১৬৩

—*The Phaedo*, ১৬৩

—*The Symposium*, ১৬৩

—*The Laws*, ১৬৩

প্রাতো,

—*The Republic*, ১৬৩, ১৮৫

ইহার মূল বিষয়বস্তু, ১৬৩

—রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব,
১৬৩

—নীতিবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় তত্ত্বের প্রথম শ্রেণী,
১৬৩

—*The Principles of Ethics*, ১৬৩

—তাহার দার্শনিক মত, ১৬৩

—সমাজনীতিসম্বন্ধীয় মত, ১৬৩

—রাজনীতিসম্বন্ধীয় মত, ১৬৩

প্রাতোবাদ, ১৬৩

—দর্শন সম্বন্ধে, ১২৩, ১৩২, ১৬৩

—সমাজনীতি সম্বন্ধে, ১৬৩

—রাজনীতি সম্বন্ধে, ১৬৩

—নব, ১৩২

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩২

ইহার সৃষ্টি, ১৩২

ইহার প্রভাবের স্থায়িত্বকাল, ১৩২

ইহার উচ্ছেদ, আন্টিনিয়ান কর্তৃক, ১৩২

—আলেকজান্দ্রিয়ার, ১৩২

প্রপানভ, ১২৬

—মেনশেভিকদের নেতৃত্ব, ১২৬

প্রোতিনাস, গ্রীক দার্শনিক, ১৩২

ফ

ফটুকা, ২৩৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৫

ফমারবাক্, লুডভিগ্, ১২৪

—হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,
১২৪

—শ্পিনোজার দার্শনিক মত ও ফরাসী
বস্তুবাদ গ্রহণ, ১২৪

—কার্ল মার্ক্সকে বস্তুবাদ গ্রহণে সাহায্য,
১২৪

—তাহার দার্শনিক মতের ত্রুটি, ১২৪

ফরাসীদেশ (বা ফ্রান্স), ১১, ১৭, ১৮, ২১,
৩৮, ৪৪, ৪২, ৫৪, ৭২, ৭৪, ৮৪, ৯১,
৯২, ৯৩, ১০২, ১০৩, ১১২, ১১৩,
১১৬, ১১৭, ১২০, ১৩২, ১৪৩, ১৪৬,

ফরাসীদেশ,

১৪২, ১৫১, ১৫৬, ১৬৬, ১৭৬, ১৭৮,
১৮৩, ১৯২, ২০৪, ২০৬, ২১১,
২১৪, ২১৫, ২১৮, ২২২, ২২৩, ২২৪,
২২৭, ২৩১, ২৩২, ২৩৪, ২৩৭, ২৪৩,
২৪২, ২৫১, ২৫৪, ২৫৭, ২৬৩

—সাধারণতত্ত্ব ঘোষণা, ৪২

—‘পোপুলার ফ্রন্ট’ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা, ৮৬

—ইহার বৈপ্লবিক মতবাদ, ১১৮

—ইহার সমাজবাদ, ১১৮

ফরাসী বিপ্লব (‘বিপ্লব’ দৃষ্টব্য), ২১, ৩৮, ৪২,
৬২, ৬৩, ১১২, ১২৩, ১৮৭, ১৮৮,
১৮৯, ১৯৪, ২০১, ২১২, ২১৪, ২২৪,
২৩৭, ২৩৮, ২৪৩

ফরাসী বিপ্লব,

- ইহার সূচনা, ২১
- ইহার অগ্রদূত, ১২২
- ইহার ধ্বনি, ১২৮, ১২৪
- ১৮৭০ খৃস্টাব্দের, ২২৪

ফরিদপুর, ২৬৬

‘ফরোয়ার্ড ব্লক’, ৪৭

ফালাঙ্গদল, ৭৮

- ঐ, বিবরণ, ৭৮

ফাসিবাদ, ৭০, ৭৮, ৭৯, ৮৬, ৯২, ১০৬, ২২৫, ২২৬, ২৪৩, ২৪৬, ২৬২

- ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৮-৭৯
- ইহার তাৎপর্য, ৭০, ৭৮-৭৯
- দুইটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ৭৯
- ইহার বিরুদ্ধে একা বা একাবন্ধ ‘ফ্রন্ট’, ৮৬
- ” ” একাবন্ধ সংগ্রাম, ১০৩
- স্পেনের, ২৩৪

ফাসিস্ত, ৫৩, ১০৩

- এই শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য, ৭৮
- ঐ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ইতালীর, ৫৩

ফাসিস্তদল, ৭৮, ৭৯, ২৫০

ফাসিস্ত বা ফাসিবিরোধী আন্দোলন, ৮৬

- আন্তর্জাতিক, ৪৭
- বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, ৪৮
- একাবন্ধ সংগ্রাম, ১০৩

ফাসিস্ত শাসন, ইতালীর, ২৫০

ফিক্টে, দার্শনিক, ২৫২

‘ফিনান্স-কর্পোরেশন’, যুক্তরাষ্ট্রের, ১৪০

‘ফিনান্স ক্যাপিটাল’—‘মহাজনী মূলধন’ দ্রষ্টব্য

ফিলাডেলফিয়া, ২০২

ফিলিপ, সিড্‌নি, ১৮৫

ফিলিপাইন, ৪২, ২৩১, ২৩২

‘ফিলিবার্টারিং’, ৮১

- ঐ, ব্যাখ্যা, ৮১

ফিলিস্তিন বা ফিলিস্তাইন, ১৫৩

- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৫৩
- ঐ, বিবরণ, ১৫৩
- ঐ, নামের উৎপত্তি, ১৫৩
- ঐ, নামের ব্যবহার, ১৫৩

ফিলিস্তিনবাদ, ১৫৩

‘ফিলোজোফি’, ১৫৫

- ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, ১৫৫
- ঐ, ফার্স্ট, ১৫৬

ফুরিয়ে, চার্লস ফ্রান্সুয়, ৮৩, ২২২, ২২৭

—তাহার মতবাদ, ‘ফুরিয়েবাদ’

দ্রষ্টব্য

—স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ প্রচার, ২২২

ফুরিয়েবাদ, ৮৩

- ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৩-৮৪

ফেটিসিজ্‌ম্—‘অন্ধবিশ্বাস’ দ্রষ্টব্য

ফেডারালিস্ট পার্টি বা দল, ৬৫

‘ফেডারেশন’,

—মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের, ১৪৯

—বিশ্বশ্রমিক—‘ট্রেডইউনিয়ন, বিশ্ব’ দ্রষ্টব্য

‘ফেডারেশন অফ ট্রেডইউনিয়নস্’—ইন্টার-
ন্যাশনাল, ২৫১

ফেবিয়ান সঙ্ঘ বা সোসাইটি, ৭৮

—ইহার ইতিহাস, ৭৮

—ইহার উদ্দেশ্য, ৭৮

ফেবিয়ান কুইন্টের, ৭৮

ফেক্রয়ী-বিপ্লব, রুশিয়ার, ২০১, ২০৮, ২০৯, ২৩৩

—বুজ্জায়বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্তব্য-
পালন, ২০৮

—এই নামের কারণ, ২০৮

ফ্যাক্টরি-আইন, ১৪৬

—ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম প্রণয়ন, ১৪৬

‘ফ্রন্ট’, ৮৫, ২৫৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৫-৮৬

—যুক্ত বা সংযুক্ত, জাতীয়, ৮৫, ১৩৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৬

—ইহার বিশেষ শর্ত, ৮৬

—গণ, ৮৬

—‘পোপুলার’, ‘গণফ্রন্ট’ দ্রষ্টব্য

—ইহার কর্মসূচী, ৮৬

—একাবন্ধ, জনগণের, ৮৬

—ইহার মূলভিত্তি, ৮৬

ফ্রন্ট,

—ঐক্যবন্ধ বা সংযুক্ত, ৮৬, ২৫৪

ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৬

—সংযুক্ত, শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের,
৮৬, ১৭৩

ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৬-৮৭

—সংযুক্ত, বিভিন্ন পার্টি ও দলের, ১৪১

ফ্রন্ট,

ফ্রেডেড, ডাক্তার, ১০

ফ্রান্সো, ফ্রান্সিস্কো, ১১, ৭৮, ৮১, ৮৬, ১৪৩,
২৩৪, ২৫০

—স্পেনে ফাসিবাদ প্রতিষ্ঠা, ২৩৪

ফ্লোরেন্স, ১৮২, ১৮৩

—‘ইউরোপীয় সংস্কৃতির মাতৃভূমিরূপে’, ১৮২

বংশচিহ্ন, পবিত্র, ২৫১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫১

বক্তৃতাবাগীশ, বাগাড়ম্বরপ্রিয়

—‘রাজনৈতিক চালিয়াত’ দ্রষ্টব্য

বক্সার-বিত্রোহ, ২৪

—ঐ, বিবরণ, ২৪

বঙ্গদর্শন, ১২৬

বঙ্গদেশ (বাংলাদেশ), ১৩৩, ১৮৭, ১৮৮,
১২০, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬

বঙ্গীয় ‘রিনাসান্স’, ২১

বঙ্গভঙ্গ, ১২১

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন, ২৪, ১২৪

বঞ্চিতকরণ, ৭৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৭

বন্টন বা বন্টন-পদ্ধতি, ১৬৫, ২৪২

—ধনদৌলতের, ১৬৬

—পণ্যের, ১৬২

বন্টন-ব্যবস্থা,

—জাতীয় উৎপাদনের, ২৭৩

বন্ধঘার নীতি (বাণিজ্যে), ৩৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ৩৮

বনিয়াদ, ২১,

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২১

বন্দর, অবাধ বা খোলা, ৮৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৪-৮৫

বন্দেমাতুরঙ্গ গান, ১২৬

বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ, ১৮২, ১২১

জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা, ১৮২

বন্দোপাধ্যায়,

—উমেশচন্দ্র, ৪৭

—হেমচন্দ্র, ১৮২, ১২৬

বৃত্তসংহার কাব্য, ১২৬

—রত্নলাল, ১২৬

পদ্মিনী কাব্য, ১২৬

বন্ধন, শোষণের, ২২

—সামাজিক, ৮৮

বয়কট, (বা বর্জন), ২৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪

বয়কট, ক্যান্টেন, ২৪

বর্ণপরিচয়, ১২৫

বর্তমানকাল, ১৫৩

বর্বরতা, ২০, ১৮৬

—মধ্যযুগীয়, ১৮৬

বর্বরযুগ, ২০, ৩৬, ৮০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২০

বলবৎ করণ, ২১৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২১৫

বন্দু, আনন্দমোহন, ১২১

প্রথম ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা, ১২১

—রাজনারায়ণ, ১২১

A Society for the Promotion
of National G l o r y and
National Sentiment না ম ক
সমিতি প্রতিষ্ঠা, ১২১

—স্বভাষচন্দ্র, ৪৭

কংগ্রেস-সভাপতিরূপে, ৪৭

বস্তু, স্বভাষচন্দ্র,

‘ফরোয়ার্ড ব্লক’ গঠন, ৪৮

—নগেন্দ্রনাথ, ১৫৬

বিশ্বকোষ সঙ্কলন, ১৫৬

বস্তু, ৭২, ৭৪, ৯৮, ১২০, ১২১, ১২৫, ১৩০,

১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৬৩, ২৩১, ২৩৬,

২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৯

—মানবমনে প্রতিফলিত ও চিন্তায়
রূপান্তরিত, ৯৮

—বাহ্য, ৯৮

—ভাবের প্রতিচ্ছবিরূপে, ৯৮

—ইহার গতিশক্তি, ১২০

—ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব, ১২১

—বাস্তব সত্যরূপে, ১২১

—ইহার প্রাধাত্য, ১২১, ১২২

—ইহার বিকাশধারা, ১২১

—বিশ্বপ্রকৃতির উৎসরূপে, ১২২

—ইহার দেহগঠনের ধারা, ১২৫

—দেহাতীত, ১২৬

—ইহার সর্বশেষ উপাদান, ১২৯

—প্রাকৃতিক, ১৭০

—ক্রমবিকাশশীল, ২৫৩

বস্তুগত—‘বাস্তবমুখ’ বা ‘বাস্তবমুখী’ দ্রষ্টব্য

বস্তুজগৎ, ১৪৪, ১৭১, ২৩৫, ২৪৫

—ইহার প্রতিফলন, ১৪৪

—ইহার চেতনানিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন
সত্তা, ১৭৭

বস্তুবাদ, ১৫, ৭২, ১২০, ১২১, ১২৪, ১৫৪,
১৫৫, ২৩৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২০-২১

—দ্বন্দ্বমূলক বা দ্বন্দ্বপ্রগতিমূলক, ৭০, ৭৪,
১১৮, ১২৪, ১২৫, ১২৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭০,

ঐ, নামের তাৎপর্য, ৭০

ইহার উদ্ভব, ১২৪

—মার্ক্সীয়, ৭৫, ৭৮, ১২১

—ঐতিহাসিক, ৯৪, ১১৮, ১২১

ঐ, ব্যাখ্যা, ১২১-২২

—ইহার মূলবিষয়বস্তু, ১২১

বস্তুবাদ,

—ইহার বিকৃত অর্থ ও অসং উদ্দেশ্যে
ব্যবহার, ১২১

—ইহাকে চারিত্রিক উচ্ছ্বলতার
দার্শনিক যুক্তি হিসাবে ব্যবহার, ১২১

—ইহার ইতিহাস, ১২২-২৫

—আধুনিক, ১২৪

ইহার উদ্ভব, ১২৪

—মাত্তিক, ১২৫

ইহার ব্যাখ্যা, ১২৫-২৬

ইহার নিয়মাবলীর স্বাধীন প্রয়োগ, ১২৫

—দার্শনিক, ১২৫

—বনিয়াদী ফরাসী, ১২৪, ১২৬

ইহার বৈশিষ্ট্য, ১২৬

ইহার ক্রটি, ১২৬

—ইহার বিরোধী দার্শনিকমত, ১২৬

—ক্রমবিকাশমূলক, চার্লস ডারউইনের,
১৫৩

বস্তুস্বতন্ত্রতাবাদ, ১৭৭

—ইহার ব্যাখ্যা, ১৭৭

—ইহার মূলবিষয়বস্তু, ১৭৭

বহির্গঠন (‘গঠন’ দ্রষ্টব্য), ১১৮, ১৭১,
২৪২, ২৪৪

বহির্জগৎ, ৮৮, ৮৯

—ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব, ১২১,

বহির্বাণিজ্য, ৭৩

বহির্বিপ্লব, ১২১

—ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব, ১২১

বহির্মণ্ডলিয়া, ২২৬

বহিসর্বির্ভৌমত্ব (‘সার্বভৌমত্ব’ দ্রষ্টব্য), ৭৭, ২৩৩

বহু ঈশ্বরবাদ, ২৪৯

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, ২৬

—ইহার বিবরণ, ২৬

বাইবেল, ১২০, ২৪৯

বাংলাদেশ,—‘বঙ্গদেশ’ দ্রষ্টব্য

বাংলার নবজাগৃতি, ২১

বাকু, ২০৮

বাকুনি, মাইকেল, ৭, ২৪৬

—তাহার নৈরাশ্রবাদী মত, ৭-৮, ২৪৬

বাগদাদ, ১২৭, ১২৮, ২১৫

বাগদাদ-চুক্তি, ১২৭, ১২৮, ২৩২

—ইহার বিবরণ, ১২৭-২৮

—ইহার সাময়িক উদ্দেশ্য, ১২৭

—ইহার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে ঘোষণা, ১২৮

—ইহার প্রধান শর্ত, ১২৮

—ইহার স্থায়ী পরিষদ বা কাউন্সিল,
১২৮

—ইহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক
কমিটি, ১২৮

বাগদাদ-শক্তিজোট, ২৩২

বাগুই-সম্মেলন, 'সিয়াটো'জোটের, ২৩২

বাজার, ৭২, ১১৬, ১৩৬, ১৫৮, ১৬৮, ২৪৭,
২৫৮, ২৬০

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১৬

—একচেটিয়া, ৭২

—বৈদেশিক, ৮২, ১১৬, ১৫২

ইহার ব্যাখ্যা, ১১৬-১৭

—দেশীয় বা আভ্যন্তরিক, ২৬, ১০২, ১১৬,
১১৭, ১৩৬, ২০১

ইহার ব্যাখ্যা, ১১৬

ইহার বিস্তারসাধন, ১০২

—পৃথিবীজোড়া, ১০১

—ইউরোপের, ২২০

—শেয়ার বা শেয়ারের, ১৩১

—পরিকল্পিত উৎপাদনের, ১৫২

বাজারদর বা দাম, ২৫৭, ২৫৮

বাজেট, ২৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩

বাজেয়াপ্তকরণ, ৪৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৪৬

বাট্টা, ৭১

—ইহার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭১

—ব্যাঙ্কের, ৭১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭১

বাণিজ্য, ৭৩, ৮৫, ১৩৩

—বহিঃ, ৭৩

—অবাধ, ৮৫, ১৩৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৫

বাণিজ্য,

এই নীতির উদ্ভব, ৮৫

ইংলণ্ডের নেতৃত্ব, ৮৫

বাণিজ্যসঙ্ঘ, ২২, ১৩০, ২৪৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩০

বাণী, ১২৬

—রবীন্দ্রনাথের, ১২৬

—'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র, ১০০

বাদ, ২৪২

বাধাদানের কৌশল, আইনপাসে, ৮১

—ইহার ব্যাখ্যা, ৮১

বাব্যকরণ—'বলবৎকরণ' দ্রষ্টব্য

বান্দুং-সম্মেলন, ১৪, ১৫, ১৮

—ইহার বিবরণ, ১৪-১৫

—ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্ষ্য, ১৫

বান্দেলো, মাস্তিও, ১৮৩

—তাঁহার গল্পসাহিত্য, ১৮৩

বাম, ১১২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১২

'বামপন্থা' বা 'বামবাদ', ১১২

বামপন্থী, ১১২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১২

'বামপন্থী' বা 'বামবাদী', ১১২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১১২,

বামপন্থীদল, ১১২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১১২

বায়রণ, লর্ড, ২১৪

বার্ক্লে, জর্জ, ২১

—দার্শনিক মত, ২১

বার্জেস্, অধ্যাপক, ২৩৮

—রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মত, ২৩৮

বার্লিন, এডোয়ার্ড, ১২০, ২০০, ২২৪

—মার্ক্সবাদ 'সংশোধনের' আন্দোলন, ১২০

—তাঁহার মতবাদ, ১২০

—সংশোধনবাদ, ১২০

বার্নার্ড শ', জর্জ, ৭৮

বার্লিন নগরী, ১৩৮, ১৬১, ২৩৫

—'লারফোর্ড' কর্তৃক দখল, ১৩৮

—চতুঃশক্তি দ্বারা অধিকৃত, ১৫১

- বালা, শিল্পী, ৮৭
 বাল্যবিবাহ, ১২০, ১২২, ১২৩
 —ইহা নিরোধের আইন, ১২০
 ‘বীশের কেন্দ্র’, তিতুমীরের, ২৬৬
 বাসস্থান, স্থায়ী, ৭২
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ৭২
 বাস্তব অবস্থা, ১৪৪
 —বর্তমান সমাজের, ১৪৪
 —ঐ, কারণ, ১৪৪, ১৫৩
 —ঐ, উপাদান, ১৪৪
 —ঐ, উপকরণ, ১৪৪
 —ইহার ব্যাখ্যা, ১৪৪
 বাস্তবতা, ১৭৭
 বাস্তবতাবাদ, ৪৬, ১৭৭
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭
 —ইহার মূল বিষয়বস্তু, ১৭৭
 বাস্তব মজুরি—‘মজুরি’ দ্রষ্টব্য
 বাস্তবমুখ, ১৪৪
 বাস্তবমুখী, ১৪৪
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৪
 —এই সম্বন্ধে লেনিনের সংজ্ঞা, ১৪৪
 বাস্তিল দুর্গ, ২১, ২০৪
 —ইহার বিবরণ, ২১
 —ইহার পতন, ২০৪
 বাহ্যচারাত্রটান, ৮২
 বাহ্যিক নিয়মনিষ্ঠা, ৮২
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮২
 বিকাশ, ১৬২, ১৭০, ১৯২, ২০১, ২০২
 —ধনতন্ত্রের, ১৬২, ২০১, ২০২
 —ইহার শেষ স্তর, ১৬২
 —ঐতিহাসিক, ১৭০
 —সমাজের, ১৭১
 —নৈতিক, ধর্মীয় ও মানসিক, ১৯২
 বিকাশধারা, ১২৪
 —ঐতিহাসিক, ১৩৩
 —সমাজের, ১২৫
 বিকেন্দ্রীকরণ, ৬১, ২২২
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ৬১
 —অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির, ২২২
 বিক্রয়মূল্য, ১৫৭
 বিক্ষোভস্বষ্টিকরণ, ৩, ৪, ২৭৭
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩-৪
 বিচার, ২১৭
 —দার্শনিক, ২১৭
 বিচারবাদ—‘দার্শনিকপদ্ধতি’ (কান্টের) দ্রষ্টব্য
 বিচারালয়, আন্তর্জাতিক, ২৫৫
 বিচ্ছিন্নতাবাদ, ৪২, ১০৫
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৫
 বিচ্ছিন্নতাবাদী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ১২৩, ২০০
 বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানশাস্ত্র, ৮১, ১৫৫, ১৮১, ১৮৬, ১৯৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২৩৫, ২৩৬, ২৫৩
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৭-১৮
 —প্রাকৃতিক, ১২৪, ১২৫, ১২৬
 —কার্যকারণসম্বন্ধীয়, ১৫৩
 —ঐতিহাসিক, ১২৪
 —আধুনিক, ১২৫
 —ভেদজ, ১৫৪
 —অর্থ ও শাসনবিধিসম্পর্কিত, ১৫৪
 —যুদ্ধের, ১৫৩
 —‘জড়’, ১৫৫
 —সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক ধারা-
 সম্বন্ধীয়, ১৬৫
 —সাংসারিক ব্যবস্থাসম্বন্ধীয়, ১৬৬
 —প্রাচীন গ্রীক, ১৮২
 —ইহার দুইটি ভাগ, ২১৭
 —বিমূর্ত, ২১৭
 —মূর্ত, ২১৭
 —ইহার তাৎপর্য, ২১৭
 —শিল্পক্রিয়াসম্বন্ধীয়, ২৪৮
 —প্রাচ্য, ২৪২
 বিত্তশালী সম্প্রদায়, ১৮৮
 বিদ্যা, ১৫৪, ১৫৫
 —ভারতীয়, ১৫৪
 —ইহার ভিত্তি, ১৫৪
 —শঙ্করাচার্যের মতে, ১৫৪
 —চতুর্দশ প্রকার, ১৫৪
 —বেদান্তিত, ১৫৪
 —ইহার তিন ভাগ, ১৫৪

বিজ্ঞাপতি, ১৫৫

বিজ্ঞালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয়, ১২৫

—প্রথম বাংলা গল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টা, ১২৫

বিজ্ঞানাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮২, ১২০, ১২৩, ১২৫

—বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ১২০

—সীতার বনবাস, ১২৫

—বর্ণপরিচয়, ১২৫

বিদ্রোহ,

—প্রচলিত শিল্পরীতির বিরুদ্ধে, ৮৭

—টমাস মুরের, ১৮৫

—বঙ্গীয় অভিজাতশ্রেণীর, ১৮৮, ১৮২

—ওয়াহাবী, ১৮২, ১২১, ২৬৬

—নীল, ১৮২

—হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের, ১৮২

—সামাজিক ও ধর্মীয়, আর্ধসমাজের, ১২২

—প্রচলিত রীতিনীতি ও ধারণার বিরুদ্ধে, বাংলাদেশে, ১২৫

—ফরাসীবিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর, ২০৬

—ভাবকলনাপূর্ণ সাহিত্য ও কলাশিল্প সৃষ্টির জন্য, ২১৩

—দাসদের ('দাসবিদ্রোহ' দ্রষ্টব্য), ২২১, ২৩৫

—ভূমিদাসদের, ২৬৩

বিধবাবিবাহ, ১২০, ১২২, ১২৩

—ইহার প্রচলন, ১২০

বিধবাবিবাহ-আইন, ১২৩

বধিপুস্তক, ২৪১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪১

বিধানসভা, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের, ১৫০

বিনিময়, ৭৭, ৮২, ১২২, ১৬৫, ২৫২, ২৬০, ২৬১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৭

—ইহার মাধ্যম, ১৭০

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ, মূদ্রার, ৭৭, ২৪১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৭

বিনিময়-ব্যবস্থা, ১২২

—ইহার ঐতিহাসিক বিকাশধারা, ১২২

বিনিময়ের মাধ্যম (মূদ্রা), ৩৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৫

বিনিময়ের মাধ্যম (মূদ্রা),

—ঐ, পণ্যের, ৮৩

—ঐ, সর্বজনগৃহীত, ৮৩

বিনিময়-মূল্য ('মূল্য' দ্রষ্টব্য), ৭৭, ৮২, ৮৩, ১৭০, ২৬০

—ইহার বিকাশধারা, ৮২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৭

বিপরীত শক্তি, দুই, ১৪৫

বিপ্লব, ৩, ৬৩, ৬৪, ১০৩, ১০৭, ১১২, ১২০, ১৪১, ১৭২, ১৮১, ২০০, ২০১, ২২২, ২৪৬, ২৭৪

—১২০৫ খৃষ্টাব্দের রুশিয়ায়, ৩

—গণতান্ত্রিক, ৩৮, ২১৪

—আমেরিকার, ৬, ৬২, ২০১

ঐ, বিবরণ, ৬২, ২০১-২

—ফরাসী, ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের, ২১, ৩৮, ৪২, ৬২, ৭৩, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯২, ১০০, ১০৫, ১১২, ১২২, ১২৩, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১২৪, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১২, ২১৪, ২২৪, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৩

ইহার সূত্রপাত, ২১,

ইহার বিবরণ, ২০৩-২০৬

ইহার অগ্রদূত, ১২২, ২০৪

ইহার নায়ক ও বাহিনী, ২০৪

ইহার নীতি ও ধ্বনি, ৬৩, ১২৩, ১২৪, ২০৪, ২০৬

গিরোঁদাদলের নেতৃত্ব, ২০৫

'ক্রোধোন্মত্তেরদল'-এর নেতৃত্ব, ২০৫

চরমপন্থী জাকোবাদের নেতৃত্ব, ২০৫

সম্মানমূলক ক্রিয়াকলাপ, ২০৫

ধনিকশ্রেণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, ২০৬

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের চেষ্টা, ২০৬

শ্রমিকগণের বিদ্রোহ ও পরাজয়, ২০৬

'সমতাবাদীদের ষড়যন্ত্র', ২০৬

ইহার সাময়িক রূপগ্রহণ, ২০৬

ইহার 'সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের' ধ্বনি, ২০৬

'সম্পত্তির পবিত্র অধিকার'-এর ধ্বনি, ২০৬

বিপ্লব,

—ইংলণ্ডের বা ইংলিশ, ৭৫, ১২২, ২০২,
২০৩, ২০৪, ২০৭

ইহার প্রধান তত্ত্বকার, ১২২

ইহার বিবরণ, ২০২-৩

ইহার উদ্দেশ্য, ২০২

সামন্তপ্রধার সহিত ইহার আপস, ১২২,
২০৩

—বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, ১০০,
২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৭, ২০৮, ২০৯,
২১৪

ঐ, ব্যাখ্যা, ২০১

ইহার বাণী, ১০০

ইহার ঐতিহাসিক কর্তব্য, ২০৮

ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ২০১,

ঐ, ইংলণ্ডের, ২০৩

—ক্রমওয়ার্ডের, ('ক্রমওয়ার্ড-বিপ্লব' দ্রষ্টব্য)
২০১, ২০৩

—কামালপাশার নেতৃত্বে, ২০১

—জাতীয়, ১৩৬, ২০১

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২০১

ইহাতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, ২০১

—চীনের প্রথম জাতীয়, ১০৬

„ দ্বিতীয়, ১২১২ খৃষ্টাব্দের, ১০৬

„ ১২২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের, ১০৬

—সমাজতান্ত্রিক ('শ্রমিকবিপ্লব' দ্রষ্টব্য),
১৭৩, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২২২

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২০৬-৭

ইহার মূলশক্তি ও নায়ক, ১৭৩

ইহার প্রধান চালকশক্তি, ২০৬, ২০৭

—ফেডেরারী, 'ফেডেরারী বিপ্লব' দ্রষ্টব্য

—নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক, ১৪৩, ২০৭,
২১০, ২২৫, ২৩৩

ঐ, বিবরণ, ২০৭-১১

ইহার উদ্দেশ্য, ২০৭

ইহার 'শ্রমিকবিপ্লব' নামের কারণ,
২০৭

ইহার তাৎপর্য, ২০৭

বোলশেভিক পার্টির পরিচালনা, ২০৮

বিপ্লব,

—নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক,

ইহাতে 'ফেডেরারী-বিপ্লবের' পরিণতি,
২০৮

সৈন্যবাহিনীর বিজ্রোহ, ২০৮

সৈন্য ও শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সোবিয়ৎ
গঠন, ২০৮

প্রথম সোবিয়ৎ কংগ্রেস, ২০৮

সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী দ লে র
ক্ষমতালাভ, ২০৮

কোনিলাভ-অভিযান, ২০৯

বুটিশ ও ফরাসীসরকারের হস্তক্ষেপ, ২০৯

'রেভলিউশনারী মিলিটারীকমিটি', ২১০

বোলশেভিক দ লে র নেতৃত্বে সশস্ত্র
অভ্যুত্থান, ২১০

কেরেনস্কি-সরকারের উচ্ছেদ, ২১০

সোবিয়ৎ কংগ্রেস কর্তৃক সর্বময় রাষ্ট্র
ক্ষমতাগ্রহণ, ২১১

ধনিক রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণ, ২১১

গৃহযুদ্ধে সোবিয়ৎশক্তির জয়লাভ, ২১১

—ইহার পথ, ১১৯

—নিরস্তর বা ক্রমিক, ১৫২

—সামন্ততন্ত্রবিরোধী, ২০১

—পুরাতন স মা জে র ধ্বংসের উপায়
হিসাবে, ২০০

—রাজনৈতিক ও সামাজিক, ৬৮, ১৬৭,
২০০

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২০০-১

ইহার পূর্বপ্রস্তুতি, ১৬৭

—'স্পার্টাসিস্ট', ২৩৫

—শ্রমিক, কৃষিকার ('নভেম্বর সমাজ-
তান্ত্রিক বিপ্লব' দ্রষ্টব্য) ১০, ৭৪

—বিভিন্ন দেশের, ১০৩

—বাংলা কাব্য সাহিত্যে, ১৯৫

১, ২২৪

বিপ্লবীদল, চীনের, ১০৭

বিপ্লবীশক্তি, ১৭৩

—সর্বশ্রেষ্ঠ, ধনতান্ত্রিক সমাজের, ১৭৩

বিবর্তন ('ক্রমবিকাশ' দ্রষ্টব্য), ৭৪, ৭৬

- বিবর্তনবাদ ('ক্রমবিকাশবাদ' দ্রষ্টব্য), ৭৪,
৭৭, ২৫২
- বিবাহ, অসবর্ণ, ১২৩
- বিবেকানন্দ, স্বামী, ১৮৯, ১২০, ১২২, ১২৩
—জাতীয়তাবাদী নবজাগরণের নায়করূপে, ১২২
—হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, ১২২
—নিজেকে নব্যভারতের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা, ১২২
—তঁাহার ধ্বনি, ১২২
—ভারতব্যাপী 'রামকৃষ্ণমিশন' স্থাপন, ১২২
—তঁাহার দেশপ্রেম, ১২৩
—জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় সহায়তা, ১২৩
- বিরোধ (দার্শনিক অর্থে), ২, ৫০
—ঐ, সংজ্ঞা ও কারণ, ২
—ঐ, ব্যাখ্যা, ৫০
—দ্বন্দ্বের সহিত ইহার পার্থক্য, ২
- বিল অফ্ একচেঞ্জ, ১৮, ১২, ২১
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২১
- বিশেষজ্ঞ-কমিটি, ব্যবস্থাপক সভার, ২১৮
—ব্যাখ্যা, ২১৮
- বিশ্ব, ২৮, ১০৬, ১২০, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৫১,
২৩০, ২৩৬, ২৫৩
—ইহার উৎস, ১২০
—ইহার নিয়মাবলী, ২৫৪
—পরম, পরমাত্মা, বিশ্বব্যাপী আত্মা, প্রাণ-
শক্তি বা সৃজনীশক্তির প্রতিচ্ছবি-
রূপে, ২৮
—প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের সামগ্রিক রূপ
হিসাবে (কান্ট), ১০৬
—নিয়মের ধারা ও ক্রমবিকাশশীল বস্তু-
সমূহের সামগ্রিকরূপ হিসাবে, ১২৬
- বিশ্ব-অর্থনীতি, ১৫৬
- বিশ্বকোষ, ফরাসী, ৭৪
ইহার রচনাকারিগণ, ৭৪-৭৫
ইহার রচনার সময়, ৭৪
—ঐ, বাংলা, ১৫৬
- বিশ্বজগৎ ('প্রকৃতি' দ্রষ্টব্য), ১৩৮
বিশ্বজনমত, ১৬১, ২৭১
বিশ্বজনীনতা, ১২০
বিশ্বজনীন সূত্র, ১৬৭, ১৭৭
বিশ্বজাগতিক ব্যাপার, ১৩৮
বিশ্ব ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশন
—ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশন, বিশ্বের' দ্রষ্টব্য
বিশ্বতত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র, ৫৩
—ঐ, ব্যাখ্যা, ৫৩
বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, শ্রমিকশ্রেণীর, ১১৮
বিশ্বনাগরিক, ৩৫
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৫
বিশ্বনাগরিকত্ব (বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব), ২৭০
বিশ্বনাগরিকতাবাদ, ৫৩
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৩-৫৪
বিশ্বপরিবারবাদ, ৫৩
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৩
বিশ্বপ্রকৃতি ('প্রকৃতি' বা 'প্রাকৃতিক জগৎ'
দ্রষ্টব্য), ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪
বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫৭, ১২৪
—হার্বার্ড, ১১৭
—কলিকাতা, ১২৪
—বোম্বাই, ১২৪
—মাদ্রাজ, ১২৪
—ভারতের অস্থায়ী প্রদেশে, ১২৪
—কর্ভোবা, ২১৬
—বস্‌ত্রা, ২১৬
—কুফা, ২১৬
—বাগদাদ, ২১৬
—কাইরো, ২১৬
'বিশ্ববিদ্যালয়-আইন', ভারতের, ১২৪
বিশ্ববিপ্লব, ২২৪
—ইহার কেন্দ্র, ২২৪
বিশ্বব্যবস্থা, অখণ্ড, ৫৩, ৭৫
—ঐ, ব্যাখ্যা, ৫৩
'বিশ্বভারতী', ১২৬
বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ২৭০
বিশ্বমানব, ১৬৭, ১৮০, ১২৬
—একমাত্র উপাস্যদেবতারূপে, ১৬৭, ১৮০

বিশ্বমুসলিম ঐক্য, ১৪৯

—ইহা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ১৪৯

—ইহার উদ্ভব, ১৪৯

‘বিশ্বমুসলিম ঐক্য সম্মেলন’, ১৪৯

বিশ্বযুদ্ধ (‘মহাযুদ্ধ’ দ্রষ্টব্য), ৩, ১৭, ১৮, ৫৮

—প্রথম, ১৭, ১৮, ২৬২,

—দ্বিতীয়, ১৬০,

—তৃতীয় (আগামী), ১৫১, ২৭৪

বিশ্বশান্তি, ১৫১, ২৫৪

—ইহা রক্ষার আন্দোলন, ১৫১

ইহার উদ্দেশ্য, ১৫১

ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ১৫১

ইহার কর্মপন্থা, ১৫১

ইহার প্রথম সম্মেলন, ১৫১

বিশ্বশান্তি আন্দোলন, ১৫১

—ইহার আরম্ভ, ১৫১

—ইহার ভূমিকা, ১৫১

— „ উদ্দেশ্য, ১৫১

— „ কর্মপন্থা, ১৫১

— „ কয়েকটি ঘোষণা, ১৫১-৫২

বিশ্বশান্তি-পরিষদ, ১৫১

—ইহার পরিচালক-কমিটি, ১৫১

—বিভিন্ন দেশে ইহার শাখা, ১৫১

—ইহার কয়েকটি ঘোষণা, ১৫১-৫২

বিশ্বশান্তি-সম্মেলন, ১৫১, ১৫২

—ইহার ঘোষণা, ১৫১-৫২

—ইহার ইস্তাহার (প্যারী), ১৫১

—ইহার ইস্তাহার (ওয়ারশ) ১৫২

—ইহার ইস্তাহার (হেলসিংকি), ১৫২

—ইহার আবেদন, ১৫২

বিশ্বশান্তি-লা, অথগু, ৫৩, ৭৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৫৩

‘বিশ্বশ্রমিক-ফেডারেশন’

—‘ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশন, বিশ্বের’

দ্রষ্টব্য

বিশ্বসভা, ১২৬

বিশ্বসভ্যতা, ১৫০, ১২৬

বিশ্বসংস্কৃতি, ১২৬

বিশ্বস্বত্ববাদ (‘স্বত্ববাদ’ দ্রষ্টব্য), ২৪, ২৫৫

বিশ্বাস, ৮১

—অঙ্ক, ৮০

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮০

বিশ্বাসবাদ, ৮১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮১

বিশ্বের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মতবাদ, ৫৩

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৫৩

বিশ্লেষণ, ৬, ১০৬, ২৩৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬

—ঐ, পদ্ধতি, দ্বন্দ্বমূলক, ৭৪

—বিচারপূর্বক, ১০৬

—বৈজ্ঞানিক, ১২৬

—পণ্যের, ১৬৯

—ক্রমবিকাশের ভিত্তিতে মানুষ ও বস্তু-
জগতের, ২৩৫

বিশ্ববন্ধ, ১২৬

বিষাদসিদ্ধি, ১২৬

বিসমার্ক, প্রিন্স, ২৫০

বীজগণিত, ২১৬

বুথ, রেভারেণ্ড উইলিয়াম, ২১৫

—ধর্মীয় মুক্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠা, ২১৫

বুদ্ধ, গৌতম, ১৫৪, ১২৩

বুদ্ধি, ৮১, ১৬৭, ১৭৭, ২১৯, ২৩৬, ২৫৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৯

—সহজাত, ৮১

—ব্যবহারিক, ১৬৭

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৭

—সুদৃঢ়, ১৭৪, ১৭৭

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭

—কৃত্য, ১৬৭, ১৭৭

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭

—কাল্পনিক, ১৭৭, ২৩৫

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭

বুদ্ধিজীবী (সস্ত্রদায়), ৭১, ৮৬, ১০০, ১০২,

১৫১, ২০১, ২৪০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০২

—রপ্তানিকর মূলধনের দ্বারা ইহার সৃষ্টি,
১০০

—বিভিন্ন দেশের, ১৫১

বুদ্ধিজীবী,

—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ১২৩

—পেশাদার, ১২৭

বুদ্ধিবাদ, 'যুক্তিবাদ' দ্রষ্টব্য

ব্যুর-যুক্ত, ২২

—ঐ, বিবরণ, ২২

বুর্জোয়া, ২৩, ৪২, ৮১, ১০২, ১৩৬

—ব্যবসায়ী, ২৩, ৪২, ৮১, ১০২

—শিল্পপতি বা শিল্পীয়, ২৩, ১০১

—দালাল বা মুহুদ্দি, ৪৬, ৬৪

ইহাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা, ২৪

—প্রতিক্রিয়াশীল, ৬৪

—প্রগতিশীল, ৬৪, ১৪১

—উদারনৈতিক, ৭৩, ২১০

—বিশ্বপ্রেমিক, ৮৪

—ব্যবসায়ী, ১১১

—একচেটিয়া বড়, ১৩১

—আমলাতান্ত্রিক মূলধনের মালিক, ১৩১

—আমলাতান্ত্রিক, ১৩১

—সাম্রাজ্যবাদ ধৈষা, ১৫১

স্বদেশের প্রতি ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতা,

১৫১

ইহাদের জনবিরোধী ক্রিয়াকলাপ, ১৫১

বুর্জোয়াঅর্থনীতি—'অর্থনীতি' দ্রষ্টব্য

বুর্জোয়াগণতন্ত্র, ২০১

বুর্জোয়াবিপ্লব ('বিপ্লব, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক'

দ্রষ্টব্য), ১০০, ২০১, ২০৪, ২০৭,

২০৮, ২০৯, ২১৪

—ইহার ঐতিহাসিক কর্তব্য, ২০৮

—ইংলণ্ডের, ২০৩

—ইহার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণতি,

২০৮

বুর্জোয়াব্যবস্থা, ১২৩

বুর্জোয়াশ্রেণী, ১১, ২৩-২৪, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ৭১,

৭৯, ১১৮, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৪১,

১৪৫, ১৭৩, ১৮২, ১৮৬, ২০১, ২০২,

২০৭, ২৩৯, ২৪০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩

—ইহার অভ্যুদয়, ৮১

বুর্জোয়াশ্রেণী,

—ইহাচার উদ্ভূত মূল্য আত্মসাৎকরণ, ১১

—ইহাদের সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা, ২৩

—ফরাসী দেশের, ১০৫, ১২৩

—বিপ্লবী, ১২৫

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইহাদের সংগ্রাম,

১২৫

—সামন্ততান্ত্রিক সমাজের, ১২৬

—পুরাতন বা প্রচলিত গণতন্ত্রের নায়ক-

রূপে, ১৪১

—ব্যবসায়ী, সামন্তপ্রথা-বিরোধী, ১৮২

—ইংলণ্ডের, ২০২

—ফরাসীদের, ২০৪

—রুশিয়ার, ২০৮

ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে নেতৃত্ব, ২০৮

—ভারতের, ২২৯

বুর্জোয়া-ব্যবস্থা, ৫৬, ৫৭, ৬৩,

'বুল ও বিয়ার', ২৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬

বুলগেরিয়া, ১০৪, ২৬৯

'বুলিয়ান', ২৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন', ১২১

'ব্রিটিশ ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস', ১১০, ২৫১

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ২৪১,

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—'সাম্রাজ্য' দ্রষ্টব্য

ব্রুটেন—'গ্রেট ব্রুটেন' দ্রষ্টব্য

ব্রুটি, ১৭৭, ২৪৯

—তত্ত্ববোধিনী, ১৭৭

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭

—আধ্যাত্মিক বিষয় উপলব্ধির, ১৭৭

—মানবের অন্তর্গত, ২৪৯

ব্রুজসংহার, ১২৬

ব্রুহ্মপতি, ১৫৪

—লোকায়াত দর্শন, ১৫৪

বেকন, ফ্রান্সিস, ১৮৫

—তাঁহার রচনাবলী, ১৮৫

—The New Atlantis, ১৮৫

—তাঁহার দর্শন, ১৭, ১২৬

বেকন, ফ্রান্সিস,
 ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭
 —অধ্যাত্মবিজ্ঞা বা অতিবিজ্ঞানসম্বন্ধীয়
 মত, ১২৬
 বেকার, ১৪০
 বেকার-ভাতা, ১৪০
 বেকার শ্রমিকবাহিনী, ৪৩, ১১২, ২৬৬
 বেকার-সমাজ, ১৫৮, ২৭৭
 বেকারী, ১৪০, ২৭৪
 বেদ, ১৫৪, ১৫৫, ১২১, ২৪২
 —ইহার সহকারী অংশ (ছয়খানি), ১৫৪
 —ইহার অন্তৰ্ভাগ, ১৫৪
 বেদখলকরণ, ৭৭
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৭
 বেদব্যাস, ১৫৪
 বেদোক্ত (ছয়খানি), ১৫৪
 বেদান্ত, ১৫৪
 বেদান্ত কলেজ, ১২০
 বেদান্তদর্শন, ১৫৪
 —বেদব্যাস-রচিত, ১৫৪
 বেদোপাঙ্গ (চারিখানি), ১৫৪
 বেটিক, লর্ড, ১৮৭
 বেহাম, জেরিমি, ২১, ৭৮, ৯৪, ২৫৬
 —তাঁহার উক্তি, ২৫৬
 —সর্বশ্রেষ্ঠ মানবহিতবাদীৰূপে, ২৫৬
 —তাঁহার মানবহিতবাদ, ১৫৩
 বেহামবাদ ('দর্শন, বেহামের' দৃষ্টব্য), ২১
 বেবয়েফ, ফ্রাঁকয় নোয়েল, ২০৬
 —ফরাসী বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালক
 রূপে, ২০৬
 —তাঁহার নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ,
 ২০৬
 —গিলোটিনে হত্যা, ২০৬
 বেবেল, অগাস্ট, ২২৪
 বেলজিয়াম, ৫৪, ৮৪, ৯১, ১০২, ১০৩, ১৪৩,
 ১৪৬, ২৫২
 বেলুচিস্থান, ১৩৩
 বেলে, যোয়াকিম ছা, ১৮৪
 বেলো, রিনি, ১৮৪

বেশান্ত, অ্যানি, ২৭, ২৪২
 —ভারতে 'হোমকল'-আন্দোলন প্রবর্তন,
 ২৭
 —ভারতে 'খিওসোফিকাল সোসাইটি'র
 শাখা প্রতিষ্ঠা, ২৪২
 বেটনী, ২৪০
 —সাম্রাজ্যবাদী, ২৪০
 —ধনতান্ত্রিক, ২৪০
 বৈজ্ঞানিক, ১৫১
 বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুনর্বিজ্ঞাস—'পুনর্বিজ্ঞাস'
 দৃষ্টব্য
 বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, শ্রমিকশ্রেণীর, ১১২
 বৈপ্লবিক আন্দোলন,—'আন্দোলন' দৃষ্টব্য
 বৈপ্লবিক পন্থা, ১৭২
 বৈপ্লবিক মতবাদ, ১১৮, ১৪২
 —ফরাসী দেশের, ১১৮
 —রুশিয়ার, অষ্টাদশ শতাব্দীর, ১৪২
 ইহার বিষয়বস্তু, ১৪২
 বৈপ্লবিক সংগ্রাম,—'সংগ্রাম' দৃষ্টব্য
 বৈশেষিকদর্শন, ১৬, ১৫৪
 —কনাদপ্রবর্তিত, ১৫৪
 বৈষম্য, সামাজিক, ১১৩
 বৈষ্ণবধর্ম, ১৫৫
 বোকাশিও, গিওভানি, ১৮১, ১৮৩
 —Decameron, ১৮৩
 বোকিওনি, শিল্পী, ৮৭
 বোনাপার্ট, নেপোলিয়ন, ৩৫, ৫৪, ৯২, ৯৩,
 ১১৩, ১৬৪, ২০৬
 —বলপূর্বক ফ্রান্সের ক্ষমতাদল, ৫৪
 —জনসামাধারণের রা য গ্র হ ণের প্রথা-
 প্রবর্তন, ১৬৪
 —ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ, ২০৬
 —ইউরোপে একছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, ২০৬
 —রুশিয়া আক্রমণ, ২০৬
 বোনিও, বুটিশ, ৪১
 বোলশেভিকদল বা পার্টি, ২২, ১২৬, ২০৮,
 ২০৯, ২১০, ২১১, ২২৫, ২৩৩
 —ঐ, বিবরণ, ২২
 বোলশেভিকবাদ, ২২
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২-২৩

বৌদ্ধদর্শন, ১৫৪, ১৫৫

ব্যক্তিগত অংশ,

—অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, ১৫৯

ঐ, ভারতের, ১৬১

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ১১৫

—ইহার উদ্ভব, ইউরোপে, ১৮৬

ব্যক্তিসত্তা, ১৮৮

ব্যক্তিস্বত্বতাবাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ১০১,

২১২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ১০০

ব্যক্তিস্বাধীনতা, ১৪৩, ১৮৬

ব্যবহার সামগ্রী—‘উপকরণ, ব্যবহারের’ দ্রষ্টব্য

ব্যঞ্জনবাদ, ৮৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮৭

ব্যবসায়, ২৩৫

—ঝুঁকিদারী, ২৩৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৫

ব্যবসায়-সম্বন্ধ, ৯৯, ১৩০, ২৫২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩০

—একক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে, ১৩০

—আন্তর্জাতিক, ৯৯

ব্যবসায়ী, ছোট, ৮৬, ১২৭, ২০১

ব্যবসায়ে ঝুঁকিগ্রহণ,—‘ঝুঁকিদারী ব্যবসায়’
দ্রষ্টব্য

ব্যবস্থা, ৭৬, ১৩৬, ১৪০

—অর্থনৈতিক, ৭৬, ১৪০, ২২২, ২২৯

—পত্রোৎপাদনের, ১৩৬

—নূতন, কক্সভেন্টের, ১৪০

—গণতান্ত্রিক, জনগণের মিলনের ভিত্তিতে,
১৪১

—নূতন গণতান্ত্রিক, চীনের, ১৪১

—অর্থনৈতিক, বিশেষ ধরনের, ১৫৬,
১৬৫

—আর্থিক, ভারতের, ১৬১

ইহার দুইটি ভাগ, ১৬১

—সামাজিক, শোষণমূলক, ১৭৭

—সামন্ততান্ত্রিক, ইংলণ্ডের, ২০২

ঐ, ফরাসী, ২০৪

—সমাজতান্ত্রিক, ২০৬

ব্যবস্থা,

—সামাজিক, ২২০

—রাজনৈতিক, ২২৯

ব্যবস্থাপকসভা, ২৪১, ২৬৯

—রাষ্ট্রীয়, ২৪১

ব্যাকান্ত্রিক মতবাদ,—‘মানব-বিদ্বেষ’ দ্রষ্টব্য

ব্যাকরণ, ১৫৪

ব্যাকক, ২৩২

ব্যাক বা ব্যাক-প্রতিষ্ঠান, ১৮, ১৯, ২০, ৫৭,
৭১, ৮২, ১০২ ১৪০, ১৭২, ১৯৭, ২৪৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৮

—ইহার বিকাশের বিবরণ, ১৯

—রিজার্ভ, ১৮

—আন্তর্জাতিক, ১৮

—রাষ্ট্রীয়, ১৮, ৭৭, ২১০

—অংশীদারী, ১৮

—‘সেভিংস্’, ১৮

—‘আমন্তদায়’, ১৯

—ঐ সম্বন্ধে মাক্সীয় মত, ১৯

—ইহার একচেটিয়া রূপগ্রহণ, ২০

—ইহার সংকট, ৫৮

—ইহার বাট্টা, ২০

—বৃহত্তম মার্কিন, ২৬৬

—রুশিয়ার, ২১০

—‘রিজার্ভ’, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ৭৯-৮০

—ঐ, ভারতের, ৮০

—ইহার মালিক, ৮২

—কেন্দ্রীয়, ২০, ২১,

‘ব্যাক অফ ইংলণ্ড’, ১৯, ২৪১

ব্যাক-নোট, ২০

ব্যাভেরিয়া, ২৩৫

ব্রহ্ম, ১৫৪, ২৩১

—পরম, ১৫৪

ইহার উপাসনা, ১৫৪

ব্রহ্মজ্ঞানবাদ, ২৪৯

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৯

ব্রহ্মদেশ, ২৫, ৪০, ২৪১

ব্রহ্মসূত্র, ১৫৪

—বেদব্যাসের, ১৫৪

ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, ১৫৫
 ব্রাড্‌লফ, চার্লস, ২১৮
 ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়, ১৮৮, ১২২
 —পুরোহিত, ১২৩
 ব্রাহ্মধর্ম, ১৮২, ১২০, ১২১, ১২৩
 —রামমোহনপ্রবর্তিত, ১৮২, ১২১
 —ইহার গোঁড়ামি ও আতিশয্য, ১২০
 ব্রাহ্ম-সমাজ, ১২১, ১২২, ১২৩
 —ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ইহার ভূমিকা, ১২১
 —ইহার আদর্শ, ১২২
 —সংস্কার-আন্দোলনের নেতৃত্ব, ১২৩
 —অসবর্ণ বিবাহের আন্দোলন, ১২৩
 ব্রিটনজাতি, ২৫১

ভগবৎসত্তা, ২৫২
 ভলটেয়ার, ৭৪, ২০৩
 —ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূতরূপে, ২০৪
 ভাকরা-নাঙ্গলবাঁধ, ১৬২
 ভাগবাতোয়্যার, পৃথিবীর, ২২
 ভাব, ৮৭, ২৮, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১৫০, ১৬৭, ১৮২, ১৮২
 —ঐ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৭-২৮
 —হেগেলের ব্যাখ্যা, ১২৩-২৪
 —প্রাতোর সংজ্ঞা, ২৭
 —কান্টের সংজ্ঞা, ২৭
 —কার্ল মার্কসের সংজ্ঞা, ২৮
 —দেকার্তের সংজ্ঞা, ২৭
 —জন্ম লকের সংজ্ঞা, ২৭
 —পরম, ৭৪, ২৮, ১২৩, ১২৪
 —ইহার উপর বস্তুর প্রাধান্য, ১২২
 —বস্তুর উপর ইহার প্রাধান্য, ২৮
 —বস্তুর উৎপত্তির মূলরূপে, ২৮
 —স্থিতিশীল বা শাস্ত, ১২১, ১২৩, ১৬৩
 —ঐশ্বরিক, ১৫০
 —অস্ত্রনিহিত, শিল্পসাহিত্যের নূতন ধারার ২১৩
 —সুকুমার, মানবমনের, ২১৪

ব্রুক, মোলার ভ্যান ডেন, ২৫০
 ব্রেলভি, সৈয়দ আহম্মদ, ২৬৬
 ব্রোঞ্জযুগ, ২৫, ৩৬, ৩৭.
 —ইহার সময় ও বৈশিষ্ট্য, ৩৭
 ব্রাকুই, লুই অগাস্ট, ২২
 ব্রাকুইবাদ, ২২
 —ঐ, ব্যাখ্যা ২২
 —ঐ, সম্বন্ধে মার্কসীয় মত, ২২
 ব্রাক, লুই, ২২৩
 —ধনতান্ত্রিকশোষণের অবসানের উপায় নির্ধারণ, ২২৩
 ব্রাভাটস্কি, মাদাম, ২৪২
 ব্রুঁ, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী, ১১
 —তাঁহার তোষণনীতি, ১১

ভাবকল্পনাবাদ, ১৭৭, ২১৩
 —শিল্প-সাহিত্যে, ১৭৭, ২১৩
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৩-১৪
 —কাব্য ও উপন্যাসের নূতন ধারা হিসাবে, ২১৩
 ভাবকল্পনা-রমণীয়তাপূর্ণ সাহিত্য ও শিল্পের ধারা (‘ভাবকল্পনাবাদ’ দ্রষ্টব্য), ২১৩
 ভাবদর্শন, ভারতীয়, ১৫৫
 ভাবধারা, ১১৮, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৮, ২৪২, ২৫২
 —গণতান্ত্রিক, ৮২
 —বিদ্রোহাত্মক, ২৭, ১৮২
 —সামাজিক, ১২১, ২৪২, ২৫২
 —দার্শনিক, ১২৩
 —সামন্ততান্ত্রিক, ১২৫
 —প্রগতিশীল বুদ্ধোন্মেষ, ১৮০
 —পাশ্চাত্য, ১৮৭, ১৮৮
 —‘রিনাসান্স’-এর, ১৮৩, ১২১
 —ভারতীয়, ১৮৭
 —নৈতিক, ১৮৭
 —সাংস্কৃতিক, ১৮৭
 —দেশীয়, ভারতের, ১৮৮

ভাবধারা,

—ধর্মীয়, প্রাচ্যের, ১০০

ঐ, পাশ্চাত্যের, ১০০

—নৈরাশ্রবাদী, ২২৪

—রাজনৈতিক, ২৫২

ভাববাদ, ১, ৬৭, ৭২, ৭৪, ৭৮, ৮৫, ৯৮, ১২২, ১২৩, ১৭৭, ২৩০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯৮

—পরম বা নির্বিশেষ, ১, ৯৮, ১২৩

—অজ্ঞেয়তাবাদসম্বন্ধীয়, ৪

—বস্তুর প্রতিকল্পসম্বন্ধীয়, ৫৩

—প্রতিক্রিয়াশীল, ১২২

—দার্শনিক, ৯৮, ১৫৩

—পরম বা নির্বিশেষ, হেগেলের, ১৫৩

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯৮

—বাস্তব, ৯৮, ১৪৪

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯৮

—আত্মমুখী বা আত্মগত, ৯৮, ২৪২

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯৮

ভাবাদর্শ, ১৮৭

ভারত (বা ভারতবর্ষ), অখণ্ড, ২৪, ২৫, ৩৬, ৪৭, ৬১, ৬২, ৯৪, ১১৩, ১৩২, ১৩৩, ১৪২, ১৮১, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬, ২৪৩, ২৪৯, ২৫১, ২৫২, ২৬৬

—নব্য, ১২২

—মধ্যযুগের গলিত মুমূর্ষু, ১২৭

—ব্রিটিশ, ২১৭

ভারত বা ভারতযুক্তরাষ্ট্র, ১৫, ২৫, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫২, ৬১, ৭৯, ১২৮, ১৬১, ১৮৭, ২১৮, ২২৮, ২৩১, ২৩২

—‘ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ’-এ যোগদান, ৪৪

—ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার, ১০৯

—খর্বনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে, ২১৮

‘ভারত-ছাড়’ প্রস্তাব, কংগ্রেসের, ৪৮

‘ভারতসম্ম’ (Indian Association), ১২১

—ইহাধারা পরিচালিত আন্দোলন, ১২১

—‘জাতীয় তহবিল’ গঠন, ১২১

ভারতসম্ম,

—‘নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন’ আহ্বান, ১২১

—‘ইলবার্ট-বিলের’ আন্দোলন, ১২৩

ভারত-সরকার, ১৩৫

ভারতীয় বিজ্ঞা—‘বিজ্ঞা’ দ্রষ্টব্য

ভারতের নবজাগৃতি—‘রিনাসান্স’ বা ‘নবজাগৃতি’ দ্রষ্টব্য

ভারতীয় (‘সমষ্টি’ দ্রষ্টব্য), ৭৬

ভার্জিনিয়ারাজ্য, ১১৫

ভাষা, ১৩৬, ১৯৫

—ইহার বিকাশ, ১৩৬

—মাছুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগস্থাপনের উপায় হিসাবে, ১৩৬

—ইহার ঐক্য ও বাধ্যমুক্ত বিকাশ, ১৩৬

—জাতীয় আন্দোলন ও জাতি গঠনে ইহার প্রভাব, ১৩৬

—দেশীয়, বঙ্গদেশের, ১২০

—প্রাদেশিক, ভারতীয়, ১৩৬

—নূতন, ভারতের, ১২৫, ১২৬, ১২৭ ইহার জন্ম, ১২৫-২৭

—বাংলা, ১২৫

—হিন্দি, ১২৭

—মারাঠী, ১২৭

—তামিল, ১২৭

—তেলেগু, ১২৭

—আরবী, ২১৬, ২৪৩

—গ্রীক, ২৫২

—ল্যাটিন, ২৬২

ভার্কর্ষ, ১৮১

—গ্রীক, ১৮২

ভাঙ্কো ডা গামা, ১৮১

—প্রাচ্যজগতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার, ১৮১

ভিগনি, আলফ্রেড লু, ২৪৫

—প্রতীকবাদের প্রবর্তন, ২৪৫

ভিত্তি, ২১, ১৬৭

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১

—সত্যসম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার, ২৫৩

ভিত্তি,

—অর্থনৈতিক, জাতীয় আন্দোলনের,
১৩৬

—বুজোয়া, ধনতান্ত্রিক কৃষির, ১৩৭

—সামাজিক, কাল্পনিক সমাজের, ২৩৭

ভিয়েৎনাম, ১০২

—ইহার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম,
১০২

—উত্তর, ১৪১, ২৪৬

এখানে নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১৪১, ২৪৬

—দক্ষিণ, ২৩২

ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, ৪০

ভূগোল বিজ্ঞা, ২১৬

ভূবিজ্ঞা, ২৬

ভূমধ্যসাগর, ১৮৬

ভূমি, ১৫৬

—জাতীয়সম্পদের এক মা ত্র উৎসরূপে,
১৫৬

ভূমিকা, ১৭৬, ১৮৮

—বৈপ্লবিক, ১৭৬

—প্রগতিশীল, ১৭৬

—সামাজিক, বঙ্গীয় অভিজাতশ্রেণীর, ১৮৮
এ, ইউরোপের মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক
অভিজাতবর্গের, ১৮৮

—ঐতিহাসিক, ১২১

—রাজনৈতিক, শ্রমিকশ্রেণীর, ২৪৬

ভূমিবাদ, ১৫৬

—এ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৫৬

ভূমিবিজ্ঞা বা ভূবিজ্ঞা, ২৫৪

ভূমিদাস, ১, ১২৭, ২৩২, ২৬৩

—মধ্যযুগের, ২৬৩

ইহাদের বিবরণ, ২৬৩

—ইহাদের বিজ্ঞোহ, ২৬৩

ভূমিদাসত্ব, সামন্ততান্ত্রিক, ১০১

ভূমিদাসপ্রথা, ২০১, ২২০, ২৬৩

—ইহার উৎপত্তির কারণ, ৮১

—পূর্ব ইউরোপের, ৮১

ভূমিদাসপ্রথা,

—ইংল্যান্ডের, ২২১, ২৬৩

ইহার অবসান, ২৬৩

ভূমি-সাম্যবাদ, ৪

—এ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪

ভূস্বামীদল বা পার্টি, ৪, ২৬৩

—এ, পরিচয়, ৪

ভূস্বামীশ্রেণী—‘জমিদারশ্রেণী’ দ্রষ্টব্য

‘ভেটো’, ২৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৬৩

—এ, ব্যাখ্যা, ২৬৩

—সাম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের, ২৬৩

এ, বিবরণ, ২৬৩

ভেরলেন, পল, ২৪৫

ভের্সাইনগরী, ২০৪, ২৬৩

ভের্সাই সন্ধি বা চুক্তি, ৩, ২২, ১০৪, ১১২,
১৩৮, ২১৫, ২৬২, ২৬৩

—এ, বিবরণ, ২৬৩

ভেলাস্কুয়েজ, কলাশিল্পী, ১৮৪

—তাহার চিত্রসম্ভার, ১৮৪

ভোগপরায়ণতাবাদ—‘এপিকিউরাসের দর্শন’
দ্রষ্টব্য

ভোট, ২৭, ১৭৮, ২৩৩

—এ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬৪

—সার্বজনীন, ২৭

—সাক্ষাৎ, ২৩৩

—বিশ্বাসজ্ঞাপক, ২৬৪

এ, ব্যাখ্যা, ২৬৪

ভোটপ্রথা, ৫২, ২৬৪

—সংযুক্ত, ৫২, ২৬৪

এ, ব্যাখ্যা, ৫২, ২৬৪

ভোটাদিকার,

—সার্বজনীন বা প্রাপ্তবয়স্কের, ২০২, ২০৫,
২৪৩

এ, ব্যাখ্যা, ২৪৩

ভ্যাটিকান, ২৬২

—এ, বিবরণ, ২৬২

ভ্রাতৃত্ব, ইসলামী, ১৪২

মকা, ১৪২

মঙ্গলবাদ, 'আশাবাদ' দ্রষ্টব্য

মঙ্গোলীয় শাখা,

—পূর্ব এশিয়ার, ১৭৫

ঐ, বিবরণ, ১৭৫

মজুর—'শ্রমিক' শব্দ দ্রষ্টব্য

মজুরশ্রেণী ('শ্রমিকশ্রেণী' দ্রষ্টব্য), ১৭২

মজুরি, ৫৫, ৭৫, ৭৬, ১১২, ১৪৭, ১৫৬, ১৭১,

১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ২২১, ২৪৮,

২৫১, ২৬১, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬

—ইহার মোট পরিমাণ, ৫৫

—সমান কাজের জন্য সমান, ৬৫

—জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত, ১১৪, ২৬৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৫

—নামিক, ১৪২, ২৬৪, ২৬৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৫

—ইহার সমান শ্রম, ১৪৭

—টিকা হিসাবে, ১৫৬, ২৬৪, ২৬৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৫

ঐ, সম্বন্ধে মার্ক্সের মত, ২৬৫

—ইহার সহিত মুনাফার সম্পর্ক, ১৭২

—বাস্তব বা প্রকৃত, ১৭৭, ২৪৮, ২৬৪,

২৬৫

ঐ, সংজ্ঞা, ও ব্যাখ্যা, ১৭৭, ২৬৫

ঐ, সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মত, ২৬৫

—এককালীন (বোনাস), ২৬৫

—মুদ্রা বা মুদ্রার আকারে, ২৪৮

—মূল, ২৬৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৫

ঐ, সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মত, ২৬৫

—ইহার সর্বনিম্ন হার, ২২১, ২৬৫

—সময়ের হিসাবে, ২৫০, ২৬৪, ২৬৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৫

—ইহার হ্রাসবৃদ্ধিশীল হার, ২২১

এই সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মত, ২৬৫

মজুরি-দাস, ৬৪

মজুরি-দাসত্ব ('মজুরিশ্রম' দ্রষ্টব্য), ১০৮, ২৬৬

—ইহার অবসান, ১০৮

মজুরি-দাসত্ব,

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৬

—এই সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মত, ২৬৬

মজুরি-শ্রম, ৪৩, ১০৮, ২৬৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৮

—মূলধনের সহিত ইহার বিরোধ, ৪৩

—মূলধনী ও শ্রমিকের সম্পর্ক হিসাবে, ১০৮

মজুরি-শ্রমিক ('শ্রমিক' দ্রষ্টব্য), ১৭৩

মত বা মতবাদ, ৭২, ৭৩, ১৫৬, ১৬৭, ১৮২, ২২২

—দার্শনিক, ৭৩, ১২০, ১৩২, ১৪২, ১৪৫,

১৪২, ১৫০, ১৫২, ১৭৬, ১৭৭, ১৮২,

২১৭, ২১৯, ২২২, ২৩০, ২৩৫,

২৩৬, ২৪৩

ঐ, বর্তমান যুগের, ১৫৩

ঐ, প্রাত্যহিক, ১২৩, ১৩২, ১৬৩

ঐ, ক্রান্তের, ১৭৭

ঐ, ক্রশোর, ২১৪

ঐ, স্পিনোজার, ১২৪, ১৪২, ২৩৬, ২৫৩

ঐ, জেনোর, ২৪১-৪২

ঐ, হেগেলের, ১২৪

—মহাত্মা গান্ধীর, ৮৭-৮৯

—অর্থনৈতিক, ১১১, ২৫৭

—রাজনৈতিক, ১১১, ১৮০

ঐ, ক্রশোর, ২১৪

—সংস্কারপন্থী, ১১৩

—জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণসম্বন্ধীয়, ১১৬

—বিশ্বের স্বাধীন অস্তিত্বের, ১২১

—হেগেলের দ্বন্দ্বপ্রগতিমূলক দার্শনিক, ১২৪

—বস্তুবাদবিরোধী দার্শনিক, ১২৬

—বেকনের, অধ্যাত্মবিজ্ঞা বা অতিবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, ১২৬

—মার্ক্সীয়, মুদ্রার প্রচলন সম্বন্ধে, ১২৯

—ধর্মীয়, ১৩৩

—বৈপ্লবিক, ক্রশোর, ১৪২

—রবার্ট ওয়েনের, ১৪৫, ১৪৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৪৫-৪৬

মত বা মতবাদ,

—প্রাতোর, দর্শন-নীতিবিজ্ঞান-সমাজ-

নীতি-রাজনীতিসম্বন্ধীয়, ১৬৩

ঐ, প্রেমের আদর্শসম্বন্ধীয়, ১৬৪

—শ্রেণীর, ১৬৪

—আধ্যাত্মিক, ১৬৭

—সমাজতাত্ত্বিক, ১৭৬

—‘ইয়ং বেঙ্গল দলের’, ১৮২

—ডেভিড রিকার্ডোর, খাজনাসম্বন্ধীয়, ১২৭

ঐ, ব্যাখ্যা, ১২৭

—মার্কস-এঙ্গেলস্-এর, ২০০

—‘সংশোধনবাদ’ সম্বন্ধে, মার্কসীয়, ২০০

—রুশোর, সমাজতত্ত্বসম্বন্ধীয়, ২১৪

—বস্তুবাদী, ২৩১

—স্পেন্সারের, ২৩৫, ২৩৬

ইহার বিষয়বস্তু, ২৩৫-৩৬

—সেন্ট সাইমনের, ২৩৭

—প্রেমের সাধনামূলক, ২৪৩

—কাউটস্কির প্রতিক্রিয়াশীল, ২৪৩

—বৈপ্লবিক শ্রমিক-আন্দোলনের, ২৪৫

—মাইকেল বাকুনিনের, ২৪৬

—জর্জ সোরেল-এর, ২৪৬

—জন ক্যালভিনের বিদ্রোহাত্মক, ২৬৮

—উদারনৈতিক, ২৫০

ঐ, ইংলণ্ডের ছইগদলের, ২৬২

—মা কি ন অসাধারণত্বের ২৭৪, ২৭৫,
২৭৬, ২৭৭

মতগ্রহণ, সর্বসাধারণের, ১৬৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৬৪

মতাদর্শ, ২৮, ২৯

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৮-২৯

—মূলধনী বা বুর্জোয়াশ্রেণীর, ২৯

—শ্রমিকশ্রেণীর, ২৯

মধুসূদন, মাইকেল, ১৮২

মধ্যপন্থী, ১২২

মধ্যপ্রাচ্য, ১০২, ১২৭, ১২৮, ২৭১

মধ্যপ্রাচ্য-চুক্তিসংস্থা (মেটো) বা মধ্যপ্রাচ্যের
আত্মরক্ষা সংস্থা (মেডো), ১২৭

—‘বাগদাদ চুক্তি’ দ্রষ্টব্য

মধ্যবর্তীলোক, ১২৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১২৮

মধ্যযুগ, ৮০, ৯১, ৯৩, ৯৬, ১২৬, ১৫৩, ১৮০,

১৮১, ১৯৭, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২২০,

২৩৭, ২৫০, ২৬৩

মধ্যশক্তি—‘তৃতীয় শক্তি’ দ্রষ্টব্য

মধ্যশ্রেণী বা মধ্যবর্তীশ্রেণী (‘শ্রেণী’ দ্রষ্টব্য),

৩৭, ৬৪, ১০২, ১২৬, ১২৭, ১৩৮,

১৪১, ১৫২, ১৫৩, ১৮২, ১৯৪,

২০৪, ২৩৪, ২৪০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১২৬-২৭

—ইহার বিভিন্ন অংশ, ৩৭

—বাংলাদেশের, ১৮২

—স্পেনের, ২৩৪

—ইংলণ্ডের, ১৫৩

মন, ৭২, ৯৮, ২১২, ২৩১, ২৫৩

—একমাত্র মূল বাস্তব সত্যরূপে, ৯৮

—মানবের, ১২২

ইহার সহজাত ধারণা, ১২২

—সকল ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণকারীরূপে, ২১২

মন্টেন, ১৮৩, ১৮৪

—তাঁহার প্রবন্ধের গুরুত্ব, ১৮৪

মন্ত্রিসভা, কেন্দ্রীয়,

—ভারতের, ১৫০

মন্ট্রো, প্রেসিডেন্ট, ৭২

মন্ট্রো-নীতি, ৭২, ১৩২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭২

মরিস, মেতারলিঙ্ক, ১৪৭, ২৪৫

মরোক্কো, ১৪৮, ২১৫, ২১৬, ২৩৪

মর্গান, লুই, ৩৬

—সভ্যতার নিদর্শনসম্বন্ধে, ৩৬

—*Ancient Society*, ৩৬

মস্কো, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২২৫

মহড়া (‘ফ্রন্ট’ দ্রষ্টব্য), ৮৫, ৮৬, ১৫২, ১৬৭

—জাতীয় যুক্ত, ৮৫, ৮৬

—জনগণের, ৮৫, ৮৬, ১৫২, ১৬৭

—জনগণের মিলিত শক্তির, ১৫২

মহম্মদ, হজরত, ১৮০

—একেশ্বরবাদকে পূর্ণরূপদান, ১৮০

মহাজন, ১১, ১০২, ১৫২, ২২০

—ইহাদের কৃষকশোষণ, ১১

—ইহাদের শোষণ, ১৫২

মহাজনী মূলধন—‘মূলধন’ দ্রষ্টব্য

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৫-৭৬

—সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ইহার ব্যবহার, ১৭৫

মহাজাতিতত্ত্ব, ১৭৫

—এই সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্ত, ১৭৫

—এই সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক ধারণা, ১৭৫

মহাবিপ্লব, চীনের ১০৬

—ইংলণ্ডের, ২০৩

মহাভারত, ১২৬

মহামানব, ১২০

মহাযুদ্ধ (বিশ্বযুদ্ধ), ২, ৫৮, ২২৪,

—প্রথম, ১০, ২৫, ৪২, ৫২, ৮৪, ৮৫, ৯২

১১২, ১১৩, ১১৬, ১২০, ১৩৮, ১৪৬,

১৪৮, ১৪৯, ১৭৭, ১৯৯, ২০১,

২০৮, ২১৫, ২৩৪, ২৪৬, ২৫০,

২৬৯, ২৭১

—দ্বিতীয়, ২, ১১, ২৪, ২৫, ৩২, ৩৩, ৪০,

৪৮, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৮১, ৮৩, ৯১,

৯২, ৯৩, ১০৫, ১১২, ১৩৭, ১৩৮,

১৪১, ১৪৮, ১৪৯, ১৯৯, ২০০,

২২৬, ২২৭, ২৪৯, ২৫১, ২৫২,

২৫৪, ২৭১

মহারাষ্ট্রদেশ, ১২৪

মহোজ্জ্বাদরো, ৩৬

‘মার্কস-লেনিন-স্ট্যালিন-পারিকল্পনা’, ১৩৩

মাও সে-তুঙ, ২৪, ১৩১, ১৪১

—মুংসুন্দি বা লাল বুর্জোয়ার ভূমিকা-
সম্বন্ধে, ২৪

—চীনের পুরাতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার
বিশ্লেষণ, ১৩১

—আমলাতান্ত্রিক মূলধন সম্বন্ধে, ১৩১

—*Present Situation and our
Task (1947)*, ১৩১

—চীনের নতুন গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা, ১৪১

—*On Coalition Govt.*, ১৪১

মাকিয়াভেলি, নিকোলো, ১১৫, ১৮২, ১৮৩,
১৮৪

—ঐহার নীতি, ১১৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৫

—*The Prince*, ১১৫, ১৮৩

—রাজনীতিবিদ হিসাবে, ১৮৪

মাতৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়, ২৩৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৮

মাত্রাজ, ২৪৯

‘মাত্রাজ ক্রিস্টিয়ান কলেজ’, ১২৪

মাত্রিদ, ২৩৪

মাধবাচার্য, ১৫৪

—সর্বদর্শন-সংগ্রহ, ১৫৪

—একাদশ দর্শনের পরিচয়, ১৫৪

মাদ্যম, ১২৬, ১৭০, ২৩৬

—পণ্যের প্রচলনের বা বিনিময়ের, ১২৬,

১২৯, ১৭০

ঐ, ব্যাখ্যা, ১২৬

—লেনিনদের, ১৭০

মানব (বা মানবীয়) অধিকার, ‘অধিকার’
দ্রষ্টব্য

মানব-ইতিহাস, ১৮০, ২০৭

মানবগোষ্ঠী, ১১

—বুহৎ, ১৭৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৫-৭৬

মানব-চরিত্র, ২২৮

মানবজাতি, ২৪, ৯৭, ৯৮, ১২৪, ১৫৩

—সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তি, ১২৪

মানব-জীবন, ১৭৭

মানব-জ্ঞান, ১২২

—ইহার মূল উৎস, ১২২

—জন লক কর্তৃক ইহার আলোচনা, ১২২

মানব (বা মানবীয়)-ধর্ম,

—‘ধর্ম’ দ্রষ্টব্য

মানব-পরিবার, ১১, ১৭৫

—বিশ্বজোড়া, ১৭৫, ১৭৬

শারীরিক লক্ষণের ভিত্তিতে ইহার

ভাগ, ১৭৫

বিভিন্ন ভাগের শারীরিক লক্ষণ, ১৭৫

মানব-পরিবার,

ইউনেস্কো কর্তৃক ‘মহাজাতি’ শব্দের
পরিবর্তে ইহার ব্যবহারের সুপারিশ,
১৭৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৫-৭৬

ঐ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা শাস্ত্র, ১৭৬

—ইহার প্রাথমিক বা মৌলিক বিভাগ, ১৭৫

মানব-পরিবারের মূল শাখা বা বিভাগ, ৭৬

—ঐ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা বিজ্ঞান, ৭৬

মানব-প্রীতি, ১৮২, ১৮৩

মানব-বিষেব, ৬০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬০

মানব-সভ্যতা, ১০, ১৮৩, ২১৫

—ইহার বিকাশ, ১০

—ইহার নির্দিষ্ট স্তর (সংস্কৃতি), ৫২

মানব-সমাজ (‘সমাজ’ দ্রষ্টব্য), ১১১, ১১৮,

১২৪, ১৬৫, ১৮১, ১৮৪, ২২০,

২২২, ২৩৮, ২৫৮

—ইহার বিকাশধারা, ২২২

—ইহার আদিম অবস্থা, ২৩৮

—ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য, ১৮৪

মানব (বা মানবীয়) সংস্কৃতি (‘সংস্কৃতি’ দ্রষ্টব্য),

১৮০, ২২২

মানব-সেবা,

—রামকৃষ্ণ মিশনের, ১২২

মানব-হিতবাদ, ১৫৩, ২৫৫, ২৫৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫৬

—জেরিমি বেঙ্হামের, ১৫৩

—জন স্টুয়ার্ট মিলের, ১৫৩

মানব-হিতবাদী, ১৮৭, ২৫৬

মানবত দর্শন, ১৫৫

মানবত্ব ধর্ম, ১৮২

—ইহার বাণী, ১৮২

মানবতা, ১৮১, ১২০, ১২২

মানবতাবাদ, ৫২, ২৭, ১৮২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৭

—ইহার উৎপত্তি, ২৭

মানবাত্মা, ১৮১

মানবীয় অধিকার—‘অধিকার’ দ্রষ্টব্য

‘মানবীয় অধিকারের ঘোষণাপত্র’ (‘ঘোষণা-
পত্র’ দ্রষ্টব্য), ২০৪

মানবীয় ধর্ম—‘ধর্ম’ দ্রষ্টব্য

মানবীয় সংস্কৃতি—‘সংস্কৃতি’ দ্রষ্টব্য

মাহুম, আদিম, ১১১

—সাধারণ, ১২৬

—সামাজিক, ১১১, ২২২

—কৃষ্ণকায়, ১৭৫

—ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীরূপে, ২২০

—শিকারী, ২২০

—আদিম কমিউনয়ুগের, ২২০

—শোষণযুক্ত, ১৭১

মাহুমের অধিকার—‘অধিকার’ দ্রষ্টব্য

মারটভ, ১২৬

—মেনশেভিকদের নেতৃত্ব, ১২৬

মার্ট, ২০৫

—ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বগ্রহণ, ২০৫

মারাথনের যুদ্ধ, ২৫

মারিনেন্ডি, কবি, ৮৭

মার্কাস লিসিনিয়াস ক্রাসাস, ২৩৫

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২, ৪০, ৪২, ৫০, ৬৬, ৭১,

৭২, ৭২, ৮০, ৮১, ৮২, ৯০, ৯১, ৯২,

৯৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১০, ১১২,

১১৫, ১১৭, ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১৪০,

১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৬৭, ১৯২, ২০০,

২০২, ২২০, ২৩১, ২৩২, ২৩৬,

২৩৭, ২৪২, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪,

২৫৫, ২৬৩, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০

—ইহার গৃহযুদ্ধ, ৫, ৩৬

—মধ্যপ্রাচ্যের উপর প্রভুত্ব, ১২৮

—ঋণদাতা দেশ হিসাবে, ৪২

—ইহার কেন্দ্রীয় মুদ্রানিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি, ৭২

ঐ, ব্যাখ্যা, ৭২-৮০

—ঋণের মা র ফ ত বিদেশের বাজার

একচেটিয়াকরণ, ৭১

—অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা, ৮৫

—বাগদাদ-চুক্তি সম্বন্ধে ঘোষণা, ১২৭

—ইহার একচেটিয়া অর্থনৈতিক ও রাজ-

নৈতিক প্রভুত্ব, ১৪৭

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

—আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের
মুক্কাআনা, ১৪৮

—মুসলিম জগতের এক্য-আন্দোলনের
উপর ইহার প্রভাব, ১৪২

—ইহার সৃষ্টি, ২০২

‘মার্কিন-পাকিস্তান অস্ত্রসরবরাহ চুক্তি,’ ১২৭

মার্কিন-সভ্যতা, ১১৫

মার্ক্‌স্, কার্ল, ৭, ৪৫, ৫৫, ৫৬, ৬৬, ৬৭, ৭৮,

৮২, ৮৩, ১০৭, ১১৫, ১১৮, ১২০,

১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৯, ১৩৮, ১৪৭,

১৫৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২,

১৭৩, ২০০, ২০৭, ২২৩, ২২৪, ২২৮,

২৩৮, ২৫২, ২৫৩, ২৫৭, ২৫৯,

২৬০, ২৬১, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮

—নৈরাশ্রবাদের বিরোধিতা, ৯

—মূলধনের সংজ্ঞা, ২৭

—*A Contribution to the Critique
of Political Economy*, ২৭,
৪৩, ৮০, ১০৮

Do—Preface, ১৭০

—*Wage, Labour and Capital*,
২৭, ১০৭, ১০৮, ২৬৫

—শ্রেণীসংগ্রামের সংজ্ঞা, ৩৮

—*Communist Manifesto*, ৩৮, ৫৬,
১১৫, ১৭৩, ২২৩

—পণ্যের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৩

—*Value, Price and Profit*, ৪৩,
৭৭, ১২২, ১৭২, ২৬০, ২৬১

—‘কমিউনিজ্‌ম্’-এর সংজ্ঞা, ৪৪

—*Critique of the G o t h a Pro-
gramme*, ৪৫, ২২৩

—উৎপাদন-সংকট ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, ৫৫

—উৎপাদন-সংকটের কারণ ব্যাখ্যা, ৫৫-৫৯

—উৎপাদন শক্তির অতিবৃদ্ধি সম্বন্ধে, ৫৬

—শিল্প-সংকট সম্বন্ধে উক্তি, ৫৭

—*Capital Vol. III*, ৫৭, ১৩৮, ১২৭,
২৬৮

মার্ক্‌স্, কার্ল,

—ব্যবসায়-সংকটের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্তি, ৫৮

—পণ্যের প্রাচুর্য ও ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য এই
দুই পরস্পরবিরোধী অবস্থা সম্বন্ধে
উক্তি, ৫৮

—বস্তুবাদের ক্ষেত্রে ‘ডায়ালেক্টিক্‌স্’-এর
প্রয়োগ, ৬৭

—বিনিময়-মূল্য সম্বন্ধে উক্তি, ৭৭

—পণ্যের উপর কাল্পনিক গুরুত্ব আরোপ
করা সম্বন্ধে, ৮০

—বিনিময়-মূল্যের বিভিন্ন রূপের আবিষ্কার
৮২, ৮৩

—‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ’ প্রতিষ্ঠা, ১০৩

—শ্রমশক্তির ব্যাখ্যা, ১০৭

—শ্রমের ব্যাখ্যা, ১০৮

—মজুরি-শ্রম সম্বন্ধে ব্যাখ্যামূলক উক্তি, ১০৮

—‘লুপ্সেন প্রোলেতারিয়াত’ সম্বন্ধে মত,
১১৫

—শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির প্রথম প্রচার,
১১৮

—তাঁহার শিক্ষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, ১১৮

—উনবিংশ শতাব্দীর তিনটি মতাদর্শের
বিকাশসাধন, ১১৮

—তাঁহার শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু, ১১৮

—শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার
ব্যাখ্যা, ১১৮

—সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে উক্তি, ১২২

—*Poverty of Philosophy*, ১২২

—বৈপ্লবিক দর্শন সৃষ্টি, ১২৪

—ফ্যারবাকসম্বন্ধীয় এগারটি মৌলিক
প্রবন্ধ, ১২৪

—কাল্পনিক সমাজবাদকে বৈজ্ঞানিক
সমাজবাদে পরিবর্তিতকরণ, ১২৪

—দর্শনের ভূমিকার বিশ্লেষণ, ১২৪

—দর্শনের নূতন তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ১২৫

—দার্শনিকগণের ত্রুটি ও কর্তব্য সম্বন্ধে
উক্তি, ১২৫

—মৃত্যুর সংজ্ঞা, ১২৯

—মূল্যের মৃত্যুর রূপপ্রাপ্তি সম্বন্ধে উক্তি,
১২৯

মার্ক্স, কার্ল,

- তাহার দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ১৫৩
- রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতির সংজ্ঞা, ১৬৪
- বিকৃত অর্থনীতিসম্বন্ধে উক্তি, ১৬৬
- পণ্যের দর বা দামের উঠানামা সম্বন্ধে উক্তি, ১৬৮
- Capital, Vol. I*, ১৬৮, ১৭০
- দ্রব্য বা উৎপন্নদ্রব্য সম্বন্ধে উক্তি, ১৬৯
- দ্রব্যের পণ্যে পরিণতি সম্বন্ধে উক্তি, ১৭০
- পণ্যোৎপাদনের অর্থ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে উক্তি, ১৭০
- মজুরি ও মুনাফার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে উক্তি, ১৭২
- খাজনা সম্বন্ধে মত, ১৯৭-৯৮
- ঐ, সম্বন্ধে উক্তি, ১৯৭
- বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদের আদর্শ, ২২৩
- ‘কমিউনিস্ট লীগ’ গঠন, ২২৩
- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দেশ, ২২৩
- তাহার মৃত্যু, ২২৪
- ট্রেডইউনিয়নের ভূমিকাসম্বন্ধে উক্তি, ২৫২
- সত্য সম্বন্ধে, ২৫৩
- রিকার্ডোর মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সংশোধন ও প্রচার, ২৫৭
- মুনাফার উৎস সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যা, ২৫৭
- শ্রম ও শ্রমশক্তির পার্থক্য নির্ণয়, ২৫৭
- নতুন শ্রমতত্ত্বের সৃষ্টি, ২৫৭
- সামাজিক শ্রম সম্বন্ধে, ২৬০
- মজুরি সম্বন্ধে, ২৬৫
- যুদ্ধসম্বন্ধীয় মত, ২৬৭
- ‘জাতীয় সম্পদ’ সম্বন্ধে উক্তি, ২৬৮
- মার্ক্সবাদ, ৬৩, ৭৫, ১১৮, ১২০, ২০০, ২০৭, ২২৪, ২২৬
- ইহার দার্শনিক ভিত্তি, ৭০
- ইহার শত্রু, ৭৩
- ইহাকে সংস্কারবাদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা, ১২০
- সাম্রাজ্যবাদ বা শ্রমিকবিপ্লবের যুগের, ১১৩

মার্ক্সবাদ,

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১৮-২০
- ইহার তিনটি মূল উৎস, ১১৮
- ইহার নতুন ব্যাখ্যা ও বিকাশসাধনের আবশ্যিকতা, ১২০
- ইহার ‘সংশোধন’, ১২০
- মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ (‘মার্ক্সবাদ’ দ্রষ্টব্য), ১১৮, ১২০
- মার্ক্সবাদী, ৭৩, ৭৯, ৯৯, ১২০, ২৫৭, ২৭৬
- ইহার বিভ্রান্তি, ১২০
- প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বের সমালোচনা, ২৫৭-২৫৯
- মার্ক্সিস্ট প্রশ্নাবলী, ১২
- মার্ক্সীয় দর্শন, ৭০
- মার্ক্সীয় মত (তত্ত্ব বা ধারণা), ৬৯, ২২৩
- ব্লাকুইবাদ সম্বন্ধে, ২২
- মূলধনীর সংজ্ঞা সম্বন্ধে, ৩৪
- শ্রেণীসহযোগিতা সম্বন্ধে, ৩৭
- শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে, ৩৮
- দ্বন্দ্ব (দার্শনিক অর্থে) সম্বন্ধে, ৫০
- বিশ্বনাগরিকতাবাদের সমালোচনা, ৫৪
- অতিউৎপাদন সম্বন্ধে, ৫৭
- আবর্তমান বা পর্যায়ক্রমিক সংকট সম্বন্ধে, ৫৮
- সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে, ৫৯
- প্রচলিত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬৩
- ‘ডায়ালেকটিকস্’ সম্বন্ধে, ৬৭-৭০
- মৌলিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে, ৬৭-৬৮
- ধনতান্ত্রিক সমাজে বিরোধের সৃষ্টি সম্বন্ধে, ৬৮
- ধনতান্ত্রিক সমাজের মূলশ্রেণী সম্বন্ধে, ৬৮
- আদিম কমিউনিস্ট সমাজ ও ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট সমাজ সম্বন্ধে, ৬৯
- একনায়কত্ব সম্বন্ধে, ৭০
- সমতাবাদ সম্বন্ধে, ৭৫
- নিপুণ ও অনিপুণ শ্রমের পার্থক্য হ্রাস সম্বন্ধে, ৭৫-৭৬
- বিনিময়মূল্য সম্বন্ধে, ৭৭
- শোষণের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৭

মার্কসীয় মত,

- বিদেশে মূলধন রপ্তানি সম্বন্ধে, ৭৭
- ফাসিবাদ সম্বন্ধে, ৭৯
- উহার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৯
- পণ্যের উপর কাল্পনিক গুরুত্ব সম্বন্ধে, ৮০
- ফুরিয়ে বাদ সম্বন্ধে, ৮৪
- দার্শনিক ভাববাদ সম্বন্ধে, ৯৮
- ‘ইডিওলোজি’ বা মতাদর্শ সম্বন্ধে, ৯৯
- শিল্পীয় বা শিল্পের মূলধন সম্বন্ধে, ১০১
- সুদের উৎস সম্বন্ধে, ১০২
- আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে, ১০৪
- শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে, ১০৮
- খাজনা সম্বন্ধে, ১২০, ১২৭-২৮
- পণ্যোৎপাদন সম্বন্ধে, ১৭০
- মূল্য সম্বন্ধে, ১২০
- মুদ্রা সম্বন্ধে, ১২৯
- জাতি সম্বন্ধে, ১৩৩
- জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে, ১৫৬
- জাতীয়করণ সম্বন্ধে, ১৩৭
- জাতীয় সম্পদ সম্বন্ধে, ১৩৮, ২৬৮
- সুবিধাবাদ সম্বন্ধে, ১৪৫
- শাস্তিবাদ সম্বন্ধে, ১৪৭
- ‘ক্লীতশ্রম’ সম্বন্ধে, ১৪৭
- স্বদেশভক্তি সম্বন্ধে, ১৫০
- কৃষকের মুক্তির উপায় সম্বন্ধে, ১৫২
- রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি সম্বন্ধে, ১৬৪
- অর্থনীতি সম্বন্ধে, ১৬৫
- বুর্জোয়া অর্থনীতি সম্বন্ধে, ১৬৬
- দাম বা দর সম্বন্ধে, ১৬৮
- ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে, ১৬৯
- উৎপাদন-সম্পর্ক সম্বন্ধে, ১৭১
- দ্রব্য সম্বন্ধে, ১৬৯
- মুনাফা সম্বন্ধে, ১৭১
- শ্রমিকশ্রেণী সম্বন্ধে, ১৭৩, ২৬৬
- ‘র্যাডিকাল’ বা প্রগতিশীল সম্বন্ধে, ১৭৬
- সংস্কারবাদ সম্বন্ধে, ১৭৯
- ‘রিনাসান্স’ বা নবজাগৃতি সম্বন্ধে, ১৮০
- সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২৩

মার্কসীয় মত,

- রাষ্ট্র সম্বন্ধে, ২৩৮-৪১
- বুর্জোয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে, ২০১
- আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে, ২১৮
- সরবরাহ ও চাহিদা, সম্পর্কে, ২৪৪
- রাষ্ট্র-পরিচালনা সম্বন্ধে, ২৪৬
- ট্রেডইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে, ২৫২
- প্রাস্তিক উপযোগতন্ত্র সম্বন্ধে, ২৫৭-৫৯
- পণ্যের মূল্য সম্বন্ধে, ২৬০-৬১
- মজুরি সম্বন্ধে, ২৬৪-৬৫
- মজুরিদাসত্ব সম্বন্ধে, ২৬৬
- মার্টেল, চার্লস্, ২১৫
- মার্লো, ১৮৩
- মার্সিয়ান, ১৮৮
- মার্শাল, জন, ১১৭
- মার্শাল-পরিকল্পনা (বা মার্শালপ্ল্যান), ১১৭, ২৬৮
- ইউরোপের, ১০৯, ২৬৮
- ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ১১৭-১১৮
- ইহার কর্মসূচী, ১১৭
- মালয়, ৪১, ১০৯
- সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, ১০৯
- মালয়ীশাখা, ১৭৬
- ঐ, বিবরণ, ১৭৬
- মালার্মে, ২৪৫
- মালিক, ৮২, ২১৯
- ব্যাকের, ৮২, ২৩৮, ২৬১
- মহাজনী মূলধনের, ৮২
- মধ্যযুগের উৎপাদনের উপকরণের, ২৪
- মুদ্রামূলধনের, ১০২
- আমলাতান্ত্রিক মূলধনের, ১৩১
- জীবিকানির্বাহের উপকরণের, ১৭০
- উৎপাদনের উপকরণের, ২২০
- উৎপাদনের শ্রমিকদের, ২২০
- দাসদের, ২৩৯
- মালিকানা, ব্যক্তিগত, ১৫৮
- ইহার অবসান, ১৫৮, ১৫৯
- মাসাচুসেট্‌সরাজ্য, ৯০
- মিউনিক শহর, ১৩২

মিউনিক-চুক্তি, ১১, ১৩২

—ঐ, বিবরণ, ১৩২

মিত্র, রাজেন্দ্রলাল, ১২১, ১২৬

ইতিহাসরচনার নতুনপদ্ধতি প্রবর্তন,
১২৬

নতুন ঐতিহাসিক গবেষণা, ১২৬

—নবগোপাল, ১২১

—দীনবন্ধু, ১৮২, ১২৫, ১২৬

নীলদর্পণ নাটক, ১২৫

ব্যাঙ্গাঙ্ক সামাজিক নাটক, ১২৫

—প্যারীচাঁদ, ১২১

নতুন ভাষা প্রচলনের প্রয়াস, ১২৬

আলালের ঘরের দুলাল, ১২৬

মিত্রশক্তি, ১০৫, ১৪২, ২৬৩

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, ১০৫

—প্রথম মহাযুদ্ধের, ১৪২, ২৬৩

মিল, জন স্টয়ার্ট, ১৫৩, ১৬৬, ২৫৬

—মানবহিতবাদের পুষ্টিসাধন, ২৫৬

মিল্টন, ১৮৩, ১৮৫

মিশন, খৃষ্টীয়, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১২০, ১২৪

মিশর, ১২, ২৬, ৪০, ৪২, ১০২, ১২৮, ১৪৮,
২১৫

—প্রাচীন, ২৫

মীমাংসা-দর্শন, ১৫৪

—জৈমিনিপ্রবর্তিত, ১৫৪

মীরাবাই, ২৪৩

মুক্তদ্বারনীতি (বাণিজ্য), ১৪৫

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৪৫

মুক্তি, সর্বাঙ্গীন, শ্রমিকশ্রেণীর, ১০৪

—জাতীয়, পরাধীন জনগণের, ১০৪

মুক্তিবাহিনী, ধর্মীয়, ২১৪

—ঐ, বিবরণ, ২১৪-১৫

মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র, ১৮২, ১২১

—ভূদেব, ১২০

মুখ্যদর্শন, ১৫৬

মুক্ত-স্বাধীনতা, ১৬৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৬৭-৬৮

মুদ্রা, ৫৮, ৬৬, ৬৭, ৭২, ৯৩, ৯৬, ১১৩, ১২৫,

১২৬, ১২৯, ১৬৮, ১৭০

মুদ্রা.

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৯

—ইহার বাজার, ৫৮

—ইহার লেনদেনের অচল অবস্থা, ৫৮

—ইহার সংকোচসাধন, ৬২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬২

—নিরুপ্ত, ২৩

—ইহার ক্ষতি, ৬২, ৯১, ১০১

—ইহার বিনিময়-হার, ৭৭

—ইহার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসকরণ, ৬৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬৬-৬৭

—কাগজী ('ব্যাঙ্কনোট' দ্রষ্টব্য,) ১০১

—উৎকৃষ্ট, ২৩

—ইহার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি, ৭৯

—ইহার প্রচলন, ৭৯

—পণ্যবিনিময়ের সর্বজনগৃহীত মাধ্যমরূপে,
৮৩, ১২২, ১৭০

—প্রতীক (বা কাগজী), ২৪৫

—বৈদেশিক, ৯১

—আইনামুসারে গ্রহণীয়, ১১৩

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৩

—ইহার প্রধান কাজ, ১২৫

—ইহার মার্কসীয় ব্যাখ্যা, ১২৯

—বিনিময় ও সামাজিক উৎপাদনের
বিকাশধারার সর্বশেষ পরিণতি-
রূপে, ১২৯

—ইহার মূল্য বা ব্যবহারিক মূল্য, ১২৯

—ইহার বিভিন্ন কাজ, ১২৯, ১৬৮, ১৭০

—ইহার মূল্যবৃদ্ধি, ১৪০

—ইহার নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রের, ১৪০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭০

—সার্বজনীন, ১৭০

মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি, কেন্দ্রীয়,

—যুক্তরাষ্ট্রের, ৭৯, ১৪০

মুদ্রা-ব্যবস্থা, ৯০, ৯১, ২৪১

—স্বর্ণমানমূলক, ৯১

—ইহার স্থায়িত্ব, ৯১

—স্বর্ণের সহিত সম্পর্কহীন, ৯১

মুদ্রা-মজুরি, ২৪৮

‘মুদ্রাযন্ত্র-আইন’ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের, ১২১

মুদ্রাস্বীকৃতি, ১০১ .

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১০১

মুনাফা, ২৪, ৩০, ৩১, ৩৪, ৫৫, ৫৭, ৭৭, ১০২, ১১৪, ১৩৭, ১৪৭, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৯৭, ১৯৮, ২২৭, ২৩৫, ২৪৪, ২৫৭, ২৬০, ২৬১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭১

—ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনের লক্ষ্য হিসাবে, ৫৫, ৫৬

—ইহা হইতে মূলধনের সৃষ্টি, ৫৫

—ইহার হারের নিম্নগতি, ৫৭, ৫৮

—একচেটিয়া, ৭২, ১৩১, ১৬৯

—ইহার উৎস, ২৮, ১৭২

—ইহার সৃষ্টি, উদ্ভূত শ্রম হইতে, ১১৪

—ব্যক্তিগত, ১২০, ১৫৮, ১৫৯, ২২৭, ২২৯

—ইহার হিসাব, ১৭২

—ইহার সহিত মজুরির সম্পর্ক, ১৭২

—ইহার হার, ১৭৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৬

—ইহার শতকরা হিসাব, ১৭৬

—উদ্ভূত, ১৯৮

—গড় বা গড়পড়তা, ১৯৮

—অতি, অতিরিক্ত বা চরম, ৪২, ৭২, ১০০, ২৪৪

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৪

মুনাফার হার—‘মুনাফা’ অথবা ‘হার’ দ্রষ্টব্য

মুরজাতি, ১৮১, ১৮৪

মুর, টমাস, ১৮৪, ১৮৫, ২২২, ২২৭, ২৫৯

—ইংলণ্ডে ‘রিনাসান্স’-এর প্রবর্তন, ১৮৪

—ইউটোপিয়া (*Utopia*), ১৮৪, ১৮৫, ২২২, ২২৭, ২৫৯

—উন্নততর সমাজের পরিকল্পনা, ১৮৫

—সাহিত্য, গীর্জা ও রাজশক্তির বি ক্রমে বিব্রোহ, ১৮৫

মুসলমান-জগতের ঐক্য-আন্দোলন,—‘প্যান ইসলামবাদ’ দ্রষ্টব্য

মুসলিম,—‘ধর্ম’ দ্রষ্টব্য

মুসলমান-রাষ্ট্র, ১৪৯

মুসা, ১১১, ২৪৮

মুসাট, ৮১

মুসে, দা, ২১৪

মুসোলিনি, বেনিটো, ৩, ৩৫, ৫৩, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৬, ১৩২, ২৩৪

—ইতালীর ক্ষমতাদাখল, ৫৪

মুসলিম লীগ, ৪৮, ১৩২, ১৩৩, ১৪২

—ইহার বিবরণ, ১৩২-৩৩

—পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতালাভ, ৪৯

—কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা, ১৩২

—ইহার লক্ষ্য, ১৩২

মুসলিম-সভ্যতা,

—মধ্যযুগের, ২১৬

মূল, ২১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১

মূলউৎস, সচেতন, ১৩০

মূলকর্মী (ক্যাডার), ২৬-২৭

মূলকাঠামো (বা গঠন), ২১

—‘কাঠামো’ বা ‘গঠন’ দ্রষ্টব্য

মূলতত্ত্ব, ১১৮, ১৬৮, ১৬৭, ১৭৭

—শ্রমিকশ্রেণীর, ১১৮

—প্রেমসম্বন্ধীয়, ১৬৭

—শিল্প-সাহিত্যের নূতন ধারার, ২১৩

মূলধন, ১২, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৭১, ৭২, ১১৪, ১১৬, ১২২, ১৩৭, ১৫২, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭৬, ১৯৭, ১৯৮, ২৩৫, ২৫৬, ২৬৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৭-২৯

—ইহার সঞ্চয়, ২

—ইহার মূত্ররূপ, ১২, ১০২

—ইহার মার্কসীয় ব্যাখ্যা, ২৭-২৯

—সামাজিক সম্পর্কের রূপে, ২৭

—শ্রমিকশোষণের উপায় হিসাবে, ২৭

—উদ্ভূতমূল্য সৃষ্টির যন্ত্ররূপে, ২৭

—ইহার মার্কসীয় সংজ্ঞা, ২৭

—বিভিন্ন প্রকারের, ২৮

—ইহার জন্ম বা উদ্ভব, ২৮, ২০

—ইহার গঠন বা দেহ-গঠন, ২৮

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৮

—ইহার কেন্দ্রীকরণ, ২৯, ৩৪, ১১৯, ১৩০

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৯, ৩৪, ১৩০

মূলধন,

- ইহার একত্রীকরণ, ২২, ৪৬, ১১২, ১৩০
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২, ১৩০
- ঐ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, ৪৬
- ইহার নিয়োগ বা লগ্নি, ৭৩
- মুনাফার হার ঠিক রাখিবার জন্য ইহার লগ্নিবৃদ্ধি, ৫৭
- ইহার প্রভুত্বের উচ্ছেদ, ৭১
- ইহার নিয়োগকারী, মুনাফার জন্য, ৭৫
- ঐ, ব্যাখ্যা, ৭৫
- ইহার রপ্তানি, ৭৭, ২২
- ঐ, ব্যাখ্যা ৭৭
- ইহার স্থির অংশ, ২৮, ২২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৮-২২
- ইহার পরিবর্তনশীল অংশ, ২২, ১৭২,
- ১৭৬, ২৬২
- ইহার কেন্দ্রীভূত অবস্থা, ২২
- যৌথকারবারের, ১০৬
- রপ্তানি করা, ২২
- বিদেশে ইহার ভূমিকা, ২২-১০০
- ইহার বিস্তার ও আত্মবৃদ্ধির ধারা,
- ১১৩-১৪
- ইহার আদর্শরূপ, ১০১
- ইহার জীবনধারা, ১১৩
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৩-১৪
- ইহার কলেবর বা পরিমাণবৃদ্ধি, ১৪৪
- ইহার ক্রমবৃদ্ধি, সংকটের মধ্যে, ১১২
- ইহার সরবরাহ, ১৫২
- সমগ্র পরিমাণ, দেশের ১৩৪
- আমলাতাত্ত্বিক, ২৬, ১৩১
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩১
- আদর্শ, ২৭, ২৩৭
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৭
- ঘুরতি বা চলন্ত, ৩৫
- ঐ, ব্যাখ্যা, ৩৫
- চলিত বা প্রচলিত, ৩৫
- ঐ, ব্যাখ্যা, ৩৫
- স্থির বা পরিবর্তনশীল, ২৮, ৮২, ১৭২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৮, ১০১

মূলধন,

- উদ্ভূত, ৭৭
- ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কের, ৮১, ৮২, ২৬, ২২
- শিল্প বা শিল্পীয়, ৮১, ৮২, ২৬, ২২, ১০১,
- ১০২
- মহাজনী, ৪২, ৮১, ২২, ১৪০, ১২২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮১-৮২
- বৃহদাকার ব্যাঙ্ক ও একচেটিয়া
- শিল্পসম্প্রদায়ের মিলনের রূপ, ৮১
- ইহার ইতিহাস, ৮২
- ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ৮২
- ইহার যথেষ্টাচার, ১৪০
- শিল্পমূলধনের সহিত ব্যাঙ্ক মূলধনের
- মিশ্রণের রূপ, ২২
- ব্যবসায়ীর, ২৩৭
- সুদখোরের, ২৩৭
- জমিদারের, ২৩৭
- একচেটিয়া, ১৩১
- ঐ, রাষ্ট্রপরিচালিত, ১৩১
- আধুনিক, ১৮৬
- ইহার সৃষ্টি, ১৮৬
- মূলধনী বা মূলধনী শ্রেণী, ২, ২৩, ২৭, ৩০,
- ৩২, ৩৭, ৩৮, ৫১, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৭,
- ৬৪, ৬৭, ৭২, ৭৭, ৭২, ৮২, ২২,
- ১০২, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১২৭, ১২২,
- ১৩০, ১৪৭, ১৫০, ১৬২, ১৭২, ১২৭,
- ১২২, ২০২, ২৩৮, ২৩২, ২৪২, ২৪৪,
- ২৫৭, ২৬১, ২৬২, ২৬৬
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৪, ৩৭
- ইহার প্রগতিশীল ভূমিকা, ৪
- ইহাদের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত প্রতি-
- যোগিতা, ৬
- ইহাদের উপর ব্যাঙ্কের প্রভাব, ২০
- ইহাদের নূতন বাজার জয়, ৫৮, ১১২
- ইহাদের দ্বারা ভবিষ্যৎ সংকটের ক্ষেত্র
- রচনা, ৫৮
- ইহাদের শ্রেণীঅস্তিত্বের লোপ, ৬৫
- ইহাদের ছদ্মবেশী একনায়কত্ব, ৭০
- ইহাদের দ্বারা উদ্ভূতমূল্য আত্মসাৎকরণ,
- ৭৭, ১১২

মূলধনী,

- ইহাদের দ্বারা যজ্ঞপাতি ধ্বংস, ১১২
- ইহাদের দ্বারা পণ্য ধ্বংস, ১১২
- ‘ক্ৰীতশ্রম’ কথাটির উদ্দেশ্য মূলক ব্যবহার, ১৪৭
- ইহাদের প্রধান সমস্তা, ১৬৫
- জাতীয়, ২০১
- একচেটিয়া, ৭৭
- ইহাদের একনায়কত্ব, ৭২

মূলনীতি, ১৪৫, ১২২

- মানবীয় ধর্মের, ১২২

মূলমঞ্জুরি, ২১

মূলশক্তি, ১৭৩

- উৎপাদনের, ১৫৮

মূলসত্য, ১৫৩

মূল্য, ১, ২, ৪৩, ৭৪, ৭৭, ৮০, ৮৩, ১৬৮, ২৪৪, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১

- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬০-২৬১
- ইহার প্রাথমিকরূপ, ৭৪, ৮৩, ২১২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮৩, ২১২
- ইহার বর্ধিত রূপ, ৭৭, ৮৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮৩
- ইহার সাধারণ রূপ, ৮৩, ২০
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮৩
- ইহার মূল্যরূপ, ৮৩, ১২২, ১৩০, ২৬১
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮৩
- ইহার বিভিন্ন রূপ, ৮২
- ইহাদের বিকাশ দ্বারা আলোচনা, ৮২-৮৩, ২৬১
- এই সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা, ১২০, ২৬০-২৬১
- ইহার মান বা মাপ, ১২৫, ১২২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৫
- ইহার বিজ্ঞান, ১৬৮
- ইহার প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব, ২৫৭
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৭-৫২
- ইহার শ্রমতত্ত্ব, ২৫৭
- ইহার সর্বসম্মত বা সর্বজনগৃহীত রূপ, ২৬১
- সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে, ৮০

মূল্য,

- নিরপেক্ষ, ১, ১৭২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১-২, ১৭২
- ব্যবহারিক, ৪৩, ১৭০, ২৫৫, ২৫৮, ২৬০
- বিনিময়, ৭৭, ৮২, ২৬০
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৭
- ইহার বিকাশধারা, ৮২
- উদ্ভূত, ১০২, ১১২, ১৪৭, ২৪৪, ২৬১, ২৬৫
- ইহার তিনটি ভাগ, ১০২
- ইহা আত্মসাৎকরণ, মূলধনীদেব দ্বারা, ১৪৭
- আপেক্ষিক, ২৬০
- মূল্য, ৭৭
- পণ্যের, ৭৭, ১২৫, ১৩৫, ১৬৮, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯
- বস্তুগত, ১৭০, ১৭১
- শ্রমশক্তির, ২৬২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬২
- মূল্য-নিয়ন্ত্রণসম্বন্ধ (কার্টেল), ৩৪, ২২, ১৩০
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩০
- ইহার উদ্ভব, ২২
- মূল্য-বিজ্ঞান, ১৬৮
- মেঘনাদবধ কাব্য, ১২৫
- ‘মেটাফিজিক্স’, ১৫৫
- মেনন, শ্রীকৃষ্ণ, ১২৮, ২৩২
- শক্তিজোটের বিরুদ্ধে উক্তি, ২৩২
- মেনশেভিকদল, ১২৬, ২১০, ২১১
- ইহার বিবরণ, ১২৬
- মেরী, অরেন্জের, ২০৩
- মৈত্রী, ৬৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫
- আন্তর্জাতিক, ৭১
- বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টি ও দলের, ১৪১
- সকল মানুষের মধ্যে, ১০০
- মোক্ষমূল্য, অধ্যাপক, ১৭২, ২১৪
- ধর্মের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মত, ১৭২
- প্রাচ্যদেশীয় ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থমালার সম্পাদনা, ২১৪
- মোগলযুগ, ভারতের, ১৮৬
- মোগল-সাম্রাজ্য, ভারতের, ১৮৬

মোলা, সেনাপতি, ৮১
 মৌলিক সংস্কারবাদী, 'র্যাডিক্যাল' দৃষ্টব্য
 ম্যাক, এর্নেস্ট, ৭৪
 —ইঙ্গিয়ায়ুভূতিবাদের সংজ্ঞা, ৭৪
 ম্যাককিনলি, প্রেসিডেন্ট, ৮
 —তাহার হত্যা, ৮

'মানডেট', ১১৬
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৬
 ম্যানিলা, ২৩১
 ম্যালথাস, রেভারেন্ড টমাস্ রবার্ট, ১১৬
 —তাহার মতবাদ, ১১৬
 ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৬

ম

মজুবদ, ১৫৪
 মজ, উৎপাদনের, ১০২, ১২৫
 মজ-বিজ্ঞান, ২৪৮
 মাজিকতাবাদ, ১২৫
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৫
 মাজিকবিজ্ঞা (টেকনোলজি), ১১, ২৫৩
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৮
 মীসুথুট, ৩৬, ৩৭, ১৮০, ২১৭
 —একেশ্বরবাদকে পূর্ণরূপদান, ১৮০
 —তাহার পুনরুত্থান, ২১৭
 মুক্তপ্রদেশ, ১৩৩
 মুক্তফ্রন্ট ('ফ্রন্ট' দৃষ্টব্য), ৮৫, ৮৬
 —জাতীয়, ৮৫, ৮৬
 মুক্তরাষ্ট্র, আরবীয়, ১৪৮
 —মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের, ১৪২
 মুক্তরাষ্ট্রীয়তা, ৩৪
 মুক্তি, দার্শনিক, ১২১
 মুক্তিবাদ, ১৭৬
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৬
 মুক্তিসাজ, ২১৭
 মুক্তিসম্মতকরণ, ১৭৭
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৭
 যুগ, সামন্ততান্ত্রিক, ১২৬, ১২৭, ২২০, ২৩২, ২৬৩
 —ধনতন্ত্রের জয়ের, ১৩৬
 —শিল্পসমৃদ্ধির, ১৪৫
 —'রিনাসান্স'-এর, ১৮১, ১৮২
 ইহার আরম্ভ, ১৮২
 —ধনতন্ত্রের, ২৩২
 —স্পেনের শ্রেষ্ঠত্বের, ১৮৪

যুগ,

—রানী এলিজাবেথের, ১৮৫
 —খৃষ্টীয়, বঙ্গীয় 'রিনাসান্স'-এর, ১২০
 —ইংরেজীশিক্ষার আ র ম্তে র, বঙ্গদেশে, ১২০
 —সমাজসংস্কারের, বঙ্গদেশে, ১২০
 —নবহিন্দুবাদের, বঙ্গদেশে, ১২০
 —জাতীয়তাবাদের, বঙ্গদেশে, ১২০
 —বৈদিক, ভারতের, ১২২
 —বাংলাভাষা সৃষ্টি ও বিকাশের, ১২৫-২৭
 —রাবীন্দ্রিক, ১২৬-২৭
 —মহাজনী মূলধনের, ১২২
 —সাম্রাজ্যবাদের, ২০৭
 —দাসপ্রথার, ২২০, ২২২
 —আদিম কমিউনের, ২২০
 —প্রাচীন, ২২০
 —ধর্মশাস্ত্রের, ২৪২
 ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪২
 —বৈপ্লবিক রূপান্তরের, ধ ন ত ত্ত হইতে সমাজতন্ত্রে, ২২৩
 যুগোশ্লাভিয়া, ২৬২
 যুদ্ধ, ৭২, ৭৪, ১০০, ১৩২, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ২২৪, ২৪৮, ২৫১, ২৬৪
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬৭
 —বিশ্ব, 'মহাযুদ্ধ' দৃষ্টব্য
 —পরদেশলুণ্ঠন ও দখলের, ৭২
 —ওয়াটারলু, ২২, ২০৬
 —রুশ-জাপানের, ১২০৫ খৃষ্টাব্দের, ২২
 —আমেরিকার স্বাধীনতার, ২০১
 —গেরিলা, ২৩

যুদ্ধ,

—গেরিলা

ইহার উৎপত্তি, ২৩

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩

—সামান্য, ২৩

—কৃষকের, ২৩

—অনিয়মিত, ২৩

—মারাত্মকের, ২৫

—খার্মোপিলির, ২৫

—সালামিসের, ২৫

—সাম্রাজ্যবাদী, ১৪১, ২৪৮

ঐ, ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের, ১০৩, ২২১, ২২৪

—গ্রায়, ১৪৭, ২৬৭

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৭

—অগ্রায়, ১৪৭, ২৫৫, ২৬৭

—বর্তমানকালের, ২৫১

—পলাশীর, ১৮৭

—সামগ্রিক, ২৫১

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫১

—এ সম্বন্ধে ক্লাউসেভিৎস্-এর উক্তি, ২৬৭

যুদ্ধবিরতি, সাময়িক, ১৩

—ঐ, সংজ্ঞা, ১৩

যুদ্ধমান বা যুদ্ধরত দেশ বা পক্ষ, ২১, ১৪২, ১৪৩

—ঐ, সংজ্ঞা, ২১

যুদ্ধলিপ্সু ('যুদ্ধোন্মাদ' দ্রষ্টব্য), ২৬৭

যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা, ১৪৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৩

যুদ্ধোন্মাদ, ১০৫, ২৬৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৫, ২৬৭

যোগতত্ত্ব, ভারতের, ১৩৯

যোগান ও চাহিদা, ২৪৪, ২৬৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৪

যোগ্যতমের উদ্ভব, ('ভারউইনতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য)

৬০, ৬১, ১৩৯, ২৪৯

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬১

যৌথকরণ (সম্পত্তি বা জমির), ৪০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪০-৪১

যৌথকৃষি, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০

যৌথচুক্তি, ৪০

যৌথনিরাপত্তা ব্যবস্থা, ৪১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪১

—জাতিসংঘের নীতি, ৪১

যৌথব্যবসায়-সম্ভব, ৩১

যৌথশিল্প সম্ভব, ১

স্ব

স্বকণ্ঠশীল, ১১২, ১১৩

স্বকণ্ঠশীল গভর্নমেন্ট, ইংলণ্ডের, ১৩৭

স্বকণ্ঠশীল (বা টোরি) দল, ৪৯, ১১২, ১১৩,

১৮৭, ২৫০, ২৬৯

—ঐ, বিবরণ, ৪৯

—গ্রেট ব্রিটেনের, ১০৭, ১৮৭

স্বকান্তিক, ১৬৮, ২৪৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৭

স্বস্তানি, পণ্যের, ৬৭

স্বস্বপ্নায়, ১০৫, ২০৫, ২০৬

—ফরাসী বিপ্লবে নেতৃত্ব, ২০৫

—গিলোটিনে হত্যা, ২০৬

স্ববীজ-প্রতিভা, ১৯৬

স্বমণ, চন্দ্রশেখর ডেক্ট, ১৪২

—নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি, ১৪২

স্বমতাসবাদ, 'ভাবকল্পনাবাদ' দ্রষ্টব্য ২১৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৩-২১৪

স্বমতাসশিল্প, ২১৪

—ইহার প্রধান লক্ষ্য, ২১৪

স্বমতাসশিল্পী, ২১৩

স্বমারচনা-পদ্ধতি, ('ভাবকল্পনাবাদ' দ্রষ্টব্য)
২১৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৩-১৪

স্বসায়নশাস্ত্র, ৯৬, ১৪২, ২১৬, ২১৭, ২৫৩

স্বস্বপ্নর দর্শন, ১৫৪

স্বসোলো, শিল্পী, ৮৭

স্বহস্ত, প্রাকৃতিক, ৯৮

স্বাইথ্‌স্টাগ, ১৩৮

—নাৎসিদের দ্বারা ইহাতে অগ্নিদান, ১৩৮

স্বাইনল্যাণ্ড, ২৬৩

রাক্কে, লিওপোল্ডফন ২৫

—ইতিহাসরচনার নতুনপদ্ধতি প্রবর্তন, ২৫

—ঐ, পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, ২৫

—আধুনিক ইতিহাসের অন্ততম শ্রষ্টা, ২৫

—*History of the Popes*, ২৬

—*History of the World*, ২৬

রাজতন্ত্র, ৭২, ২১, ২০১, ২০৩, ২১৪, ২৩২, ২৪৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, আরিস্ততলের, ২১

—ইংলণ্ডের, ২০৩

—সামন্ততন্ত্রের প্রতীকরূপে, ২০৩

—নিয়মতাত্ত্বিক, ২০৪

রাজক্ষমা, ৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬

রাজনীতি (বা রাষ্ট্রনীতি), ৮৭, ২৪, ২৫,

১১৫, ১১৮, ১২১, ১৪৫, ১৬৪,

১৮১, ১৮২, ২১৪, ২১৮, ২৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৪

—তিন অর্থে ইহার ব্যবহার, ১৬৪

—আন্তর্জাতিক, ২৬৭

—ভারতের, ১৮৭

—কূট বা ধূর্ততামূলক, মাকিয়াভেলির, ১১৫

—প্রাতোর, ১৬৩

—দলীয়, ১৫১

—ক্ষমতার বা ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত, ১৬৪, ১৬৭

—ইহার মার্কসীয় অর্থ, ১৬৪

—ঐ, মার্ক্সের সংজ্ঞা, ১৬৪

—শ্রেণীর, ১৬৪

রাজনৈতিক আন্দোলন, 'আন্দোলন' দ্রষ্টব্য

রাজনৈতিক কমিটি, ১৬৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৬৪

রাজনৈতিক চালিয়াত, ৬২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬২

রাজনৈতিক পার্টি, ১২০, ২৪৬

—শ্রমিকশ্রেণীর, ১২০, ২৪৬

রাজনৈতিক প্রেম, ১৭৮

রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ১১৮

—ইউরোপের, ৮০

রাজস্ব,—'কর' দ্রষ্টব্য

রাজা, অষ্টীয়ার, ২০৫

—প্রসীয়ার, ২০৬

—ক্রাসের, ২০৫

—ইহাদের ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের দাবি, ২৩৭

—ইংলণ্ডের, ২৫০

—সৌদী আরবের, ১২৮

—ইতালীর,

পোপের রাজ্যাগ্রাস, ২৬২

রাজ্য, গণতান্ত্রিক, ১২২

—ইহাদের মিলন, ১৩২

রাজ্যপরিষদ, ভারতের, ১০০

রাজ্যসভা, ভারতীয় পার্লামেন্টের, ১৫০

—ইহার বিবরণ, ১৫০

রাজ্যসীমা (বা রাষ্ট্রসীমা), ২৪৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৮

রাফেল, সান্তিও, ১৮১, ১৮৩

—তাঁহার চিত্রসজ্জার, ১৮৩

রাবীন্দ্রিক যুগ—'যুগ' দ্রষ্টব্য

রাবেলাই, ১৮৩, ১৮৪

—ফ্রান্সের মহাকাবি, ১৮৪

—*Gargantua*, ১৮৩

—*Pantagruel*, ১৮৩

'রাবোসিপুট', ২১০

রামকৃষ্ণ, ১৮২, ১২০, ১২২

—বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়সাধন, ১২২

—'নবহিন্দুবাদ' সৃষ্টি, ১২২

রামকৃষ্ণ মিশন, ১২২

—ইহার প্রতিষ্ঠা, ১২২

—ইহার সার্বজনীন আদর্শ, ১২২

—ইহার মানব-সেবার ব্রত, ১২২

—ইহার উদ্দেশ্য, ১২২

'রামরাজ্য'—'কল্পনারাজ্য' দ্রষ্টব্য

রামস্বামী, ৪৪

—ভারতের কমনওয়েলথ-এ যোগদানের সমর্থনে, ৪৪

রামানন্দ, ২৪৩

রামায়ণ-দর্শন, ১৫৪

রায়গ্রহণ, সর্বসাধারণের, ১৬৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৬৪

রায়, লালা লাক্ষপত, ৪৭

পাঞ্জাবে চরমপন্থীদের সৃষ্টি, ৪৭

—রামমোহন, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০,
১৯৩, ১৯৪, ১৯৫

ভারতীয় 'রিনাসান্স'-এর উদ্বোধন,
১৮৮, ১৯০

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৯০

বেদান্তকলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৯০

সতীদাহপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন, ১৯০,
১৯৩

ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, ১৮৯, ১৯০

ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রথম
হোতারূপে, ১৯০

সমাজ-সংস্কারের পথ-প্রদর্শকরূপে, ১৯৩

ইংরেজীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন, ১৯৪

নূতন ভাষা ও সাহিত্যসৃষ্টির আন্দোলন,
১৯৫

সংবাদ-কোমুদী প্রকাশ, ১৯৫

প্রথম বাংলা 'গ্রামার' রচনা, ১৯৫

রায়বেরিলি, ২৬৬

রাষ্ট্র, ২২, ৫২, ৬০, ৬২, ৭১, ৭৪, ৮৪, ৮৮, ৯৪,

১০২, ১১১, ১১২, ১১৪, ১২০,

১৩১, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০,

১৪২, ১৪৪, ১৫২, ১৬১, ১৬৪,

১৬৭, ১৮৬, ২১৮, ২২৬, ২২৭,

২৩১, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯,

২৪০, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০,

২৫৬, ২৬৩

—ধনিক বা ধনতাত্ত্বিক, ৫৪, ১০০, ২১১,
২৩৯

—খাতক বা শ্রমী, ৩৮

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪২

—শ্রেণীসহযোগিতামূলক, ৫৩, ৭৯

ঐ, ব্যাখ্যা, ৫৩

—ইহার উদ্ভব, ইউরোপে, ১৮৬

—শ্রমিক বা শ্রমিকশ্রেণীর, ৬৪

ইহার অবসান, ৬৫

রাষ্ট্র,

—সমাজতাত্ত্বিক, ৮১, ১৩৭

—ইউরোপীয়, ১১৭, ১৪৭, ১৪৮

—কেন্দ্রীভূত, ৭৯

—সামন্ততাত্ত্বিক, ৮১, ২৩৯

—বলকান, ৮৪

—দুই দেশের মধ্যবর্তী, ২৬

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬

—ইহার অবসান, ৮৮

—অহিংস, ৮৮

—কয়েকটি নেতৃস্থানীয়, 'শক্তিশ্রোতা' দ্রষ্টব্য

—নগর, গ্রীসের, ২৪

—ইহার উৎপত্তি ও বিকাশের ধারাবাহিক
বিবরণ, ২৪

—স্বাধীন জাতীয়, ১৩৬, ২১৮

—জাতীয়, বৃজোয়াদের, ১৩৬, ২৪০

—নিরপেক্ষ, ১৩৯, ১৪০

—যুধ্যমান, ১৩৯, ২১১

—ইহার সর্বময় কর্তৃত্ব, ১৪৪

—আরবীয়, ১৪৮

—ধর্মনিরপেক্ষ, ১৪৯, ১১৮

—মুসলিম, ১৪৯

—সাধারণতাত্ত্বিক, ১২৯

ঐ, ব্যাখ্যা, ১২৯

—স্বাধীন-সার্বভৌম, ২১৮

—দাসমালিকদের, ২২১, ২৩৯

—হিতব্রতী, ২২৮

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩৭-৪০

—ইহার উৎপত্তি ও বিকাশসম্বন্ধীয় মত,
২৩৭-৩৮, ২৩৯

ঐ, দৈশ্বরতত্ত্ব, ২৩৭

ঐ, ঋশোর তত্ত্ব, ২৩৭-৩৮

ঐ, মাতৃতত্ত্ব, ২৩৮

ঐ, পিতৃতত্ত্ব, ২৩৮

ঐ, শক্তিতত্ত্ব, ২৩৮

ঐ, ঐতিহাসিক বা ক্রমবিকাশমূলক-
তত্ত্ব, ২৩৮

—এই সম্বন্ধে মার্কসীয় মত, ২৩৮-৪১

—ইহার মূলকাজ, ২৩৮-৩৯

রাষ্ট্র,

—ইহার বিভিন্ন রূপ বা বিভিন্নযুগের,
২৩২-৪০

—সোবিয়েৎ, ২৩২, ২৪০

—রাজতান্ত্রিক, ২৩২

—সমাজতন্ত্রে ইহার অস্তিত্ব, ২৪০

—ইহার ক্রমাবলান বা মৃত্যু, ২৪০-৪১,
২৬২

—ইহার সম্পূর্ণতা, ২৫০

—সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বা 'টোটালিটারিয়ান', ২৫০

—ইহুদীদের স্বাধীন, ২৭১

রাষ্ট্র-ক্ষমতা, ১৪১, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩,
২০৬, ২১০, ২১১, ২২৩, ২৩৩

—সর্বময়, রুশিয়ার, ২১১

—সমাজতান্ত্রিক সমাজে, ২২৩

—শ্রমিকশ্রেণীর, ২৩৩

রাষ্ট্রনীতিশাস্ত্র ('রাজনীতি' দ্রষ্টব্য), ২১৮

রাষ্ট্রপতি, ২৬৩

—ভারতের, ১৫০

রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান' দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ('রাজনীতি' দ্রষ্টব্য), ১৬৪, ১৬৫

রাষ্ট্রবিপ্লব, ২১৪

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ২১৮

—ধর্মনিরপেক্ষ, ২১৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৮

—সামগ্রিক, ২৫০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫০

রাষ্ট্রমার্জনা, ৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৬

রাষ্ট্র-শাসনবিধি, ৪২

রাষ্ট্র-সম্মেলন, ৪৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৪৬

রাষ্ট্রহীন সমাজ, ৬

রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, ১৪৮

—সুয়েজখালের, ১৪৮

রাষ্ট্রীয় অংশ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, ১৫২

—ঐ, ভারতের, ১৬১

রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র, ৪২

রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র, ৩৩

রাষ্ট্রীয় সংগঠন,

—'রাষ্ট্র' দ্রষ্টব্য

রিকার্ডো, ডেভিড, ৭৮, ১৬৫, ১৬৬, ১২৭,
২৫৭, ২৬১

—আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনকরূপে, ১৬৫

—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্বন্ধে কয়েকটি
ভাগে ভাগকরণ, ১৬৬—তঁাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও
গবেষণা, ১৬৬

—তঁাহার খাজনাসম্বন্ধীয় মত, ১২৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১২৭

—ঐ, সম্বন্ধে উক্তি, ১২৭

—তঁাহার 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব', ২৫৭, ২৬১
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬১

রিক্টে, দার্শনিক, ২৫২

রিচার্ডসন, অধ্যাপক, ১৮২

'রিজার্ভব্যাঙ্ক', ৭২

রনাসান্স্ বা 'রিনাসান্স্' আন্দোলন, ৬০,
২৭, ১৮০, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫,
১৮৭, ১২৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৮০

—ইহার মৌলিক অর্থ, ১৮০

—ইহার স্থায়িত্বকাল, ১৮০

—ইহার ব্যাপ্তি, ১৮০,

—ইহার বহুবিধ তাৎপর্য, ১৮০

—ইউরোপের, ২৭, ১৮০, ১৮১, ১৮২,
১৮৩, ১৮৪, ১৮৫

—ঐ, বিবরণ, ১৮১-৮৬

—ঐ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, ১৮১

—ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, ১৮১

—ইতালীর, ১৮২

—ফরাসী, ১৮৪

—স্পেনের, ১৮৪

—ইহার অবদান, ১৮৪

—ইংলণ্ডের, ১৮৪, ১৮৫

—ভারতীয়, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১২০,
১২৪, ১২৫

—ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ১৮৬-২৭

—ইহার পটভূমিকা, ১৮৬

রিনাসান্স,

—ভারতীয়,

ইহার পূর্বপ্রস্তুতি, ১৮৭

ইহার আন্দোলন, ১৮৭

ইহার কারণ, ১৮৭

ইহার বিভিন্ন ভাবধারা ১২১-২৩

—বাংলাদেশের, ১৮৮, ১২৫, ১২৬

ইহার কারণ, ১৮৮

ইহার খৃষ্টীয় যুগ, ১২০

ইহার ইংরেজীশিক্ষা আরম্ভের যুগ, ১২০

ইহার সমাজসংস্কারের যুগ, ১২০

ইহার নবহিন্দুবাদের যুগ, ১২০

ইহার জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক

আন্দোলনের যুগ, ১২০

—বাংলা সাহিত্যে, ১২৬

রিপাবলিকান পার্টি বা দল, ৫৬৫, ৬৬, ১২২, ২০০

—‘সাধারণতন্ত্রী দল’ দ্রষ্টব্য

—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ১২২, ২৬৭

ঐ, বিবরণ, ১২২-২০০

ইহার সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতি, ২০০

‘রিফর্মেশন’-‘ধর্মবিপ্লব’ দ্রষ্টব্য

রীতিনীতি, ১১৮

—সামাজিক, ১১২, ২২২, ২৪২

রীতিপ্রাধান্যবাদ, ৮২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮২

রুচিবিজ্ঞান, ২

রুজভেন্ট, ফ্রান্সিস ডিলানো, ৫০, ৬৬, ৮৩, ১৪০, ২৫১

—তাঁহার ‘নিউডিল’, ৫০, ১৪০

—মিশ্র বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রবর্তন ৫০

—তাঁহার নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ১৪০

রুডঅঞ্চল, ২১৫

রুমানিয়া, ৮৪, ১০৫, ২২৬, ২৬২

রুমী, জালালুদ্দিন, ২৪৩

রুয়াণ্ডা উরুগুয়, ২৫২

রুশবিপ্লব, (‘নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’ দ্রষ্টব্য) ১৬০, ২০৭, ২১১, ২১৪, ২২২, ২৩৩, ২৪৬, ২৭১

—ইহাকে ‘সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’ বলিবার কারণ, ২০৭

রুশিয়া, ১০, ১৭, ১৮, ৭৪, ৮৪, ৮৮, ৯২,

১৪২, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২২২,

২২৪, ২২৫, ২৭১

‘রুশিয়ান সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রাটিক লেবার-পার্টি’, ২২২

রুশো, জঁ জ্যাক, ৭৪, ২০৪, ২১৪, ২৩৭, ২৬৮

—ফরাসীবিপ্লবের অগ্রদূতরূপে, ২০৪, ২১৪

—তাঁহার শিক্ষা, ২০৪,

—তাঁহার চিন্তাধারা, ২১৪

—শিক্ষাবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় মত, ২১৪

—*Emile*, ২১৪

ইহার বিষয়বস্তু, ২১৪

—রাজনীতিসম্বন্ধীয় মত, ২১৪

—*Du Contract Social*, ২১৪

ইহার বিষয়বস্তু, ২১৪

—তাঁহার সামাজিক তত্ত্ব, ২৩৭-৩৮

রুশোবাদ বা রুশোর তত্ত্ব, ২১৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৪

‘রেড ইন্ডিয়ান’, ১৭৬

—ঐ, বিবরণ, ১৭৬

রেডক্রস সোসাইটি, ১৭৭

—ইহার বিবরণ, ১৭৮

‘রেডগার্ড’, রুশিয়ার, ২০২, ২১০

‘রেডটেপিজম্’—‘দীর্ঘমুত্রতা’ দ্রষ্টব্য

‘রেডিয়াম’, ১২৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২২

রেভলিউশনারী মিলিটারী কমিটি, ২১০

রোনসার্দ, পিয়ের দা’, ১৮৪

রোম নগরী, ১৮৩, ২৬২

—ইহার পতন, ২৬

—প্রাচীন, ১৬৪, ২২০

রোমসাম্রাজ্য, পবিত্র, ২৬, ৯৬, ১১১, ১২৬,

১৮২, ২১৩, ২১৫, ২৩৫, ২৪১, ২৬৩

—ইহার প্রতিষ্ঠা, ২৬

—ইহাকে দুইভাগে ভাগকরণ, ২৬

—পূর্ব বা গ্রীক, ২৬

ইহার স্থায়ীকাল, ২৬

—পশ্চিম বা ল্যাটিন, ২৬

ইহার বিলুপ্তি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ২৬

রোমসাম্রাজ্য,

- পশ্চিম বা ল্যাটিন,
- ইহার স্থায়িত্বকাল, ২৬
- ইহার পতন, ১২৬

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়, ১৭৮, ১৭৯

রোম' রোল', ১৪৭

'রোমানিসিজম'—'ভাবকল্পনাবাদ' দ্রষ্টব্য

রোসেলিন, দার্শনিক, ১৪২

- নামবাদের প্রচার, ১৪২

র্যাডিক্যালপার্টি, ১৭৬

- ইংলেণ্ডে ইহার প্রথম গঠন, ১৭৬
- ইহার লক্ষ্য, ১৭৬
- লেবারপার্টির সহিত ইহার মিলন, ১৭৬
- ফরাসীদেশের, ১৭৬
- 'রাশনালাইজেশন, ১৭৭
- 'যুক্তিসম্মতকরণ' বা 'পুনর্বিজ্ঞাস' দ্রষ্টব্য

ল

লক্, জন, ২৮, ১২২

- ভাব সম্বন্ধে দার্শনিক মত, ২৮
- তঁাহার দার্শনিক মত, ১২২
- তঁাহার দার্শনিক আলোচনার উদ্দেশ্য, ১২২

লক্কো-চুক্তি, ১৩২

লজ্জ, অলিভার, ২৩৭

লজোভ্‌স্কি, এ., ২৫২

- Marx and Trade Unions*, ২৫২

লগুন নগরী, ৮৭, ১৪৩, ২০২, ২২৪, ২৭০

লভ্যাংশ, ৭১

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭১

লর্ডসভা, ২০৩

- 'পারলামেন্ট, গ্রেট ব্রুটেনের' দ্রষ্টব্য

ললিতকলা, ১৭৪, ১৮১

'লা' ইন্টারন্যাশনাল', ১০২

- ঐ, বিবরণ, ১০২

লাইব্‌নিজ, গডফ্রিড্‌ ভিলহেলম্‌, ১২২, ১৪৫

- তঁাহার উদ্ভাবিত দার্শনিকতত্ত্ব, ১২২
- 'মোনাদ' বা সচেতন পরমাণুসম্বন্ধীয় মত, ১২২
- জাগতিক শ্রেষ্ঠতাবাদসম্বন্ধে উক্তি, ১৪৫

লাওস্‌, ২৩২

লাঙ্গে, ওল্‌ফার, ১৫২

- ধনতাত্ত্বিক সমাজে পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে উক্তি, ১৫২-৬০

লাভ—'মুনাফা' দ্রষ্টব্য

লাভাল, ৮১

লামকিন, আর., ২০

- 'জেনোসাইড' শব্দের সৃষ্টি, ২০

লামার্ক, জঁ বাপ্‌টিস্ট, ২৩৫

- ক্রমবিকাশসম্বন্ধীয় আবিষ্কার, ২৩৫

লামার্টাইন, ২১৩

- উপস্থাসের নূতন ধারার প্রবর্তন, ২১৩

লানার, এ. পি., ৫১

- নিয়ন্ত্রিত বা মিশ্র বা কল্যাণকর অর্থনীতির সৃষ্টি, ৫১

—*Economics of Control*, ৫১

- মিশ্র অর্থনীতির ব্যাখ্যা, ৫১

—'কার্যকরী অর্থনীতি' সম্বন্ধে, ৫১

- নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির নাম সম্বন্ধে, ৫১

লালফোর্জ, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের, ১৩৮

- বার্লিন দখল, ১৩৮

লাসেল, ফার্দিনান্দ, ২২৩, ২২৪

- জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টিগঠন, ২২৩

লিওনটিয়েভ, এ., ১৩১, ১৬৮, ১৭১

- শিল্পসম্প্রদায়ের সংজ্ঞা, ১৩১

—*Outline of Political Economy*, ১৩১, ১৬৮

- পণ্যের বিক্রয়সম্বন্ধে উক্তি, ১৩১

—পণ্যের চাহিদাসম্বন্ধে উক্তি, ১৬৮

- উৎপাদন-শক্তি সম্বন্ধে উক্তি, ১৭১

লিওনার্দো, দা' ভিকি, ১৮১, ১৮৩

- তঁাহার চিত্রসম্ভার, ১৮৩

লিঙ্কল্‌ন, আব্রাহাম, ৫, ৬৬, ২০০

- প্রেসিডেন্ট, ৫

লিঙ্কল্‌ন,

—আমেরিকার গৃহযুদ্ধে রিপাবলিকান
পার্টির নেতৃত্ব, ৬৬

লিঙ্ক-আইন, ১১৫

—ঐ, বিবরণ, ১১৫

লিঙ্ক, জন, ১১৫

লিডিয়া, প্রাচীন, ২৫

লিবার্‌লপার্টি ('ছাইগপার্টি' দ্রষ্টব্য), ১১৩

—ইহার প্রগতিশীল ভূমিকা, ১১৩

লিবিয়া, ২৪১

লিব্‌ক্‌নেক্ট, ভিল্‌হেল্ম, ২২৪

—কার্ল, ২২৫, ২৩৪, ২৩৫

স্পার্টাকাসলীগ গঠন, ২২৫

জার্মানীতে শ্রমিকবিপ্লবের আয়োজন,
২৩৫

তাহার হত্যা, ২২৫

লিভি, তিতুস লিভিউস, ২৫

—*History of Rome*, ২৫

ইহার বৈশিষ্ট্য, ২৫

'লিমিটেড কোম্পানি', ১১৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১৪

লিলি, জন, ১৮৫

—*Euphuus*, ১৮৫

লীগ অফ নেশনস্—'প্রথম জাতিসংঘ' দ্রষ্টব্য

'লীগ কভেনান্ট', ১৪৬

লুই, বোড়শ, ৪২, ২০৪, ২০৫, ২১২

—গিলোটিনে শিরশ্ছেদন, ২০৫

লুক্সেমবুর্গ, ১৪৩, ১৪২

লুক্সেমবুর্গ, রোজা, ২২৫, ২৩৪, ২৩৫

—স্পার্টাকাসলীগ গঠন, ২২৫

—তাহার হত্যা, ২২৫

—জার্মানীতে শ্রমিকবিপ্লবের আয়োজন,
২৩৫

লুড, নেড্, ১১৪

লুডাইট আন্দোলন,—'আন্দোলন' দ্রষ্টব্য

লুথার, মার্টিন, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪

—নূতন ধর্মীয় আন্দোলন, ১৭৮

—রোমান ক্যাথলিক গীর্জার আমূল
সংস্কারের প্রস্তাব, ১৭৮

লুথার, মার্টিন,

—পোপ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম হইতে বিতাড়ন, ১৭৮

—ধর্মবিপ্লবের নেতৃত্ব, ১৮৪

লুবে, ১৭২

—ধর্মের ৪৮টি সংজ্ঞার উল্লেখ, ১৭২

—*Psychological Study of
Religion*, ১৭২

লেক্সাক্সেস্, ২৫৫

লেজুডবাদ ('অর্থবাদ' দ্রষ্টব্য), ৭৩, ২৪৭

লেনদেন, আন্তর্জাতিক ১২২

লেনিন, ভি. আই., ২৩, ৬৮, ৩২, ৪০, ৭৪,

৮১, ১০৩, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২৬,

১২২, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৪১, ১৪২,

১৪৫, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩,

২০০, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০,

২১১, ২১৮, ২২১, ২২২, ২২৫,

২২৭, ২২৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০,

২৫২, ২৫৩, ২৫৬, ২৬৭, ২৭০

—বুর্জোয়াশ্রেণী সম্বন্ধে, ২৩

—*To the Rural Poor*, ২৩, ১৭৩

—বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা
সম্বন্ধে, ২৩

—মূলধনের সংজ্ঞা, ২৭

—*Marx-Engels Marxism*, ২৭

—মূলধনের উদ্ভবসম্বন্ধে, ২৮

—*Materialism and Empirio
Criticism*, ২৮, ৫০, ৭৪, ৯৮,
১২১, ১৪৪, ২৫৩

—ধনতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকাসম্বন্ধে, ৩০

—*Questions of the Materialist
Conception of History*, ২৩,
৩০, ২২৮, ২৩৯

—ধনতন্ত্রের সহজাত দুর্বলতা সম্বন্ধে, ৩২

—ধনতন্ত্রের অসমান বিকাশ সম্বন্ধে, ৩২

—ধনতন্ত্রের ধ্বংস সম্বন্ধে, ৩২

—সমাজতন্ত্রের জয় সম্বন্ধে, ৩২

—*On United States of Europe
Slogan*, ৩২

—শাস্তিপূর্ণসহঅবস্থান নীতির উদ্ভাবন, ৩৮

লেনিন, ভি. আই.,

- সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজের পার্থক্য সম্বন্ধে, ৪৪-৪৫
- On Sabotniks*, ৪৫
- দ্বন্দ্বের (দার্শনিক অর্থ) সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫০
- প্রচলিত গণতন্ত্রসম্বন্ধে উক্তি ৬৩-৬৪
- Peasant Question in 1905 Revolution*, ৬৪.
- দ্বন্দ্ববাদ বা 'ডায়ালেক্টিক্স'-এর সংজ্ঞা, ৬৭
- Dialectical Materialism*, ৬৭
- শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যাখ্যা, ৭১
- The Tasks of the Third International*, ৭১, ২৪০
- ইঙ্গিয়ায়ুভূতিবাদের সমালোচনা, ৭৪
- মহাজনী মূলধনের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮২
- Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*, ৮১, ৯২, ১০০, ১৬৯, ২২১, ২৪৪, ২৫৬
- দার্শনিক ভাববাদ সম্বন্ধে উক্তি, ৯৮
- সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯৯-১০০
- সাম্রাজ্যবাদী যুগ সম্বন্ধে উক্তি, ৯৯
- প্রথম আন্তর্জাতিকের ভূমিকার ব্যাখ্যা, ১০৩
- The Third International, its Place in History*, ১০৩, ২৪০
- তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা, ১০৩
- নূতন পরিস্থিতি অঙ্ঘায়ী মার্ক্সবাদের বিকাশসাধন, ১১৮, ১২০
- বস্তুবাদের সংজ্ঞা, ১২১
- বৈদেশিক বাজার সম্বন্ধে উক্তি ১১৬-১৭
- Development of Capitalism in Russia*, ১১৭, ১২৮
- মার্ক্সবাদের সংজ্ঞা, ১১৮
- Teachings of Karl Marx*, ১১৮
- 'সংশোধনবাদ' ও সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১২০
- বোলশেভিকদের নেতৃত্ব, ১২৬

লেনিন, ভি. আই.,

- মধ্যবর্তী কৃষকের ভূমিকা সম্বন্ধে উক্তি, ১২৮
- মুদ্রার বিকাশ সম্বন্ধে উক্তি, ১২৯
- একচেটিয়া অবস্থা বা একচেটিয়াসত্ত্বের জন্ম সম্বন্ধে, ১৩০
- অবাধ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়াসত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে উক্তি, ১৩০
- জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে উক্তি, ১৩৬
- On the Right of Nations to Self-determination*, ১৩৬
- জমির জাতীয়করণ সম্বন্ধে, ১৩৭
- On the Agrarian Question in Russia*, ১৩৭
- সাময়িক পশ্চাদপসরণের নীতি, ১৪১
- নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (নেপ) সম্বন্ধে, ১৪২
- বাস্তবমুখসম্বন্ধীয় সংজ্ঞা, ১৪৪
- স্ববিধাবাদ সম্বন্ধে উক্তি, ১৪৫
- Speech at the Moscow Party Secretaries Meeting (1920)*, ১৪৫
- Collapse of the Second International*, ১৪৫
- 'ফিলিস্তিন' শব্দের ব্যবহার, ১৫৩
- 'প্রোলেতারিয়াত' বা শ্রমিকশ্রেণীর সংজ্ঞা, ১৭৩
- অর্থনীতি বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সংজ্ঞা, ১৬৫
- Economic Doctrine of Karl Marx*, ১২৯, ১৬৫, ১৬৮
- পণ্যের মোট মূল্য ও দামের মধ্যে সমতা সম্বন্ধে উক্তি, ১৬৮
- রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের শোষণ সম্বন্ধে উক্তি, ১৬৯
- শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্বন্ধে উক্তি, ১৭৩, ২০৭

লেনিন, ভি. আই.,

—*Criticism of Plekhanov's Draft Programme*, ১৭৩

—প্রভেদমূলক খাজনা সম্বন্ধে মত ও উক্তি, ১২৭-২৮

—*Theory of Agrarian Questions*, ১২৭, ১২৮

—বিপ্লবের তাৎপর্য সম্বন্ধে উক্তি, ২০০-১

—*On Combating Famine*, ২০১

—শ্রমিকবিপ্লবের মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিকাশ-সাধন, ২০৭

—সোবিয়ৎ সরকারের প্রধান নায়করূপে, ২১১

—জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে উক্তি, ২১৮

—*The National Question*, ২১৮

—ছদ্মবেশী উগ্রজাতীয়তাবাদীদের সম্বন্ধে, ২২১

—‘সোশ্যাল ডেমোক্রেসি’র ব্যাখ্যা, ২২২

—*The Struggle for a Bolshevik Party*, ২২২

—কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ, ২২৮

—রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে, ২৩৮

—*The State and Revolution*, ২৩৮

—*The State*, ২৩৮

—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্তি, ২৩৯

—*Women and Society*, ২৩৯

—বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্র সম্বন্ধে, ২৩৯-৪০

—সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে, ২৩৯

—ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে, ২৩৯, ২৪০

—*The Materialist Conception of History*, ২৩৯

—*The Communist International*, ২৪০

—পার্লামেন্টভিত্তিক গণতন্ত্র সম্বন্ধে, ২৪০

লেনিন, ভি. আই.,

—*The Task of the Proletariat in our Revolution*, ২৪০

—সোবিয়ৎ রাষ্ট্র সম্বন্ধে উক্তি, ২৪০

—অতি বা অতি রিক্ত মূল্য সম্বন্ধে, ২৪২

—*The Role of the Trade Unions*, ২৪২

—সত্য সম্বন্ধে মত, ২৪৩

—সুদ সম্বন্ধে, ২৪৬

—*War and the Second International*, ২৬৭

—‘ইয়ং কমিউনিস্টলীগ’ সম্বন্ধে, ২৭০

লেনিন-ইজম বা লেনিনবাদ, ১১৩, ১২০, ২৫২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১৩

—ইহার তত্ত্ব ও কর্মপন্থা, ২৫২

লেবারপার্টি (‘শ্রমিকদল’ দ্রষ্টব্য), ২০১, ২২৬

লেবার ফেডারেশন, নিখিল কোরিয়া, ১১০

লেবার মান্ডলি, ১৫

লে'বের্ত, দা', ৭৪

লেসিং, সাহিত্যিক, ২১৩

লোকসভা, ভারতীয় পার্লামেন্টের, ১০০, ১৫০

—ইহার বিবরণ, ১৫০

—ইহার বিশেষ অধিকার, ১৫০

লোকায়ত্ত গণতন্ত্র, ৬৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬৪

লোকায়ত্ত দর্শন, ১৫৪

—বৃহস্পতি ও চার্বাকের, ১৫৪

লৌহযুগ, ৩৬, ৩৭, ১০৪

—ইহার কাল বা সময়, ৩৭

—ইহার বৈশিষ্ট্য, ৩৭

লৌহযবনিকা, ১০৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১০৪-৫

ল্যাটারান চুক্তি, ২৬২

ল্যাঙ্ক, চার্লস্, ১৮৫

—টমাস উইয়াট সম্বন্ধে উক্তি, ১৮৫

শকুন্তলা, ১২৫

শক্তি, ৮৭, ১৮৭, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৩, ২৪২

—নৈতিক, ৮৭, ১৮৭

—অতীন্দ্রিয়, ১২২

—ক্রমবিকাশশীল, ১২৪

—নূতন, বঙ্গীয় সমাজে, ১৮৮

—সাম্রাজ্যবাদী, ২৩৬

—মানসিক, ২৩৬

—জনগণের মিলিত, 'ফ্রন্ট' দ্রষ্টব্য

—অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত, ১৩৮, ১৩২

—ঐশ্বরিক, ২৪২

—পাঁচটি বৃহৎ, ২৫৪

—তৃতীয়, ২৪২

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪২-৫০

—প্রথম, ২৪২

—দ্বিতীয়, ২৪২

—চিস্তার, ২৫৩

শক্তিগোষ্ঠী বা বর্গ, বৃহৎ, ২২, ২৩, ১৫১, ১৫২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২-২৩

—১৮১৫ খৃষ্টাব্দের, ২২

—১২১২ খৃষ্টাব্দের, ২২

—পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ২২

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী, ২২

—পশ্চিমী, ২৫৫

শক্তিজোট, ২৩১, ২৩২, ২৫২

—প্রতিদ্বন্দ্বী, ২৩১

—সামরিক, আক্রমণাত্মক, ২৩২

—উত্তর-আটলান্টিক, ২৩২

—বাগদাদ বা মধ্যপ্রাচ্য, ২৩২

—আঞ্চলিক, ২৩২

শক্তিতত্ত্ব ('গতিতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য), ৭২

—রাষ্ট্রস্বাক্ষর, ২৩৮

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩৮

শক্তিবাদ ('গতিবাদ' দ্রষ্টব্য), ৭৩

শক্তি-শিবির, ১৫১

—প্রতিদ্বন্দ্বী, ১৫১

শক্তিসাম্য, ১৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭

শব্দদর্শন, ১৫৪

শব্দরাচার্য, ১৫৪

—ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে মত, ১৫৪

শ', বার্নার্ড, ২৪৭,

শরণাগত, ১৭২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭২

শরিয়তুল্লা, মোলবী, ২৬৬

শরীর-বিজ্ঞান, ১৪২, ১৮৬

—ইহাতে যুগান্তর, ১৮৬

শর্ত,

—চৌদ্দদফা, উড্রো উইলসনের, ৮৪

ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৪

—বাগদাদ-চুক্তির, ১২৮

শর্মিষ্ঠা নাটক, ১২৫

শাস্তকরার নীতি,

—'তোষণনীতি' দ্রষ্টব্য

শাস্তি, ১৪৬, ১৪৭, ২৩২, ২৬৭

—বিশ্বের বা আন্তর্জাতিক, ১২৮, ১৪২, ১৫১, ২৫৪

ইহার জন্ত নোবেল-পুরস্কার, ১৪২

শাস্তি-আন্দোলন, ১০২, ১৪৬, ১৫১

—বিশ্ব বা বিশ্বের, ১০২, ১৫১

ঐ, বিবরণ, ১৫১-৫২

—বিভিন্ন দেশের, ১৪৬

—ইহার প্রভাব, ১৪৬

—আন্তর্জাতিক, ১৪৬

—ইহার উদ্দেশ্য, ১৫১

—ইহার বিশেষত্ব, ১৫১

—ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ১৫১

—ইহার কর্মপন্থা, ১৫১

—ইহার প্রথম সম্মেলন, ১৫১

শাস্তিচুক্তি, ৮৪, ১১২, ২০২

—প্রথম মহাযুদ্ধের, ৮৪

—প্রকাশ আলোচনার মারফত, ৮৪

—আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের, ২০২

শান্তিনিকেতন, ১২৬
 শান্তিনীতি, সোবিয়ৎ ইউনিয়নের, ১০২
 শান্তিবাদ, ১৪৬, ১৪৭
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৬-৪৭
 শান্তিবাদী, ১৪৬, ১৪৭
 —আন্তর্জাতিক, ১৪৬
 শান্তিসংগ্রাম, ১০২
 —অ্যাংলো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের
 বিরুদ্ধে, ১০২
 শান্তিসম্মেলন, ১৪৬
 শান্তিসম্মেলন, আন্তর্জাতিক, ১৪৬
 শান্তিতত্ত্ব, ১২৩
 শাসকশ্রেণী বা গোষ্ঠী ১০২, ২০০, ২০১, ২৩৯
 ২৪৬
 —রাষ্ট্রের, ২৩৯
 —পশ্চিমী, ১২৮
 —সমরলিপ্সু, জার্মানীর, ২২৫
 —মূলধনী, ২৪৬
 শাসন-ক্ষমতা, ৮২, ১১২, ২১৩, ২৩৪, ২৩৭, ২৪৬
 শাসনতন্ত্র ('গঠনতন্ত্র' অথবা), ২০৩, ২১৮,
 ২৪৮, ২৬৩
 —ইহুদীদের, ২৪৮
 শাসনপদ্ধতি বা ব্যবস্থা, ৭০, ১৪১, ২০১
 —ধনীসম্প্রদায়ের, ১৬৪
 —সাধারণতাত্ত্বিক, ৭০
 —সামন্ততাত্ত্বিক, ১২৩
 —নিয়মতাত্ত্বিক, ৭২
 —বৈদেশিক, ভারতের, ১৮২
 —একনায়কত্বমূলক, ক্রমশঃয়েলের, ১১৩
 —যুক্তরাষ্ট্রীয়, ৭২,
 ইহার ব্যাখ্যা, ৭২
 —ফাসিস্ত, ৮১
 —আইনের, ৮৮
 —গ্রেমের, ৮৮
 —অবিকৃত অহিংসার, ৮২
 —কতিপয় ব্যক্তির, ৯১, ১৪৪
 ঐ, আরিস্ততলের ব্যাখ্যা, ৯১
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৪-৪৫
 —নূতন ধরনের, ৯২, ১৪১

শাসনপদ্ধতি বা ব্যবস্থা,
 —নূতন গণতান্ত্রিক, ৯২, ১৪১
 ইহার ভিত্তি, ১৪১
 —মায়ের, ২৩৮
 —এক ব্যক্তির, ২৩৯
 —প্রতিনিধিত্বমূলক, ৯১, ১২২
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২২
 —দায়িত্বশীল, ৯২
 —সোবিয়ৎ, ৯২
 —একনায়কত্বমূলক, ৯২, ১১৩, ২৫০
 ঐ, ক্রমশঃয়েলের, ১১৩
 —সমাজতান্ত্রিক, কৃষিয়ার, ২৩৩
 শাস্ত্র,
 —বিশ্বজোড়া মানব-পরিবারের বি ভি ন
 শাস্ত্রসম্বন্ধীয়, ১৭৬
 শাস্ত্রচর্চা, ১৮৮
 শাস্ত্রী, শিবনাথ, ১২১
 শাহ, নাদির, ১৮৬
 —ভারত আক্রমণ, ১৮৬
 শিকদার, রাধানাথ, ১২৬
 —নূতন ভাষা প্রচলনের প্রয়াস, ১২৬
 শিক্ষা, ১৫৪, ১৮২
 —ইতালীর, ১৮৩
 —ইংরেজী, ১৮৭, ১৮৮, ১২৩, ১২৪
 —পাশ্চাত্য, ১৮৮
 —আধুনিক, ১২২
 —রামকৃষ্ণের, ১২২
 —রুশোর, ২১৪
 —উন্নত, ১২৩
 ভারতে ইহার বিস্তার, ১২৩
 —ইউরোপীয়, ১২৩
 শিক্ষাক্ষেত্র, ট্রেডযুনিয়নের, ১১০
 শিক্ষাব্যবস্থা, ২১৮
 —ধর্মবিবজিত বা ধর্মনিরপেক্ষ, ২১৮
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৮
 শিলার, ২১৩
 শিল্প, ১২৫, ১৩০, ১৩১, ১৩৭, ১৫৬, ১৫৭,
 ১৬০, ১৬১, ১৬৫, ১৬৮, ১৭০,
 ১৭৭, ১৮১, ১৮৬, ১২২, ২২৭,
 ২৩৭, ২৪৭, ২৫১, ২৫৬

শিল্প,

- ইহার জাতীয়করণ, ১৩৭
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৭
- মূল বা যন্ত্রনির্মাণকারী, ১৬০
- স্বদেশী, ১৭২
- ইহার আমূল পরিবর্তন, ইউরোপে, ১৮৬
- আধুনিক, ২০১
- বৃহৎ, ২২৭

শিল্পকলা—‘কলাশিল্প’ দ্রষ্টব্য

শিল্পক্রিয়া, ১৭১

শিল্পপতি, ৮২, ১৭১, ১৭২, ২৪২, ২৪৪, ২৬১

- ‘বুর্জোয়া’ বা ‘মূলধনী’ দ্রষ্টব্য

শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ১৩০, ১৩১

- ইহাদের মিলন, ১৩০
- চুক্তিবদ্ধ, ১৩০
- ব্যক্তিগত, ১৩১

শিল্প (বা শিল্পের)-বিকাশ, ১২১

শিল্পবিজ্ঞান, ‘যন্ত্রবিজ্ঞান’ দ্রষ্টব্য

শিল্পবিপ্লব, ১০১

- ঐ, ব্যাখ্যা, ১০১
- ইংলণ্ডের, ১০১
- ইহার প্রথম আরম্ভ, ১০১
- ই হা র পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থাসমূহ, ১০১

শিল্পবিপ্লবের যুগ, ১১৩

শিল্পবিস্তার (বা শিল্পায়ন), ১০১, ২২৬

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০১
- সামগ্রিক, ২২৬
- শান্তিমূলক, ১০২

শিল্প-ব্যবস্থা, ১৫২

- সমাজতাত্ত্বিক, ১৪১

শিল্পসংস্থা,

- সমাজতাত্ত্বিক সমাজের, ১৫৭

শিল্পসত্ত্ব, ৪২, ১৩১

- একচেটিয়া, ৮১
- স্ববৃহৎ, ১১২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩১
- লব্ধিত, ১৩১, ২৬৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩১

শিল্পসত্ত্ব,

- সমাস্তরাল, ১৩১
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩১

শিল্পসমৃদ্ধির যুগ, ১৪৫

শিল্পায়ন (‘শিল্প-বিস্তার’ দ্রষ্টব্য) ১০১, ২২৬

শিল্পী, ১৫১, ১৭৭

- ইহাদের কর্তব্য, ১৭৭
- গ্রীক ও রোমান, ২১৩

শিল্পের সামাজিক রূপপ্রাপ্তি, ৩২

শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনী, ৪৩, ১১২, ২৬৬

শীতপ্রাসাদ, ২১০

শীল, ত্র্যজেন্নাথ, ১৭২

- ধর্মের উৎপত্তিসম্বন্ধে, ১৭২

শুদ্ধবুদ্ধি, ১৭৪

শুদ্ধ, ৮৪, ৮৫, ১৭২, ২৪৭, ২৪৮

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৭
- বিশেষ স্মৃতিধাভোগী, ১৬৭, ২৪৭
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৭
- প্রতিশোধমূলক, ২০০, ২৪৭
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৭
- রক্ষামূলক, ২৪৭
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৭

শুদ্ধমৈত্রী, ৫২, ৬০

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫২-৬০

শুদ্ধযুদ্ধ, ২৪৮

- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৮

শুদ্ধ-সম্মিলন, ৫২

- ঐ, ব্যাখ্যা, ৫২-৬০

শূণ্যতাবাদ, ১৪২

- ঐ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪২
- বৈপ্লবিক মতবাদরূপে, ১৪২

শৃঙ্খলা, ১৪৫, ১৬৭

- মূলভিত্তিস্বরূপ, ২৬৭
- সামাজিক, ২৩৭, ২৩৮

শেয়ারবাজার, ৫৮, ১৩১

শেলি, পি. বি., ২১৪

শেলিং, দার্শনিক, ১, ২৮

- পরম সম্বন্ধে, ১
- তাহার মতবাদ, ২৮

শৈবদর্শন, ১৫৪, ১৫৫

শোষণ, ৭৭, ১৬৬, ২২৩, ২৬৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৭

—সাম্রাজ্যবাদী, ১০০

—ইহার ক্ষেত্র দখল, ১০০

—ধনতান্ত্রিক, ১৬৬, ২৫২

—সামন্ততান্ত্রিক, ১২৩, ২০৪, ২১১

—শ্রমিকদের, ২৬১

—মূলধনের, ১৩১

—সকল প্রকারের, ১৫২

ইহার অবসান, ১৫২

—মাহুষের দ্বারা মাহুষের, ২২৩

ইহার অবসান, ২২৩

‘শ্বেতকায় জাতিতত্ত্ব’, ১৭৫

—সাম্রাজ্যবাদীদের, ১৭৫

শ্রামদেশ, ২৩১

শ্রম, ৫৬, ৯৪, ১০৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৪, ১৪৭,

১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১,

১৭২, ১৯৭, ২২০, ২৩৯, ২৪৪, ২৫৭,

২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৪, ২৬৫

—নিবিশেষ বা বিমূর্ত, ২

—ইহার নৈপুণ্য, ২

—অক্রীত, ২৭, ২৮, ২৫৫, ২৬১

—মৃত বা অতীত, ৬১

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৬১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৭-৮

—উদ্ভূত, ৭৭, ১০১, ১১৪, ১৪৭, ১৯৭

—সামাজিক, ৮৩, ১৬৮, ১৭০, ২৬০, ২৬২

—মজুরি, ‘মজুরিশ্রম’ দ্রষ্টব্য

—ক্রীত, ১৪৭

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৭

—উদ্ভূতশ্রম ও উদ্ভূতমূল্যের উৎসরূপে, ১৪৭

—মজুরির সমান মূল্য উৎপাদনকারী, ১৪৭

—পণ্যের মূল্যসৃষ্টিকারী, ১৬৫

—উৎপাদনশক্তি সমূহের অন্ততমরূপে, ১৬৫

—নিপুণ, ২২০

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২০

শ্রম,

—নিপুণ,

মার্কসীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অর্থ, ২২০

—অনিপুণ, ২২০, ২৫৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৫৫

—উদ্ভূত, ২৪৪

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৪-৪৫

—পণ্যের মধ্যে নিহিত, ২৬০

—ইহার মূল্য, ‘মজুরি’ দ্রষ্টব্য

—ইহার ও শ্রমশক্তির মধ্যে পার্থক্য, ২৬৫

শ্রম-খাজনা, ‘খাজনা’ দ্রষ্টব্য

শ্রমজীবী জনগণ (বা জনসাধারণ), ৬৪, ৭৯,

৮৬, ১১৯, ১৪১, ২২৩, ২৩৮, ২৩৯,

২৪০, ২৪৮, ২৫০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫০

শ্রমতত্ত্ব (মূল্যের), ২৫৭, ২৫৯, ২৬১

—রিকার্ডের, ২৫৭, ২৬১

ইহার ক্রটি, ২৫৭

মার্কস্ কর্তৃক সংশোধন, ২৫৭

—মার্কস-এর, ২৫৭, ২৫৯, ২৬১

ইহার বৈপ্লবিক প্রভাব, ২৫৭

শ্রমবিভাগ (বা ভাগ), ৭১, ১১৬, ১৬৮, ১৭৭,

১৯৮, ২২০, ২২৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৭১

—সামাজিক, ৭১, ১৬৮, ২২৮

ঐ, ব্যাখ্যা, ৭১

শ্রমশক্তি, ২৮, ২৯, ৩০, ৭৫, ১০১, ১০৭,

১০৮, ১৪৭, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬,

১৭৭, ২২০, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৯, ২৬১,

২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০৭

—ইহার মার্কসীয় ব্যাখ্যা, ১০৭

—ইহার শ্রমে পরিণতি, ১০৮

—ইহার ব্যবহার, ১০৮

—ইহার মূল্য ১৭২, ২৬১, ২৬২

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬২

—ইহার পণ্যে পরিণতি, ১০৮

—‘ক্রীত’, ১৪৭

—ইহার মূল্যের চূড়ান্ত রূপগ্রহণ, ১৭৭

শ্রমশক্তি,

- ইহার দাম, 'মজুরি' দ্রষ্টব্য
- ইহার মূল্যের মুদ্রারূপ বা বস্তুরূপ, ২৬৪, ২৬৫
- শ্রম ও ইহার মধ্যে পার্থক্য, ২৬৫

শ্রমশিল্প, ১০০

- শ্রমিক, ২৩, ১০০, ১০১, ১০৭, ১১৪, ১১২, ১৪৫, ১৫১, ১৫৮, ১৬০, ১৬৫, ১৬২, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১০, ২১২, ২২৩, ২২৪, ২৩৪, ২৪৪

- বেকার, ১১৪, ১১২
- ইহাদের বেকার বাহিনী, 'সংরক্ষিত বাহিনী' দ্রষ্টব্য
- শ্রমশক্তির বিক্রেতারূপে, ১০৭
- সম্পত্তিহীন, ১০৮
- পশ্চাত্তপদ, ১০২
- কৃষির, ১১১
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১১১
- স্বাধীন, ১৭০
- নিপুণ, ২৬০
- অনিপুণ, ২৬০
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৬৬
- ইহুদী, ২৭১

শ্রমিক অভিজাতদল, ১০০

শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতা, ১০৪

- শ্রমিক-আন্দোলন, ৭৩, ১০৮, ১৪৬, ২২০, ২২২, ২২৬, ২৫১

- ঐ, ব্যাখ্যা, ১০৮
- ইতালীয়, ৭২
- রুশিয়ার, ৭৩
- বৈপ্লবিক, ১০৮, ২৪৫
- ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্য, ১০৮
- ঔপনিবেশিক দেশের, ১০২
- পৃথিবীর, ২১২
- ফ্রান্সের, ২২০
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ২২০
- ইহার সহিত সমাজবাদের মিলন, ২২২
- ইহার চরম লক্ষ্য, ২২২
- ইহার রাজনৈতিক কর্তব্য, ২২২

শ্রমিক-আন্দোলন,

- ইহার রাজনৈতিক ও আদর্শগত স্বতন্ত্রতা, ২২২

- ইহার বৈপ্লবিক রূপগ্রহণ, ২২৫

- জার্মানীর, ২২৫

- ক্যাথলিক, ২২৬

- ইহার উদ্দেশ্য, ২২৬

- ভারতবর্ষের, ২৫১

শ্রমিক অভিজাত্য, ১০৭

শ্রমিকগণতন্ত্র, ১৭৩, ২৪০

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৩

শ্রমিক গভর্নমেন্ট, ইংলণ্ডের, ১৩৭

শ্রমিকদল, বৃটেনের, ৪২, ৭৮, ১০৭, ১১৩, ২৬২

- ঐ, বিবরণ, ১০৭

'শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক', ১০৪

- ঐ, বিবরণ, ১০৪,

শ্রমিকবাহিনী, বেকার, ৪৩, ১১২, ২৬৬,

শ্রমিক-বিপ্লব, ১০, ৭৮, ১৭৩, ২০১, ২০৬,

- ২০৭, ২০২, ২২৪, ২২৫

- ইহার তত্ত্ব ও কর্মকৌশল, ১১৩, ২০৭

- রুশিয়ার, ১০, ২১০, ২৩৪

- জার্মানীর, ১৩৮, ২৩৫

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২০৬-৭

- জগতের প্রথম, ২২৪

শ্রমিকরাষ্ট্র, ২১১, ২২৪

- জগতের প্রথম, ২১১

- ভবিষ্যৎ, ২২৪

শ্রমিকশ্রেণী, ১১, ৩২, ৩৪, ৩৭, ৬৪, ৬৫, ৭০,

- ৭১, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮৬, ১০০,

- ১০১, ১০৩, ১১৮, ১১৯, ১২৭, ১৪১,

- ১৫৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭২, ২০১,

- ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২২১, ২২২, ২২২,

- ২৪০, ২৪৬, ২৫১, ২৫২, ২৬৬

- ঐ, সংজ্ঞা, ৩৭

- উহার শোষণ, ১১

- উহার ভূমিকা, ৩৩

- বিশ্বের, ৪৫, ৮৭, ১০৪

- নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি, ৪৫, ২৪৬

- যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ফলে ইহাদের সংখ্যা হ্রাস, ৫৫

শ্রমিকশ্রেণী,

- উৎপাদন-সংকটের ফলে উপবাসী, ৫৭
- সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারূপে, ৬৪
- ইহার ঐতিহাসিক ভূমিকা, ৬৫
- ইহার একনায়কত্ব, ৬৫, ৭০, ১০৩, ১০৬
- ইহার অবসান, ৬৫
- ইহার একনায়কত্ব, সোবিয়ৎ ইউনিয়নে, ৭১
- ইহার উপর উৎপন্নপ্রবোর প্রভুত্ব, ৮০
- গণতন্ত্রে ইহার নেতৃত্ব, ৮৬
- ধনতন্ত্রের পূর্বযুগের, ৯৩
- সামন্ততান্ত্রিক যুগের, ৯৩
- পঞ্চাংপদদেশে ইহার স্থিতি, ১০০
- ইহার প্রতি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতকতা, ১০৩
- যুক্তরাষ্ট্রের, ১৪৬, ২৫১
- রুশিয়ায়, ২০৮, ২১১
- ইহার মজুরিদাসত্ব, ১০৮
- ইহার অবসান, ১০৮
- ইহার বৈপ্লবিক আন্দোলন, ১০৮, ১১৮
- ইহার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ১০৮
- ইহার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, ১১৮
- ইহার বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক ভূমিকা, ১১৮
- সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন শক্তি হিসাবে, ১৭১
- ইহার মূল স্বার্থ, ১৭২
- ফরাসীবিপ্লবে বিদ্রোহ ও পরাজয়, ২০৬
- বর্তমান সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীশক্তিরূপে, ১৭৩
- বিপ্লবের নায়করূপে, ২২৩
- ইহার একক শাসনের রূপ, ২৪০
- ইহার রাজনৈতিক ভূমিকা, ২৪৬
- শ্রমিক-সংগঠন (বা সংস্থা), ১০৮, ১১১, ২৫২
- বিশেষ, ১০৮
- ইহার প্রতিষ্ঠা, ১০৮
- ইহার বিবরণ, ১০৮-১১
- আন্তর্জাতিক, ২৫১
- ঐ, বৃহত্তম, ২৫২
- সর্বভারতীয়, ২৫২

শ্রমিকসংগ্রাম,

- ‘শ্রমিক আন্দোলন’ দ্রষ্টব্য
- শ্রমিকসত্ত্ব (‘ট্রেডইউনিয়ন’ দ্রষ্টব্য), ২৫১
- শ্রমিক-সাম্রাজ্যবাদী, ১০০, ১০৭
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০০
- শ্রীচৈতন্য, ১৫৫
- শ্রীমন্নারায়ণ, ২২২
- সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের সাতটি মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, ২২২
- শ্রীরামপুর, ১৮৭, ১৮৮, ১২০, ১২৪
- শ্রীরামপুর-কলেজ, ১২০, ১২৪
- ইহার প্রতিষ্ঠা, ১২০
- শ্রেণী, ৩৭, ৬৩, ৭৭, ৮৬, ১১৪, ১৬৪, ১৬৭, ২৩৮, ২৪২, ২৫৭
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৭
- মধ্য বা মধ্যবর্তী, ১০২, ১২৬, ১২৭, ১৬৮, ১৪২, ১৫২, ১৮২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১২৬-২৭
- বুর্জোয়া বা ‘শহুরে’, ১২৬
- সামন্ততান্ত্রিক, ৬৪
- পেতিবুর্জোয়া, ১৫২
- সমাজের নতুন ও সর্বাপেক্ষা উন্নত, ২০০
- নিপীড়িত, ২৩২
- শ্রেণীচেতনা, ৬৩, ৬৪
- শ্রেণীবিভাগ, ২৩২
- শ্রেণীরাষ্ট্রনীতি (বা রাজনীতি), ১৬৪
- শ্রেণীশোষণ, ৪৫, ৬৩, ৭৭
- সামন্ততান্ত্রিক, ৭৩
- ধনতান্ত্রিক, ১৭২, ২২৩
- শ্রেণীসংগ্রাম, ৬, ২২, ৩৭, ৬৩, ৬৮, ৭২, ১০০, ১৫০, ১৬৪, ১৭৬, ২২৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৮
- মার্কসনির্দেশিত, ৭৮
- সমাজবিকাশের গতি নির্ধারণকরূপে, ৬৮
- শ্রেণীসম্পর্ক, ‘সম্পর্ক’ দ্রষ্টব্য
- শ্রেণীসহযোগিতা, ১২, ৩৭
- সংস্কারবাদীদের নীতি, ১২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৭
- ইহার ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র, ৫৩
- ঐ, ব্যাখ্যা, ৫৩

শ্রেষ্ঠতাবাদ, জাগতিক,
—‘আশাবাদ’ দ্রষ্টব্য

স্নেহগেলভাত্বম, ২১৩
—রম্যতাসবাদের প্রবর্তন, ২১৩

বড়দর্শন, ১৫৪, ১৫৫
—ভারতীয়, ১৫৪

যড়যন্ত্র, ১৫২
—আন্তর্জাতিক, ১৫২

সংকট (বা মহাসংকট), ৪৩, ৫৬, ৫৭, ১১২,
১২০, ২৭৪, ২৭৬
—শিল্প ও আর্থিক, ৩০, ৪৩, ৫৮, ৭২,
১০৩, ১১২, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৫৬,
১৫৭, ১৫৮, ১৬২, ২২৭, ২৪১, ২৬৭
—ইহার আরম্ভ, ৫৬
—উৎপাদনের, ৪৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮,
১১২, ১২০
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৫-৫২
—ঐ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত, ৫৫
—ইহার ‘সানস্পট-থিওরি’, ৫৫
—ইহার ‘নট এনাফ মানি থিওরি’, ৫৫
—সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত
সম্পত্তির ফল হিসাবে, ৫৬
—বাণিজ্যিক, ৫৬
—ইহার ফলে মুদ্রার বাজারে ও সংকট
সৃষ্টি, ৫৮
—ব্যবসায়, ৫৮
—ইহার কবল হইতে মূলধনীদের মুক্তির
‘উপায়’, ৫৮
—আবর্তমান বা পথায়ক্রমিক, ৫৮, ৬০
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৮-৫২
—১৮২৫ খৃষ্টাব্দের, ৫৮
—১৮৩৬ ” , ৫৮
—১৮৫৭ ” , ৫৮
—১৮৯০ ” , ৫৮
—১৯০০-৩ ” , ৫৮, ৯২
—১৯০৭ ” , ৫৮
—১৯২০-২১ ” , ৫৮
—১৯২২-৩২ ” , ৫০, ৫৮, ১০৭, ১৪০,
১৯২, ২৪১, ২৭৫, ২৭৬

সংকট,
—১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের, ৫৮
—বুর্জোয়াশ্রেণীর বহুমুখী আভ্যন্তরিক, ৭২
—সাধারণ, বিশ্বব্যাপী, ৫৮, ৫৯
—সাধারণ, ধনতন্ত্রের, ৩৩, ৫২, ৯০, ২৭৫
—ইহার ব্যাখ্যা, ৫২
—শেয়ার বাজারের, ৫৮
—ক্রমবর্ধমান, ১১৮
—সর্বময়, ১৪০
—আর্থিক, ১৫৭, ১৫৮, ২৬৭
—বৈশ্বিক, ২১০
—রাজনৈতিক, ২৬৭
—ইহার চরম রূপ, ২৬৭
—আভ্যন্তরিক, ২৭৪
—চরম, ধনতন্ত্রের, ২৭৪
সংকীর্ণতা, ১১৪
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১১৪
—স্থানীয়, ১১৪
—দলীয়, ২১৮
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৮
সংখ্যাতত্ত্ব, ১৭৪
সংগঠন, ১৪৫, ১৬৬, ১৭০, ১৯৭
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৫
—উচ্চ, কমিউনিস্ট পার্টির, ১৬৪
—শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতিসম্বন্ধীয়, ১৭৫
—অর্থনৈতিক, ২৪৬
—রাজনৈতিক, ২১২
—ইহার মূখ্য উদ্দেশ্য, ২১২
—সার্বজনীন, সামাজিক, ২৩৮
—প্রাথমিক, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের, ২৫১

সংগঠন,

—তরুণ কমিউনিস্টদের, ২৭৭

—জাতীয়তাবাদী, ইহুদীদের, ২৭১

সংগ্রাম, ৬৩, ৭৩, ৯৭, ১০৩, ১০৪, ১০৯,
১১৮, ১২৫, ১৬৪, ১৭১, ১৮৮, ১৮৯,
২০১, ২১৭

—গণতান্ত্রিক, ৬৩

—সমাজবাদী, ৬৩

—রাজনৈতিক, ৭৩

—ধারাবাহিক, ১১৮

—ভাবধারার, ৯৭

—ঐক্যবদ্ধ, ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে, ১০৩

—পৃথিবীব্যাপী, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে,
১০৪

—ঐক্যবদ্ধ, পৃথিবীর সকল শ্রমিকের,
১০৪

—ঐক্যবদ্ধ, বিশ্বের শান্তি ও জীবনযাত্রার
উন্নতির জন্য, ১০৯

—সকল জাতির স্বাধীনতা রক্ষার, ১০৯

—সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বুর্জোয়া-
শ্রেণীর, ১২৫

—রাষ্ট্রনৈতিক বা রাজনৈতিক, ১৬৪, ২১৭

—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, ১৭৯

—বৈপ্লবিক, ১৭৯, ২০১

—শতবর্ষব্যাপী, বাংলার সমাজ ও
সংস্কৃতিসৃষ্টির, ১৮৮

—চরমপন্থী, ভারতের, ১৯১

—নবজাগৃতির, ভারতের, ১৮৯

—সমাজতন্ত্রের জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর, ২০১,
২০৩

—বিপ্লবের, ২৩৩

—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার,
২৩৩, ২৫২

সংগ্রাম-পদ্ধতি, গান্ধীর, ৮৭

সংঘর্ষ, ১৩০

—আভ্যন্তরিক, ১২৫

—অর্থনৈতিক মতবাদের, ২৫৭

সংবাদ কৌমুদী, ১২৫

সংবাদ প্রভাকর, ১২৫

সংবেদন, ১৩৮, ২১৮, ২১৯

—ইন্দ্রিয়জ, ১৩৮

সংবেদনবাদ, ২১৯

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৯

সংরক্ষিত বাহিনী, শিল্পের, ১০১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০১

সংশয়বাদ,

—‘সন্দেহবাদ’ দৃষ্টব্য

‘সংশোধন’, মার্ক্সবাদের, ১২০

‘সংশোধনবাদ’, ১২০, ২০০

—বার্নস্টিনের, ১২০, ২০০

—ইহার মূল উদ্দেশ্য, ১২০, ২০০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২০০

—ইহার মার্ক্সীয় সমালোচনা, ২০০

সংস্কার, ১১৩, ১৪৪, ১৭৯, ২৬৯

—ভারতীয় সমাজের, ১২৩

—রাজনৈতিক ও সামাজিক, ২৬৯

সংস্কারপন্থী, ৭৮, ৮৬, ১১৩, ১২০, ২২৪

সংস্কারপন্থীদের ভূমিকা, ২১২

সংস্কারবাদ, ৭৮, ১২০, ১৭৯, ২০০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৯, ২০০

সংস্কৃতি, ৫৯, ৯৫, ১৫০, ১৮০, ১৮৮,
২৪২

—মানব, ২

—গ্রীক, ৯৪

—বিশ্বের, ১৫০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৯

—মানবীয়, ৫৯, ৯৭

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯৭

—ইহুদীদের, ২৭১

—ইহার আন্দোলন, বাংলাদেশে, ১৮৯

—জাতীয়, ১৮০

—ইহার বিভিন্ন ধারা, ১৮০

—ইতালীর, ১৮৩

—স্পেনের, ১৮৪

—ইহার শ্রেষ্ঠত্ব, ১৮৪

—পাশ্চাত্য, ১৮৭, ১২৬

—নতুন, ১৮৮

—উন্নত, নতুন বাংলায়, ১৮৮

সংস্থা, ১৫৭

—অর্থনৈতিক, ১৫৭

—সাংস্কৃতিক, ১৫৭

সক্রিয়তা, ২

—ঐ, সংজ্ঞা, ২

সক্রিয়তাবাদ, ২

—ঐ, সংজ্ঞা, ২

সক্রেতিস, ১৫৩, ১৫৫, ১৬৩, ১৭৭, ২৩০-২৩১

—‘দর্শন’ শব্দের প্রথম ব্যবহার, ১৫৩

—‘দার্শনিক’ বা ‘জ্ঞানাত্মরাসী’রূপে, ১৫৩, ১৫৫

—তঁাহার তর্কপ্রণালী, ২৩০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩০

—তঁাহার দার্শনিক মত, ২৩০

—বস্তু ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, ২৩১

সঙ্গতি, দ্বন্দ্বমূলক, ৬৮

সঙ্গতি ও সংগ্রাম, ৬৭, ৬৮

—দুই বিপরীত শক্তির, ৬৭, ৬৮

—ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ৬৭

—ইহার বিকাশধারার বিষয়বস্তু, ৬৭

—ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত, ৬৮

সঙ্গীত বা সঙ্গীতবিজ্ঞা, ১৫৪, ১৭৪

সজ্জ, ১২৫, ১৭২

—চুক্তিবদ্ধ, ৮৮

—সমবায়, গ্রেট ব্রুটেনের, ১০৭

—সমাজবাদী, গ্রেট ব্রুটেনের, ১০৭

—একচেটিয়া ৯৯, ১৩০, ১৩১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩০-৩১

—ইহার বিভিন্ন রূপ, ১৩০-৩১

—‘নিখিল আমেরিকা’, ১৪৭

—ইহার উদ্দেশ্য, ১৪৭

—মূলধনীদেয়, ১৩০, ১৬৫

—মূল্যনিয়ন্ত্রণ, ১৩০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩০

—ব্যবসায়, ১৩০, ২৫২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩০

—একচেটিয়া কারবারী, ১৩১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১৩১

—সমবায়, ১৪৬

সজ্জ,

—অতিকায় বা চরম একচেটিয়া কারবারী, ২৪৪

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৪

—শ্রমিকদের স্বাবীন ও সমতা মূলক, ২৪১

—পশ্চিমী, ২৬৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৮

—ইহার গঠনতন্ত্র, ২৬৮

সঞ্চয় (বা স্তুপীকরণ), ২

সতীদাহপ্রথা, ১২০, ১২৩

—ইহার অবসানের আইন, ১২০

—ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১২৩

সত্তা, ৯৮, ১২১, ১৪৪, ১৪৯, ১৭৭, ২৩৬, ২৪৩

—অত্মনিরপেক্ষ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ, ১০৬

—মানবের বা ব্যক্তির, ১২২, ১৪২

—ইহার লোপ, ১৪২

—মানবের চেতনানিরপেক্ষ, ১৪৪, ১৭৭

—ভগবৎ, ১৪২, ২৫২

—অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহের, ১৬৭

—আত্মার স্বাধীন অভৌতিক, ২৩১

—নৈতিক বা আধ্যাত্মিক, ২৪৫

—পরম, ২৫৩

সত্তাবাদ, ২৪৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৩

—ইন্দ্রিয়াতীত, ২৫২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫২

সত্য, ১৬৭, ১৭২, ২১৭, ২৩০-২৫৩

—বাস্তব, ৯৮, ১৪৪

—মূল, ১৫৩

—আপেক্ষিক, ১৭২, ২৫৩, ২৫৪

—সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫৩-৫৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫৩

—ঐ সম্বন্ধে স্পিনোজার মত, ২৫৩

—ঐ „দেকার্তের মত, ২৫৩

—ঐ সম্বন্ধে মার্ক্সের মত, ২৫৩

—ঐ „লেনিনের মত, ২৫৩

—বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে ২৫৩

সত্য,

- স্বতঃসিদ্ধ, ২৫৩
- প্রমাণনিরপেক্ষ, ২৫৩
- ইহার উৎস, ২৫৩
- পরম বা নিরপেক্ষ, ১, ২৫৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫৩

সত্য্যগ্রহ, ৮৭, ২১৭

- গান্ধীজির, ৮৭
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৭
- ভারতের, ২১৭
- দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ২১৭
- গোয়াবাসী ও ভারতীয়দের, ২১৭

সনদ, ১১৫, ১৫১, ১৮৭, ২৩২

- স্বাধীনতার, ১১৫
- ঐ, বিবরণ, ১১৫
- ব্যক্তিগত স্বাধীনতাসম্বন্ধীয়, ১১৫
- জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের, ১৫১, ২৩২
- ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির, ১৮৭

সম্ভাসবাদ, নৈরাশ্রিবাদী, ৮

সন্দেহবাদ, ১৮৩, ২১৭

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২১৭

সভা, পার্টির, ৭৮

সভ্যতা, ৩৫, ৩৬, ১৪৩, ১৫০, ১৮০, ২১৫

- মানব, ২, ১৮০, ১৮৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৬-৩৭
- ইহার বিভিন্ন স্তর, ৩৬-৩৭
- মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার, ৩৬
- হেলেনীয়, ২৪
- বিশ্বের, ১৫০
- ইউরোপীয়, ১৮০
- মার্কিন, ১১৫
- আধুনিক, ১৮৬
- ইহার জন্ম, ইউরোপে, ১৮৬
- নব বা নবীন, ভারতের, ১৮৭
- জাতীয়, ভারতের, ১৮৭
- ইংরেজ, ১৮৮
- পাকিস্তান, ১২২, ১২৪
- মুসলিম, মধ্যযুগের, ২১৬

সভ্যতার যুগ (বা স্তর),—‘সভ্যতা’ দ্রষ্টব্য

সমতা, ৭৬

- সমাজের মোট পণ্য ও প্রচলিত মূল্য-
সমষ্টির, ১০১

সমতাবাদ, ৭৫

- ইহার ব্যাখ্যা, ৭৫

সমতাবাদীদল বা সমতাস্থাপকদল, ১১৩, ২০৩

- ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ১১৩
- ইহাদের বিদ্রোহ, ১১৩, ২০৩

সমতাবাদীদের ষড়যন্ত্র, (‘ফরাসীবিপ্লব’ দ্রষ্টব্য),
২০৬

সমত্বয়, ৭৬, ২৪৬

- ঐ, সংজ্ঞা, ৭৬

সমত্বয়বাদ, ১৮২

সমবায়, ২২৩

- সমাজবাদী, ১৪৫

ইহার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার
পরিচালনা, ১৪৫

সমবায়-আন্দোলন, ২২২

- ইংলণ্ডের, ২২২

সমবায়সম্মত, ৫০, ৫২, ১৪৬

- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫২
- শিল্পীয় (কর্পোরেশন), ৫৩
- ইহার ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র, ৫৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৫৩
- রবার্ট ওয়েন কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা, ১৪৬

সময়-মজুরি,

- ‘মজুরি’ দ্রষ্টব্য

সমর, ‘যুদ্ধ’ দ্রষ্টব্য

সমরনায়ক, জাপানী, ৮১

- রুটিশ, ২৬৭

- মার্কিন, ২৬৭

সমরবাদ, ১৩৭

সমরসম্ভার, ১৪৩

সমষ্টিবাদ, ৭

সম্মাচার দর্পণ, ১২৫

সমাজ, ৬, ৮৮, ১১১, ১১৬, ১১৮, ১১৯,
১২১, ১২৪, ১২৯, ১৩৪, ১৪৪, ১৫৬,
১৫৮, ১৫৯, ১৬৯, ১৭০, ১৭১,
১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৮, ২০১,
২২২, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৪২, ২৪৫,
২৫০, ২৫৭, ২৫৯, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭

সমাজ,

- বুৰ্জোয়া বা ধনতান্ত্ৰিক, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ৭০, ৭৮, ১৩৭, ১৫২, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ২১২, ২৩৭, ২৪২, ২৫২, ২৬৬
- সামন্ততান্ত্ৰিক, ৩০, ৪১, ৬৩, ৬৮, ১০২, ১১৮, ১২৬, ১৬৫, ২৩২, ২৫৫, ২৫৬
- সমাজতান্ত্ৰিক, ৩২, ৫১, ৫২, ৫২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১৩৭, ১৫৬, ১৫৭, ২০৬, ২০৭, ২২২, ২২৩, ২২৭, ২৩৩, ২৩৮
- কমিউনিস্ট, শ্ৰেণীহীন, ৬৫, ৭৬, ১২০, ২০৩, ২০৬
- ইহাৰ বিকাশ ও পৰিবৰ্তনেৰে নিয়মাবলীৰ বিশ্লেষণপদ্ধতি, ৬৭
- ইহাৰ সমাজতান্ত্ৰিক স্তৰ হইতে কমিউনিস্টস্তৰে প্ৰবেশ, ৭৬
- মূলধনী, ১৬৮
- নৈরাশ্ৰবাদী, ৮৮
- ইহাৰ সম্বন্ধে গান্ধীৰ ধাৰণা, ৮৮
- শ্ৰেণীহীন (গান্ধীবাদী), ৮৮
- আদৰ্শ, ৮৮
- প্ৰতিক্ৰিয়াশীল, মধ্যযুগেৰে, ১৮০
- রাষ্ট্ৰহীন, ৬
- ইহাতে ব্যক্তিৰ স্থান, ৮৮
- গ্ৰাম্য সত্যাগ্ৰহী, ৮৮
- অহিংসাৰ ভিত্তিতে গঠিত, ৮৮
- উন্নতস্তৰেৰে, ৮২, ১১২
- ব্যক্তিকেত্ৰিক, ৮২
- মানব, ১১১, ২২০
- ইহাতে আইনেৰে সৃষ্টি, ১১১
- ইহাৰ ভিত্তি, মাৰ্ক্সবাদ অনুসারে, ১১৮
- ইহাৰ বিভিন্ন স্তৰ বা শ্ৰেণী, ১৩৫
- বৰ্তমান, ১৪৪
- ইহাৰ অবস্থা, ১৪৪
- বয়োজ্যোষ্ঠেৰে শাসনমূলক, ১৫০
- ঐ, ব্যাখ্যা, ১৫০
- ইহাৰ স্থিতি ও বিকাশ, ১৭১
- ইহাৰ আমূল সংস্কাৰ, ১৭২
- ইউৰোপেৰে, ১৮২, ১৮৩, ১৮২
- বঙ্গীয়, ১৮৭, ১৮৮, ১৮২, ১২০

সমাজ,

- ভাৰতেৰে, ১৮৭, ১২১,
- ইহাৰ অঙ্ককাৰযুগেৰে অবসান, ১৮৭
- পুৰাতন, ২০০
- ইহাৰ ধৰ্মসেৰে উপায়, ২০০
- দাসপ্ৰথাযুক্ত, ২২০, ২৪২
- ইহাৰ ভিত্তি, ২২০
- আদিম কমিউন, ২২০
- আদৰ্শ, সমাজবাদেৰে ভিত্তিতে, ২২২
- কাল্পনিক, ২২৭, ২২৮
- সমাজতান্ত্ৰিক ধাৰেৰে বা সমাজতান্ত্ৰিক আদৰ্শেৰে, ২২৮
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২৮-২২৯
- শ্ৰেণীবিভক্ত, ২৩২
- ভবিষ্যতেৰে, ২৪৫
- সমাজজীবন, ১২১, ১৬৭
- সংস্কৃতিগত, ১৩৩
- সমাজতত্ত্ব, ১০, ৩৬, ১৭৫, ২১৮
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২২-২৩০
- ইহাৰ বিষয়বস্তু, ২২২
- সমাজতত্ত্ব (বা সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ), ৩২, ৪৪, ৫১, ৫২, ৫২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৮, ৮৬, ৯২, ১২০, ১৩৭, ১৫৩, ১৫২, ১৭২, ২০১, ২০৭, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৪০
- ইহাৰ জন্ম, ৫২
- ইহাৰ লক্ষ্য, ৬৪
- শ্ৰেণীদ্বন্দ্বেৰে পৰিণতি হিচাবে, ৬৮
- ইহাৰ তাৎপৰ্য, ৭০, ১৩৭
- মাৰ্ক্সীয়, ৭১
- ইহাৰ নীতি, ৭৬
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২২-২৮
- ইহাৰ বিবৰণ, ২২২-২৮
- ইহাৰ পূৰ্বস্তৰ, ১৪১
- ইহাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম, ১৭২
- রাষ্ট্ৰীয়, ২৪১
- সমাজতান্ত্ৰিক আদৰ্শেৰে বা ধাৰেৰে সমাজ—
- ‘সমাজ’ দ্ৰষ্টব্য
- সমাজতান্ত্ৰিক পদ্ধতি ২৪৬

- সমাজতাত্ত্বিক পুনর্গঠন,
—‘পুনর্গঠন’ দ্রষ্টব্য
- সমাজতাত্ত্বিক প্রথা, ১৭১
- সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, ৩২, ৪০, ৪১
- সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র, ১৮, ১৩৭
- সমাজনীতি, ৮৭, ১৬৩, ২১৪, ২৫৩
—প্রাতোর, ১৬৩
- সমাজপ্রগতি, ১৫৩, ১৮৮
- সমাজবাদ, ৬, ২২, ৩০, ৭৮, ১০৩, ১৩৭, ১৪৬, ১৫০, ১৫৩, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৬২
—ইহার উদ্দেশ্য, ৩১
—খৃষ্টীয়, ৩৫, ২২৬
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২৬
—কমিউনিজম্-এর প্রথমস্তর রূপে, ৪৫
—ফেবিয়ান, ৭৮, ২২৬
—জাতীয় (‘নাৎসিবাদ’ দ্রষ্টব্য), ১৩৭, ১৩৮
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৭
—কাল্পনিক, ৮৩, ১২৪, ১৪৫, ১৪৬, ২২২, ২২৪, ২২৭, ২২৮, ২৩৭, ২৫৯
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২৭-২৮
—কারিগরসম্বন্ধের ভিত্তিতেগঠিত, ৯৩, ২২৬
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২২৬-২৭
—ফরাসী, ১১৮
—মার্ক্সীয়, ১১৮, ২২৬, ২২৭
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২২৬-২৭
—ফরাসী কাল্পনিক, ১২৪
—বিজ্ঞানসম্মত, ১২৪ ২২৩, ২২৭, ২২৮
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২২৭
—রাজনৈতিক শক্তিরূপে, ২২৩
—সমবায়মূলক, ২২৬
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২২৬
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২২-২৮
—গিন্ড-, ৯৩, ২২৬, ২২৭
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২৬-২৭
—রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত, ২২৭, ২৪১
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২৭
—ট্রেডইউনিয়নভিত্তিক, ২৪৫
—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৫-৪৬
- সমাজবাদী, ২২১, ২২৫, ২২৬
—কাল্পনিক, ৮৩, ৮৪, ১০২, ১৪৬, ২২২, ২২৭, ২২৮
—দক্ষিণপন্থী, জার্মানীর, ২২৫
—স্বতন্ত্র, ২২৫
—‘আড়াই আন্তর্জাতিক’গঠন, ২২৫
—দক্ষিণপন্থী, ২২৬, ২৫১
—বামপন্থী, ২৫১
- সমাজবাদীদল বা পার্টি, ৭৮, ২২৩, ২২৪, ২২৫
—গ্রেট ব্রিটেনের (লেবারপার্টি), ১০৭,
—ইউরোপের, ২২৪
—বামপন্থী, জার্মানীর, ২২৫
—‘স্পার্টাক্সলীগ’ গঠন, ২২৫
—দক্ষিণপন্থী, জার্মানীর, ২২৫
—শ্রমিকবিপ্লব বার্থকরণ, ২২৫
—শাসনক্ষমতা দখল, ২২৫
—ধনতন্ত্রের সহিত আপস, ২২৫
—বিপ্লবী, ২২৫
—‘কমিউনিস্ট পার্টি’ নাম গ্রহণ, ২২৫
—ফ্রান্সের, ২৪৯
- সমাজবিকাশ, ৬৮, ৬৯, ১০৮, ১২১, ২২৭
—ইহার মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ, ১২১
- সমাজবিজ্ঞান (বা সমাজবিজ্ঞা), ১০, ৩৬, ২২৯
—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২৯-৩০
—ইহার বিষয়বস্তু, ২২৯
- সমাজবিপ্লব, ৮৮, ২০৭, ২১৪, ২৪৫
—নৈরাশ্রবাদী, ৮৮
—সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম, ২০৭
- সমাজব্যবস্থা, ৮৩, ৯৫, ১৮৭, ২০১, ২২২, ২২৩
—সামন্ততাত্ত্বিক, ১৫২, ১৬৩, ২১৮
—নূতন, গান্ধীর, ৮৮
—স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম সমাজতাত্ত্বিক, ৮৩
—কমিউনিস্ট, ১৪১
—বয়োজ্যোষ্ঠের শাসনমূলক, ১৫০
—ভারতের প্রাচীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও গ্রাম্য, ১৮৬
—ইহার ভাঙন ও অচলঅবস্থা, ১৮৬
—ভারতের আধুনিক, ১৮৭
—বুর্জোয়াশ্রমিক, ২০১

সমানাধিকার, ১৩৭

সমান্তরবাদ, ১৪২, ১৫০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭২-৫০

সমুদ্রাবরোধ, ২২

সম্পর্ক (বা সম্বন্ধ), ২৫৭, ২৫৮

—বিভিন্নশ্রেণীর পারস্পরিক, ২৫৭

—সামাজিক, ২৫৮

—ক্ষেত্রের সহিত পণ্যের, ২৫৮

—সরবরাহ ও চাহিদার, ২৬০

সম্পত্তি, ৫৬, ১৩৮, ২১২, ২২২, ২২৩, ২৪৪, ২৪৮, ২৫৪, ২৫৯, ২৭৩

—ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিভিত্তিক, ৫৬, ৬৩, ১৫৯, ১৬৯, ২২২

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬৯

—সামাজিক, ১৩৭

—বুজোয়া, ৫৭

—চলতি, ১১৪

ঐ, সংজ্ঞা, ১১৪

—জনসাধারণের, ১১৯, ১২০, ১৫৮

—যৌথ, জনগণের, ১৩৮

—‘সর্বসাধারণের’, ২১১

—সামাজিকব্যবস্থারূপে, ১৬৯

—ইহার সম্পর্ক, ১৭১

—ইহার ‘পবিত্র, অলঙ্ঘনীয় ও স্বাভাবিক অধিকার’, ২০৪, ২১২

ঐ, ধ্বনি, ২০৬

—ইহা ভোগের অধিকার, ২১২

—জাতীয়, ২২৩

—ভূমি বা ভূ-, ২৫৪

—ইহার মালিকানা, ২৭৩

—বৃহৎ, ২৭৪

সম্পত্তিপ্রথা, ২১২

—সামন্ততান্ত্রিক, ২১২

—ব্যক্তিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক, ২১২

সম্পদ, ১৩৮, ১৫৬, ২৬৭, ২৬৮

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬৭-৬৮

—জাতীয়, ১৩৮, ১৫৬, ১৬৫, ২২২, ২৬৮

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৮, ২৬৮

ইহার পরিমাণ নির্ধারণের উপায়, ২৬৮

সম্পদ,

—ব্যক্তিগত, ১৩৮, ২৬৮

—‘সার্বজনীন’, ১৩৮

—খনিজ, ১৪৮, ১৭১

—ইহার একমাত্র উৎস, ১৫৬

—প্রাকৃতিক, ১৭১, ১৭৭

সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, ২৫০

সম্মানিত বাহিনী, ১১৩

—ঐ, ব্যাখ্যা, ১১৩

সম্মেলন, ৫২, ৬২, ১৫১, ১৭৮

—বিশেষ, ৫২, ২০৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ৫২

—আন্তর্জাতিক, ৬২

—বিশ্বশান্তি-আন্দোলনের, ১৫১-৫২

—ধর্মবিপ্লববিরোধী, ১৭৮

সরকার (‘গভর্নমেন্ট’ দ্রষ্টব্য),

—কেন্দ্রীয়, ৭২

সরকার, যত্ননাথ, ১৮৭

—*India Through Ages*, ১৮৭

সরবরাহ ও চাহিদা, ২৪৪, ২৫৮, ২৬০

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৪

সর্বচেতনাবাদ, ১৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪২

সর্বজীবতত্ত্ববাদ, ২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২

সর্বমতসম্মতবাদ, ৭৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৭৩

‘সর্বসাধারণের সম্পত্তি’, ২১১

সর্বেশ্বরতত্ত্ববাদ, ১৪২, ২৪১

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪২

সর্বেশ্বরবাদী, ২৪১

সর্বোদয়, ২২২

সহঅবস্থান, ১৫

সহঅবস্থাননীতি, ৩৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৩৮-৪০

—ইহার পঞ্চনীতি বা ‘পঞ্চনীল’, ৩৯, ৮২

ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৩৯-৪০

সহজজ্ঞানবাদ, ১৩৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৩৮

সহজপ্রত্যাক

—‘সহজাতজ্ঞান’ দ্রষ্টব্য

সহজাতজ্ঞান,—‘জ্ঞান’ দ্রষ্টব্য

সহজিয়াপন্থ, ১৫৫

সহযোগিতা, ১৪২, ১৭১, ২৪২

—সক্রিয়, ৮৫, ৮৬, ৮৭

—আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের, ১৪৭

—মানসিক ও শারীরিক ঘটনাবলীর মধ্যে,
১৪২

—অর্থ নৈতিক, ২৬৮

সাইপ্রাস, ৭৬

সাইবেরিয়া, ২০৮

সাইমণ্ড, জে. এ., ১৮১, ১৮৩

—‘রিনাসান্স’-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ১৮১

—ইউরোপীয় রিনাসান্স-এর তাৎপর্য সম্বন্ধে
উক্তি, ১৮১—*The Renaissance in Italy*, ১৮১

—ক্লোরেন্সনগরীর গুরুত্ব সম্বন্ধে, ১৮৩

সাংখ্যদর্শন, কপিল প্রবর্তিত, ১৫৪, ১৫৫

সাঁদ, জর্জেস, ২১৪

সাদী, শেখ, ২৪৩

সাধারণতত্ত্ব, ৪৩, ৪২, ৮২, ১৪৭, ১২২, ২০৫,
২৩২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৩, ১২২

—জাতিসমূহের, ৪৩

—ফরাসীদেশের, ২০৫

ঐ, বিবরণ, ৪৩-৪৪

—ইংলণ্ডের, ২০৩

—প্রাচীন রোমের, ৭০, ২২০

—সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, ৮৮

—আমেরিকা মহাদেশের, ১৪৭

—প্রাচীন গ্রীসের, ২২০

— „ এথেন্সের, ২৩০

—গণতান্ত্রিক, পার্লামেন্টের ভিত্তিতে, ২৪০

—জার্মান, ২৫০

—অভিজ্ঞাতবর্গের, ২৩২

—গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া, ২৩২

সাধারণতত্ত্বদ্বীদল (‘রিপাবলিকান পার্টি’ দ্রষ্টব্য),

৬৫, ৭৮, ১২২, ২৩৪

সাধারণতত্ত্বদ্বীদল,

—ঐ, বিবরণ, ১২২-২০০

—স্পেনের, ৭৮, ২৩৪

সাধারণপরিষদ,

—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের, ২১২, ২৫৪,
২৫৫, ২৬২

সাধারণ সংকট, ধনতত্ত্বের, ৩৩

সানফ্রান্সিস্কো, ২৫৪

‘সানস্পট-থিওরি’,

—‘সংকট’ দ্রষ্টব্য

সামন্ততত্ত্ব বা প্রথা বা (সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-

ব্যবস্থা), ৩০, ৪১, ৬৩, ৮০, ৮১,

১১১, ১১৮, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৭,

১৩৬, ১৪১, ১৫০, ১৬৫, ১৭১, ১৮০

১৮২, ১৮৬, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৬,

২০৭, ২১৪, ২২৬, ২৫৬, ২৭৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮০-৮১

—ইহার পূর্বসূত্র, ১৫০

—ইহার বিভিন্ন রূপগ্রহণ, ৮০-৮১

—ঐ, ফরাসীদের, ১৮৩, ২০৪

—ইহার ধ্বংসাবশেষ, ৮১, ১৬৫

—ইহার ধ্বংস বা অবসান, ১০৮, ১২৬,
১৪১, ১৮৬

—ইহার উপর বস্তুবাদী দর্শনের আক্রমণ,

১২২

—ফরাসী, ১২৪

—ইংলণ্ডের, ২৫২

সামন্তপ্রভু, ১২৭

সামন্ততান্ত্রিকশ্রেণী, ৬৪

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ—‘সমাজ’ দ্রষ্টব্য

সামবেদ, ১৫৪

সাময়িক পশ্চাৎ অপসরণের নীতি, ১৪১

সামাজিক অবস্থা, ১৬৮, ১৭৭, ১৮০, ১৮৩

—বিশেষ, ১৬৮

—শোষণমূলক, ১৭৭

—পরিবর্তনশীল, ১৮০

সামাজিক উন্নয়ন, ১১৩

—সংস্কারের দ্বারা, ১১৩

সামাজিকতত্ত্ব, ক্রুশোর, ২৩৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৭-৩৮

সামাজিক বিকাশ, ১২১

—ইহার মার্কসীয় বিশ্লেষণ, ১২১

সামাজিকরূপদান,—‘সামাজিকীকরণ’ দ্রষ্টব্য

সামাজিক সম্পর্ক বা সম্বন্ধ, ১৭০, ২৫৮

—ইহার গণ্ডীর মধ্যে উৎপাদন-ক্রিয়া, ১৭০

—‘সম্পর্ক’ বা ‘সম্বন্ধ’ দ্রষ্টব্য

সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণতকরণ,

—‘সামাজিকীকরণ’ দ্রষ্টব্য

সামাজিকীকরণ, ২২২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২২

—ঐ, উৎপাদন-ব্যবস্থার, ২২২

সাম্প্রদায়িক নির্বাচন, ১৩২

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কলিকাতার, ১৩৩

সাম্য, ৬৩, ১১৩

সাম্য প্রবন্ধ, ১২৬

‘সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা’র আদর্শবাণী, ৬৩,

১২৩, ১২৪, ২০৬

সাম্যবাদ (কমিউনিজ্‌ম্), ৪৪, ২২৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৪-৪৬

—আদিম, ৪৫, ১৬৮

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪৫

সাম্রাজ্য, ২৪, ২৫, ৪৩, ১৮৭, ২৫০

—ব্রিটিশ, ২৪-২৫, ৪৩, ১৮৭

—জার্মান, ২২, ১৪৮, ২৫০

ইহা স্থাপনের আন্দোলন, ১৪৮

ঐ, তৃতীয়, ২৫০

—অষ্ট্রীয়, ২২

—রুশীয়, ২২

—পশ্চিম বা ল্যাটিন,

‘রোমসাম্রাজ্য’ দ্রষ্টব্য

—পূর্ব বা গ্রীক,—‘রোমসাম্রাজ্য’ দ্রষ্টব্য

—মুসলিম, ১৪২

সাম্রাজ্যবাদ, ৩৫, ৪২, ৬৪, ৮৬, ৯২, ১১০,

১৪১, ১৪৭, ১৬০, ২০০, ২০১, ২০৭,

২৫৬, ২৭৪

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৯২-১০০

—ইহার পররাজ্য গ্রাসের মতবাদ, ৩৫

—ইহার দ্বারা জাতিবিশেষ প্রচার, ৩৫

—ইহার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ৩৭

সাম্রাজ্যবাদ,

—ইহার রাজনৈতিক প্রভুত্ব, স্বাধীনতার
মারফত, ৪২

—আক্রমণাত্মক, ১৩৭

—ইহার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ৮১

—ধনতন্ত্রের বিকাশদ্বারার উচ্চতর বা
শেষস্তর, ৯২

—একচেটিয়া ধনতন্ত্রের স্তররূপে, ৯২

—মহাজনী মূলধন বা একচেটিয়া কারবারী-
সঙ্ঘের যুগ, ৯২

—স্তালিনের সংজ্ঞা, ৯২

—এই যুগের ব্যাখ্যা, ৯২

—ইহার বিকাশের বিভিন্নস্তর, ৯২

—ইহার জগৎ অবস্থা, ৯২

—ইহার মূল বৈশিষ্ট্য, ৯২-১০০

—বিদেশী, ১৩১

—ইহার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী ঐক্যবদ্ধ
সংগ্রাম, ১০৪

—ইহার বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকদের
ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ১০৮

—এ্যাংলো-আমেরিকান, ১০২

ইহার বিরুদ্ধে শান্তি সংগ্রাম, ১০২

—ইহার বিরুদ্ধে কোরিয়া, মালয় ও
ভিয়েতনামের সংগ্রাম, ১০২

—ইহার দুর্বলতা, ২০৭

—ব্রিটিশ, ২৭১

—অতি বা অতিরিক্ত বা চরম, ৪২,
২৪৩

ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৩

—হৃদযোয়ী, ২৫৬

এই কথাটির ব্যবহার, ২৫৬

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, আন্ত-
জাতিক, ৪৭

—ইহার সহিত ভারতীয় কংগ্রেসের
সংযোগস্থাপন, ৪৭

সাম্রাজ্যবাদী, ১০৭, ২২১, ২২২

—ব্রিটিশ, ১৫০, ২৩২

—মার্কিন, ১৫০, ২৩২

—উগ্র, সমাজবাদের ছদ্মবেশে, ২২১

সাম্রাজ্যবাদীদেশ, ৭২
 সাম্রাজ্যবাদী বেটনী, 'বেটনী' ভ্রষ্টব্য
 সাম্রাজ্যবাদী বা সাম্রাজ্যবাদের যুগ, ৫২, ৮১,
 ৮২, ১০০, ১১৩
 সাম্রাজ্যবাদী শ্রমিক, ১০০
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০০
 সাম্রাজ্যবাদী নীতি, ২৭৬
 —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ২৭৬
 সারাসেন বা সারাসেনজাতি, ২১৫, ২১৬
 —এই নামের উৎপত্তি, ২১৫
 —ইহার বিবরণ, ২১৫
 —ইসলামধর্মে দীক্ষা, ২১৫
 —বিভিন্ন দেশ জয়, ২১৫
 —বহুমুখী সাফলা, ২১৫
 সারাসেনরাজা, ২১৫
 —বাগদাদের, ২১৫
 —স্পেনের, ২১৫
 সারাসেন-সংস্কৃতি, ২১৬
 সারাসেন-সভ্যতা, ১২, ২১৫
 —ঐ, বিবরণ, ২১৫-১৭
 সার্বভৌম ক্ষমতা, ২১২,
 সার্বভৌমত্ব, ২৩২, ২৩৩, ২৩৭
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩২-৩৩
 —ভারতের, ২৩২
 —আভাস্তরিক, ১০২, ২৩৩
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩৩
 —বহিঃ বা বাহিরের, ৭৭, ২৩৩
 ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩৩
 —ফরাসী জাতির, ২০৪, ২১২
 —পারলামেন্টের, ২০৩
 সার্বিয়া, ৮৪
 সার্লমেন, সম্রাট, ৯৬, ২১৭
 —লাটিন বা পশ্চিম রোমসাম্রাজ্যের পুনঃ-
 প্রতিষ্ঠা, ৯৬
 —দার্শনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা, ২১৭
 সার্লভেদরি, মাসিনো, ২৭৪
 —*A European Looks at Ame-*
rican Capitalism
 সালিশ, জাতিসংঘের, ১১২

সালিশী, শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ
 সংক্রান্ত, ১২
 —ইহার মার্ক্সবাদী সমালোচনা, ১২
 —ইহার আদলভের কাজ, ১২
 —ধনতান্ত্রিকরাষ্ট্রে ইহার কাজ, ১২
 —এই সম্বন্ধে সংস্কারবাদীদের নীতি, ১২
 সাহিত্য, ৮২, ১৩৬, ১৭৭, ১৮০, ১৮১, ১৮৫,
 ১৮৬, ১২৪, ১২৫, ২৪৫, ২৪২
 —ইহার ক্ষেত্রে বাস্তবতাবাদ, ১৭৭
 —উন্নত, গ্রীসের, ৯৪, ১৮১, ২১৩
 —মার্ক্সীয়, ৯২
 —রোমান, ১৮১, ২১৩
 —ইতালীয়, ১৮৩
 —জাতীয়, স্পেনের, ১৮৪
 —ভারতের, ১৮৬, ১২৭
 —বাংলা, ১২৬, ১২৭
 —হিন্দু, ১৮৭
 —নূতন, বাংলাদেশে, ১৮২
 —ঐ, ভারতের, ১২৫-২৭
 —হিন্দি, ১২৭
 —তামিল, ১২৭
 —মারাঠী, ১২৭
 —তেলেগু, ১২৭
 —ভাবকল্পনাপূর্ণ, ২১৩
 —আর্থ, ২৪২
 —প্রাচ্য, ২৪২
 সাহিত্যিক, ১৭৭, ১৮৩
 —ইহাদের কর্তব্য, ১৭৭
 সি-আই ও, ৪২
 —ঐ, বিবরণ, ৪২
 'সিংকিং ফাণ্ড', ২১২
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ২১২
 সিংহ, কালীপ্রসন্ন, ১২৬
 —মহাভারত-এর নূতন অনুবাদ, ১২৬
 —ছতোমপ্যাচার নক্সা, ১২৬
 সিংহল, ৪১, ৪৩
 সিদ্ধাপুর, ২৩২
 সিদ্ধান্ত, যুক্তিহীন, ('গৌড়ামি' ভ্রষ্টব্য), ৭২
 'সিঙিকার্ট', ২৪৫

সিণ্ডিকালিজ্‌ম্, ২৪৫

‘সিণ্ডিকেট’,—‘বাণিজ্যসম্ভ’ দ্রষ্টব্য

সিঙ্গি ফার্টলাইজার ওয়ার্কস্, ১৬২

সিঙ্কুদেশ, ১৩৩

সিরিয়া, ১১৬, ১৪৮, ২১৫

—আরবীয় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তিস্থল,
১৪৮

‘সিয়াটো’ (‘দক্ষিণপূর্ব-এশিয়া চুক্তিসংস্থা’
দ্রষ্টব্য), ২৩১, ২৩২

সীতার বনবাস, ১২৫

সীতারামিয়া, ডাঃ, ৪৭

সুইজারল্যান্ড, ৭২, ৮৪, ২১, ১১২, ১৪২,
২০৮, ২২৫

সুইডেন, ৫৪, ১৪২, ২৬২

সুইডেনবের্গ, ৫৩

—ঐহার দার্শনিক মতবাদ, ৫৩
ঐ, ব্যাখ্যা, ৫৩

সুখবাদ, ২৪

—ঐ, সংজ্ঞা, ২৪

—আত্ম, ৭৪, ২৪

ঐ, সংজ্ঞা, ২৪

—বিশ্ব-, ২৪

ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪

সুদ, ২৮, ৩৩, ৬১, ৭১, ১০২, ১১৬, ১৬৭,
১৭১, ১৭২, ১৯৭, ১৯৯, ২১২, ২৪৪,
২৫৫, ২৫৬, ২৬১

—ইহার উৎস, ২৮

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১০২, ২৫৫-৫৬

—ইহার মার্কসীয় ব্যাখ্যা, ১০২

—উদ্ভূতমূল্যের অংশরূপে, ১০২

সুদখোরী, ২৫৫, ২৫৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৫৫-৫৬

—আন্তর্জাতিক, ২৫৬

সুদেতানল্যাণ্ড, ১৩২, ১৪২

সুন ইয়াং সেন, ডাঃ, ১০৬

—কুমোমিনটাংপার্টির প্রতিষ্ঠা, ১০৬

সুফী, ২৪৩

—এই শব্দের অর্থ, ২৪৩

সুফীধর্ম, ২৪৩

—ইহার প্রধান লক্ষ্য, ২৪৩

সুফীমত বা সুফীবাদ, ২৪৩

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৩

সুবিধাবাদ, ১০৩, ১১২, ১৪৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৪৫

—ইহার মার্কসীয় অর্থ, ১৪৫

—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নীতিহিসাবে,
১০৩

সুবিধাবাদী, ১১২

সুয়েজখাল, ১২৮, ১৪৮

—ইহার রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ, ১৪৮

সুজনীশক্তি, ২৮, ১৮০

সেইল, লুই, ১০২

—*Speech in the W. F. T. U.*
Council, Nov. 51, ১০২

সেক্সপীয়র, উইলিয়ম, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪,
১৮৫

—ঐহার নাট্যসাহিত্য, ১৮১

—রোমিও এণ্ড জুলিয়েট, ১৮৩

—টুয়েল্‌ফ্‌থ নাইট, ১৮৩

সেচকার্ধ, ১৬১

সেন, কেশবচন্দ্র, ১৮২

—নবীনচন্দ্র, ১২৬

পলাশীর যুদ্ধ, ১২৬

সেনেকা, ২৪২

সেন্ট টমাস্, ২১৭

—যীশুখৃষ্টের পুনরুৎসর্গের সম্বন্ধে অবিশ্বাস
প্রচার, ২১৭

সেন্ট বুভে, ২১৪

সেন্ট সাইমন, ২২২, ২২৭, ২৩৭

—স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ-
ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার, ২২২

সেন্ট সাইমনবাদ, ২৩৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৭

সেভেরিনা, কলাশিলী, ৮৭

সেম বা সেমাইটশাখা, ১৭৬

—ঐ, বিবরণ, ১৭৬

‘সেফিস্ট’, ১৫৩, ২৩০, ২৩১

—এই শব্দের ব্যবহার, ১৫৩

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩০-৩১

- সোবিয়ৎ, ৬৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২২৩, ২৩৩
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৩-৩৪
- ইহার ভাষাগত অর্থ, ২৩৩
- নিম্নতর, ২৩৩
- উচ্চতর, ২৩৩
- ইহার রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র, ২৩৩-৩৪
- সোবিয়ৎ ইউনিয়ন, ৯, ৪০, ৭১, ৭৩, ৯২, ৯৩, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১১২, ১১৭, ১১৮, ১২৮, ১৩৮, ১৪১, ১৪৩, ১৫১, ১৫৬, ১৬০, ২২৬, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৬৮, ২৪০, ২৪৯, ২৫১, ২৫৪, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৬
- বৃহৎ শক্তিরূপে, ৯৩
- ইহার আন্তর্জাতিক মঙ্গীত, ১০২
- ইহার বিশেষ অবদান, ১৫৬
- ইহার নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা, ১৪১
- সাময়িক পশ্চাদ্গমনের নীতি, ১৪১
- ইহার উদ্দেশ্য, ১৪১
- ইহার উদ্ভোগে বিশ্বশান্তি-সম্মেলন, ১৫১
- ইহার ধ্বংসের চেষ্টা, ১৬০
- ইহার নূতন গঠনতন্ত্র (১৯৩৬), ২৩৩
- ইহার গঠনপ্রণালী, ২২৩-৩৪
- ইহার সর্বোচ্চ আইনসভা, ২৩৩
- সোবিয়ৎ কংগ্রেস, ২০৮
- সোবিয়ৎ গণতন্ত্র, ২৪০
- সোবিয়ৎতন্ত্র, ৯২
- সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র, স মা জ তা স্ক্রি ক—
- ‘সোবিয়ৎ ইউনিয়ন’ দ্রষ্টব্য
- সোবিয়ৎ রাষ্ট্র, ৬৪, ২৩৪, ২৬৮, ২৪০
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪০
- সোবিয়ৎ রিপাবলিক, ২৩৫
- রুশিয়ার, ‘সোবিয়ৎ ইউনিয়ন’ দ্রষ্টব্য
- জার্মানীর, ২৩৫
- ইহার ধ্বংস, ২৩৫
- সোবিয়ৎ সরকার, ২১১
- সোরেল, জর্জ, ২৪৬
- নৈরাষ্ট্রবাদী মতবাদ, ২৪৬
- সোশ্যাল ডেমোক্রেট, ৬৩, ২২২
- সোশ্যাল ডেমোক্রেটদল, ৩২
- জার্মানীর, ৩২, ২০০
- অষ্ট্রিয়ার, ৫৪
- ইউরোপের, ২০০, ২২১
- ইহার বিপ্লববিরোধী পার্টিতে পরিণতি, ২০০
- রুশিয়ার, ৭৪
- সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের আন্তর্জাতিক মৈত্রী, ৭
- ইহার অবসান, ৮
- সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা দল—
- ‘সোশ্যাল ডেমোক্রেটদল’ দ্রষ্টব্য
- সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি, রুশিয়ার, ১২৬
- ইহার উপদল, ১২৬
- ইহার দ্বিতীয় কংগ্রেস, ১২৬
- ‘সোশ্যাল ডেমোক্রেসি’, ২২২
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২২
- সোশ্যালিস্ট পার্টি বা দল, ৮৬, ১২০, ২৩৪
- জার্মান, ৩২, ২০০
- অষ্ট্রীয়, ৫৪
- ইউরোপের, ২০০
- স্পেনের, ২৩৪
- ইহার বিপ্লববিরোধী পার্টিতে পরিণতি, ২০০
- সোশ্যালিস্ট (বা সোশ্যাল) রেভলিউশনারী দল, ৩, ২০৮, ২১০, ২১১
- ‘সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অফ দি বেঙ্গলী ল্যাক্সেয়েজ এণ্ড লার্নিং’, ১২৫
- সৌন্দর্যতত্ত্বশাস্ত্র, ২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২
- সৌদী আরব, ১২৮
- সৌভ্রাত, বিশ্বজনীন, ২৪৯
- স্কট, ওয়ান্টার, ২১৪
- স্কটল্যান্ড, ১৭৮, ২০৩, ২৬৮, ২৭০
- ‘স্কটিশ এডুকেশনাল মিশন’, ১২০
- স্কটিশচার্চ কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১২০
- ‘স্কলারশিপসিঙ্ক’ ২১৭
- এই শব্দের উৎপত্তি, ২১৭

‘মূল বুক সোসাইটি’, ১২০

স্টালিং, ২৪১

স্টালিং-অঞ্চল, ২৪১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪১

স্টেটিন বন্দর, ১০৫

স্টো, হ্যারিয়েট ই. বি., ২২১

—টমকাকার কুটির, (*Uncle Tom's Cabin*), ২২১

‘স্ট্যাম্প-অ্যাক্ট’, ২০২

স্তাল্, ২

—সর্বজীবতত্ত্ববাদ সম্বন্ধে, ২

স্তালিন, জে. ভি., ৪০, ৪১, ২০৮, ২০৯, ২৩৩, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৫২

—জমির যৌথকরণ সম্বন্ধে, ৪০

—*History of the C. P. S. U. (B)*, ৪৫, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭৫, ১৪২, ১৭১, ২২০

—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সংজ্ঞা, ৭১

—*Leninism*, ৪০, ৪১, ৭১ ২২, ১১৩, ২৩৩, ২৩৯, ২৪০, ২৫২

—সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা, ২২

—লেলিনবাদের সংজ্ঞা, ১১৩

—জাতি শব্দের সংজ্ঞা, ১৩৩

—*Marxism and National Question*, ১৩৩

—জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে উক্তি, ১৩৩

—সোবিয়তের সংজ্ঞা, ২৩৩

—রাষ্ট্রের মূল কাজ সম্বন্ধে উক্তি, ২৩২

—সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উক্তি, ২৪০

—ট্রেডইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে মত, ২৫২

সুপীকরণ, ২

—ঐ, ব্যাখ্যা, ‘মূলধন’ দ্রষ্টব্য

স্বীকৃতি, ১২৩

স্বাধীনতাবাদ, ৮০

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৮০

স্থাপত্যশিল্প, ২১৬

—ঐ, গ্রীসের, ২৪

স্বায়ত্ব, ৪০, ১৫১, ২৪২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ৪০

স্পর্শনিষেধ, ২৪৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪৬-৪৭

স্পার্টাকাস, ২২১, ২৩৪

—ইতালীর দাসবিদ্রোহের নেতৃত্ব, ২২১ ২৩৫

—তাঁহার পরিচয়, ২৩৫

স্পার্টাকাসপন্থী (জার্মানীর) ২৩৪, ২৩৫

—ঐ, ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ২৩৪

—‘কমিউনিস্ট পার্টি’ নামগ্রহণ, ২৩৫

স্পার্টাকাস-বিদ্রোহ, ২২১, ২৩৫

‘স্পার্টাকাস-লীগ’, ২২৫

‘স্পার্টাকাসিস্ট’—‘স্পার্টাকাস-পন্থী’ দ্রষ্টব্য
স্পিনোজা, বেনিডিক্ট, ১, ১২৪, ১৪২, ২৩৬, ২৫৩

—পরম সম্বন্ধে, ১

—তাঁহার দার্শনিক মত, ১২৪, ১৪২, ২৩৬
ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৬

—সত্য সম্বন্ধে মত, ২৫৩

স্পীকার, ২৭

স্পেন, ১৭, ১৮, ৮১, ৮৬, ৯৩, ১৪২, ১৮৪, ২১৫, ২১৬, ২২৬, ২৩৪, ২৪৩, ২৪৬, ২৫০

—সাধারণতন্ত্র, ১১

—ইহার গৃহযুদ্ধ, ৭৮, ১৪৩

—পপুলারফ্রন্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা, ৮৬

—মুন্দের কবল হইতে মুক্তি, ১৮৪

স্পেন্সার, হার্বার্ট, ১০, ১৭২, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৬

—সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে, ১০

—ধর্মের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মত, ১৭২

—তাঁহার সমন্বয়ী দর্শন, ২৪৬

স্পেন্সার, এডমণ্ড, ১৮৩, ১৮৫

স্পেন্সারবাদ (বা স্পেন্সারের দর্শন), ২৩৫, ২৪৬

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৫-৩৬

স্বর্ণমান, ৬৬, ৯০, ৯১, ২৪১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৯০-৯১

—ইহা তুলিয়া দেওয়ার তাৎপর্য, ৬৬

—বিভিন্ন প্রকারের, ৯০

—পূর্ণ, ৯০

—ঐ, ব্যাখ্যা, ৯০

স্বর্ণমান,

—পিণ্ড বা পিণ্ডাকার, ২০

ঐ, ব্যাখ্যা, ২০

—বিনিময়, ২০

ঐ, ব্যাখ্যা, ২০-২১

স্বর্ণযুগ, স্পেনের, ১৮৪

স্বতঃসিদ্ধ, ১১, ১৭৭

স্বতন্ত্রতাবাদ, 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' দ্রষ্টব্য

স্বত্ব, ব্যক্তিগত, ২৩২

স্বদলপোষণব্যবস্থা, ২৩৭

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২৩৭

স্বদেশ, ১৫০, ১৭৪

স্বদেশপ্রীতি বা প্রেম, ১৫০

স্বদেশভক্তি, ১০৪

স্বদেশভক্তি, ১০৪, ১৫০, ১২৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৫০-৫১

—ইহার ধারণা, ১৫০

স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ১৬, ২২২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬

—ব্যবসায়বাণিজ্যে, ৮৫

—পরমাণুর, ১২২

—জাতীয়, ২২২

স্বরাজ, ২৪৫

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪৫

—ইহার দাবি, ভারতীয় কংগ্রেসের, ২৪৫

স্বার্থ, বুর্জোয়াশ্রেণীর, ২২

—স্বদেশের, ১৫০

—শ্রমিকশ্রেণীর, ১০৩, ১০৪, ১০৮

—সাধারণ মানুষের, ১০৪, ১৫২

—মৌলিক, ১৪৫

—ব্যক্তিগত, ১৫০, ২৭৪

—স্বদেশের, ১৫০

—ব্রিটিশ ও মা কি ন সাম্রাজ্যবাদীদের, ১৫০

—মৌলিক, নিজদেশের, ১৫০

—অর্থনৈতিক, কোন শ্রেণীর, ১৬৪

—মৌলিক, শ্রমিকশ্রেণীর, ১৭২

—শ্রেণীর ২৭৫

‘স্বাধীন শ্রমিক’, ১০১, ১০৮, ১৭০

স্বাধীনতা, ৬৩, ৭২, ৮৪, ১০০, ১৮১, ২১২, ২১৪, ২১৮, ২৩২, ২৪৫

—রাজনৈতিক, ৬৩, ১৪৩

—অপর দেশের ৭২

—চতুর্বিধ, ৮৩

ঐ, ব্যাখ্যা, ৮৩

—বাক বা বাক্যের, ৮৩

—ধর্মীয়, ৮৩

—চারিলাভের, ৮৩

—নির্ভয়ে জীবনযাপনের, ৮৩

—জাতীয়, ৮৪, ৮৬, ২০১

—ভারতের, ১৩২

—সমাজের সকলের জন্য, ১০০

—গণতান্ত্রিক, জনগণের ১০২

—ইহার সনদ, ১১৫

ঐ, বিবরণ, ১১৫

—সকল জাতির, ১৫১

—পুস্তক প্রকাশের, ১৬৭

—আমেরিকার, ২০২

—সমগ্র জনসাধারণের জন্য, ২৩২

স্বাধীনতার আন্দোলন বা সংগ্রাম, ৮৭, ৮৮, ২১৭, ২২৬

—ভারতের, ৮৭, ৮৮, ১৮২, ২১৭

সশস্ত্র, চরমপন্থী, ১২৪, ১২৫,

—এশিয়ার জনগণের, ২৩১

স্বাধীনতা-যুদ্ধ, আ মে রি কা র, ২০১, ২০২, ২৭০

স্বাভাবিক নীতি—‘প্রকৃতিবাদ’ দ্রষ্টব্য

স্বায়ত্তশাসন, ১৬, ২৪, ৪৩, ৪৪, ৮৪, ২৭, ২১৮, ২৩৪, ২৪৫, ২৫২

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬, ২৭

—ঔপনিবেশিক, ৪১, ৪৭, ২৪৫

ঐ, ব্যাখ্যা, ৪১, ২৪৫

—ইহার বিশেষ অর্থ (গান্ধীর), ৮২

—ইহার দাবি, ভারতের, ২৭, ২৪৫

স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশসমূহ, ২৪, ৪৪,

স্বীকৃতিদান, ৬২

—কার্যতঃ, ৬২

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬২

স্বীকৃতিদান,

—রীতি অনুযায়ী, ৬২

ঐ, ব্যাখ্যা, ৬২

স্বৈচ্ছাতন্ত্র, ১৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬

স্বৈরশাসন, ১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২১

স্বৈরশাসনবাদ, ১৬

—ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৬

স্মিথ, এডাম, ১৬৫, ১৬৬, ২৬৮

—আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনকরূপে, ১৬৫

স্মিথ, এডাম,

—ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ,
১৬৬

—*Wealth of Nations*, ১৬৬, ২৬৮

—জাতীয় সম্পদের সংজ্ঞা, ২৬৮

স্মিথ, উইলফ্রেড ক্যান্টোয়েল, ২১৬, ২১৭

—সারাসেন-সভ্যতা সম্বন্ধে, ২১৬-১৭

—*Modern Islam in India*,
২১৭

স্মৃতি, ১৫৪, ২৩৬

স্মোলনি-প্রাসাদ, ২১০, ২১১

হফ্ম্যান, ২১৪

হব্‌স্ টমাস, ১, ১৫৩

—পরম সম্বন্ধে, ১

—দর্শনের সংজ্ঞা, ১৫৩

হরতাল—‘বর্ষঘট’ দ্রষ্টব্য

ইন্ডিয়ান পত্রিকা, ৮৮, ৮৯

হল্যাণ্ড, ১২, ২১, ১৪২, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪,
২৩৬, ২৫১

—ইউরোপীয় রিনাসান্স-এর অন্তর্গত ম
কেন্দ্ররূপে, ১৮৪

—ইউরোপের ইতিহাসের দুইটি প্রধান
ঘটনার কেন্দ্ররূপে, ১৮৪

হস্তশিল্প, ২২০

হস্তশিল্পী, ২০, ২০১

—ঐ, ব্যাখ্যা, ২০-২৪

হাইনে, হাইনরিক, ১৫৩, ২১৩, ২১৪

—ভাবকল্পনাবাদ সম্বন্ধে উক্তি, ২১৩-১৪

—ফিলিস্তিন শব্দের ব্যবহার, ১৫৩

‘হাইপোথিসিস’—‘প্রকল্প’ দ্রষ্টব্য

‘হাউস অফ কমন্স’—‘পার্লামেন্ট’ দ্রষ্টব্য

হাউস অফ লর্ডস’—‘পার্লামেন্ট’ ও ‘লর্ড-সভা’
দ্রষ্টব্য

হাকলুইট, রিচার্ড, ১৮৫

—তঁাহার গল্পসাহিত্য, ১৮৫

—*Voyages*, ১৮৫

হাকেরী, ৮৪, ১০৪, ২২৬, ২৬২

—স্বায়ত্তশাসনলাভ, ৮৪

হাফিজ, মহম্মদ, ২৪৩

হাভানাশহর, ১৪৭

হামুরাবি, সম্রাট, ১১১

হার, ১৭৬

—মুনাফার ১৭৬, ১৯৮

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৬

—উদ্ভূতমূল্যের, ১৭৬

ঐ, ব্যাখ্যা, ১৭৬

—হাস্যবুদ্ধিশীল, মজুরির, ২২১

ঐ, ব্যাখ্যা, ২২১

—সর্বনিম্ন, মজুরির, ২২১

—মজুরির, ২৭৫

—উৎপাদনের, ২৭৫

ঐ, যুক্তরাষ্ট্রের, ২৭৬

ঐ, জনগণতান্ত্রিক দেশের, ২৭৬

হার্ডে, ডাঃ উইলিয়াম, ১৮৬

—দেহের রক্তাসঞ্চালনের তথ্য আবিষ্কার,
১৮৬

হিউম, এলান অক্টাভিয়াস, ৪৭

—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ৪৭

হিউম, ডেভিড, ২৪, ২১৭

—তঁাহার সন্দেহবাদ, ২১৭

ইহার বিষয়বস্তু, ২১৭

- হিটলার, আডল্ফ, ১১, ৭২, ৮১, ৮৬, ১০৬, ১১২, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ২২৫, ২৩৪, ২৪৩, ২৫০
- তঁাহার পররাজ্য গ্রাস, ৩, ৩৫
- ইহুদীবিষে, ১০, ১৩
- তঁাহাকে বুটেন ও ফ্রান্সের ভোষণ, ১১
- আর্থজাতিসম্বন্ধীয় মত, ১৩
- জার্মানীর ক্ষমতাদখল, ২২
- চেকোস্লোভাকিয়া দখল, ১৩২
- জাতীয় সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা, ১৩৭, ১৩৮
- পোল্যান্ড আক্রমণ, ১৩৮
- তঁাহার আত্মহত্যা, ১৩৮
- হিতবাদ, ২১
- হিতব্রতী রাষ্ট্র, ২২৮
- হিন্দুমজদুর সভা, ১১০
- হিন্দুকলেজ, ১৮২, ১২০, ১২৪
- ইহার প্রতিষ্ঠা, ১২০
- হিন্দুদর্শন, ৭৪, ২৩১
- হিন্দুধর্ম,
- রক্ষণশীল, ১৮৮, ১২২
- প্রাচীন, ১২০, ১২১
- ইহার সংস্কার, ১২১, ১২২
- ইহার শ্রেষ্ঠত্ব, ১২২
- নব, ১২৩
- হিন্দুবাদ, নব—‘নবহিন্দুবাদ’ দ্রষ্টব্য
- হিন্দুমেলা, ১২১
- হিন্দুসমাজ, ১৮২, ১২১, ১২২, ১২৩
- গলিত, ১৮২
- ইহার পুনর্গঠনের প্রয়াস, ১২২
- হিন্দুসাহিত্য, প্রাচীন, ১৮৭
- হিন্দুজাতি, ২৫১
- হিরাক্লিটাস, ৫৩, ১২২, ২৩১
- বিশ্বের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় মত, ১২২
- Cosmos শব্দের ব্যবহার, ৫৩
- হিরোডোটাস, ২৪
- ইতিহাসের ‘জনক’রূপে, ২৪
- হিলফার্ডিং, ৩২
- পরিকল্পিত বিশ্বজোড়া ধনতন্ত্র সম্পর্কে, ৩২
- হিসাব-নিকাশের গৃহ বা স্থান, ৩৮
- ‘হুইগ’, ২৬২
- ‘হুইগ’পার্টি, ইংলণ্ডের, ১১৩, ২৬৮, ২৬৯
- ‘হুইগ’, ২৬২
- ঐ, ব্যাখ্যা, ২৬২
- হুগো, ভিক্টর, ২১৩, ২১৪
- উপন্যাস-সাহিত্যের নূতন ধারার প্রবর্তন, ২১৩
- হুতোম প্যাচার নক্সা, ১২৬
- হুগি, ১২, ২১, ৭১, ২১
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২২
- হবার্ট, ইতালীর রাজা, ৮
- তঁাহার হত্যা, ৮
- হেগ, ১০২, ১৪৬
- হেগেল, জর্জ উইলিয়াম ফ্রেডরিখ, ১, ৬৭, ২৮, ১২১, ১২৩, ১২৪, ২৬৭
- তঁাহার রচনাবলী, ১২৩
- পরম সম্বন্ধে, ১
- ডায়লেকটিক্স-এর উৎকর্ষসাধন, ৬৭
- তঁাহার পরম ভাববাদ, ১২৩
- ভাববাদের ক্ষেত্রে ডায়লেকটিক্স-এর প্রয়োগ, ৬৭
- আত্মা ও অনাত্মার পশ্চাত্ত্বর্তী এক মূল পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, ২৮
- তঁাহার দর্শন, ১২৩-২৪
- যুদ্ধসম্বন্ধীয় মতের উৎকর্ষসাধন, ২৬৭
- হেভু, ১৬৭, ১৭৭
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৭৭
- হেবার্ট, ২০৫
- গিলোটিনে হত্যা, ২০৫
- হেব্রিয়াস কর্পাস, ২৩
- ইহার ভাষাগত অর্থ, ২৩
- ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৩
- ‘হেব্রিয়াস কর্পাস আইন’, ২১
- হেয়ার, ডেভিড, ১২০
- বাংলাবুল স্থাপন, ১২০
- হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, ১২০
- হেয়ার স্কুল, ১২৪
- হেলভেতিউস, ৭৪

- হেলসিন্দি নগরী, ১৫২
 হেলসিন্দি-সম্মেলন, ১৫২
 —ইহার প্রস্তাব, ১৫২
 হেলস, ২৪
 হেলেন, ২৪
 হেলেনবাদ, ২৪
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৪
 ‘হেলেনীয় চর্চাসমিতি’, ২৪
 —*The Journal of Hellenic Studies*, ২৪
 হেলেনীয় জাতি, ২৪
 হেলেনীয় সভ্যতা, ২৪
 —ঐ, ব্যাখ্যা, ২৪
 হোমর, ৫৩
 —*Cosmos* শব্দের প্রথম ব্যবহার, ৫৩
 ‘হোমরুল’, (‘স্বায়ত্তশাসন’ দ্রষ্টব্য), ৪৭, ২৭, ১৩২, ২১৮
 হোমরুল,
 —ঐ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ২৭
 —আয়ারল্যান্ডের জাতীয় আন্দোলনের ধ্বনিরূপে, ২৭
 —ইহার আন্দোলন, ভারতে, ২৭, ১৩২
 —ইহার দাবি, ১৩২
 ‘হোলি রোমান এম্পায়ার’—‘রোম সাম্রাজ্য’ দ্রষ্টব্য
 হোলিওক, জি. জে., ২১৮
 —ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও শিক্ষানীতির প্রথম প্রচার, ২১৮
 হোসেন, মীর মসারফ, ১২৬
 —বিষাদসিদ্ধু, ১২৬
 —জমিদার-দর্পণ, ১২৬
 ‘হোহেন্‌সোলার’ বংশ, ২৫০
 হামিল্টন, আলেকজান্ডার, ১২৩, ১৫৩
 হ্যাম্পডেন, পি.ম্., ২০২

